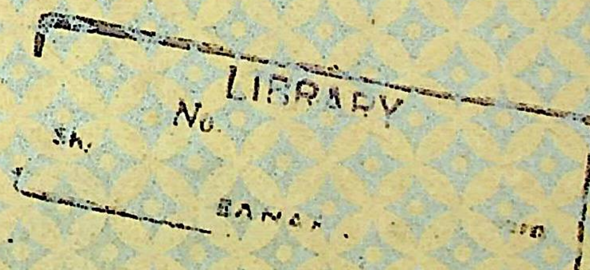
মহাভারত

(দ্রোণ-পর্ব)

(পৃঃ ৫৩৭৯ - ৫৯৩১)



8/00







আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ॐ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

২।৩।৬৬ একাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা ভাগবতোত্তম রাজা জনক শুকদেবকে উপদেশ ক'রেছিলেন। শুকদেব জিজ্ঞাসা করেন—কারও যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকট হ'য়ে যায়, তা'হলে তার অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন কি?

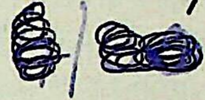
জনক বলেন—জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যতীত যেমন মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ সদগুরুর সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। গুরু এই সংসারসাগরের পারের কর্ত্তা কর্ণধার এবং তাঁর দত্ত জ্ঞান নৌকাস্বরূপ, মানুষ সেই জ্ঞান পেয়ে ভবসাগর হ'তে পার হয়ে যায়। যেমন মানুষ নদী পার হ'য়ে নৌকা এবং মাঝি দুই ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ গুরু এবং জ্ঞান দুইই ত্যাগ করেন। প্রথমে বিদ্বান্ লোক মর্য্যাদা এবং কর্ম্মপরম্পরা রক্ষা কর্‌বার জন্য চার আশ্রমের সহিত বর্ণ ধর্ম্ম পালন করেন। এরূপ নানাপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'র্‌তে ক'র্‌তে শুভাশুভ কর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগের দ্বারা ইহলোকেই মোক্ষপ্রাপ্ত হন্। অনেক জন্ম কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু যখন ইন্দ্রিয়গণ

১১শ বর্ষ, পৌষমাস, ১৩৭৯] [সপ্তমসংখ্যা—পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—



মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।



*

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮.

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২.৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০.০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯.০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫.০০

॥ ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

মহাভারতম্

শল্যপর্ব্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়মুখাৎ শল্য-দুর্য্যোধনয়োর্বধ-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য মূর্চ্ছা, সচেতনস্য তস্য বিদুরাদাশ্বাসলাভশ্চ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জনমেজয় উবাচ।

এবং নিপাতিতে কর্ণে সমরে সব্যসাচিনা।
অল্পাবশিষ্টাঃ কুরবঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ ॥ ১
উদীর্য্যমাণঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ।
পাণ্ডবৈঃ প্রাপ্তকালঞ্চ কিং প্রাপদ্যত কৌরবঃ ॥ ২
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম।
ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কর্ণে হতে রাজন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
ভৃশং শোকার্ণবে মগ্নো নিরাশঃ সর্বতোঽভবৎ ॥ ৪
হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি শোচমানঃ পুনঃ পুনঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ স্বশিবিরং প্রাপ্তো হতশেষৈর্নৃপৈঃ সহ ৫
স সমাশ্বাস্যমানোঽপি হেতুভিঃ শাস্ত্রনিশ্চিতৈঃ।
রাজভির্নালভচ্ছর্ম সূতপুত্রবধং স্মরন্ ॥ ৬
স দৈবং বলবন্মত্বা ভবিতব্যঞ্চ পার্থিবঃ।
সংগ্রামে নিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্যুদ্ধায় নির্যযৌ ॥ ৭
শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা বিধিবদ্ রাজপুঙ্গবঃ।
রণায় নির্যযৌ রাজা হতশেষৈর্নৃপৈঃ সহ ॥ ৮
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ দেবাসুররণোপমম্ ॥ ৯
ততঃ শল্যো মহারাজ কৃত্বা কদনমাহবে।
সসৈন্যোঽথ স মধ্যাহ্নে ধর্মরাজেন ঘাতিতঃ ॥ ১০

শল্যপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের মুখে শল্য ও দুর্য্যোধনের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা এবং সচেতন হইয়া বিদুর কর্ত্তৃক আশ্বাস-লাভ।]

অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ অর্জ্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান সহায়) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়-শাস্ত্র (মহাভারতাদি) পাঠ করিবে।

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যখন এইভাবে সব্যসাচী অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন, তখন আর অল্প অবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যেরা কি করিলেন? ১

পাণ্ডবগণের বল বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সহিত কিরূপ সময়োচিত আচরণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন? ২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ইহা শুনিতে চাই, আপনি আমাকে আমার পূর্ব্বজাত পিতামহাদির মহৎ চরিত্রের কথা বলুন; কারণ, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কোনরূপ তৃপ্তি হইতেছে না; (অতএব আপনি উহা বর্ণনা করুন)। ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্বতোভাবে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ৪

'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এই কথা বলিতে বলিতে বারংবার শোকগ্রস্ত হইয়া হতাবশিষ্ট নৃপতিগণের সহিত অতি কষ্টে নিজ শিবিরে গমন করিলেন। ৫

যদিও রাজারা এই সময় শাস্ত্রনিশ্চিত যুক্তিসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন, তথাপি সূতপুত্র কর্ণের বধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ৬

সেই রাজা দুর্য্যোধন দৈব ও ভবিতব্যকেই প্রবল বলিয়া মনে করিয়া সংগ্রাম করিতেই স্থির নিশ্চয় করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন। ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন শল্যকে বিধি অনুসারে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট নৃপগণের সহিত যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ দেবাসুরগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ৯

মহারাজ! তাহার পর সৈন্যসহ শল্য যুদ্ধে প্রভূত জনক্ষয় করিয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। ১০

ততো দুর্য্যোধনো রাজা হতবন্ধু রণাজিরাৎ।
অপসৃত্য হ্রদং ঘোরং বিবেশ রিপুজাদ্ ভয়াৎ ॥ ১১
অথাপরাহ্নে তস্যাঙ্কঃ পরিবার্য্য সুযোধনঃ।
হ্রদাদাহুয় যুদ্ধায় ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১২
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে হতশিষ্টাস্ত্রয়ো রথাঃ।
সংরব্ধান্নিশি রাজেন্দ্র জঘ্নুঃ পাঞ্চাল-সোমকান্ ॥ ১৩
ততঃ পূর্বাহ্নসময়ে শিবিরাদেত্য সঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং দীনো দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১৪
স প্রবিশ্য পুরীং সূতো ভুজাবুচ্ছ্রিত্য দুঃখিতঃ।
বেপমানস্ততো রাজ্ঞঃ প্রবিবেশ নিকেতনম্ ॥ ১৫
রুরোদ চ নরব্যাঘ্র হা রাজন্নিতি দুঃখিতঃ।
অহো বত বিনষ্টাঃ স্ম নিধনেন মহাত্মনঃ ॥ ১৬
বিধিশ্চ বলবানত্র পৌরুষং তু নিরর্থকম্।
শক্রতুল্যবলাঃ সর্বে যথাবধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭
দৃষ্টৈ্ব চ পুরে রাজন্ জনঃ সর্বঃ স সঞ্জয়ম্।
ক্লেশেন মহতা যুক্তং সর্বতো রাজসত্তম ॥ ১৮
রুরোদ চ ভৃশোদ্বিগ্নো হা রাজন্নিতি বিস্বরম্।
আকুমারং নরব্যাঘ্র তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ১৯
আর্তনাদং ততশ্চক্রে শ্রুত্বা বিনিহতং নৃপম্।
ধাবতশ্চাপ্যপশ্যামস্তত্র তান্ পুরুষর্ষভান্ ॥ ২০
নষ্টচিত্তানিবোন্মত্তান্ শোকেন ভৃশপীড়িতান্।
তথা স বিহ্বলঃ সূতঃ প্রবিশ্য নৃপতিক্ষয়ম্ ॥ ২১
দদর্শ নৃপতিশ্রেষ্ঠং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
তথা চাসীনমনঘং সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ২২
স্নুষাভির্ভরতশ্রেষ্ঠ গান্ধার্য্যা বিদুরেণ চ।
তথান্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ জ্ঞাতিভিশ্চ হিতৈষিভিঃ ॥ ২৩
তমেব চার্থং ধ্যায়ন্তং কর্ণস্য নিধনং প্রতি।
রুদন্নেবাব্রবীদ্ বাক্যং রাজানং জনমেজয় ॥ ২৪
নাতিহৃষ্টমনাঃ সূতো বাক্যসন্দিগ্ধয়া গিরা।
সঞ্জয়োঽহং নরব্যাঘ্র নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৫

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দ নিহত হওয়ায় সমরাঙ্গণ হইতে দূরে চলিয়া যাইয়া শত্রুভয়ে একটি ভয়ঙ্কর হ্রদে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১

ইহার পর সেই দিনেই অপরাহ্নকালে দুর্য্যোধনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য হ্রদ হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া ভীমসেন তাঁহাকে সংহার করত ভূপাতিত করিলেন। ১২

রাজেন্দ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর হতাবশিষ্ট তিন রথী বীর—কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাত্রিকালে নিদ্রার সময় পাঞ্চাল ও সোমকগণকে রোষভরে সংহার করিলেন ॥ ১৩

তাহার পর পূর্ব্বাহ্নকালে দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন সঞ্জয় শিবির হইতে আসিয়া দীনভাবে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৪

পুরীতে প্রবেশ করত দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া দুঃখিত সঞ্জয় কাঁপিতে কাঁপিতে রাজভবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৫

তিনি এই সময় রোদন করিতে করিতে দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হা নরশ্রেষ্ঠ নরেশ! হা রাজন্! মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে নষ্টপ্রায় হইয়া যাইলাম। ১৬

এ জগতে ভাগ্যই বলবান্। পুরুষার্থ ত' নিরর্থক; কারণ, আপনার সকল পুত্রই ইন্দ্রতুল্য বলবান্ হইয়াও পাণ্ডবগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ১৭

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! হস্তিনাপুরের সকল মানুষ সঞ্জয়কে সর্ব্বথা মহাক্লেশযুক্ত দর্শন করত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 'হা রাজন্' এই কথা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে চতুর্দ্দিকে বালকগণ হইতে বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষই রাজা দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৯½

আমরা সকলে তখন দেখিতে থাকিলাম যে, নগরের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও যেন অচৈতন্য ও উন্মত্ত হইয়া এবং শোকে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সেখানে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥২০½

এইভাবে ব্যাকুল হইয়া সঞ্জয় রাজভবনে প্রবেশ করত নিজের প্রভু প্রজ্ঞাচক্ষু নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন ॥ ২১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নিষ্পাপ নরপতি নিজের পুত্র-বধূগণ, গান্ধারী, বিদুর, অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্গণ এবং জ্ঞাতিবর্গে চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা কর্ণের নিধন হওয়ায় পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ২২-২৩½

জনমেজয়! সেই সময় সঞ্জয় দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে সন্দিগ্ধ বাক্যে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ভরতবংশপ্রধান! আমি সঞ্জয়। আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৪-২৫

মদ্রাধিপো হতঃ শল্যঃ শকুনিঃ সৌবলস্তথা।
উলূকঃ পুরুষব্যাঘ্র কৈতব্যো দৃঢ়বিক্রমঃ॥ ২৬
সংশপ্তকা হতাঃ সর্বে কাম্বোজাশ্চ শকৈঃ সহ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পর্বতীয়াশ্চ যবনা বিনিপাতিতাঃ॥ ২৭
প্রাচ্যা হতা মহারাজ দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ।
উদীচ্যাশ্চ হতাঃ সর্বে প্রতীচ্যাশ্চ নরোত্তমাঃ॥ ২৮
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্বে তে নিহতা নৃপ।
দুর্যোধনো হতো রাজা যথোক্তং পাণ্ডবেন হ॥ ২৯
ভগ্নসক্থো মহারাজ শেতে পাংশুষু রূষিতঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ॥ ৩০
উত্তমৌজা যুধামন্যুস্তথা রাজন্ প্রভদ্রকাঃ।
পাঞ্চালাশ্চ নরব্যাঘ্র চেদয়শ্চ নিষূদিতাঃ॥ ৩১
তব পুত্রা হতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত।
কর্ণপুত্রো হতঃ শূরো বৃষসেনঃ প্রতাপবান্॥ ৩২
নরা বিনিহতাঃ সর্বে গজাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
রথিনশ্চ নরব্যাঘ্র হয়াশ্চ নিহতা যুধি॥ ৩৩
কিঞ্চিচ্ছেষঞ্চ শিবিরং তাবকানাং কৃতং প্রভো।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্॥ ৩৪
প্রায়ঃ স্ত্রীশেষমভবজ্জগৎ কালেন মোহিতম্।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো রথাঃ ৩৫
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিশ্চ জয়তাং বরঃ॥ ৩৬
তথাপ্যেতে মহারাজ রথিনো নৃপসত্তম।
অক্ষৌহিণীনাং সর্বাসাং সমেতানাং জনেশ্বর॥ ৩৭
এতে শেষা মহারাজ সর্বেঽন্যে নিধনং গতাঃ।
কালেন নিহতং সর্বং জগদ্ বৈ ভরতর্ষভ॥ ৩৮
দুর্যোধনং বৈ পুরতঃ কৃত্বা বৈরঞ্চ ভারত।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ॥ ৩৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! মদ্ররাজ শল্য, সুবলপুত্র শকুনি এবং অক্ষক্রীড়াকারী শকুনির পুত্র দৃঢ়বিক্রম উলূক—ইঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন॥ ২৬

সমস্ত সংশপ্তক বীর, কাম্বোজ, শক, ম্লেচ্ছ ও পর্ব্বতীয় যোদ্ধারা এবং যবন সৈন্যগণ নিহত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন॥ ২৭

মহারাজ! পূর্ব্বদেশের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছেন, সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সৈন্যগণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকের নরোত্তম সৈন্যরাও নিহত হইয়াছেন॥ ২৮

হে নৃপ! সমস্ত রাজা ও রাজকুমারগণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ! যেরূপ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা দুর্য্যোধনও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি ধূলিধূসরিত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন॥২৯½

মহারাজ! নরোত্তম রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, প্রভদ্রকগণ, পাঞ্চাল ও চেদিদেশীয় যোদ্ধারাও বিনষ্ট হইয়াছেন॥ ৩০-৩১

ভারত! আপনার এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কর্ণের প্রতাপশালী ও শৌর্য্যশালী বীরপুত্র বৃষসেনও নিহত হইয়াছেন॥ ৩২

নরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধস্থলে সমস্ত পদাতি সৈন্য, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যরাও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৩৩

প্রভো! পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে পরস্পর সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্রদের এবং পাণ্ডব-শিবিরে আর অল্প কিছু মাত্র যোদ্ধাই অবশিষ্ট রহিয়াছেন॥ ৩৪

কালের দ্বারা মোহিত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণ জগতের স্ত্রীগণই আর অবশিষ্ট আছেন। পাণ্ডবপক্ষের সাত (যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি) এবং আপনার তিন জন রথী (কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) অবশিষ্ট রহিয়াছেন॥ ৩৫

পাণ্ডবদের দিকে পঞ্চ ভ্রাতা, বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং আপনার দিকে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা জীবিত আছেন॥ ৩৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! জনেশ্বর! মহারাজ! উভয় পক্ষে যে সমস্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই সব রথী মাত্র আর অবশিষ্ট আছেন, অন্য সমস্ত সৈন্যগণই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন॥ ৩৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত! কালই দুর্য্যোধন ও তাঁহার শত্রুতাকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করত এই সম্পূর্ণ জগৎকে নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ৩৮½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাধিরাজ জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র যেন প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৩৯½

নিপপাত স রাজেন্দ্রো গতসত্ত্বো মহীতলে।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ বিদুরোঽপি মহাযশাঃ ॥ ৪০
নিপপাত মহারাজ শোকব্যসনকর্শিতঃ।
গান্ধারী চ নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ ॥৪১
পতিতাঃ সহসা ভূমৌ শ্রুত্বা ক্রূরং বচস্তদা।
নিঃসংজ্ঞং পতিতং ভূমৌ তদাসীদ্ রাজমণ্ডলম্ ॥ ৪২
প্রলাপযুক্তং মহতি চিত্রন্যস্তং পটে যথা।
কৃচ্ছ্রেণ তু ততো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥ ৪৩
শনৈরলভত প্রাণান্ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ।
লব্ধ্বা তু স নৃপঃ সংজ্ঞাং বেপমানঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৪৪
উদীক্ষ্য চ দিশঃ সর্বাঃ ক্ষত্তারং বাক্যমব্রবীৎ।
বিদ্বন্ ক্ষত্তর্মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং গতির্ভরতর্ষভ ॥ ৪৫
মমানাথস্য সুভৃশং পুত্রৈর্হীনস্য সর্বশঃ।
এবমুক্ত্বা ততো ভূয়ো বিসংজ্ঞো নিপপাত হ ॥৪৬
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বান্ধবা যেঽস্য কেচন।
শীতৈস্তে সিষিচুস্তোয়ৈর্বিব্যজুর্ব্যজনৈরপি ॥৪৭
স তু দীর্ঘেণ কালেন প্রত্যাশ্বস্তো নরাধিপঃ।
তূষ্ণীং দধ্যৌ মহীপালঃ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ ॥ ৪৮
নিঃশ্বসন্ জিহ্মগ ইব কুম্ভক্ষিপ্তো বিশাম্পতে।
সঞ্জয়োঽপ্যরুদৎ তত্র দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্ ॥ ৪৯
তথা সর্বাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব গান্ধারী চ যশস্বিনী।
ততো দীর্ঘেণ কালেন বিদুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫০
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠ মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
গচ্ছন্তু যোষিতঃ সর্বা গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৫১
তথেমে সুহৃদঃ সর্বে ভ্রাম্যতে মে মনো ভৃশম্।
এবমুক্তস্ততঃ ক্ষত্তা তাঃ স্ত্রিয়ো ভরতর্ষভ ॥৫২
বিসর্জয়ামাস শনৈর্বেপমানঃ পুনঃ পুনঃ।
নিশ্চক্রমুস্ততঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো ভরতসত্তম ॥ ৫৩
সুহৃদশ্চ তথা সর্বে দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্।
ততো নরপতিং তত্র লব্ধসংজ্ঞং পরন্তপ ॥ ৫৪

মহারাজ! তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মহাযশস্বী বিদুরও শোকসন্তাপে দুর্ব্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪০½

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় এই ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের সমস্ত স্ত্রীগণ এবং গান্ধারী দেবী সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, রাজপরিবারে সমস্ত লোকই চেতনা হারাইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন এরূপ প্রতীত হইতেছিলেন যে, যেন বিশাল পটে অঙ্কিত চিত্রসকল রহিয়াছে ॥ ৪১-৪২½

তাহার পর পুত্রশোকে পীড়িত ভূপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে ধীরে ধীরে প্রাণক্রিয়া লাভ করিলেন ॥ ৪৩½

চেতনা লাভ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিদুরকে এই কথা বলিলেন—বিদ্বন্! মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! ভরতভূষণ! এখন তুমি পুত্রহীন ও অনাথ আমার একমাত্র আশ্রয়। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় চেতনা হারাইয়া ভূপাতিত হইলেন ॥ ৪৪-৪৬

তাঁহাকে এইভাবে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার যে সমস্ত বান্ধবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা রাজার উপর শীতল জল সেচন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

তারপর বহুক্ষণ পরে যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আশ্বস্ত হইলেন, তখন তিনি পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৪৮

প্রজানাথ! তখন তিনি কুম্ভমধ্যে স্থাপিত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইভাবে পীড়িত দেখিয়া সঞ্জয়ও সেখানে রোদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪৯

তারপর সমস্ত স্ত্রীগণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দীর্ঘকাল পরে বারংবার মোহিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন,—এই সমস্ত স্ত্রীগণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও এস্থান হইতে অন্যত্র গমন করুক। এই সকল সুহৃদবর্গও এখন চলিয়া যাউক; কারণ, আমার চিত্ত অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫০-৫১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর বারংবার কম্পিত হইতে হইতে বিদুর সেই সমস্ত স্ত্রীবর্গকে ধীরে ধীরে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও সমস্ত সুহৃদ্বর্গ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫৩½

শত্রুতাপন! তদনন্তর সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দীনভাবে বিলাপকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে সঞ্জয় নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৪½

অবৈক্ষৎ সঞ্জয়ো দীনং রোদমানং ভৃশাতুরম্।
প্রাঞ্জলির্নিঃশ্বসন্তঞ্চ তং নরেন্দ্রং মুহুর্মুহুঃ ॥
সমাশ্বাসয়ত ক্ষত্তা বচসা মধুরেণ চ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রমোহে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

সেই সময় বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্র-কে বিদুর কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের মোহবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, সঞ্জয়সমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিসৃষ্টাস্বথ নারীষু ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
বিললাপ মহারাজ দুঃখাদ্ দুঃখান্তরং গতঃ ॥ ১
সধূমমিব নিঃশ্বস্য করে ধুন্বন্ পুনঃ পুনঃ।
বিচিন্ত্য চ মহারাজ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অহো বত মহদ্ দুঃখং যদহং পাণ্ডবান্ রণে।
ক্ষেমিণশ্চাব্যয়াংশ্চৈব ত্বত্তঃ সূত শৃণোমি বৈ ॥ ৩
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং সুদৃঢ়ং মম।
যচ্ছ্রুত্বা নিহতান্ পুত্রান্ দীর্য্যতে ন সহস্রধা ॥ ৪
চিন্তয়িত্বা বয়স্তেষাং বালক্রীড়াঞ্চ সঞ্জয়।
হতান্ পুত্রানশেষেণ দীর্য্যতে মে ভৃশং মনঃ ॥ ৫
অনেত্রত্বাদ্ যদেতেষাং ন মে রূপনিদর্শনম্।
পুত্রস্নেহকৃতা প্রীতির্নিত্যমেতেষু ধারিতা ॥ ৬
বালভাবমতিক্রম্য যৌবনস্থাংশ্চ তানহম্।
মধ্যপ্রাপ্তাংস্তথা শ্রুত্বা হৃষ্ট আসং তদানঘ ॥ ৭
তানদ্য নিহতান্ শ্রুত্বা হতৈশ্বর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ন লভেয়ং ক্বচিচ্ছান্তিং পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥ ৮
এহ্যেহি পুত্র রাজেন্দ্র মমানাথস্য সাম্প্রতম্।
ত্বয়া হীনো মহাবাহো কাং নু যাস্যাম্যহং গতিম্ ॥৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! স্ত্রীগণ চলিয়া যাইলে পর অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এক দুঃখ হইতে অন্য এক দুঃখলাভ করত উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বারংবার দুই হস্ত কম্পিত করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১-২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! আমার পক্ষে ইহা অতিশয় দুঃখের কথা যে, আমি তোমার নিকট হইতে রণাঙ্গনে বিনষ্ট না হইয়া পাণ্ডবগণকে সকুশলে অবস্থান করিতে শুনিতেছি ॥ ৩

নিশ্চয়ই আমার সুদৃঢ় হৃদয় বজ্রের সারতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত; কারণ, নিজের পুত্রদিগকে নিহত হইতে শ্রবণ করত ইহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না ॥ ৪

সঞ্জয়! আমি তাহাদের বয়স ও বাল্যক্রীড়া চিন্তা করিয়া যখন তাহাদের সকলের নিধনবার্ত্তা চিন্তা করিতেছি, তখন আমার মন অতিশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥ ৫

যদিও আমি নেত্রহীন বলিয়া উহাদের রূপ কখনও দেখি নাই, তথাপি তাহাদের সকলের প্রতি পুত্রস্নেহজনিত প্রেমভাব সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখিতাম ॥ ৬

নিষ্পাপ সঞ্জয়! যখন আমি এই কথা শুনিলাম যে, আমার পুত্রগণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম যুবাবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আমি হর্ষে উৎফুল্ল হইতাম ॥ ৭

আজ সে-ই পুত্রগণ ঐশ্বর্য্য ও বলহীন এবং নিহত হইয়াছে—এই কথা শ্রবণ করত তাহাদের চিন্তায় ব্যথিত হইয়া কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৮

(এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিতে লাগিলেন) পুত্র! রাজেন্দ্র! এই সময় অনাথ আমার নিকট তুমি এস, এস। মহাবাহো! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া না জানি আমি আজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইব ? ৯

কথং ত্বং পৃথিবীপালাংস্ত্যক্ত্বা তাত সমাগতান্।
শেষে বিনিহতো ভূমৌ প্রাকৃতঃ কুনৃপো যথা ॥ ১০
গতিভূর্ত্বা মহারাজ জ্ঞাতীনাং সুহৃদাং তথা।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং বীর বিহায় ক্ব নু যাস্যসি ॥ ১১
সা কৃপা সা চ তে প্রীতিঃ ক্ব সা রাজন্ সুমানিতা।
কথং বিনিহতঃ পার্থৈঃ সংযুগেষ্বপরাজিতঃ ॥ ১২
কো নু মামুত্থিতং বীর তাত তাতেতি বক্ষ্যতি।
মহারাজেতি সততং লোকনাথেতি চাসকৃৎ ॥ ১৩
পরিষ্বজ্য চ মাং কণ্ঠে স্নেহেন ক্লিন্নলোচনঃ।
অনুশাধীতি কৌরব্য তৎ সাধু বদ মে বচঃ ॥ ১৪
ননু নামাহমশ্রৌষং বচনং তব পুত্রক।
ভূয়সী মম পৃথ্বীয়ং যথা পার্থস্য নো তথা ॥ ১৫
ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্য আবন্ত্যোঽথ জয়দ্রথঃ।
ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ ॥ ১৬
অশ্বত্থামা চ ভোজশ্চ মাগধশ্চ মহাবলঃ।
বৃহদ্বলশ্চ ক্রাথশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ১৭
ম্লেচ্ছাশ্চ শতসাহস্রাঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ।
সুদক্ষিণশ্চ কাম্বোজস্ত্রিগর্তাধিপতিস্তথা ॥ ১৮
ভীষ্মঃ পিতামহশ্চৈব ভারদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাযুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥ ১৯
জলসন্ধোঽথার্ষ্যশৃঙ্গী রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
অলম্বুষো মহাবাহুঃ সুবাহুশ্চ মহারথঃ ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবো রাজানো রাজসত্তম।
মদর্থমুদ্যতাঃ সর্বে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ২১
তেষাং মধ্যে স্থিতো যুদ্ধে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
যোধয়িষ্যাম্যহং পার্থান্ পাঞ্চালাংশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ২২
চেদীংশ্চ নৃপশার্দূল দ্রৌপদেয়াংশ্চ সংযুগে।
সাত্যকিং কুন্তিভোজঞ্চ রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ২৩
একোঽপ্যেষাং মহারাজ সমর্থঃ সংনিবারণে।
সমরে পাণ্ডবেয়ানাং সংক্রুদ্ধো হ্যভিধাবতাম্ ॥২৪
কিং পুনঃ সহিতা বীরাঃ কৃতবৈরাশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
অথবা সর্ব এবৈতে পাণ্ডবস্যানুযায়িভিঃ ॥ ২৫

বৎস! তুমি এখানে সমবেত ভূপালগণকে পরিহার করিয়া কোন এক নীচ ও দুষ্ট রাজার ন্যায় নিহত হইয়া কেন ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? ১০

বীর মহারাজ! তুমি জ্ঞাতি ও সুহৃদগণের আশ্রয় হইয়াও অন্ধ এবং বৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ? ১১

রাজন্! তোমার সেই কৃপা, সেই প্রীতি এবং অপরকে সম্মানদানের সেই প্রবৃত্তি কোথায় চলিয়া যাইল? তুমি ত' কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার নও, তবে কুন্তীর পুত্রগণের দ্বারা তুমি কিভাবে নিহত হইলে? ১২

বীর! আমি উত্থিত হইলে পর আমাকে সর্ব্বদা তাত, মহারাজ ও লোকনাথ প্রভৃতি নামে কে আহ্বান করিবে? কুরুনন্দন! তুমি পূর্ব্বে স্নেহে নেত্রদ্বয়ে অশ্রুপূর্ণ করত আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে যে, পিতঃ! আপনি আমাকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দান করুন। এই সুন্দর কথা তুমি পুনরায় আমাকে বল। ১৩-১৪

পুত্র! আমি তোমার মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম যে, 'আমার অধিকারে বিশাল পৃথিবী রহিয়াছে'। এরূপ বিশাল ভূভাগ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের অধিকারে নাই। ১৫

"নৃপশ্রেষ্ঠ! ভগদত্ত, 'কৃপাচার্য্য, শল্য অবন্তীরাজকুমার, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, মহাবল মগধাধিপতি বৃহদ্বল, ক্রাথ, সুবলপুত্র শকুনি, লক্ষ ম্লেচ্ছ, যবন ও শক, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, পিতামহ ভীষ্ম, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অযুতায়ু, পরাক্রমশালী শতায়ু, জলসন্ধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র রাক্ষস অলায়ুধ, মহাবাহু অলম্বুষ এবং মহারথী সুবাহু—ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক নরপতি আমার জন্য প্রাণ ও ধনের মোহ পরিত্যাগ করত সকলেই যুদ্ধের জন্য উদ্যত আছেন। ১৬-২১

ইঁহাদের সকলের মধ্যে অবস্থান করত ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি যুদ্ধস্থলে চেদিসৈন্যগণ, দ্রৌপদীর পুত্রবৃন্দ, সাত্যকি, কুন্তিভোজ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচেরও সম্মুখীন হইব। ২৩

মহারাজ! আমার এই সহযোগিগণের মধ্যে এক এক বীরই সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া আমায় উপর আক্রমণকারী পাণ্ডবদিগকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। তাহার উপর যদি পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুভাবদ্ধ এই সব বীরবৃন্দ এক সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তবে কোন কার্য্য করিতে আর বাধা থাকিবে? ২৪½

রাজেন্দ্র! অথবা এই সব যোদ্ধারা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের

যোৎস্যন্তে সহ রাজেন্দ্র হনিষ্যন্তি চ তান্ মৃধে।
কর্ণ একো ময়া সার্দ্ধং নিহনিষ্যতি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
ততো নৃপতয়ো বীরাঃ স্থাস্যন্তি মম শাসনে।
যশ্চ তেষাং প্রণেতা বৈ বাসুদেবো মহাবলঃ ॥ ২৭
ন স সন্নহ্যতে রাজন্নিতি মামব্রবীদ্ বচঃ।
তস্যাথ বদতঃ সূত বহুশো মম সন্নিধৌ ॥ ২৮
শক্তিতো হ্যনুপশ্যামি নিহতান্ পাণ্ডবান্ রণে।
তেষাং মধ্যে স্থিতা যত্র হন্যন্তে মম পুত্রকাঃ ॥ ২৯
ব্যায়চ্ছমানাঃ সমরে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
ভীষ্মশ্চ নিহতো যত্র লোকনাথঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য মৃগেন্দ্র ইব জম্বুকম্।
দ্রোণশ্চ ব্রাহ্মণো যত্র সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ৩১
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দিব্যাস্ত্রজ্ঞো মহাবলঃ ॥ ৩২
ভূরিশ্রবা হতো যত্র সোমদত্তশ্চ সংযুগে।
বাহ্লিকশ্চ মহারাজঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৩
ভগদত্তো হতো যত্র গজযুদ্ধবিশারদঃ।
জয়দ্রথশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৪
সুদক্ষিণো হতো যত্র জলসন্ধশ্চ পৌরবঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাযুতায়ুশ্চ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৫
মহাবলস্তথা পাণ্ড্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৬
বৃহদ্বলো হতো যত্র মাগধশ্চ মহাবলঃ।
উগ্রায়ুধশ্চ বিক্রান্তঃ প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥ ৩৭
আবন্ত্যো নিহতো যত্র ত্রৈগর্তশ্চ জনাধিপঃ।
সংশপ্তকাশ্চ নিহতাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৮
অলম্বুষো মহাশূরো রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
আর্ষ্যশৃঙ্গিশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৯
নারায়ণা হতা যত্র গোপালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ বহুসাহস্রাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৪০

অনুগামী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদের বিনাশ করিবে ॥ ২৫½

একাকী কর্ণই আমার সহিত থাকিয়া সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে। তাহার পর বীর নরপতিগণ সকলেই আমার শাসনের অধীনস্থ হইয়া যাইবে ॥ ২৬½

রাজন্! পাণ্ডবগণের যিনি নেতা, সেই মহাবল বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করিবেন না,— এই কথা দুর্য্যোধন আমাকে বলিয়াছিল ॥ ২৭½

সূত! আমার নিকট দুর্য্যোধন যখন এইরূপ বহু কথা বলিতে লাগিল, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের শক্তিতে সমস্ত পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে নিহত হইবে ॥ ২৮½

যখন এরূপ বীরগণের মধ্যে থাকিয়াও যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধরত আমার পুত্রগণ রণাঙ্গনে নিহত হইল, তখন ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? ২৯½

যেরূপ সিংহ শৃগালের সহিত সম্বর্ষরত থাকিয়া নিহত হইয়া থাকে, সেইরূপ যেখানে লোকরক্ষক প্রতাপশালী বীর ভীষ্ম শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া নিহত হইয়াছেন, যেখানে সকল প্রকার শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের দ্বারা যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩০-৩১½

যেখানে দিব্যাস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ মহাবল কর্ণ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে, যেখানে সমরাঙ্গণে ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত এবং মহারাজ বাহ্লীক বিনষ্ট হন, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অপর আর কি কারণ বলিতে পারি? ৩২-৩৩

যেখানে গজ-যুদ্ধবিশারদ রাজা ভগদত্ত নিহত হইয়াছেন এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি থাকিতে পারে? ৩৪

যেখানে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, পুরুবংশজাত জলসন্ধ, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নিহত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ আছে? ৩৫

যেখানে সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল পাণ্ড্য-রাজ যুদ্ধে পাণ্ডবগণের দ্বারা নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কিই বা বলিতে পারি? ৩৬

যেখানে বৃহদ্বল, মহাবল মগধরাজ, ধনুর্দ্ধরগণের আদর্শ ও পরাক্রমশালী উগ্রায়ুধ, অবন্তীরাজকুমার, ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা এবং সমস্ত সংশপ্তক-যোদ্ধারা নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩৭-৩৮

যেখানে শৌর্য্যশালী মহাবীর অলম্বুষ এবং ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলায়ুধ নিহত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি বলিবার আছে? ৩৯

যেখানে নারায়ণ-নামে রণদুর্ম্মদ গোপালগণ এবং কয়েক

শকুনিঃ সৌবলো যত্র কৈতব্যশ্চ মহাবলঃ।
নিহতঃ সবলো বীরঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৪১
এতে চান্যে চ বহবঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৪২
নিহতা বহবো যত্র কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
যত্র শূরা মহেষাসাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৪৩
বহবো নিহতাঃ সূত মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
নানাদেশসমাবৃত্তাঃ ক্ষত্রিয়া যত্র সঞ্জয় ॥ ৪৪
নিহতাঃ সমরে সর্ব্বে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
পুত্রাশ্চ মে বিনিহতাঃ পৌত্রাশ্চৈব মহাবলাঃ ॥ ৪৫
বয়স্যা ভ্রাতরশ্চৈব কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
ভাগধেয়সমাযুক্তো ধ্রুবমুৎপদ্যতে নরঃ ॥৪৬
যস্তু ভাগ্যসমাযুক্তঃ স শুভং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
অহং বিযুক্তস্তৈর্ভাগ্যৈঃ পুত্রৈশ্চৈবেহ সঞ্জয় ॥ ৪৭

কথমদ্য ভবিষ্যামি বৃদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ।
নান্যদত্র পরং মন্যে বনবাসাদৃতে প্রভো ॥ ৪৮
সোঽহং বনং গমিষ্যামি নির্বন্ধুর্জ্ঞাতিসংক্ষয়ে।
ন হি মেঽন্যদ্ ভবেচ্ছ্রেয়ো বনাভ্যুপগমাদৃতে ॥ ৪৯
ইমামবস্থাং প্রাপ্তস্য লূনপক্ষস্য সঞ্জয়।
দুর্য্যোধনো হতো যত্র শল্যশ্চ নিহতো যুধি ॥ ৫০
দুঃশাসনো বিবিংশশ্চ বিকর্ণশ্চ মহাবলঃ।
কথং হি ভীমসেনস্য শ্রোষ্যেঽহং শব্দমুত্তমম্ ॥ ৫১
একেন সমরে যেন হতং পুত্রশতং মম।
অসকৃদ্বদতস্তস্য দুর্য্যোধনবধেন চ ॥ ৫২
দুঃখশোকাভিসন্তপ্তো ন শ্রোষ্যে পরুষা গিরঃ।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং বৃদ্ধশ্চ সন্তপ্ত পার্থিবো হতবান্ধবঃ ॥ ৫৩
মুহুর্মুহুর্মুহ্যমানঃ পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ।
বিলপ্য সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥ ৫৪

হাজার ম্লেচ্ছ সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি থাকিতে পারে ? ৪০

যেখানে সুবলপুত্র মহাবল শকুনি এবং এই অক্ষক্রীড়াকারীর পুত্র বীর উলূক উভয়েই সৈন্য সহ নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ আছে ? ৪১

এই সকল এবং আরও বহুসংখ্যক অস্ত্রজ্ঞ, রণদুর্দ্দম, শৌর্য্যশালী বীর এবং পরিঘতুল্য বাহুবিশিষ্ট রাজা ও রাজকুমারগণ অধিক সংখ্যায় নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি কারণ বলিতে পারি ? ৪২½

সূত সঞ্জয়! যেখানে সমরাঙ্গণে নানা দেশসমূহ হইতে আগত দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক বীরবর মহাধনুর্দ্ধর, অস্ত্রজ্ঞ এবং রণদুর্দ্দম ক্ষত্রিয়গণ নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য কি কারণ থাকিতে পারে ? ৪৩-৪৪½

হায়! আমার মহাবল পুত্র, পৌত্র এবং ভ্রাতৃতুল্য বয়স্যগণ সকলেই নিহত হইয়াছে, ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব ? ৪৫½

নিশ্চয়ই প্রতি মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য লইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হয়, সে-ই শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬½

সঞ্জয়! আমি সেই শুভকারক ভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং পুত্রগণরহিত হইলাম। আজ এই বৃদ্ধাবস্থায় শত্রুদের বশীভূত হইয়া জানি না কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইব ? ৪৭½

সামর্থ্যশালী সঞ্জয়! আমার পক্ষে বনবাস ব্যতীত অন্য আর কোন কার্য্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে না। এখন বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ বিনষ্ট হওয়ায় আমি বনেই চলিয়া যাইব। সঞ্জয়! পক্ষচ্ছিন্ন পক্ষীর ন্যায় এই অবস্থায় উপনীত হওয়ায় এখন আমার পক্ষে বনবাস স্বীকার ব্যতীত অন্য আর কিছু শ্রেয়স্কর কার্য্য নাই। ৪৮-৪৯½

যখন দুর্য্যোধন নিহত হইল, শল্যও যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিল এবং দুঃশাসন, বিবিংশতি ও মহাবল বিকর্ণও নিহত হইল, তখন আমি সেই ভীমসেনের উচ্চৈঃস্বরে কথিত বাক্য কিরূপে শ্রবণ করিব, যে একাকীই আমার শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে ? ৫০-৫১½

দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া আমি বারংবার কথিত ভীমসেনের কঠোর বাক্যসকল শুনিতে পারিব না। ৫২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ পুত্রগণের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বারংবার মূর্চ্ছিত, সন্তপ্ত এবং বৃদ্ধ রাজা অম্বিকাসুত ধৃতরাষ্ট্র, যাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিলাপ করত উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজের পরাভবের কথা চিন্তা পূর্ব্বক দুঃখে আরও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং

দীর্ঘমুষ্ণং স নিঃশ্বস্য চিন্তয়িত্বা পরাভবম্।
দুঃখেন মহতা রাজন্ সন্তপ্তো ভরতর্ষভঃ ॥ ৫৫
পুনর্গাবল্গণিং সূতং পর্য্যপৃচ্ছদ্ যথাতথম্।
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা সূতপুত্রঞ্চ ঘাতিতম্ ॥ ৫৬
সেনাপতিং প্রণেতারং কিমকুর্বত মামকাঃ।
যং যং সেনাপ্রণেতারং যুধি কুর্বন্তি মামকাঃ ॥ ৫৭
অচিরেণৈব কালেন তং তং নিঘ্নন্তি পাণ্ডবাঃ।
রণমূর্দ্ধ্নি হতো ভীষ্মঃ পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা ॥ ৫৮
এবমেব হতো দ্রোণঃ সর্ব্বেষামেব পশ্যতাম্।
এবমেব হতঃ কর্ণঃ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
স রাজকানাং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা।
পূর্ব্বমেবাহমুক্তো বৈ বিদুরেণ মহাত্মনা ॥ ৬০
দুর্য্যোধনাপরাধেন প্রজেয়ং বিনশিষ্যতি।
কোচিন্ন সম্যক্ পশ্যন্তি মূঢ়াঃ সম্যগবেক্ষ্য চ ॥
তদিদং মম মূঢ়স্য তথাভূতং বচঃ স্ম তৎ ॥ ৬১
যদব্রবীৎ স ধর্ম্মাত্মা বিদুরো দীর্ঘদর্শিবান্।
তত্তথা সমনুপ্রাপ্তং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ ৬২
দৈবোপহতচিত্তেন যন্ময়া ন কৃতং পুরা।
অনয়স্য ফলং তস্য ব্রূহি গাবল্গণে পুনঃ ॥ ৬৩
কো বা মুখমনীকানামাসীৎ কর্ণে নিপাতিতে।
অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ কো বা প্রত্যুদ্‌যযৌ রথী ॥ ৬৪
কোঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং মদ্ররাজস্য সংযুগে।
বামঞ্চ যোদ্ধুকামস্য কে বা বীরস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৫
কথঞ্চ বঃ সমেতানাং মদ্ররাজো মহারথঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে পুত্রো বা মম সঞ্জয় ॥ ৬৬
ব্রূহি সর্ব্বং যথাতত্ত্বং ভরতানাং মহাক্ষয়ম্।
যথা চ নিহতঃ সংখ্যে পুত্রো দুর্য্যোধনো মম ॥ ৬৭
পাঞ্চালাশ্চ যথা সর্ব্বে নিহতাঃ সপদানুগাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ৬৮

গবল্গণের পুত্র সঞ্জয়কে পুনরায় যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৩-৫৫½

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বধ এবং যুদ্ধ-সঞ্চালক সেনাপতি সূতপুত্র কর্ণের বিনাশের কথা শ্রবণ করিয়া আমার পুত্রগণ কি করিল? ৫৬½

আমার পুত্রগণ যুদ্ধস্থলে যে যে বীরকে নিজেদের সেনাপতি করিয়াছিল, পাণ্ডবেরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সেই সেনাপতিকে বধ করিবে ॥ ৫৭½

যুদ্ধের সম্মুখভাগে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ভীষ্ম কিরীটধারী অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইলেন। এইরূপ দ্রোণাচার্য্যেরও মৃত্যু তোমাদের সকলের সাক্ষাতেই হইয়াছিল ॥ ৫৮½

এইভাবে প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণও রাজাদের সহিত তোমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষেই কিরীটধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫৯½

মহাত্মা বিদুর আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই প্রজাগণের বিনাশ সাধন হইবে ॥ ৬০½

জগতে এরূপ কিছু মূঢ় মানুষ আছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকারে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। আমিও সেইরূপই একজন মূঢ়। আমার নিকট সেই বাক্য যথাযথই হইয়াছে (অর্থাৎ বিদুরের সেই বাক্য শুনিয়াও শুনি নাই) ॥ ৬১

দূরদর্শী ধর্ম্মাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছিল, সেই সমস্তই তাহার বাক্যানুরূপই আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যবাদী মহাত্মার বাক্য সত্য হইয়াই রহিয়াছে ॥ ৬২

সঞ্জয়! দৈবের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য আমি বিদুরের কথা গ্রহণ করি নাই। আমার সেই অন্যায়ের ফল যে যে ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে; তুমি তৎসমস্তই আমাকে বল ॥ ৬৩

কর্ণ নিহত হইলে পর সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থানকারী যোদ্ধা কে ছিল? কোন রথী অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইল? ৬৪

যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী মদ্ররাজ শল্যের দক্ষিণ ও বাম চক্র রক্ষা কাহারা করিতে লাগিল এবং এই বীর সেনাপতির পৃষ্ঠভাগই বা কোন যোদ্ধারা রক্ষা করিতেছিল? ৬৫

সঞ্জয়! তোমরা সকলে একত্রে সমবেত থাকিলেও মহারথী মদ্ররাজ শল্য অথবা আমার পুত্র দুর্য্যোধন উভয়েই তোমাদের সম্মুখে কিভাবে নিহত হইল? ৬৬

তুমি ভরতবংশীয়গণের এই মহাক্ষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বল। আর ইহাও বল যে, যুদ্ধস্থলে আমার পুত্র দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইল? ৬৭

সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা নিজেদের পদাতিক অনুসরণকারী ব্যক্তিগণের সহিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করিল? ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণেরই বা বিনাশ কিরূপে হইল? ৬৮

পাণ্ডবাশ্চ যথা মুক্তাস্তথোভৌ মাধবৌ যুধি
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ ভারদ্বাজস্য চাত্মজঃ ॥ ৬৯
যদ্ যথা যাদৃশং চৈব যুদ্ধং বৃত্তঞ্চ সাম্প্রতম্।
অখিলং শ্রোতুমিচ্ছামি কুশলো হ্যসি সঞ্জয় ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

পঞ্চ পাণ্ডব, মধুবংশজাত দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা—ইহারা যুদ্ধস্থলে কিভাবে জীবিত থাকিল? ৬৯

সঞ্জয়! এই যুদ্ধ যেরূপ ও যেভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সব কিছু এই সময় আমি তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ, তুমি এই সমস্ত বর্ণনা করিতে অতিশয় নিপুণ ॥৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(কর্ণে নিহতে সতি পাণ্ডবভয়াৎ কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, সম্মুখেঽস্থিতানাং পঞ্চবিংশতি-সহস্র-পদাতি যোধানাং ভীমসেনেন সংহারঃ, দুর্য্যোধনেন নিজসৈন্যান্যাশ্বাস্য পুনস্তেষাং পাণ্ডবৈঃ সহ যুদ্ধে নিয়োগশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।
শৃণু রাজন্নবহিতো যথাবৃত্তো মহান্ ক্ষয়ঃ।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ১
নিহতে সূতপুত্রে তু পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
বিদ্রুতেষু চ সৈন্যেষু সমানীতেষু চাসকৃৎ ॥ ২
ঘোরে মনুষ্যদেহানামাজৌ নরবরক্ষয়ে
যত্তৎ কর্ণে হতে পার্থঃ সিংহনাদমথাকরোৎ ॥ ৩
তদা তব সুতান্ রাজন্ প্রাবিশৎ সুমহদ্ ভয়ম্।
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চৈবাথ পরাক্রমে ॥ ৪
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে কর্ণে তব যোধস্য কস্যচিৎ।
বণিজো নাবি ভিন্নায়ামগাধে বিপ্লবা ইব ॥ ৫
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বীপে কিরীটিনা।
সূতপুত্রে হতে রাজন্ বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ ॥ ৬
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব।
ভগ্নশৃঙ্গা ইব বৃষাঃ শীর্ণদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ ॥ ৭
প্রত্যুপায়াম সায়াহ্নে নির্জ্জিতাঃ সব্যসাচিনা।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

[কর্ণ নিহত হইলে পর পাণ্ডবগণের ভয়ে কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, সম্মুখে অবস্থিত পঁচিশ হাজার পদাতি যোদ্ধাকে ভীমসেনের সংহার এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে বুঝাইয়া পুনরায় পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে নিয়োগ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলে যেরূপ প্রভূত লোকক্ষয় হইয়াছিল, উহা আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ১

নরশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর যখন আপনার সৈন্যরা বারংবার পলায়ন করিতে লাগিল এবং রণাঙ্গনে মানব-শরীরের ভয়ঙ্কর সংহার হইতে থাকিল, সেই সময় কর্ণ-বধের পর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজন্! উহা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মনে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২-৩½

কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার কোন যোদ্ধারই মনে না সৈন্যদিগকে একত্রে সংগঠিত রাখিবার উৎসাহ ছিল এবং না পরাক্রমপ্রদর্শনে মন স্থির ছিল ॥ ৪½

রাজন্! সেই অগাধ মহাসাগরে নৌকা বিদীর্ণ হইলে বণিগ্‌গণ অপার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া অতিশয় বিপন্ন হইয়া উঠে, সেইরূপ কিরীটধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্বীপ-স্বরূপ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আমরা সকলে ভীত হইয়া পড়িলাম ॥ ৫-৬

আমরা তখন অনাথ হইয়া কোন একজন রক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলাম; কারণ, আমাদের অবস্থা সেই সময় সিংহপীড়িত মৃগগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষবৃন্দ ও জীর্ণদন্ত সর্পসকলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭

সায়ংকালে সব্যসাচী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আমরা সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমাদের সৈন্যদের প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছিল। আমরা সকলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আহত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিলাম ॥ ৮

সূতপুত্রে হতে রাজন্ পুত্রাস্তে প্রাদ্রবংস্ততঃ।
বিধ্বস্তকবচাঃ সর্বে কাংদিশীকা বিচেতসঃ ॥ ৯
অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো বীক্ষমাণা ভয়াদ্ দিশঃ।
মামেব নূনং বীভৎসুর্মামেব চ বৃকোদরঃ ॥ ১০
অভিযাতীতি মন্বানাঃ পেতুর্মম্লুশ্চ ভারত।
অশ্বানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ ॥ ১১
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পাদাতান্ প্রজহুর্ভয়াৎ।
কুঞ্জরৈঃ স্যন্দনা ভগ্নাঃ সাদিনশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১২
পদাতিসঙ্ঘাশ্চাশ্বৌঘৈঃ পলায়দ্ভির্ভৃশং হতাঃ।
ব্যালতস্করসঙ্কীর্ণে সার্থহীনা যথা বনে ॥ ১৩
তথা ত্বদীয়া নিহতে সূতপুত্রে তদাভবন্।
হতারোহাস্তথা নাগাশ্ছিন্নহস্তাস্তথাপরে ॥ ১৪
সর্বং পার্থময়ং লোকমপশ্যন্ বৈ ভয়ার্দিতাঃ।
তান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দিতান্ ॥ ১৫
দুর্যোধনোঽথ স্বং সূতং হা হা কৃত্বৈবমব্রবীৎ।
নাতিক্রমিষ্যতে পার্থো ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্ ॥ ১৬
জঘনে যুধ্যমানং মাং তূর্ণমশ্বান্ প্রচোদয়।
সমরে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৭
নোৎসহেতাপ্যতিক্রান্তুং বেলামিব মহার্ণবঃ।
অদ্যার্জুনং সগোবিন্দং মানিনঞ্চ বৃকোদরম্ ॥ ১৮
নিহত্য শিষ্টান্ শত্রূংশ্চ কর্ণস্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্।
তচ্ছ্রুত্বা কুরুরাজস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ ॥ ১৯
সূতো হেমপরিচ্ছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ।
গজাশ্ব-রথহীনাস্তু পাদাতাশ্চৈব মারিষ ॥ ২০
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ প্রাদ্রবন্ শনকৈরিব।
তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২১

রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার সকল পুত্রই অচেতনপ্রায় হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন। তাঁহাদের সকলেরই কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহাদের এরূপ জ্ঞানও ছিল না যে, তাঁহারা কোন্ দিকে গমন করিবেন ॥ ৯

সেই সব বীরগণ পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে এবং ভয়বশতঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন আমার ও ভীমসেন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা ম্লান হইয়া যাইলেন এবং গতির তীব্রতায় পাদস্খলন-জন্য ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন ॥ ১০২/১

কিছু মহারথী ভয়বশতঃ অশ্বের উপর, অপর যোদ্ধারা হাতীর উপর এবং কিছু সৈন্য রথের উপর আরোহণ করত পদাতি-সৈন্যদের পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্রবেগে পলায়ন করিলেন ॥ ১১২/১

পলায়নপর হাতীরা বহুসংখ্যক রথকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বিশাল রথসমূহের দ্বারা অশ্বারোহীরা মর্দ্দিত হইল এবং পলায়মান অশ্বগণ পদাতি সৈন্যদিগকে অত্যন্ত আহত করিয়া দিল ॥ ১২২/১

যেরূপ হিংস্রজন্তু ও দস্যুগণে পূর্ণ বনে নিজ সঙ্গীদের নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অনাথের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ কর্ণ নিহত হওয়ায় আপনার সৈন্যরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল ॥ ১৩২/১

বহু হাতীরই আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছিল, বহু গজরাজের শুণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল এবং সকল মানুষই তখন ভয়ে পীড়িত হইয়া এই জগৎকে অর্জুনময় দেখিতে লাগিল ॥ ১৪২/১

ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন 'হায় হায়' করত নিজের সারথিকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫২/১

যখন আমি সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করত ধনুর্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিব, তখন অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না; অতএব অশ্বগণকে চালনা কর ॥ ১৬২/১

যেরূপ মহাসাগর তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ কুন্তীকুমার অর্জুন সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত দুর্যোধন আমাকে অতিক্রম করিবার উৎসাহ দেখাইতে পারিবে না ॥ ১৭২/১

আজ আমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, অভিমানী ভীমসেন এবং হতাবশিষ্ট অন্য শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করত কর্ণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ১৮২/১

কুরুরাজ দুর্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করত সারথি স্বর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালনা করিল ॥ ১৯২/১

মাননীয় নরেশ! সেই সময় হাতী, অশ্ব ও রথহীন পঁচিশ হাজার পদাতি সৈন্য ধীরে ধীরে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২০২/১

তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের চতুরঙ্গিণী

বলেন চতুরঙ্গেণ পরিক্ষিপ্যাহনচ্ছরৈঃ।
প্রত্যযুধ্যংস্ত তে সর্বে ভীমসেনং সপার্ষতম্ ॥ ২২
পার্থ-পার্ষতয়োশ্চান্যে জগৃহুস্তত্র নামনী।
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈর্মৃধে প্রত্যবস্থিতৈঃ ॥ ২৩
সোঽবতীর্য্য রথাস্তূর্ণং গদাপাণিরযুধ্যত।
ন তান্ রথস্থো ভূমিষ্ঠান্ ধর্মাপেক্ষী বৃকোদরঃ ॥ ২৪
যোধয়ামাস কৌন্তেয়ো ভুজবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ।
জাতরূপপরিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ২৫
ন্যবধীৎ তাবকান্ সর্বান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
পদাতয়ো হি সংরব্ধাস্ত্যক্তজীবিতবান্ধবাঃ ॥ ২৬
ভীমমভ্যদ্রবন্ সংখ্যে পতঙ্গা ইব পাবকম্।
আসাদ্য ভীমসেনং তে সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২৭
বিনেদুঃ সহসা দৃষ্ট্বা ভূতগ্রামা ইবান্তকম্।
শ্যেনবদ্ ব্যচরদ্ ভীমঃ খড়্গেন গদয়া তথা ॥২৮
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাংস্তাবকানাং ব্যপোথয়ৎ।
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৯
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য পুনস্তস্থৌ মহাবলঃ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যপদ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ৩০
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ।
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা ঘ্নন্তো দৌর্য্যোধনং বলম্ ॥ ৩১
তস্যাশ্ববাহান্ সুবহূংস্তে নিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ।
তমন্বধাবংস্ত্বরিতাস্তত্র যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩২
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ রথানীকমগাহত।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপন্ ধনুঃ ॥ ৩৩
কৃষ্ণসারথিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা শ্বেতহয়ং রথম্।
অর্জুনং চাপি যোদ্ধারং ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৪
বিপ্রহীনরথাশ্বাশ্চ শরৈশ্চ পরিবারিতাঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ পার্থমার্চ্ছন্ পদাতয়ঃ ॥ ৩৫

(হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যগণের দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত করত বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১½

সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অপর বহু যোদ্ধা সেখানে ইঁহাদের উভয়ের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে থাকিল ॥ ২২½

যুদ্ধস্থলে সম্মুখে অবস্থিত সেই যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি অতিক্রুত রথ হইতে নামিয়া হস্তে গদা ধারণ করত তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩½

যুদ্ধধর্ম্মপালনে ইচ্ছুক কুন্তীকুমার ভীমসেন স্বয়ং রথে উপবিষ্ট থাকিয়া ভূমিতে অবস্থিত পদাতি-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয় বলিয়া মনে করিলেন। সেই কারণে তিনি বাহুবলের আশ্রয় করত সেই সব যোদ্ধাদের সহিত পদব্রজেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৪½

তিনি দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় সুবর্ণপত্রে আবৃত বিশাল গদা ধারণ করত তাহারা আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫½

সেই সময় নিজের প্রাণ ও বন্ধু-বান্ধবগণের মায়া পরিত্যাগ করত রোষাবিষ্ট হইয়া পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের দিকে সেই ভাবে ধাবিত হইল, যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৬½

ক্রুদ্ধ এই সব রণদুর্ম্মদ যোদ্ধারা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া সেইরূপ আর্তনাদ করিতে লাগিল, যেরূপ প্রাণিগণ যমরাজকে দেখিয়া চীৎকার করিতে থাকে ॥ ২৭½

সেই সময় ভীমসেন রণাঙ্গনে বাজপাখীর ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি তরবারি ও গদার আঘাতে আপনার সেই পঁচিশ হাজার যোদ্ধাকে পোথিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮½

সত্যপরাক্রমী মহাবল ভীমসেন সেই পদাতি-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

অপর দিকে পরাক্রমশালী অর্জুন রথ-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেব এবং মহাবল সাত্যকি দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে তীব্র বেগে শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০-৩১

ইঁহারা সকলে শকুনির বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করত ত্বরাসহকারে শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩২

রাজন্! তদনন্তর অর্জুন স্বীয় ত্রিভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে আপনার রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতাশ্ব-যোজিত রথকে এবং রথী যোদ্ধা অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া আপনার সমস্ত রথী সৈন্যরা ভয়ে পলাইয়া যাইল ॥ ৩৪

তখন রথ ও অশ্বহীন এবং বাণসমূহে আচ্ছাদিত পঁচিশ

হত্বা তৎ পুরুষানীকং পাঞ্চালানাং মহারথঃ।
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩৬
মহাধনুর্দ্ধরঃ শ্রীমানমিত্রগণমর্দনঃ।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাযশাঃ ॥ ৩৭
পারাবতসবর্ণাশ্বং কোবিদারবরধ্বজম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নং রণে দৃষ্ট্বা ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৮
গান্ধাররাজং শীঘ্রাস্ত্রমনুসৃত্য যশস্বিনৌ।
আচরাৎ প্রত্যদৃশ্যেতাং মাদ্রীপুত্রৌ সসাত্যকী ॥ ৩৯
চেকিতানঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
হত্বা ত্বদীয়ং সুমহৎ সৈন্যং শঙ্খানথাধমন্ ॥ ৪০
তে সর্বে তাবকান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতো বৈ পরাঙ্মুখান্।
অভ্যধাবন্ত নিঘ্নন্তো বৃষান্ জিত্বা বৃষা ইব ॥ ৪১
সেনাবশেষং তং দৃষ্ট্বা তব পুত্রস্য পাণ্ডবঃ।

পদাতি-যোদ্ধা কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৫

সেই পদাতি-সৈন্যদিগকে বধ করত পাঞ্চাল মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৩৬

পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর, মহাযশস্বী, তেজস্বী এবং শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ৩৭

যাহার রথে পারাবতের ন্যায় ধূসরবর্ণের অশ্ব যোজিত আছে এবং রথের শ্রেষ্ঠ ধ্বজের উপর কোবিদারবৃক্ষের চিহ্ন আছে, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে রণাঙ্গনে উপস্থিত দেখিয়া আপনার সৈন্যেরা ভয়ে পলায়ন করিল ॥ ৩৮

সাত্যকি সহ যশস্বী মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব অতি সত্বর অস্ত্র চালাইতে সমর্থ গান্ধাররাজ শকুনির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন ইহা দেখা যাইল ॥ ৩৯

মাননীয় ভূপাল! চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—আপনার বিশাল সেনাকে সংহার করত শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

যেরূপ বৃষগণ অপর বৃষদিগকে পরাজিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে, সেইরূপ এই সব পাণ্ডব বীরগণ আপনার সমস্ত যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৪১

হে নৃপ! পাণ্ডুকুমার সব্যসাচী অর্জ্জুন আপনার পুত্রের সৈন্যদের এক অংশ অবশিষ্ট ও সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত

অবস্থিতং সব্যসাচী চুক্রোধ বলবন্নৃপ ॥৪২
তত এনং শরৈ রাজন্ সহসা সমবাকিরৎ।
রজসা চোদ্গতেনাথ ন স্ম কিঞ্চন দৃশ্যতে ॥ ৪৩
অন্ধকারীকৃতে লোকে শরীভূতে মহীতলে।
দিশঃ সর্বা মহারাজ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৪৪
ভজ্যমানেষু সর্বেষু কুরুরাজো বিশাম্পতে।
পরেষামাত্মনশ্চৈব সৈন্যে তে সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪৫
ততো দুর্য্যোধনঃ সর্বানাজুহাবাথ পাণ্ডবান্।
যুদ্ধায় ভরতশ্রেষ্ঠ দেবানিব পুরা বলিঃ ॥ ৪৬
স এনমভিগর্জন্তং সহিতাঃ সমুপাদ্রবন্।
নানাশস্ত্রসৃজঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭
দুর্য্যোধনোঽপ্যসম্ভ্রান্তস্তানরীন্ ব্যধমচ্ছরৈঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্ ॥ ৪৮

কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪২

রাজন্! তদনন্তর তিনি সহসা বাণসমূহের দ্বারা সেই সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। সেই সময় এরূপ ধূলি উত্থিত হইতে থাকিল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না ॥ ৪৩

মহারাজ! যখন জগৎ সেই ধূলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং পৃথিবীতে বাণে বাণে আবৃত হইয়া পড়িল, সেই সময় আপনার সৈন্যেরা সকল দিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৪৪

প্রজানাথ! তাহারা সকলে পলাইয়া যাইলে পর কুরুরাজ দুর্য্যোধন শত্রুদের ও নিজের উভয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পুরাকালে রাজা বলি দেবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধন সমস্ত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তখন সেই পাণ্ডব-যোদ্ধারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জনকারী দুর্য্যোধনকে বারংবার ভর্ৎসনা করিতে করিতে ও নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে করিতে একত্রে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৭

দুর্য্যোধনও কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া বাণসমূহের দ্বারা সেই শত্রুদিগাক ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। সেখানে আমরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না ॥ ৪৮½

যদেনং পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ন শেকুরভিবর্ত্তিতুম্।
নাতিদূরাপয়াতঞ্চ কৃতবুদ্ধিঃ পলায়নে ॥ ৪৯
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমপশ্যদ্ ভৃশবিক্ষতম্।
ততোঽবস্থাপ্য রাজেন্দ্র কৃতবুদ্ধিস্তবাত্মজঃ ॥ ৫০
হর্ষয়ন্নিব তান্ যোধাংস্ততো বচনমব্রবীৎ।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্ব্বতেষু চ ॥৫১
যত্র যাতান্ন বো হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সৃতেন বঃ।
স্বল্পং চৈব বলং তেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ ॥ ৫২
যদি সর্ব্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবং নো বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রয়াতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্ ॥৫৩
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ো নঃ সমরে বধঃ।
সুখং সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যুধ্যতাম্ ॥ ৫৪
মৃতো দুঃখং ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ ॥ ৫৫
দ্বিষতো ভীমসেনস্য বশমেষ্যথ বিক্লবাঃ।
পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্ম্মং হাতুমর্হথ ॥৫৬
নান্যৎ কর্ম্মাস্তি পাপীয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ।
ন যুদ্ধধর্ম্মাচ্ছ্রেয়ান্ হি পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ ॥ ৫৭
সুচিরেণার্জ্জিতাঁল্লোকান্ সদ্যো যুদ্ধাৎ সমশ্নুতে।
তস্য তদ্ বচনং রাজ্ঞঃ পূজয়িত্বা মহারথাঃ ॥ ৫৮
পুনরেবাভ্যবর্ত্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।
পরাজয়মমৃষ্যন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে ॥ ৫৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং পুনরেব সুদারুণম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্ ॥ ৬০
যুধিষ্ঠিরপুরোগাংশ্চ সর্ব্বসৈন্যেন পাণ্ডবান্।
অন্বধাবন্মহারাজ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি কৌরবসৈন্যপলায়নে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, আমার সৈন্যরা অত্যন্ত আহত হইয়া রণাঙ্গনে পলায়ন করিবার স্থির করত পলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু অধিক দূর চলিয়া যায় নাই ॥ ৪৯½

রাজেন্দ্র! তখন যুদ্ধ করিতেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সব সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়া তাহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৫০½

বীরগণ! আমি ভূতলে ও পর্ব্বতের উপর এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে চলিয়া যাইলে পর তোমাদিগকে পাণ্ডবেরা বধ করিতে না পারিবে; সুতরাং পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? ৫১½

পাণ্ডবদের নিকট আর অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও অত্যন্ত আহত হইয়াছে। যদি আমরা সকলে এখানে অবস্থান করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের জয়লাভ হইবে ॥ ৫২½

যদি তোমরা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা অপরাধী তোমাদের সকলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ॥ ৫৩½

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীরগণের পক্ষে রণাঙ্গনে মৃত্যুই সুখপ্রদ হইয়া থাকে; কারণ, এখানে মৃত মনুষ্য মৃত্যুর দুঃখ জানিতে পারে না এবং মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫৪½

যত ক্ষত্রিয় এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা সকলেই আমার এই কথা শ্রবণ কর—তোমরা পলায়ন করিলে পর শত্রু ভীমসেনের অধীন হইয়া যাইবে ॥ ৫৫½

এই কারণে নিজেদের পিতা-পিতামহের আচরিত ধর্ম্ম তোমরা পরিত্যাগ করিও না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন অপেক্ষা অধিক পাপপূর্ণ কর্ম্ম আর কিছু নাই ॥৫৬½

কৌরবগণ! যুদ্ধ-ধর্ম্ম অপেক্ষা অপর কোন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিয়া প্রাপ্ত পুণ্যলোকসকল বীর ক্ষত্রিয় যুদ্ধের দ্বারা তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৭½

রাজা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদর করত সেই মহারথী ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরাজয় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা পরাক্রম করিতে মনস্থির করিলেন ॥ ৫৮-৫৯

তদনন্তর আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৬০

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের সমস্ত সৈন্যদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে কৌরব-সৈন্যদের পলায়নবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিস্থাপনায় দুর্য্যোধনং প্রতি কৃপাচার্য্যস্য প্রবোধদানম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতান্ রথনীড়াংশ্চ রথাংশ্চাপি মহাত্মনাম্।
রণে চ নিহতান্ নাগান্ দৃষ্ট্বা পত্তীংশ্চ মারিষ ॥১

আয়োধনং চাতিঘোরং রুদ্রস্যাক্রীড়সন্নিভম্।
অপ্রখ্যাতিং গতানাং তু রাজ্ঞাং শতসহস্রশঃ ॥ ২

বিমুখে তব পুত্রে তু শোকোপহতচেতসি।
ভৃশোদ্বিগ্নেষু সৈন্যেষু দৃষ্ট্বা পার্থস্য বিক্রমম্ ॥ ৩

ধ্যায়মানেষু সৈন্যেষু দুঃখং প্রাপ্তেষু ভারত।
বলানাং মথ্যমানানাং শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্ ॥ ৪

অভিজ্ঞানং নরেন্দ্রাণাং বিক্ষতং প্রেক্ষ্য সংযুগে।
কৃপাবিষ্টঃ কৃপো রাজন্ বয়ঃ-শীলসমন্বিতঃ ॥ ৫

অব্রবীৎ তত্র তেজস্বী সোঽভিসৃত্য জনাধিপম্।
দুর্য্যোধনং মন্যুবশাদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৬

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
শ্রুত্বা কুরু মহারাজ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥ ৭

ন যুদ্ধধর্মাচ্ছ্রেয়ান্ বৈ পন্থা রাজেন্দ্র বিদ্যতে।
যং সমাশ্রিত্য যুধ্যন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ॥ ৮

পুত্রো ভ্রাতা পিতা চৈব স্বস্রীয়ো মাতুলস্তথা।
সম্বন্ধি-বান্ধবাশ্চৈব যোদ্ধা বৈ ক্ষত্রজীবিনা ॥৯

বধে চৈব পরো ধর্মস্তথাধর্মঃ পলায়নে।
তে স্ম ঘোরাং সমাপন্না জীবিকাং জীবিতার্থিনঃ ॥ ১০

তদত্র প্রতিবক্ষ্যামি কিঞ্চিদেব হিতং বচঃ।
হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণে চৈব মহারথে ॥১১

জয়দ্রথে চ নিহতে তব ভ্রাতৃষু চানঘ।
লক্ষ্মণে তব পুত্রে চ কিং শেষং পর্য্যুপাস্মহে ॥১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে কৃপাচার্য্যের বুঝাইবার চেষ্টা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় ভূপাল! সেই সময় রণাঙ্গনে মহাত্মা বীরগণের রথ ও তাহাদের আসনসকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আরোহীসহ হস্তী ও পদাতিসৈন্যরাও নিহত হইল। এই যুদ্ধস্থল রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি শ্মশানের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ানক মনে হইতেছিল এবং সেখানে লক্ষ নরপতির খ্যাতি নষ্ট হইয়া যাইল। এই সব দেখিয়া যখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং তিনি যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন, কুন্তীপুত্র অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া যখন সৈন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তান্বিত হইল, সেই সময় প্রমথিত সৈন্যদের উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত ও রাজাদের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজাদি যুদ্ধস্থলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতে দেখিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক ও উত্তম স্বভাবযুক্ত তেজস্বী কৃপাচার্য্যের মনে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। ভরতবংশধর রাজন্! তিনি কথা বলিতে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। দুর্য্যোধনের নিকটে যাইয়া কৃপাচার্য্য তাঁহার দীনতা দেখিয়া এই কথা বলিলেন। ১-৬

কুরুবংশধর মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি এই সময় তোমাকে যাহা কিছু বলিব, উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নিষ্পাপ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি তোমার রুচি হয়, তবে তদনুসারে কার্য্য করিও। ৭

রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যুদ্ধধর্ম হইতে অধিক কোন কল্যাণকারী পথ নাই, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করত ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ৮

ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে জীবন-যাপনকারী পুরুষগণের পক্ষে পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী এবং বন্ধু-বান্ধবগণ—ইহাদের সকলের সহিতও যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ৯

যুদ্ধে শত্রুকে বধ করা এবং তাহার দ্বারা স্বয়ং নিহত হওয়া এই উভয়ই উত্তম ধর্ম। যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে অধর্ম (মহাপাপ) হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়-জীবনযাপন করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ এরূপ ভয়ঙ্কর জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ১০

এই অবস্থায় আমি তোমাকে এখানে তোমার পক্ষে কিছু হিতকর বাক্য বলিব। নিষ্পাপ দুর্য্যোধন! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহারথী কর্ণ, জয়দ্রথ এবং তোমার ভ্রাতারা নিহত হইয়াছে। তোমার পুত্র লক্ষ্মণও জীবিত নাই। এখন আর কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে, আমরা যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ১১-১২

যেষু ভারং সমাসাদ্য রাজ্যে মতিমকুর্ম্মহি।
তে সন্ত্যজ্য তনূর্যাতাঃ শূরা ব্রহ্মবিদাং গতিম্ ॥ ১৩
বয়ং ত্বিহ বিনা ভূতা গুণবদ্ভির্মহারথৈঃ।
কৃপণং বর্তয়িষ্যাম পাতয়িত্বা নৃপান্ বহূন্ ॥ ১৪
সর্বৈরথ চ জীবদ্ভির্বীভৎসুরপরাজিতঃ।
কৃষ্ণনেত্রো মহাবাহুর্দেবৈরপি দুরাসদঃ ॥ ১৫
ইন্দ্রকার্ম্মুকতুল্যাভমিন্দ্রকেতুমিবোচ্ছ্রিতম্।
বানরং কেতুমাসাদ্য সঞ্চচাল মহাচমূঃ ॥ ১৬
সিংহনাদাচ্চ ভীমস্য পাঞ্চজন্যস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষাৎ সম্মুহ্যন্তে মনাংসি নঃ ॥১৭
চরন্তীব মহাবিদ্যুন্মুষ্ণন্তী নয়নপ্রভাম্।
অলাতমিব চাবিদ্ধং গাণ্ডীবং সমদৃশ্যত ॥১৮
জাম্বুনদবিচিত্রঞ্চ ধূয়মানং মহদ্ ধনুঃ।
দৃশ্যতে দিক্ষু সর্বাসু বিদ্যুদভ্রঘনেষ্বিব ॥ ১৯

শ্বেতাশ্চ বেগসম্পন্নাঃ শশিকাশসমপ্রভাঃ।
পিবন্ত ইব চাকাশং রথে যুক্তাস্তু বাজিনঃ ॥ ২০
উহ্যমানাংশ্চ কৃষ্ণেন বায়ুনেব বলাহকাঃ।
জাম্বুনদবিচিত্রাঙ্গা বহন্তে চার্জুনং রণে ॥ ২১
তাবকং তদ্ বলং রাজন্নর্জুনোঽস্ত্রবিশারদঃ।
গহনং শিশিরাপায়ে দদাহাগ্নিরিবোল্বণঃ ॥ ২২
গাহমানমনীকানি মহেন্দ্রসদৃশপ্রভম্
ধনঞ্জয়মপশ্যাম চতুর্দংষ্ট্রমিব দ্বিপম্ ॥ ২৩
বিক্ষোভয়ন্তং সেনাং তে ত্রাসয়ন্তঞ্চ পার্থিবান্।
ধনঞ্জয়মপশ্যাম নলিনীমিব কুঞ্জরম্। ॥ ২৪
ত্রাসয়ন্তং তথা যোধান্ ধনুর্ঘোষেণ পাণ্ডবম্।
ভূয় এনমপশ্যাম সিংহং মৃগগণানিব ॥ ২৫
সর্বলোকমহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্।
আমুক্তকবচৌ কৃষ্ণৌ লোকমধ্যে বিচেরতুঃ ॥ ২৬

যাহাদের উপর যুদ্ধের ভার রাখিয়া আমরা রাজ্যলাভের আশা করিয়াছিলাম, সেই বীরবর যোদ্ধারা দেহ পরিত্যাগ করত ব্রহ্মজ্ঞগণের গতি লাভ করিয়াছে ॥ ১৩

এই সময় আমরা এখানে ভীষ্মাদি গুণবান্ মহারথীবৃন্দের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং বহুসংখ্যক নরপতিকে বধ করাইয়া দয়াযোগ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছি ॥ ১৪

যখন সকল লোকই জীবিত ছিল, তখনও অর্জুন কাহারও দ্বারা পরাজিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণতুল্য নেতা বিদ্যমান থাকিতে মহাবাহু অর্জুন দেবগণের পক্ষেও দুর্জয় হইয়া যায় ॥ ১৫

তাহার বানরধ্বজ ইন্দ্রধনুসদৃশ বহু বর্ণবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উচ্চ। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভয়ে বিচলিত হইয়া পড়ে ॥ ১৬

ভীমসেনের সিংহনাদ, পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি এবং গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার শব্দে আমাদের মন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১৭

যেরূপ প্রস্ফুরিত মহাবিদ্যুৎকে নেত্রের প্রভাকে হরণ করিতে দেখা যায় এবং যেরূপ অলাতচক্রকে ঘুরিতে দেখা যায়, সেইরূপ অর্জুনের হস্তে গাণ্ডীব-ধনুও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ॥ ১৮

অর্জুনের হস্তে দোদুল্যমান তাহার স্বর্ণচিত্রিত বিশাল ধনু সকল দিকে সেইভাবেই দেখা যায়, যেরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে চমকিত বিদ্যুৎ সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৯

তাহার রথে যোজিত শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণ বেগবান্ এবং চন্দ্র ও কাশপুষ্পতুল্য উজ্জ্বল কান্তিতে সুশোভিত। তাহারা এরূপ তীব্রগতিতে ধাবিত হইয়া থাকে যে, যেন মনে হয় আকাশকে পান করিতেছে ॥ ২০

যেরূপ বায়ুর দ্বারা মেঘমণ্ডল উড়িতে থাকে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত স্বর্ণভূষণে চিত্রিত দেহ অশ্বগণ রণাঙ্গনে অর্জুনকে বহন করিতে লাগিল ॥ ২১

রাজন্! অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় কুশল, সে তোমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে ভস্ম করিতেছে, যেরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নি গ্রীষ্মকালে বিশাল বনকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ২২

দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী অর্জুনকে আমরা চারিটি দন্তযুক্ত গজরাজের ন্যায় আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি ॥ ২৩

যেরূপ মদমত্ত হস্তী পুষ্করিণীতে প্রবেশ করত তাহাকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকে আমরা তোমার সৈন্যদিগকে মথিত করিতে ও রাজগণকে ভীত করিতে দেখিতেছি ॥ ২৪

যেরূপ সিংহ মৃগদলকে ভীত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে নিজের ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে তোমার সৈন্যদিগকে বারংবার ভীত করিতে দেখিতে পাইতেছি ॥ ২৫

সমগ্র বিশ্বের মহাধনুর্দ্ধর ও সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্বীয় দেহে কবচ ধারণ করত যোদ্ধাদিগের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে ॥ ২৬

অদ্য সপ্তদশাহানি বর্তমানস্য ভারত।
সংগ্রামস্যাতিঘোরস্য বধ্যতাঃ চাভিতো যুধি ॥ ২৭
বায়ুনেব বিধূতানি তব সৈন্যানি সর্বতঃ।
শরদম্ভোদজালানি বশীর্য্যন্ত সমন্ততঃ ॥ ২৮
তাং নাবমিব পর্য্যস্তাং বাতধূতাং মহার্ণবে।
তব সেনাং মহারাজ সব্যসাচী ব্যকম্পয়ৎ ॥ ২৯
ক্ব নু তে সূতপুত্রোঽভূৎ ক্ব নু দ্রোণঃ সহানুগঃ।
অহং ক্ব চ ক্ব চাত্মা তে হার্দিক্যশ্চ তথা ক্ব নু ॥ ৩০
দুঃশাসনশ্চ তে ভ্রাতা ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ ক্ব নু।
বাণগোচরসম্প্রাপ্তং প্রেক্ষ্য চৈব জয়দ্রথম্ ॥ ৩১
সম্বন্ধিনস্তে ভ্রাতৄংশ্চ সহায়ান্ মাতুলাংস্তথা।
সর্বান্ বিক্রম্য মিষতো লোকমাক্রম্য মূর্ধনি ॥ ৩২
জয়দ্রথো হতো রাজন্ কিং নু শেষমুপাস্মহে।
কো হীহ স পুমানস্তি যো বিজেষ্যতি পাণ্ডবম্ ॥ ৩৩

তস্য চাস্ত্রাণি দিব্যানি বিবিধানি মহাত্মনঃ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষো ধৈর্য্যাণি হরতে হিনঃ ॥ ৩৪
নষ্টচন্দ্রা যথা রাত্রিঃ সেনেয়ং হতনায়কা।
নাগভগ্নদ্রুমা শুষ্কা নদীবাকুলতাং গতা ॥ ৩৫
ধ্বজিন্যাং হতনেত্রায়াং যথেষ্টং শ্বেতবাহনঃ।
চরিষ্যতি মহাবাহুঃ কক্ষেষ্বগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩৬
সাত্যকেশ্চৈব যো বেগো ভীমসেনস্য চোভয়োঃ।
দারয়েচ্চ গিরীন্ সর্বান্ শোষয়েচ্চৈব সাগরান্ ॥ ৩৭
উবাচ বাক্যং যদ্ ভীমঃ সভামধ্যে বিশাম্পতে।
কৃতং তৎ সফলং তেন ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি ॥ ৩৮
প্রমুখস্থে তদা কর্ণে বলং পাণ্ডবরক্ষিতম্।
দুরাসদং তদা গুপ্তং ব্যূঢ়ং গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩৯
যুষ্মাভিস্তানি চীর্ণানি যান্যসাধূনি সাধুষু।
অকারণকৃতান্যেব তেষাং বঃ ফলমাগতম্ ॥ ৪০

ভারত! পরস্পর আঘাতকারী উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আজ সতের দিন আরম্ভ হইয়াছে ॥২৭

যেরূপ বায়ু শরৎকালের মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে তোমার সৈন্যরা চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ২৮

মহারাজ! যেরূপ মহাসাগরে বায়ুর আঘাতে নৌকা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জ্জুন তোমার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতেছে ॥ ২৯

সেই দিনে জয়দ্রথকে অর্জ্জুনের বাণের লক্ষ্যভূত হইতে দেখিয়া তোমার কর্ণ কোথায় গিয়াছিল? নিজের অনুগামিগণের সহিত আচার্য্য দ্রোণ কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় ছিলে? কৃতবর্ম্মা কোথায় গিয়াছিল এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনও কোথায় ছিল? ৩০-৩১

রাজন্! তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায়ক ও মাতুল—ইহারা সকলে তখন দেখিতেছিল যে, অর্জ্জুন তাহাদের সকলকে পরাক্রমের দ্বারা পরাজিত করত সকললোকেরই মস্তকের উপর পদার্পণপূর্ব্বক জয়দ্রথকে বিনাশ করিল। এখন আর কে জীবিত আছে যে, আমরা তাহার উপর আস্থা রাখিব? এখানে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে? ৩২-৩৩

মহাত্মা অর্জ্জুনের নিকট নানাপ্রকারের দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে। তাহার গাণ্ডীব-ধনুর গভীর শব্দ আমাদের ধৈর্য্য অপহরণ করিতেছে ॥ ৩৪

যেরূপ চন্দ্র উদিত না হইলে রাত্রিকাল অন্ধকারময় থাকে, সেইরূপ আমাদের এই সৈন্যরা সেনাপতি নিহত হওয়ায় শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। হাতীরা যাহার তীরস্থিত বৃক্ষগণকে উৎপাটিত করিয়াছে, সেই শুষ্ক নদীর ন্যায় এই সৈন্যরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৫

আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শ্বেতাশ্ববাহন মহাবাহু অর্জুন এই সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে ॥ ৩৬

অন্যদিকে সাত্যকি ও ভীমসেনের যে বেগ, উহা সমস্ত পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং সমুদ্রকেও শুষ্ক করিতে পারে ॥ ৩৭

প্রজানাথ! দ্যূতসভায় ভীমসেন যাহা বলিয়াছিল, উহা সে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, উহা অবশ্যই সে পূর্ণ করিবে ॥ ৩৮

যখন কর্ণ সৈন্যদের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল, তখনও পাণ্ডবগণ কর্তৃক রক্ষিত সৈন্যবাহিনী তাহার পক্ষে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন ব্যূহরচনা পূর্ব্বক তাহাদের রক্ষা করিতেছিল ॥ ৩৯

পাণ্ডবেরা সাধুপুরুষ, তথাপি তোমরা অকারণেই তাহাদের সহিত বহু অনুচিত ব্যবহার করিয়াছ, তাহার ফল তোমার লাভ হইয়াছে ॥৪০

আত্মনোঽর্থে ত্বয়া লোকো যত্নতঃ সর্ব আহৃতঃ।
স তে সংশয়িতস্তাত আত্মা বৈ ভরতর্ষভ ॥ ৪১
রক্ষ দুর্য্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্য ভাজনম্।
ভিন্নে হি ভাজনে তাত দিশো গচ্ছতি তদ্গতম্ ॥ ৪২
হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।
বিগ্রহো বর্ধমানেন মতিরেষা বৃহস্পতেঃ ॥ ৪৩
তে বয়ং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো হীনা স্ম বলশক্তিতঃ।
তদত্র পাণ্ডবৈঃ সার্ধং সন্ধিং মন্যে ক্ষমং প্রভো ॥ ৪৪
ন জানীতে হি যঃ শ্রেয়ঃ শ্রেয়সশ্চাবমন্যতে।
স ক্ষিপ্রং ভ্রশ্যতে রাজ্যান্ন চ শ্রেয়োঽনুবিন্দতে ॥ ৪৫
প্রণিপত্য হি রাজানং রাজ্যং যদি লভেমহি।
শ্রেয়ঃ স্যান্ন তু মৌঢ্যেন রাজন্ গন্তুঃ পরাভবম্ ॥ ৪৬
বৈচিত্রবীর্য্যবচনাৎ কৃপাশীলো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিনিযুঞ্জীত রাজ্যে ত্বাং গোবিন্দবচনেন চ ॥ ৪৭
যদ্ ব্রূয়াদ্ধি হৃষীকেশো রাজানমপরাজিতম্।
অর্জুনং ভীমসেনঞ্চ সর্বে কুর্য্যুরসংশয়ম্ ॥ ৪৮
নাতিক্রমিষ্যতে কৃষ্ণো বচনং কৌরবস্য তু।
ধৃষ্টরাষ্ট্রস্য মন্যেঽহং নাপি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ ॥ ৪৯
এতৎ ক্ষেমমহং মন্যে ন চ পার্থৈশ্চ বিগ্রহম্।
ন ত্বাং ব্রবীমি কার্পণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ ॥ ৫০
পথ্যং রাজন্ ব্রবীমি ত্বাং তৎপরাসুঃ স্মরিষ্যসি।
ইতি বৃদ্ধো বিলপ্যৈতৎ কৃপঃ শারদ্বতো বচঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৫১.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি কৃপবাক্যে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ জগতের লোককে যত্নসহকারে একত্রে সমবেত করিয়াছিলে, কিন্তু তথাপি তোমার জীবনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪১

দুর্য্যোধন! এখন তুমি নিজের দেহকে রক্ষা কর; কারণ, আত্মাই (দেহই) সমস্ত সুখের আধার। যেরূপ পাত্র ভাঙ্গিয়া যাইলে, তাহার মধ্যে স্থিত জল চারিদিকে বহিয়া যায়, সেইরূপ শরীর নষ্ট হইয়া যাইলে তাহার উপর অবলম্বিত সুখেরও শেষ হইয়া থাকে ॥ ৪২

বৃহস্পতির এই নীতি আছে যে, যখন নিজের বল ক্ষয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। সংগ্রাম সেই সময় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে, যখন নিজের বল শত্রু অপেক্ষা অধিক থাকিবে ॥ ৪৩

আমরা বল ও শক্তিতে পাণ্ডবগণ অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি; প্রভো! অতএব এই অবস্থায় আমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করাকেই উচিত বলিয়া মনে করি ॥ ৪৪

যে রাজা শীঘ্রই রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। তাহার কখনও কল্যাণ লাভ হয় না ॥ ৪৫

রাজন্! যদি আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট নতমস্তক হইয়া নিজের রাজ্যলাভ করিতে পারি, তবে তাহাই শ্রেয়স্কর হইবে। মূর্খতাবশতঃ পরাজয় স্বীকারকারী ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হয় না ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির দয়ালু। সে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে ও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে ॥ ৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপরাজিত বীর রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমসেনকে যাহা কিছু বলিবেন, ইহারা সকলে নিঃসংশয়ে উহা স্বীকার করিয়া লইবে ॥ ৪৮

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা শ্রীকৃষ্ণ অমান্য করিবেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা যুধিষ্ঠিরও উল্লঙ্ঘন করিবে না—ইহাই আমার ধারণা ॥ ৪৯

রাজন্! আমি এই সন্ধিকেই তোমার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করি, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করাকে নহে। আমি কাতরতাবশতঃ বা প্রাণরক্ষা ভাবনায় এই কথা বলিতেছি না, তোমার হিতেরই কথা বলিতেছি। তুমি মরণাপন্ন অবস্থায় আমার এই কথা স্মরণ করিবে ॥ ৫০½

শরদ্বানের পুত্র বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য এইরূপ বিলাপ করত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে কৃপাচার্য্যের বাক্যবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য কৃপাচার্য্যমুত্তরয়ন্তঃ সন্ধিপ্রস্তাবমস্বীকৃত্য যুদ্ধার্থমেব দৃঢ়সিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তাস্ততো রাজা গৌতমেন তপস্বিনা।
নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তূষ্ণীমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ১
ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
কৃপং শারদ্বতং বাক্যমিত্যুবাচ পরন্তপঃ ॥ ২
যৎ কিঞ্চিৎ সুহৃদা বাচ্যং তৎ সর্ব্বং শ্রাবিতো হ্যহম্।
কৃতঞ্চ ভবতা সর্ব্বং প্রাণান্ সন্ত্যজ্য যুধ্যতা ॥ ৩
গাহমানমনীকানি যুধ্যমানং মহারথৈঃ।
পাণ্ডবৈরতিতেজোভির্লোকস্ত্বামনুদৃষ্টবান্ ॥ ৪
সুহৃদা যদিদং বাক্যং ভবতা শ্রাবিতো হ্যহম্।
ন মাং প্রীণাতি তৎ সর্ব্বং মুমূর্ষোরিব ভেষজম্ ॥ ৫
হেতুকারণসংযুক্তং হিতং বচনমুত্তমম্।
উচ্যমানং মহাবাহো ন মে বিপ্রাগ্র্য রোচতে ॥ ৬
রাজ্যাদ্ বিনিকৃতোঽস্মাভিঃ কথং সোঽস্মাসু বিশ্বসেৎ।
অক্ষদ্যূতে চ নৃপতির্জ্জিতোঽস্মাভির্মহাধনঃ ॥ ৭
স কথং মম বাক্যানি শ্রদ্দধ্যাদ্ ভূয় এব তু।
তথা দৌত্যেন সম্প্রাপ্তঃ কৃষ্ণঃ পার্থহিতে রতঃ ॥৮
প্রলব্ধশ্চ হৃষীকেশস্তচ্চ কর্ম্মাবিচারিতম্।
স চ মে বচনং ব্রহ্মন্ কথমেবাভিমন্যতে ॥ ৯
বিললাপ চ যৎ কৃষ্ণা সভামধ্যে সমেয়ুষী।
ন তন্মর্ষয়তে কৃষ্ণো ন রাজ্যহরণং তথা ॥ ১০
একপ্রাণাবুভৌ কৃষ্ণাবন্যোন্যমভিসংশ্রিতৌ।
পুরা যচ্ছ্রুতমেবাসীদদ্য পশ্যামি তৎ প্রভো ॥ ১১
স্বস্রীয়ং নিহতং শ্রুত্বা দুঃখং স্বপিতি কেশবঃ।
কৃতাগসো বয়ং তস্য স মদর্থং কথং ক্ষমেৎ ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কৃপাচার্য্যকে উত্তরদান করিতে করিতে সন্ধির প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন]।

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! তপস্বী কৃপাচার্য্য এই কথা বলিলে পর দুর্য্যোধন দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কিছুকাল নীরবে থাকিলেন ॥ ১

মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবার পর আপনার শত্রুতাপন মহামনস্বী পুত্র কৃপাচার্য্যকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন ॥ ২

বিপ্রবর! এক হিতৈষী সুহৃদের যাহা বলা উচিত, আপনি তৎ সমস্তই আমাকে শুনাইলেন। কেবল ইহাই নহে, আপনি প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধ করিতে করিতে আমার মঙ্গলের জন্য সব কিছুই করিয়াছেন। ৩

সকল লোকেই আপনাকে শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং অত্যন্ত তেজস্বী মহারথী পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছে ॥ ৪

আপনি আমার হিতচিন্তাকারী সুহৃৎ, তথাপি আপনার কথা সেইরূপ আমার মনোমত হইতেছে না, যেরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না। ৫

মহাবাহো! বিপ্রবর! যুক্তি ও কারণসমূহে সুসঙ্গত, হিতকারক ও উত্তম কথা আপনি বলিলেন, তথাপি উহা আমার রুচিকর হইতেছে না। ৬

আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত ছলনা করিয়াছি। তিনি মহাধনী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? আমার বাক্যে পুনরায় তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিবে কিভাবে? ৭½

ব্রহ্মন্! পাণ্ডবগণের হিতে নিরত শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট দূত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা সেই হৃষীকেশের সহিত প্রতারণা করিয়াছি। আমার সেই কর্ম্ম অবিচারপূর্ণ ছিল; সুতরাং তিনিই বা আমার কথা কিরূপে মান্য করিবেন? ৮-৯

সভায় বলপূর্ব্বক আনীতা দ্রৌপদী যে বিলাপ করিয়াছিল এবং পাণ্ডবগণের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছিল, সেই আচরণ শ্রীকৃষ্ণ কখনই সহ্য করিবেন না। ১০

প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ের দুই শরীর হইলেও ইহারা একপ্রাণ। এবং উভয়ে উভয়েরই আশ্রিত। পূর্ব্বে আমি যে সমস্ত কথা শুনিয়াছি, এখন তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি ॥ ১১

নিজের ভগিনীপুত্র অভিমন্যুরও নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। আমরা সকলে তাঁহার নিকট অপরাধী, সুতরাং তিনি আমাদের ক্ষমা করিবেন কেন? ১২

অভিমন্যুর বিনাশে অর্জ্জুনও সুখলাভ করিতে পারিতেছে না, অতএব আমি প্রার্থনা করিলেও সে আমার হিতের জন্য যত্ন করিবে কেন? ১৩

অভিমন্যোর্বিনাশেন ন শর্ম লভতেঽর্জুনঃ।
স কথং মদ্ধিতে যত্নং প্রকরিষ্যতি যাচিতঃ॥ ১৩
মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোগ্রং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ॥ ১৪
উভৌ তৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশাবুভৌ চাবদ্ধকঙ্কটৌ।
কৃতবৈরাবুভৌ বীরৌ যমাবপি যমোপমৌ॥ ১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ কৃতবৈরৌ ময়া সহ।
তৌ কথং মদ্ধিতে যত্নং কুর্য্যাতাং দ্বিজসত্তম॥ ১৬
দুঃশাসনেন যৎ কৃষ্ণা একবস্ত্রা রজস্বলা।
পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ১৭
তথা বিবসনাং দীনাং স্মরন্ত্যদ্যাপি পাণ্ডবাঃ।
ন নিবারয়িতুং শক্যাঃ সংগ্রামাত্তে পরন্তপাঃ॥ ১৮
যদা চ দ্রৌপদী ক্লিষ্টা মদ্বিনাশায় দুঃখিতা।
স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য যাতনম্॥ ১৯
উগ্রং তেপে তপঃ কৃষ্ণা ভর্তৃণামর্থসিদ্ধয়ে।
নিক্ষিপ্য মানং দর্পঞ্চ বাসুদেবসহোদরা॥ ২০
কৃষ্ণায়াঃ প্রেষ্যবদ্ ভূত্বা শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।
ইতি সর্বং সমুন্নদ্ধং ন নির্বাতি কথঞ্চন॥ ২১
অভিমন্যোর্বিনাশেন স সন্ধেয়ঃ কথং ময়া।
কথঞ্চ রাজা ভুক্ত্বেমাং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্॥ ২২
পাণ্ডবানাং প্রসাদেন ভোক্ষ্যে রাজ্যমহং কথম্।
উপর্য্যুপরি রাজ্ঞাং বৈ জ্বলিত্বা ভাস্করো যথা॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরং কথং পশ্চাদনুযাস্যামি দাসবৎ।
কথং ভুক্ত্বা স্বয়ং ভোগান্ দত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্॥ ২৪
কৃপণং বর্তয়িষ্যামি কৃপণৈঃ সহ জীবিকাম্।
নাভ্যসূয়ামি তে বাক্যমুক্তং স্নিগ্ধং হিতং ত্বয়া॥ ২৫
ন তু সন্ধিমহং মন্যে প্রাপ্তকালং কথঞ্চন।
সুনীতমনুপশ্যামি সুযুদ্ধেন পরন্তপ॥ ২৬

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের স্বভাব অতিশয় কঠোর। সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় সে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি নত হইবে না॥ ১৪

দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব তরবারি বন্ধন ও কবচধারণ করিলে পর যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হয়। এই দুই বীরও আমাকে শত্রু বলিয়াই মনে করে॥ ১৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরও আমার সহিত শত্রুতা রহিয়াছে, অতএব এই দুই ভ্রাতাও আমার হিতের জন্য যত্ন করিবে কেন? ১৬

দ্রৌপদী একবস্ত্র-পরিহিতা ছিল ও রজস্বলা ছিল। সেই অবস্থায় যে তাহাকে পূর্ণ-সভায় আনা হইয়াছিল, দুঃশাসন তাহাকে সকল লোকের সম্মুখে ক্লেশ দান করিয়াছিল, তাহাকে যে বস্ত্রহীনা করিবার অপচেষ্টা করা হইয়াছিল এবং দয়াযোগ্য অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয়ই পাণ্ডবেরা আজও স্মরণ করিয়া থাকে। ১৭½

সেই কারণে এই শত্রুতাপন বীরগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না। যে দিনে দ্রৌপদীকে ক্লেশপ্রদান করা হইয়াছিল, সেইদিন হইতে সে আমার বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন মৃত্তিকানির্ম্মিত বেদীতে শয়ন করিয়া থাকে। যতক্ষণ না শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, ততকালের জন্য সে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ১৮-১৯

দ্রৌপদী নিজ পতিগণের অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধির জন্য অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেছে এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা মান ও অভিমান পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এইভাবে সকল কার্য্যেই তাহাদের শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা কোনরূপেই শান্ত করা যাইবে না॥ ২০-২১

অভিমন্যুর বিনাশে যাহার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, সেই অর্জুনের সহিত আমার সন্ধিস্থাপন কিরূপে সম্ভব হইবে? যখন আমি সমুদ্রপরিবৃতা এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটের সুখ উপভোগ করিয়াছি, তখন এই সময় পাণ্ডবগণের কৃপাপাত্র হইয়া কিরূপে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইব? ২২½

সমস্ত রাজাদের উপর সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিয়া এখন দাসসদৃশ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী কিরূপে হইব? ২৩½

স্বয়ং বহু কিছু উপভোগ করিয়া এবং প্রভূত ধনদান করিয়া এখন কিভাবে দীনপুরুষগণের সহিত দীনতাপূর্ণ জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনযাপন করিব? ২৪½

আপনি স্নেহবশতঃ হিতকথা বলিলেন। আপনার এই কথায় আমি দোষদর্শন করিতেছি না এবং ইহার নিন্দাও করিতেছি না। আমার কথা এই যে, এখন আর কোনরূপ সন্ধিস্থাপনের সুযোগই নাই—আমি ইহাই মনে করি॥ ২৫½

শত্রুতাপন বীর! এখন আমি সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করাকেই উত্তম নীতি বলিয়া মনে করি। আমাদের এখন কাতরতা দেখাইবার সময় নয়, উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিবার ই সময়॥ ২৬½

নায়ং ক্লীবয়িতুং কালঃ সংযোদ্ধুং কাল এব নঃ।
ইষ্টং মে বহুভির্যজ্ঞৈর্দত্তা বিপ্রেষু দক্ষিণাঃ ॥ ২৭
প্রাপ্তাঃ কামাঃ শ্রুতা বেদাঃ শত্রূণাং মূর্ধ্নি চ স্থিতম্।
ভৃত্যা মে সুভৃতাস্তাত দীনশ্চাভ্যুদ্ধৃতো জনঃ ॥ ২৮
নোৎসহেঽদ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবান্ বক্তুমীদৃশম্।
জিতানি পররাষ্ট্রাণি স্বরাষ্ট্রমনুপালিতম্ ॥ ২৯
ভুক্তাশ্চ বিবিধা ভোগাস্ত্রিবর্গঃ সেবিতো ময়া।
পিতৃণাং গতমানৃণ্যং ক্ষত্রধর্মস্য চোভয়োঃ ॥৩০
ন ধ্রুবং সুখমস্তীতি কুতো রাষ্ট্রং কুতো যশঃ।
ইহ কীর্তির্বিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা ॥ ৩১
গৃহে যৎ ক্ষত্রিয়স্যাপি নিধনং তদ্ বিগর্হিতম্।
অধর্মঃ সুমহানেষ যচ্ছয্যামরণং গৃহে ॥ ৩২
অরণ্যে যো বিমুচ্যেত সংগ্রামে বা তনুং নরঃ।
ক্রতূনাহৃত্য মহতো মহিমানং স গচ্ছতি ॥ ৩৩
কৃপণং বিলপন্নার্তো জরয়াভিপরিপ্লুতঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং মধ্যে জ্ঞাতীনাং ন স পূরুষঃ ॥ ৩৪
ত্যক্ত্বা তু বিবিধান্ ভোগান্ প্রাপ্তানাং পরমাং গতিম্।
অপীদানীং সুযুদ্ধেন গচ্ছেয়ং যৎ সলোকতাম্ ॥৩৫
শূরাণামার্য্যবৃত্তানাং সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্।
ধীমতাং সত্যসন্ধানাং সর্বেষাং ক্রতুযাজিনাম্ ॥ ৩৬
শস্ত্রাবভৃথপূতানাং ধ্রুবং বাসস্ত্রিবিষ্টপে।
মুদা নূনং প্রপশ্যন্তি যুদ্ধে হ্যপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩৭
পশ্যন্তি নূনং পিতরঃ পূজিতান্ সুরসংসদি।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতান্ মোদমানাংস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ৩৮
পন্থানমমরৈর্যাতং শূরৈশ্চৈবানিবর্তিভিঃ।
অপি তৎসঙ্গতং মার্গং বয়মধ্যারুহেমহি ॥ ৩৯
পিতামহেন বৃদ্ধেন তথাচার্য্যেণ ধীমতা।
জয়দ্রথেন কর্ণেন তথা দুঃশাসনেন চ ॥ ৪০
ঘটমানা মদর্থেঽস্মিন্ হতাঃ শূরা জনাধিপাঃ।
শেরতে লোহিতাক্তাঙ্গাঃ সংগ্রামে শরবিক্ষতাঃ ॥ ৪১

তাত! আমি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি এবং ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাও দিয়াছি। সমস্ত কামনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। বেদসকল শ্রবণ করিয়াছি। শত্রুদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি ও ভরণপোষণযোগ্য ব্যক্তিগণের পালন-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কেবল ইহাই নহে, আমি দীনজনের উদ্ধার কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি পাণ্ডবগণের সহিত এইভাবে সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব না। ২৭-২৮½

আমি অপরের রাজ্যসকল জয় করিয়াছি, নিজের রাজ্য নিরন্তর পালন করিয়াছি, নানাপ্রকার ভোগসমূহ ভোগ করিয়াছি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি এবং পিতৃগণ ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম—এই উভয় ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। ২৯-৩০

সংসারের কোন সুখই চিরস্থায়ী হয় না, সুতরাং রাষ্ট্র ও যশই বা কিরূপে স্থির থাকিবে? এজগতে কীর্ত্তিই উপার্জন করিতে হয় এবং সেই কীর্ত্তি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লাভ হয় না। ৩১

ক্ষত্রিয়ের যদি গৃহে মৃত্যু হয়, তবে উহা নিন্দিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গৃহে শয্যার উপর মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাপাপ। ৩২

যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া বনে কিংবা যুদ্ধস্থলে দেহ ত্যাগ করে, সেই ক্ষত্রিয়ই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩

যাহার শরীর বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে রোগে পীড়িত হইয়াছে, পরিবারের সমস্ত যাহার পার্শ্বে উপবেশন করত রোদন করিতে থাকে এবং ক্রন্দনরত এই সব স্বজনগণের মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি করুণ বিলাপ করিতে করিতে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে পুরুষপদবাচ্য নহে। ৩৪

অতএব যাঁহারা নানাপ্রকার ভোগসমূহ পরিত্যাগ করত উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন, এই সময় যুদ্ধের দ্বারা আমিও তাঁহাদেরই লোকে গমন করিব। ৩৫

যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারিগণের দিকে নিশ্চয়ই অপ্সরাসকল আনন্দের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পিতৃগণ অবশ্যই তাঁহাদিগকে দেবতাদের ন্যায় সম্মানিত হইতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গলোকে অপ্সরাগণে পরিবৃত্ত হইয়া আনন্দিত থাকেন—ইহা দেখা যায়। ৩৭-৩৮

দেবতা এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত বীরগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, আমরাও কি সেই পথেই বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, বুদ্ধিমান্ আচার্য্য দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং দুঃশাসনের সহিত আরোহণ করিব? ৩৯-৪০

বহু বীরবর নরপতি আমার জয়লাভের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করত বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মৃত্যুবরণ পূর্ব্বক রক্তরঞ্জিত দেহে রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছেন॥ ৪১

উত্তমাস্ত্রবিদঃ শূরাঃ যথোক্তক্রতুযাজিনঃ।
ভক্ত্যা প্রাণান্ যথান্যায়মিন্দ্রসদ্মস্বধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪২
তৈঃ স্বয়ং রচিতো মার্গো দুর্গমো হি পুনর্ভবেৎ।
সম্পতদ্ভির্মহাবেগৈর্যাস্যদ্ভিরিহ সদ্গতিম্ ॥ ৪৩
যে মদর্থে হতাঃ শূরাস্তেষাং কৃতমনুস্মরন্।
ঋণং তৎ প্রতিমুঞ্চানো ন রাজ্যে মন আদধে ॥ ৪৪
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথপিতামহান্।
জীবিতং যদি রক্ষেয়ং লোকো মাং গর্হয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৪৫
কীদৃশঞ্চ ভবেদ্ রাজ্যং মম হীনস্য বন্ধুভিঃ।
সখিভিশ্চ বিশেষেণ প্রণিপত্য চ পাণ্ডবম্ ॥ ৪৬
সোঽহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোঽস্য পরাভবম্।
সুযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গং প্রাপ্স্যামি ন তদন্যথা ॥ ৪৭
এবং দুর্য্যোধনেনোক্তং সর্বে সম্পূজ্য তদ্বচঃ।
সাধু সাধ্বিতি রাজানং ক্ষত্রিয়াঃ সম্বভাষিরে ॥ ৪৮
পরাজয়মশোচন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে।
সর্বে সুনিশ্চিতা যোদ্ধুমুদগ্রমনসোঽভবন্ ॥ ৪৯
ততো বাহান্ সমাশ্বাস্য সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
ঊনে দ্বিযোজনে গত্বা প্রত্যতিষ্ঠন্ত কৌরবাঃ ॥ ৫০
আকাশে বিদ্রুমে পুণ্যে প্রস্থে হিমবতঃ শুভে।
অরুণাং সরস্বতীং প্রাপ্য পপুঃ সস্নুশ্চ তে জলম্ ॥ ৫১
তব পুত্রকৃতোৎসাহাঃ পর্য্যবর্ত্তন্ত তে ততঃ।
পর্য্যবস্থাপ্য চাত্মানমন্যোন্যেন পুনস্তদা।
সর্বে রাজন্ ন্যবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি দুর্য্যোধনবাক্যে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ॥

উত্তম অস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞকারী অন্য বীরবর যোদ্ধারাও যথোচিত রীতিতে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করত ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ৪২

এই বীরগণ স্বয়ংই যে পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পথ পুনরায় তীব্র বেগে সদ্গতি প্রাপ্ত ইচ্ছুক বহুসংখ্যক বীরগণের দ্বারা দুর্গম হইয়া যাইবে। (অর্থাৎ এত অধিক সংখ্যক বীর সেই পথে গমন করিবে যে, উহাতে যাওয়ায় কঠিন হইয়া পড়িবে) ॥ ৪৩

যে সকল বীর আমার জন্য নিহত হইয়াছে, তাহাদের এই উপকার নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করত আমি রাজ্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিব না ॥ ৪৪

মিত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও পিতামহ ভীষ্মাদিকে বধ করাইয়া যদি আমি নিজের প্রাণকে রক্ষা করি, তবে সারা সংসার নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিতে থাকিবে ॥ ৪৫

বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্রগণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পদে নত হইয়া আমার যে রাজ্য লাভ হইবে, উহা কিরূপ হইবে? ৪৬

সেই কারণে আমি জগতের এরূপ বিনাশ করত এখন আমি উত্তম যুদ্ধের দ্বারাই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমার সদ্গতির পক্ষে অন্য কোন আর উপায় নাই ॥ ৪৭

এইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের কথিত বাক্য শ্রবণ করত সকল ক্ষত্রিয়গণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার সমাদর করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন ॥ ৪৮

সকলেই নিজেদের পরাজয়ের শোক পরিহার করত মনে মনেই যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চয়ই করিলেন। যুদ্ধ করিতেই সকলের স্থির সিদ্ধান্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৪৯

তাহার পর সমস্ত যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহনগণকে বিশ্রাম-দান পূর্ব্বক যুদ্ধেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অষ্ট ক্রোশের কিছু অল্প দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন ॥ ৫০

আকাশের নিম্নে হিমালয়ের শিখরের সুন্দর, পবিত্র ও বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে অরুণসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে যাইয়া তাঁহারা সকলে স্নান করিলেন এবং জলপান করিলেন ॥ ৫১

রাজন্! এই কালপ্রেরিত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পরস্পর মনকে স্থির পূর্ব্বক পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্য পর্ব্বে দুর্য্যোধনের বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনজিজ্ঞাসিতেনাশ্বত্থাম্না শল্যং সেনাপতিং কর্ত্তুং প্রস্তাবস্যোত্থাপনম্, সৈনাপত্যং গ্রহীতুং শল্যং প্রতি দুর্য্যোধনস্যানুরোধঃ, তত্র শল্যস্য স্বীকৃতিদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথ হৈমবতে প্রস্থে স্থিত্বা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
সর্ব এব মহাযোধাস্তত্র তত্র সমাগতাঃ॥ ১
শল্যশ্চ চিত্রসেনশ্চ শকুনিশ্চ মহারথঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ॥ ২
সুষেণোঽরিষ্টসেনশ্চ ধৃতসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
জয়ৎসেনশ্চ রাজানস্তে রাত্রিমুষিতাস্ততঃ॥ ৩
রণে কর্ণে হতে বীরে ত্রাসিতা জিতকাশিভিঃ।
নালভন্ শর্ম তে পুত্রা হিমবন্তমৃতে গিরিম্॥৪
তেঽব্রুবন্ সহিতাস্তত্র রাজানং শল্যসন্নিধৌ।
কৃতযত্না রণে রাজন্ সম্পূজ্য বিধিবত্তদা॥ ৫
কৃত্বা সেনাপ্রণেতারং পরাংস্ত্বং যোদ্ধুমর্হসি।
যেনাভিগুপ্তাঃ সংগ্রামে জয়েমাসুহৃদো বয়ম্॥ ৬
ততো দুর্য্যোধনঃ স্থিত্বা রথে রথবরোত্তমম্।
সর্বযুদ্ধবিভাবজ্ঞমন্তকপ্রতিমং যুধি॥ ৭
স্বঙ্গং প্রচ্ছন্নশিরসং কম্বুগ্রীবং প্রিয়ংবদম্।
ব্যাকোশপদ্মপত্রাক্ষং ব্যাঘ্রাস্যং মেরুগৌরবম্॥ ৮
স্থাণোর্বৃষস্য সদৃশং স্কন্ধনেত্রগতিস্বরৈঃ।
পুষ্টশ্লিষ্টায়তভুজং সুবিস্তীর্ণবরোরসম্॥ ৯
বলে জবে চ সদৃশমরুণানুজবাতয়োঃ।
আদিত্যস্যার্চিষা তুল্যং বুদ্ধ্যা চোশনসা সমম্॥১০
কান্তিরূপমুখৈশ্বর্য্যৈস্ত্রিভিশ্চন্দ্রমসা সমম্।
কাঞ্চনোপলসঙ্ঘাতৈঃ সদৃশং শ্লিষ্টসন্ধিকম্॥ ১১
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘং সুপাদং স্বঙ্গুলীনখম্।
স্মৃত্বা স্মৃত্বৈব তু গুণান্ ধাত্রা যত্নাদ্ বিনির্মিতম্॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত অশ্বত্থামার শল্যকে সেনাপতি করিবার প্রস্তাব উত্থাপন, সেনাপতি হইবার জন্য শল্যকে দুর্য্যোধনের অনুরোধ এবং শল্যের উহাতে স্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! হিমালয়ের উপরে চত্বর ভূমিতে সেনানিবাস স্থাপন করত যুদ্ধাভিলাষী সমস্ত মহাযোদ্ধারা সেখানে একত্রে সমবেত হইলেন॥ ১

শল্য, চিত্রসেন, মহারথী শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, পরাক্রমশালী ধৃতসেন এবং জয়ৎসেনাদি রাজারা সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন॥ ২-৩

রণাঙ্গনে বীর কর্ণ নিহত হওয়ায় জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণের দ্বারা ভীত আপনার পুত্রবৃন্দ হিমালয়-পর্ব্বত ব্যতীত আর কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না॥ ৪

রাজন্! সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সচেষ্ট এই সব যোদ্ধারা সেখানে একত্রে শল্যের নিকট রাজা দুর্য্যোধনকে বিধি অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ৫

রাজন্! তুমি কাহাকেও সেনাপতি করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ কর, যাহা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমরা সকলে শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিব॥ ৬

রাজন্! তখন আপনার পুত্র রথে উপবেশন করত অশ্বত্থামার নিকট গমন করিলেন। অশ্বত্থামা মহারথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন ভাবসমূহে অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধে যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর। তাঁহার অঙ্গ সুন্দর, মস্তক কেশসমূহে আচ্ছাদিত এবং কণ্ঠ শঙ্খসদৃশ সুশোভিত। তিনি প্রিয়ভাষী ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় বিকসিত কমলদল-তুল্য সুন্দর এবং মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। ইঁহার মধ্যে মেরু-পর্ব্বতের সদৃশ গুরুত্ব বিদ্যমান আছে। স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও স্বরে তিনি ভগবান্ শঙ্করের বাহন বৃষের তুল্য। বক্ষঃস্থলের উত্তমভাগও সুবিস্তৃত। ইনি বল ও বেগে গরুড় এবং বায়ুর সদৃশ। তিনি তেজে সূর্য্য ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমান। শান্তি, রূপ ও মুখের শোভা—এই তিনটিতেই চন্দ্রতুল্য। ইঁহার শরীর স্বর্ণময় প্রস্তরসমূহসদৃশ সুশোভিত। অঙ্গসমূহের সন্ধিস্থানও সুগঠিত। উরু, কটিদেশ ও জঙ্ঘা—সুন্দর এবং গোলাকার। ইঁহার দুই চরণ মনোহর। অঙ্গুলি ও নখসকলও সুন্দর, যেন বিধাতা উত্তম গুণসকল বারংবার স্মরণ করত অতিশয় যত্নসহকারে ইঁহার অঙ্গসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি সমস্ত শুভ লক্ষণসমূহে সম্পন্ন, সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে নিপুণ এবং বেদ-বিদ্যার সমুদ্র। অশ্বত্থামা শত্রুদিগকে সবেগে জয় করিতে সমর্থ, কিন্তু শত্রু কর্তৃক বলপূর্ব্বক ইঁহাকে জয় করা অসম্ভব। ইনি দশ অঙ্গ-(ধনুর্বেদের দশ অঙ্গ—ব্রত; প্রাপ্তি, ধৃতি, মুষ্টি,

সর্বলক্ষণসম্পন্নং নিপুণং শ্রুতিসাগরম্।
জেতারং তরসারীণামজেয়মরিভির্বলাৎ ॥ ১৩
দশাঙ্গং যশ্চতুষ্পাদমিষ্বস্ত্রং বেদ তত্ত্বতঃ।
সাঙ্গাংস্তু চতুরো বেদান্ সম্যগাখ্যানপঞ্চমান্ ॥ ১৪
আরাধ্য ত্র্যম্বকং যত্নাদ্ ব্রতৈরুগ্রৈর্মহাতপাঃ।
অযোনিজায়ামুৎপন্নো দ্রোণেনাযোনিজেন যঃ ॥ ১৫
তমপ্রতিমকর্মাণং রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
পারগং সর্ববিদ্যানাং গুণার্ণবমনিন্দিতম্ ॥ ১৬
তমভ্যেত্যাত্মজস্তুভ্যমশ্বত্থামানমব্রবীৎ।
যং পুরস্কৃত্য সহিতা যুধি জেষ্যাম পাণ্ডবান্ ॥ ১৭
গুরুপুত্রোঽদ্য সর্বেষামস্মাকং পরমা গতিঃ।
ভবাংস্তস্মান্নিয়োগাত্তে কোঽস্তু সেনাপতির্মম ॥ ১৮

দ্রৌণিরুবাচ।

অয়ং কুলেন রূপেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া।
সর্বৈর্গুণৈঃ সমুদিতঃ শল্যো নোঽস্তু চমূপতিঃ ॥ ১৯

ভাগিনেয়ান্ নিজাংস্ত্যক্ত্বা কৃতজ্ঞোঽস্মানুপাগতঃ।
মহাসেনো মহাবাহুর্মহাসেন ইবাপরঃ ॥ ২০
এনং সেনাপতিং কৃত্বা নৃপতিং নৃপসত্তম।
শক্যঃ প্রাপ্তুং জয়োঽস্মাভির্দেবৈঃ স্কন্দমিবাজিতম্ ॥ ২
তথোক্তে দ্রোণপুত্রেণ সর্ব এব নরাধিপাঃ।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ শল্যং জয়শব্দাংশ্চ চক্রিরে ॥ ২১
যুদ্ধায় চ মতিং চক্রুরাবেশঞ্চ পরং যযুঃ।
ততো দুর্য্যোধনো ভূমৌ স্থিত্বা রথবরে স্থিতম্ ॥ ২
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দ্রোণভীষ্মসমং রণে।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল ॥ ২৪
যত্র মিত্রমমিত্রং বা পরীক্ষন্তে বুধা জনাঃ।
স ভবানস্তু নঃ শূরঃ প্রণেতা বাহিনীমুখে ॥ ২৫
রণং যাতে চ ভবতি পাণ্ডবা মন্দচেতসঃ।
ভবিষ্যন্তি সহামাত্যাঃ পাঞ্চালাশ্চ নিরুদ্যমাঃ ॥ ২৬

স্থিতি, ক্ষেপ, শত্রুভেদন, চিকিৎসা, উদ্দীপন এবং কৃষ্টি।) -যুক্ত চার (দীক্ষা, শিক্ষা, আত্মরক্ষা ও তাহার সাধন) চরণ-সংযুক্ত ধনুর্বেদ সম্যগ্‌ভাবে অবগত আছেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গসম্পন্ন ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব চারি বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চম বেদও ইনি উত্তমরূপে জানেন। মহাতপস্বী অশ্বত্থামাকে তাঁহার পিতা অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য অতিশয় যত্নের সহিত কঠোর ব্রত-পালন পূর্ব্বক ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করত অযোনিজা কৃপীর গর্ভ হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মের কোনও তুলনা নাই। এই ভূতলে তিনি অনুপম রূপ-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ এবং গুণসকলের মহাসাগর। এই অনিন্দিত অশ্বত্থামার নিকট গমন করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন। ৭-১৬½

ব্রহ্মন্! তুমি আমাদের গুরুপুত্র এবং এই সময় তুমিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, অতএব আমি তোমার অনুমতি অনুসারে সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বল, এখন আমার কে সেনাপতি হইবে, যাহাকে অগ্রে রাখিয়া আমরা সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিব? ১৭-১৮

অশ্বত্থামা বলিলেন,—এই রাজা শল্য উত্তম কুল, সুন্দর রূপ, তেজ, যশ, শ্রী ও সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন, অতএব ইনিই আমাদের সেনাপতি হউন। ১৯

ইনি এরূপ কৃতজ্ঞ যে, নিজের ভাগিনেয় নকুল-সহদেবকে ত্যাগ করত আমাদের পক্ষে আসিয়াছেন। এই মহাবাহু শল্য অপর মহাসেন (কার্ত্তিকেয়)-তুল্য বিশাল সৈন্যে পরিবৃত আছেন। ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ দেবগণ অপরাজিত বীর কার্ত্তিকেয়কে নিজেদের সেনাপতি করিয়া অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও এই রাজা শল্যকে সেনাপতি করিয়া শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব। ২১

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সকল নরপতি রাজা শল্যকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা জয়-জয়কার করিতে লাগিলেন। ২২

ইঁহারা তখন যুদ্ধ করিবার জন্যই বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং অত্যন্ত আবেগে পূর্ণ হইয়া যাইলেন। তারপর দুর্য্যোধন ভূমিতে অবস্থান করত বিশাল রথে উপবিষ্ট রণাঙ্গনে দ্রোণ ও ভীষ্মতুল্য পরাক্রমশালী রাজা শল্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—মিত্রবৎসল! আজ আপনার মিত্রগণের সম্মুখে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন বিদ্বান্ পুরুষগণ শত্রু বা মিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ২৩-২৪½

আপনি আমাদের শৌর্য্যশালী সেনাপতি হইয়া সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করুন। রণাঙ্গনে আপনি গমন করিলে মহামতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ নিজেদের মিত্রবর্গের সহিত নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে। ২৫-২৬

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা শল্যো মদ্রাধিপস্তদা।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো রাজানং রাজসন্নিধৌ ॥ ২৭
শল্য উবাচ।
যত্তু মাং মন্যসে রাজন্ কুরুরাজ করোমি তৎ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হি মে সর্বং প্রাণা রাজ্যং ধনানি চ ॥ ২৮
দুর্য্যোধন উবাচ।
সৈনাপত্যেন বরয়ে ত্বামহং মাতুলাতুলম্।
সোঽস্মান্ পাহি যুধাং শ্রেষ্ঠ স্কন্দো দেবানিবাহবে ॥২৯
অভিষিচ্যস্ব রাজেন্দ্র দেবানামিব পাবকিঃ।
জহি শত্রূন্ রণে বীর মহেন্দ্রো দানবানিব ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্য-দুর্য্যোধন-
সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

সেই সময় বাক্যের রহস্য বুঝিতে সমর্থ মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করত সমস্ত রাজাদের সম্মুখে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ২৭

শল্য বলিলেন,—রাজন্! কুরুরাজ! তুমি আমার নিকট হইতে যাহা কিছু কামনা করিবে, আমি তাহা পূর্ণ করিব; কারণ, আমার প্রাণ, রাজ্য ও ধন তোমার প্রিয় করিবার জন্তই। ২৮

দুর্য্যোধন বলিলেন,—যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতুল! আপনি অতুলনীয় বীর। অতএব আমি সেনাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্ত আপনাকে বরণ করিতেছি। যেরূপ স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) যুদ্ধস্থলে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি আমাদের রক্ষা করুন। ২৯

রাজাধিরাজ! বীর! যেরূপ স্কন্দ দেবগণের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের সেনাপতি-পদে আপনাকে অভিষিক্ত করান এবং দানবগণকে বিনাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদের শত্রুদিগকে বিনাশ করুন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্য ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ শল্যস্য বীরোচিতভাষণম্, শল্যং হন্তুং শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরায়োৎসাহদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
দুর্য্যোধনং তদা রাজন্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১
দুর্য্যোধন মহাবাহো শৃণু বাক্যবিদাং বর।
যাবেতৌ মন্যসে কৃষ্ণৌ রথস্থৌ রথিনাং বরৌ ॥ ২
ন মে তুল্যাবুভাবেতৌ বাহুবীর্য্যে কথঞ্চন।
উদ্যতাং পৃথিবীং সর্বাং সসুরাসুরমানবাম্ ॥৩
যোধয়েয়ং রণমুখে সংক্রুদ্ধঃ কিমু পাণ্ডবান্।
বিজেষ্যামি রণে পার্থান্ সোমকাংশ্চ সমাগতান্ ॥ ৪
অহং সেনাপ্রণেতা তে ভবিষ্যামি নঃ সংশয়ঃ।
তঞ্চ ব্যূহং বিধাস্যামি ন তরিষ্যন্তি যং পরে ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়।

[রাজা শল্যের বীরোচিত ভাষণ এবং শল্যকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

বাক্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু দুর্য্যোধন! তুমি রথে উপবিষ্ট যে দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে রথিগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে কর, তাহারা উভয়ে বাহুবলে আমার সমান নহে ॥ ২½

আমি যুদ্ধের সম্মুখভাগে কুপিত হইলে পর আমার সম্মুখে উপস্থিত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসহ সমস্ত ভূমণ্ডলের সহিতই যুদ্ধ করিতে পারি; সুতরাং পাণ্ডবদের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৩½

আমি রণাঙ্গনে কুন্তীর সকল পুত্রদিগকে এবং সম্মুখে স্থিত সোমকগণকেও জয় করিব। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে; আমি তোমার সেনাপতি হইব এবং এরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, শত্রুরা যাহাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না। ৪-৫

ইতি সত্যং ব্রবীম্যেষ দুর্য্যোধন ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজা মদ্রাধিপতিমঞ্জসা॥ ৬
অভ্যষিঞ্চত সেনায়া মধ্যে ভরতসত্তম।
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন ক্লিষ্টরূপো বিশাম্পতে॥ ৭
অভিষিক্তে ততস্তস্মিন্ সিংহনাদো মহানভূৎ।
তব সৈন্যেষ্বভ্যবাদ্যন্ত বাদিত্রাণি চ ভারত॥ ৮
হৃষ্টাশ্চাসংস্তথা যোধা মদ্রকাশ্চ মহারথাঃ।
তুষ্টুবুশ্চৈব রাজানং শল্যমাহবশোভিনম্॥ ৯
জয় রাজংশ্চিরঞ্জীব জহি শত্রূন্ সমাগতান্।
তব বাহুবলং প্রাপ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ॥ ১০
নিখিলাঃ পৃথিবীং সর্বাং প্রশাসন্তু হতদ্বিষঃ।
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং সসুরাসুর-মানবান্॥ ১১
মর্ত্ত্যধর্মাণ ইহ তু কিমু সৃঞ্জয়-সোমকান্।
এবং সম্পূজ্যমানস্তু মদ্রাণামধিপো বলী॥ ১২
হর্ষং প্রাপ তদা বীরো দুরাপমকৃতাত্মভিঃ।

শল্য উবাচ।
অদ্য চাহং রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ॥১৩
নিহনিষ্যামি বা রাজন্ স্বর্গং যাস্যামি বা হতঃ।
অদ্য পশ্যন্তু মাং লোকা বিচরন্তমভীতবৎ॥ ১৪
অদ্য পাণ্ডুসুতাঃ সর্বে বাসুদেবঃ সসাত্যকিঃ।
পাঞ্চালাশ্চেদয়শ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ॥১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সর্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ।
বিক্রমং মম পশ্যন্তু ধনুষশ্চ মহদ্ বলম্॥ ১৬
লাঘবঞ্চাস্ত্রবীর্য্যঞ্চ ভুজয়োশ্চ বলং যুধি।
অদ্য পশ্যন্তু মে পার্থাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ॥ ১৭
যাদৃশং মে বলং বাহ্বোঃ সম্পদস্ত্রেষু যা চ মে।
অদ্য মে বিক্রমং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথাঃ॥ ১৮
প্রতীকারপরা ভূত্বা চেষ্টন্তাং বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
অদ্য সৈন্যানি পাণ্ডূনাং দ্রাবয়িষ্যে সমন্ততঃ॥ ১৯
দ্রোণ-ভীষ্মাবতি বিভো সূতপুত্রঞ্চ সংযুগে।
বিচরিষ্যে রণে যুধ্যন্ প্রিয়ার্থং তব কৌরব॥ ২০

দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রজানাথ! তিনি এই কথা বলিলে পর ক্লেশযুক্ত রাজা দুর্য্যোধন শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সৈন্যদের মধ্যে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন॥ ৬-৭

ভারত! তাহার অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সিংহনাদ হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল॥ ৮

মদ্রদেশের মহারথী যোদ্ধারা হৃষ্ট হইলেন এবং সংগ্রামে সুশোভিত রাজা শল্যের স্তুতি করিতে লাগিলেন॥ ৯

রাজন্! আপনি চিরজীবী হউন এবং সম্মুখে আগত শত্রুদিগকে বধ করুন। আপনার বাহুবল প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সকল মহাবল পুত্রগণ শত্রুদিগকে বিনাশ করত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন॥ ১০½

আপনি রণাঙ্গনে সমস্ত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগকে জয় করিতে সমর্থ। সে স্থলে মরণধর্ম্মযুক্ত সৃঞ্জয় ও সোমকগণকে জয় করা বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১১½

তাঁহাদের দ্বারা এইভাবে প্রশংসিত হইলে পর বলবান্ বীর মদ্ররাজ শল্য সেইরূপ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, যাহা অকৃতাত্মা (যুদ্ধের শিক্ষারহিত) পুরুষগণের পক্ষে দুর্লভ॥ ১২½

শল্য বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বধ করিব কিংবা স্বয়ং নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিব॥ ১৩½

আজ সমস্ত লোক আমাকে রণাঙ্গনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিবে। আজ সমস্ত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, পাঞ্চাল ও চেদিদেশের যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং সমস্ত প্রভদ্রকগণ আমার পরাক্রম ও আমার ধনুর শ্রেষ্ঠ বল অবলোকন করিবে॥ ১৪-১৬

আজ কুন্তীর সকল পুত্র এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল যুদ্ধে আমার নৈপুণ্য, অস্ত্রবল ও বাহুবল প্রত্যক্ষ করিবে। আমার দুই বাহুতে যেরূপ বল আছে এবং অস্ত্রসকলের জ্ঞান আমার যেরূপ আছে, তদনুসারে আজ আমার পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডবদের মহারথী যোদ্ধারা তাহার প্রতীকারে তৎপর হইয়া নানাবিধ কার্য্যসমূহের জন্য সচেষ্ট থাকুক॥ ১৭-১৮½

কুরুনন্দন! আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিব। প্রভো! যুদ্ধস্থলে তোমার প্রিয় করিবার জন্য আজ আমি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং সূতপুত্র কর্ণ হইতে অধিক পরাক্রম দেখাইতে ও যুদ্ধ করিতে থাকিয়া রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকে বিচরণ করিব॥ ১৯-২০

সঞ্জয় উবাচ।

অভিষিক্তে তথা শল্যে তব সৈন্যেষু মানদ।
ন কর্ণব্যসনং কিঞ্চিন্মেনিরে তত্র ভারত ॥ ২১
হৃষ্টাঃ সুমনসশ্চৈব বভূবুস্তত্র সৈনিকাঃ।
মেনিরে নিহতান্ পার্থান্ মদ্ররাজবশং গতান্ ॥ ২২
প্রহর্ষং প্রাপ্য সেনা তু তাবকী ভরতর্ষভ।
তাং রাত্রিমুষিতা সুপ্তা হর্ষচিত্তা চ সাভবৎ ॥ ২৩
সৈন্যস্য তব তং শব্দং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্ বাক্যং সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥২৪
মদ্ররাজঃ কৃতঃ শল্যো ধার্তরাষ্ট্রেণ মাধব।
সেনাপতির্মহেষ্বাসঃ সর্বসৈন্যেষু পূজিতঃ ॥ ২৫
এতজ্ জ্ঞাত্বা যথাভূতং কুরু মাধব যৎক্ষমম্।
ভবান্ নেতা চ গোপ্তা চ বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥ ২৬
তমব্রবীন্মহারাজ বাসুদেবো জনাধিপম্।
আর্তায়নিমহং জানে যথাতত্ত্বেন ভারত ॥ ২৭
বীর্য্যবাংশ্চ মহাতেজা মহাত্মা চ বিশেষতঃ।
কৃতী চ চিত্রযোধী চ সংযুক্তো লাঘবেন চ ॥ ২৮
যাদৃগ্ ভীষ্মস্তথা দ্রোণো যাদৃক্ কর্ণশ্চ সংযুগে।
তাদৃশস্তদ্বিশিষ্টো বা মদ্ররাজো মতো মম ॥ ২৯
যুধ্যমানস্য তস্যাহং চিন্তয়ানশ্চ ভারত।
যোদ্ধারং নাধিগচ্ছামি তুল্যরূপং জনাধিপ ॥ ৩০
শিখণ্ড্যর্জুন-ভীমানাং সাত্বতস্য চ ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ তথা বলেনাভ্যধিকো রণে ॥ ৩১
মদ্ররাজো মহারাজ সিংহদ্বিরদবিক্রমঃ।
বিচরিষ্যত্যভীঃ কালে কালঃ ক্রুদ্ধঃ প্রজাস্বিব ॥ ৩২
তস্যাদ্য ন প্রপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র শার্দূলসমবিক্রমম্ ॥ ৩৩
সদেবলোকে কৃৎস্নেঽস্মিন্ নান্যস্ত্বত্তঃ পুমান্ ভবেৎ।
মদ্ররাজং রণে ক্রুদ্ধং যো হন্যাৎ কুরুনন্দন ॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—মানদ! ভরতনন্দন! এইরূপ আপনার সৈন্যদের মধ্যে রাজা শল্যের অভিষেক হইয়া সমস্ত যোদ্ধাদের কর্ণ নিহত হওয়ায় অল্পও দুঃখ আর রহিল না। ২১

তাঁহারা সকলে প্রসন্নচিত্ত হইয়া হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ইহা মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কুন্তীর পুত্রগণ মদ্ররাজ শল্যের বশীভূত হইয়া অবশ্যই নিহত হইবেন।২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈন্যরা অতিশয় আনন্দ লাভ করত রাত্রিতে সেখানে থাকিলেন এবং নিদ্রা যাইলেন। তখন তাঁহাদের মনে অতিশয় হর্ষ ছিল। ২৩

সেই সময় আপনার সৈন্যদের সেই তীব্র হর্ষনাদ শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২৪

মাধব! ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যগণের দ্বারা সম্মানিত মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়াছে। ২৫

মাধব! এই বিষয় যথার্থরূপে অবগত হইয়া আপনি এখন যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন; কারণ, আপনিই আমাদের নেতা ও সংরক্ষক। সেইজন্য এখন যে কার্য্য আবশ্যক হইবে, উহা সম্পাদন করুন। ২৬

মহারাজ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ভারত! আমি ঋতায়ন-পুত্র রাজা শল্যকে উত্তমরূপে জানি। ২৭

তিনি বলশালী, মহাতেজস্বী, মহাত্মা, বিদ্বান্, বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং দ্রুততার সহিত অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ২৮

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ—ইঁহারা সকলে যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন, সেইরূপ পরাক্রমশালী কিংবা তাহা হইতেও অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া আমি শল্যকে মনে করিয়া থাকি। ২৯

ভারত! নরেশ্বর! আমি বহু চিন্তা করিয়াও যুদ্ধ-পরায়ণ শল্যের অনুরূপ অপর কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইতেছি না। ৩০

ভরতনন্দন! শিখণ্ডী, অর্জুন, ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতেও তিনি রণাঙ্গনে অধিক বলশালী। ৩১

মহারাজ! সিংহ ও হস্তিসদৃশ পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্য প্রলয়কালে প্রাণিগণের উপর কুপিত কালের ন্যায় নির্ভয় হইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিয়া থাকেন। ৩২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পরাক্রম সিংহের ন্যায়। আজ আপনি ব্যতীত যুদ্ধস্থলে অপর কাহাকেও সেরূপ দেখিতেছি না, যিনি শল্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবেন। ৩৩

কুরুনন্দন! দেবগণের সহিত এই সম্পূর্ণ জগতে আপনি ব্যতীত অন্য কোন এরূপ পুরুষ নাই, যিনি রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। ৩৪

অহন্যহনি যুধ্যন্তং ক্ষোভয়ন্তং বলং তব।
তস্মাজ্জহি রণে শল্যং মঘবানিব শম্বরম্॥ ৩৫
অজেয়শ্চাপ্যসৌ বীরো ধার্তরাষ্ট্রেণ সৎকৃতঃ।
তবৈব হি জয়ো নূনং হতে মদ্রেশ্বরে যুধি॥ ৩৬
তস্মিন্ হতে হতং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রবলং মহৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ বচনং মম সাম্প্রতম্॥ ৩৭
প্রত্যুদ্‌যাহি রণে পার্থ মদ্ররাজং মহারথম্।
জহি চৈনং মহাবাহো বাসবো নমুচিং যথা॥ ৩৮
ন চৈবাত্র দয়া কার্য্যা মাতুলোঽয়ং মমেতি বৈ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য জহি মদ্রজনেশ্বরম্॥ ৩৯
দ্রোণ-ভীষ্মার্ণবং তীর্ত্বা কর্ণপাতালসম্ভবম্।
মা নিমজ্জস্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোষ্পদম্॥ ৪০
যচ্চ তে তপসো বীর্য্যং যচ্চ ক্ষাত্রং বলং তব।
তদ্ দর্শয় রণে সর্বং জহি চৈনং মহারথম্॥ ৪১
এতাবদুক্ত্বা বচনং কেশবঃ পরবীরহা।
জগাম শিবিরং সায়ং পূজ্যমানোঽথ পাণ্ডবৈঃ॥ ৪২
কেশবে তু তদা যাতে ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিসৃজ্য সর্বান্ ভ্রাতৄংশ্চ পাঞ্চালানথ সোমকান্॥ ৪৩
সুষ্বাপ রজনীং তাং তু বিশল্য ইব কুঞ্জরঃ।
তে চ সর্বে মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাস্তথা॥ ৪৪
কর্ণস্য নিধনে হৃষ্টাঃ সুষুপুস্তাং নিশাং তদা।
গতজ্বরং মহেষ্বাসং তীর্ণপারং মহারথম্॥ ৪৫
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং সৈন্যঞ্চ মুদিতং নৃপ।
সূতপুত্রস্য নিধনে জয়ং লব্ধ্বা চ মারিষ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি শল্যসৈনাপত্যাভিষেকে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

সেইজন্য প্রতিদিন সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত ও আপনার সৈন্যদিগকে বিক্ষুব্ধকারী রাজা শল্যকে আপনি সেইভাবে বিনাশ করুন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ৩৫

বীর শল্য অজেয়। দুর্য্যোধন তাঁহার অতিশয় সম্মান করিয়াছে। যুদ্ধে মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে নিশ্চয় আপনারই জয় হইবে॥ ৩৬

মদ্ররাজ! কুন্তীকুমার! তিনি নিহত হইলে পর আপনি দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকেই নিহত বলিয়া মনে করুন। এই সময় আমার এই বাক্য শ্রবণ করত আপনি মহারথী মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করুন এবং হে মহাবাহো! ইন্দ্র যেরূপ নমুচিদানবকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও তাঁহাকে বিনাশ করুন॥ ৩৭-৩৮

'ইনি আমার মাতুল' এরূপ মনে করিয়া আপনার তাঁহার প্রতি দয়াপ্রদর্শন উচিত হইবে না। আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করুন॥ ৩৯

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপী মহাসাগর পার হইয়া আপনি নিজ সেবকগণের সহিত শল্যরূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হইবেন না॥ ৪০

রাজন্! আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবল আছে, সেই সমস্তই আপনি রণাঙ্গনে প্রদর্শন করুন এবং এই মহারথী শল্যকে সংহার করুন॥ ৪১

শত্রুবীরহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সায়ংকালে পাণ্ডবগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ শিবিরে গমন করিলেন॥ ৪২

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর সেই সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের সব ভ্রাতৃবৃন্দ, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে পরিত্যাগ করত রাত্রিতে অঙ্কুশহীন হস্তীর ন্যায় শয়ন করিলেন॥ ৪৩½

এই সব মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-যোদ্ধারা কর্ণ নিহত হইলে পর হৃষ্ট হইয়া রাত্রিতে সুখের সহিত নিদ্রা যাইলেন॥ ৪৪½

মাননীয় নৃপ! সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর জয়লাভ করত বিশাল ধনু ও প্রকাণ্ড রথসমূহে সুশোভিত পাণ্ডব-সৈন্যরা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তখন ইঁহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল— তাঁহারা যুদ্ধ হইতে পার হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন॥ ৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের সেনাপতিপদে অভিষেকবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং রণাঙ্গনে উপস্থিতিঃ, উভয়পক্ষয়োঃ জীবিত-সৈন্যানাং সংখ্যানিরূপণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যতীতায়াং রজন্যাং তু রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
অব্রবীৎ তাবকান্ সর্বান্ সন্নহ্যন্তাং মহারথাঃ॥ ১
রাজ্ঞশ্চ মতমাজ্ঞায় সমনহ্যত সা চমূঃ।
অযোজয়ন্ রথাংস্তূর্ণং পর্য্যধাবংস্তথা পরে॥ ২
অকল্প্যন্ত চ মাতঙ্গাঃ সমনহ্যন্ত পত্তয়ঃ।
রথানাস্তরণোপেতাংশ্চক্রুরন্যে সহস্রশঃ॥ ৩
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
আয়োধনার্থং যোধানাং বালনাং চাপ্যুদীর্য্যতাম্॥ ৪
ততো বলানি সর্বাণি হতশিষ্টানি ভারত।
প্রস্থিতানি ব্যদৃশ্যন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৫
শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা মদ্ররাজং মহারথাঃ।
প্রবিভজ্য বলং সর্বমনীকেষু ব্যবস্থিতাঃ॥ ৬
ততঃ সর্বে সমাগম্য পুত্রেণ তব সৈনিকাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিঃ শল্যোঽথ সৌবলঃ॥ ৭
অন্যে চ পার্থিবাঃ শেষাঃ সময়ং চক্রুরাদৃতাঃ।
ন ন একেন যোদ্ধব্যং কথঞ্চিদপি পাণ্ডবৈঃ॥ ৮
যো হ্যেকঃ পাণ্ডবৈর্যুধ্যেদ্ যো বা যুধ্যন্তমুৎসৃজেৎ।
স পঞ্চভির্ভবেদ্ যুক্তঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ॥ ৯
(অশ্বাচার্য্যসুতো দ্রৌণির্নৈকো যুধ্যেত শত্রুভিঃ।)
অন্যোন্যং পরিরক্ষদ্ভির্যোদ্ধব্যং সহিতৈশ্চ হ।
এবং তে সময়ং কৃত্বা সর্বে তত্র মহারথাঃ॥ ১০
মদ্ররাজং পুরস্কৃত্য তূর্ণমভ্যদ্রবন্ পরান্।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ ব্যূহ্য সৈন্যং মহারণে॥ ১১
অভ্যয়ুঃ কৌরবান্ রাজন্ যোৎস্যমানাঃ সমন্ততঃ।
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ ক্ষুব্ধার্ণবসমস্বনম্॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের রণাঙ্গনে উপস্থিতি এবং উভয়পক্ষের জীবিত সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে বলিলেন—মহারথিগণ! সকলে কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও॥ ১

রাজা দুর্য্যোধনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। কিছু যোদ্ধা দ্রুত রথ যোজনা করিলেন। অপর যোদ্ধারা চারিদিকে দৌড়াইতে থাকিলেন। কিছু যোদ্ধা হস্তিদিগকে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। পদাতি-সৈন্যরা কবচবন্ধন করিলেন এবং অন্য সহস্র সহস্র সৈন্য রথসকলের উপর আবরণ দিতে লাগিলেন। ২-৩

প্রজানাথ! সেই সময় চারিদিকে নানাবিধ বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য উদ্যত যোদ্ধাগণের এবং অগ্রগমনকারী সৈন্যদের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। ৪

ভারত! তাহার পর হত না হইয়া জীবিত অবশিষ্ট সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় মনে করত প্রস্থিত হইলেন—ইহা দেখা যাইল। ৫

সমস্ত মহারথী যোদ্ধারা শল্যকে সেনাপতি করিয়া এবং সকল সৈন্যদের নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬

তদনন্তর আপনার সমস্ত সৈন্যরা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও জীবিত অন্যান্য নরপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া আদরসহকারে এই নিয়মস্থাপন করিলেন। ৭½

আমরা কোন একক যোদ্ধা একাকী থাকিয়া কোনরূপেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব না। যে একাকী হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধরত বীরকে একাকী পরিত্যাগ করিবে, সেই ব্যক্তি পঞ্চ পাতক ও উপপাতকসমূহে যুক্ত হইবে। ৮-৯

আজ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবেন না। আমরা সকলে একত্রে সমবেত থাকিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ করিব। এরূপ নিয়ম স্থির করিয়া সেই সব মহারথী যোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করত অতিক্রত শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন। ১০½

রাজন্! এইরূপ সেই মহাসমরে পাণ্ডবেরাও নিজ সৈন্যদের ব্যূহরচনা করত সর্ব্বদিকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত থাকিয়া কৌরবদের উপর আক্রমণ করিবেন। ১১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যরা তখন বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় কোলাহল করিতেছিলেন। ইঁহাদের রথ ও হস্তী তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে মনে হইল—মহাসমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে। ১২½

সমুদ্ধূতার্ণবাকারমুদ্ধূতরথকুঞ্জরম্।
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দ্রোণস্য চৈব ভীষ্মস্য রাধেয়স্য চ মে শ্রুতম্॥ ১৩
পাতনং শংস মে ভূয়ঃ শল্যস্যাথ সুতস্য মে।
কথং রণে হতঃ শল্যো ধর্মরাজেন সঞ্জয়॥ ১৪
ভীমেন চ মহাবাহুঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো মম।
সঞ্জয় উবাচ।
ক্ষয়ং মনুষ্যদেহানাং তথা নাগাশ্বসংক্ষয়ম্॥ ১৫
শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা সংগ্রামং শংসতো মম।
আশা বলবতী রাজন্ পুত্রাণাং তেঽভবত্তদা॥ ১৬
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
শল্যঃ পার্থান্ রণে সর্বান্ নিহনিষ্যতি মারিষ॥ ১৭
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা সমাশ্বস্য চ ভারত।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে সমাশ্রিত্য মহারথম্॥ ১৮
নাথবন্তং তদাত্মানমমন্যন্ত সুতাস্তব।
যদা কর্ণে হতে পার্থাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং রাধাপুত্র কর্ণের বধের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এখন পুনরায় আমাকে শল্য ও আমার পুত্র দুর্য্যোধনের মৃত্যুর বৃত্তান্ত বলিয়া শুনাও॥ ১৩½

সঞ্জয়! রণাঙ্গনে রাজা শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কিভাবে নিহত হইল এবং ভীমসেন আমার মহাবাহু পুত্র দুর্য্যোধনকে কিরূপে বিনাশ করিল? ১৪½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেখানে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহসমূহের প্রভূত সংহার হইয়াছিল, সেই সংগ্রাম আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন॥ ১৫½

মাননীয় রাজন্! দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার পুত্রগণের মনে এই প্রবল আশা জন্মিল যে, শল্য রণাঙ্গনে সমস্ত কুন্তীপুত্রদিগকে বধ করিবেন॥ ১৬-১৭

ভারত! এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মন কিছুটা আশ্বস্ত হইল এবং তাঁহার সমরাঙ্গণে মহারথী মদ্ররাজ শল্যের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজেদের সনাথ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন॥ ১৮½

রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর হৃষ্টচিত্ত কুন্তী-পুত্রগণ যখন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, তখন আপনার পুত্রগণের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল॥ ১৯½

তদা তু তাবকান্ রাজন্নাবিবেশ মহদ্ ভয়ম্।
তান্ সমাশ্বাস্য যোধাংস্তু মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্॥ ২০
ব্যূহ্য ব্যূহং মহারাজ সর্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ।
প্রত্যুদ্যযৌ রণে পার্থান্ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্॥ ২১
বিধুন্বন্ কার্মুকং চিত্রং ভারঘ্নং বেগবত্তরম্।
রথপ্রবরমাস্থায় সৈন্ধবাশ্বং মহারথঃ॥ ২২
তস্য সূতো মহারাজ রথস্থোঽশোভয়দ্ রথম্।
স তেন সংবৃতো বীরো রথেনামিত্রকর্ষণঃ॥ ২৩
তস্থৌ শূরো মহারাজ পুত্রাণাং তে ভয়প্রণুৎ।
প্রয়াণে মদ্ররাজোঽভূন্মুখং ব্যূহস্য দংশিতঃ॥ ২৪
মদ্রকৈঃ সহিতো বীরৈঃ কর্ণপুত্রৈশ্চ দুর্জয়ৈঃ।
সব্যেঽভূৎ কৃতবর্মা চ ত্রিগর্তৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২৫
গৌতমো দক্ষিণে পার্শ্বে শকৈশ্চ যবনৈঃ সহ।
অশ্বত্থামা পৃষ্ঠতোঽভূৎ কাম্বোজৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২৬
দুর্য্যোধনোঽভবন্মধ্যে রক্ষিতঃ কুরুপুঙ্গবৈঃ।
হয়ানীকেন মহতা সৌবলশ্চাপি সংবৃতঃ॥ ২৭

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য যোদ্ধাগণকে আশ্বাসদান করত সমৃদ্ধিশালী সর্ব্বতোভদ্রনামক ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক ভারনাশক, অত্যন্ত বেগশালী এবং বিচিত্র ধনু কম্পিত করিতে করিতে সিন্ধু-দেশজাত অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২০-২২

রাজাধিরাজ! শল্যের রথে উপবিষ্ট তাঁহার সারথি সেই রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। সেই রথে পরিবৃত শত্রুসূদন বীরবর রাজা শল্য আপনার পুত্রদের ভয় নাশ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩½

প্রস্থানকালে কবচধারী মদ্ররাজ শল্য সেই সৈন্যব্যূহের মুখস্থানে রহিলেন। তাঁহার সহিত মদ্রদেশীয় বীরগণ এবং কর্ণের দুর্জয় পুত্র ছিলেন॥ ২৪½

ব্যূহের বামভাগে ত্রিগর্ত্তগণে পরিবৃত কৃতবর্ম্মা অবস্থান করিতে লাগিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে শক ও যবনগণের সহিত কৃপাচার্য্য রহিলেন এবং পৃষ্ঠভাগে কাম্বোজ সৈন্যগণে আবৃত হইয়া অশ্বত্থামা অবস্থিত রহিলেন॥ ২৫-২৬

মধ্যভাগে কুরুকুলের প্রধান বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত দুর্য্যোধন এবং অশ্বারোহী বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শকুনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের সহিত মহারথী উলূকও সর্ব্বপ্রকার সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ২৭½

প্রযযৌ সর্বসৈন্যেন কৈতব্যশ্চ মহারথঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা ব্যূহ্য সৈন্যমরিন্দমাঃ ॥ ২৮
ত্রিধা ভূত্বা মহারাজ তব সৈন্যমুপাদ্রবন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২৯
শল্যস্য বাহিনীং হন্তুমভিদুদ্রুবুরাহবে।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ ॥ ৩০
শল্যমেবাভিদুদ্রাব জিঘাংসুর্ভরতর্ষভঃ।
হার্দিক্যঞ্চ মহেষ্বাসমর্জুনঃ শত্রুসৈন্যহা ॥ ৩১
সংশপ্তকগণাংশ্চৈব বেগিতোঽভিবিদুদ্রুবে।
গৌতমং ভীমসেনো বৈ সোমকাশ্চ মহারথাঃ ॥ ৩২
অভ্যদ্রবন্ত রাজেন্দ্র জিঘাংসন্তঃ পরান্ যুধি।
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিমুলূকঞ্চ মহারথম্ ॥ ৩৩
সসৈন্যৌ সহসৈন্যৌ তাবুপতস্থতুরাহবে।
তথৈবাযুতশো যোধাস্তাবকাঃ পাণ্ডবান্ রণে ॥ ৩৪
অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতে ভীষ্মে মহেষ্বাসে দ্রোণে কর্ণে মহারথে ॥ ৩৫
কুরুষল্পাবশিষ্টেষু পাণ্ডবেষু চ সংযুগে।
সুসংরব্ধেষু পার্থেষু পরাক্রান্তেষু সঞ্জয় ॥ ৩৬
মামকানাং পরেষাঞ্চ কিং শিষ্টমভবদ্ বলম্।

সঞ্জয় উবাচ।

যথা বয়ং পরে রাজন্ যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ৩৭
যাবচ্চাসীদ্ বলং শিষ্টং সংগ্রামে তন্নিবোধ মে।
একাদশ সহস্রাণি রথানাং ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
দশ দন্তিসহস্রাণি সপ্ত চৈব শতানি চ।
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে হয়ানাং তত্র ভারত ॥ ৩৯
পত্তিকোট্যস্তথা তিস্রো বলমেতৎ তবাভবৎ।
রথানাং ষট্সহস্রাণি ষট্সহস্রাশ্চ কুঞ্জরাঃ ॥ ৪০
দশ চাশ্বসহস্রাণি পত্তিকোটী চ ভারত।
এতদ্ বলং পাণ্ডবানামভবচ্ছেষমাহবে ॥ ৪১
এত এব সমাজগ্মুর্যুদ্ধায় ভরতর্ষভ।
এবং বিভজ্য রাজেন্দ্র মদ্ররাজবশে স্থিতাঃ ॥ ৪২

মহারাজ! শত্রুদমনকারী মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণও সৈন্যদের ব্যূহ নির্ম্মাণ করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮½

(এই তিনভাগ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন—) ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথী সাত্যকি। ইঁহারা সকলে যুদ্ধস্থলে শল্যের সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯½

তাহার পর নিজ সৈন্যে পরিবৃত ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করিবার বাসনায় তাঁহারই উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০½

শত্রুসৈন্য-সংহারকারী অর্জ্জুন মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের উপর তীব্র বেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩১½

রাজেন্দ্র! ভীমসেন ও মহারথী সোমকগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছায় কৃপাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩২½

সৈন্যসহ মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব যুদ্ধস্থলে আপনার সৈন্যদের সহিত অবস্থিত মহারথী শকুনি ও উলূকের সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩½

এইরূপ রণাঙ্গনে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল গ্রহণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ আপনার পক্ষের দশ হাজার যোদ্ধা পাণ্ডবদের দিকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৪½

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহারথী কর্ণ নিহত হইলে পর যখন যুদ্ধস্থলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের অল্প যোদ্ধাই অবশিষ্ট ছিল এবং কুন্তীপুত্রগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া পরাক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমার ও শত্রুপক্ষের অপর কত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল? ৩৫-৩৬½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা ও আমাদের শত্রুরা যেভাবে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলাম এবং সেই সময় সংগ্রামে আমাদের পক্ষে যত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তৎ সমস্তই আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পক্ষে একাদশ হাজার রথ, দশ হাজার সাত শত হাতী, দুই লক্ষ অশ্ব এবং তিন কোটি পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ॥ ৩৮-৩৯½

ভারত! এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের নিকট তখন ছয় হাজার হাতী, দশ হাজার অশ্ব ও দুই কোটি পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ॥ ৪০-৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সকল সৈন্যই যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র! এইরূপ সৈন্যদের বিভাগ করিয়া জয়লাভের আশায় ক্রুদ্ধ আপনার সৈন্যরা মদ্ররাজ শল্যের অধীনস্থ হইয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪২½

পাণ্ডবান্ প্রত্যুদীয়ুস্তে জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ শূরাঃ সমরে জিতকাশিনঃ ॥ ৪৩
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ।
ইমে তে চ বলৌঘেন পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ৪৪
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং প্রতি প্রভো।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি ব্যূহনির্মাণে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

এইরূপ সমরাঙ্গণে জয়লাভে সুশোভিত বীরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও যশস্বী পাঞ্চাল বীরগণ আপনার সৈন্যদের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩½

প্রভো! এইরূপে পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী এই ও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা প্রাতঃকালে পরস্পর পরস্পরের নিকটে আসিলেন ॥ ৪৪½

তারপর পরস্পরকে প্রহারকারী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যূহ-নির্মাণবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং ভয়বর্ধনম্।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ রাজেন্দ্র ঘোরং দেবাসুরোপমম্ ॥ ১
নরা রথা গজৌঘাশ্চ সাদিনশ্চ সহস্রশঃ।
বাজিনশ্চ পরাক্রান্তাঃ সমাজগ্মুঃ পরস্পরম্ ॥ ২
গজানাং ভীমরূপাণাং দ্রবতাং নিঃস্বনো মহান্।
অশ্রূয়ত যথা কালে জলদানাং নভস্তলে ॥ ৩
নাগৈরভ্যাহতাঃ কেচিৎ সরথা রথিনোঽপতন্।
ব্যদ্রবন্ত রণে বীরা দ্রাব্যমাণা মদোৎকটৈঃ ॥ ৪
হয়ৌঘান্ পাদরক্ষাংশ্চ রথিনস্তত্র শিক্ষিতাঃ।
শরৈঃ সম্প্রেষয়ামাসুঃ পরলোকায় ভারত ॥ ৫
সাদিনঃ শিক্ষিতা রাজন্ পরিবার্য্য মহারথান্।
বিচরন্তো রণেঽভ্যঘ্নন্ প্রাস-শক্ত্যৃষ্টিভিস্তথা ॥ ৬
ধন্বিনঃ পুরুষাঃ কেচিৎ পরিবার্য্য মহারথান্।
একং বহব আসাদ্য প্রেষয়ুর্যমসাদনম্ ॥ ৭
নাগান্ রথবরাংশ্চান্যে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
সান্তরাযোধিনং জঘ্নুর্দ্রবমাণং মহারথম্ ॥ ৮

নবম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তদনন্তর কৌরব-সৈন্যদের সৃঞ্জয়গণের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ১

পদাতি, রথী, গজারোহী ও সহস্র সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ২

যেরূপ বর্ষাকালে আকাশে মেঘের গম্ভীর গর্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে ধাবিত হইতে হইতে ভীমকায় গজরাজগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩

মদোন্মত্ত হস্তিগণের আঘাতে বহু রথী যোদ্ধা রথের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন। বহুসংখ্যক বীর ইহাদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

ভারত! সেই যুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত রথী যোদ্ধারা অশ্বারোহী ও পাদরক্ষকগণকে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

রাজন্! রণাঙ্গনে বিচরণকারী বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত অশ্বারোহী যোদ্ধা বিশালাকার রথসকলকে পরিবৃত করিয়া তাহাদের উপর প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টিসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬

বহু ধনুর্দ্ধর পুরুষ মহারথী যোদ্ধাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং এক একজনের উপর বহুসংখ্যক যোদ্ধা আক্রমণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

অন্য বহু মহারথী হাতী ও শ্রেষ্ঠ রথীদিগকে পরিবৃত করিয়া মধ্যভাগে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধকারী পলায়নপর মহারথীকে বিনাশ করিলেন ॥ ৮

তথা চ রথিনং ক্রুদ্ধং বিকিরন্তং শরান্ বহূন্।
নাগা জঘ্নুর্মহারাজ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৯
নাগো নাগমভিক্রুত্য রথী চ রথিনং রণে।
শক্তি-তোমর-নারাচৈর্নিজঘ্নে তত্র ভারত ॥ ১০
পাদাতানবমৃদ্নন্তো রথ-বারণ-বাজিনঃ।
রণমধ্যে ব্যদৃশ্যন্ত কুর্বন্তো মহদাকুলম্ ॥ ১১
হয়াশ্চ পর্য্যধাবন্ত চামরৈরুপশোভিতাঃ।
হংসা হিমবতঃ প্রস্থে পিবন্ত ইব মেদিনীম্ ॥ ১২
তেষাং তু বাজিনাং ভূমিঃ খুরৈশ্চিত্রা বিশাম্পতে।
অশোভত যথা নারী করজৈঃ ক্ষত-বিক্ষতা ॥ ১৩
বাজিনাং খুরশব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
পত্তীনাং চাপি শব্দেন নাগানাং বৃংহিতেন চ ॥ ১৪
বাদিত্রাণাঞ্চ ঘোষেণ শঙ্খানাং নিনদেন চ।
অভবন্নাদিতা ভূমির্নির্ঘাতৈরিব ভারত ॥ ১৫

মহারাজ! হস্তিগণ ক্রোধ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক বাণবর্ষণকারী কোন রথী যোদ্ধাকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত্ত করিয়া বধ করিল। ৯

ভারত! সেখানে রণাঙ্গনে এক গজারোহী অপর গজারোহী যোদ্ধার উপর এবং রথী অপর রথীর উপর আক্রমণ করত শক্তি, তোমর ও নারাচসকলের প্রহারে তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ১০

সমরাঙ্গণের মধ্যভাগে বহুসংখ্যক রথ, হস্তী ও অশ্বারোহী সৈন্য পদাতি যোদ্ধাদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে এবং সকলকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে করিতে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন।১১

যেরূপ হিমালয়ের শিখরে চত্বর ভূমিতে স্থিত হংসগণ নিম্নে পৃথিবীতে জলপান করিবার জন্য তীব্র গতিতে উড়িতে উড়িতে গমন করে, সেইরূপ চামরশোভিত অশ্বগণ সেখানে সর্ব্বদিকে তীব্রবেগে দৌড়াইতে লাগিল। ১২

প্রজানাথ! এই সব অশ্বের খুরের আঘাতে খণ্ডিত ভূমি প্রিয়তমের নখসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত নারীর ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। ১৩

ভারত! অশ্বগণের খুরশব্দ; রথের চক্রশব্দ, পদাতি যোদ্ধাগণের কোলাহল হস্তিদিগের গর্জন এবং বাদ্যসকলের গম্ভীর ধ্বনি ও শঙ্খের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এই পৃথিবী বজ্রপাতের শব্দে নিনাদিত হওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ১৪-১৫

ধনুষাং কূজমানানাং শস্ত্রৌঘানাঞ্চ দীপ্যতাম্।
কবচানাং প্রভাভিশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৬
বহবো বাহবশ্ছিন্না নাগরাজকরোপমাঃ।
উদ্বেষ্টন্তে বিচেষ্টন্তে বেগং কুর্বন্তি দারুণম্ ॥ ১৭
শিরসাঞ্চ মহারাজ পততাং ধরণীতলে।
চ্যুতানামিব তালেভ্যস্তালানাং শ্রূয়তে স্বনঃ ॥১৮
শিরোভিঃ পতিতৈর্ভাতি রুধিরার্দ্রৈর্বসুন্ধরা।
তপনীয়নিভৈঃ কালে নলিনৈরিব ভারত ॥ ১৯
উদ্বৃত্তনয়নৈস্তৈস্তু গতসত্ত্বৈঃ সুবিক্ষতৈঃ।
ব্যভ্রাজত মহী রাজন্ পুণ্ডরীকৈরিবাবৃতা ॥ ২০
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সকেয়ূরৈর্মহাধনৈঃ।
পতিতৈর্ভাতি রাজেন্দ্র মহাশক্রধ্বজৈরিব ॥ ২১
উরুভিশ্চ নরেন্দ্রাণাং বিনিকৃত্তৈর্মহাহবে।
হস্তিহস্তোপমৈরন্যৈঃ সংবৃতং তদ্ রণাঙ্গনম্ ॥ ২২

টঙ্কারকৃত ধনু, দেদীপ্যমান অস্ত্রসকল এবং কবচসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত হওয়ায় কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।১৬

হস্তিশুণ্ড-সদৃশ বহুসংখ্যক বাহু ছিন্ন হইয়া ধরাতলে যেন বেষ্টন করিতে, ছট্‌ফট্ করিতে ভয়ঙ্কর বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল।১৭

মহারাজ! ধরাতলে পতিত মস্তকসকলের শব্দ তালবৃক্ষসমূহ হইতে বিচ্যুত তালসকলের পতন শব্দের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ১৮

ভারত! পতিত রক্তরঞ্জিত মস্তকসমূহে এই পৃথিবীর এরূপ শোভা হইতেছিল যে, যেন সেখানে সুবর্ণময় পদ্মসমূহ পতিত রহিয়াছে। ১৯

রাজন্! উত্তোলিত নয়নযুক্ত, প্রাণশূন্য, অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত এই পৃথিবী যেন রক্তবর্ণ পদ্মসকলে পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ২০

রাজেন্দ্র! অঙ্গদ ও অন্য বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত, চন্দনচর্চিত বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। এই সকল বাহু তখন বিশাল ইন্দ্রধ্বজের তুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। ইহার দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইতেছিল। ২১

সেই মহাসমরে ছিন্ন নরপতিগণের জঙ্ঘাসকল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং ইহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ রণাঙ্গন আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ২২

কবন্ধশতসঙ্কীর্ণং ছত্র-চামরসঙ্কুলম্।
সেনাবনং তচ্ছুশুভে বনং পুষ্পচিতং যথা ॥ ২৩
তত্র যোধা মহারাজ বিচরন্তো হ্যভীতবৎ।
দৃশ্যন্তে রুধিরাক্তাঙ্গাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ২৪
মাতঙ্গাশ্চাপ্যদৃশ্যন্ত শর-তোমরপীড়িতাঃ।
পতন্তস্তত্র তত্রৈব ছিন্নাভ্রসদৃশা রণে ॥ ২৫
গজানীকং মহারাজ বধ্যমানং মহাত্মভিঃ।
ব্যদীর্য্যত দিশঃ সর্বা বাতনুন্না ঘনা ইব ॥ ২৬
তে গজা ঘনসঙ্কাশাঃ পেতুরুর্ব্যাং সমন্ততঃ।
বজ্রনুন্না ইব বভুঃ পর্বতা যুগসংক্ষয়ে ॥ ২৭
হয়ানাং সাদিভিঃ সার্ধং পতিতানাং মহীতলে।
রাশয়ঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে গিরিমাত্রাস্ততস্ততঃ ॥ ২৮
সঞ্জজ্ঞে রণভূমৌ তু পরলোকবহা নদী।
শোণিতোদা রথাবর্তা ধ্বজবৃক্ষাস্থিশর্করা ॥ ২৯
ভুজনক্রা ধনুঃস্রোতা হস্তিশৈলা হয়োপলা।
মেদোমজ্জার্কর্দমিনী ছত্রহংসা গদোড়ুপা ॥ ৩০
কবচোষ্ণীষসঞ্ছন্না পতাকারুচিরদ্রুমা।
চক্রচক্রাবলীজুষ্টা ত্রিবেণূরগসংবৃতা ॥ ৩১
শূরাণাং হর্ষজননী ভীরূণাং ভয়বর্ধনী।
প্রাবর্তত নদী রৌদ্রা কুরু-সৃঞ্জয়সঙ্কুলা ॥ ৩২
তাং নদীং পরলোকায় বহন্তীমতিভৈরবাম্।
তেরুর্বাহননৌভিস্তে শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৩৩
বর্তমানে তদা যুদ্ধে নির্মর্য্যাদে বিশাম্পতে।
চতুরঙ্গক্ষয়ে ঘোরে পূর্বদেবাসুরোপমে ॥ ৩৪
ব্যাক্রোশন্ বান্ধবানন্যে তত্র তত্র পরন্তপ।
ক্রোশদ্ভির্দয়িতৈরন্যে ভয়ার্তা ন নিবর্তিরে ॥ ৩৫
নির্মর্য্যাদে তথা যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে।
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ মোহয়াঞ্চক্রতুঃ পরান্ ॥ ৩৬

সেখানে শত শত কবন্ধ চারিদিকে পতিত ছিল। ছত্র ও চামরে সেই স্থান পূর্ণ ছিল। এই সকলের দ্বারা সেই সৈন্যরূপী বন পুষ্পসকলে পরিব্যাপ্ত বিশাল কাননের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২৩.

মহারাজ! সেখানে রক্তাপ্লুত দেহ লইয়া নির্ভয়ে বিচরণকারী যোদ্ধারা বিকসিত পলাশ-বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ২৪

রণভূমিতে বাণ ও তোমরসকলের আঘাতে পীড়িত হইয়া যেখানে সেখানে পতিত মদমত্ত হস্তীরাও ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ২৫

মহারাজ! বায়ুর বেগে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় মহাত্মা বীরগণের বাণসমূহে আহত গজ-সৈন্যরা চারিদিকে বিদীর্ণ হইতেছিল ॥ ২৬

মেঘতুল্য প্রতীয়মান হাতীরা চারিদিকে ভূতলে পতিত ছিল, যাহারা প্রলয়কালে বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতিত পর্ব্বতসকলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২৭

আরোহী যোদ্ধাদের সহিত ধরাতলে পতিত অশ্বগণের পর্ব্বত-প্রমাণ বহু রাশি যত্র তত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ২৮

এই সময় রণাঙ্গনে এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। যাহা পরলোকের দিকে গমন করিতেছিল। রক্তই এই নদীর জল ছিল, রথসকল আবর্ত্তের ন্যায় মনে হইতেছিল, ধ্বজসমূহ তীরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর সদৃশ প্রতীত হইতেছিল, অস্থিসকল কাঁকর ও প্রস্তরের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছিল, ছিন্ন বাহুসমূহ ঐ নদীর কুম্ভীর, ধনু তাহার স্রোত, হাতীরা পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত, অশ্বগণ প্রস্তরখণ্ড, মেদ ও মজ্জা তাহার পঙ্ক, ছত্রসকল হংস এবং গদা-সমূহ নৌকা বলিয়া মনে হইতেছিল, কবচ ও উষ্ণীষাদি বস্ত্র শেওলায় আচ্ছাদিত, পতাকাশ্রেণী সুন্দর বৃক্ষসকলের ন্যায় দেখাইতেছিল, চক্রসমূহ চক্রবাক্ পক্ষিগণের ন্যায় এই নদীর জল সেবন করিতেছিল এবং ইহা কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণে পরিব্যাপ্তা এই রৌদ্র নদী তখন প্রবর্ত্তিতা হইল ॥২৯-৩২

পরলোকের দিকে গমনকারিণী এই ভয়ঙ্করী নদীকে পরিঘ-সদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট বীরবর যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহন-রূপ নৌকার দ্বারা পার হইয়া গমন করিতেছিল ॥ ৩৩

প্রজানাথ! পরন্তপ! প্রাচীন দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ চতুরঙ্গিনী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সেনাবিনাশকারী এই নিয়মশূন্য ঘোর যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন ভয়পীড়িত বহু সৈন্য নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং বহু যোদ্ধা নিজেদের প্রিয় বান্ধবগণকে আহ্বান করিতে থাকিলেও পশ্চাদপসরণ করিলেন না ॥ ৩৪-৩৫

এইরূপ সেই ভয়ানক যুদ্ধ সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা রহিত হইয়া চলিতে লাগিল। সেই সময় অর্জুন ও ভীমসেন শত্রুদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৬

সা বধ্যমানা মহতী সেনা তব নরাধিপ।
অমুহ্যৎ তত্র তত্রৈব যোষিন্মদবশাদিব ॥ ৩৭
মোহয়িত্বা চ তাং সেনাং ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ।
দধ্মতুর্বারিজৌ তত্র সিংহনাদাংশ্চ চক্রতুঃ ॥ ৩৮
শ্রুত্বৈব তু মহাশব্দং ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ।
ধর্মরাজং পুরস্কৃত্য মদ্ররাজমভিদ্রুতৌ ॥ ৩৯
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম ঘোররূপং বিশাম্পতে।
শল্যেন সঙ্গতাঃ শূরা যদযুধ্যন্ত ভাগশঃ ॥ ৪০
মাদ্রীপুত্রৌ তু রভসৌ কৃতাস্ত্রৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
অভ্যয়াতাং ত্বরাযুক্তৌ জিগীষন্তৌ পরন্তপ ॥ ৪১
ততো ন্যবর্তত বলং তাবকং ভরতর্ষভ।
শরৈঃ প্রণুন্নং বহুধা পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ ॥ ৪২
বধ্যমানা চমূঃ সা তু পুত্রাণাং প্রেক্ষতাং তব।
ভেজে দিশো মহারাজ প্রণুন্না শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৪৩
হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে যোধানাং তব ভারত।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাপ্যাসীদ্ দ্রাবিতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৪
ক্ষত্রিয়াণাং তদান্যোন্যং সংযুগে জয়মিচ্ছতাম্।
প্রাদ্রবন্নেব সম্ভগ্নাঃ পাণ্ডবৈস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৪৫
ত্যক্ত্বা যুদ্ধে প্রিয়ান্ পুত্রান্ ভ্রাতৄনথ পিতামহান্।
মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ বয়স্যানপি ভারত ॥ ৪৬
হয়ান্ দ্বিপাংস্ত্বরয়ন্তো যোধা জগ্মুঃ সমন্ততঃ।
আত্মত্রাণকৃতোৎসাহাস্তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

হে নরাধিপ! তাঁহাদের দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী মদমত্ত যুবতীর ন্যায় যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

সেই কৌরব-সৈন্যদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া ভীমসেন ও অর্জুন শঙ্খবাদ্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

সেই প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণ করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! সেখানে আমরা এই ভয়ানক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া সমস্ত বীর সৈন্যগণ একাকী শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শত্রুতাপন নরেশ! অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, রণদুর্ম্মদ ও বেগশালী বীর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব জয়াভিলাষ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া রাজা শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবেরা নিজেদের বাণসমূহের প্রহারে আপনার সৈন্যদিগকে বারংবার আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

মহারাজ! এইরূপ আঘাত সহ্য করিতে করিতে সেই সৈন্যগণ বাণসমূহের বর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৩

ভরতনন্দন! সেখানে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচণ্ড হাহাকার উত্থিত হইল। পলায়মান যোদ্ধাদের পশ্চাতে মহাত্মা পাণ্ডব বীরগণের 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই শব্দ শুনা যাইতে থাকিল ॥ ৪৪

হে ভারত! যুদ্ধে পরস্পর জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া আপনার সৈন্যগণ নিজ নিজ প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয় ও মিত্র-বর্গকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিজেদের কেবল রক্ষা করিবার জন্যই উৎসাহী আপনার সৈন্যরা অশ্ব ও হস্তিগণকে তীব্র গতিতে চালনা করিয়া চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলেন কর্ণস্য পুত্রত্রয়াণাং সংহারা, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
উবাচ সারথিং তূর্ণং চোদয়াশ্বান্ মহাজবান্ ॥ ১
এষ তিষ্ঠতি বৈ রাজা পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন পাণ্ডুরেণ বিরাজতা ॥ ২
অত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রং পশ্য মে সারথে বলম্।
ন সমর্থো হি মে পার্থঃ স্থাতুমদ্য পুরো যুধি ॥ ৩
এবমুক্তস্ততঃ প্রায়ান্মদ্ররাজস্য সারথিঃ।
যত্র রাজা সত্যসন্ধো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪
প্রাপতৎ তচ্চ সহসা পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
দধারৈকো রণে শল্যো বেলোদ্বৃত্তমিবার্ণবম্ ॥ ৫
পাণ্ডবানাং বলৌঘস্তু শল্যমাসাদ্য মারিষ।
ব্যতিষ্ঠত তদা যুদ্ধে সিন্ধোর্বেগ ইবাচলম্ ॥ ৬
মদ্ররাজং তু সমরে দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় ধিষ্ঠিতম্।
কুরবঃ সংন্যবর্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৭
তেষু রাজন্ নিবৃত্তেষু ব্যূঢ়ানীকেষু ভাগশঃ।
প্রাবর্তত মহারৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ ॥ ৮
সমার্চ্ছচ্চিত্রসেনং তু নকুলো যুদ্ধদুর্মদঃ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য চিত্রকার্মুকধারিণৌ ॥ ৯
মেঘাবিব যথোদ্বৃত্তৌ দক্ষিণোত্তরবর্ষিণৌ।
শরতোয়ৈঃ সিষিচতুস্তৌ পরস্পরমাহবে ॥ ১০
নান্তরং তত্র পশ্যামি পাণ্ডবস্যেতরস্য চ।
উভৌ কৃতাস্ত্রৌ বলিনৌ রথচর্য্যাবিশারদৌ ॥ ১১
পরস্পরবধে যত্তৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ।
চিত্রসেনস্তু ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১২

দশম অধ্যায়।

[নকুল কর্ত্তৃক কর্ণের তিন পুত্র সংহার এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সৈন্যদিগকে এইভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য নিজের সারথিকে বলিলেন,—সূত! আমার মহাবেগশালী অশ্বদিগকে অতি সত্বর চালনা কর ॥ ১

দেখ, এই সম্মুখে মস্তকের উপরে সৌন্দর্য্যযুক্ত শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে ॥ ২

সারথে! অতি সত্বর আমাকে তুমি ইহার নিকট লইয়া চল। আজ যুদ্ধে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখে কদাপি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩

তিনি এই কথা বলিলে পর মদ্ররাজের সারথি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল, যেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন ॥ ৪

সেই সঙ্গে পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সৈন্যগণও সহসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যেরূপ তীরভূমি উদ্বেল সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ একাকী রাজা শল্য রণাঙ্গনে সেই সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫

মাননীয় ভূপাল! যেরূপ কোন নদীর বেগ কোন এক পর্ব্বতের নিকট যাইয়া অবরুদ্ধ হয়, সেইরূপ পাণ্ডবদের সৈন্যগণও যুদ্ধে রাজা শল্যের নিকট গমন করত অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করত পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন। ৭

রাজন্! পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিয়া যখন সেই সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিলেন, তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেখানে জলের ন্যায় রক্তই বহিয়া যাইতেছিল ॥ ৮

এই সময় রণদুর্ম্মদ নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। বিচিত্র ধনুর্দ্ধারী এই দুই বীর পরস্পর মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ হইতে আগত দুই খণ্ড বিশাল জল-বর্ষুক মেঘের ন্যায় পরস্পর বাণরূপী জল বর্ষণ করিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন নকুল ও কর্ণপুত্র চিত্রসেনের মধ্যে কোন পার্থক্য আমি দেখিতে পাইলাম না। উভয়েই অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও রথযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে যত্নপরায়ণ এই দুই বীরই পরস্পরের ছিদ্র (প্রহারের সুযোগ) অন্বেষণ করিতেছিলেন ॥ ১১½

মহারাজ! এই সময় চিত্রসেন একটি পীতবর্ণের তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা নকুলের ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২½

নকুলস্য মহারাজ মুষ্টিদেশেঽচ্ছিনদ্ ধনুঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ১৩
ত্রিভিঃ শরৈরসম্ভ্রান্তো ললাটে বৈ সমার্পয়ৎ।
হয়াংশ্চাস্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ১৪
তথা ধ্বজং সারথিঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরপাতয়ৎ।
স শত্রুভুজনির্মুক্তৈর্ললাটস্থৈস্ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ১৫
নকুলঃ শুশুভে রাজংস্ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ।
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ খড়্গমাদায় চর্ম চ ॥ ১৬
রথাদবাতরদ্ বীরঃ শৈলাগ্রাদিব কেশরী।
পদ্ভ্যামাপততস্তস্য শরবৃষ্টিং সমাসৃজৎ ॥ ১৭
নকুলোঽপ্যগ্রসৎ তাং বৈ চর্মণা লঘুবিক্রমঃ।
চিত্রসেনরথং প্রাপ্য চিত্রযোধী জিতশ্রমঃ ॥ ১৮
আরুরোহ মহাবাহুঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
সকুণ্ডলং সমুকুটং সুনসং স্বায়তেক্ষণম্ ॥ ১৯

চিত্রসেনশিরঃ কায়াদপাহরত পাণ্ডবঃ।
স পপাত রথোপস্থে দিবাকরসমদ্যুতিঃ ॥ ২০
চিত্রসেনং বিশস্তং তু দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
সাধুবাদস্বনাংশ্চক্রুঃ সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ২১
বিশস্তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা কর্ণপুত্রৌ মহারথৌ।
সুষেণঃ সত্যসেনশ্চ মুঞ্চন্তৌ বিবিধান্ শরান্ ॥ ২২
ততোঽভ্যধাবতাং তূর্ণং পাণ্ডবং রথিনাং বরম্।
জিঘাংসন্তৌ যথা নাগং ব্যাঘ্রৌ রাজন্ মহাবনে ॥ ২৩
তাবভ্যধাবতাং তীক্ষ্ণৌ দ্বাবপ্যেনং মহারথম্।
শরৌঘান্ সম্যগস্যন্তৌ জীমূতৌ সলিলং যথা ॥ ২৪
স শরৈঃ সর্বতো বিদ্ধঃ প্রহৃষ্ট ইব পাণ্ডবঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় রথমারুহ্য বেগবান্ ॥ ২৫
অতিষ্ঠত রণে বীরঃ ক্রুদ্ধরূপ ইবান্তকঃ।
তস্য তৌ ভ্রাতরৌ রাজন্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৬

ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহার ললাটে শিলাশানিত স্বর্ণপক্ষযুক্ত তিনটি বাণের দ্বারা কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই চিত্রসেন প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৩½

তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নকুলের অশ্বগণকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সারথিকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ১৪½

রাজন্! শত্রু চিত্রসেনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ললাটে প্রবিষ্ট সেই তিনটি বাণের দ্বারা নকুল তিনটি শিখরযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫½

ধনু ছিন্ন হইলে পর রথহীন বীর নকুল হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করত পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নাভিমুখে গমনকারী সিংহের ন্যায় রথের নিম্নে নামিয়া পড়িলেন ॥ ১৬½

সেই সময় চিত্রসেন পদব্রজে আক্রমণকারী নকুলের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতিক্রুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নকুল ঢালের দ্বারা রুদ্ধ করত সেই বাণ-বর্ষণকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৭½

বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী মহাবাহু নকুল পরিশ্রমকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতেই চিত্রসেনের রথের নিকট যাইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ১৮½

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন নকুল সুন্দর নাসিকা ও বিশাল নেত্রশোভিত এবং কুণ্ডল ও মুকুট সহ চিত্রসেনের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৯½

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী চিত্রসেন রথের পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইলেন। চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত পাণ্ডব মহারথীরা নকুলকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন এবং প্রচণ্ড সিংহনাদ করিতে থাকিলেন ॥ ২০-২১

নিজের ভ্রাতা চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণের দুই মহারথী পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন নানাবিধ বাণবর্ষণ করিতে করিতে রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন নকুলের দিকে অতিক্রুত ধাবিত হইলেন ॥ ২২½

রাজন্! যেরূপ বিশাল বনে দুইটি ব্যাঘ্র কোন এক হস্তীকে বধ করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তীক্ষ্ণ-স্বভাব এই দুই ভ্রাতা সুষেণ ও সত্যসেন মহারথী নকুলের উপর নিজেদের বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—দুই খণ্ড মেঘ ধারাবাহিকভাবে জল বর্ষণ করিতেছে ॥ ২৩-২৪

সর্ব্বদিকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও পাণ্ডুনন্দন নকুল অতিশয় হৃষ্টচিত্ত বীর যোদ্ধার ন্যায় অপর একটি ধনু হাতে লইয়া দ্রুত গতিতে অন্য একটি রথে আরোহণ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫½

রাজন্! প্রজানাথ! সেই দুই ভ্রাতা সুষেণ ও সত্যসেন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলের রথকে খণ্ড খণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬½

রথং বিশকলীকর্তুং সমারব্ধৌ বিশাম্পতে।
ততঃ প্রহস্য নকুলশ্চতুর্ভিশ্চতুরো রণে ॥ ২৭
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সত্যসেনস্য বাজিনঃ।
ততঃ সন্ধায় নারাচং রুক্মপুঙ্খং শিলাশিতম্ ॥ ২৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ রাজেন্দ্র সত্যসেনস্য পাণ্ডবঃ।
অথান্যং রথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্ ॥ ২৯
সত্যসেনঃ সুষেণশ্চ পাণ্ডবং পর্য্যধাবতাম্।
অবিধ্যৎ তাবসম্ভ্রান্তো মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহারাজ শরাভ্যাং রণমূর্ধনি।
সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য মহদ্ ধনুঃ ॥ ৩১
চিচ্ছেদ প্রহসন্ যুদ্ধে ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় নকুলঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩২
সুষেণং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে।
সত্যসেনস্য চ ধনুর্হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ৩৩
চিচ্ছেদ তরসা যুদ্ধে তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় বেগঘ্নং ভারসাধনম্ ॥ ৩৪
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস সমন্তাৎ পাণ্ডুনন্দনম্।
সংনিবার্য তু তান্ বাণান্ নকুলঃ পরবীরহা ॥৩৫
সত্যসেনং সুষেণঞ্চ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামবিধ্যত।
তাবেনং প্রত্যবিধ্যেতাং পৃথক্ পৃথগজিহ্মগৈঃ ॥ ৩৬
সারথিং চাস্য রাজেন্দ্র শিতৈর্বিব্যধতুঃ শরৈঃ।
সত্যসেনো রথেষাং তু নকুলস্য ধনুস্তথা ॥ ৩৭
পৃথক্‌ছরাভ্যাং চিচ্ছেদ কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্।
স রথেঽতিরথস্তিষ্ঠন্ রথশক্তিং পরামৃশৎ ॥ ৩৮
স্বর্ণদণ্ডামকুণ্ঠাগ্রাং তৈলধৌতাং সুনির্মলাম্।
লেলিহানামিব বিভো নাগকন্যাং মহাবিষাম্ ॥ ৩৯
সমুদ্যম্য চ চিক্ষেপ সত্যসেনস্য সংযুগে।
সা তস্য হৃদয়ং সংখ্যে বিভেদ চ তথা নৃপ ॥ ৪০

তখন নকুল হাস্যসহকারে রণাঙ্গনে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সত্যসেনের চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন।। ২৭½

রাজেন্দ্র! তাহার পর শিলাশাণিত ও স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত একটি নারাচ সন্ধান করত পাণ্ডুপুত্র নকুল সত্যসেনের ধনুশ্ছেদন করিলেন। ২৮½

ইহার পর অপর রথে আরোহণ করত অন্য একটি ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেন ও সুষেণ উভয়েই পাণ্ডুনন্দন নকুলের দিকে ধাবিত হইলেন। ২৯½

মহারাজ! মাদ্রীপুত্র প্রতাপশালী নকুল ইহাতে কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে দুইটি দুইটি বাণে এই দুই ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। ৩০½

ইহাতে সুষেণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এই মহারথী বীর হাস্য করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলের বিশাল ধনু ছেদন করিলেন। ৩১½

তখন নকুল ক্রোধে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অপর একটি ধনু গ্রহণ করত পাঁচটি বাণে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া একটি বাণে উহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৩২½

আর্য্য! ইহার পর রণাঙ্গনে সত্যসেনের ধনু ও হস্তত্রাণ (দস্তানা) ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সকল লোকই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিল। ৩৩½

তাহার পর সত্যসেন শত্রুর বেগ নষ্ট করিতে সমর্থ ও ভারসাধন অপর একটি ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৩৪½

শত্রুবীর সংহারকারী নকুল সেই বাণসমূহ নিবারণ করত সত্যসেন ও সুষেণকে দুইটি দুইটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৫½

রাজেন্দ্র! তখন এই দুই ভ্রাতাও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক বাণসমূহে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা উহার সারথিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ৩৬½

তাহার পর সিদ্ধহস্ত ও প্রতাপশালী বীর সত্যসেন পৃথক্ পৃথক্ দুইটি দুইটি বাণে নকুলের ধনু এবং উহার রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করিয়া দিলেন। ৩৭½

তদনন্তর রথের উপর উপবিষ্ট অতিরথী বীর নকুল স্বর্ণদণ্ডযুক্ত একটি রথশক্তি গ্রহণ করিলেন। এই শক্তির অগ্রভাগ কখনও কুণ্ঠিত হয় না। প্রভো! তৈলধৌত একই রথশক্তি জিহ্বা-লক্লক-কারিণী মহাবিষযুক্তা নাগিনীর ন্যায় প্রতীতা হইতেছিল। নকুল যুদ্ধস্থলে সত্যসেনকে লক্ষ্য করিয়া উপরে উত্তোলিত করত সেই রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮-৩৯½

হে নৃপ! এই শক্তি রণাঙ্গনে সত্যসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল। তখন সত্যসেনের চেতনা লোপ পাইতে লাগিল এবং তিনি প্রাণহীন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৪০½

স পপাত রথাদ্ ভূমিং গতসত্ত্বোঽল্পচেতনঃ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা সুষেণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪১
অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তূর্ণং পাদাতং পাণ্ডুনন্দনম্।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ ধ্বজং ছিত্ত্বা চ পঞ্চভিঃ ॥ ৪২
ত্রিভির্বৈ সারথিং হত্বা কর্ণপুত্রো ননাদ হ।
নকুলং বিরথং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদেয়ো মহারথম্ ॥ ৪৩
সুতসোমোঽভিদুদ্রাব পরীপ্সন্ পিতরং রণে।
ততোঽধিরুহ্য নকুলঃ সুতসোমস্য তং রথম্ ॥ ৪৪
শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠো গিরিস্থ ইব কেশরী।
অন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় সুষেণং সমযোধয়ৎ ॥ ৪৫
তাবুভৌ শরবর্ষাভ্যাং সমাসাদ্য পরস্পরম্।
পরস্পরবধে যত্নং চক্রতুঃ সুমহারথৌ ॥ ৪৬
সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
সুতসোমং তু বিংশত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৪৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ নকুলঃ পরবীরহা।
শরৈস্তস্য দিশঃ সর্বাশ্ছাদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥ ৪৮
ততো গৃহীত্বা তীক্ষ্ণাগ্রমর্দ্ধচন্দ্রং সুতেজনম্।
সুবেগবন্তং চিক্ষেপ কর্ণপুত্রায় সংযুগে ॥ ৪৯
তস্য তেন শিরঃ কায়াজ্জহার নৃপসত্তম।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫০
স হতঃ প্রাপতদ্ রাজন্ নকুলেন মহাত্মনা।
নদীবেগাদিবারুগ্নস্তীরজঃ পাদপো মহান্ ॥ ৫১
কর্ণপুত্রবধং দৃষ্ট্বা নকুলস্য চ বিক্রমম্।
প্রদুদ্রাব ভয়াৎ সেনা তাবকী ভরতর্ষভ ॥ ৫২
তাং তু সেনাং মহারাজ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
অপালয়দ্ রণে শূরঃ সেনাপতিররিন্দমঃ ॥ ৫৩
বিভীস্তস্থৌ মহারাজ ব্যবস্থাপ্য চ বাহিনীম্।
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা ধনুঃশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥ ৫৪
তাবকাঃ সমরে রাজন্ রক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা।
প্রত্যুদ্যযুররাতীংস্তু সমন্তাদ্ বিগতব্যথাঃ ॥ ৫৫

ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া সুষেণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অতিক্রত পদব্রজেই পাণ্ডুনন্দন নকুলের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

তিনি চারিটি বাণে নকুলের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন এবং পাঁচটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করত তিনটি বাণে সারথির প্রাণ হরণ করিলেন। ইহার পর কর্ণপুত্র সুষেণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২½

মহারথী নকুলকে রথহীন হইতে দেখিয়া দ্রৌপদীর পুত্র সুতসোম নিজের পিতৃব্য (কাকা)-কে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ৪৩½

তখন সুতসোমের সেই রথে আরোহণ করত ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল পর্ব্বতের উপর উপবিষ্ট সিংহের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪½

তিনি অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই দুই মহারথী বীর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত করত পরস্পরকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬

সেই সময় সুষেণ কুপিত হইয়া তিনটি বাণে পাণ্ডুপুত্র নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুতসোমের দুই বাহু ও বক্ষে বিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৪৭

মহারাজ! তাহার পর শত্রুবীর-সংহারকারী পরাক্রমশালী নকুল কুপিত হইয়া বাণসমূহের বর্ষণে সুষেণের সকল দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮

ইহার পর তীক্ষ্ণধার, অত্যন্ত তেজস্বী ও বেগশালী একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ গ্রহণ করত উহাকে সমরাঙ্গণে কর্ণপুত্র সুষেণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই বাণে নকুল সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই সুষেণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ৫০

মহাত্মা নকুল কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সুষেণ ধরাতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন নদীর বেগে উৎপাটিত তীরবর্ত্তী বিশাল বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে ॥ ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণপুত্রগণের বধ ও নকুলের পরাক্রম দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৫২

মহারাজ! সেই সময় রণাঙ্গনে শত্রুদমনকারী বীর সেনাপতি প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য আপনার সেই সৈন্যদের সংরক্ষণ করিলেন ॥ ৫৩

হে মহারাজ! তিনি প্রচণ্ড সিংহনাদ ও ধনুর ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনি করত কৌরব-সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রণাঙ্গনে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪

রাজন্! সুদৃঢ় ধনুর্ধারণকারী রাজা শল্যের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্যথাহীন আপনার সৈন্যরা সমরাঙ্গণে সর্ব্বদিকে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

মদ্ররাজং মহেষ্বাসং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
স্থিতা রাজন্ মহাসেনা যোদ্ধুকামা সমন্ততঃ॥ ৫৬
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
যুধিষ্ঠিরং পুরস্কৃত্য হ্রীনিষেবমরিন্দমম্॥ ৫৭
পরিবার্য্য রণে বীরাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
বাণশঙ্খরবাংস্তীব্রান্ ক্ষ্বেডাশ্চ বিবিধা দধুঃ॥ ৫৮
তথৈব তাবকাঃ সর্ব্বে মদ্রাধিপতিমঞ্জসা।
পরিবার্য্য সুসংরব্ধাঃ পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্॥ ৫৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৬০
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্ব্বমাসীদ্ বিশাম্পতে।
অভীতানাং তথা রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনম্॥ ৬১
ততঃ কপিধ্বজো রাজন্ হত্বা সংশপ্তকান্ রণে।
অভ্যদ্রবত তাং সেনাং কৌরবীং পাণ্ডুনন্দনঃ॥ ৬২
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যধাবন্ত তাং সেনাং বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্॥৬৩
পাণ্ডবৈরবকীর্ণানাং সম্মোহঃ সমজায়ত।
ন চ জজ্ঞুস্ত্বনীকানি দিশো বা বিদিশস্তথা॥ ৬৪
অপূর্য্যমাণা নিশিতৈঃ শরৈঃ পাণ্ডবচোদিতৈঃ।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা বার্য্যমাণা সমন্ততঃ॥ ৬৫
কৌরব্যবধ্যত চমূঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্মহারথৈঃ।
তথৈব পাণ্ডবং সৈন্যং শরৈ রাজন্ সমন্ততঃ॥ ৬৬
রণেঽহন্যত পুত্রৈস্তে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তে সেনে ভৃশসন্তপ্তে বধ্যমানে পরস্পরম্॥ ৬৭
ব্যাকুলে সমপদ্যেতাং বর্ষাসু সরিতাবিব।
অবিবেশ ততস্তীব্রং তাবকানাং মহদ্ভয়ম্॥
পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র তথাভূতে মহাহবে॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সংকুলযুদ্ধে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥১০

হে রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৫৬

অন্যদিকে সাত্যকি, ভীমসেন ও পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব শত্রুদমন এবং লজ্জাশীল যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া আক্রমণ করিলেন। ৫৭

রণাঙ্গনে এই সব বীর যুধিষ্ঠিরকে মধ্যে রাখিয়া সিংহনাদ, বাণ ও শঙ্খ সকলের তীব্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ গর্জন করিতেও থাকিলেন॥ ৫৮

এইরূপ আপনার সমস্ত সৈন্যরা মদ্ররাজ শল্যকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অতিশয় রোষ সহকারে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্যই অভিলাষ করিতে লাগিলেন॥ ৫৯

তদনন্তর মৃত্যুকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় ভাবনা করিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল॥ ৬০

রাজন্! প্রজানাথ! যেরূপ পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়শূন্য কৌরব এবং পাণ্ডবগণের যমরাজ্যবৃদ্ধিকারী ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল॥ ৬১

হে রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন কপিধ্বজ অর্জুনও সংশপ্তকগণকে সংহার করত রণাঙ্গনে এই কৌরব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥৬২

এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাণ্ডব বীরগণ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে আপনার সেই সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৬৩

পাণ্ডবদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত কৌরব-সৈন্যগণের মধ্যে মোহের সঞ্চার হইল। ইঁহাদের তখন দিক্ অথবা বিদিক্ (কোণ)-সমূহেরও জ্ঞান ছিল না॥ ৬৪

পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যদের মুখ্য মুখ্য বীরবর্গ নিহত হইলেন। চারিদিকেই এই সৈন্যরা তখন নষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল॥ ৬৫

রাজন্! মহারথী পাণ্ডুপুত্রগণ কৌরব-সৈন্যদের বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ আপনার পুত্রেরাও পাণ্ডবসৈন্যদের শত শত, সহস্র সহস্র বীরগণকে সর্ব্বদিকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিতেছিলেন॥ ৬৬½

যেরূপ বর্ষাকালে দুইটি নদী পরস্পর জলে পূর্ণ হইয়া উত্তাল হইয়া উঠে, সেইরূপ পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন॥ ৬৭½

রাজেন্দ্র! এই অবস্থায় সেই মহাসমরে অবস্থিত আপনার ও পাণ্ডব-যোদ্ধাদের মনেও দুঃসহ মহাভয় উপস্থিত হইল॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

(শল্যস্য পরাক্রমঃ, কৌরব-পাণ্ডবযোধানাং দ্বন্দ্ব-যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শল্যস্য পরাজয়শ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে বধ্যমানে পরস্পরম্।
দ্রবমাণেষু যোধেষু বিনদৎসু চ দন্তিষু ॥ ১

কূজতাং স্তনতাং চৈব পদাতীনাং মহাহবে।
নিহতেষু মহারাজ হয়েষু বহুধা তদা ॥ ২

প্রক্ষয়ে দারুণে ঘোরে সংহারে সর্বদেহিনাম্।
নানাশস্ত্রসমাবায়ে ব্যতিষক্তরথদ্বিপে ॥ ৩

হর্ষণে যুদ্ধশৌণ্ডানাং ভীরূণাং ভয়বর্ধনে।
গাহমানেষু যোধেষু পরস্পরবধৈষিষু ॥ ৪

প্রাণাদানে মহাঘোরে বর্তমানে দুরোদরে।
সংগ্রামে ঘোররূপে তু যমরাষ্ট্রবিবর্ধনে ॥ ৫

পাণ্ডবাস্তাবকং সৈন্যং ব্যধমন্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথৈব তাবকা যোধা জঘ্নুঃ পাণ্ডবসৈনিকান্ ॥ ৬

তস্মিংস্তথা বর্তমানে যুদ্ধে ভীরুভয়াবহে।
পূর্বাহ্নে চাপি সম্প্রাপ্তে ভাস্করোদয়নং প্রতি ॥ ৭

লব্ধলক্ষাঃ পরে রাজন্ রক্ষিতাস্তু মহাত্মনা।
অযোধয়ংস্তব বলং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৮

বলিভিঃ পাণ্ডবৈর্দৃপ্তৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্রহারিভিঃ।
কৌরব্যসীদৎ পৃতনা মৃগীবাগ্নিসমাকুলা ॥ ৯

তাং দৃষ্ট্বা সীদতীং সেনাং পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্।
উজ্জিহীর্ষুস্তদা শল্যঃ প্রায়াৎ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি ॥ ১০

মদ্ররাজঃ সুসংক্রুদ্ধো গৃহীত্বা ধনুরুত্তমম্।
অভ্যদ্রবত সংগ্রামে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥ ১১

পাণ্ডবা অপি ভূপাল সমরে জিতকাশিনঃ।
মদ্ররাজং সমাসাদ্য বিভিদুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২

ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মদ্ররাজো মহারথঃ।
অর্দয়ামাস তাং সেনাং ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ১৩

একাদশ অধ্যায়।

[শল্যের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধাগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্তৃক শল্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই মহাসমরে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে ব্যাকুল উঠিলেন, উভয় দলের যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিলেন, হাতীরা চীৎকার করিতে থাকিল এবং পদাতি সৈন্যরা অব্যক্ত শব্দ করিতে ও গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, বহু অশ্ব নিহত হইল, সমস্ত দেহধারীদিগের নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর বিনাশকারী সংহার হইতে লাগিল, নানাপ্রকার অস্ত্রসকল পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল, রথ ও হস্তীরা পরস্পর যুদ্ধে আসক্ত হইল, যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধাগণের হর্ষ ও কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধনকারী সংগ্রাম চলিতে লাগিল, পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে উভয়দলের সৈন্যরা প্রবিষ্ট হইল, প্রাণের পণ রাখিয়া মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল এবং যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধিকারী ঘোর সংগ্রাম যখন চলিতে লাগিল, তখন সেই সময় পাণ্ডবগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদের সংহার আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আপনার সৈন্যরাও পাণ্ডব যোদ্ধাদের বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১-৬

রাজন্! পূর্ব্বাহ্ণকাল উপস্থিত হইলে পর সূর্য্যোদয়ের সময় যখন কাপুরুষগণের ভয়প্রদ বর্ত্তমান যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ও লক্ষ্য ভেদ করিতে নিপুণ শত্রুযোদ্ধারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করত আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৮

পাণ্ডব-যোদ্ধারা বলবান্ ও প্রহারকুশল ছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না, সুতরাং তাঁহাদের আঘাতপ্রাপ্ত কৌরবসৈন্যরা দাবানলে পরিব্যাপ্ত হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৯

পঙ্কে মগ্ন দুর্বল গরুর ন্যায় কৌরবসৈন্যদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবার বাসনায় রাজা শল্য সেই সময় পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। ১০

মদ্ররাজ শল্য অতিশয় তীব্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্তম ধনু ধারণ করত সংগ্রামে অস্ত্রধারী পাণ্ডব যোদ্ধাদের উপর সবেগে আক্রমণ করিলেন। ১১

ভূপাল! সংগ্রামে জয়লাভে সুশোভিত পাণ্ডবগণও মদ্ররাজ শল্যের নিকটে গমন করত তাঁহাকে নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তখন মহারথী মদ্ররাজ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিয়া তুলিলেন ॥ ১৩

প্রাদুরাসন্ নিমিত্তানি নানারূপাণ্যনেকশঃ।
চচাল শব্দং কুর্বাণা মহী চাপি সপর্বতা ॥ ১৪
সদণ্ড-শূলা দীপ্তাগ্রাঃ শীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
উল্কা ভূমিং দিবঃ পেতুরাহত্য রবিমণ্ডলম্ ॥ ১৫
মৃগাশ্চ মহিষাশ্চাপি পক্ষিণশ্চ বিশাম্পতে।
অপসব্যং তদা চক্রুঃ সেনাং তে বহুশো নৃপ ॥ ১৬
ভৃগুসূনুধরাপুত্রৌ শশিজেন সমন্বিতৌ।
চরমং পাণ্ডুপুত্রাণাং পুরস্তাৎ সর্বভূভুজাম্ ॥ ১৭
শাস্ত্রাগ্রেষ্বভবজ্জ্বালা নেত্রাণ্যাহত্য বর্ষতী।
শিরঃস্বলীয়ন্ত ভৃশং কাকোলূকাশ্চ কেতুষু ॥ ১৮
ততস্তদ্ যুদ্ধমত্যুগ্রমভবৎ সহচারিণাম্।
তথা সর্বাণ্যনীকানি সংনিপত্য জনাধিপ ॥ ১৯
অভ্যয়ুঃ কৌরবা রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শল্যস্তু শরবর্ষেণ বর্ষন্নিব সহস্রদৃক্ ॥ ২০
অভ্যবর্ষত ধর্মাত্মা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনং শরৈশ্চাপি রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২১
দ্রৌপদেয়াংস্তথা সর্বান্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ শৈনেয়ং শিখণ্ডিনমথাপি চ ॥ ২২
একৈকং দশভির্বাণৈর্বিব্যাধ স মহাবলঃ।
ততোঽসৃজদ্ বাণবর্ষং ঘর্মান্তে মঘবানিব ॥ ২৩
ততঃ প্রভদ্রকা রাজন্ সোমকাশ্চ সহস্রশঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে শল্যসায়কৈঃ ॥ ২৪
ভ্রমরাণামিব ব্রাতাঃ শলভানামিব ব্রজাঃ।
হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ শল্যস্য ন্যপতন্ শরাঃ ॥ ২৫
দ্বিরদাস্তুরগাশ্চার্তাঃ পত্তয়ো রথিনস্তথা।
শল্যস্য বাণৈরপতন্ বভ্রমুর্ব্যনদংস্তথা ॥ ২৬
আবিষ্ট ইব মদ্রেশো মন্যুনা পৌরুষেণ চ।
প্রাচ্ছাদয়দরীন্ সংখ্যে কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ২৭

সেই সময় নানাপ্রকার বহুসংখ্যক অশুভসূচক নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতসমূহের সহিত পৃথিবী শব্দ করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আকাশ হইতে বহু উল্কা সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করত পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। ইহাদের সহিত দণ্ডযুক্ত শূলসকলও পতিত হইতেছিল। এই সব উল্কার অগ্রভাগ স্বীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং উহা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

প্রজানাথ নৃপ! সেই সময় মৃগ, মহিষ এবং পক্ষিসকল আপনার সৈন্যদের বারংবার প্রদক্ষিণ করিতেছিল ॥ ১৬

শুক্র ও মঙ্গল-গ্রহ বুধের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাণ্ডবদের পৃষ্ঠভাগে এবং অন্য সব নরপতিগণের সম্মুখে আসিয়া উদিত হইলেন ॥ ১৭

অস্ত্রসকলের অগ্রভাগ যেন জ্বালামালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং চক্ষুসমূহকে অন্ধকারাবৃত করিয়া (ঝলসিয়া) দিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধাগণের মস্তক ও ধ্বজ সকলে কাক ও উলূক পক্ষীরা বারংবার লুকাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১৮

হে নরাধিপ! তাহার পর একত্রে সংগঠিত হইয়া যুদ্ধরত উভয়পক্ষের বীরগণের সেই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রাজন্! কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের সমস্ত সৈন্যদিগকে একত্রিত করত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯½

ধর্মাত্মা রাজা শল্য জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়াদিলেন ॥ ২০½

মহাবল শল্য ভীমসেন, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী—ইঁহাদের প্রত্যেককে শিলাশানিত ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত দশটি দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষাকালে জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় (পুনরায়) বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২১-২৩

রাজন্! তাহার পর সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমক যোদ্ধা শল্যের বাণসমূহে আহত হইয়া পতিত হইলেন এবং পতনরত অবস্থায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ২৪

শল্যের বাণসকল ভ্রমরপঙ্‌ক্তি, পতঙ্গদল ও মেঘমণ্ডল হইতে প্রকটিত বিদ্যুৎসমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ২৫

শল্যের বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সৈন্যরা পতিত হইতে, ঘুরিতে এবং আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২৬

প্রলয়কালে আবির্ভূত যমরাজের ন্যায় মদ্ররাজ শল্য ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় পুরুষার্থের দ্বারা যুদ্ধে শত্রুদিগকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২৭

বিনর্দমানো মদ্রেশো মেঘহ্লাদো মহাবলঃ।
সা বধ্যমানা শল্যেন পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ২৮
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মভ্যধাবদ্ যুধিষ্ঠিরম্।
তাং সম্মর্দ্য ততঃ সংখ্যে লঘুহস্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৯
বাণবর্ষেণ মহতা যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
তমাপতন্তং পত্ত্যশ্বৈঃ ক্রুদ্ধো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩০
অবারয়চ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাদ্বিপমিবাঙ্কুশৈঃ।
তস্য শল্যঃ শরঃ ঘোরং মুমোচাশীবিষোপমম্ ॥ ৩১
স নির্ভিদ্য মহাত্মানং বেগেনাভ্যপতচ্চ গাম্।
ততো বৃকোদরঃ ক্রুদ্ধঃ শল্যং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৩২
পঞ্চভিঃ সহদেবস্তু নকুলো দশভিঃ শরৈঃ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ শত্রুঘ্নং শূরমার্তায়নিং শরৈঃ ॥ ৩৩
অভ্যবর্ষন্ মহারাজ মেঘা ইব মহীধরম্।
ততো দৃষ্ট্বা বার্য্যমাণং শল্যং পার্থৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্।
উলূকশ্চ মহাবীর্য্যঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৩৫
সমাগম্যাথ শনকৈরশ্বথামা মহাবলঃ।
তব পুত্রাশ্চ কাৎস্নেন জুগুপুঃ শল্যমাহবে ॥ ৩৬
ভীমসেনং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা কৃতবর্মা শিলীমুখৈঃ।
বাণবর্ষেণ মহতা ক্রুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥ ৩৭
ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃপঃ ক্রুদ্ধো বাণবর্ষৈরপীড়য়ৎ।
দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনির্যমৌ চ দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৮
দুর্য্যোধনো যুধাং শ্রেষ্ঠ আহবে কেশবার্জুনৌ।
সমভ্যয়াদুগ্রতেজাঃ শরৈশ্চাপ্যহনদ্ বলী ॥ ৩৯
এবং দ্বন্দ্বশতান্যাসংস্তদীয়ানাং পরৈঃ সহ।
ঘোররূপাণি চিত্রাণি তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৪০
ঋক্ষবর্ণান্ জঘানাশ্বান্ ভোজো ভীমস্য সংযুগে।
সোঽতিবীর্য্য রথোপস্থাদ্ধতাশ্বাৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৪১

তারপর মহাবল মদ্ররাজ মেঘের গর্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা আহত পাণ্ডব-সৈন্যরা পলায়ন করত অজাতশত্রু কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের নিকট চলিয়া আসিলেন ॥ ২৮½

অতিদ্রুত হস্ত চালনা করিতে নিপুণ শল্য যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিয়া প্রচুর বাণ-সকল বর্ষণ করত যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিলেন। ২৯½

তখন ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর আক্রমণকারী শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে বিশালদেহ হাতীকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। ৩০½

সেই সময় শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর বিষাক্ত সর্পতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ প্রহার করিলেন। এই বাণ তীব্র বেগে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে ভেদ করত ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৩১½

ইহা দেখিয়া ভীমসেন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাতটি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর সহদেব পাঁচ, নকুল দশ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বহু বাণে শত্রুসূদন বীরবর শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। ৩২-৩৩

মহারাজ! যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ইঁহারা শল্যের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শল্যকে কুন্তীর পুত্রগণের দ্বারা চারিদিকে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য অতিশয় ক্রোধের সহিত ধাবিত হইয়া আসিলেন। এই সময় মহাপরাক্রমী উলূক, সুবলপুত্র শকুনি, মহাবল অশ্বত্থামা এবং আপনার সমস্ত পুত্রগণ ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া রণাঙ্গনে শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৬

কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করত প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭

তাহার পর কুপিত কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় বাণসমূহে পীড়িত করিলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পুত্রগণের দিকে এবং অশ্বত্থামা নকুল-সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৮

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভয়ঙ্কর তেজস্বী এবং বলবান্ দুর্য্যোধন সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৯

প্রজানাথ! এইরূপ যেখানে সেখানে আপনার সৈন্যদের শত্রুগণের সহিত অতিশয় ভয়ানক ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৪০

কৃতবর্ম্মা যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের ভল্লুকসদৃশ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। অশ্বগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথের আসন হইতে ভূতলে নামিয়া হস্তে গদা ধারণ করত যমরাজের ন্যায় দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য গদাপাণিরযুধ্যত।
প্রমুখে সহদেবস্য জঘানাশ্বান্ স মদ্ররাট্ ॥ ৪২
ততঃ শল্যস্য তনয়ং সহদেবোঽসিনাবধীৎ।
গৌতমঃ পুনরাচার্য্যো ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥ ৪৩
অসম্ভ্রান্তমসম্ভ্রান্তো যত্নবান্ যত্নবত্তরম্।
দ্রৌপদেয়াংস্তথা বীরানেকৈকং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৪৪
অবিধ্যদাচার্য্যসুতো নাতিক্রুদ্ধো হসন্নিব।
পুনশ্চ ভীমসেনস্য জঘানাশ্বাংস্তথাহবে ॥ ৪৫
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং হতাশ্বঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য গদাং ক্রুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ৪৬
পোথয়ামাস তুরগান্ রথঞ্চ কৃতবর্ম্মণঃ।
কৃতবর্ম্মা ত্ববপ্লুত্য রথাৎ তস্মাদপাক্রমৎ ॥ ৪৭
শল্যোঽপি রাজন্ সংক্রুদ্ধো নিঘ্নন্ সোমক-পাণ্ডবান্।
পুনরেব শিতৈর্বাণৈর্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ৪৮

তস্য ভীমো রণে ক্রুদ্ধঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্।
বিনাশায়াভিসন্ধায় গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ৪৯
যমদণ্ডপ্রতীকাশাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্।
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং দেহান্তকরণীমপি ॥ ৫০
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তামুল্কাং প্রজ্বলিতামিব।
শৈক্যাং ব্যালীমিবাত্যুগ্রাং বজ্রকল্পাময়োময়ীম্ ॥ ৫১
চন্দনাগুরুপঙ্কাক্তাং প্রমদামীপ্সিতামিব।
বসামেদোপদিগ্ধাঙ্গীং জিহ্বাং বৈবস্বতীমিব ॥ ৫২
পটুঘণ্টাশতরবাং বাসবীমশনীমিব।
নির্ম্মুক্তাশীবিষাকারাং পৃক্তাং গজমদৈরপি ॥ ৫৩
ত্রাসনীং সর্বভূতানাং স্বসৈন্যপরিহর্ষিণীম্।
মনুষ্যলোকে বিখ্যাতাং গিরিশৃঙ্গবিদারণীম্ ॥ ৫৪
যথা কৈলাসভবনে মহেশ্বরসখং বলী।
আহ্বয়ামাস যুদ্ধায় ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৫৫

মদ্ররাজ শল্য নিজের সম্মুখে উপস্থিত সহদেবের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। তখন সহদেবও শল্যের পুত্রকে তরবারির দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৪২২

যত্নপরায়ণ কৃপাচার্য্য কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া সম্ভ্রমহীন ও অধিকতর যত্নশীল ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩২

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়া হাস্য করিতে করিতেই দশটি দশটি বাণে দ্রৌপদীর বীর পুত্রগণের মধ্যে প্রত্যেককেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৪২

(ইহার মধ্যে ভীমসেন অপর রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।) কৃতবর্ম্মা পুনরায় ভীমসেনের অশ্বদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্বগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন অতিক্রত রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড উত্তোলনকারী কালের ন্যায় গদা উথিত করিয়া তিনি কৃতবর্ম্মার অশ্বসকলকে ও রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। কৃতবর্ম্মা তখন সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৭

রাজন্! অন্যদিকে শল্যও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ তিনি পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৮

ইহা দেখিয়া পরাক্রমশালী ভীমসেন কুপিত হইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে রণাঙ্গনে শল্যের বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিয়া উহার উপর আক্রমণ করিলেন। হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরনাশী সেই গদা সংহারের জন্য উদ্যত হইয়া কালরাত্রিতুল্য প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৯-৫০

ইহার উপর স্বর্ণপত্র আবৃত (মোড়া) ছিল। লৌহনির্ম্মিত বজ্রতুল্য এই গদা প্রজ্বলিত উল্কা এবং শিকার মধ্যে অবস্থিত ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। দেহে চন্দন ও অগুরুলিপ্তা মনোবাঞ্ছিতা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় এই গদার সর্ব্বাঙ্গে মেদ ও বসা লিপ্ত ছিল। এই গদা দেখিতে যমরাজের জিহ্বার সদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৫১-৫২

ইহাতে উচ্চ শতঘণ্টা বদ্ধ ছিল। যাহাদের শব্দ চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছিল। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় এই গদা ভয়ঙ্কর ছিল। খোলোসমুক্ত বিষধর সর্পের তুল্য ইহা সমস্ত প্রাণিগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল এবং নিজের সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহার মধ্যে হাতীর মেদ লিপ্ত ছিল। পর্ব্বতশিখর সকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ এই গদা মনুষ্যলোকে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল ॥ ৫৩-৫৪

ইহাই হইল সেই গদা, যে গদা হস্তে ধারণ করত মহাবল ভীমসেন কৈলাস-শিখরের উপর ভগবান্ শঙ্করের সখা কুবেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৫৫

যয়া মায়াময়ান্ দৃপ্তান্ সুবহূন্ ধনদালয়ে।
জঘান গুহ্যকান্ ক্রুদ্ধো নদন্ পার্থো মহাবলঃ ॥ ৫৬
নিবার্য্যমাণো বহুভির্দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মাস্থিতঃ।
তাং বজ্রমণিরত্নৌঘকল্মষাং বজ্রগৌরবাম্ ॥ ৫৭
সমুদ্যম্য মহাবাহুঃ শল্যমভ্যপতদ্ রণে।
গদয়া যুদ্ধকুশলস্তয়া দারুণনাদয়া ॥ ৫৮
পোথয়ামাস শল্যস্য চতুরোঽশ্বান্ মহাজবান্।
ততঃ শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ পীনে বক্ষসি তোমরম্ ॥ ৫৯
নিচখান নদন্ বীরো বর্ম ভিত্ত্বা চ সোঽভ্যয়াৎ।
বৃকোদরস্ত্বসম্ভ্রান্তস্তমেবোদ্‌ধৃত্য তোমরম্ ॥ ৬০
যন্তারং মদ্ররাজস্য নির্বিভেদ ততো হৃদি।
স ভিন্নমর্মা রুধিরং বমন্ বিত্রস্তমানসঃ ॥৬১
পপাতাভিমুখো দীনো মদ্ররাজস্তপাক্রমৎ।
কৃত-প্রতিকৃতং দৃষ্ট্বা শল্যো বিস্মিতমানসঃ ॥ ৬২
গদামাশ্রিত্য ধর্মাত্মা প্রত্যমিত্রমবৈক্ষত।
ততঃ সুমনসঃ পার্থা ভীমসেনমপূজয়ন্।
তে দৃষ্ট্বা কর্ম সংগ্রামে ঘোরমক্লিষ্টকর্মণঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি ভীমসেন-শল্যযুদ্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এবং যাহার দ্বারা ক্রুদ্ধ মহাবল কুন্তীনন্দন ভীমসেন বহুবার নিষেধ করিলেও দ্রৌপদীর প্রিয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়া গর্জন করিতে করিতে কুবেরভবনে অবস্থিত বহুসংখ্যক মায়াময় অভিমানী গুহ্যককে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬½

যাহার মধ্যে বজ্রের দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিল এবং যে গদা হীরক, মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিত থাকায় অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই গদা হস্তে উত্তোলিত করিয়া মহাবাহু ভীমসেন রণাঙ্গনে শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥৫৭½

যুদ্ধনিপুণ ভীমসেন ভয়ঙ্কর শব্দকারী সেই গদার দ্বারা শল্যের মহাবেগগামী চারিটি অশ্বকে পোথিত করিয়া ফেলিলেন ॥৫৮½

তখন রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া গর্জনকারী বীর শল্য ভীমসেনের বিশাল বক্ষে একটি তোমর প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এই তোমর উহার কবচ ভেদ করত বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫৯½

ইহাতে ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। তিনি সেই তোমর বাহির করিয়া তাহার দ্বারা মদ্ররাজ শল্যের সারথির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৬০½

ইহাতে সারথির মর্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে দীন ও ভীতচিত্তে শল্যের সম্মুখেই রথ হইতে সে ভূতলে পতিত হইল। তারপর মদ্ররাজ শল্য সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৬১½

নিজের প্রহারের যোগ্য প্রহাররূপ উত্তর প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ধর্মাত্মা শল্য বিস্মিত হইলেন। তিনি হস্তে গদাধারণ করত স্বীয় শত্রুর দিকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬২½

সংগ্রামে অনায়াসে মহৎ কার্য করিতে সমর্থ ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রম দর্শন করত কুন্তীদেবীর সমস্ত পুত্রগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ভীমসেন ও শল্যের যুদ্ধবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শল্য-ভীমসেনয়োর্ভয়ঙ্করং গদাযুদ্ধম্, শল্য-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংগ্রামঃ, দুর্য্যোধনেন চেকিতানস্য, যুধিষ্ঠিরেণ চ চন্দ্রসেন-দ্রুমসেনয়োর্বধঃ, পুনঃ শল্য-যুধিষ্ঠিরয়োর্যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতং প্রেক্ষ্য যন্তারং শল্যঃ সর্ব্বায়সীং গদাম্।
আদায় তরসা রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ॥ ১

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং পাশহস্তমিবান্তকম্।
সশৃঙ্গমিব কৈলাসং সবজ্রমিব বাসবম্॥ ২

সশূলমিব হর্য্যক্ষং বনে মত্তমিব দ্বিপম্।
জবেনাভ্যপতদ্ ভীমঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্॥ ৩

ততঃ শঙ্খপ্রণাদশ্চ তূর্য্যাণাঞ্চ সহস্রশঃ।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধনঃ॥ ৪

প্রেক্ষন্তঃ সর্বতস্তৌ হি যোধা যোধমহাদ্বিপৌ।
তাবকাশ্চাপরে চৈব সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্॥ ৫

ন হি মদ্রাধিপাদন্যো রামাদ্ বা যদুনন্দনাৎ।
সোঢুমুৎসহতে বেগং ভীমসেনস্য সংযুগে॥ ৬

তথা মদ্রাধিপস্যাপি গদাবেগং মহাত্মনঃ।
সোঢুমুৎসহতে নান্যো যোধো যুধি বৃকোদরাৎ॥ ৭

তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
আবর্ত্তিতৌ গদাহস্তৌ মদ্ররাজ-বৃকোদরৌ॥ ৮

মণ্ডলাবর্তমার্গেষু গদাবিহরণেষু চ।
নির্বিশেষমভূদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ॥৯

তপ্তহেমময়ৈঃ শুভ্রৈর্ব্বভূব ভয়বর্ধিনী।
অগ্নিজালৈরিবাবদ্ধা পট্টৈঃ শল্যস্য সা গদা॥ ১০

তথৈব চরতো মার্গান্ মণ্ডলেষু মহাত্মনঃ।
বিদ্যুদভ্রপ্রতীকাশা ভীমস্য শুশুভে গদা॥ ১১

তাড়িতা মদ্ররাজেন ভীমস্য গদয়া গদা।
দহ্যমানেব খে রাজন্ সাসৃজৎ পাবকার্চিষঃ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ভীমসেন ও শল্যের ভয়ানক গদাযুদ্ধ, যুধিষ্ঠির ও শল্যের সংগ্রাম, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক চেকিতান ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক চন্দ্রসেন এবং দ্রুমসেন বধ, পুনরায় যুধিষ্ঠির ও শল্যের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নিজের সারথিকে পতিত হইতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য সবেগে হস্তে লৌহনির্ম্মিত গদাধারণ করত পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১

তিনি প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নি, পাশধারী যমরাজ, শিখরযুক্ত কৈলাস পর্ব্বত, বজ্রধারী ইন্দ্র, ত্রিশূলধারী রুদ্র এবং বনের মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। ভীমসেনও এই সময় একটি বিশাল গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২-৩

তাহার পর সর্ব্ব দিকেই শঙ্খ নাদ, সহস্র সহস্র বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি এবং বীরবর যোদ্ধাগণের হর্ষবর্দ্ধক সিংহনাদ হইতে লাগিল॥ ৪

যোদ্ধাদিগের মধ্যে বিশাল গজরাজের ন্যায় পরাক্রমশালী এই দুই বীরকে দেখিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা সর্ব্বদিকে 'উত্তম, উত্তম' বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৫

জগতে মদ্ররাজ শল্য অথবা যদুনন্দন বলরাম ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই নাই, যিনি যুদ্ধে ভীমসেনের (গদার) বেগ সহ্য করিতে পারেন॥ ৬

এইরূপ মহাত্মা মদ্ররাজ শল্যের গদার বেগও রণাঙ্গনে ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাও সহ্য করিতে সমর্থ হন না॥ ৭

শল্য ও ভীমসেন এই দুই বীর হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক বৃষদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং গদা যুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে থাকিলেন॥ ৮

মণ্ডলাকার-গতিতে ভ্রমণ, নানাবিধ গদাযুদ্ধের কৌশল বিদ্যা এবং গদার প্রহার করিতে উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছিল না; উভয়েই যেন সমান বলিয়াই প্রতীত হইতেছিলেন॥ ৯

তপ্ত উজ্জ্বল সুবর্ণময় পত্রসকলে আবৃত শল্যের ভয়ঙ্কর গদা অগ্নিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ১০

এইরূপ মণ্ডলাকার-গতিতে বিচিত্র পদ্ধতির সহিত বিচরণকারী মহাত্মা ভীমসেনের গদাও বিদ্যুৎসহ মেঘতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল॥ ১১

রাজন্! মদ্ররাজ শল্য যখন নিজের গদার দ্বারা ভীমসেনের গদার উপর আঘাত করিলেন, তখন উহা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং উহা হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকিল॥ ১২

তথা ভীমেন শল্যস্য তাড়িতা গদয়া গদা।
অঙ্গারবর্ষং মুমুচে তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ১৩
দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহর্ষভৌ।
তোত্ত্রৈরিব তদান্যোন্যং গদাগ্রাভ্যাং নিজঘ্নতুঃ॥ ১৪
তৌ গদাভিহতৈর্গাত্রৈঃ ক্ষণেন রুধিরোক্ষিতৌ।
প্রেক্ষণীয়তরাবাস্তাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥ ১৫
গদয়া মদ্ররাজস্য সব্য-দক্ষিণমাহতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্ন চচালাচলো তথা॥ ১৬
তথা ভীমগদাবেগৈস্তাড্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
শল্যো ন বিব্যথে রাজন্ দন্তিনেব মহাগিরিঃ॥ ১৭
শুশুভে দিক্ষু সর্বাসু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
গদানিপাতসংহ্রাদো বজ্রয়োরিব নিস্বনঃ॥ ১৮
নিবৃত্য তু মহাবীর্য্যৌ সমুচ্ছ্রিতমহাগদৌ।
পুনরন্তরমার্গস্থৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ॥ ১৯
অথাভ্যেত্য পদান্যষ্টৌ সন্নিপাতোঽভবৎ তয়োঃ।
উদ্যম্য লোহ-দণ্ডাভ্যামতিমানুষকর্মণোঃ॥ ২০
পোথয়ন্তৌ তদান্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
ক্রিয়াবিশেষং কৃতিনৌ দর্শয়ামাসতুস্তদা॥ ২১
অথোদ্যম্য গদে ঘোরে সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ।
তাবজঘ্নতুরন্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ॥ ২২
ক্রিয়াবিশেষকৃতিনৌ রণভূমিতলেঽচলৌ।
তৌ পরস্পরসংরম্ভাদ্ গদাভ্যাং সুভৃশাহতৌ॥ ২৩
যুগপৎ পেতুর্বীরাবুভাবিন্দ্রধ্বজাবিব।
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরাস্তদা হাহাকৃতোঽভবন্॥ ২৪
ভৃশং মর্মাণ্যভিহতাবুভাবাস্তাং সুবিহ্বলৌ।
ততঃ স্বরথমারোপ্য মদ্রাণামৃষভং রণে॥ ২৫

এইভাবে ভীমসেনের গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া শল্যের গদাও অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যেন এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হইল॥ ১৩

যেরূপ দুইটি বিশাল হাস্তী দন্তসকলের দ্বারা এবং দুইটি বৃষ শৃঙ্গসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ অঙ্কুশসদৃশ শ্রেষ্ঠ দুইটি গদার দ্বারা এই দুই বীর শল্য ও ভীমসেন পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ১৪

তখন ইঁহাদের উভয়েরই দেহ গদার প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল; অতএব দুই জনেই ক্ষণকালের মধ্যে রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় বিকসিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় এই দুই বীর দর্শনযোগ্য হইয়াছিল॥ ১৫

মদ্ররাজ শল্যের গদার দ্বারা বামে দক্ষিণে উত্তমরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাবাহু ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১৬

এইরূপ ভীমসেনের গদার বেগে বারংবার আহত হইয়াও শল্য সেইরূপ ব্যথিত হইলেন না, যেরূপ দন্তযুক্ত হস্তীর আঘাতে পর্ব্বত পীড়িত হয় না॥ ১৭

সেই সময় এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের গদাদ্বয়ের আঘাতের শব্দ চারিদিকেই দুইটি বজ্রের আঘাতের ন্যায় শোনা যাইতেছিল॥ ১৮

মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন ও শল্য উভয় বীরই নিজ নিজ বিশাল গদাদ্বয়কে উপরে উত্তোলিত করিয়া কখনও পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন, কখনও মধ্যপথেই অবস্থান করিতে এবং কখন মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিলেন॥ ১৯

তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে অষ্টপদ অগ্রসর হইলেন এবং লৌহদণ্ড উত্তোলিত করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের পরাক্রম অলৌকিক ছিল। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকিল॥ ২০

এই দুই জনই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বীর, ইঁহারা উভয়ে উভয়কে মর্দ্দিত করিতে করিতে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতেছিলেন এবং নিজের নিজের বিশেষ কার্য্য-কৌশল দেখাইতেছিলেন॥ ২১

তদনন্তর ইঁহারা উভয়ে পুনরায় নিজ নিজ ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলিত করিয়া শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন॥ ২২

যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ বিশেষ কার্য্যসকলে অভিজ্ঞ এই দুই বীর অবিচলভাবে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পরের উপর গদার প্রহার করত অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উভয়েই ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় এক সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময় উভয় পক্ষের সৈন্যরাই হাহাকার করিয়া উঠিলেন॥ ২৩-২৪

ভীমসেন ও শল্য উভয়েরই মর্ম্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল; সেইজন্য উভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য্য মদ্ররাজ শল্যকে নিজের রথের উপর আরোহণ করাইয়া অতিদ্রুত যুদ্ধভূমি হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন॥ ২৫½

অপোবাহ কৃপঃ শল্যঃ তূর্ণমায়োধনাদথ।
ক্ষীণবদ্ বিহ্বলত্বাৎ তু নিমেষাৎ পুনরুত্থিতঃ॥ ২৬॥
ভীমসেনো গদাপাণিঃ সমাহ্বয়ত মদ্রপম্।
ততস্তু তাবকাঃ শূরা নানাশস্ত্রসমাযুতাঃ॥ ২৭
নানাবাদিত্রশব্দেন পাণ্ডুসেনামযোধয়ন্।
ভুজাবুচ্ছ্রিত্য শস্ত্রঞ্চ শব্দেন মহতা ততঃ॥ ২৮
অভ্যদ্রবন্ মহারাজ দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ততস্তে পাণ্ডুনন্দনাঃ॥ ২৯
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনপুরোগমান্।
তেষামাপততাং তূর্ণং পুত্রস্তে ভরতর্ষভ॥ ৩০
প্রাসেন চেকিতানং বৈ বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্।
স পপাত রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ॥ ৩১
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ।
চেকিতানং হতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ॥ ৩২

অন্যদিকে গদাধারী ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যেই পুনরায় সংজ্ঞালাভ করত উত্থিত হইলেন এবং বিহ্বলতাবশতঃ মদমত্ত পুরুষের ন্যায় মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন॥ ২৬½

তখন আপনার সৈন্যরা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধারণ করত বিবিধ রণবাদ্যের গম্ভীর ধ্বনির সহিত পাণ্ডব-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২৭½

মদ্ররাজ! দুর্য্যোধনাদি কৌরব বীরগণ দুই হস্ত ও অস্ত্রসকল উত্তোলিত করিয়া প্রচণ্ড শব্দ ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৮½

এই কৌরবদলকে ধাবিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে দুর্য্যোধনাদির দিকে ধাবিত হইলেন॥ ২৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিক্রুত একটি প্রাস প্রহার করিয়া সেই আক্রমণকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের মধ্যে চেকিতানের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ৩০½

আপনার পুত্র কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া চেকিতান প্রগাঢ় মূর্চ্ছা লাভ করত রথের আসনে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল॥ ৩১½

চেকিতানকে নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথীরা পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৩২½

অসক্তমভ্যবর্ষন্ত শরবর্ষাণি ভাগশঃ।
তাবকানামনীকেষু পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ॥ ৩৩
ব্যচরন্ত মহারাজ প্রেক্ষণীয়াঃ সমন্ততঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ সৌবলশ্চ মহারথঃ॥ ৩৪
অযোধয়ন্ ধর্মরাজং মদ্ররাজপুরস্কৃতাঃ।
ভারদ্বাজস্য হন্তারং ভূরিবীর্য্যপরাক্রমম্॥ ৩৫
দুর্য্যোধনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ।
ত্রিসাহস্রাস্তথা রাজংস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ॥ ৩৬
অযোধয়ন্ত বিজয়ং দ্রোণপুত্রপুরস্কৃতাঃ।
বিজয়ে ধৃতসঙ্কল্পাঃ সমরে ত্যক্তজীবিতাঃ॥ ৩৭
প্রাবিশংস্তাবকা রাজন্ হংসা ইব মহৎ সরঃ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং পরস্পরবধৈষিণাম্॥ ৩৮
অন্যোন্যবধসংযুক্তমন্যোন্যপ্রীতিবর্ধনম্।
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে॥ ৩৯

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণ আপনার সৈন্যদে[র] মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিলেন। সেই সময় তাঁহারা সকলেরই দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন॥ ৩৩½

তাহার পর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী শকুনি মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৩৪½

রাজাধিরাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত বল-পরাক্র[ম] সম্পন্ন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৩৫½

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত তি[ন] হাজার যোদ্ধা অশ্বত্থামাকে অগ্রে করত অর্জ্জুনের সহিত যু[দ্ধ] করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৬½

রাজন্! যেরূপ হংসগণ বৃহৎ সরোবরে প্রবেশ কর[িয়া] থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যরা সমরাঙ্গণে জয়লাভের দৃঢ় স[ঙ্কল্প] গ্রহণ করিয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত শত্রুদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৩৭½

তাহার পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনা করিয়া উভ[য়] পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলে[ই] পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছিল॥ ৩৮½

রাজন্! শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকর এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর[ম্ভ] হইলে পর বায়ু প্রেরণায় ভূতলের ভয়ানক ধূলি উপরের দি[কে] উত্থিত হইতে লাগিল॥ ৩৯½

অনিলেনেরিতং ঘোরমুত্তস্থৌ পার্থিবং রজঃ।
শ্রবণান্নামধেয়ানাং পাণ্ডবানাঞ্চ কীর্তনাৎ ॥ ৪০
পরস্পরং বিজানীমো যদযুধ্যন্নভীতবৎ।
তদ্রজঃ পুরুষব্যাঘ্র শোণিতেন প্রশামিতম্ ॥ ৪১
দিশশ্চ বিমলা জাতাস্তস্মিংস্তমসি নাশিতে।
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোররূপে ভয়ানকে ॥ ৪২
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্‌মুখঃ।
ব্রহ্মলোকপরা ভূত্বা প্রার্থয়ন্তো জয়ং যুধি ॥ ৪৩
সুযুদ্ধেন পরাক্রান্তা নরাঃ স্বর্গমভীপ্সবঃ।
ভর্তৃপিণ্ডবিমোক্ষার্থং ভর্তৃকার্যবিনিশ্চিতাঃ ॥ ৪৪
স্বর্গসংসক্তমনসো যোধা যুযুধিরে তদা।
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ ॥ ৪৫
অন্যোন্যমভিগর্জন্তঃ প্রহরন্তঃ পরস্পরম্।
হত বিধ্যত গৃহ্ণীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত ॥ ৪৬

ইতি স্ম বাচঃ শ্রূয়ন্তে তব তেষাঞ্চ বৈ বলে।
ততঃ শল্যো মহারাজ ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৭
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্হন্তুকামো মহারথম্।
তস্য পার্থো মহারাজ নারাচান্ বৈ চতুর্দশ ॥ ৪৮
মর্মাণ্যুদ্দিশ্য মর্মজ্ঞো নিচখান হসন্নিব।
আবার্য্য পাণ্ডবং বাণৈর্হন্তুকামো মহাবলঃ ॥ ৪৯
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো বহুভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
অথ ভূয়ো মহারাজ শরেণানতপর্বণা ॥ ৫০
যুধিষ্ঠিরং সমাজঘ্নে সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
ধর্মরাজোঽপি সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজং মহাযশাঃ ॥ ৫১
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
চন্দ্রসেনঞ্চ সপ্তত্যা সূতঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ৫২
দ্রুমসেনং চতুঃষষ্ট্যা নিজঘান মহারথঃ।
চক্ররক্ষে হতে শল্যঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৫৩

সেই সময় এই ধূলির অন্ধকারে সমস্ত যোদ্ধারা যেন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব-যোদ্ধাদের যাঁহারা নিজ নিজ নাম গ্রহণ করত পরিচয়দান করিতেছিলেন, তৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়াই আমরা পরস্পরকে বুঝিতে পারিলাম ॥ ৪০½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় এত রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহাতে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ধূলিই প্রশমিত হইল। এই ধূলিজনিত অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে পর দিক্‌সকল নির্মল হইল ॥ ৪১½

এই ভাবে সেই ঘোর ও ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সেই সময় আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না ॥ ৪২½

সকলেরই লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। সেই সমস্ত সৈন্যরাই যুদ্ধে জয়ী হইতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং উত্তম যুদ্ধের দ্বারা নিজ নিজ পরাক্রম দেখাতে দেখাইতে স্বর্গলোকলাভের অভিলাষ পোষণ করিতেছিলেন ॥ ৪৩½

সকল যোদ্ধাই প্রভুর দত্ত অন্নের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করত সেই সময় উৎসাহ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪৪½

নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রয়োগ করত পরস্পর প্রহারকারী মহারথী যোদ্ধারা পরস্পরকে লক্ষ্য করত গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫½

আপনার ও পাণ্ডবদের সৈন্যগণের মধ্যে 'বধ কর, বিদ্ধ কর, ধরিয়া ফেল, প্রহার কর এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও' এই কথাই শোনা যাইতেছিল ॥ ৪৬½

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য মহারথী ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭½

মহারাজ! মর্ম্মজ্ঞ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শল্যের মর্ম্মস্থানসকল লক্ষ্য করত যেন হাস্য করিতে করিতে চৌদ্দটি নারাচ ক্ষেপণ করত তাঁহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮½

মহাবল শল্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করত তাঁহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সমরাঙ্গণে কঙ্কপত্রযুক্ত অনেক বাণসকলের দ্বারা তাঁহার উপর ক্রোধের সহিত প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯½

মহারাজ! তারপর তিনি সমস্ত সৈন্যদের সাক্ষাতে আনত-পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে গুরুতর আহত করিয়াছিলেন ॥ ৫০½

তখন মহাযশস্বী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অত্যন্ত কুপিত হইয়া কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছভূষিত তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৫১½

ইহার পর মহারথী যুধিষ্ঠির সত্তরটি বাণে চন্দ্রসেনকে, নয়টি বাণে শল্যের সারথিকে এবং চৌষট্টিটি বাণে দ্রুমসেনকে বিনাশ করিলেন ॥ ৫২½

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক স্বীয় দুইজন চক্ররক্ষক নিহত হইলে পর রাজা শল্য পঁচিশ জন চেদি-যোদ্ধাকে সংহার করিলেন ॥ ৫৩½

নিজঘান ততো রাজংশ্চেদীন্ বৈ পঞ্চবিংশতিম্ ।
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা ভীমসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৫৪
মাদ্রীপুত্রৌ শতেনাজৌ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
এবং বিচরতস্তস্য সংগ্রামে রাজসত্তম ॥ ৫৫
সম্প্রেষয়চ্ছিতান্ পার্থঃ শরানাশীবিষোপমান্ ।
ধ্বজাগ্রং চাস্য সমরে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৬
প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ রথাৎ ।
পাণ্ডুপুত্রেণ বৈ তস্য কেতুং ছিন্নং মহাত্মনা ॥ ৫৭
নিপতন্তমপশ্যাম গিরিশৃঙ্গমিবাহতম্ ।
ধ্বজং নিপতিতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঞ্চ ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮
সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজোঽভূচ্ছরবর্ষং মুমোচ হ ।
শল্যঃ সায়কবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ৫৯
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
সাত্যকিং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৬০
একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ।
ততো বাণময়ং জালং বিততং পাণ্ডবোরসি ॥ ৬১
অপশ্যাম মহারাজ মেঘজালমিবোদ্গতম্ ।
তস্য শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬২
দিশঃ সংছাদয়ামাস প্রদিশশ্চ মহারথঃ ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বাণজালেন পীড়িতঃ ।
বভূবাদ্ভুতবিক্রান্তো জম্ভো বৃত্রহণা যথা ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

তারপর সাত্যকিকে পঁচিশ, ভীমসেনকে পাঁচ এবং মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণধার একশত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সংগ্রামে বিচরণকারী রাজা শল্যকে লক্ষ্য করত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫½

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে সম্মুখে অবস্থিত শল্যের ধ্বজের অগ্রভাগ একটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করত রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫৬½

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কর্তৃক ছিন্ন হইয়া পতনরত সেই ধ্বজকে আমরা বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতনোদ্যত পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

ধ্বজ ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং সম্মুখে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবস্থিত আছেন, ইহা দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮½

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শল্য বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয়দের উপর বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ৫৯½

সাত্যকি, ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুপুত্র নকুল-সহদেব ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই পাঁচটি পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করত শল্য যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০½

মহারাজ! তদনন্তর আমরা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বক্ষে বাণময় জাল বিস্তৃত আছে দেখিলাম। ইহাতে মনে হইল— আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৬১½

রণাঙ্গনে কুপিত মহারথী শল্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকলের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-কে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৬২½

সেই সময় অদ্ভুত পরাক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠির সেই বাণসমূহে সেইভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[মদ্ররাজ-শল্যস্যাদ্ভুতপরাক্রমবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পীড়িতে ধর্মরাজে তু মদ্ররাজেন মারিষ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ॥ ১
পরিবার্য্য রথৈঃ শল্যং পীড়য়ামাসুরাহবে।
তমেকং বহুভির্দৃষ্ট্বা পীড্যমানং মহারথৈঃ॥ ২
সাধুবাদো মহান্ জজ্ঞে সিদ্ধাশ্চাসন্ প্রহর্ষিতাঃ।
আশ্চর্য্যমিত্যভাষন্ত মুনয়শ্চাপি সঙ্গতাঃ॥ ৩
ভীমসেনো রণে শল্যং শল্যভূতং পরাক্রমে।
একেন বিদ্‌ধ্বা বাণেন পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৪
সাত্যকিশ্চ শতেনৈনং ধর্মপুত্রপরীপ্সয়া।
মদ্রেশ্বরমবাকীর্য্য সিংহনাদমথানদৎ॥ ৫
নকুলঃ পঞ্চভিশ্চৈনং সহদেবশ্চ পঞ্চভিঃ।
বিদ্‌ধ্বা তং তু পুনস্তূর্ণং ততো বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৬
স তু শূরো রণে যত্তঃ পীড়িতস্তৈর্মহারথৈঃ।
বিকৃষ্য কার্মুকং ঘোরং বেগঘ্নং ভারসাধনম্॥ ৭
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা শল্যো বিব্যাধ মারিষ।
ভীমসেনং তু সপ্তত্যা নকুলং সপ্তভিস্তথা॥ ৮
ততঃ সবিশিখং চাপং সহদেবস্য ধন্বিনঃ।
ছিত্ত্বা ভল্লেন সমরে বিব্যাধৈনং ত্রিসপ্তভিঃ॥ ৯
সহদেবস্তু সমরে মাতুলং ভূরিবর্চসম্।
সজ্যমন্যদ্ ধনুঃ কৃত্বা পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ৎ॥ ১০
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভৈঃ।
সারথিং চাস্য সমরে শরেণানতপর্বণা॥ ১১
বিব্যাধ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তং বৈ ভূয়স্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ভীমসেনস্তু সপ্তত্যা সাতকির্নবভিঃ শরৈঃ॥ ১২
ধর্মরাজস্তথা ষষ্ট্যা গাত্রে শল্যং সমার্পয়ৎ।
ততঃ শল্যো মহারাজ নির্বিদ্ধস্তৈর্মহারথৈঃ॥ ১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[মদ্ররাজ শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম-বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! যখন মদ্ররাজ শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতেছিলেন, সেই সময় সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব যুদ্ধস্থলে শল্যকে রথসকলের দ্বারা পরিবৃত করত পীড়াদান করিতে লাগিলেন। ১½

একাকী শল্যকে বহু মহারথী বীরগণের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার চারিদিক্ হইতে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ হইতে লাগিল। সেখানে একত্রে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণও হৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য। ২-৩

ভীমসেন রণাঙ্গনে নিজের পরাক্রমের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ শল্যকে প্রথমে একটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪

সাত্যকিও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য মদ্ররাজ শল্যকে একশত বাণে আচ্ছাদিত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৫

নকুল ও সহদেব পাঁচটি পাঁচটি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণে তাঁহাকে অতিক্রত বিদ্ধ করিলেন। ৬

মাননীয় ভূপাল! সমরাঙ্গণে বীরবর শল্য সেই মহারথী বীরগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ, ভার সহ্য করিতে সমর্থ এবং শত্রুবেগনাশকারী একটি ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করত সাত্যকিকে পঁচিশ, ভীমসেনকে সত্তর ও নকুলকে সাতটি বাণ প্রহার করিলেন। ৭-৮

তাহার পর সমরাঙ্গণে একটি ভল্লের দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের বাণসহ ধনু ছেদন করত শল্য তাঁহাকে একুশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৯

তখন সহদেব সংগ্রামে অন্য একটি ধনুতে গুণ আরোপণ করত নিজের অত্যন্ত তেজস্বী মাতুল শল্যকে বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য পাঁচটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১০½

তাহার পর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেবকেও পুনরায় তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ১১½

তদনন্তর ভীমসেন সত্তর, সাত্যকি নয় এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ষাটটি বাণে শল্যের দেহে বিদ্ধ করিলেন। ১২½

মহারাজ! সেই মহারথী বীরগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে রাজা শল্য নিজ দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে

সুস্রাব রুধিরং গাত্রৈর্গৈরিকং পর্বতো যথা।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ১৪
বিব্যাধ তরসা রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন ধর্মপুত্রস্য মারিষ ॥ ১৫
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে সজ্যং স সুমহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৬
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথং শল্যং প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ।
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে ধর্মপুত্রস্য সায়কৈঃ ॥ ১৭
যুধিষ্ঠিরমথাবিধ্যদ্ দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধর্মপুত্রে শরার্দিতে ॥ ১৮
মদ্রাণামধিপং শূরং শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
স সাত্যকেঃ প্রচিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ মহদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ভীমসেনমুখাংস্তাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ।
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২০

তোমরং প্রেষয়ামাস স্বর্ণদণ্ডং মহাধনম্।
ভীমসেনোঽথ নারাচং জ্বলন্তমিব পন্নগম্ ॥ ২১
নকুলঃ সমরে শক্তিং সহদেবো গদাং শুভাম্।
ধর্মরাজঃ শতঘ্নীঞ্চ জিঘাংসুঃ শল্যমাহবে ॥ ২২
তানাপতত এবাশু পঞ্চানাং বৈ ভুজচ্যুতান্।
বারয়ামাস সমরে শস্ত্রসঙ্ঘৈঃ স মদ্ররাট্ ॥ ২৩
সাত্যকিপ্রহিতং শল্যো ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ তোমরম্।
প্রহিতং ভীমসেনেন শরং কনকভূষণম্ ॥ ২৪
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্।
নকুলপ্রেষিতাং শক্তিং হেমদণ্ডাং ভয়াবহাম্ ॥ ২৫
গদাঞ্চ সহদেবেন শরৌঘৈঃ সমবারয়ৎ।
শরাভ্যাঞ্চ শতঘ্নীং তাং রাজ্ঞশ্চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৬
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং সিংহনাদং ননাদ চ।
নামৃষ্যত্তত্র শৈনেয়ঃ শত্রোর্বিজয়মাহবে ॥ ২৭

লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—কোন পর্ব্বত গৈরিক মিশ্রিত জল নিঃসারণ করিতেছে। ১৩½

রাজন্! এই সময় তিনি সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে পাঁচটি পাঁচটি বাণে সবেগে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ১৪½

মান্যবর! তদনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ মহারথী শল্য সমরাঙ্গণে একটি অন্য ভল্লের দ্বারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গুণ সহ ধনু ছেদন করিলেন। ১৫½

তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর ধনু গ্রহণ করত অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ সহ শল্যকে নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১৬½

সমরাঙ্গণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাণসকলে আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য যুধিষ্ঠিরকে দশটি তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৭½

যখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শল্যের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রুদ্ধ সাত্যকি বীরবর মদ্ররাজ শল্যকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৮½

ইহা দেখিয়া শল্য একটি ক্ষুরপ্র-বাণে সাত্যকির বিশাল ধনু ছেদন করিলেন এবং ভীমসেনাদিকেও তিনটি তিনটি বাণে আঘাত করিলেন। ১৯½

মহারাজ! তখন সত্যপরাক্রমী সাত্যকি কুপিত হইয়া শল্যের উপর সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি বহুমূল্য তোমর প্রহার করিলেন। ২০½

ভীমসেন একটি প্রজ্বলিত সর্পসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, নকুল রণাঙ্গনে শল্যের উপর শক্তি ক্ষেপণ করিলেন, সহদেব একটি সুন্দর গদাক্ষেপণ করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে শল্যকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার উপর শতঘ্নী প্রহার করিলেন। ২১-২২

কিন্তু মদ্ররাজ শল্য সমরাঙ্গণে নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা সেই পঞ্চ বীরের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে সত্বর নিবারণ করিলেন। ২৩

সিদ্ধহস্ত ও প্রতাপশালী বীর শল্য নিজ ভল্লসকলের দ্বারা সাত্যকিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণকে দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। ২৪½

এইরূপ তিনি নকুলকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণদণ্ডবিভূষিত ভয়ঙ্কর শক্তিকে এবং সহদেব নিক্ষিপ্ত গদাকেও বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন। ২৫½

ভারত! পুনরায় শল্য দুইটি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই শতঘ্নীকেও অন্য পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই ছেদন করিলেন এবং সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ২৬½

যুদ্ধে শত্রু শল্যের এই জয়লাভকে, শিনিপৌত্র সাত্যকি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অপর ধনু গ্রহণ করত ক্রোধে

অথান্যদ্ ধনুরাদায় সাত্যকিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
দ্বাভ্যাং মদ্রেশ্বরং বিদধ্বা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২৮
ততঃ শল্যো রণে রাজন্ সর্বাংস্তান্ দশভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপান্ ॥ ২৯
তে বার্য্যমাণাঃ সমরে মদ্ররাজ্ঞা মহারথাঃ।
ন শেকুঃ সম্মুখে স্থাতুং তস্য শত্রুনিষুদনাঃ ॥ ৩০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা শল্যস্য বিক্রমম্।
নিহতান্ পাণ্ডবান্ মেনে পাঞ্চালানথ সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৩১
ততো রাজন্ মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
সন্ত্যজ্য মনসা প্রাণান্ মদ্রাধিপমযোধয়ৎ ॥ ৩২
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পরিবার্য্য তদা শল্যং সমন্তাদ্ ব্যকিরন্ শরৈঃ ॥ ৩৩
স চতুর্ভির্মহেষ্বাসৈঃ পাণ্ডবানাং মহারথৈঃ।
বৃতস্তান্ যোধয়ামাস মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৪

তস্য ধর্মসুতো রাজন্ ক্ষুরপ্রেণ মহাহবে।
চক্ররক্ষং জঘানাশু মদ্ররাজস্য পার্থিবঃ ॥ ৩৫
তস্মিংস্তু নিহতে শূরে চক্ররক্ষে মহারথে।
মদ্ররাজোঽপি বলবান্ সৈনিকানাবৃণোচ্ছরৈঃ ॥ ৩৬
সমাবৃতাংস্ততস্তাংস্তু রাজন্ বীক্ষ্য স্বসৈনিকান্।
চিন্তয়ামাস সমরে ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৭
কথং নু সমরে শক্যং তন্মাধববচো মহৎ।
ন হি ক্রুদ্ধো রণে রাজা ক্ষপয়েত বলং মম ॥ ৩৮
(অহং মদ্ভ্রাতরশ্চৈব সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব ন শক্তাঃ স্ম হি মদ্রপম্ ॥
নিহনিষ্যতি চৈবাদ্য মাতুলোঽস্মান্ মহাবলঃ।
গোবিন্দবচনং সত্যং কথং ভবতি কিং ত্বিদম্ ॥)
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
মদ্ররাজং সমাসেদুঃ পীড়য়ন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯

মূর্চ্ছিত হইয়া দুইটি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে এবং তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭-২৮

রাজন্! তখন রাজা শল্য রণাঙ্গনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং যেরূপ মাহুত অঙ্কুশসকলের দ্বারা মহাগজগণকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি এই সব যোদ্ধাগণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যের দ্বারা এইরূপে নিবারিত হইতে থাকিয়া শত্রুসূদন পাণ্ডব-মহারথীরা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না ॥ ৩০

সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের সেই পরাক্রম দর্শন করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা অবশ্যই নিহত হইবে ॥ ৩১

রাজন্! তদনন্তর প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন মন হইতে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

নকুল, সহদেব এবং মহারথী সাত্যকিও সেই সময় শল্যকে পরিবৃত করত তাঁহার উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৩

এই চারিজন মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-পক্ষের মহারথিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য ইঁহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! সেই মহাসমরে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির একটি ক্ষুরপ্র বাণে মদ্ররাজ শল্যের চক্ররক্ষককে শীঘ্রই বিনাশ করিলেন ॥ ৩৫

নিজের মহারথী বীর চক্ররক্ষক নিহত হইলে পর বলবান্ মদ্ররাজ শল্যও বাণসকলের দ্বারা শত্রুপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে নিজের সমস্ত সৈন্যদিগকে বাণসমূহে আবৃত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

এই যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কথিত মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য কিরূপে সফল হইল? কখনও এরূপ যেন না হয় যে, রণাঙ্গনে কুপিত মদ্ররাজ শল্য আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলেন ॥ ৩৮

(আমি আমার ভ্রাতৃগণ, মহারথী সাত্যকি এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়াও মদ্ররাজ শল্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনে হইতেছে—এই মহাবল মাতুল আজ আমাদের সকলকেই সংহার করিবেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য (শল্য আমার হস্তে নিহত হইবেন) কিরূপ সত্য হইবে?)

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! তদনন্তর রথ, হস্তী ও অশ্বগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবযোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্যকে সর্ব্বদিক্ দিয়া পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

নানাশস্ত্রৌঘবহুলাং শস্ত্রবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
ব্যধমৎ সমরে রাজা মহাভ্রাণীব মারুতঃ ॥ ৪০
ততঃ কনকপুঙ্খাং তাং শল্যক্ষিপ্তাং বিয়দ্গতাম্।
শরবৃষ্টিমপশ্যাম শলভানামিবায়তিম্ ॥ ৪১
তে শরা মদ্ররাজেন প্রেষিতা রণমূর্ধনি।
সম্পতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে শলভানাং ব্রজা ইব ॥ ৪২
মদ্ররাজধনুর্মুক্তৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশং সম্বভূব জনাধিপ ॥ ৪৩
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং তত্র কিঞ্চিদ্ ব্যদৃশ্যত।
বাণান্ধকারে মহতি কৃতে তত্র মহাহবে ॥ ৪৪
মদ্ররাজেন বলিনা লাঘবাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ।
চাল্যমানং তু তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং বলার্ণবম্ ॥ ৪৫
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
স তু তান্ সর্বতো যত্তান্ শরৈঃ সংছাদ্য মারিষ ॥ ৪৬
ধর্মরাজমবচ্ছাদ্য সিংহবদ্ ব্যনদন্মুহুঃ।
তে ছন্নাঃ সমরে তেন পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৪৭
নাশক্নুবংস্তদা যুদ্ধে প্রত্যুদ্যাতুং মহারথম্।
ধর্মরাজ পুরোগাস্তু ভীমসেনমুখা রথাঃ ॥
ন জহুঃ সমরে শূরং শল্যমাহবশোভিনম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্যযুদ্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যেরূপ বায়ু বিশাল মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ সমরাঙ্গণে রাজা শল্য বহু প্রকার অস্ত্রসকলে পরিপূর্ণ সেই সমুত্থিত অস্ত্রবর্ষণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪০

তাহার পর শল্যকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণসকলের বর্ষণ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যাইল, যাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ॥ ৪১

যুদ্ধের সম্মুখভাগে মদ্ররাজ শল্যকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণসকল পতঙ্গদলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪২

হে নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই সুবর্ণভূষিত বাণসমূহে আকাশ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৪৩

এই মহাযুদ্ধে বাণসমূহের দ্বারা ঘন অন্ধকার উৎপন্ন হইল, ইহাতে সেখানে আমাদের ও পাণ্ডবগণের কোন বস্তুই দেখা যাইতেছিল না ॥ ৪৪

বলবান্ মদ্ররাজ শল্য কর্ত্তৃক নৈপুণ্যের সহিত সেই বাণবর্ষণে পাণ্ডবদের সৈন্যসমুদায়কে বিচলিত হইতে দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৪৫½

জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ সমস্ত যোদ্ধাদিগকে সর্ব্বদিকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করত শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও আবৃত করিয়া বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬½

সমরাঙ্গণে তাঁহার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পাণ্ডবপক্ষের মহারথী যোদ্ধারা সেই যুদ্ধে মহারথী শল্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥ ৪৭½

তথাপি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত ভীমসেনাদি রথী যোদ্ধাগণ সংগ্রামে শোভাপ্রাপ্ত বীরবর শল্যকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন সহাশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, পাঞ্চাল-বীর-সুরথস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জুনো দ্রৌণিনা বিদ্ধো যুদ্ধে বহুভিরায়সৈঃ।
তস্য চানুচরৈঃ শূরৈস্ত্রিগর্তানাং মহারথৈঃ॥ ১

দ্রৌণিং বিব্যাধ সমরে ত্রিভিরেব শিলীমুখৈঃ।
তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ধনঞ্জয়ঃ॥ ২

ভূয়শ্চৈব মহারাজ শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
শরকণ্টকিতাস্তে তু তাবকা ভরতর্ষভ॥ ৩

ন জহুঃ পার্থমাসাদ্য তাড্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
অর্জুনং রথবংশেন দ্রোণপুত্রে পুরোগমাঃ॥ ৪

অযোধয়ন্ত সমরে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
তৈস্তু ক্ষিপ্তাঃ শরা রাজন্ কার্তস্বরবিভূষিতাঃ॥ ৫

অর্জুনস্য রথোপস্থং পূরয়ামাসুরঞ্জসা।
তথা কৃষ্ণৌ মহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্॥ ৬

শরৈর্বীক্ষ্য বিনুন্নাঙ্গৌ প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
কূবরং রথচক্রাণি ঈষা যোক্ত্রাণি বা বিভো॥ ৭

যুগং চৈবানুকর্ষঞ্চ শরভূতময়ভূত্তদা।
নৈতাদৃশং দৃষ্টপূর্বং রাজন্ নৈব চ নঃ শ্রুতম্॥ ৮

যাদৃশং তত্র পার্থস্য তাবকাঃ সম্প্রচক্রিরে।
স রথঃ সর্বতো ভাতি চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৯

উল্কাশতৈঃ সম্প্রদীপ্তং বিমানমিব ভূতলে।
ততোঽর্জুনো মহারাজ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১০

অবাকিরত্তাং পৃতনাং মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্।
তে বধ্যমানাঃ সমরে পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ॥ ১১

পার্থভূতমমন্যন্ত প্রেক্ষমাণাস্তথাবিধম্।
কোপোদ্ধূতশরজ্বালো ধনুঃশব্দানিলো মহান্॥ ১২

সৈন্যেন্ধনং দদাহাশু তাবকং পার্থ পাবকঃ।
চক্রাণাং পততাং চাপি যুগানাঞ্চ ধরাতলে॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং পাঞ্চাল-বীর সুরথের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অপর দিকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং তাঁহার অনুগামী ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরবর মহারথী যোদ্ধারা অর্জুনকে লৌহনির্ম্মিত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১

তখন অর্জুন রণাঙ্গনে তিনটি বাণে অশ্বত্থামাকে এবং দুইটি দুইটি বাণে অন্য সব মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। ২

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর অর্জুন পুনরায় ইঁহাদের সকলকে স্বীয় বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সেই সব বাণে কণ্টকযুক্ত হইয়াও আপনার যোদ্ধারা অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না। ৩½

সমরাঙ্গণে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করত কৌরব-মহারথী যোদ্ধারা অর্জুনকে রথদলের দ্বারা পরিবৃত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪½

রাজন্! ইঁহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণসকল অর্জুনের রথের আসন অনায়াসেই পূর্ণ করিয়া ফেলিল।৫½

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে ব্যথিত হইতে দেখিয়া রণদুর্ম্মদ কৌরব-যোদ্ধারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ৬½

প্রভো! অর্জুনের রথের চক্রসকল, কূবর, ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র (যোৎ), যুগ ও অনুকর্ষ—এই সমস্তই সেই সময় বাণময় হইয়া যাইল। ৭½

রাজন্! সেখানে আপনার যোদ্ধারা অর্জুনের যেরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, উহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় না এবং শুনাও যায় না। ৮½

বিচিত্র পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া অর্জুনের রথ ভূতলে শত শত উল্কায় (মশালে) প্রকাশিত বিমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৯½

মহারাজ! তদনন্তর অর্জুন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা আপনার সেই সৈন্যদিগকে সেইভাবে আবৃত করিয়া দিলেন, যেরূপ বারিবর্ষণে মেঘ পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে।১০½

সমরাঙ্গণে অর্জুনের নামাঙ্কিত বাণসকলের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যরা তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতে দেখিতে সব কিছুই অর্জুনময় বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।১১½

অর্জুনরূপী প্রচণ্ড অগ্নি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বাণময়ী শিখা-সকল বিস্তার করিতে করিতে ধনুর টঙ্কাররূপ বায়ুতে প্রেরিত হইয়া আপনার সৈন্যরূপী ইন্ধন (কাষ্ঠ)-কে অতিক্রুত দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২½

ভারত! মহাভাগ! অর্জুনের রথের মার্গে ধরাতলে পতিত রথচক্র; যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ; রথ, ঈষা, অনুকর্ষ,

তূণীরাণাং পতাকানাং ধ্বজানাঞ্চ রথৈঃ সহ।
ঈষাণামনুকর্ষাণাং ত্রিবেণূনাঞ্চ ভারত ॥ ১৪
অক্ষাণামথ যোক্ত্রাণাং প্রতোদানাঞ্চ সর্বশঃ।
শিরসাং পততাং চাপি কুণ্ডলোষ্ণীষধারিণাম্ ॥ ১৫
ভুজানাঞ্চ মহাভাগ স্কন্ধানাঞ্চ সমন্ততঃ।
ছত্রাণাং ব্যজনৈঃ সার্ধং মুকুটানাঞ্চ রাশয়ঃ ॥ ১৬
সমদৃশ্যন্ত পার্থস্য রথমার্গেষু ভারত।
ততঃ ক্রুদ্ধস্য পার্থস্য রথমার্গে বিশাম্পতে ॥ ১৭
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা।
ভীরূণাং ত্রাসজননী শূরাণাং হর্ষবর্ধিনী ॥ ১৮
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্যাক্রীড়নং যথা।
হত্বা তু সমরে পার্থঃ সহস্রে দ্বে পরন্তপঃ ॥ ১৯
রথানাং সবরূথানাং বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
যথা হি ভগবানগ্নির্জগদ্ দগ্ধ্বা চরাচরম্ ॥ ২০
বিধূমো দৃশ্যতে রাজংস্তথা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
দ্রৌণিস্তু সমরে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্ ॥ ২১
রথেনাতিপতাকেন পাণ্ডবং প্রত্যবারয়ৎ।
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ তাবুভৌ ধন্বিনাং বরৌ ॥ ২২
সমীয়তুস্তদান্যোন্যং পরস্পরবধৈষিণৌ।
তয়োরাসীন্মহারাজ বাণবর্ষং সুদারুণম্ ॥ ২৩
জীমূতয়োর্যথা বৃষ্টিস্তপান্তে ভরতর্ষভ।
অন্যোন্যস্পর্ধিনৌ তৌ তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
ততক্ষতুস্তদান্যোন্যং শৃঙ্গাভ্যাং বৃষভাবিব।
তয়োর্যুদ্ধং মহারাজ চিরং সমমিবাভবৎ ॥ ২৫
শস্ত্রাণাং সঙ্গমশ্চৈব ঘোরস্তত্রাভবৎ পুনঃ।
ততোঽর্জুনং দ্বাদশভী রুক্মপুঙ্খৈঃ সুতেজনৈঃ ॥ ২৬
বাসুদেবঞ্চ দশভির্দ্রৌণির্বিব্যাধ ভারত।
ততঃ প্রহর্ষাদ্ বীভৎসুর্ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ ॥ ২৭
মানয়িত্বা মুহূর্তং তু গুরুপুত্রং মহাহবে।
ব্যশ্ব-সূত-রথং চক্রে সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥ ২৮

ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ (চাবুক), কুণ্ডল ও উষ্ণীষ-(পাগ্‌ড়ী)-ধারী মস্তক, বাহু, স্কন্ধ, ছত্র, ব্যজন এবং মুকুট-সকলের বহু রাশি দেখা যাইল ॥ ১৩-১৬½

প্রজানাথ! কুপিত অর্জুনের রথের মার্গের ভূমিতে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হওয়ায় সেখানে যাতায়াত করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। ১৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই রণাঙ্গন রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থল (শ্মশান)-সদৃশ কাপুরুষগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল এবং বীরবর যোদ্ধাদের মনে হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ১৮½

শত্রুতাপন পার্থ সমরাঙ্গণে আবরণসহ দুই সহস্র রথকে সংহার করত ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ১৯½

রাজন্! যেরূপ চরাচর জগৎকে দগ্ধ করত ভগবান্ অগ্নিদেব ধূমহীন অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীনন্দন অর্জুনও দেদীপ্যমান হইতেছিলেন। ২০½

সংগ্রামে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা অত্যন্ত উচ্চ পতাকাযুক্ত রথের দ্বারা আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ২১½

ইঁহারা উভয়েই মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন এবং উভয়েই ধনুর্দ্ধর বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ২২½

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বর্ষাকালে দুইটি খণ্ড মেঘ জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে এই দুই জনের বাণসমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বর্ষণ হইতে লাগিল। ২৩½

যেরূপ দুইটি বৃষ পরস্পরকে শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপ্রদর্শনকারী এই দুই বীর অর্জুন ও অশ্বত্থামা আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ২৪½

মহারাজ! দীর্ঘকাল ধরিয়া ইঁহাদের যুদ্ধ যেন সমানভাবে চলিতে ছিল। পুনরায় সেখানে ইঁহাদের মধ্যে অস্ত্রসকলের ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল। ২৫½

ভরতনন্দন! তখন অশ্বত্থামা অত্যন্ত তেজস্বী সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বারটি বাণে অর্জুনকে এবং দশটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিলেন। ২৬½

তদনন্তর সেই মহাসমরে মুহূর্তকাল ধরিয়া গুরুপুত্রের সম্মান করিতে করিতে অর্জুন অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত যেন গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৭½

ইহারা পর শত্রুতাপন সব্যসাচী অর্জুন অশ্বত্থামাকে অশ্ব, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। অনন্তর মৃদুতার সহিত বাণক্ষেপণ করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৮½

মৃত্যুপূর্বং ততশ্চৈনং পুনঃ পুনরতাড়য়ৎ ।
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ দ্রোণপুত্রস্ত্বয়স্ময়ম্ ॥ ২৯
মুসলং পাণ্ডুপুত্রায় চিক্ষেপ পরিঘোপমম্ ।
তমাপতন্তং সহসা হেমপট্টবিভূষিতম্ ॥ ৩০
চিচ্ছেদ সপ্তধা বীরঃ পার্থঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
স চ্ছিন্নং মুসলং দৃষ্ট্বা দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ ॥ ৩১
আদদে পরিঘং ঘোরং নগেন্দ্রশিখরোপমম্ ।
চিক্ষেপ চৈব পার্থায় দ্রৌণির্যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৩২
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং পরিঘং প্রেক্ষ্য পাণ্ডবঃ
অর্জুনস্ত্বরিতো জঘ্নে পঞ্চভিঃ সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৩
স চ্ছিন্নঃ পতিতো ভূমৌ পার্থবাণৈর্মহাহবে ।
দারয়ন্ পৃথিবীন্দ্রাণাং মনাংসীব চ ভারত ॥ ৩৪
ততোঽপরৈস্ত্রিভির্ভল্লৈর্দ্রৌণিং বিব্যাধ পাণ্ডবঃ ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা পার্থেন সুমহাত্মনা ॥ ৩৫
নাকম্পত তদা দ্রৌণিঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ ।

এই সময় অশ্বহীন রথেই উপবেশন করত দ্রোণপুত্র অশ্বথামা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের উপর লৌহনির্ম্মিত পরিঘসদৃশ এক মুসল নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৯½

শত্রুহন্তা বীর অর্জুন সহসা নিজের দিকে সেই সুবর্ণপত্রভূষিত মুসলকে আসিতে দেখিয়া উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩০½

নিজের মুসল ছিন্ন হইতে দেখিয়া অশ্বথামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পর্ব্বতশিখরসদৃশ একটি ভয়ঙ্কর পরিঘগ্রহণ করিলেন ॥ ৩১½

যুদ্ধবিশারদ দ্রোণনন্দন অশ্বথামা এই পরিঘটিকে অর্জুনের দিকে ক্ষেপণ করিলেন। ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় সেই পরিঘকে অবলোকন করত পাণ্ডুপুত্র অর্জুন অতিক্রুত পাঁচটি উত্তম বাণের দ্বারা উহাকে ছেদন করিলেন ॥ ৩২-৩৩

ভারত! সেই মহাসমরে পার্থের বাণসমূহে ছিন্ন সেই পরিঘ রাজগণের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ৩৪

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অপর তিনটি ভল্লের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বথামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাত্মা বলবান্ বীর অর্জুনকর্ত্তৃক অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াও অশ্বথামা স্বীয় পুরুষার্থ আশ্রয় করত কম্পিত হইলেন না। ৩৫½

সুরথঞ্চ ততো রাজন্ ভারদ্বাজো মহারথম্ ॥ ৩৬
অবাকিরচ্ছরব্রাতৈঃ সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ।
ততস্তু সুরথোঽপ্যাজৌ পাঞ্চালানাং মহারথঃ ॥ ৩৭
রথেন মেঘঘোষেণ দ্রৌণিমেবাভ্যধাবত ।
বিকর্ষন্ বৈ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং সর্বভারসহং দৃঢ়ম্ ॥ ৩৮
জ্বলনাশীবিষনিভৈঃ শরৈশ্চৈনমবাকিরৎ ।
সুরথং তং ততঃ ক্রুদ্ধমাপতন্তং মহারথম্ ॥ ৩৯
চুকোপ সমরে দ্রৌণির্দণ্ডাহত ইবোরগঃ ।
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ৪০
উদ্বীক্ষ্য সুরথং রোষাদ্ ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ ।
মুমোচ তীক্ষ্ণং নারাচং যমদণ্ডোপমদ্যুতিম্ ॥ ৪১
স তস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা প্রবিবেশাতিবেগিতঃ ।
শক্রাশনিরিবোৎসৃষ্টো বিদার্য্য ধরণীতলম্ ॥ ৪২
ততঃ স পতিতো ভূমৌ নারাচেন সমাহতঃ ।
বজ্রেণ চ যথা শৃঙ্গং পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥ ৪৩

রাজন্! তারপর ভরদ্বাজনন্দন অশ্বথামা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই মহারথী সুরথকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৩৬½

তখন যুদ্ধস্থলে পাঞ্চাল-মহারথী সুরথও মেঘতুল্য গভীর শব্দকারী রথের দ্বারা অশ্বথামার দিকে ধাবিত হইলেন। ৩৭½

সর্ব্বপ্রকার ভারবহন করিতে সমর্থ, সুদৃঢ় ও উত্তম ধনু আকর্ষণ করত সুরথ অগ্নি এবং বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্বথামাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৩৮½

মহারথী সুরথকে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া অশ্বথামা সমরাঙ্গণে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৯½

তিনি তিনভাগে ভ্রূকুটি করিয়া নিজের ওষ্ঠপ্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে (চাটিতে) লাগিলেন এবং রোষভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত ধনুর গুণ পরিষ্কার করিয়া তিনি যমদণ্ড-সদৃশ তেজস্বী একটি তীক্ষ্ণ নারাচ প্রহার করিলেন। ৪০-৪১

যেরূপ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত বেগশালী বজ্র পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই নারাচ সবেগে সুরথের বক্ষঃস্থল ভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৪২

তাহার পর নারাচে গুরুতর আহত হইয়া সুরথ বজ্রে বিদীর্ণ পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ৪৩

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং তূর্ণং তমেব রথিনাং বরঃ॥ ৪৪
ততঃ সজ্জো মহারাজ দ্রৌণিরাহবদুর্ম্মদঃ।
অর্জুনং যোধয়ামাস সংশপ্তকবৃতো রণে॥ ৪৫
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীদর্জুনস্য পরৈঃ সহ।
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্॥ ৪৬
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম দৃষ্ট্বা তেষাং পরাক্রমম্।
যদেকো যুগপদ্ বীরান্ সমযোধয়দর্জুনঃ॥ ৪৭
বিমর্দঃ সুমহানাসীদেকস্য বহুভিঃ সহ।
শতক্রতুর্যথা পূর্ব্বং মহত্যা দৈত্যসেনয়া॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪

এই বীর সুরথ নিহত হইলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অতিক্রত সেই রথেই আরোহণ করিলেন॥ ৪৪

মহারাজ! তাহার পর যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া রণাঙ্গনে সংশপ্তকগণে পরিবৃত হইয়া রণদুর্ম্মদ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৫

সেখানে সূর্য্যদেব মধ্যদিবসে উপস্থিত হইলে পর শত্রুগণের সহিত অর্জুনের মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজেরই রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিল॥ ৪৬

সেই সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম দেখিয়া আমরা আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম যে, একাকী অর্জুন একই সময়ে এই সকল বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৪৭

যেরূপ পুরাকালে বিশাল দৈত্যসৈন্যগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ একমাত্র অর্জুনের বহুসংখ্যক বিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের সহিত মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োঃ, অর্জুনাশ্বত্থাম্নোঃ শল্যেন সহ নকুল-সাত্যকিপ্রভৃতীনাঞ্চ ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
চক্রতুঃ সুমহদ্ যুদ্ধং শরশক্তিসমাকুলম্॥ ১
তয়োরাসন্ মহারাজ শরধারাঃ সহস্রশঃ।
অম্বুদানাং যথা কালে জলধারাঃ সমন্ততঃ॥ ২
রাজা চ পার্ষতং বিদ্ধ্বা শরৈঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুং পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে বলবান্ দৃঢ়বিক্রমঃ।
সপ্তত্যা বিশিখানাং বৈ দুর্য্যোধনমপীড়য়ৎ॥ ৪
পীড়িতং বীক্ষ্য রাজানং সোদার্য্যা ভরতর্ষভ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং পরিবব্রুঃ স্ম পার্ষতম্॥ ৫
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সর্বতোঽতিরথৈর্ভৃশম্।
ব্যচরৎ সমরে রাজন্ দর্শয়ন্নস্ত্রলাঘবম্॥ ৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, অর্জুন ও অশ্বত্থামা এবং শল্যের সহিত নকুল ও সাত্যকি প্রভৃতির ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! একদিকে দুর্য্যোধন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাযুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ বাণ ও শক্তিসমূহের প্রহারে ব্যাপ্ত ছিল॥ ১

হে মহারাজ! যেরূপ বর্ষাকালে সর্ব্বদিকে মেঘের জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপে এই দুই বীর দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিক্ হইতে বাণসকলের সহস্র সহস্র ধারা বর্ষিত হইতেছিল॥ ২

রাজা দুর্য্যোধন পাঁচটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা উগ্রবাণযুক্ত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত পুনরায় সাতটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৩

তখন সুদৃঢ় পরাক্রমশালী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে সত্তরটি বাণ প্রহার করত দুর্য্যোধনকে পীড়িত করিলেন॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার সকল ভ্রাতা বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবৃত করিলেন॥ ৫

রাজন্! সেই অতিরথী বীরগণের দ্বারা সর্ব্বদিকে পরিবৃত

শিখণ্ডী কৃতবর্মাণং গৌতমঞ্চ মহারথম্।
প্রভদ্রকৈঃ সমাযুক্তো যোধয়ামাস ধন্বিনৌ ॥ ৭
তত্রাপি সুমহদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
প্রাণান্ সন্ত্যজতাং যুদ্ধে প্রাণদ্যূতাভিদেবনে ॥ ৮
শল্যঃ সায়কবর্ষাণি বিমুঞ্চন্ সর্বতোদিশম্।
পাণ্ডবান্ পীড়য়ামাস সসাত্যকি-বৃকোদরান্ ॥ ৯
তথা তৌ তু যমৌ যুদ্ধে যমতুল্যপরাক্রমৌ।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র বীর্যেণাস্ত্রবলেন চ ॥ ১০
শল্যসায়কনুন্নানাং পাণ্ডবানাং মহামৃধে।
ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্ত কেচিত্তত্র মহারথাঃ ॥ ১১
ততস্তু নকুলঃ শূরো ধর্মরাজে প্রপীড়িতে।
অভিদুদ্রাব বেগেন মাতুলং মাতৃনন্দনঃ ॥ ১২
সংছাদ্য সমরে শল্যং নকুলঃ পরবীরহা।
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ স্ময়মানঃ স্তনান্তরে ॥ ১৩
সর্বপারসবৈর্বাণৈঃ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈর্ধনুর্যন্ত্রপ্রচোদিতৈঃ ॥ ১৪
শল্যস্তু পীড়িতস্তেন স্বস্রীয়েণ মহাত্মনা।
নকুলং পীডয়ামাস পত্রিভির্নতপর্বভিঃ ॥ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনোঽথ সাত্যকিঃ।
সহদেবশ্চ মাদ্রেয়ো মদ্ররাজমুপাদ্রবন্ ॥ ১৬
তানাপতত এবাশু পূরয়াণান্ রথস্বনৈঃ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কম্পয়ানাংশ্চ মেদিনীম্ ॥ ১৭
প্রতিজগ্রাহ সমরে সেনাপতিরমিত্রজিৎ।
যুধিষ্ঠিরং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা ভীমসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৮
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ সহদেবং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ততস্তু সশরং চাপং নকুলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯
মদ্রেশ্বরঃ ক্ষুরপ্রেণ তদা মাবিষ চিচ্ছিদে।
তদশীর্য্যত বিচ্ছিন্নং ধনুঃ শল্যস্য সায়কৈঃ ॥ ২০

হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

অপর দিকে শিখণ্ডী প্রভদ্রকসৈন্যগণের সহিত কৃতবর্মা এবং মহারথী কৃপাচার্য্য—এই দুই ধনুর্দ্ধরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭

প্রজানাথ! সেখানেও জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল ॥ ৮

অন্যদিকে শল্য সর্ব্বদিকে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধে সাত্যকি ও ভীমসেনের সহিত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৯

রাজেন্দ্র! তিনি যুদ্ধে যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী নকুল ও সহদেবের সহিতও স্বীয় পরাক্রম এবং অস্ত্রবলের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ১০

যখন শল্য নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-মহারথী যোদ্ধাগণকে আহত করিতেছিলেন, তখন সেই সময় সেই মহাসমরে তাঁহারা নিজেদের কোন রক্ষক পাইলেন না ॥ ১১

যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শল্যের অস্ত্রাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন মাতার আনন্দবর্দ্ধনকারী নকুল তীব্রবেগে নিজ মাতুল শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

শত্রুবীরহন্তা নকুল সমরাঙ্গণে শল্যকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

এই সব বাণই লৌহময় ছিল এবং কর্ম্মকারগণ ইহাদিগকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল বাণে স্বর্ণের পক্ষ যোজিত ছিল ও শিলাতে শান দিয়া তীক্ষ্ণধার করা হইয়াছিল। এই দশটি বাণ ধনুরূপে যন্ত্রে আরোপ করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৪

নিজের ভগিনীপুত্র মহাত্মা নকুল কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শল্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব একসঙ্গে মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

ইঁহারা নিজ নিজ রথের ঘর্ঘর শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহকে পরিপূরিত করিতে করিতে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতেছিলেন। সহসা আক্রমণকারী এই সব বীরগণকে শত্রুবিজয়ী সেনাপতি শল্য রণাঙ্গনে নিবারণ করিলেন ॥ ১৭½

মাননীয় ভূপাল! মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিকে একশত এবং সহদেবকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া মহাত্মা নকুলের বাণসহ ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৮-২০

অথান্যদ্ ধনুরাদায় মাদ্রীপুত্রো মহারথঃ ।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং পূরয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ২১
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশং সহদেবশ্চ মারিষ ।
দশভির্দশভির্বাণৈরুরস্যেনমবিধ্যতাম্ ॥ ২২
ভীমসেনস্ততং ষষ্ট্যা সাত্যকির্দশভিঃ শরৈঃ ।
মদ্ররাজমভিদ্রুত্য জঘ্নতুঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥ ২৩
মদ্ররাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ।
বিব্যাধ ভূয়ঃ সপ্তত্যা শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ২৪
অথাস্য সশরং চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ মারিষ ।
হয়াংশ্চ চতুরঃ সংখ্যে প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ২৫
বিরথং সাত্যকিং কৃত্বা মদ্ররাজো মহারথঃ ।
বিশিখানাং শতেনৈনমাজঘান সমন্ততঃ ॥ ২৬
মাদ্রীপুত্রৌ চ সংরব্ধৌ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্ ।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ কৌরব্য বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম মদ্ররাজস্য পৌরুষম্ ।
যদেনং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্তন্ত সংযুগে ॥ ২৮
অথান্যং রথমাস্থায় সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ।
পীড়িতান্ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা মদ্ররাজবশং গতান্ ॥ ২৯
অভিদুদ্রাব বেগেন মদ্রাণামধিপং বলাৎ ।
আপতন্তং রথং তস্য শল্যঃ সমিতিশোভনঃ ॥ ৩০
প্রত্যুদ্যযৌ রথেনৈব মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ।
স সংনিপাতস্তুমুলো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ৩১
সাত্যকেশ্চৈব শূরস্য মদ্রাণামধিপস্য চ ।
যাদৃশো বৈ পুরা বৃত্তঃ শম্বরামররাজয়োঃ ॥ ৩২
সাত্যকিঃ প্রেক্ষ্য সমরে মদ্ররাজমবস্থিতম্ ।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৩
মদ্ররাজস্তু সুভৃশং বিদ্ধস্তেন মহাত্মনা ।
সাত্যকিং প্রতিবিব্যাধ চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৪
ততঃ পার্থা মহেষ্বাসাঃ সাত্বতাভিসৃতং নৃপম্ ।
অভ্যবর্তন্ রথৈস্তূর্ণং মাতুলং বধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩৫

ইহার পর মাদ্রীনন্দন মহারথী নকুল অতিক্রুত অপর ধনু গ্রহণ করত মদ্ররাজ শল্যের রথকে বাণসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২১

আর্য্য! এই সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও সহদেব দশটি দশটি বাণে মদ্রপতি শল্যের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

ভীমসেন ষাট্ এবং সাত্যকি কঙ্কপত্রযুক্ত দশটি বাণে মদ্ররাজ শল্যের উপর সবেগে আঘাত করিলেন ॥ ২৩

তখন কুপিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য সাত্যকিকে আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ২৪

মাননীয়! ইহার পর শল্য তাঁহার বাণসহ ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিয়া দিলেন এবং রণাঙ্গনে তাঁহার চারিটি অশ্বকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫

সাত্যকিকে রথহীন করিয়া দিয়া মহারথী মদ্ররাজ শল্য একশত বাণে তাঁহাকে চারিদিকে আঘাত করিলেন ॥ ২৬

কুরুনন্দন! কেবল ইহাই নহে, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ মাদ্রী-নন্দন নকুল-সহদেব, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭

সেই মহাসংগ্রামে আমরা মদ্ররাজ শল্যের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও ইঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৮

তাহার পর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি অপর একটি রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে পীড়িত এবং মদ্ররাজ শল্যের অধীনস্থ হইতে দেখিয়া তীব্রবেগে বলপূর্ব্বক তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯½

যুদ্ধে সুশোভিত শল্য তাঁহার রথকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ংই রথের দ্বারা তাঁহার দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইলেন, যেরূপ কোন এক মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে ॥ ৩০½

বীরবর সাত্যকি ও মদ্ররাজ শল্য এই উভয়ের সেই সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল। এই সংগ্রাম সেইরূপ ছিল, যেরূপ পুরাকালে শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ৩১-৩২

সাত্যকি সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যকে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—অবস্থান কর, অবস্থান কর ॥ ৩৩

মহাত্মা সাত্যকিকর্তৃক অত্যন্ত গুরুতর আহত হইয়া মদ্ররাজ শল্য বিচিত্র পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সাত্যকিকেও বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৪

ততঃ আসীৎ পরামর্দস্তুমুলঃ শোণিতোদকঃ।
শূরাণাং যুধ্যমানানাং সিংহানামিব নর্দতাম্ ॥ ৩৬
তেষামাসীম্মহারাজ ব্যতিক্ষেপঃ পরস্পরম্।
সিংহানামামিষেপ্সূনাং কূজতামিব সংযুগে ॥ ৩৭
তেষাং বাণসহস্রৌঘৈরাকীর্ণা বসুধাভবৎ।
অন্তরিক্ষঞ্চ সহসা বাণভূতমভূত্তদা ॥ ৩৮
শরান্ধকারং সহসা কৃতং তত্র সমন্ততঃ।
অভ্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে শরৈর্মুক্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৯
তত্র রাজন্ শরৈর্মুক্তৈর্নির্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ প্রকাশদ্ভির্ব্যরোচন্ত দিশস্তদা ॥ ৪০
তত্রাদ্ভুতং পরং চক্রে শল্যঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
যদেকঃ সমরে শূরো যোধয়ামাস বৈ বহূন্ ॥ ৪১
মদ্ররাজভুজোৎসৃষ্টৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
সম্পতদ্ভিঃ শরৈর্ঘোরৈরবাকীর্য্যত মেদিনী ॥ ৪২
তত্র শল্যরথং রাজন্ বিচরন্তং মহাহবে।
অপশ্যাম যথাপূর্বং শক্রস্যাসুরসংক্ষয়ে ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তখন মহাধনুর্দ্ধর পৃথা (কুন্তী)-পুত্রগণ সাত্যকির সহিত যুদ্ধরত মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় রথসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫

তাহার পর সেখানে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সিংহের ন্যায় গর্জন ও যুদ্ধ করিতে করিতে বীরবর যোদ্ধাগণের রক্ত জলের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

মদ্ররাজ! যেরূপ মাংসের লোভে সিংহ সকল গর্জন করিতে করিতে পরস্পর সংগ্রাম করিতে থাকে, সেইরূপ সেই যুদ্ধস্থলে এই সমস্ত যোদ্ধাগণের পরস্পর ভয়ানক প্রহার চলিতে লাগিল। ৩৭

সেই সময় ইহাদের সহস্র সহস্র বাণসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল এবং আকাশও সহসা বাণময় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

সেই মহাত্মা বীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সহসা চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। যেন তখন মেঘসকলের ছায়ার ন্যায় উহা প্রতীয়মান হইতেছিল। ৩৯

রাজন্! খোলোসমুক্ত সর্পগণের ন্যায় সেখানে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত দেদীপ্যমান বাণসকল সেই সময় চারিদিকেই শোভা পাইতে থাকিল ॥ ৪০

সেই রণাঙ্গনে শত্রুসূদন বীরবর শল্য এই অতিশয় অদ্ভুত পরাক্রম করিলেন যে, তিনি একাকীই এই বহুসংখ্যক বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪১

মদ্ররাজ শল্যের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষযুক্ত ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা সেখানকার সম্পূর্ণ রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল। ৪২

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে অসুরগণকে বিনাশ করিবার সময় ইন্দ্রের রথ অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ এই মহাসমরে আমরা রাজা শল্যের রথকে বিচরণ করিতে দেখিলাম ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবকৌরবসৈন্যানাং দ্বন্দ্বযুদ্ধম্, ভীমসেনেন দুর্য্যোধনস্য যুধিষ্ঠিরেণ শল্যস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সৈন্যাস্তব বিভো মদ্ররাজপুরস্কৃতাঃ।
পুনরভ্যদ্রবন্ পার্থান্ বেগেন মহতা রণে ॥ ১
পীড়িতাস্তাবকাঃ সর্ব্বে প্রধাবন্তো রণোৎকটাঃ।
ক্ষণেন চৈব পার্থাংস্তে বহুত্বাৎ সমলোড়য়ন্ ॥ ২
তে বধ্যমানাঃ সমরে পাণ্ডবা নাবতস্থিরে।
নিবার্য্যমাণা ভীমেন পশ্যতোঃ কৃষ্ণয়োস্তদা ॥ ৩
ততো ধনঞ্জয়ঃ ক্রুদ্ধঃ কৃপং সহ পদানুগৈঃ।
অবাকিরচ্ছরৌঘেণ কৃতবর্মাণমেব চ ॥ ৪
শকুনিং সহদেবস্তু সহসৈন্যমবাকিরৎ।
নকুলঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্বা মদ্ররাজমবৈক্ষত ॥ ৫
দ্রৌপদেয়া নরেন্দ্রাংশ্চ ভূয়িষ্ঠান্ সমবারয়ন্।
দ্রোণপুত্রঞ্চ পাঞ্চাল্যং শিখণ্ডী সমবারয়ৎ ॥ ৬
ভীমসেনস্তু রাজানং গদাপাণিরবারয়ৎ।
শল্যং তু সহ সৈন্যেন কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৭
ততঃ সমভবৎ সৈন্যং সংসক্তং তত্র তত্র হ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্ ॥৮
তত্র পশ্যাম্যহং কর্ম শল্যস্যাতিমহদ্রণে।
যদেকঃ সর্বসৈন্যানি পাণ্ডবানামযোধয়ৎ ॥৯
ব্যদৃশ্যত তদা শল্যো যুধিষ্ঠিরসমীপতঃ।
রণে চন্দ্রমসোঽভ্যাশে শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥ ১০
পীড়য়িত্বা তু রাজানং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
অভ্যধাবৎ পুনর্ভীমং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১১
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা তথৈব চ কৃতাস্ত্রতাম্।
অপূজয়ন্ননীকানি পরেষাং তাবকানি চ ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়

[পাণ্ডব ও কৌরবসৈন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীমসেনকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! তদনন্তর আপনার সমস্ত সৈন্যরা রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করিয়া পুনরায় তীব্রবেগে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত আপনার সমস্ত যোদ্ধারা যদিও পীড়িত হইয়াছিলেন, তথাপি সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তাঁহারা সকলে ধাবিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২

সমরাঙ্গণে কৌরব-সৈন্যদের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডব-যোদ্ধাগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাতে ভীমসেন নিষেধ করিলেও সেখানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩

তদনন্তর অন্যদিকে ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন অগ্রগামী যোদ্ধাদের সহিত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে স্বীয় বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

সহদেব সৈন্যসহ শকুনিকে বাণসকলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। নকুল পার্শ্বেই অবস্থিত মদ্ররাজ শল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫

দ্রৌপদীর পুত্রগণ বহুসংখ্যক রাজাকে নিবারণ করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ৬

ভীমসেন হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে প্রতিরোধ করিলেন এবং সৈন্যসহ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শল্যকে নিবারণ করিলেন ॥ ৭

তাহার পর সংগ্রামে অনিবৃত্ত আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যেখানে সেখানে পরস্পর যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮

সেখানে রণাঙ্গনে আমি রাজা শল্যের এই অতিশয় অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি একাকীই পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সেই সময় শল্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে এরূপ দৃষ্ট হইতেছিলেন, যেন চন্দ্রের নিকটে শনৈশ্চর (শনি) গ্রহ অবস্থান করিতেছেন ॥ ১০

তিনি বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে করিতে পুনরায় ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ১১

ইঁহার সেই নৈপুণ্য ও অস্ত্রসমূহের জ্ঞান দেখিয়া আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারাও তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

পীড্যমানাস্তু শল্যেন পাণ্ডবা ভৃশবিক্ষতাঃ।
প্রাদ্রবন্ত রণং হিত্বা ক্রোশমানে যুধিষ্ঠিরে॥ ১৩
বধ্যমানেষ্বনীকেষু মদ্ররাজেন পাণ্ডবঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১৪
ততঃ পৌরুষমাস্থায় মদ্ররাজমতাড়য়ৎ।
জয়ো বাস্তু বধে বাস্তু কৃতবুদ্ধির্মহারথঃ॥ ১৫
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বান্ ভ্রাতৃন্ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ যে চান্যে পৃথিবীক্ষিতঃ॥ ১৬
কৌরবার্থে পরাক্রান্তাঃ সংগ্রামে নিধনং গতাঃ।
যথাভাগং যথোৎসাহং ভবন্তঃ কৃতপৌরুষাঃ॥ ১৭
ভাগোঽবশিষ্ট একোঽয়ং মম শল্যো মহারথঃ।
সোঽহমদ্য যুধা জেতুমাশংসে মদ্রকাধিপম্॥ ১৮
তত্র যন্মানসং মহ্যং তৎ সর্বং নিগদামি বঃ।
চক্ররক্ষাবিমৌ বীরৌ মম মাদ্রবতীসুতৌ॥ ১৯
অজেয়ৌ বাসবেনাপি সমরে শূরসম্মতৌ।
সাধ্বিমৌ মাতুলং যুদ্ধে ক্ষত্রধর্মপুরস্কৃতৌ॥ ২০
মদর্থে প্রতিযুধ্যেতাং মানার্হৌ সত্যসঙ্গরৌ।
মাং বা শল্যো রণে হন্তা তং বাহং ভদ্রমস্তু বঃ॥ ২১
ইতি সত্যামিমাং বাণীং লোকবীরা নিবোধত।
যোৎস্যেঽহং মাতুলেনাদ্য ক্ষাত্রধর্মেণ পার্থিবাঃ। ২২
স্বমংশমভিসন্ধায় বিজয়ায়েতরায় চ।
তস্য মেঽপ্যধিকং শস্ত্রং সর্বোপকরণানি চ॥ ২৩
সংসজ্জন্তু রথে ক্ষিপ্রং শাস্ত্রবদ্ রথযোজকাঃ।
শৈনেয়ো দক্ষিণং চক্রং ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথোত্তরম্॥ ২৪
পৃষ্ঠগোপো ভবত্বদ্য মম পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
পুরঃসরো মমাদ্যাস্তু ভীমঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ২৫
এবমভ্যধিকঃ শল্যাদ্ ভবিষ্যামি মহামৃধে।
এবমুক্তাস্তথা চক্রুস্তদা রাজ্ঞঃ প্রিয়ৈষিণঃ॥ ২৬

শল্য কর্ত্তৃক পীড়িত ও অত্যন্ত আহত হইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যেরা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিতে থাকিলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন॥ ১৩

যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ত্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যেরা এইভাবে নিহত হইতে থাকিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন॥ ১৪

তদনন্তর তিনি নিজের পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণ করত মদ্ররাজ শল্যের উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন। মহারথী যুধিষ্ঠির তখন এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, আমার জয় লাভ হইবে অথবা আমার বিনাশ হইবে॥ ১৫

তিনি নিজের সমস্ত ভ্রাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—বীরগণ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনের জন্য পরাক্রম করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তোমরাও নিজ নিজ ভাগের কার্য্য উৎসাহ সহকারে পুরুষার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাধা করিয়াছ॥ ১৬-১৭

এখন একমাত্র মহারথী শল্য অবশিষ্ট আছেন, যিনি আমার ভাগে পড়িয়াছেন। অতএব আজ আমি এই মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছি॥ ১৮

ইহার সম্বন্ধে আমার যে সমস্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে; উহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। যিনি সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের পক্ষেও অজেয় এবং বীরবর যোদ্ধাগণের দ্বারা সম্মানিত, সেই দুই মাদ্রীনন্দন বীর নকুল ও সহদেব আমার রথচক্রসকল রক্ষা করুক॥ ১৯½

ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া এই সম্মান-লাভের যোগ্য সত্যপ্রতিজ্ঞ নকুল ও সহদেব আমার জন্য সমরাঙ্গণে নিজের মাতুল শল্যের সহিত উত্তমরূপে যুদ্ধ করিবে। এই যুদ্ধে শল্য আমাকে বধ করিবেন কিংবা আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব। তোমাদের মঙ্গল হউক॥ ২০-২১

বিশ্ববিখ্যাত বীরগণ! তোমরা আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর। ভূপতিবৃন্দ! আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে নিজের ভাগের কার্য্য পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জয় অথবা বধের জন্য মাতুল শল্যের সহিত যুদ্ধ করিব॥ ২২½

অতএব রথযোজনাকারীরা আমার রথ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অধিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত করিয়া রাখুক॥ ২৩½

(নকুল-সহদেবের অতিরিক্ত) সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করুক এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার বামচক্র রক্ষা করুক। আজ কুন্তীনন্দন অর্জুন আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিরত থাকুক এবং অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক॥ ২৪-২৫

এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পর আমি এই মহাযুদ্ধে শল্য হইতে অধিক শক্তিশালী হইয়া যাইব। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক ভ্রাতারা সেই সময় তাহাই সম্পাদন করিলেন॥ ২৬

ততঃ প্রহর্ষঃ সৈন্যানাং পুনরাসীৎ তদা মৃধে।
পাঞ্চালানাং সোমকানাং মৎস্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭
প্রতিজ্ঞাং তাং তদা রাজা কৃত্বা মদ্রেশমভ্যয়াৎ।
ততঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্কলান্ ॥ ২৮
অবাদয়ন্ত পাঞ্চালাঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে।
তেঽভ্যধাবন্ত সংরব্ধা মদ্ররাজং তরস্বিনম্ ॥ ২৯
মহতা হর্ষজেনাথ নাদেন কুরুপুঙ্গবাঃ।
হ্রাদেন গজ-ঘণ্টানাং শঙ্খানাং নিনদেন চ ॥ ৩০
তূর্য্যশব্দেন মহতা নাদয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
তান্ প্রত্যগৃহ্লাৎ পুত্রস্তে মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
মহামেঘানিব বহূন্ শৈলাবস্তোদয়াবুভৌ।
শল্যস্তু সমরশ্লাঘী ধর্ম্মরাজমরিন্দমম্ ॥ ৩২
ববর্ষে শরবর্ষেণ শম্বরং মঘবা ইব।
তথৈব কুরুরাজোঽপি প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ॥ ৩৩
দ্রোণোপদেশান্ বিবিধান্ দর্শয়ানো মহামনাঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ ॥ ৩৪
ন চাস্য বিবরং কশ্চিদ্ দদর্শ চরতো রণে।
তাবুভৌ বিবিধৈর্বাণৈস্তততক্ষাতে পরস্পরম্ ॥ ৩৫
শার্দূলাবামিষপ্রেপ্সূ পরাক্রান্তাবিবাহবে।
ভীমস্তু তব পুত্রেণ যুদ্ধশৌণ্ডেন সঙ্গতঃ ॥ ৩৬
পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শকুনিপ্রমুখান্ বীরান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং পুনরেব জয়ৈষিণাম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩৮
দুর্য্যোধনস্তু ভীমস্য শরেণানতপর্ব্বণা।
চিচ্ছেদাদিশ্য সংগ্রামে ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৩৯
স কিঙ্কিণীকজালেন মহতা চারুদর্শনঃ।
পপাত রুচিরঃ সংখ্যে ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥ ৪০
পুনশ্চাস্য ধনুশ্ছিত্ত্বং গজরাজকরোপমম্।
ক্ষুরেণ শিতধারেণ প্রচকর্ত নরাধিপঃ ॥ ৪১

তদনন্তর সেই যুদ্ধস্থলে পুনরায় পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিশেষতঃ পাঞ্চাল, সোমক এবং মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণের মনে অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ২৭

রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করত রাজা শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহার পর পাঞ্চাল-যোদ্ধারা শঙ্খ, ভেরী এবং শত শত প্রকারের প্রভূত রণবাদ্য বাজাইতে ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

সেই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীরগণ রুষ্ট হইয়া প্রচণ্ড হর্ষনাদের সহিত বেগশালী বীর মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯½

হস্তীদের ঘণ্টাসকলের শব্দ, শঙ্খসমূহের ধ্বনি এবং বাদ্য-সকলের তীব্র শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন ॥ ৩০½

সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এবং পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্য ইঁহাদের সকলের অগ্রগতি সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ অস্তাচল ও উদয়াচল এই দুইজনে বহু সংখ্যক মহামেঘকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩১½

যুদ্ধের প্রশংসাকারী মদ্ররাজ শল্য শত্রুদমন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ শম্বরাসুরের উপর দেবরাজ ইন্দ্র বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২½

এইরূপ মহামনস্বী কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরও সুন্দর ধনু হস্তে গ্রহণ করত দ্রোণাচার্য্যপ্রদত্ত নানাপ্রকার উপদেশ প্রদর্শন করিতে করিতে শীঘ্রতাসহকারে সুন্দর ও বিচিত্র রীতিতে বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

রণাঙ্গনে বিচরণকারী যুধিষ্ঠিরের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি কেহই দেখিতে পাইলেন না। মাংসের লোভে পরাক্রমপ্রকাশকারী দুইটি সিংহের ন্যায় এই দুই বীর যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! ভীমসেন ত' আপনার যুদ্ধনিপুণ পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সর্ব্বদিকে শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৩৬-৩৭

হে রাজন্! জয়াভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে সেই সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা আপনারই কুমন্ত্রণার পরিণাম ছিল ॥ ৩৮

দুর্য্যোধন নাম ঘোষণা করত আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সংগ্রামে ভীমসেনের স্বর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

দেখিতে মনোহর ও সুন্দর সেই ধ্বজ ভীমসেনের সাক্ষাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের সহিত যুদ্ধস্থলে পতিত হইল ॥ ৪০

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন তীক্ষ্ণধার ক্ষুরবাণের দ্বারা ভীমসেনের হস্তিশুণ্ডসদৃশ বিচিত্র ধনুটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন।

স চ্ছিন্নধন্বা তেজস্বী রথশক্ত্যা সুতং তব।
বিভেদোরসি বিক্রম্য স রথোপস্থ আবিশৎ ॥৪২
তস্মিন্ মোহমনুপ্রাপ্তে পুনরেব বৃকোদরঃ।
যন্তুরেব শিরঃ কায়াৎ ক্ষুরপ্রেণাহরৎ তদা ॥ ৪৩
হতসূতা হয়াস্তস্য রথমাদায় ভারত।
ব্যদ্রবন্ত দিশো রাজন্ হাহাকারস্তদাভবৎ ॥ ৪৪
তমভ্যধাবৎ ত্রাণার্থং দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ পুত্রং তেঽপি পরীপ্সবঃ ॥ ৪৫
তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে ত্রস্তাস্তস্য পদানুগাঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বিস্ফার্য্য ধনুস্তানহনচ্ছরৈঃ ॥৪৬
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশমভ্যধাবদমর্ষিতঃ।
স্বয়ং সংনোদয়ন্নশ্বান্ দন্তবর্ণান্ মনোজবান্ ॥ ৪৭
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তো যৎ তদা দারুণোঽভবৎ ॥ ৪৮
বিবৃতাক্ষশ্চ কৌন্তেয়ো বেপমানশ্চ মন্যুনা।
চিচ্ছেদ যোধান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৪৯
যাং যাং প্রত্যুদ্যযৌ সেনাং তাং তাং জ্যেষ্ঠঃ স পাণ্ডবঃ।
শরৈরপাতয়দ্ রাজন্ গিরীন্ বজ্রৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৫০
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ রথিনঃ পাতয়ন্ বহূন্।
অক্রীড়দেকো বলবান্ পবনস্তোয়দানিব ॥ ৫১
সাশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ পত্তীংশ্চৈব সহস্রধা।
ব্যপোথয়ত সংগ্রামে ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব ॥ ৫২
শূন্যমায়োধনং কৃত্বা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
অভ্যদ্রবত মদ্রেশং তিষ্ঠ শল্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৩
তস্য তচ্চরিতং দৃষ্ট্বা সংগ্রামে ভীমকর্মণঃ।
বিত্রেসুস্তাবকাঃ সর্বে শল্যস্ত্বেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৫৪

ধনু ছিন্ন হইলে পর তেজস্বী ভীমসেন পরাক্রমসহকারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষে রথশক্তি প্রহার করিলেন। ইহার আঘাতে মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধন রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪১-৪২

তিনি মূর্চ্ছিত হইলে পর ভীমসেন পুনরায় একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪৩

ভরতবংশধর রাজন্! সারথি নিহত হইলে পর তাঁহার অশ্বগণ রথ লইয়া চারিদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল ॥ ৪৪

তখন মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাও আপনার পুত্রকে রক্ষা করিতে দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ৪৫

এইরূপ যখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে বিশ্রী অবস্থা উপনীত হইল, তখন দুর্য্যোধনের অনুগামী সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুন নিজ ধনু আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সকলকে নিহত করিলেন ॥ ৪৬

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমর্ষে পূর্ণ হইয়া দন্তসদৃশ শুভ্রবর্ণ ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে স্বয়ংই চালনা করিতে করিতে মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৭

সেখানে আমরা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলাম। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জিতেন্দ্রিয় এবং কোমল স্বভাবের হইলেও সেই সময় কঠোর হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৮

ক্রোধে কম্পিত হইতে হইতে এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দর্শন করিতে করিতে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিলেন ॥ ৪৯

রাজন্! যেরূপ ইন্দ্র উত্তম বজ্রের প্রহারে পর্ব্বতসকলকে ভূপাতিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যে যে সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই সেই সৈন্যদিগকে তিনি নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিলেন ॥ ৫০

যেরূপ প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ বলবান্ যুধিষ্ঠির একাকীই অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ এবং রথসহ বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

যেরূপ ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব পশু (জীব)-গণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির এই সংগ্রামে কুপিত হইয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণকে সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫২

তিনি স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া যুদ্ধস্থলের চারিদিক্ শূন্য করিয়া দিয়া মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—শল্য! তুমি রণাঙ্গনে অবস্থান কর ॥ ৫৩

যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী যুধিষ্ঠিরের এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু শল্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৪

ততস্তৌ ভৃশসংক্রুদ্ধৌ প্রধ্মায় সলিলোদ্ভবৌ।
সমাহ্বয় তদান্যোন্যং ভর্ৎসয়ন্তৌ সমীয়তুঃ॥ ৫৫

শল্যস্তু শরবর্ষেণ পীড়য়ামাস পাণ্ডবম্।
মদ্ররাজং তু কৌন্তেয়ঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ৫৬

অদৃশ্যেতাং তদা রাজন্ কঙ্কপত্রিভিরাচিতৌ।
উদ্ভিন্নরুধিরৌ শূরৌ মদ্ররাজ-যুধিষ্ঠিরৌ॥ ৫৭

পুষ্পিতৌ শুশুভাতে বৈ বসন্তে কিংশুকৌ যথা।
দীপ্যমানৌ মহাত্মানৌ প্রাণদ্যূতেন দুর্মদৌ॥ ৫৮

দৃষ্ট্বা সর্বাণি সৈন্যানি নাধ্যবস্যংস্তয়োর্জয়ম্।
হত্বা মদ্রাধিপং পার্থো ভোক্ষ্যতেঽদ্য বসুন্ধরাম্॥ ৫৯

শল্যো বা পাণ্ডবং হত্বা দদ্যাদ্ দুর্য্যোধনায় গাম্।
ইতীব নিশ্চয়ো নাভূদ্ যোধানাং তত্র ভারত॥ ৬০

প্রদক্ষিণমভূৎ সর্বং ধর্মরাজস্য যুধ্যতঃ।
ততঃ শরশতং শল্যো মুমোচাথ যুধিষ্ঠিরে॥ ৬১

ধনুশ্চাস্য শিতাগ্রেণ বাণেন নিরকৃন্তত।
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় শল্যং শরশতৈস্ত্রিভিঃ॥ ৬২

অবিধ্যৎ কার্মুকং চাস্য ক্ষুরেণ নিরকৃন্তত।
অথাস্য নিজঘানাশ্বাংশ্চতুরো নতপর্বভিঃ॥ ৬৩

দ্বাভ্যামতিশিতাগ্রাভ্যামুভৌ তৎ পার্ষ্ণিসারথী।
ততোঽস্য দীপ্যমানেন পীতেন নিশিতেন চ॥ ৬৪

প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ ধ্বজম্।
ততঃ প্রভগ্নং তৎ সৈন্যং দৌর্য্যোধনমরিন্দম॥ ৬৫

ততো মদ্রাধিপং দ্রৌণিরভ্যধাবৎ তথা কৃতম্।
আরোপ্য চৈনং স্বরথে ত্বরমাণঃ প্রদুদ্রুবে॥ ৬৬

মুহূর্তমিব তৌ গত্বা নর্দমানো যুধিষ্ঠিরে।
স্থিত্বা ততো মদ্রপতিরন্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ॥ ৬৭

তারপর এই দুই বীর যুধিষ্ঠির ও শল্য কুপিত হইয়া শঙ্খবাদন করত পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে করিতে যুদ্ধে মিলিত হইলেন॥ ৫৫

শল্য এই সময় বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন এবং কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরও বহু বাণবর্ষণ করত মদ্ররাজ শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৫৬

রাজন্! এই সময় বীরবর মদ্ররাজ শল্য ও যুধিষ্ঠির উভয়েই কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রক্ত প্রবাহিত করিতেছেন—ইহা দেখা যাইতে লাগিল। ৫৭

যেরূপ বসন্তকালে বিকসিত দুইটি পলাশবৃক্ষ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই জনেরও শোভা হইতে লাগিল। প্রাণের পণ রাখিয়া যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়া করিতে করিতে এই দুই মদমত্ত মহাত্মা ও দীপ্তিমান্ বীরকে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যই এই নিশ্চয় করিলেন যে, অতঃপর এই দুই জনের মধ্যে কোন এক জনের জয়লাভ হইবে। ৫৮½

হে ভারত! "আজ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে সংহার করিয়া এক পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবেন অথবা শল্যই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করত দুর্য্যোধনকে এই ভূমণ্ডলের রাজ্য সমর্পণ করিবেন" এরূপ কোনও সুনিশ্চয় সেখানে যোদ্ধাগণের হইল না। ৫৯-৬০

যুদ্ধ করিবার সময় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সব কিছুই প্রদক্ষি(ণ) (অনুকূল) হইতেছিল। তদনন্তর শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং একটি তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট বাণে তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন। ৬১½

তখন যুধিষ্ঠির অপর ধনুর্গ্রহণ করত শল্যকে তিনশত বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ক্ষুরপ্রবাণে তাঁহার ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ইহার পর আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তাহার পর দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর একটি নির্ম্মল ও পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত শল্যের ধ্বজকেও ছেদন করিয়া দিলেন। হে শত্রুদমন ভূপাল! তাহার পর দুর্য্যোধনের সেই সৈন্যগণ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। ৬২-৬৫

সেই সময় মদ্ররাজ শল্যের এরূপ অবস্থা হইতে দেখি(য়া) অশ্বত্থামা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে নিজের র(থে) আরোহণ করাইয়া সত্বর সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৬৬

যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্তকাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিংহসদৃশ গর্জ্জ(ন) করিতে লাগিলেন। তাহার পর মদ্ররাজ শল্য ঈষৎ হাস্য কর(ত) অপর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল রথ বিধি(র) অনুসারে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে মেঘের গ(র্জ্জন)

বিধিবৎ কল্পিতং শুভ্রং মহাম্বুদনিনাদিনম্।
সজ্জযন্ত্রোপকরণং দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যযুধিষ্ঠিরযুদ্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল। ইহার মধ্যে যন্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ স্থাপিত ছিল এবং এই রথ শত্রুদের লোমহর্ষণ করিতেছিল। ৬৭-৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে শল্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন রাজ্ঞঃ শল্যস্যাশ্বানাং সারথেশ্চ বিনাশশ্চ, যুধিষ্ঠিরেণ রাজ্ঞঃ শল্যস্য তদীয়-ভ্রাতৃণাঞ্চ সংহারঃ, কৃতবর্ম্মণঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথান্যদ্ ধনুরাদায় বলবান্ বেগবত্তরম্।
যুধিষ্ঠিরং মদ্রপতির্ভিত্ত্বা সিংহ ইবানদৎ ॥ ১
ততঃ স শরবর্ষেণ পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ২
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা ভীমসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
সহদেবং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ৩
তাংস্তানন্যান্ মহেষ্বাসান্ সাশ্বান্ সরথ-কূবরান্।
অর্দ্দয়ামাস বিশিখৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরান্ ॥ ৪
কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহানশ্বানশ্বপ্রযায়িনঃ।
রথাংশ্চ রথিনঃ সার্দ্ধং জঘান রথিনাং বরঃ ॥ ৫
বাহূংশ্চিচ্ছেদ তরসা সায়ুধান্ কেতনানি চ।
চকার চ মহীং যোধৈস্তীর্ণাং বেদীং কুশৈরিব ॥ ৬
তথা তমরিসৈন্যানি ঘ্নন্তং মৃত্যুমিবান্তকম্।
পরিবব্রুর্ভৃশং ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডু-পাঞ্চাল-সোমকাঃ ॥৭
তং ভীমসেনশ্চ শিনেশ্চ নপ্তা
মাদ্র্যাশ্চ পুত্ত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
সমাগতং ভীমবলেন রাজ্ঞা
পর্য্যাপ্তমন্যোন্যমথাহ্বয়ন্ত ॥৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক রাজা শল্যের অশ্বগণ ও সারথির বিনাশ, যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শল্য এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের সংহার ও কৃতবর্ম্মার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বলবান্ মদ্ররাজ শল্য অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ধনু গ্রহণ করত যুধিষ্ঠিরকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। ১

তাহার পর অমেয় আত্মবল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরগণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। ২

তিনি সাত্যকিকে দশ, ভীমসেনকে তিন এবং সহদেবকেও তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। ৩

যেরূপ কোন ব্যাধ (শিকারী) প্রজ্বলিত কাষ্ঠসমূহের দ্বারা হস্তিগণকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকেও অশ্ব, রথ ও কূবরসহ নিজের বাণসকলের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৪

রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শল্য গজ ও গজারোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং রথ ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে একই সঙ্গে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৫

তিনি অস্ত্রসহ বাহুসকল এবং ধ্বজসমূহকে সবেগে ছেদন করিলেন ও ভূতলে সেইভাবে যোদ্ধাগণের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যেরূপ বেদীর উপর কুশ পাতিত করা হইয়া থাকে। ৬

এইরূপ মৃত্যু ও যমরাজের ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে অবস্থিত রাজা শল্যকে ক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সোমক-যোদ্ধারা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৭

ভীমসেন, শিনিপৌত্র সাত্যকি এবং মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেব—ইহারা ভয়ঙ্কর বলশালী রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে মিলিত সামর্থ্যশালী বীর শল্যকে পরস্পর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। ৮

ততস্তু শূরাঃ সমরে নরেন্দ্র
নরেশ্বরং প্রাপ্য যুধাং বরিষ্ঠম্।
আবার্য্য চৈনং সমরে নৃবীরা
জঘ্নুঃ শরৈঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥ ৯

সংরক্ষিতো ভীমসেনেন রাজা
মাদ্রীসুতাভ্যামথ মাধবেন।
মদ্রাধিপং পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ-
স্তনান্তরে ধর্ম্মসুতো নিজঘ্নে ॥ ১০

ততো রণে তাবকানাং রথৌঘাঃ
সমীক্ষ্য মদ্রাধিপতিং শরার্ত্তম্।
পর্য্যাবব্রুঃ প্রবরাস্তে সুসজ্জা
দুর্যোধনস্যানুমতে পুরস্তাৎ ॥ ১১

ততো দ্রুতং মদ্রজনাধিপো রণে
যুধিষ্ঠিরং সপ্তভিরভ্যবিধ্যৎ।
তং চাপি পার্থো নবভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ রাজংস্তুমুলে মহাত্মা ॥ ১২

আকর্ণপূর্ণায়তসম্প্রযুক্তৈঃ
শরৈস্তদা সংযতি তৈলধৌতৈঃ।
অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তাং মহারথৌ
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরশ্চ ॥ ১৩

ততস্তু তূর্ণং সমরে মহারথৌ
পরস্পরস্যান্তরমীক্ষমাণৌ।
শরৈর্ভৃশং বিব্যধতুর্নৃপোত্তমৌ
মহাবলৌ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যৌ ॥ ১৪

তয়োর্ধনুর্জ্যাতলনিঃস্বনো মহান্
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যনিঃস্বনঃ।
পরস্পরং বাণগণৈর্মহাত্মনোঃ
প্রবর্ষতোর্মদ্রপপাণ্ডুবীরয়োঃ ॥ ১৫

তৌ চেরতুর্ব্যাঘ্রশিশুপ্রকাশৌ
মহাবনেষ্বামিষগৃদ্ধিনাবিব।
বিষাণিনৌ নাগবরাবিবোভৌ
ততক্ষতুঃ সংযতি জাতদর্পৌ ॥ ১৬

ততস্তু মদ্রাধিপতির্মহাত্মা
যুধিষ্ঠিরং ভীমবলং প্রসহ্য।
বিব্যাধ বীরং হৃদয়েঽতিবেগং
শরেণ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভেণ ॥ ১৭

হে নরেন্দ্র! তাহার পর এই শৌর্য্যশালী নরবীর যোদ্ধারা যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি শল্যকে পরিবৃত করিয়া রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥ ৯

ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল-সহদেব ও সাত্যকির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া শল্যের বক্ষে উগ্র বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

তখন রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পরিবৃত করত যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

ইহার পর মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামে অতিসত্বর সাতটি বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাত্মা যুধিষ্ঠির নয়টি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

মদ্ররাজ শল্য ও যুধিষ্ঠির এই দুই মহারথী যোদ্ধা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত এবং তৈলধৌত বাণসমূহের দ্বারা সেই সময় যুদ্ধে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

এই দুই মহারথী রণাঙ্গনে পরস্পরকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতেছিলেন। উভয়েই শত্রুগণের পক্ষে অজেয়, মহাবলবান্ এবং রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব অতিশয় ত্বরা-সহকারে বাণসমূহের দ্বারা ইঁহারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

পরস্পর বাণবর্ষণ করিতে করিতে মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য এবং পাণ্ডব বীর যুধিষ্ঠিরের ধনুর গুণের তীব্র শব্দ ইন্দ্রের বজ্রের শব্দসদৃশ ছিল ॥ ১৫

উভয়েরই তখন দর্প সমুৎপন্ন হইল। ইঁহারা দুইজনে মাংসলোভে গভীর বনে সজ্ঘর্ষরত ব্যাঘ্রের দুইটি শিশুর ন্যায় এবং দন্তবিশিষ্ট মহাগজরাজদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

তাহার পর মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণে অত্যন্ত বেগবান্ এবং বলশালী বীর যুধিষ্ঠিরের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

ততোঽভিবিদ্ধোঽথ যুধিষ্ঠিরোঽপি
সুসম্প্রযুক্তেন শরেণ রাজন্।
জঘান মদ্রাধিপতিং মহাত্মা
মুদঞ্চ লেভে ঋষভঃ কুরূণাম্ ॥ ১৮
ততো মুহূর্তাদিব পার্থিবেন্দ্রো
লব্ধ্বা সংজ্ঞাং ক্রোধসংরক্তনেত্রঃ।
শতেন পার্থং ত্বরিতো জঘান
সহস্রনেত্রপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ১৯
ত্বরংস্ততো ধর্মসুতো মহাত্মা
শল্যস্য কোপান্নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
ভিত্ত্বা হ্যুরস্তপনীয়ঞ্চ বর্ম
জঘান ষড়্ভিস্ত্বপরৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ২০
ততস্তু মদ্রাধিপতিঃ প্রকৃষ্টং
ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজৎ পৃষৎকান্
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাঞ্চ তথৈব রাজ্ঞ-
শ্চিচ্ছেদ চাপং কুরুপুঙ্গবস্য ॥ ২১
নবং ততোঽন্যৎ সমরে প্রগৃহ্য
রাজা ধনুর্ঘোরতরং মহাত্মা।
শল্যং তু বিব্যাধ শরৈঃ সমন্তাদ্
যথা মহেন্দ্রো নমুচিং শিতাগ্রৈঃ ॥ ২২
ততস্তু শল্যো নবভিঃ পৃষৎকৈ-
র্ভীমস্য রাজ্ঞশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য।
নিকৃত্য রৌক্মে পটুবর্মণী তয়ো-
র্বিদারয়ামাস ভুজৌ মহাত্মা ॥ ২৩
ততোঽপরেণ জ্বলনার্কতেজসা
ক্ষুরেণ রাজ্ঞো ধনুরুন্মমাথ।
কৃপশ্চ তস্যৈব জঘান সূতং
ষড়্ভিঃ শরৈঃ সোঽভিমুখঃ পপাত ॥ ২৪
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরস্য
শরৈশ্চতুর্ভির্নিজঘান বাহান্।
বাহাংশ্চ হত্বা ব্যকরোন্মহাত্মা
যোধক্ষয়ং ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ ॥ ২৫
(যদদ্ভুতং কর্ম ন শক্যমন্যৈঃ
সুদুঃসহং তৎ কৃতবন্তমেকম্।
শল্যং নরেন্দ্রস্য বিষণ্ণভাবাদ্
বিচিন্তয়ামাস মৃদঙ্গকেতুঃ ।

রাজন্! ইহাতে অত্যন্ত আহত হইয়াও কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি বাণের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আহত (ও মূর্চ্ছিত) করিয়া দিলেন। তারপর তিনি অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন ॥ ১৮

তখন ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজা শল্য মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অতিশয় ত্বরাসহকারে যুধিষ্ঠিরকে একশত বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১৯

ইহার পর ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া অতিক্রত নয়টি বাণ প্রহার করত রাজা শল্যের বক্ষ ও তাঁহার স্বর্ণময় কবচ বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় ছয়টি বাণে তাঁহাতে আঘাত করিলেন ॥ ২০

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য নিজের উত্তম ধনু আকর্ষণ করত বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি দুইটি বাণে কুরুকুল-রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২১

তখন মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে অপর একটি নূতন ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শল্যকে সেইভাবে চারিদিক্ দিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নমুচিদানবকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ২২

ইহার পর মহাত্মা শল্য নয়টি বাণে ভীমসেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণের সুদৃঢ় কবচ ছেদন করত উভয়েরই বাহু বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনু বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় কৃপাচার্য্যও ছয়টি বাণে তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। সারথি যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৪

তাহার পর মদ্ররাজ শল্য চারিটি বাণে যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন। অশ্বগণকে সংহার করিয়া মহাত্মা শল্য ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

(যে অদ্ভুত ও দুঃসহ কার্য্য অপর কেহই করিতে পারেন না, সেই কার্য্যই একাকী শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে মৃদঙ্গচিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট যুধিষ্ঠির বিষাদগ্রস্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! আজ কি দৈববশতঃ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মিথ্যা হইয়া

কিমেতদিন্দ্রাবরজস্য বাক্যং
মোঘং ভবত্যস্ত বিধের্বলেন।
জহীতি শল্যং হ্যবদৎ তদাজৌ
ন লোকনাথস্য বচোঽন্যথা স্যাৎ ॥)
তথা কৃতে রাজনি ভীমসেনো
মদ্রাধিপস্যাথ ততো মহাত্মা।
ছিত্ত্বা ধনুর্বেগবতা শরেণ
দ্বাভ্যামবিধ্যৎ সুভৃশং নরেন্দ্রম্ ॥ ২৬
তথাপরেণাস্য জহার যন্তুঃ
কায়াচ্ছিরঃ সংহননীয়মধ্যাৎ।
জঘান চাশ্বাংশ্চতুরঃ সুশীঘ্রং
তথা ভৃশং কুপিতো ভীমসেনঃ ॥ ২৭
তমগ্রণীঃ সর্বধনুর্ধরাণা-
মেকং চরন্তং সমরেঽতিবেগম্।
ভীমঃ শতেন ব্যকিরচ্ছরাণাং
মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবস্তথৈব ॥ ২৮
তৈঃ সায়কৈর্মোহিতং বীক্ষ্য শল্যং
ভীমঃ শরৈরস্য চকর্ত বর্ম।

স ভীমসেনেন নিকৃত্তবর্মা
মদ্রাধিপশ্চর্ম সহস্রতারম্ ॥ ২৯
প্রগৃহ্য খড়্গঞ্চ রথান্মহাত্মা
প্রস্কন্দ্য কুন্তীসুতমভ্যধাবৎ।
ছিত্ত্বা রথেষাং নকুলস্য সোঽথ
যুধিষ্ঠিরং ভীমবলোঽভ্যধাবৎ ॥ ৩০
তং চাপি রাজানমথোৎপতন্তং
ক্রুদ্ধং যথৈবান্তকমাপতন্তম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী
শিনেশ্চ নপ্তা সহসা পরীয়ুঃ ॥ ৩১
অথাস্য চর্মাপ্রতিমং ন্যকৃন্তদ্
ভীমো মহাত্মা নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
খড়্গঞ্চ ভল্লৈর্নিচকর্ত মুষ্টৌ
নদন্ প্রহৃষ্টস্তব সৈন্যমধ্যে ॥ ৩২
তৎ কর্ম ভীমস্য সমীক্ষ্য হৃষ্টা-
স্তে পাণ্ডবানাং প্রবরা রথৌঘাঃ।
নাদঞ্চ চক্রুর্ভৃশমুৎস্ময়ন্তঃ
শঙ্খাংশ্চ দধ্মুঃ শশিসন্নিকাশান্ ॥ ৩৩

যাইবে ? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—আপনি যুদ্ধে শল্যকে বধ করুন। সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না।)

যখন মদ্ররাজ শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের এরূপ অবস্থা করিয়া দিলেন, তখন মহাত্মা ভীমসেন একটি বেগবান্ বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং অন্য দুইটি বাণে সেই নরপতি শল্যকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ২৬

তাহার পর অত্যন্ত কুপিত ভীমসেন অপর একটি বাণে সারথির মস্তক ছেদন করত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার চারিটি অশ্বকেও অতিসত্বর বিনাশ করিলেন ॥ ২৭

ইহার পর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব সমরাঙ্গণে তীব্রবেগে একাকী বিচরণকারী রাজা শল্যের উপর শত শত বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ২৮

এই সকল বাণে শল্যকে মোহিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার কবচও ছেদন করিলেন। ভীমসেনকর্ত্তৃক নিজের কবচ ছিন্ন হইলে পর ভয়ঙ্কর বলশালী মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সহস্র তারাচিহ্নে সুশোভিত ঢাল এবং তরবারি গ্রহণ করত সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কুন্তীপুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি নকুলের রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করত যুধিষ্ঠিরের দিকে দৌড়াইয়া যাইলেন ॥ ২৯-৩০

ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় উৎপতিত হইয়া আগত রাজা শল্যকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

মহাত্মা ভীমসেন নয়টি বাণে তাঁহার অনুপম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তারপর আপনার সৈন্যদের মধ্যভাগে অতিশয় হর্ষের সহিত গর্জন করিতে করিতে তিনি বহু ভল্লের দ্বারা তাঁহার তরবারিটিকেও ছেদন করিলেন। ৩২

ভীমসেনের এই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করত পাণ্ডব-পক্ষের শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও চন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণের শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

তেনাথ শব্দেন বিভীষণেন
তথাভিতপ্তং বলমপ্রধৃষ্যম্।
কাংদিগ্ভূতং রুধিরেণোক্ষিতাঙ্গং
বিসংজ্ঞকল্পঞ্চ তদা বিষণ্ণম্ ॥ ৩৪
স মদ্ররাজঃ সহসা বিকীর্ণো
ভীমাগ্রগৈঃ পাণ্ডবযোধমুখ্যৈঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যাভিমুখং জবেন
সিংহো যথা মৃগহেতোঃ প্রয়াতঃ ॥ ৩৫
স ধর্মরাজো নিহতাশ্বসূতঃ
ক্রোধেন দীপ্তো জ্বলনপ্রকাশঃ।
দৃষ্ট্বা চ মদ্রাধিপতিং স্ম তূর্ণং
সমভ্যধাবৎ তমরিং বলেন ॥ ৩৬
গোবিন্দবাক্যং ত্বরিতং বিচিন্ত্য
দধ্রে মতিং শল্যবিনাশনায়।
স ধর্মরাজো নিহতাশ্বসূতো
রথে তিষ্ঠন্ শক্তিমেবাভ্যকাঙ্ক্ষৎ ॥ ৩৭
তচ্চাপি শল্যস্য নিশম্য কর্ম
মহাত্মনো ভাগমথাবশিষ্টম্।
কৃত্বা মনঃ শল্যবধে মহাত্মা
যথোক্তমিন্দ্রাবরজস্য চক্রে ॥ ৩৮
স ধর্মরাজো মণিহেমদণ্ডাং
জগ্রাহ শক্তিং কনকপ্রকাশাম্।
নেত্রে চ দীপ্তে সহসা বিবৃত্য
মদ্রাধিপং ক্রুদ্ধমনা নিরৈক্ষৎ ॥ ৩৯
নিরীক্ষিতোঽসৌ নরদেব রাজ্ঞা
পূতাত্মনা নির্হৃতকল্মষেণ।
আসীন্ন যদ্ ভস্মসান্মদ্ররাজ-
স্তদদ্ভুতং মে প্রতিভাতি রাজন্ ॥ ৪০
ততস্তু শক্তিং রুচিরোগ্রদণ্ডাং
মণিপ্রবেকোজ্জ্বলিতাং প্রদীপ্তাম্।
চিক্ষেপ বেগাৎ সুভৃশং মহাত্মা
মদ্রাধিপায় প্রবরঃ কুরূণাম্ ॥ ৪১
দীপ্তামথৈনাং প্রহিতাং বলেন
সবিস্ফুলিঙ্গাং সহসা পতন্তীম্।
প্রৈক্ষন্ত সর্বে কুরবঃ সমেতা
দিবো যুগান্তে মহতীমিবোল্কাম্ ॥ ৪২

এই ভয়ানক শব্দে সন্তপ্ত হইয়া অজেয় কৌরব-সৈন্যরা বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন এবং যেন তাঁহাদের তখন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া যাইল। তাঁহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া অজ্ঞাত দিক্ অভিমুখে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৩৪

ভীমসেন যাঁহাদের অগ্রগামী ছিলেন, সেই পাণ্ডবপক্ষের প্রধান বীরগণ কর্তৃক বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য সহসা তীব্রবেগে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন সিংহ অপর এক মৃগকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে ॥ ৩৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি তখন ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি নিজ শত্রু মদ্ররাজ শল্যকে দর্শন করত তাঁহার উপর সবলে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করত তিনি অতি সত্বরই শল্যকে বধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ ও সারথি পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল কেবল রথই অবশিষ্ট ছিল; অতএব সেই রথেরই উপর অবস্থান করিয়া তিনি শল্যের উপর শক্তি প্রয়োগ করিবার বিষয় চিন্তা করিলেন ॥ ৩৭

মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহামনা শল্যের পূর্ব্বোক্ত কর্ম অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে নিজের ভাগে অবশিষ্ট জানিয়া যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে শল্যকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৩৮

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মণি ও সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং স্বর্ণতুল্য প্রকাশমান একটি শক্তি গ্রহণ করিলেন। তারপর মনে মনে কুপিত হইয়া সহসা রোষ প্রজ্বলিত চক্ষু দুইটিকে বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৯

নরদেব! পাপহীন, পবিত্রহৃদয় রাজা যুধিষ্ঠির রোষসহকারে দেখিতে থাকিলেও মদ্ররাজ শল্য দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইলেন না—ইহা আমার অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪০

তদনন্তর কৌরবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সুন্দর ও ভয়দণ্ডযুক্ত এবং উত্তম মণিসকল গ্রথিত থাকায় দেখিতে প্রজ্বলিত দেদীপ্যমান শক্তিকে মদ্ররাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪১

বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রজ্বলিত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গযুক্তা সেই শক্তিকে সেখানে সমবেত সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা প্রলয়কালে

তাং কালরাত্রীমিব পাশহস্তাং
যমস্য ধাত্রীমিব চোগ্ররূপাম্।
স ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমামমোঘাং
সসর্জ যত্তো যুধি ধর্মরাজঃ ॥ ৪৩

গন্ধস্রগগ্র্যাসনপানভোজনৈ-
রভ্যর্চিতাং পাণ্ডুসুতৈঃ প্রযত্নাৎ।
সাংবর্তকাগ্নিপ্রতিমাং জ্বলন্তীং
কৃত্যামথর্বাঙ্গিরসীমিবোগ্রাম্ ॥ ৪৪

ঈশানহেতোঃ প্রতিনির্মিতাং তাং
ত্বষ্ট্রা রিপূণামসুদেহভক্ষ্যাম্।
ভূম্যন্তরিক্ষাদিজলাশয়ানি
প্রসহ্য ভূতানি নিহন্তমীশাম্ ॥ ৪৫

ঘণ্টা-পতাকা-মণি-বজ্রভাজং
বৈদূর্য্যচিত্রাং তপনীয়দণ্ডাম্।
ত্বষ্ট্রা প্রযত্নান্নিয়মেন কৢপ্তাং
ব্রহ্মদ্বিষামন্তকরীমমোঘাম্ ॥ ৪৬

বলপ্রযত্নাদধিরূঢ়বেগাং
মন্ত্রৈশ্চ ঘোরৈরভিমন্ত্র্য যত্নাৎ।
সসর্জ মার্গেণ চ তাং পরেণ
বধায় মদ্রাধিপতেস্তদানীম্ ॥ ৪৭

হতোঽসি পাপেত্যভিগর্জমানো
রুদ্রোঽন্ধকারান্তকরং যথেষুম্।
প্রসার্য্য বাহুং সুদৃঢ়ং সুপাণিং
ক্রোধেন নৃত্যন্নিব ধর্মরাজঃ ॥ ৪৮

(স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমংশুজালৈ-
র্ধর্মাত্মনো মদ্রবিনাশকালে।
পুরত্রয়প্রোৎসরণে পুরস্তা
ন্মাহেশ্বরং রূপমভূৎ তদানীম্ ॥)

তাং সর্বশক্ত্যা প্রহিতাং সুশক্তিং
যুধিষ্ঠিরেণাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যাম্।
প্রতিগ্রহায়াভিননর্দ শল্যঃ
সম্যগ্ ঘুতামগ্নিরিবাজ্যধারাম্ ॥ ৪৯

আকাশ হইতে পতিত বিশাল উল্কার ন্যায় সহসা শল্যের উপর পতিত হইতে দেখিলেন ॥ ৪২

এই শক্তি পাশহস্ত কালরাত্রির ন্যায় উগ্র, যমরাজের ধাত্রীর ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং ব্রহ্মদণ্ডতুল্য অমোঘ ছিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত যুদ্ধে ইহার প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪৩

পাণ্ডবগণ গন্ধ (চন্দন), মাল্য, উত্তম আসন, পেয় পদার্থ ও ভোজনাদি অর্পণ করত সদা যত্নসহকারে এই শক্তির পূজা করিতেন। এই শক্তি প্রলয়কালীন সংবর্ত্তকনামক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ হইতে উৎপন্না কৃত্যার ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৪৪

ত্বষ্টা প্রজাপতি (বিশ্বকর্ম্মা) ভগবান্ শঙ্করের জন্য এই শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা শত্রুগণের প্রাণ ও শরীরকে নিজের গ্রাসে পরিণত করে এবং জল, স্থল ও আকাশাদিতে অবস্থিত সকল প্রাণীকেই সবলে বিনাশ করিতে সমর্থ ॥ ৪৫

ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ও পতাকাসকল সংযুক্ত ছিল, মণি ও হীরকাদি ভূষিত ছিল এবং বৈদূর্য্যমণির দ্বারা ইহাকে চিত্রিত করা হইয়াছিল। এই শক্তির দণ্ড তপ্ত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। এই অস্ত্র ব্রহ্মদ্রোহীদিগের বিনাশকারক ও লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অব্যর্থ ছিল ॥ ৪৬

বল ও প্রযত্নের দ্বারা ইহার বেগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছি যুধিষ্ঠির সেই সময় মদ্ররাজ শল্যকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাে ঘোর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উত্তম পথে যত্নসহকারে নিক্ষে করিলেন ॥ ৪৭

যেরূপ রুদ্রদেব অন্ধকাসুরের উপর প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষে করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রোধ যেন নৃত্য করিতে করিতে ধর্ম্মরা যুধিষ্ঠির সুন্দর হস্তবিশিষ্ট নিজের সুদৃঢ় বাহু বিস্তার করত সে শক্তি শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং গর্জন করিতে করিে বলিলেন—অরে পাপী! তুমি নিহত হও ॥ ৪৮

(পুরাকালে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিবার সময় ভগব মহেশ্বরের যেরূপ রূপ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপই শল্যকে সংহার করিবার সময় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরেরও রূপ প্রতীয়ম হইতে ছিল। তিনি নিজের কিরণসমূহ হইতে প্রভাপুঞ্জ বিকী করিতেছিলেন।)

যুধিষ্ঠির এই উত্তম শক্তিকে নিজে পূর্ণ শক্তি প্রয়ো করত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, অস্ত্রের প্রভ ও বল নিবারণ করা যদিও অসম্ভব ছিল, তথাপি ইহা আঘাত সহ্য করিবার জন্য মদ্ররাজ শল্য গর্জন করিয়া উঠিলে ইহাতে মনে হইল—অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতধারা গ্রহণ করিবার অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৯

সা তস্য মর্মাণি বিদার্য্য শুভ্র-
মুরো বিশালঞ্চ তথৈব ভিত্ত্বা।
বিবেশ গাং তোয়মিবাপ্রসক্তা
যশো বিশালং নৃপতের্দহন্তী ॥ ৫০

নাসাক্ষিকর্ণাস্য বিনিঃসৃতেন
প্রস্যন্দতা চ ব্রণসম্ভবেন।
সংসিক্তগাত্রো রুধিরেণ সোঽভূৎ
ক্রৌঞ্চো যথা স্কন্দহতো মহাদ্রিঃ ॥ ৫১

প্রসার্য্য বাহূ চ রথাদ্ গতো গাং
সংছিন্নবর্ম্মা কুরুনন্দনেন।
মহেন্দ্রবাহপ্রতিমো মহাত্মা
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥ ৫২

বাহূ প্রসার্য্যাভিমুখো ধর্মরাজস্য মদ্ররাট্।
ততো নিপতিতো ভূমাবিন্দ্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ৫৩

স তথা ভিন্নসর্বাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
প্রত্যুদ্গত ইব প্রেম্ণা ভূম্যা স নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫৪

প্রিয়য়া কান্তয়া কান্তঃ পতমান ইবোরসি।
চিরং ভুক্ত্বা বসুমতীং প্রিয়াং কান্তামিব প্রভুঃ ॥ ৫৫

সর্বৈরঙ্গৈঃ সমাশ্লিষ্য প্রসুপ্ত ইব চাভবৎ।
ধর্ম্যে ধর্মাত্মনা যুদ্ধে নিহতো ধর্মসূনুনা ॥ ৫৬

সম্যগ্ ঘৃত ইব স্বিষ্টঃ প্রশান্তোঽগ্নিরিবাধ্বরে।
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ং বিপ্রবিদ্ধায়ুধধ্বজম্ ॥ ৫৭

সংশান্তমপি মদ্রেশং লক্ষ্মীর্নৈব বিমুঞ্চতি।
ততো যুধিষ্ঠিরশ্চাপমাদায়েন্দ্রধনুষ্প্রভম্ ॥ ৫৮

ব্যধমদ্ দ্বিষতঃ সংখ্যে খগরাড়িব পন্নগান্।
দেহান্ সুনিশিতৈর্ভল্লৈ রিপূণাং নাশয়ন্ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯

ততঃ পার্থস্য বাণৌঘৈরাবৃতাঃ সৈনিকাস্তব।
নিমীলিতাক্ষাঃ ক্ষিণ্বন্তো ভৃশমন্যোন্যমর্দিতাঃ ॥ ৬০

কিন্তু এই শক্তি রাজা শল্যের মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ করিয়া উঁহার উজ্জ্বল ও বিশাল বক্ষঃস্থল ভেদ এবং বিস্তৃত যশকে দগ্ধ করিতে করিতে জলের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ইহার গতি কোথাও কুণ্ঠিত হইল না। ৫০

যেরূপ কার্ত্তিকেয়ের শক্তিতে আহত মহাপর্ব্বত ক্রৌঞ্চ গৈরিকমিশ্রিত ঝরণার জলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ হইতে নির্গত এবং ক্ষতস্থানসমূহ হইতে প্রবাহিত রক্তে শল্যের সমগ্র দেহ আর্দ্র হইয়া যাইল। ৫১

কুরুনন্দন! ভীমসেন যাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের ঐরাবত-সদৃশ বিশালকায় রাজা শল্য দুই বাহু বিস্তার করত বজ্রাহত পর্ব্বত শিখরের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৫২

মদ্ররাজ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই নিজের দুই বাহু বিস্তার করত উচ্চ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। ৫৩

শল্যের সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি রক্তে আপ্লুত হইয়াছিলেন। যেরূপ কোন প্রিয়তমা কামিনী নিজের বক্ষঃস্থলে পতনোন্মত প্রিয়তমকে প্রেমের সহিত স্বাগত জানাইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীদেবী তাঁহার উপর পতনরত নরশ্রেষ্ঠ শল্যকে যেন প্রেমের সহিত অগ্রসর হইয়া স্বাগত জানাইলেন। ৫৪½

প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় এই বসুধাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপভোগ করিবার পর রাজা শল্য যেন নিজের সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিলেন। ৫৫½

সেই ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিহত রাজা শল্য যজ্ঞে বিধি অনুসারে ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত হইয়া শান্ত 'স্বিষ্টকৃৎ' অগ্নির ন্যায় সর্ব্বথা শান্ত হইয়া যাইলেন। ৫৬½

শক্তি রাজা শল্যের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অস্ত্রসকল ও ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত ছিল এবং তিনি চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইলেন। কিন্তু এই সময়েও মদ্ররাজের লক্ষ্মী (শোভা বা কান্তি) নষ্ট হয় নাই। ৫৭½

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু তুল্য কান্তিমান্ অপর ধনু গ্রহণ করত সর্প-সংহারকারী গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহের দ্বারা শত্রুদের দেহ নষ্ট করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই সব কিছু ধ্বংস করিয়া দিলেন। ৫৮-৫৯

যুধিষ্ঠিরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত আপনার সৈন্যরা চক্ষু নিমীলিত করিলেন এবং পরস্পরকে আহত করিতে করিতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় দেহ হইতে রক্ত ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে সেই সমস্ত সৈন্যরা নিজ নিজ অস্ত্র ও প্রাণহীন হইয়া যাইলেন। ৬০½

ক্ষরন্তো রুধিরং দেহৈর্বিপন্নায়ুধজীবিতাঃ।
ততঃ শল্যে নিপতিতে মদ্ররাজানুজো যুবা ॥ ৬১
ভ্রাতুস্তুল্যো গুণৈঃ সর্বৈ রথী পাণ্ডবমভ্যয়াৎ।
বিব্যাধ চ নরশ্রেষ্ঠো নারাচৈর্বহুভিস্ত্বরন্ ॥ ৬২
হতস্যাপচিতিং ভ্রাতুশ্চিকীর্ষুর্যুদ্ধদুর্মদঃ।
তং বিব্যাধাশুগৈঃ ষড্ভির্ধর্মরাজস্ত্বরন্নিব ॥ ৬৩
কার্মুকং চাস্য বিচ্ছেদ ক্ষুরাভ্যাং ধ্বজমেব চ।
ততোঽস্য দীপ্যমানেন সুদৃঢ়েন শিতেন চ ॥ ৬৪
প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
সকুণ্ডলং তদ্ দদৃশে পতমানং শিরো রথাৎ ॥ ৬৫
পুণ্যক্ষয়মনুপ্রাপ্য পতন্ স্বর্গাদিব চ্যুতঃ।
তস্যাপকৃত্তশীর্ষং তু শরীরং পতিতং রথাৎ ॥৬৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং দৃষ্ট্বা সৈন্যমভজ্যত।
বিচিত্রকবচে তস্মিন্ হতে মদ্রনৃপানুজে ॥ ৬৭
হাহাকারং প্রকুর্বাণাঃ কুরবোঽভিপ্রদুদ্রুবুঃ।

শল্যানুজং হতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৬৮
বিত্রেসুঃ পাণ্ডবভয়াদ্ রজোধ্বস্তাস্তদা ভৃশম্।
তাংস্তথা ভজ্যমানাংস্তু কৌরবান্ ভরতর্ষভ ॥ ৬৯
শিনের্নপ্তা কিরন্ বাণৈরভ্যবর্তত সাত্যকিঃ।
তমায়ান্তং মহেষ্বাসং দুষ্প্রসহ্যং দুরাসদম্ ॥ ৭০
হার্দিক্যস্ত্বরিতো রাজন্ প্রত্যগৃহ্ণাদভীতবৎ।
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ বার্ষ্ণেয়ৌ বরবাজিনৌ ॥ ৭১
হার্দিক্যঃ সাত্যকিশ্চৈব সিংহাবিব বলোৎকটৌ।
ইষুভির্বিমলাভাসৈশ্ছাদয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৭২
অর্চিভিরিব সূর্য্যস্য দিবাকরসমপ্রভৌ।
চাপমার্গবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ ॥ ৭৩
আকাশগানপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্।
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৭৪
চাপমেকেন চিচ্ছেদ হার্দিক্যো নতপর্বণা।
তন্নিকৃত্তং ধনুঃশ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭৫

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবক তাঁহারই তুল্য গুণসমূহ সম্পন্ন ছিলেন, তিনি রথে আরোহণ করত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬১½

নিহত ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় এই রণ-দুর্ম্মদ নরশ্রেষ্ঠ বীর অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বহুসংখ্যক নারাচের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২½

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরতার সহিত ছয়টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং দুইটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৬৩½

তাহার পর একটি নির্ম্মল, সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা সেই রাজকুমারের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৬৪½

পুণ্য শেষ হইয়া যাইবেন স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট জীবের ন্যায় তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে রথ হইতে ভূতলে পতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ৬৫½

যাহার মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, রক্তাপ্লুত তাঁহার দেহও তখন রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৬৬½

মদ্রদেশাধিপতি শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র কবচে সুশোভিত ছিলেন। তিনি নিহত হইলে পর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা হাহাকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬৭½

শল্যের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূলিধূসরিত আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী পাণ্ডুপুত্রগণের ভয়ে নিজেদের জীবনের আশ পরিত্যাগ করত অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে পলায়নরত সেই কৌরব-যোদ্ধাদে উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনি-পৌত্র সাত্যি তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৬৯½

রাজন্! দুঃসহ ও দুর্জয় মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে আক্রম করিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা অতি সত্বর একজন নির্ভয় যোদ্ধার ন্যা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৭০½

শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত এই বৃষ্ণিবংশী। মহাত্মা বীর সাত্যকি ও কৃতব দুইটি বলোন্মত্ত সিংহের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৭১

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এই দুই বীর দিনকর সূর্য্যদেবের কিরণা বলির ন্যায় নির্ম্মল কান্তিযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭২½

বৃষ্ণিবংশের এই দুই সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী বীর কর্তৃ নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী বাণশ্রেণীকে আমরা পতঙ্গদলের ন্যায় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে দেখিলাম ॥ ৭৩½

কৃতবর্ম্মা দশটি বাণে সাত্যকিকে এবং তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করত আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণে তাঁহার ধ ছেদন করিলেন ॥ ৭৪½

ছিন্ন সেই শ্রেষ্ঠ ধনু নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিনিপ্রবর সাত্যকি তাঁ

অন্যদাদত্ত বেগেন বেগবত্তরমায়ুধম্।
তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৭৬
হার্দিক্যং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
ততো রথং যুগেষাঞ্চ ছিত্ত্বা ভল্লৈঃ সুসংযতৈঃ ॥ ৭৭
অশ্বাংস্তস্যাবধীৎ তূর্ণমুভৌ চ পার্ষ্ণিসারথী।
ততস্তং বিরথং দৃষ্ট্বা কৃপঃ শারদ্বতঃ প্রভো ॥ ৭৮
অপোবাহ ততঃ ক্ষিপ্রং রথমারোপ্য বীর্য্যবান্।
মদ্ররাজে হতে রাজন্ বিরথে কৃতবর্মণি ॥ ৭৯
দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
তৎ পরে নান্ববুধ্যন্ত সৈন্যেন রজসা বৃতে ॥ ৮০
বলং তু হতভূয়িষ্ঠং তৎ তদাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
ততো মুহূর্তাৎ তেঽপশ্যন্ রজো ভৌমং সমুত্থিতম্ ॥৮১
বিবিধৈঃ শোণিতস্রাবৈঃ প্রশান্তং পুরুষর্ষভ।
ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ ॥ ৮২
জবেনাপততঃ পার্থানেকঃ সর্বানবারয়ৎ।
পাণ্ডবান্ সরথান্ দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ॥ ৮৩
আনর্তঞ্চ দুরাধর্ষং শিতৈর্বাণৈরবারয়ৎ।
তং পরে নাভ্যবর্তন্ত মর্ত্ত্যা মৃত্যুমিবাগতম্ ॥ ৮৪
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দিক্যোঽপি ন্যবর্তত।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ ॥ ৮৫
চতুর্ভির্নিজঘানাশ্বান্ পত্রিভিঃ কৃতবর্মণঃ।
বিব্যাধ গৌতমং চাপি ষড়্ভির্ভল্লৈরসুতেজনৈঃ ॥৮৬
অশ্বত্থামা ততো রাজ্ঞা হতাশ্বং বিরথীকৃতম্।
তমপোবাহ হার্দিক্যং স্বরথেন যুধিষ্ঠিরাৎ ॥ ৮৭
ততঃ শারদ্বতঃ ষড়্ভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্ যুধিষ্ঠিরম্।
বিব্যাধ চাশ্বান্নিশিতৈস্তস্যাষ্টাভিঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৮৮
এবমেতন্মহারাজ যুদ্ধশেষমবর্তত।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ সহ পুত্রস্য ভারত ॥ ৮৯

হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু অতিক্রত গ্রহণ করিলেন। ৭৫½

এই শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের অগ্রগণ্য সাত্যকি কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৭৬½

তাহার পর সুসংযত ভল্লসমূহের দ্বারা তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষাদণ্ড ছেদন করত সত্বর তাঁহার অশ্বগণকে এবং দুইজন পার্শ্বরক্ষকে বিনাশ করিলেন। ৭৭½

প্রভো! কৃতবর্ম্মাকে রথহীন হইয়া যাইতে দেখিয়া শরদ্বানের পুত্র পরাক্রমশালী কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সত্বর নিজ রথে আরোহণ করাইয়া সেখান হইতে লইয়া যাইলেন। ৭৮½

রাজন্! যখন মদ্ররাজ শল্য নিহত ও কৃতবর্ম্মা রথহীন হইলেন, তখন দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যেরা যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৭৯½

কিন্তু সেখানে চারিদিকে ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য শত্রুগণ ইহা জানিতে পারে নাই। অধিকাংশ যোদ্ধা নিহত হওয়ায় সেই সময় সমস্ত সৈন্যই যুদ্ধ-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৮০½

পুরুষপ্রবর! তদনন্তর মুহূর্তকাল পরে তাঁহারা সকলে দেখিলেন যে, পৃথিবী হইতে যে সমস্ত ধূলিজাল উত্থিত হইয়াছিল, উহা নানাপ্রকার রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় শান্ত হইয়া গিয়াছে। ৮১½

সেই সময় দুর্য্যোধন নিজের পার্শ্ব হইতে সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বেগে আক্রমণকারী সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে তিনি একাকীই রুদ্ধ করিলেন ॥ ৮২½

রথসহ পাণ্ডবগণকে, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং আনর্ত্তপতিকে সম্মুখে দেখিয়া দুর্য্যোধন তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা ইঁহাদের সকলকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮৩½

যেরূপ মরণধর্ম্মা মনুষ্য নিজ পার্শ্বে উপস্থিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ এই শত্রুপক্ষের সৈন্যরা দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময় কৃতবর্ম্মাও অপর একটি রথে আরোহণ করত পুনরায় সেস্থলে আসিলেন ॥ ৮৪½

তখন মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ত্বরা করিয়া চারিটি বাণে কৃতবর্ম্মার চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার ছয়টি ভল্লের দ্বারা কৃপাচার্য্যকেও বিদ্ধ করিলেন ।৮৫-৮৬

ইহার পর অশ্বত্থামা নিজ রথের দ্বারা অশ্বগণ নিহত হওয়ায় রথহীন কৃতবর্ম্মাকে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইলেন ॥ ৮৭

তখন কৃতবর্ম্মা ছয়টি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্য তীক্ষ্ণধার আটটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন। ৮৮

মহারাজ! ভরতবংশধর রাজন্! এইরূপে পুত্রসহ আপনার কুমন্ত্রণার দ্বারা এই যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল। ৮৯

তস্মিন্ মহেষ্বাসবরে বিশস্তে
সংগ্রামমধ্যে কুরুপুঙ্গবেন।
পার্থাঃ সমেতাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ
শঙ্খান্ প্রদধ্মুর্হতমীক্ষ্য শল্যম্ ॥ ৯০
যুধিষ্ঠিরঞ্চ প্রশশংসুরাজৌ
পুরা কৃতে বৃত্রবধে যথেন্দ্রম্।
চক্রুশ্চ নানাবিধবাদ্যশব্দান্
নিনাদয়ন্তো বসুধাং সমেতাঃ ॥ ৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

কুরুকুলপ্রধান যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর শল্য নিহত হইলে পর কুন্তীর সমস্ত পুত্রগণ একত্রে সম্মিলিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং শল্যকে নিহত হইতে দেখিয়া সকলে শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯০

যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর দেবতাগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উঁহারা সকলে নানা প্রকার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের বধবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[মদ্ররাজ-শল্যস্যানুচরাণাং বিনাশঃ, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
শল্যেঽথ নিহতে রাজন্ মদ্ররাজপদানুগাঃ।
রথাঃ সপ্তশতা বীরা নির্যযুর্মহতো বলাৎ ॥ ১
দুর্য্যোধনস্তু দ্বিরদমারুহ্যাচলসন্নিভম্
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন বীজ্যমানশ্চ চামরৈঃ ॥ ২
ন গন্তব্যং ন গন্তব্যমিতি মদ্রানবারয়ৎ।
দুর্য্যোধনেন তে বীরা বীজ্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩
যুধিষ্ঠিরং জিঘাংসন্তঃ পাণ্ডূনাং প্রবিশন্ বলম্।
তে তু শূরা মহারাজ কৃতচিত্তাশ্চ যোধনে ॥ ৪
ধনুঃ শব্দং মহৎ কৃত্বা সহাযুধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ।
শ্রুত্বা চ নিহতং শল্যং ধর্মপুত্রঞ্চ পীড়িতম্ ॥ ৫
মদ্ররাজপ্রিয়ে যুক্তৈর্মদ্রকাণাং মহারথৈঃ।
আজগাম ততঃ পার্থো গাণ্ডীবং বিক্ষিপন্ ধনুঃ ॥ ৬
পূরয়ন্ রথঘোষেণ দিশঃ সর্বা মহারথঃ।
ততোঽর্জুনশ্চ ভীমশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৭
সাত্যকিশ্চ নরব্যাঘ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাঃ সহ সোমকৈঃ ॥ ৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মদ্ররাজ শল্যের অনুচরগণের বিনাশ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর তাঁহার অনুগামী সাতশত বীর রথী বিশাল কৌরব-সৈন্য হইতে নির্গত হইলেন। সেই সময় দুর্য্যোধন পর্ব্বতাকার এক হস্তীতে আরোহণ করত মস্তকে ছত্রধারণ পূর্ব্বক চামরের দ্বারা বীজিত হইতে হইতে সেস্থানে আসিলেন এবং "যাইও না যাইও না" এই কথা বলিয়া সেই মদ্রদেশীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন বারংবার নিষেধ করিলেও এই বীর যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১-৩½

মহারাজ! এই বীরবর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন; অতএব ধনুর গম্ভীর টঙ্কার-ধ্বনি করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহারা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৪½

শল্য নিহত হইয়াছেন এবং মদ্ররাজ শল্যের প্রিয় করিবার বাসনায় মদ্রদেশীয় মহারথী যোদ্ধারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া কুন্তীনন্দন মহারথী অর্জুন গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে ও রথের গম্ভীর শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূরিত করিতে করিতে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫-৬½

তদনন্তর অর্জুন, ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও সোমক বীরগণ—ইঁহারা সকলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন ॥ ৭-৮½

যুধিষ্ঠিরং পরীপ্সন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
তে সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৯
ক্ষোভয়ন্তি স্ম তাং সেনাং মকরাঃ সাগরং যথা।
বৃক্ষানিব মহাবাতাঃ কম্পয়ন্তি স্ম তাবকান্ ॥ ১০
পুরোবাতেন গঙ্গেব ক্ষোভ্যমাণা মহানদী।
অক্ষোভ্যত তদা রাজন্ পাণ্ডূনাং ধ্বজিনী ততঃ ॥ ১১
প্রস্কন্দ্য সেনাং মহতীং মহাত্মানো মহারথাঃ।
বহবশ্চুক্রুশুস্তত্র ক স রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২
ভ্রাতরো বাস্য তে শূরা দৃশ্যন্তে নেহ কেন চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ শৈনেয়ো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৩
পাঞ্চালাশ্চ মহাবীর্য্যাঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
এবং তান্ বাদিনঃ শূরান্ দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ॥ ১৪
অভ্যঘ্নন্ যুযুধানশ্চ মদ্ররাজপদানুগান্।
চক্রৈর্বিমথিতৈঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নৈর্মহাধ্বজৈঃ ॥ ১৫
তে দৃশ্যন্তেঽপি সমরে তাবকাঃ নিহতাঃ পরৈঃ।
আলোক্য পাণ্ডবান্ যুদ্ধে যোধা রাজন্ সমন্ততঃ ॥১৬
বার্য্যমাণা যযুর্বেগাৎ পুত্রেণ তব ভারত।
দুর্য্যোধনশ্চ তান্ বীরান্ বারয়ামাস সান্ত্বয়ন্ ॥ ১৭
ন চাস্য শাসনং কেচিত্তত্র চক্রুর্মহারথাঃ।
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ ॥ ১৮
দুর্য্যোধনং মহারাজ বচনং বচনক্ষমঃ।
কিং নঃ সম্প্রেক্ষমাণানাং মদ্রাণাং হন্যতে বলম্ ॥ ১৯
ন যুক্তমেতৎ সমরে ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভারত।
সহিতৈশ্চাপি যোদ্ধব্যমিত্যেষ সময়ঃ কৃতঃ ॥ ২০
অথ কস্মাৎ পরানেব ঘ্নতো মর্ষয়সে নৃপ।

দুর্য্যোধন উবাচ।

বার্য্যমাণা ময়া পূর্ব্বং নৈতে চক্রুর্বচো মম ॥২১

যুধিষ্ঠিরকে সকল দিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত পুরুষপ্রধান পাণ্ডব-যোদ্ধারা সেই সৈন্যদিগকে সেইভাবে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মকর সাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। ৯½

যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসকলকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডব-বীরগণ আপনার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিয়া দিলেন। রাজন্! যেরূপ পূর্ব্বদিকের বায়ু গঙ্গা নদীকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সৈন্যরাও পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে ক্ষুভিত করিয়া ফেলিলেন। ১০-১১

এই বহুসংখ্যক মহাত্মা মদ্রমহারথী বিশাল পাণ্ডবসৈন্যকে মথিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন—কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির? তাঁহার বীর ভ্রাতারাই বা এখন কোথায়? তাঁহাদের সকলকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? ১২½

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর সকল পুত্রগণ, মহাপরাক্রমী পাঞ্চাল বীরবৃন্দ এবং মহারথী শিখণ্ডী—ইঁহারা সকলে কোথায়? ১৩½

এই কথা বলিতে বলিতে অবস্থিত সেই মদ্ররাজ শল্যের অনুগামী বীর যোদ্ধাদিগকে দ্রৌপদীর মহারথী পুত্রগণ ও সাত্যকি বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪½

সমরাঙ্গণে আপনার সেই সমস্ত সৈন্যরা শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইতে লাগিলেন। কিছু যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন রথচক্রসকল এবং কিছু যোদ্ধা ছিন্ন বিশাল ধ্বজসমূহের সহিত ধরাশায়ী হইতেছেন—ইহা দেখা যাইল। ১৫½

রাজন্! ভরতনন্দন! সেই যোদ্ধারা যুদ্ধে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিষেধ করিলেও সবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ১৬½

দুর্য্যোধন এই বীরগণকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সেখানে কোন মহারথীই তাঁহার এই আদেশ পালন করিলেন না। ১৭½

মহারাজ! তখন কথা বলিতে নিপুণ গান্ধাররাজপুত্র শকুনি দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১৮½

ভারত! আমাদের সাক্ষাতেই মদ্রদেশের এই সৈন্যরা কেন নিহত হইতেছে? তুমি রণাঙ্গনে থাকিতে এরূপ হওয়া উচিত নয়। ১৯½

আমরা সকলে এই শপথ করিয়াছি যে, 'আমরা সকল যোদ্ধাই একসঙ্গে যুদ্ধ করিব'। হে নৃপ! এরূপ অবস্থায় শত্রুদিগকে নিজের সৈন্যদের বিনাশ করিতে দেখিয়াও তুমি কেন সহ্য করিতেছ? ২০½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি প্রথমেই ইঁহাদের নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহারা আমার কথা মানিল না এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছে। ২১½

এতে বিনিহতাঃ সর্বে প্রস্কন্নাঃ পাণ্ডুবাহিনীম্।

শকুনি উবাচ।

ন ভর্তুঃ শাসনং বীরা রণে কুর্বন্ত্যমর্ষিতাঃ ॥ ২২

অলং ক্রোদ্ধুমথৈতেষাং নায়ং কাল উপেক্ষিতুম্।

যামঃ সর্বে চ সম্ভূয় সবাজি-রথ-কুঞ্জরাঃ ॥ ২৩

পরিত্রাতুং মহেষ্বাসান্ মদ্ররাজপদানুগান্।

অন্যোন্যং পরিরক্ষামো যত্নেন মহতা নৃপ ॥২৪

সঞ্জয় উবাচ।

এবং সর্বেঽনুসঞ্চিন্ত্য প্রযযুর্যত্র সৈনিকাঃ।

এবমুক্তস্তদা রাজা বলেন মহতা বৃতাঃ ॥ ২৫

প্রযযৌ সিংহনাদেন কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।

হত বিধ্যত গৃহ্ণীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত ॥ ২৬

ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দস্তব সৈন্যস্য ভারত।

পাণ্ডবাস্তু রণে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজপদানুগান্ ॥ ২৭

সহিতানভ্যবর্তন্ত গুল্মমাস্থায় মধ্যমম্।

তে মুহূর্তাদ্ রণে বীরা হস্তাহস্তি বিশাম্পতে ॥২৮

নিহতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মদ্ররাজ পদানুগাঃ।

ততো নঃ সম্প্রয়াতানাং হতা মদ্রাস্তরস্বিনঃ ॥ ২৯

হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্বন্ সহিতাঃ পরে।

উত্থিতানি কবন্ধানি সমদৃশ্যন্ত সর্বশঃ ॥ ৩০

পপাত মহতি চোল্কা মধ্যেনাদিত্যমণ্ডলম্।

রথৈর্ভগ্নৈর্যুগাক্ষৈশ্চ নিহতৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ৩১

অশ্বৈর্নিপতিতৈশ্চৈব সংছন্নাভূদ্ বসুন্ধরা।

বাতায়মানৈস্তুরগৈর্যুগাসক্তৈস্ততস্ততঃ ॥ ৩২

অদৃশ্যন্ত মহারাজ যোধাস্তত্র রণাজিরে।

ভগ্নচক্রান্ রথান্ কেচিদহরংস্তুরগা রণে ॥ ৩৩

রথার্ধং কেচিদাদায় দিশো দশ বিবভ্রমুঃ।

তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত যোক্ত্রৈঃ শ্লিষ্টাঃ স্ম বাজিনঃ ॥৩৪

রথিনঃ পতমানাশ্চ দৃশ্যন্তে স্ম নরোত্তমাঃ।

গগনাৎ প্রচ্যুতাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যানামিব সংক্ষয়ে ॥ ৩৫

নিহতেষু চ শূরেষু মদ্ররাজানুগেষু বৈ।

অস্মানাপততশ্চাপি দৃষ্ট্বা পার্থা মহারথাঃ ॥ ৩৬

শকুনি বলিলেন,—নৃপ! যুদ্ধস্থলে রোষ ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া বীর যোদ্ধারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করে না; এই অবস্থায় ইহাদের উপর ক্রোধ করা উচিত হইবে না এখন ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার সময় নয়। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যের মহাধনুর্দ্ধর সেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্য হস্তী, অশ্ব ও রথসহ গমন করিব এবং বিশেষ যত্নসহকারে পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিব ॥ ২২-২৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে সেস্থলে গমন করিলেন, যেস্থানে সেই সৈন্যরা উপস্থিত ছিলেন। শকুনি এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন ॥ ২৫½

ভারত! সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে 'বিনাশ কর, আহত কর, ধরিয়া ফেল, প্রহার কর এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও' এই সব ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ২৬½

রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যের সেবকগণকে একত্রে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া পাণ্ডব-যোদ্ধারা মধ্যম গুল্মের (সৈন্যের) আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥ ২৭½

প্রজানাথ! এই মদ্ররাজ শল্যের অনুগামী বীরগণ রণাঙ্গনে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে হাতাহাতি করিয়া নিহত হইয়া যাইলেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ॥২৮½

সেখানে আমরা উপস্থিত হইতেই মদ্রদেশের সেই বেগশালী বীরগণ কালের গ্রাসে পরিণত হইলেন এবং শত্রুসৈন্যরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আনন্দে কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৯½

সকল দিকে কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) উত্থিত ছিল এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে সেখানে বিশাল উল্কা পতিত হইল ॥৩০½

ভগ্ন রথ, যুগ ও অক্ষসকল এবং নিহত মহারথিগণ ও ধরাশায়ী অশ্ববৃন্দের দ্বারা রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল ॥ ৩১½

মহারাজ! সেখানে সমরাঙ্গণে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যুগে বদ্ধ বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা এদিক্ ওদিকে বাহিত হইতেছেন—ইহা দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩২½

কিছু অশ্ব রণাঙ্গনে ভগ্ন চক্রযুক্ত রথকে বহন করিতেছিল এবং বহু অশ্ব আবার অর্দ্ধভাগ রথ লইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকিল ॥ ৩৩½

যেখানে সেখানে যোক্ত্র যোজিত অশ্বগণকে এবং নরশ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধাদিগকে পতিত হইতে দেখা যাইল। ইহাতে মনে হইতেছিল—পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্যক্ষয় হইলে পর আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছেন ॥ ৩৪-৩৫

মদ্ররাজ শল্যের এই বীরবর সৈন্যরা নিহত হইলে পর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী মহারথী

অভ্যবর্তন্ত বেগেন জয়গৃদ্ধাঃ প্রহারিণঃ।
বাণশব্দরবান্ কৃত্বা বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৭
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যপ্রহারিণঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৩৮
ততো হতমভিপ্রেক্ষ্য মদ্ররাজবলং মহৎ।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে দৃষ্ট্বা শূরং নিপাতিতম্ ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনবলং সর্ব্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্‌মুখম্।
বধ্যমানং মহারাজ পাণ্ডবৈর্জ্জিতকাশিভিঃ।
দিশো ভেজেঽথ সম্ভ্রান্তং ভ্রামিতং দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

পাণ্ডব-যোদ্ধারা শঙ্খধ্বনির সহিত বাণসকলের সন্ সন্ শব্দসহকারে আমাদের সম্মুখীন হইবার জন্য তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬-৩৭

আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে অব্যর্থ ও প্রহারনিপুণ পাণ্ডব-সৈন্যরা নিজ নিজ ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৮

মদ্ররাজ শল্যের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিহত হইল এবং বীরবর মদ্ররাজ প্রথমেই সমরাঙ্গণে ধরাশায়ী হইয়াছেন, এই সব দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণ পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৯½

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত দৃঢ় ধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবগণের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কৌরবসৈন্যরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যেন ভ্রান্ত হইয়াই তাঁহারা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরস্পরমালাপয়দ্ভিঃ পাণ্ডবসৈন্যৈঃ পাণ্ডবানাং প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রস্য নিন্দা, কৌরবসৈন্যানাং পালায়নম্, ভীমসেনেন একবিংশতিসহস্রপদাতিসৈন্যানাং সংহারঃ, স্বসৈন্যেভ্যো দুর্য্যোধনস্যোৎসাহদানঞ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।
পতিতে যুধি দুর্দ্ধর্ষে মদ্ররাজে মহারথে।
তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥ ১
বণিজো নাবি ভিন্নায়াং যথাগাধেঽপ্লবেঽর্ণবে।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে শূরে মহাত্মনা ॥ ২
মদ্ররাজে মহারাজ বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ।
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দ্দিতা ইব ॥ ৩
বৃষা যথা ভগ্নশৃঙ্গাঃ শীর্ণদন্তা যথা গজাঃ।
মধ্যাহ্নে প্রত্যপায়াম নির্জ্জিতাজাতশত্রুণা ॥ ৪
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চ রাজন্ পরাক্রমে।
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে শল্যে ভূয়ো যোধস্য কস্যচিৎ ॥ ৫
ভীষ্মে দ্রোণে চ নিহতে সূতপুত্রে চ ভারত।
যদ্ দুঃখং তব যোধানাং ভয়ং চাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৬

একোনবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডব-সৈন্যগণকর্তৃক পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পাণ্ডবদের প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, ভীমসেনকর্তৃক একুশ হাজার পদাতি সৈন্য সংহার এবং নিজের সৈন্যদিগকে দুর্য্যোধনের উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্জ্জয় মহারথী মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা এবং পুত্রগণ সকলেই প্রায় রণবিমুখ হইয়া পড়িলেন ॥ ১

মহারাজ! যেরূপ অগাধ মহাসমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইলে সেই নৌকাহীন অপার সমুদ্র হইতে পার হইবার ইচ্ছায় বণিক্‌গণ ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সেইরূপ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বীরবর মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত ও ভীত হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন ॥ ২½

তাঁহারা নিজেদের অনাথ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং কোন একজনকে রক্ষকের ইচ্ছা পোষণ করত সিংহভীত মৃগগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষসকল ও জীর্ণদন্তযুক্ত হস্তীদিগের ন্যায় সর্ব্বথা অসমর্থ হইয়া পড়িলেন ॥ ৩½

রাজন্! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কর্তৃক পরাজিত হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলাম। শল্যের নিধনের পর কোনও যোদ্ধারই মনে সৈন্যদিগকে সংগঠিত করিতে এবং পরাক্রম দেখাইতে উৎসাহ রহিল না ॥ ৪-৫

ভারত! প্রজানাথ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র কর্ণের বিনাশের পর আপনার যোদ্ধাদের যে দুঃখ ও ভয়লাভ হইয়াছিল, সেই দুঃখ ও শোক পুনরায় (শল্যের মৃত্যুতে) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৬½

তদ্ ভয়ং স চ নঃ শোকো ভূয় এবাভ্যবর্তত।
নিরাশাশ্চ জয়ে তস্মিন্ হতে শল্যে মহারথে ॥ ৭
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তাশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজে হতে রাজন্ যোধাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৮
অশ্বানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ।
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পাদাতাঃ প্রাদ্রবংস্তথা ॥ ৯
দ্বিসাহস্রাশ্চ মাতঙ্গা গিরিরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সম্প্রাদ্রবন্ হতে শল্যে অঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠনোদিতাঃ ॥ ১০
তে রণাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ দিশঃ।
ধাবতশ্চাপ্যপশ্যাম শ্বসমানান্ শরাহতান্ ॥ ১১
তান্ প্রভগ্নান্ দ্রুতান্ দৃষ্ট্বা হতোৎসাহান্ পরাজিতান্।
অভ্যবর্তন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চ জয়ৈষিণঃ ॥ ১২
বাণশব্দরবাশ্চাপি সিংহনাদাশ্চ পুষ্কলাঃ।
শঙ্খশব্দশ্চ শূরাণাং দারুণঃ সমপদ্যত ॥ ১৩

দৃষ্ট্বা তু কৌরবং সৈন্যং ভয়ত্রস্তং প্রবিদ্রুতম্।
অন্যোন্যং সমভাষন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১৪
অদ্য রাজা সত্যধৃতির্হতামিত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অদ্য দুর্য্যোধনো হীনো দীপ্তায়া নৃপতিশ্রিয়ঃ ॥ ১৫
অদ্য শ্রুত্বা হতং পুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
বিহ্বলঃ পতিতো ভূমৌ কিল্বিষং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ১৬
অদ্য জানাতু কৌন্তেয়ং সমর্থং সর্বধন্বিনাম্।
অদ্যাত্মানঞ্চ দুর্মেধা গর্হয়িষ্যতি পাপকৃৎ ॥ ১৭
অদ্য ক্ষত্তুর্বচঃ সত্যং স্মরতাং ব্রুবতো হিতম্।
অদ্যপ্রভৃতি পার্থাংশ্চ প্রেষ্যভূত ইবাচরন্ ॥ ১৮
বিজানাতু নৃপো দুঃখং যৎ প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দনৈঃ।
অদ্য কৃষ্ণস্য মহাত্ম্যং বিজানাতু মহীপতিঃ ॥ ১৯
অদ্যার্জ্জুনধনুর্ঘোষং ঘোরং জানাতু সংযুগে।
অস্ত্রাণাঞ্চ বলং সর্বং বাহ্বোশ্চ বলমাহবে ॥ ২০

যাঁহাদের প্রধান যোদ্ধারা নিহত হইয়াছিল, সেই কৌরব-সৈন্যরা মহারথী শল্যের বিনাশে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত হইয়া জয়লাভ বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ৭২

রাজন্! মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে আপনার এই সব যোদ্ধারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিছু সৈন্য অশ্বের উপর, কিছু হস্তীর উপর এবং অপর মহারথী যোদ্ধারা রথে আরোহণ করত তীব্রবেগে পলায়ন করিলেন। পদাতি সৈন্যরাও সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৮-৯

দুই হাজার প্রহারনিপুণ মদমত্ত হস্তী শল্যের মৃত্যুতে অঙ্কুশ ও পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তীব্রগতিতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার এই যোদ্ধারা রণাঙ্গনে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) তাঁহারা ধাবিত হইতেছিলেন ॥ ১১

তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ, পরাজিত ও হতাশ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

বাণসকলের সন্‌সন্ শব্দ, বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি এই সব মিলিত হইয়া তখন এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৩

কৌরব-সৈন্যদিগকে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে দেখি[য়া] পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পরস্পর এইরূপ আলোচ[না] করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আজ সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইয়া যাইলেন এ[বং] আজ দুর্য্যোধন স্বীয় দেদীপ্যমান রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্র[ষ্ট] হইলেন ॥ ১৫

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রগণকে নিহত হইতে শুনি[য়া] ব্যাকুলচিত্তে ভূতলে পতিত হইবেন এবং দুঃখভোগ করি[তে] থাকিবেন ॥ ১৬

আজ তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, কুন্তীপুত্র অর্জুন সম[স্ত] ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী। আজ পাপাচা[রী] দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্র নিজের নিন্দা করিতে থাকিবেন এবং বিদুর[ে] সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিবেন ॥ ১[৭]

আজ হইতে তিনি স্বয়ংই দাসতুল্য হইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির[ের] পরিচর্য্যা করিতে করিতে ইহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিবেন [যে] পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে কত কষ্টভোগ করিয়াছেন ॥ ১৮২

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা অনুভব করিবেন যে, ভগব[ান্] শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং তিনি ইহাও জানিতে পারিবে[ন] যুদ্ধস্থলে অর্জুনের গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার কিরূপ ভয়ঙ্কর? তাঁ[হার] অস্ত্রসকলের পূর্ণ শক্তি কীদৃশ ও রণাঙ্গনে তাঁহার দুই বাহুর ব[ল] বা কিরূপ অদ্ভুত? ১৯-২০

অদ্য জ্ঞাস্যতি ভীমস্য বলং ঘোরং মহাত্মনঃ।
হতে দুর্য্যোধনে যুদ্ধে শক্রেণেবাসুরে বলে ॥ ২১
যৎ কৃতং ভীমসেনেন দুঃশাসনবধে তদা।
নান্যঃ কর্তাস্তি লোকেঽস্মিন্নৃতে ভীমান্মহাবলাৎ ॥ ২২
অদ্য শ্রেষ্ঠস্য জানীতাং পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্।
মদ্ররাজং হতং শ্রুত্বা দেবৈরপি সুদুঃসহম্ ॥২৩
অদ্য জ্ঞাস্যতি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ সুদুঃসহৌ।
নিহতে সৌবলে বীরে প্রবীরেষু চ সর্বশঃ ॥ ২৪
কথং জয়ো ন তেষাং স্যাদ্ যেষাং যোদ্ধা ধনঞ্জয়ঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৫
দ্রৌপদ্যাস্তনয়াঃ পঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শিখণ্ডী চ মহেষ্বাসো রাজা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৬
যেষাঞ্চ জগতীনাথো নাথঃ কৃষ্ণো জনার্দনঃ।
কথং তেষাং জয়ো ন স্যাদ্ যেষাং ধর্মো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥২৭

(লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষাং নাথো হৃষীকেশঃ সর্বলোকবিভুর্হরিঃ ॥)
ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কর্ণঞ্চ মদ্ররাজানমেব চ।
অথান্যান্ নৃপতীন্ বীরান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৮
কোঽন্যঃ শক্তো রণে জেতুমৃতে পার্থাদ্ যুধিষ্ঠিরাৎ।
যস্য নাথো হৃষীকেশঃ সদা সত্য-যশোনিধিঃ ॥ ২৯
ইত্যেবং বদমানাস্তে হর্ষেণ মহতা যুতাঃ।
প্রভগ্নাংস্তাবকান্ যোধান্ সৃঞ্জয়াঃ পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ ॥ ৩০
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্তত বীর্য্যবান্।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৩১
তাং প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দিতান্।
দুর্য্যোধনস্তদা সূতমব্রবীদ্ বিজয়ায় চ ॥ ৩২
মামতিক্রমতে পার্থো ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্।
জঘনে সর্বসৈন্যানাং মমাশ্বান্ প্রতিপাদয় ॥ ৩৩

যেরূপ ইন্দ্র অসুরসৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেনকর্তৃক দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর আজ ধৃতরাষ্ট্রের এই জ্ঞান জন্মিবে যে, মহাত্মা ভীমসেনেরও বল কিরূপ ভয়ঙ্কর? ২১

দুঃশাসনকে বধ করিবার সময় ভীমসেন যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা মহাবল ভীমসেন ব্যতীত এ জগতে অন্য আর কোন যোদ্ধা করিতে পারিবেন না ॥ ২২

দেবগণের পক্ষেও দুঃসহ মদ্ররাজ শল্যের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আজ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরেরও পরাক্রম জানিতে পারিবেন ॥ ২৩

আজ সংগ্রামে সুবলপুত্র বীর শকুনি এবং অন্য সমস্ত প্রধান যোদ্ধারা নিহত হইলে পর তিনি শত্রুদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবেরও শক্তি বুঝিতে পারিবেন ॥ ২৪

যাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মাদ্রীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী এবং স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বীর রহিয়াছেন, তাঁহাদের জয়লাভ হইবে না কেন? ২৫-২৬

সমস্ত জগতের অধীশ্বর প্রভু জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের রক্ষক এবং যাঁহারা ধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জয়লাভ হইবে না কেন? ২৭

(নিখিল বিশ্বের প্রভু ও সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি যাঁহার প্রভু এবং সংরক্ষক, তাঁহাদের সবই লাভ হইয়া থাকে ও জয়লাভও হইয়া থাকে। ইঁহাদের পরাজয় কিরূপ সম্ভব হইবে?) কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য এরূপ কোন রাজা আছেন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য শত শত ও সহস্র সহস্র নরপতিকে জয়লাভ করিতে পারেন? সদা সত্য ও যশের সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রভু এবং সংরক্ষক, তাঁহাদের এই সফলতা লাভ অবশ্যই হইবে ॥ ২৮-২৯

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সৃঞ্জয় বীরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পলায়নপর আপনার যোদ্ধাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

এই সময় পরাক্রমশালী অর্জ্জুন আপনার রথ-সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন এবং নকুল, সহদেব ও মহারথী সাত্যকি শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩১

ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত নিজের সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন জয়লাভ করিবার বাসনায় নিজ সারথিকে বলিলেন ॥ ৩২

সূত! আমি এস্থলে ধনু ধারণ করত অবস্থান করিতেছি এবং অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব তুমি আমার অশ্বগণকে সমস্ত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে লইয়া চল ॥ ৩৩

জঘনে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং সমন্ততঃ।
নোৎসহেদভ্যতিক্রান্তুং বেলামিব মহোদধিঃ ॥৩৪
পশ্য সৈন্যং মহৎ সূত পাণ্ডবৈঃ সমভিদ্রুতম্।
সৈন্যরেণুং সমুদ্ভূতং পশ্যস্বৈনং সমন্ততঃ ॥৩৫
সিংহনাদাংশ্চ বহুশঃ শৃণু ঘোরান্ ভয়াবহান্।
তস্মাদ্ যাহি শনৈঃ সূত জঘনং পরিপালয় ॥ ৩৬
ময়ি স্থিতে চ সমরে নিরুদ্ধেষু চ পাণ্ডুষু।
পুনরাবর্ত্ততে তূর্ণং মামকং বলমোজসা ॥ ৩৭
তচ্ছ্রুত্বা তব পুত্রস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ।
সারথির্হেমসংছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৩৮
গজাশ্ব-রথিভির্হীনাস্ত্যক্তাত্মানঃ পদাতয়ঃ।
একবিংশতিসাহস্রাঃ সংযুগায়াবতস্থিরে ॥ ৩৯
নানাদেশসমুদ্ভূতা নানানগরবাসিনঃ।
অবস্থিতাস্তদা যোধাঃ প্রার্থয়ন্তো মহদ্ যশঃ ॥৪০

তেষামাপততাং তত্র সংহৃষ্টানাং পরস্পরম্।
সম্মর্দঃ সুমহান্ জজ্ঞে ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৪১
ভীমসেনস্তদা রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ নানাদেশ্যানবারয়ৎ ॥ ৪২
ভীমমেবাভ্যবর্ত্তন্ত রণেঽন্যে তু পদাতয়ঃ।
প্রক্ষ্বেড্যাস্ফোট্য সংহৃষ্টা বীরলোকং যিযাসবঃ ॥ ৪৩
আসাদ্য ভীমসেনং তু সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা বিনেদুর্হি নান্যামকথয়ন্ কথাম্ ॥ ৪৪
পরিবার্য্য রণে ভীমং নিজঘ্নুস্তে সমন্ততঃ।
স বধ্যমানঃ সমরে পদাতিগণসংবৃতঃ ॥ ৪৫
ন চচাল ততঃ স্থানান্মৈনাক ইব পর্বতঃ।
তে তু ক্রুদ্ধা মহারাজ পাণ্ডবস্য মহারথম্ ॥ ৪৬
নিগ্রহীতুং প্রবৃত্তা হি যোধাংশ্চান্যানবারয়ন্।
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈস্তদা পর্য্যবস্থিতৈঃ ॥ ৪৭

পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার সময় আমাকে অর্জুন কোনরূপেই সেইভাবে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে না, যেরূপ মহাসাগর নিজের তীরভাগকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৩৪

সারথে! দেখ, পাণ্ডবগণ আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতেছে এবং সৈন্যগণ ধাবিত হইতে থাকায় উহা হইতে উত্থিত ধূলিজালে সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—ইহা তুমি নিরীক্ষণ কর ॥ ৩৫

সূত! এই শুন, পুনঃ পুনঃ ভয়োৎপাদনকারী ভয়ঙ্কর সিংহনাদ হইতেছে। সেইজন্য তুমি ধীরে ধীরে চল এবং সৈন্যদের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা কর ॥ ৩৬

যখন আমি সমরাঙ্গণে অবস্থান করিব এবং পাণ্ডবগণের গতি রুদ্ধ হইবে, তখন আমার সৈন্যরা পুনরায় শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে ও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে ॥ ৩৭

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করত সারথি স্বর্ণের নানাবিধ সজ্জায় সজ্জিত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালনা করিলেন ॥ ৩৮

সেই সময় সেখানে অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী সৈন্যরহিত কেবল একুশ হাজার পদাতি সৈন্য নিজেদের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৯

বহুদেশে উৎপন্ন এবং অনেক নগরবাসী এই সব সৈন্যগণ মহাযশ কামনা করত সেখানে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

পরস্পর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পরস্পরকে আক্রমণকারী উভয় পক্ষের সৈন্যদের এই ঘোর ও প্রচণ্ড সজ্মর্ষ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৪১

রাজন্! সেই সময় ভীমসেন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যসহ সেই বহু দেশীয় সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তখন রণাঙ্গনে অন্য পদাতি যোদ্ধারা হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া বাহুর আস্ফালন করিতে থাকিলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে বীরলোকে যাইবার বাসনায় ভীমসেনেরই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩

ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই সব রুষ্ট ও রণদুর্মদ কৌরব-যোদ্ধায়া কেবল গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুখ দিয়া অপর কোন বাক্য বলিলেন না ॥ ৪৪

ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে চারিদিকে ভীমসেনকে ঘিরিয়া তাঁহার উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন। সমরাঙ্গণে পদাতি সৈন্যগণে পরিবৃত ভীমসেন তাঁহাদের অস্ত্রসকলের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৫½

মহারাজ! এই সব সৈন্যরা কুপিত হইয়া পাণ্ডব মহারথী ভীমসেনকে বন্দী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলেন এবং অপর যোদ্ধাদিগকেও নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬½

ইঁহাদিগকে সেইভাবে চারিদিকে অবস্থান করিতে দেখিয়া

সোঽবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং পদাতিঃ সমবস্থিতঃ।
জাতরূপপ্রতিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৪৮
অবধীৎ তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
বিপ্রহীণরথাশ্বাংস্তানবধীৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৪৯
একবিংশতিসাহস্রান্ পদাতীন্ সমপোথয়ৎ।
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৫০
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য ন চিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত।
পাদাতা নিহতা ভূমৌ শিশ্যিরে রুধিরোক্ষিতাঃ ॥ ৫১
সম্ভগ্না ইব বাতেন কর্ণিকারাঃ সুপুষ্পিতাঃ।
নানাশস্ত্রসমাযুক্তা নানাকুণ্ডলধারিণঃ ॥ ৫২
নানাজাত্যা হতাস্তত্র নানাদেশসমাগতাঃ।
পতাকাধ্বজসংছন্নং পদাতীনাং মহদ্ বলম্ ॥ ৫৩
নিকৃত্তং বিবভৌ রৌদ্রং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাশ্চ সহসৈন্যা মহারথাঃ ॥ ৫৪
অভ্যধাবন্ মহাত্মানং পুত্রং দুর্য্যোধনং তব।
তে সর্বে তাবকান্ দৃষ্ট্বা মহেষাসাঃ পরাঙ্মুখান্ ॥৫৫
নাত্যবর্তন্ত তে পুত্রং বেলেব মকরালয়ম্।
তদদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্ ॥ ৫৬
যদেকং সহিতাঃ পার্থা ন শেকুরতিবর্তিতুম্।
নাতিদূরাপযাতং তু কৃতবুদ্ধিং পলায়নে ॥ ৫৭
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমব্রবীদ্ ভৃশবিক্ষতম্।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্বতেষু চ ৫৮
যত্র যাতান্ন বা হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সৃতেন বঃ।
অল্পঞ্চ বলমেতেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ ॥ ৫৯
যদি সর্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবং নো বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রযাতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতবিপ্রিয়াঃ ॥৬০
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ান্নঃ সমরে বধঃ।
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ ॥ ৬১

সেই সময় রণাঙ্গনে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি অতিসত্বর নিজ রথ হইতে নামিয়া পদ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করত স্বর্ণবিমণ্ডিত বিশাল গদা গ্রহণ করিয়া দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় আপনার যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৮½

রথ ও অশ্বহীন এই একুশ হাজার পদাতি সৈন্যকে পুরুষপ্রবর ভীমসেন গদার দ্বারাই ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ৪৯½

সত্যপরাক্রমী ভীমসেন এই পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া অল্পকালের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ৫০½

নিহত পদাতি-সৈন্যরা রক্তে আপ্লুত হইয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত রক্তবর্ণ পুষ্পযুক্ত কর্ণিকার বৃক্ষসকল পতিত আছে ॥৫১½

সেখানে নানা দেশ হইতে আগত, নানা জাতীয় এবং নানাবিধ অস্ত্রধারী ও নানাপ্রকার কুণ্ডলধারী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছেন ॥ ৫২½

ধ্বজ ও পতাকাসমূহে আচ্ছাদিত এই বিশাল পদাতিবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রৌদ্র, ঘোর ও ভয়ানক প্রতীত হইতেছিলেন।

তাহার পর সৈন্যসহ যুধিষ্ঠিরাদি মহারথী বীরগণ আপনার মহাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইয়া যাইলেন ॥ ৫৩-৫৪½

আপনার যোদ্ধাগণকে যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই সব মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-মহারথীরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া সেইভাবে যাইতে সমর্থ হইলেন না, যেরূপ সমুদ্র নিজ তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৫৫½

সেই সময় আমরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, কুন্তীদেবীর সকল পুত্রই একসঙ্গে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫৬½

যখন দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যরা পলায়ন করিবার স্থির করিয়া তখনও অধিক দূরে চলিয়া যান নাই, তখন তিনি অতিশয় আহত সেই সব সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৭½

অরে! এইভাবে পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? আমি এই ভূতলে ও পর্ব্বতে এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে গমন করিলে পর পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮½

এখন ইহাদের নিকট অল্প সৈন্য বর্ত্তমান আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি সকলে সাহসের সহিত অবস্থান করি, তবে আমাদের জয়লাভ অবশ্যই হইবে ॥ ৫৯½

তোমরা পাণ্ডবদের অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ; সুতরাং যদি পৃথক্ পৃথক্ভাবে পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা পশ্চাদ্ধাবন করত তোমাদের বিনাশ করিবে। আমাদের পক্ষে সংগ্রামে নিহত হওয়াই শ্রেয়স্কর ॥ ৬০½

যত ক্ষত্রিয় এখানে সমবেত আছ, তোমরা সকলে আমার এই কথা শ্রবণ কর—যখন বীরবর যোদ্ধা ও কাপুরুষ ব্যক্তি

তদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ মারয়ত্যন্তকঃ সদা।
কো নু মূঢ়ো ন যুধ্যেত পুরুষঃ ক্ষত্রিয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৬২
শ্রেয়ো নো ভীমসেনস্য ক্রুদ্ধস্যাভিমুখে স্থিতম্।
সুখঃ সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ যুধ্যতাম্ ॥ ৬৩
মর্ত্ত্যেনাবশ্যমর্তব্যং গৃহেম্বপি কদাচন।
যুধ্যতঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ মৃত্যুরেষ সনাতনঃ ॥ ৬৪
হত্বেহ সুখমাপ্নোতি হতঃ প্রেত্য মহৎ ফলম্।
ন যুদ্ধধর্ম্মাচ্ছ্রেয়ান্ বৈ পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ ॥৬৫
অচিরেণৈব তাঁল্লোকান্ হতো যুদ্ধে সমশ্নুতে।
শ্রুত্বা তদ্ বচনং তস্য পূজয়িত্বা চ পার্থিবাঃ ॥ ৬৬

সকলকেই যমরাজ বিনাশ করিয়া থাকেন, তখন এরূপ কে মূখ মানুষ আছে, যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়াও নিশ্চিতরূপে যুদ্ধ করিবে না। ৬১-৬২

অতএব ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদের কল্যাণকারী হইবে। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীর পুরুষগণের পক্ষে সংগ্রামে লব্ধ মৃত্যুই সুখপ্রদ হয় ॥ ৬৩

মরণধর্ম্মা মনুষ্যকে কখনও না কখন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। গৃহেতেও উহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। অতএব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে যে মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে, উহাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সনাতন মৃত্যু ॥ ৬৪

কৌরবগণ! বীর যোদ্ধা শত্রুকে বধ করত ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং যদি শত্রুদ্বারা নিহত হন, তবে পরলোকে যাইয়া সর্ব্বোত্তম ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৫½

পুনরেবাভ্যবর্তন্ত পাণ্ডবানাততায়িনঃ।
তানাপতত এবাশু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৬৭
প্রত্যুদ্যযুস্তদা পার্থা জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ।
ধনঞ্জয়ো রথেনাজাবভ্যবর্তত বীর্য্যবান্ ॥ ৬৮
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ব্যাক্ষিপন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬৯
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা যত্তা বৈ তাবকং বলম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সকল রাজা উহা সমাদর পূর্ব্বক পুনরায় আততায়ী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৬৬½

ইঁহারা আক্রমণ করিলে পর নিজেদের সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিয়া প্রহারনিপুণ, জয়াভিলাষী এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ অতিসত্বর তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ৬৭½

পরাক্রমশালী অর্জ্জুন নিজের ত্রিলোকবিখ্যাত ধনু টঙ্কার করিতে করিতে রথের দ্বারা যুদ্ধের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮½

মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও মহাবল সাত্যকি শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন। ইঁহারা সকলে হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণচিত্তে সাবধানতার সহিত আপনার সৈন্যদের উপরে সবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ধৃষ্টদ্যুম্নেন রাজ্ঞঃ শাল্বস্য হস্তিবধঃ, সাত্যকিনা রাজ্ঞ শাল্বস্য বিনাশশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

সংনিবৃত্তে জনৌঘে তু শাল্বো ম্লেচ্ছগণাধিপঃ।
অভ্যবর্তত সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্ ॥ ১
আস্থায় সুমহানাগং প্রভিন্নং পর্বতোপমম্।
দৃপ্তমৈরাবতপ্রখ্যমমিত্রগণমর্দনম্ ॥ ২
যোঽসৌ মহাভদ্রকুলপ্রসূতঃ
সুপূজিতো ধার্তরাষ্ট্রেণ নিত্যম্।
সুকল্পিতঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ
সদোপবাহ্যঃ সমরেষু রাজন্ ॥ ৩
তমাস্থিতো রাজবরো বভূব
যথোদয়স্থঃ সবিতা ক্ষপান্তে।
স তেন নাগপ্রবরেণ রাজ—
ন্নভ্যুদ্যযৌ পাণ্ডুসুতান্ সমেতান্ ॥৪
শিতৈঃ পৃষৎকৈর্বিদদার বেগে-
র্মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ সুঘোরৈঃ।
ততঃ শরান্ বৈ সৃজতো মহারণে
যোধাশ্চ রাজন্ নয়তো যমালয়ম্ ॥ ৫
নাস্যান্তরং দদৃশুঃ স্বে পরে বা
যথা পুরা বজ্রধরস্য দৈত্যাঃ।
ঐরাবণস্থস্য চমূবিমর্দে—
হদৈত্যাঃ পুরা বাসবস্যেব রাজন্ ॥ ৬
তে পাণ্ডবাঃ সোমকাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
তমেকনাগং দদৃশুঃ সমন্তাৎ।
সহস্রশো বৈ বিচরন্তমেকং
যথা মহেন্দ্রস্য গজং সমীপে ॥ ৭
সংদ্রাব্যমাণং তু বলং পরেষাং
পরীতকল্পং বিবভৌ সমন্ততঃ।
নৈবাবতস্থে সমরে ভৃশং ভয়াদ্
বিমৃদ্যমানং তু পরস্পরং তদা ॥ ৮

বিংশ অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা রাজা শাল্বের হস্তিবধ এবং সাত্যকি কর্তৃক রাজা শাল্বের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় ম্লেচ্ছগণের রাজা শাল্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদধারাবাহী, পর্বততুল্য বিশাল-দেহ, অভিমানী এবং ঐরাবতসদৃশ শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ এক বিশাল গজরাজে আরোহণ করত পাণ্ডবদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ১-২

হে রাজন্! এই হস্তী মহাভদ্রনামক গজরাজের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন নিত্যই ইহার আদর করিয়া থাকেন, গজশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এই গজকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা যুদ্ধের সময় ইহাকে বাহন রূপে ব্যবহার করা হয় ॥ ৩

রাজশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই গজরাজের উপর উপবেশন করত রাত্রিশেষে প্রাতঃকালে উদয়াচলে স্থিত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি শ্রেষ্ঠ হস্তীর দ্বারা সেখানে সমবেত সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আক্রমণ করিলেন এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সবেগে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে ঐরাবতের উপর আরোহণ করত শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্থিত বজ্রধারী ইন্দ্রের বাণনিক্ষেপ ও বিপক্ষগণকে ধরাশায়ী করিবার সময় দৈত্য ও দেব-বৃন্দ দেখিতে পাইতেন না, সেইরূপ এই মহাসমরে শাল্বের বাণ নিক্ষেপ ও শত্রুসৈন্যদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে কত সময় লাগিতেছে, তাহা স্বীয় এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা কেহই দেখিতে পাইতেছিলেন না। ৫-৬

ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের এই গজরাজ যদিও রণাঙ্গনে একাকীই নিকটে বিচরণ করিতেছিল, তথাপি পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সোমক যোদ্ধারা তাহাকে সহস্র সহস্র সংখ্যায় দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে সর্ব্বদিকেই তাঁহারা তখন দেখিতেছিলেন ॥ ৭

সেই হস্তীর দ্বারা বিতাড়িত শত্রুসৈন্যরা সর্ব্বদিকে আবৃত বলিয়া মনে হইতেছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ভয়বশতঃ সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে পারিলেন না। সেই সময় এই সব সৈন্যগণ পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মর্দ্দিত হইতেছিলেন ॥ ৮

ততঃ প্রভগ্না সহসা মহাচমূঃ
সা পাণ্ডবী তেন নরাধিপেন।
দিশশ্চতস্রঃ সহসা বিধাবিতা
গজেন্দ্রবেগং তমপারয়ন্তী ॥ ৯

দৃষ্ট্বা চ তাং বেগবতীং প্রভগ্নাং
সর্বে ত্বদীয়া যুধি যোধমুখ্যাঃ।
অপূজয়ংস্তে তু নরাধিপং তং
দধ্মুশ্চ শঙ্খান্ শশিসন্নিকাশান্ ॥ ১০

শ্রুত্বা নিনাদং ত্বথ কৌরবাণাং
হর্ষাদ্ বিমুক্তং সহ শঙ্খশব্দৈঃ।
সেনাপতিঃ পাণ্ডব-সৃঞ্জয়ানাং
পাঞ্চাল-পুত্রো মমৃষে ন কোপাৎ ॥ ১১

ততস্তু তং বৈ দ্বিরদং মহাত্মা
প্রত্যুদ্যযৌ ত্বরমাণো জয়ায়।
জম্ভো যথা শক্রসমাগমে বৈ
নাগেন্দ্রমৈরাবণমিন্দ্রবাহ্যম্ ॥ ১২

তমাপতন্তং সহসা তু দৃষ্ট্বা
পাঞ্চালপুত্রং যুধি রাজসিংহঃ।
তং বৈ দ্বিপং প্রেষয়ামাস তূর্ণং
বধায় রাজন্ দ্রুপদাত্মজস্য ॥ ১৩

স তং দ্বিপেন্দ্রং সহসা পতন্তম্—
অবিধ্যদগ্নিপ্রতিমৈঃ পৃষৎকৈঃ।
কর্মারধৌতৈর্নিশিতৈর্জ্বলদ্ভি-
র্নারাচমুখ্যৈস্ত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥ ১৪

ততোঽপরান্ পঞ্চশতান্ মহাত্মা
নারাচমুখ্যান্ বিসসর্জ কুম্ভে।
স তৈস্তু বিদ্ধঃ পরমদ্বিপো রণে
তদা পরাবৃত্য ভৃশং প্রদুদ্রুবে ॥ ১৫

তং নাগরাজং সহসা প্রণুন্নং
বিদ্রাব্যমাণং বিনিবর্ত্য শাল্বঃ।
তোত্রাঙ্কুশৈঃ প্রেষয়ামাস তূর্ণং
পাঞ্চালরাজস্য রথং প্রদিশ্য ॥ ১৬

দৃষ্ট্বাঽঽপতন্তং সহসা তু নাগং
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্বরথাচ্ছীঘ্রমেব।
গদাং প্রগৃহ্যোগ্রজবেন বীরো
ভূমিং প্রপন্নো ভয়বিহ্বলাঙ্গঃ ॥ ১৭

ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব সহসা পাণ্ডবদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিলেন। সেই গজরাজের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তখন সকল সৈন্য চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই বেগশালী সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত আপনার সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধারা ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্র-তুল্য শুভ্র শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯-১০

শঙ্খধ্বনির সহিত কৌরবদের এই হর্ষনাদ শ্রবণ করত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধবশতঃ উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১১

তদনন্তর সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরা করিয়া জয়লাভ করিবার জন্য সেই হাতীর উপর সেই ভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর জম্ভাসুর ইন্দ্রবাহন নাগরাজ ঐরাবতের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১২

রাজন্! পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই হস্তীকে তাহার বধের জন্য অতিক্রত তাঁহার দিকে চালনা করিলেন ॥ ১৩

সেই গজরাজকে সহসা আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নিতুল্য প্রজ্বলিত, কর্ম্মকারগণের দ্বারা পরিষ্কৃত ও তীক্ষ্ণধার তিন ভয়ঙ্কর বেগশালী উত্তম নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪

তাহার পর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহার কুম্ভস্থল লক্ষ্য করত পাঁচ শত উত্তম নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল নারাচের দ্বারা অত্যন্ত আহত সেই বিশালদেহ গজরাজ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৫

এই গজরাজকে সহসা পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া শাল্বরাজ পুনরায় যুদ্ধের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং পীড়াদায়ক অঙ্কুশের দ্বারা তাহাকে সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৬

হস্তীকে সহসা আক্রমণ করিতে দেখিয়া বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদাধারণ পূর্ব্বক অতিক্রত সবেগে নিজ রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত ভূমিতে নামিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৭

স তং রথং হেমবিভূষিতাঙ্গং
সাশ্বং সসূতং সহসা বিমৃত্য।
উৎক্ষিপ্য হস্তেন নদন্ মহাদ্বিপো
বিপোথয়ামাস বসুন্ধরাতলে ॥ ১৮

পাঞ্চালরাজস্য সুতঞ্চ দৃষ্ট্বা
তদার্দিতং নাগবরেণ তেন।
তমভ্যধাবৎ সহসা জবেন
ভীমঃ শিখণ্ডী চ শিনেশ্চ নপ্তা ॥ ১৯

শরৈশ্চ বেগং সহসা নিগৃহ্য
তস্যাভিতো ব্যাপততো গজস্য।
স সংগৃহীতো রথিভির্গজো বৈ
চচাল তৈর্বার্য্যমাণশ্চ সংখ্যে ॥ ২০

ততঃ পৃষৎকান্ প্রববর্ষ রাজা
সূর্য্যো যথা রশ্মিজালং সমন্তাৎ।
তৈরাশুগৈর্বধ্যমানা রথৌঘাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ সহিতাস্তত্র তত্র ॥ ২১

তৎ কর্ম শাল্বস্য সমীক্ষ্য সর্বে
পাঞ্চালপুত্রা নৃপ সৃঞ্জয়াশ্চ।
হাহাকারৈর্নাদয়ন্তি স্ম যুদ্ধে
দ্বিপং সমন্তাদ্ রুরুধুর্নরাগ্র্যাঃ ॥ ২২

পাঞ্চালপুত্রস্ত্বরিতস্তু শূরো
গদাং প্রগৃহ্যাচলশৃঙ্গকল্পাম্।
সসম্ভ্রমং ভারত শত্রুঘাতী
জবেন বীরোঽনুসসার নাগম্ ॥ ২৩

ততস্তু নাগং ধরণীধরাভং
মদং স্রবন্তং জলদপ্রকাশম্।
গদাং সমাবিধ্য ভৃশং জঘান
পাঞ্চালরাজস্য সুতস্তরস্বী ॥ ২৪

স ভিন্নকুম্ভঃ সহসা বিনদ্য
মুখাৎ প্রভূতং ক্ষতজং বিমুঞ্চন্।
পপাত নাগো ধরণীধরাভঃ
ক্ষিতিপ্রকম্পাচ্চলিতো যথাদ্রিঃ ॥ ২৫

নিপাত্যমানে তু তদা গজেন্দ্রে
হাহাকৃতে তব পুত্রস্য সৈন্যে।
স শাল্বরাজস্য শিনিপ্রবীরো
জহার ভল্লেন শিরঃ শিতেন ॥ ২৬

গর্জন করিতে করিতে সেই বিশালকায় হস্তী ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই স্বর্ণভূষিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিসহ বিধ্বস্ত করিয়া দিল এবং শুণ্ডে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে পোথিত করিয়া ফেলিল ॥ ১৮

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেই গজরাজের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ১৯

এই সব রথী যোদ্ধারা সর্ব্বদিকে আক্রমণকারী সেই হাতীর বেগকে সহসা নিজ নিজ বাণসকলের দ্বারা রুদ্ধ করিলেন। ইঁহাদের দ্বারা নিজের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িলে সেই হাতী যেন নিগৃহীত হইয়া বিচলিত হইল ॥ ২০

তদনন্তর যেরূপ সূর্য্যদেব চারিদিকেই নিজের কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা শাল্ব চারিদিকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই শীঘ্রগামী বাণসমূহের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া সেই পাণ্ডব-রথীরা একত্রে এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

হে নৃপ! শাল্বের এই পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা নিজেদের হাহাকারে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা তখন এই হস্তীকে রণাঙ্গনে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

ভারত! এই সময় শত্রুহন্তা বীরবর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিক্রুত পর্ব্বত শিখরসদৃশ বিশালাকায় গদা ধারণ পূর্ব্বক তীব্র বেগে সেই হাতীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৩

পাঞ্চালরাজের বেগবান্ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায় মদধারা বর্ষণকারী সেই পর্ব্বতাকার গজরাজের উপর নিজের গদা ঘুরাইয়া তীব্রবেগে প্রহার করিলেন ॥ ২৪

গদার আঘাতে হাতীর কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং পর্ব্বততুল্য বিশালকায় গজরাজ সহসা চীৎকার করিতে করিতে ও মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন ইহাতে মনে হইতেছিল—ভূকম্প হওয়ায় কোন পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া যাইল ॥ ২৫

যখন গজরাজ পতিত হইল, সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকি একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা শাল্বরাজের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬

হৃতোত্তমাঙ্গো যুধি সাত্বতেন
পপাত ভূমৌ সহ নাগরাজ্ঞা।
যথাদ্রিশৃঙ্গং সুমহৎ প্রণুন্নং
বজ্রেণ দেবাধিপচোদিতেন ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্যবধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

রণাঙ্গনে সাত্যকির দ্বারা মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইলে পর শাম্বরাজও সেই গজরাজের সহিত ধরাশায়ী হইলেন। ইহাতে মনে হইল—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রে ছিন্ন যেন বিশাল পর্ব্বতশিখর ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শাম্বের বধবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সাত্যকিনা ক্ষেমধূর্ত্তেঃ সংহারঃ, কৃতবর্ম্মণো যুদ্ধম্, সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ
তস্মিংস্তু নিহতে শূরে শাম্বে সমিতিশোভনে।
তবাভজ্যদ্ বলং বেগাদ্ বাতেনেব মহাদ্রুমঃ ॥ ১
তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা কৃতবর্ম্মা মহারথঃ।
দধার সমরে শূরঃ শত্রুসৈন্যং মহাবলঃ ॥ ২
সন্নিবৃত্তাস্তু তে শূরা দৃষ্ট্বা সাত্বতমাহবে।
শৈলোপমং স্থিরং রাজন্ কীর্য্যমাণং শরৈর্যুধি ॥ ৩
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥
নিবৃত্তানাং মহারাজ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৪
তত্রাশ্চর্য্যমভূদ্ যুদ্ধং সাত্বতস্য পরৈঃ সহ।
যদেকো বারয়ামাস পাণ্ডুসেনাং দুরাসদাম্ ॥ ৫
তেষামন্যোন্যসুহৃদাং কৃতে কর্ম্মণি দুষ্করে।
সিংহনাদঃ প্রহৃষ্টানাং দিবিস্পৃক্ সুমহানভূৎ ॥ ৬
তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ পাঞ্চালা ভরতর্ষভ।
শিনের্নপ্তা মহাবাহুরন্বপদ্যত সাত্যকিঃ ॥ ৭
স সমাসাদ্য রাজানং ক্ষেমধূর্ত্তিং মহাবলম্।
সপ্তভির্নিশিতৈর্বাণৈরনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৮
তমায়ান্তং মহাবাহুং প্রবপন্তং শিতান্ শরান্।
জবেনাভ্যপতদ্ ধীমান্ হার্দিক্যঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ৯

একবিংশ অধ্যায়।

[সাত্যকির দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির সংহার, কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ ও তাঁহার পরাজয় এবং সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! যুদ্ধে সুশোভিত বীরবর শাম্ব নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা সেইভাবে ভগ্ন হইয়া যাইলেন, যেরূপ প্রবল বায়ুর বেগে কোন বিশাল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায় ॥ ১

কৌরবসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া বীর মহারথ মহাবল কৃতবর্ম্মা যুদ্ধে শত্রুসৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২

রাজন্! কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া পলায়মান সৈন্যরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধস্থলে বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়াও সেই সাত্বতবংশীয় বীর কৃতবর্ম্মা পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

মহারাজ! তদনন্তর নিবৃত্ত কৌরবগণের পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৪

সেখানে কৃতবর্ম্মার শত্রুগণের সহিত আরব্ধ যুদ্ধ অত্যা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল; কারণ; তিনি একাকী দুর্জয় পাণ্ডব-সৈন্যদের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ॥ ৫

পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী কৌরবসৈন্যরা কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক দুষ্কর পরাক্রম সম্পাদিত হইলে পর অতিশয় হৃষ্ট হই আকাশকেও স্পর্শ করিতে সমর্থ অত্যন্ত তীব্র সিংহনাদ করি লাগিলেন ॥ ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের এই গর্জনে পাণ্ডব-সৈন্যরা ভী হইয়া উঠিলেন। সেই সময় শিনিপৌত্র মহাবাহু সাত্যকি শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭

তিনি সেস্থলে আসিয়াই মহাবল রাজা ক্ষেমধূর্ত্তিকে সা তীক্ষ্ণধার বাণে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮

তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনিপৌত্র মহা সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ কৃতবর্ম্মা তীব্রবেগে তাঁ উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

সাত্বতৌ চ মহাবীর্য্যৌ ধন্বিনৌ রথিনাং বরৌ।
অন্যোন্যমভ্যধাবেতাং শস্ত্রপ্রবরধারিণৌ ॥ ১০-
পাণ্ডবাঃ সহপাঞ্চলা যোধাশ্চান্যে নৃপোত্তমাঃ।
প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত তয়োর্ঘোরে সমাগমে ॥ ১১
নারাচৈর্বৎসদন্তৈশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৌ।
অভিজঘ্নতুরন্যোন্যং প্রহৃষ্টাবিব কুঞ্জরৌ ॥ ১২
চরন্তৌ বিবিধান্ মার্গান্ হার্দিক্য-শিনিপুঙ্গবৌ।
মুহুরন্তর্দধাতে তৌ বাণবৃষ্ট্যা পরস্পরম্ ॥ ১৩
চাপবেগবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ।
আকাশে সমপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥ ১৪
তমেকং সত্যকর্মাণমাসাদ্য হৃদিকাত্মজঃ।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ১৫
স দীর্ঘবাহুঃ সংক্রুদ্ধস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ।
অষ্টভিঃ কৃতবর্মাণমবিধ্যৎ পরমেষুভিঃ ॥ ১৬
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ কৃতবর্মা শিলাশিতৈঃ।
সাত্যকিং ত্রিভিরাহত্য ধনুরেকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৭
নিকৃত্তং তদ্ ধনুঃ শ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন শৈনেয়ঃ সশরং ধনুঃ ॥ ১৮
তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্।
আরোপ্য চ ধনুঃ শীঘ্রং মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥১৯
অমৃষ্যমাণো ধনুষশ্ছেদনং কৃতবর্মণা।
কুপিতোঽতিরথঃ শীঘ্রং কৃতবর্মাণমভ্যয়াৎ ॥২০
ততঃ সুনিশিতৈর্বাণৈর্দশভিঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
জঘান সূতং চাশ্বাংশ্চ ধ্বজঞ্চ কৃতবর্মণঃ ॥ ২১
ততো রাজন্ মহেষ্বাসঃ কৃতবর্মা মহারথঃ।
হতাশ্বসূতং সম্প্রেক্ষ্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ২২
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ শূলমুদ্যম্য মারিষ।
চিক্ষেপ ভুজবেগেন জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ২৩
তচ্ছূলং সাত্বতো হ্যাজৌ নির্ভিদ্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চূর্ণিতং পাতয়ামাস মোহয়ন্নিব মাধবম্ ॥ ২৪

তখন উত্তম উত্তম অস্ত্রসকলধারী, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপরাক্রমী, ধনুর্দ্ধর বীর সাত্বতবংশী সাত্যকি এবং কৃতবর্ম্মা পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১০

এই দুইজনের সেই ঘোর সংগ্রামে পাঞ্চালসহ পাণ্ডব-যোদ্ধারা ও অপর নৃপশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সেই সংগ্রামের দর্শক হইয়া যাইলেন। ১১

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের এই দুই বীর মহারথী অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সঙ্ঘর্ষরত দুইটি হাতীর ন্যায় পরস্পরকে নারাচ ও বৎসদন্ত-সমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন। ১২

কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি উভয়েই নানাপ্রকার যুদ্ধরীতি প্রদর্শন করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করত উভয়ে উভয়কে অদৃশ্য করিয়াদিলেন। ১৩

বৃষ্ণিবংশের এই দুই সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী বীরের ধনুর বেগ ও বলে নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী বাণসকলকে আমরা আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম। ১৪

কৃতবর্ম্মা অদ্বিতীয় বীর সত্যপরাক্রমী সাত্যকির নিকট উপস্থিত হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ১৫

তখন মহাবাহু সাত্যকি অঙ্কুশের আঘাতপ্রাপ্ত গজরাজের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আটটি উত্তম বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। ১৬

ইহা দেখিয়া কৃতবর্ম্মা ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত এবং শিলাশানিত তিনটি তীক্ষ্ণধার বাণে সাত্যকিকে আঘাত করত অপর একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। ১৭

সেই ছিন্ন শ্রেষ্ঠ ধনু নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিনিপ্রবর সাত্যকি বাণসহ অপর একটি ধনু সবেগে গ্রহণ করিলেন। ১৮

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী যুযুধান (সাত্যকি) সেই উত্তম ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অতি সত্বর তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন ও কৃতবর্ম্মার দ্বারা ধনু ছিন্ন হইয়া যাওয়াকে সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অতিরথী বীর কুপিত হইলেন এবং অতিক্রত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ১৯-২০

তাহার পর শিনিপ্রবর সাত্যকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার দশটি বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ২১

রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কৃতবর্ম্মা নিজের স্বর্ণভূষিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিরহিত নিরীক্ষণ করত অতিশয় রুষ্ট হইলেন। মান্যবর! পুনরায় তিনি শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বিনাশ করিবার বাসনায় একটি শূল উত্তোলিত করিয়া তাহাকে নিজ বাহুদ্বয়ের বেগে তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২২-২৩

কিন্তু সাত্যকি যুদ্ধস্থলে নিজ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা

ততোঽপরেণ ভল্লেন হৃদ্যেনং সমতাড়য়ৎ ।
স যুদ্ধে যুযুধানেন হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ২৫
কৃতবর্ম্মা কৃতস্তেন ধরণীমন্বপদ্যত ।
তস্মিন্ সাত্যকিনা বীরে দ্বৈরথে বিরথীকৃতে ॥ ২৬
সমপদ্যত সর্ব্বেষাং সৈন্যানাং সুমহদ্ ভয়ম্ ।
পুত্রস্য তব চাত্যর্থং বিষাদঃ সমজায়ত ॥ ২৭
হতসূতে হতাশ্বে তু বিরথে কৃতবর্ম্মণি ।
হতাশ্বঞ্চ সমালক্ষ্য হতসূতমরিন্দম ॥ ২৮
অভ্যধাবৎ কৃপো রাজন্ জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্ ।
তমারোপ্য রথোপস্থে মিষতাং সর্ব্বধন্বিনাম্ ॥ ২৯
অপোবাহ মহাবাহুং তূর্ণমায়োধনাদপি ।
শৈনেয়েঽধিষ্ঠিতে রাজন্ বিরথে কৃতবর্ম্মণি ॥ ৩০
দুর্য্যোধনবলং সর্ব্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ।
তৎ পরে নাম্ববুধ্যন্ত সৈন্যেন রজসা বৃতাঃ ॥ ৩১

তাবকাঃ প্রদ্রুতা রাজন্ দুর্য্যোধনমৃতে নৃপম্ ।
দুর্য্যোধনস্তু সম্প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ ॥ ৩২
জবেনাভ্যপতৎ তূর্ণং সর্ব্বাংশ্চৈকো ন্যবারয়ৎ ।
পাণ্ডূংশ্চ সর্ব্বান্ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ॥ ৩৩
শিখণ্ডিনং দ্রৌপদেয়ান্ পাঞ্চালানাঞ্চ যে গণাঃ ।
কেকয়ান্ সোমকাংশ্চৈব সৃঞ্জয়াংশ্চৈব মারিষ ॥ ৩৪
অসম্ভ্রমং দুরাধর্ষঃ শিতৈর্ব্বাণৈরবাকিরৎ ।
অতিষ্ঠদাহবে যত্তঃ পুত্রস্তব মহাবলঃ ॥ ৩৫
যথা যজ্ঞে মহানগ্নির্ম্মন্ত্রপূতঃ প্রকাশবান্ ।
তথা দুর্য্যোধনো রাজা সংগ্রামে সর্ব্বতোঽভবৎ ॥ ৩৬
তং পরে নাভ্যবর্ত্তন্ত মর্ত্ত্যা মৃত্যুমিবাহবে ।
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দ্দিক্যঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সাত্যকি-কৃতবর্ম্মযুদ্ধে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

সেই শূলকে ছেদন করত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কৃতবর্ম্মাকে যেন মোহিত করিতে করিতেই ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৪

ইহার পর তিনি কৃতবর্ম্মার বক্ষে একটি ভল্লের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। যুযুধান কর্ত্তৃক রথ ও সারথিহীন কৃতবর্ম্মা তখন রথ পরিত্যাগ করত যুদ্ধস্থলে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫½

সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সাত্যকির দ্বারা বীর কৃতবর্ম্মা রথহীন হইয়া যাইলে পর আপনার সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৬½

যখন অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইল এবং তিনি রথহীন হইয়া পড়িলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মন অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ২৭½

শত্রুদমন ভূপাল! কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত হইতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য সাত্যকিকে বধ করিবার বাসনায় সেখানে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ২৮½

তারপর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই মহাবাহু কৃতবর্ম্মাকে নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া তিনি অতি সত্বর যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে দূরে অপসারিত করিলেন ॥ ২৯½

রাজন্! যখন সাত্যকি যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কৃতবর্ম্মা রথহীন হইয়া অপসারিত হইলেন, তখন দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যরা পুনরায় রণবিমুখ হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩০½

কিন্তু সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে সর্ব্বদিক্ আচ্ছা[দিত] হইয়া যাওয়ায় শত্রুসৈন্যরা কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন কর[িবার] বিষয় জানিতে পারিলেন না। রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ব্যতী[ত] আপনার সকল যোদ্ধাই তখন পলাইয়া যাইলেন ৩১½

দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে নিকট হইতে পলায়ন কর[িতে] দেখিয়া তীব্র বেগে শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং [সেই] সব শত্রুসৈন্যগণকে একাকীই প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥[৩২]

মাননীয় নরেশ! সেই সময় ক্রুদ্ধ আপনার মহাবল[শালী] দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই সাবধানে পাণ্ড[বগণ,] দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চা[ল,] কেকয়, সোমক এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের উপর তীক্ষ্ণধার বাণস[মূহ] বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নির্ভয় হইয়া যুদ্ধস্থলে অব[স্থিত] রহিলেন ॥ ৩৩-৩৫

যেরূপ যজ্ঞে মন্ত্রসমূহের দ্বারা পবিত্র সর্ব্বোত্তম অগ্নি[দেব] প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সংগ্রামে রাজা দুর্য্যো[ধন] সর্ব্বদিকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

যেরূপ মরণধর্ম্মা মনুষ্য নিজের মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন কর[িতে] পারে না, সেইরূপ রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যরা রাজা দুর্য্যোধনের সম্মু[খীন] হইতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই কৃতবর্ম্মা অপর [রথে] আরোহণ করত সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার যুদ্ধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ে[র] অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধনস্য পরাক্রমঃ, উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রস্তু তে মহারাজ রথস্থো রথিনাং বরঃ।
দুরুৎসহো বভৌ যুদ্ধে যথা রুদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১
তস্য বাণসহস্রৈস্তু প্রচ্ছন্না হ্যভবন্মহী।
পরাংশ্চ সিষিচে বাণৈর্ধারাভিরিব পর্বতান্ ॥ ২
ন চ সোঽস্তি পুমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং বলার্ণবে।
হয়ো গজো রথো বাপি যঃ স্যাদ্ বাণৈরবিক্ষতঃ ॥ ৩
যং যং হি সমরে যোধং প্রপশ্যামি বিশাম্পতে।
স স বাণৈশ্চিতোঽভূদ্ বৈ পুত্রেণ তব ভারত ॥ ৪
যথা সৈন্যেন রজসা সমুদ্ভুতেন বাহিনী।
প্রত্যদৃশ্যত সংছন্না তথা বাণৈর্মহাত্মনঃ ॥ ৫
বাণভূতামপশ্যাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
দুর্য্যোধনেন প্রকৃতাং ক্ষিপ্রহস্তেন ধন্বিনা ॥৬
তেষু যোধসহস্রেষু তাবকেষু পরেষু চ।
একো দুর্য্যোধনো হ্যাসীৎ পুমানিতি মতির্মম ॥ ৭
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য বিক্রমম্।
যদেকং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্তন্ত ভারত ॥ ৮
যুধিষ্ঠিরং শতেনাজৌ বিব্যাধ ভরতর্ষভ।
ভীমসেনঞ্চ সপ্তত্যা সহদেবঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৯
নকুলঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পঞ্চভিঃ।
সপ্তভির্দ্রৌপদেয়াংশ্চ ত্রিভির্বিব্যাধ সাত্যকিম্ ॥ ১০
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সহদেবস্য মারিষ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১১
অভ্যদ্রবত রাজানং প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ ধনুঃ।
ততো দুর্য্যোধনং সংখ্যে বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥১২
নকুলস্তু ততো বীরো রাজানং নবভিঃ শরৈঃ।
ঘোররূপৈর্মহেষ্বাসো বিব্যাধ চ ননাদ চ ॥ ১৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের পরাক্রম এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলে,—মহারাজ! রথের উপর উপবিষ্ট রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার প্রভাশালী পুত্র দুর্য্যোধন রুদ্রদেবের ন্যায় যুদ্ধে শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ১

তাঁহার সহস্র সহস্র বাণে সেখানকার সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতসকলকে সিক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি শত্রুদিগকে নিজ বাণধারার সিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ২

পাণ্ডবদের সৈন্যসাগরে এরূপ কোন মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী ছিলেন না, যাহারা সেই সময় দুর্য্যোধনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই ॥ ৩

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! আমি সমরাঙ্গণে যে যে যোদ্ধাকে দেখিতে ছিলাম, সেই সেই যোদ্ধাদিগকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম ॥৪

যেরূপ সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সমস্ত সৈন্যরা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদিগকে মহাত্মা দুর্য্যোধনের বাণসমূহেও আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম ॥ ৫

হে ভূপতে! আমরা দেখিলাম যে, অতিক্রত হস্ত চালাইতে নিপুণ ধনুর্দ্ধর বীর দুর্য্যোধন সম্পূর্ণ রণভূমিকে বাণময় করিয়া দিয়াছেন ॥ ৬

আপনার এবং শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের মধ্যে তখন একমাত্র দুর্য্যোধনকেই বীর পুরুষ বলিয়া আমার মনে হইতেছিল ॥ ৭

ভারত! আমরা সেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ একত্রে মিলিত হইয়াও সেই একাকী বীরের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না ॥ ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে একশত, ভীমসেনকে সত্তর, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে চৌষট্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ সাত এবং সাত্যকিকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মান্যবর! সেই সঙ্গে একটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া উহার দ্বারা ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৯-১০½

প্রতাপশালী মাদ্রীপুত্র সহদেব সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অপর একটি বিশাল ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং যুদ্ধস্থলে দশটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১-১২

ইহার পর মহাধনুর্দ্ধর বীর নকুল নয়টি ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা

সাত্যকিশ্চৈব রাজানং শরেণানতপর্বণা।
দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা ধর্ম্মরাজশ্চ পঞ্চভিঃ॥ ১৪
অশীত্যা ভীমসেনশ্চ শরৈ রাজানমার্পয়ন্।
সমন্তাৎ কীর্য্যমাণস্তু বাণসঙ্ঘৈর্ম্মহাত্মভিঃ॥ ১৫
ন চচাল মহারাজ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
লাঘবং সৌষ্ঠবং চাপি বীর্য্যং চাপি মহাত্মনঃ॥ ১৬
অতি সর্বাণি ভূতানি দদৃশুঃ সর্বমানবাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা হি রাজেন্দ্র যোধাস্তু স্বল্পমন্তরম্॥ ১৭
অপশ্যমানা রাজানং পর্য্যবর্ত্তন্ত দংশিতাঃ।
তেষামাপততাং ঘোরস্তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ১৮
ক্ষুব্ধস্য হি সমুদ্রস্য প্রাবৃট্ কালে যথা স্বনঃ।
সমাসাদ্য রণে তে তু রাজানমপরাজিতম্॥ ১৯
প্রত্যুদ্যযুর্ম্মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাততায়িনঃ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধো দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ॥ ২০
নানাবাণৈর্ম্মহারাজ প্রমুক্তৈঃ সর্বতোদিশম্।
নাজ্ঞায়ন্ত রণে বীরা ন দিশঃ প্রদিশঃ কুতঃ॥ ২১
তাবুভৌ ক্রূরকর্মাণাবুভৌ ভারত দুঃসহৌ।
ঘোররূপমযুধ্যেতাং কৃত-প্রতিকৃতৈষিণৌ॥ ২২
ত্রাসয়ন্তৌ দিশঃ সর্বা জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ।
শকুনিস্তু রণে বীরো যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ॥ ২৩
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সুবলস্য সুতো বিভো।
নাদং চকার বলবৎ সর্বসৈন্যানি কোপয়ন্॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে বীরং রাজানমপরাজিতম্।
অপোবাহ রথেনাজৌ সহদেবঃ প্রতাপবান্॥ ২৫
অথান্যং রথমাস্থায় ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
শকুনিং নবভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৬
ননাদ চ মহানাদং প্রবরঃ সর্বধন্বিনাম্।
তদ্ যুদ্ধমভবচ্চিত্রং ঘোররূপঞ্চ মারিষ॥ ২৭

দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন॥ ১৩

এই সময় সাত্যকিও আনতপর্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তিয়াত্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ এবং ভীমসেন আশীটি বাণে রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৪½

মহারাজ! এই সব মহাত্মা বীরগণ যদিও সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনের উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না॥ ১৫½

এই মহাত্মা বীর দুর্য্যোধনের নৈপুণ্য, অস্ত্রচালনার সুন্দর পদ্ধতি এবং পরাক্রম—এই সবকে তখন সকল মানুষই সমস্ত প্রাণী হইতে অধিকরূপে দর্শন করিতে থাকিলেন॥ ১৬½

রাজেন্দ্র! আপনার যোদ্ধারা অল্পও সুযোগ না দেখিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে চারিদিকে পরিবৃত করত অবস্থিত রহিলেন॥ ১৭½

যেরূপ বর্ষাকালে বিক্ষুব্ধ সাগরের ভীষণ গর্জন শুনা যায়, সেইরূপ আক্রমণকারী এই কৌরব-বীরগণের ঘোর ও ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল॥ ১৮½

এই মহাধনুর্দ্ধর কৌরব-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে অপরাজিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া আততায়ী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৯½

মহারাজ! রণাঙ্গনে কুপিত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা চারিদিকে নিক্ষিপ্ত অনেকপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। এই সময় সংগ্রামে বীর যোদ্ধাগণকে জানা যাইতেছিল না এবং দিক্‌সকলকেও বুঝা যাইতেছিল না; সুতরাং কোণসমূহের কথা আর কি বলিবার আছে? ২০-২১

ভারত! এই দুই বীর অশ্বত্থামা ও ভীমসেন ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্মকারী এবং শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ ছিলেন, অতএব ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে যোগ্য উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২২

ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে করিতে ইঁহাদের উভয়ের হাতের চর্ম্ম কঠিন হইয়া (কড়া পড়িয়া) গিয়াছিল এবং ইঁহারা সমস্ত দিক্‌কেই তখন সন্ত্রাসিত করিতে ছিলেন। অপর দিকে বীর শকুনি রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥২৩

প্রভো! সুবলের এই পুত্র শকুনি যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করত সমস্ত সৈন্যদের ক্রোধবর্দ্ধন করিতে করিতে তীব্রস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ২৪

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী বীর সহদেব অপরাজিত বীর রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজের রথে আরোহণ করাইয়া দূরে লইয়া যাইলেন।

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর রথে আরোহণ করত পুনরায় ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং প্রথমে শকুনিকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৫-২৬

ইহার পর সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মান্যবর! তখন

প্রেক্ষতাং প্রীতিজননং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ।
উলূকস্তু মহেষ্বাসং নকুলং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ২৮
অভ্যদ্রবদমেয়াত্মা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ।
তথৈব নকুলঃ শূরঃ সৌবলস্য সুতং রণে ॥ ২৯
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ।
তৌ তত্র সমরে বীরৌ কুলপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ৩০
যোধয়ন্তাবপশ্যেতাং কৃত-প্রতিকৃতৈষিণৌ ।
তথৈব কৃতবর্ম্মাণং শৈনেয়ঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৩১
যোধয়ন্ শুশুভে রাজন্ বলিং শক্র ইবাহবে ।
দুর্য্যোধনো ধনুশ্ছিত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে ॥ ৩২
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সমরে প্রগৃহ্য পরমায়ুধম্ ॥ ৩৩
রাজানং যোধয়ামাস পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্ ।
তয়োর্যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ সংগ্রামে ভরতর্ষভ ॥ ৩৪
প্রভিন্নয়োর্যথা সক্তং মত্তয়োর্বরহস্তিনোঃ ।
গৌতমস্তু রণে ক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়ান্ মহাবলান্ ॥ ৩৫
বিব্যাধ বহুভিঃ শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমিন্দ্রিয়ৈরিব দেহিনঃ ॥ ৩৬
ঘোররূপমসংবার্য্যং নির্মর্য্যাদমবর্তত ।
তে চ সম্পীড়য়ামাসুরিন্দ্রিয়াণীব বালিশম্ ॥ ৩৭
স চ তান্ প্রতি সংরব্ধঃ প্রত্যযোধয়দাহবে ।
এবং চিত্রমভূদ্ যুদ্ধং তস্য তৈঃ সহ ভারত ॥ ৩৮
উত্থায়োত্থায় হি যথা দেহিনামিন্দ্রিয়ৈর্বিভো ।
নরাশ্চৈব নরৈঃ সার্ধং দন্তিনো দন্তিভিস্তথা ॥ ৩৯
হয়া হয়ৈঃ সমাসক্তা রথিনো রথিভিঃ সহ ।
সঙ্কুলং চাভবদ্ ভূয়ো ঘোররূপং বিশাম্পতে ॥ ৪০
ইদং চিত্রমিদং ঘোরমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো ।
যুদ্ধান্যাসন্ মহারাজ ঘোরাণি চ বহূনি চ ॥ ৪১

এই যুদ্ধ বিচিত্র, ভয়ঙ্কর, সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত এবং দর্শকবৃন্দের হর্ষবর্দ্ধক ছিল ॥ ২৭½

অপরদিকে অমেয় আত্মবলসম্পন্ন উলূক মহাধনুর্দ্ধর রণদুর্দ্মদ নকুলের দিকে চারিদিকে বাণবর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ২৮½

সেইরূপ বীর নকুল সকলদিকে বিশাল বাণবর্ষণ করিয়া শকুনিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

এইরূপ বীর মহারথী উত্তমকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব সমরাঙ্গণে পরস্পরের প্রহারের প্রতীকার করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—ইহা দেখা যাইল ॥ ৩০½

রাজন্! এইরূপ শত্রুসন্তাপী সাত্যকি কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বলির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১½

দুর্য্যোধন এই সময় রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহাকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২½

তখন ধৃষ্টদ্যুম্নও অপর ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৩½

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে এই দুই বীরের যুদ্ধ সেইরূপ মনে হইতেছিল, যেরূপ মদধারাবাহী দুইটি হাতী পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩৪½

অপরদিকে বীরবর কৃপাচার্য্য কুপিত হইয়া মহাবল দ্রৌপদী-পুত্রগণকে আনতপর্ব্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৫½

যেরূপ দেহধারী জীবাত্মার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পঞ্চ ভ্রাতার কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে এই যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোর, অনিবার্য্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন হইয়া উঠিল ॥ ৩৬½

যেরূপ ইন্দ্রিয়গণ মূঢ় মানুষকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, শতানীক ও সুতসোম—এই পঞ্চ ভ্রাতা কৃপাচার্য্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্যও অতিশয় রুষ্ট হইয়া রণাঙ্গনে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৭½

ভারত! তাঁহার এই দ্রৌপদীপুত্রগণের সহিত সেইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, যেরূপ বারংবার উত্থিত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত দেহধারী জীবাত্মার যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৮½

প্রজানাথ! সেই সময় মনুষ্যগণ মনুষ্যগণের সহিত; হস্তীরা হস্তীদের সহিত, অশ্বসকল অশ্বসকলের সহিত এবং রথী যোদ্ধারা রথী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। তখন ইহাদের মধ্যে অতিশয় তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৯-৪০

প্রভো! মহারাজ! এই বিচিত্র, এই ঘোর, এই রৌদ্র যুদ্ধ এইরূপ বহু ভাবে ভীষণাকার ধারণ করত চলিতে লাগিল ॥ ৪১

তে সমাসাদ্য সমরে পরস্পরমরিন্দমাঃ।
ব্যনদংশ্চৈব জগ্মুশ্চ সমাসাদ্য মহাহবে ॥ ৪২
তেষাং পত্রসমুদ্ভূতং রজস্তীব্রমদৃশ্যত।
বাতেন চোদ্ধতং রাজন্ ধাবদ্ভিশ্চাশ্বসাদিভিঃ ॥ ৪৩
রথনেমিসমুদ্ভূতং নিঃশ্বাসৈশ্চাপি দন্তিনাম্।
রজঃ সন্ধ্যাভ্রকপিলং দিবাকরপথং যযৌ ॥ ৪৪
রজসা তেন সম্পৃক্তো ভাস্করো নিষ্প্রভঃ কৃতঃ।
সংছাদিতাভবদ্ ভূমিস্তে চ শূরা মহারথাঃ ॥ ৪৫
মুহূর্ত্তাদিব সংবৃত্তং নীরজস্কং সমন্ততঃ।
বীরশোণিতসিক্তায়াং ভূমৌ ভরতসত্তম ॥ ৪৬
উপাশাম্যৎ ততস্তীব্রং তদ্ রজো ঘোরদর্শনম্।
ততোঽপশ্যমহং ভূয়ো দ্বন্দ্বযুদ্ধানি ভারত ॥৪৭
যথাপ্রাণং যথাশ্রেষ্ঠং মধ্যাহ্নে বৈ সুদারুণে।
বর্মণাং তত্র রাজেন্দ্র ব্যদৃশ্যন্তোজ্জ্বলাঃ প্রভাঃ ॥ ৪৮
শব্দশ্চ তুমুলঃ সংখ্যে শরাণাং পততামভূৎ।
মহাবেণুবনস্যেব দহ্যমানস্য পর্বতে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

শত্রুদমনকারী এই সমস্ত যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহাসমরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিতে থাকিলেন ॥ ৪২

রাজন্! ইঁহাদের বাহনগণের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা ও ধাবিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা উত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজালে সর্ব্বদিক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যাইল ॥ ৪৩

রথচক্রসকলের দ্বারা এবং হস্তিগণের নিঃশ্বাস-বায়ুর দ্বারা উপরে উত্থিত ধূলিজাল সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডলের ন্যায় সূর্য্যের পথ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল ॥ ৪৪

এই ধূলিজালে লিপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ হইয়া যাইলেন এবং পৃথিবী ও এই সব মহারথী বীর যোদ্ধারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বীর যোদ্ধাগণের রক্তের দ্বারা ধরাতল সিক্ত হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বদিকে ধূলি শান্ত হইয়া যাওয়ায় রণক্ষেত্র নির্ম্মল হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

দেখিতে ভয়ঙ্কর এই তীব্র ধূলিজাল সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়া যাইল। ভারত! রাজেন্দ্র! তখন আমি সেই দারুণ মধ্যাহ্নকালে নিজের বল ও শ্রেষ্ঠতা অনুসারে বহু দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন করিলাম। তখন যোদ্ধাগণের কবচের প্রভা অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল ॥৪৭-৪৮

যেরূপ পর্ব্বতে প্রজ্বলিত বিশাল বংশবন হইতে উত্থিত তীব্র পট্‌পট্ শব্দ শুনা যায়, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে বাণসমূহের পতনের তুমুল চট্‌চট্ শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ পবিত্র হ'য়ে যায়, তখন মানব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। রাজস ও তামসদোষ পরিত্যাগ ক'রে সাত্ত্বিকমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করা বিদ্বানের কর্ত্তব্য যিনি সম্পূর্ণ ভূতসকলে আত্মাকে এবং আত্মাতে সম্পূর্ণ ভূতসমূহকে দেখেন, তিনি জলচরপক্ষী যেমন জলে থেকেও তাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সংসারে লিপ্ত হন্ না। তিনি নীড় ত্যাগ ক'রে উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় দেহ হ'তে পৃথক্ এবং নির্দ্বন্দ্ব শান্ত হ'য়ে পরলোকে অক্ষয়পদ মোক্ষলাভ করেন।

প্রিয়তম! এ বিষয়ে রাজা যযাতির গাথা শ্রবণ কর। আপনার ভিতরই আত্মজ্যোতির প্রকাশ অন্যত্র নহে, সেই জ্যোতি নিখিল প্রাণীর মধ্যে সমানরূপে স্থিত, আপনার চিত্তকে উত্তমরূপে একাগ্রকারীতা স্বয়ং দেখতে সমর্থ হন। যা হ'তে দ্বিতীয় কোন প্রাণী ভীত হয় না, যিনি স্বয়ং অপর প্রাণী হ'তে ভীত হন্ না, যিনি কোন ইচ্ছা করেন না, দ্বেষ করেন না, তিনি তৎকালেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। যখন মানুষ কায় মনোবাক্যে সকল প্রাণীতে দ্বেষশূন্য হন্, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন। যখন সাধক শোনবার এবং দেখবার যোগ্য বস্তুসকল হ'তেও সম্পূর্ণ প্রাণীসকলে সমভাবাপন্ন নির্দ্বন্দ্ব হন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। যখন মানব স্তুতি-নিন্দা সমানভাবে দেখেন, স্বর্ণ লৌহ, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, অর্থ অনর্থ, প্রিয় অপ্রিয় ও জীবনমরণেও উহার সমান দৃষ্টি হ'য়ে যায়, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। যেমন কূর্ম্ম স্বীয় অঙ্গ প্রসারিত করত আবার নিয়ন্ত্রণ করে লয়—এইরূপ ভিক্ষুর মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত রাখা কর্ত্তব্য। যেমন

অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ দীপের দ্বারা দেখা যায়, তদ্রূপ অজ্ঞান অন্ধকারাবৃত আত্মাকে বুদ্ধিরূপ দীপের দ্বারা সাক্ষাৎ করা যায়। ব্রহ্মন্! আপনি জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'য়েছেন আপনার বুদ্ধিও স্থির আপনার বিষয়লোলুপতা নাই, পরন্তু বিশুদ্ধ, নিশ্চয় বিনা কেহ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয় না, আপনার সুখ-দুঃখে কোন বিশেষ নাই, আপনার মনে লোভ নাই। আপনার নিত্যগীত দর্শনে শ্রবণে ঔৎসুক্য নাই, কোন বিষয়ে আপনার মনে রাগ উৎপন্ন হয় না। মহাভাগ! আপনার ভাই বন্ধুগণের প্রতি আসক্তি নাই। কোনও ভয়প্রদ পদার্থে আপনার ভয় নাই। আমি দেখেছি—আপনার কাছে মৃত্তিকা প্রস্তর এবং লৌহ সমান। আমি এবং অন্য মনীষী পুরুষগণ আপনাকে অক্ষয় এবং অনাময় পরমমার্গ (মোক্ষ) স্থিত মনে করি। এ জগতে ব্রাহ্মণ হবার যে ফল এবং মোক্ষের যা স্বরূপ তাতে আপনি স্থিতি লাভ ক'রেছেন। জনক কর্ত্তৃক উপদিষ্ট শুকদেব এই জ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হন। যখন যখন আমার ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন তখন আমি আত্মামায়ায় শুদ্ধ সত্বাত্মিকা শরীর ধারণ করি।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।





আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৩।৩।৬৬ দ্বাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমি দেহধারণ করি। আমার পরম ভক্ত গঙ্গানন্দন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের কথা ব'লেছিল,—মাতা, পিতা এবং গুরুগণের পূজা আমার মতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এর আচরণে মানব পবিত্র লোকসকল এবং মহাযশ পেয়ে থাকে! হে যুধিষ্ঠির। তাঁরা সুপূজিত হ'য়ে যা ক'র্‌তে আদেশ ক'রবেন তা ধর্ম্মসঙ্গত অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ইহা বিচার না ক'রে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাঁদের আজ্ঞা না পেয়ে অপর ধর্ম্ম আচরণ ক'র্‌বে না, তাঁরা যা আদেশ করেন তা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ইহা নিশ্চয় জান্‌বে। তাঁরা পৃথিবী, স্বর্গ এবং ব্রহ্ম তিনলোক, তাঁরা ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ, গার্হপত্য, দক্ষিণ এবং আহ্বনীয় তিন অগ্নি অর্থাৎ তাঁদের সেবা পূজার দ্বারা তিনলোক জিত হয়, আশ্রমত্রয়ের ধর্ম্ম পালন করা হয় এবং বেদত্রয় পাঠ করা ও অগ্নি তিনটীতে হোম করার ফললাভ হ'য়ে থাকে।

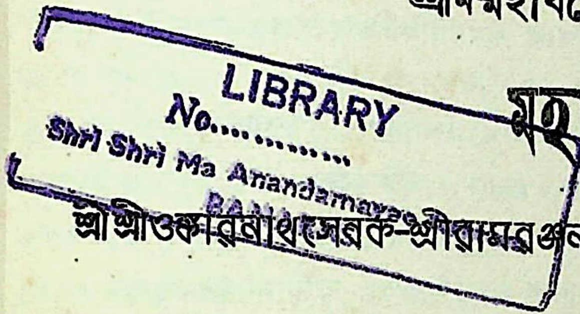
১১শ বর্ষ, মাঘমাস, ১৩৭৯]

[অষ্টমসংখ্যা—শল্যোদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—



মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু তুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য সপ্তশতরথিনাং বিনাশঃ, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মর্য্যাদাহীনং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, শকুনেঃ কূটঃ সংগ্রামঃ, তস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

বর্তমানে তদা যুদ্ধে ঘোররূপে ভয়ানকে।
অভজ্যত বলং তত্র তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ ১
তাংস্তু যত্নেন মহতা সংনিবার্য্য মহারথান্।
পুত্রস্তে যোধয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্॥ ২
নিবৃত্তাঃ সহসা যোধাস্তব পুত্রজয়ৈষিণঃ।
সন্নিবৃত্তেষু তেষেবং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্॥ ৩
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্।
পরেষাং তব সৈন্যে বা নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ॥ ৪
অনুমানেন যুধ্যন্তে সংজ্ঞাভিশ্চ পরস্পরম্।
তেষাং ক্ষয়ো মহানাসীদ্ যুধ্যতামিতরেতরম্॥ ৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ক্রোধেন মহতা যুতঃ।
জিগীষমাণঃ সংগ্রামে ধার্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্॥ ৬
ত্রিভিঃ শারদ্বতং বিদ্ধ্বা রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
চতুর্ভির্নিজঘানাশ্বান্ নারাচৈঃ কৃতবর্মণঃ॥ ৭
অশ্বত্থামা তু হার্দিক্যমপোবাহ যশস্বিনম্।
অথ শারদ্বতোঽষ্টাভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্ যুধিষ্ঠিরম্॥৮
ততো দুর্য্যোধনো রাজা রথান্ সপ্তশতান্ রণে।
প্রৈষয়দ্ যত্র রাজাসৌ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৯
তে রথা রথিভির্যুক্তা মনোমারুতরংহসঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে কৌন্তেয়স্য রথং প্রতি॥ ১০
তে সমন্তান্মহারাজ পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
অদৃশ্যং সায়কৈশ্চক্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্॥ ১১
তে দৃষ্ট্বা ধর্মরাজানং কৌরবৈয়স্তথা কৃতম্।
নামৃষ্যন্ত সুসংরব্ধাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কৌরবপক্ষের সাত শত রথীর বিনাশ, উভয়পক্ষের সৈন্যদের মর্য্যাদাহীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, শকুনির কূট সংগ্রাম এবং তাঁহার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এই ভয়ানক ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার সৈন্যদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন॥ ১

এই পলায়নপর মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে নিবারণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২

ইহা দেখিয়া আপনার পুত্রের জয়াকাঙ্ক্ষী যোদ্ধারা সহসা ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তাঁহাদের সকলের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ৩

আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের এই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। সেই সময় শত্রুগণের কিংবা আপনার সৈন্যদের মধ্যে কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই॥ ৪

সকল সৈন্যই অনুমানে এবং নাম বলিলে পর শত্রু ও মিত্র জানিতে পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর যুদ্ধরত এই বীরগণের সেস্থলে সর্বতোভাবে বিনাশ আরম্ভ হইল॥৫

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির তীব্র ক্রোধান্বিত হইয়া সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধনসহ আপনার পুত্রদিগকে জয় করিতে অভিলাষী হইলেন॥ ৬

তিনি শিলাশানিত স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত তিনটি বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারিটি নারাচের দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন॥ ৭

তখন অশ্বত্থামা যশস্বী কৃতবর্ম্মাকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া অন্যত্র সরাইয়া লইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আটটি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৮

ইহার পর রাজা দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে সাত শত রথী যোদ্ধাকে সেস্থলে প্রেরণ করিলেন, যেখানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন।৯

রথী যোদ্ধাগণে সংযুক্ত এবং মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী এই সকল রথ রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইল॥ ১০

মহারাজ! যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব রথী যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া স্বীয় বাণকলের দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন॥ ১১

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের দ্বারা এরূপ অবস্থায় উপনীত

রথৈরশ্ববরৈর্যুক্তৈঃ কিঙ্কিণীজালসংবৃতৈঃ।
আজগ্মুরথ রক্ষন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১৩
ততঃ প্রববৃতে রৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ॥ ১৪
রথান্ সপ্তশতান্ হত্বা কুরূণামাততায়িনাম্।
পাণ্ডবাঃ সহ পাঞ্চালৈঃ পুনরেবাভ্যবারয়ন্॥ ১৫
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ।
ন চ তৎ তাদৃশং দৃষ্টং নৈব চাপি পরিশ্রুতম্॥ ১৬
বর্তমানে তদা যুদ্ধে নির্ম্মর্য্যাদে সমন্ততঃ।
বধ্যমানেষু যোধেষু তাবকেম্বিতরেষু চ॥ ১৭
বিনদৎসু চ যোধেষু শঙ্খবর্য্যৈশ্চ পূরিতৈঃ।
উৎক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈশ্চ গর্জিতৈশ্চৈব ধন্বিনাম্॥ ১৮
অতিপ্রবৃত্তে যুদ্ধে চ ছিদ্যমানেষু মর্মসু।
ধাবমানেষু যোধেষু জয়গৃদ্ধিষু মারিষ॥ ১৯
সংহারে সর্বতো জাতে পৃথিব্যাং শোকসম্ভবে।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং সীমন্তোদ্ধরণে তথা॥ ২০
নির্মর্য্যাদে মহাযুদ্ধে বর্তমানে সুদারুণে।
প্রাদুরাসন্ বিনাশায় তদোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ॥ ২১
চচাল শব্দং কুর্বাণা সপর্বত-বনা মহী।
সদণ্ডাঃ সোল্মুকা রাজন্ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ॥ ২২
উল্কা পেতুর্দিবো ভূমাবাহত্য রবিমণ্ডলম্।
বিষগ্বাতাঃ প্রাদুরাসন্ নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ॥ ২৩
অশ্রূণি মুমুচুর্নাগা বেপথুং চাস্পৃশন্ ভৃশম্।
এতান্ ঘোরাননাদৃত্য সমুৎপাতান্ সুদারুণান্॥ ২৪
পুনর্যুদ্ধায় সংযত্তাঃ ক্ষত্রিয়াস্তস্থুরব্যথাঃ।
রমণীয়ে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যে স্বর্গং যিযাসবঃ॥ ২৫
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ।
যুধ্যধ্বমগ্রতো যাবৎ পৃষ্ঠতো হন্মি পাণ্ডবান্॥ ২৬

হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শিখণ্ডী প্রভৃতি রথী যোদ্ধারা উহা সহ্য করিতে পারিলেন না॥ ১২

ইঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাজালে আবৃত ও শ্রেষ্ঠ অশ্বগণের দ্বারা যোজিত রথসকলের দ্বারা কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৩

তদনন্তর কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের মধ্যে অতন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইল। যে সংগ্রামে জলের ন্যায় রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ কেবল যমরাজেরই রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল॥ ১৪

সেই সময় পাঞ্চালগণের সহিত পাণ্ডবেরা আততায়ী কৌরব-যোদ্ধাদের সেই সাত শত রথীকে বিনাশ করত পুনরায় অন্য সব যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন॥ ১৫

সেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এরূপ যুদ্ধ আমি কখনও দেখি নাই, এমন কি শ্রবণও করি নাই॥ ১৬

মাননীয় ভূপাল! যখন সর্ব্বদিকেই এই নিয়মহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা নিহত হইতে থাকিল, যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের গর্জন ও শ্রেষ্ঠ শঙ্খসকলের ধ্বনি হইতে লাগিল, ধনুর্দ্ধর বীরবৃন্দের আহ্বান, সিংহনাদ ও গর্জন সহকারে এই যুদ্ধ যখন কর্ত্তব্যোচিত ব্যবহার অতিক্রম করিল, যোদ্ধাগণের মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, জয়াভিলাষী যোদ্ধারা এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন, রণাঙ্গনে সর্ব্বত্র শোকজনক সংহার হইতে লাগিল, বহু স্ত্রীর সীমন্তের সিন্দুর নষ্ট হইয়া যাইল এবং সমস্ত নি[য়ম] উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল, ত[খন] বিনাশসূচক অতিশয় নিদারুণ বহু উৎপাত আবি[র্ভূত] হইল॥ ১৭-২১

রাজন্! পর্ব্বত ও বনভূমি সহ পৃথিবী ভয়ানক শব্দ করি[তে] করিতে কম্পিত হইলেন এবং আকাশ হইতে দণ্ড ও প্রজ্ব[লিত] কাষ্ঠ খণ্ড সহ বহু উল্কা সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করত চারি[দিকে] পতিত হইতে লাগিল॥ ২২½

চারিদিক্ দিয়া বালুকা ও কাঁকর বর্ষণকারী বায়ু প্রবা[হিত] হইতে থাকিল। হস্তিগণ অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাঁ[পিতে] লাগিল॥ ২৩

এই সব দারুণ ও ভয়ঙ্কর উৎপাতসকল অবহেলা ক[রিয়া] ক্ষত্রিয় বীরগণ মনে ব্যথাহীন হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্র[স্তুত] হইলেন এবং স্বর্গে গমন করিবার অভিলাষ করত রমণী[য়] পুণ্যময় কুরুক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত অবস্থান করি[তে] লাগিলেন॥ ২৪-২৫

তাহার পর গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র শকুনি কৌরব-যো[দ্ধা]দিগকে বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা সকলে সম্মুখে থাকি[য়া] যুদ্ধ কর, আর আমি পশ্চাদ্ভাগ হইতে পাণ্ডবগণকে ম[র্দন] করিব॥ ২৬

ততো নঃ সম্প্রয়াতানাং মদ্রযোধাস্তরস্বিনঃ।
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্বন্তাপরে তথা ॥ ২৭
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যা দুরাসদাঃ।
শরাসনানি ধুন্বন্তঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৮
ততো হতং পরৈস্তত্র মদ্ররাজবলং তদা
দুর্য্যোধনবলং দৃষ্ট্বা পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ২৯
গান্ধাররাজস্তু পুনর্বাক্যমাহ ততো বলী।
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বঃ ॥ ৩০
অনীকং দশসাহস্রমশ্বানাং ভরতর্ষভ।
আসীদ্ গান্ধাররাজস্য বিশালপ্রাসযোধিনাম্ ॥ ৩১
বলেন তেন বিক্রম্য বর্তমানে জনক্ষয়ে।
পৃষ্ঠতঃ পাণ্ডবানীকমভ্যঘ্নন্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
তদভ্রমিব বাতেন ক্ষিপ্যমাণং সমন্ততঃ।
অভজ্যত মহারাজ পাণ্ডূনাং সুমহদ্ বলম্ ॥ ৩৩

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ।
অভ্যনাদয়দব্যগ্রঃ সহদেবং মহাবলম্ ॥ ৩৪
অসৌ সুবলপুত্রো নো জঘনং পীড্য দংশিতঃ।
সৈন্যানি সূদয়ত্যেষ পশ্য পাণ্ডব দুর্মতিম্ ॥ ৩৫
গচ্ছ ত্বং দ্রৌপদেয়ৈশ্চ শকুনিং সৌবলং জহি।
রথানীকমহং ধক্ষ্যে পাঞ্চালসহিতোঽনঘ ॥ ৩৬
গচ্ছন্তু কুঞ্জরাঃ সর্বে বাজিনশ্চ সহ ত্বয়া।
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রাঃ শকুনিং তৈর্বৃতো জহি ॥ ৩৭
ততো গজাঃ সপ্তশতাশ্চাপপাণিভিরাস্থিতাঃ।
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি সহদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৮
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
রণে হ্যভ্যদ্রবংস্তে তু শকুনিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৯
ততস্তু সৌবলো রাজন্নভ্যতিক্রম্য পাণ্ডবান্।
জঘান পৃষ্ঠতঃ সেনাং জয়গৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

এরূপ পরামর্শ অনুসারে যখন আমরা প্রস্থান করিতেছিলাম, তখন মদ্রদেশের বেগশালী যোদ্ধারা এবং অন্যান্য সৈন্যরা হর্ষে উল্লসিত হইয়া কিল কিলা শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

ইহার মধ্যেই দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডব-যোদ্ধারা আমাদের নিজ নিজ লক্ষ্যরূপে পাইয়া ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে আমাদের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৮

অল্পকালের মধ্যেই সে স্থলে শত্রুগণ মদ্রদেশের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৯

তখন বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি পুনরায় এইরূপ বলিলেন,—নিজ ধর্ম্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ পাপিগণ! এইভাবে তোমাদের পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? অতএব প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও ॥ ৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় গান্ধাররাজ শকুনির নিকট বিশাল প্রাস ধারণ করিতে সমর্থ দশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে লইয়া শকুনি সেই জনসংহারকারী যুদ্ধে পাণ্ডব-সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে যাইলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সেই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! যেরূপ প্রবল বায়ুর আঘাতে মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ এই আক্রমণে বিশাল পাণ্ডব-সৈন্যদের ব্যূহ ভঙ্গ হইল ॥ ৩৩

তখন যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদের ভগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া শান্তভাবে মহাবল সহদেবকে আহ্বান করিলেন ॥ ৩৪

তিনি বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! কবচ ধারণ করত সুবলপুত্র শকুনি আমাদের সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পীড়াদান পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে। তুমি এই দুর্মতি শকুনিকে দেখ ॥ ৩৫

নিষ্পাপ বীর! তুমি দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত গমন কর এবং সুবলপুত্র শকুনিকে বধ কর। আমি পাঞ্চাল-সৈন্যদের সহিত এ স্থলে অবস্থান করত শত্রুগণের এই রথ-সৈন্যদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিব ॥ ৩৬

তোমার সহিত সমস্ত গজারোহী, অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্যও যাইবে। তুমি ইহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শকুনিকে বিনাশ কর ॥ ৩৭

তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে হস্তে ধনু ধারণ করত আরোহী যোদ্ধাযুক্ত সাত শত হস্তী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা, তিন হাজার পদাতি যোদ্ধা ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৮-৩৯

রাজন্! অপর দিকে জয়াভিলাষী প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি পাণ্ডবগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহাদের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

অশ্বারোহাস্তু সংরব্ধাঃ পাণ্ডবানাং তরস্বিনাম্।
প্রাবিশন্ সৌবলানীকমভ্যতিক্রম্য তান্ রথান্॥ ৪১
তে তত্র সাদিনঃ শূরাঃ সৌবলস্য মহদ্ বলম্।
রণমধ্যে ব্যতিষ্ঠন্ত শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৪২
তদুদ্যতগদাপ্রাসমকাপুরুষসেবিতম্।
প্রাবর্ত্তত মহদ্ যুদ্ধং রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব॥ ৪৩
উপারমন্ত জ্যাশব্দাঃ প্রেক্ষকা রথিনোঽভবন্।
ন হি স্বেষাং পরেষাং বা বিশেষঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৪৪
শূরবাহুবিসৃষ্টানাং শক্তীনাং ভরতর্ষভ।
জ্যোতিষামিব সম্পাতমপশ্যন্ কুরু-পাণ্ডবাঃ॥৪৫
ঋষ্টিভির্বিমলাভিশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে।
সম্পতন্তীভিরাকাশমাবৃতং বহ্বশোভত॥ ৪৬
প্রাসানাং পততাং রাজন্ রূপমাসীৎ সমন্ততঃ।
শলভানামিবাকাশে তদা ভরতসত্তম॥ ৪৭
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা বিপ্রবিদ্ধৈর্নিয়ন্তৃভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৪৮
অন্যোন্যং পরিপিষ্টাশ্চ সমাসাদ্য পরম্পরম্।
আবিক্ষতাঃ স্ম দৃশ্যন্তে বমন্তো রুধিরং মুখৈঃ॥৪৯
ততোঽভবত্তমো ঘোরং সৈন্যেন রজসা বৃতে।
তানপাক্রমতোঽদ্রাক্ষং তস্মাদ্ দেশাদরিন্দম॥ ৫০
অশ্বান্ রাজন্ মনুষ্যাংশ্চ রজসা সংবৃতে সতি।
ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে বমন্তো রুধিরং বহু॥ ৫১
কেশাকেশি সমালগ্না ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নরাঃ।
অন্যোন্যমশ্বপৃষ্ঠেভ্যো বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ॥ ৫২
মল্লা ইব সমাসাদ্য নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
অশ্বৈশ্চ ব্যপকৃষ্যন্ত বহবোঽত্র গতাসবঃ॥ ৫৩

বেগশালী পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী যোদ্ধারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই কৌরব-রথীদিগকে উল্লঙ্ঘন করত সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৪১

এই সব বীরবর অশ্বারোহী যোদ্ধারা সেখানে যাইয়া রণভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত হইলেন এবং শকুনির সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪২

রাজন্! তারপর আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল; যাহা কাপুরুষগণ নহে, বীর পুরুষগণই সেবা করিয়া থাকেন। সেই সময় সমস্ত যোদ্ধাগণের হস্তে গদা অথবা প্রাস উদ্যত ছিল॥ ৪৩

ধনুর গুণের শব্দ নিস্তব্ধ হইয়া যাইল। রথী যোদ্ধারা দর্শক হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। এই সময় আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না॥ ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! বীরবর যোদ্ধাগণের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত শক্তিসকল সেইভাবে শত্রুদের উপর পতিত হইতে লাগিল, যেরূপ আকাশ হইতে তারাসকল পতিত হইয়া থাকে। কৌরব-পাণ্ডব-যোদ্ধারা এই যুদ্ধ দর্শন করিতে থাকিলেন॥ ৪৫

প্রজানাথ! সেখানে পতনোদ্যত নির্ম্মল ঋষ্টিসমূহে পরিব্যাপ্ত আকাশের অতিশয় শোভা হইতেছিল॥ ৪৬

ভরতকুলভূষণ নরেশ! সেই সময় চারিদিকে পতিত প্রাসসমূহের স্বরূপ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় মনে হইতেছিল॥ ৪৭

শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্ব নিজ আহত আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত সর্ব্বাঙ্গে রক্তাপ্লুত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল॥ ৪৮

বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পরের নিকটে গমন করত পরস্পর পিষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে দৃষ্ট হইতে থাকিলেন॥ ৪৯

শত্রুদমন ভূপাল! তাহার পর যখন শত্রুগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সর্ব্বদিক্ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সেই সময় আমরা দেখিলাম যে, বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেখান হইতে পলায়ন করিতেছে॥ ৫০

রাজন্! ধূলিতে সমগ্র রণক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় অন্ধকারে আমরা বহু অশ্ব ও মনুষ্যকেও পলায়ন করিতে দেখিলাম। এই সময় বহু যোদ্ধা ভূতলে পতিত হইয়া মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিলেন॥ ৫১

বহুসংখ্যক যোদ্ধা পরস্পরের কেশ ধারণ করত এরূপ সংলগ্ন হইয়া যাইলেন যে, তখন তাঁহারা কেহ কোনরূপ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হইতে ছিলেন না। বহু মহাবল যোদ্ধা পরস্পরকে অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিতেছিলেন॥ ৫২

বহুসংখ্যক যোদ্ধা মল্লগণের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বহু যোদ্ধা আবার প্রাণহীন হইয়া অশ্বগণের দ্বারা এদিক্ ওদিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন॥ ৫৩

ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে বহবো বিজয়ৈষিণঃ।
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত পুরুষাঃ শূরমানিনঃ ॥ ৫৪
রক্তোক্ষিতৈশ্ছিন্নভুজৈরবকৃষ্টশিরোরুহৈঃ।
ব্যদৃশ্যত মহী কীর্ণা শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫৫
দূরং ন শক্যং তত্রাসীদ্ গন্তুমশ্বেন কেনচিৎ।
সাশ্বারোহৈর্হতৈরশ্বৈরাবৃতে বসুধাতলে ॥ ৫৬
রুধিরোক্ষিতসন্নাহৈরাত্তশস্ত্রৈরুদায়ুধৈঃ।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈঃ পরস্পরবধৈষিভিঃ ॥ ৫৭
সুসংনিকৃষ্টৈঃ সংগ্রামে হতভূয়িষ্ঠসৈনিকৈঃ।
স মুহূর্তং ততো যুদ্ধ্বা সৌবলোঽথ বিশাম্পতে ॥ ৫৮
ষট্‌সাহস্রৈর্হয়ৈঃ শিষ্টৈরপায়াচ্ছ্রান্তবাহনম্।
অশ্বারোহাশ্চ পাণ্ডূনামব্রুবন্ রুধিরোক্ষিতাঃ। ৬০
সুসংনিকৃষ্টে সংগ্রামে ভূয়িষ্ঠে ত্যক্তজীবিতাঃ।
ন হি শক্যং রথৈর্যোদ্ধুং কুত এব মহাগজৈঃ ॥ ৬১
রথানেব রথা যান্তু কুঞ্জরাঃ কুঞ্জরানপি।
প্রতিযাতো হি শকুনিঃ স্বমনীকমবস্থিতঃ ॥ ৬২
ন পুনঃ সৌবলো রাজা যুদ্ধমভ্যাগমিষ্যতি।
ততস্তু দ্রৌপদেয়াশ্চ তে চ মত্তা মহাদ্বিপাঃ ॥ ৬৩
প্রযযুর্যত্র পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
সহদেবোঽপি কৌরব্য রজোমেঘে সমুত্থিতে ॥ ৬৪
একাকী প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ততস্তেষু প্রযাতেষু শকুনিঃ সৌবলঃ পুনঃ ॥ ৬৫
পার্শ্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বাহিনীম্।
তৎ পুনস্তুমুলং যুদ্ধং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাভ্যবর্তত ॥ ৬৬
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পরস্পরবধৈষিণাম্।
তে চান্যোন্যমবৈক্ষন্ত তস্মিন্ বীরসমাগমে ॥ ৬৭

জয়াভিলাষী ও নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানকারী বহু যোদ্ধা যেখানে সেখানে ভূতলে পতিত হইতেছেন—ইহা দেখা যাইল ॥ ৫৪

ছিন্ন বাহুসকল ও আকৃষ্ট কেশযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র রক্তরঞ্জিত দেহে রণভূমিকে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখা যাইল ॥ ৫৫

আরোহী যোদ্ধাগণসহ অশ্বসকলের বহু মৃতদেহে আবৃত ধরাতলে কোন যোদ্ধার পক্ষেই বহু দূর পর্য্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল না ॥ ৫৬

যোদ্ধাগণের কবচ রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, ধনু উত্থিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। এই সংগ্রামে সকল যোদ্ধাই অতিশয় নিকটে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৫৭½

প্রজানাথ! শকুনি সেখানে মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট জীবিত ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৫৮½

এইরূপ রক্তাপ্লুত পাণ্ডব-সৈন্যরাও অবশিষ্ট ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯;

সেই সময় নিকটবর্ত্তী মহাযুদ্ধে প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধরত পাণ্ডবসৈন্যদের রক্তরঞ্জিত অশ্বারোহী যোদ্ধারা এইরূপ বলিলেন ॥ ৬০½

এখানে রথের দ্বারাও যুদ্ধ করা যাইবে না। সেস্থলে মহাগজগণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ সম্ভব হইবে? রথ রথসকলের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করুক এবং হাতীরা হাতীদের নিকটে গমন করুক। শকুনি পলায়ন করত নিজের সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এখন পুনরায় রাজা শকুনি যুদ্ধে আসিবে না ॥ ৬১-৬২½

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সেই মদমত্ত হস্তীরা সেস্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিয়াছেন ॥ ৬৩;

কুরুনন্দন! সেখানে ধূলিজালের মেঘ সমুৎপন্ন হইল। সেই সময় সহদেবও একাকী যেখানে যুধিষ্ঠির আছেন, সেস্থানে চলিয়া আসিলেন ॥ ৬৪;

এই সব সৈন্যরা চলিয়া যাইলে পর সুবলপুত্র শকুনি পুনরায় কুপিত হইয়া পার্শ্বভাগ দিয়া আগমনপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫;

তাহার পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৬৬½

রাজন্! বীরবর যোদ্ধাদের এই সংগ্রামে সর্ব্বদিকে শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইলেন এবং পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন ॥ ৬৭½

যোধাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অসিভিশ্ছিদ্যমানানাং শিরসাং লোকসংক্ষয়ে ॥ ৬৮
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দস্তালানাং পততামিব।
বিমুক্তানাং শরীরাণাং ছিন্নানাং পততাং ভুবি ॥ ৬৯
সায়ুধানাঞ্চ বাহূনামূরূণাঞ্চ বিশাম্পতে।
আসীৎ কটকটাশব্দঃ সুমহাঁল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৭০
নিঘ্নন্তো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ সখীনপি।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম যথামিষকৃতে খগাঃ ॥ ৭১
অন্যোন্যং প্রতিসংরব্ধাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি ঘ্নন্ সহস্রশঃ ॥ ৭২
সঙ্ঘাতেনাসনভ্রষ্টৈরশ্বারোহৈর্গতাসুভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৩
স্ফুরতাং প্রতিপিষ্টানামশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্।
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণাং সন্নদ্ধানাং বিশাম্পতে ॥ ৭৪
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসশব্দশ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত।
ভিন্দতাং পরমর্মাণি রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ৭৫
শ্রমাভিভূতাঃ সংরব্ধাঃ শ্রান্তবাহাঃ পিপাসবঃ।
বিক্ষতাশ্চ শিতৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্তন্ত তাবকাঃ ॥ ৭৬
মত্তা রুধিরগন্ধেন বহবোঽত্র বিচেতসঃ।
জঘ্নুঃ পরান্ স্বকাংশ্চৈব প্রাপ্তান্ প্রাপ্তাননন্তরান্ ॥ ৭৭
বহবশ্চ গতপ্রাণাঃ ক্ষত্রিয়া জয়গৃদ্ধিনঃ।
ভূমাবভ্যপতন্ রাজন্ শরবৃষ্টিভিরাবৃতাঃ ॥ ৭৮
বৃক-গৃধ্র-শৃগালানাং তুমুলে মোদনেঽহনি।
আসীদ্ বলক্ষয়ো ঘোরস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৭৯
নরাশ্বকায়ৈঃ সংছন্না ভূমিরাসীদ্ বিশাম্পতে।
রুধিরোদকচিত্রা চ ভীরূণাং ভয়বর্ধিনী ॥ ৮০
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈস্তক্ষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ন ন্যবর্তন্ত ভারত ॥ ৮১

সেই লোকসংহারকারী সংগ্রামে তরবারিতে ছিন্ন মস্তকসমূহ যখন ভূমিতে পতিত হইতেছিল, তখন তালবৃক্ষ হইতে তালফল পতনের শব্দের ন্যায় তীব্র শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৬৮॥

প্রজানাথ! ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত কবচহীন শরীর, অস্ত্রসহ বাহুসকল এবং জঙ্ঘাসমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চজনক কট্‌কটাকট্ শব্দ হইতেছিল ॥ ৬৯-৭০

যেরূপ পক্ষীরা মাংসের জন্য পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেইরূপ সেখানে যোদ্ধারা নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ভ্রাতা, মিত্র এবং পুত্রগণকেও সংহার করিতে করিতে পরস্পরের উপর পতিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭১

উভয়পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধবশতঃ 'প্রথমে আমি, প্রথমে আমি' এই কথা বলিতে বলিতে সহস্র সহস্র সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭২

শত্রুগণের আঘাতে প্রাণহীন হইয়া আসন হইতে ভ্রষ্ট অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বগণ ধরাশায়ী হইল ॥ ৭৩

প্রজাপালক ভূপাল! আপনার কুমন্ত্রণাবশতঃ বহুসংখ্যক দ্রুতগামী অশ্ব পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কত অশ্ব পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক কবচধারী মনুষ্য গর্জন করিতে করিতে শত্রুদের মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের সকলের শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসসকলের ভয়ঙ্কর শব্দ সেখানে চারিদিকেই সমুত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৭৪-৭৫

আপনার সৈন্যরা পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন, ইঁহাদের বাহনসকলও ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সকলেই অতিশয় পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৬

সেখানে প্রবাহিত রক্তের গন্ধে উন্মত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যের বিবেক-শক্তি নাশ হইয়া যাইল। তাঁহারা ক্রমশঃ নিজের নিকটে উপস্থিত শত্রুপক্ষের ও স্বপক্ষের সৈন্যদিগকেও বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

রাজন্! বহুসংখ্যক জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয় বাণসকলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৭৮

বৃক, গৃধ্র (শকুনি) ও শৃগালগণের আনন্দবর্দ্ধন সেই ভয়ঙ্কর দিনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সম্মুখে কৌরব-সৈন্যদের ভয়ঙ্কর বিনাশসাধন হইল ॥ ৭৯

প্রজানাথ! সেই রণাঙ্গনে মনুষ্য ও অশ্বগণের মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল এবং জলের ন্যায় প্রবাহিত রক্তের দ্বারা বিচিত্র শোভাধারণ করত কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৮০

ভারত! অসি, পট্টিশ ও শূলসকলের দ্বারা পরস্পরকে বারংবার ছেদন করিতে করিতে অবস্থিত আপনার এবং পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ৮১

প্রহরন্তো যথাশক্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম বমন্তো রুধিরং ব্রণৈঃ ॥ ৮২
শিরো গৃহীত্বা কেশেষু কবন্ধঃ স্ম প্রদৃশ্যতে।
উদ্যম্য চ শিতং খড়্গং রুধিরেণ পরিপ্লুতম্ ॥ ৮৩
তথোত্থিতেষু বহুষু কবন্ধেষু নরাধিপ।
তথা রুধিরগন্ধেন যোধাঃ কশ্মলমাবিশন্ ॥ ৮৪
মন্দীভূতে ততঃ শব্দে পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
অল্পাবশিষ্টৈস্তুরগৈরভ্যবর্তত সৌবলঃ ॥ ৮৫
ততোঽভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ পাণ্ডবা জয়গৃদ্ধিনঃ।
পদাতয়শ্চ নাগাশ্চ সাদিনশ্চোদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৮৬
কোষ্ঠকীকৃত্য চাপ্যেনং পরিক্ষিপ্য চ সর্বশঃ।
শস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্জঘ্নুর্যুদ্ধপারং তিতীর্ষবঃ ॥৮৭
ত্বদীয়াস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য সর্বতঃ সমভিদ্রুতান্।
রথাশ্ব-পত্তি-দ্বিরদাঃ পাণ্ডবানভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৮৮
কেচিৎ পদাতয়ঃ পদ্ভির্মুষ্টিভিশ্চ পরস্পরম্।
নিজঘ্নুঃ সমরে শূরাঃ ক্ষীণশস্ত্রাস্ততোঽপতন্ ॥ ৮৯
রথেভ্যো রথিনঃ পেতুর্দ্বিপেভ্যো হস্তিসাদিনঃ।
বিমানেভ্যো দিবো ভ্রষ্টাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যক্ষয়াদিব ॥ ৯০
এবমন্যোন্যমায়ত্তা যোধা জঘ্নুর্মহাহবে।
পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পুত্রানপি তথা পরে ॥ ৯১
এবমাসীদমর্য্যাদং যুদ্ধং ভরতসত্তম।
প্রাসাসি-বাণকলিলে বর্তমানে সুদারুণে ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ যথাশক্তি প্রহার করিতে করিতে যোদ্ধারা নিজেদের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন ॥ ৮২

সেখানে কোন কোন কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) এরূপ দেখাইতেছিল যে, কবন্ধ এক হাতে শত্রুর ছিন্ন মস্তক কেশসহ ধারণ করত অপর হস্তে রক্তরঞ্জিত তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৮৩

নরেশ্বর! এইরূপ সেখানে বহুসংখ্যক কবন্ধকে উত্থিত হইয়া থাকিতে দেখা যাইল। তখন রক্তের গন্ধে প্রায় সকল যোদ্ধাই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৮৪

তাহার পর যখন সেই যুদ্ধের কোলাহল কিছু শান্ত হইয়া আসিল, তখন সুবলপুত্র শকুনি অল্পসংখ্যক জীবিত অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত পুনরায় পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৫

তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরাও অতিদ্রুত তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধ হইতে পার হইবার ইচ্ছা করিতে ছিলেন; সেইজন্য তাঁহাদের পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা নিজ নিজ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং শকুনিকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ করত নানাপ্রকার অস্ত্রসকলের দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৬-৮৭

পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সর্ব্বদিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও গজারোহী যোদ্ধারাও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৮

কিছু বীর পদাতি যোদ্ধা সমরাঙ্গণে পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন এবং অস্ত্রসকল ক্ষীণ হইয়া আসিলে পরস্পরকে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহারা ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৮৯

যেরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ পুণ্যক্ষয় হইয়া যাইলে স্বর্গলোকের বিমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ সেখানে রথীরা রথ হইতে এবং গজারোহী যোদ্ধারা গজ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৯০

এইরূপ সেই মহাযুদ্ধে অন্যান্য যোদ্ধারাও পরস্পর জয়লাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া পিতা, ভ্রাতা, মিত্র ও পুত্রগণকেও বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯১

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাস, খড়্গ ও বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনে এইরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলহীন যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥ ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনেন দুর্য্যোধনস্য দুরাগ্রহস্য নিন্দা, রথিসৈন্যানাং সংহারশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ শব্দে মৃদৌ জাতে পাণ্ডবৈর্নিহতে বলে।
অশ্বৈঃ সপ্তশতৈঃ শিষ্টৈরুপাবর্ত্তত সৌবলঃ ॥ ১

স যাত্বা বাহিনীং তূর্ণমব্রবীৎ ত্বরয়ন্ যুধি।
যুধ্যধ্বমিতি সংহৃষ্টাঃ পুনঃ পুনররিন্দমাঃ ॥ ২

অপৃচ্ছৎ ক্ষাত্রিয়াংস্তত্র ক্ব নু রাজা মহাবলঃ।
শকুনেস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা তমূচুর্ভরতর্ষভ ॥ ৩

অসৌ তিষ্ঠতি কৌরব্যো রণমধ্যে মহাবলঃ।
যত্রৈতৎ সুমহচ্ছত্রং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্ ॥ ৪

যত্র তে সতনুত্রাণা রথাস্তিষ্ঠন্তি দংশিতাঃ।
যত্রৈষ তুমুলঃ শব্দঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ ॥ ৫

তত্র গচ্ছ দ্রুতং রাজংস্ততো দ্রক্ষ্যসি কৌরবম্।
এবমুক্তস্তু তৈর্যোধৈঃ শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥ ৬

প্রযযৌ তত্র যত্রাসৌ পুত্রস্তত্র নরাধিপ।
সর্বতঃ সংবৃতো বীরৈঃ সমরে চিত্রযোধিভিঃ ॥ ৭

ততো দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা রথানীকে ব্যবস্থিতম্।
স রথাংস্তাবকান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ শকুনিস্ততঃ ॥ ৮

দুর্য্যোধনমিদং বাক্যং হৃষ্টরূপো বিশাম্পতে।
কৃতকার্য্যমিবাত্মানং মন্যমানোঽব্রবীন্নৃপম্ ॥ ৯

জহি রাজন্ রথানীকমশ্বাঃ সর্বে জিতা ময়া।
নাত্যক্ত্বা জীবিতং সংখ্যে শক্যো জেতুং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০

হতে তস্মিন্ রথানীকে পাণ্ডবেনাভিপালিতে।
গজানেতান্ হনিষ্যামঃ পদাতীংশ্চেতরাংস্তথা ॥ ১১

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য তাবকা জয়গৃদ্ধিনঃ।
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টাঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ১২

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুন কর্তৃক দুর্য্যোধনের দুরাগ্রহের নিন্দা ও রথী-সৈন্যদের সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন পাণ্ডব-যোদ্ধার অধিকাংশ সৈন্যকে সংহার করিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধের কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল, তখন সুবলপুত্র শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত কৌরব-সৈন্যদের নিকট চলিয়া আসিলেন ॥ ১

তিনি সত্বর কৌরব-সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া সকলকে যুদ্ধ করিতে ত্বরান্বিত হইবার জন্য প্রেরণাদান করিতে করিতে বলিলেন,—শত্রুদমন বীরগণ! তোমরা সকলে হর্ষ ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর। এই কথা বলিয়া তিনি বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাবল রাজা দুর্য্যোধন কোথায়? ২;

ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনির এই কথা শ্রবণ করত সেই ক্ষত্রিয়গণ ইহা উত্তর দান করিলেন—প্রভো! মহাবল কুরুরাজ রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে বিদ্যমান আছেন; যেখানে এই পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ কান্তিমান্ বিশাল ছত্র বিস্তৃত আছে এবং যেখানে এই সব শরীর আবরণ ও কবচসমূহে সুসজ্জিত রথ রহিয়াছে ॥ ৩-৪;

রাজন্! যেখানে এই মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতেছে, সেখানে সত্বর গমন করুন, সেই স্থলে আপনি কুরুরাজের দর্শন পাইবেন ॥ ৫;

হে নৃপ! সেই যোদ্ধাগণ এই কথা বলিলে পর তখন সুবলপুত্র শকুনি সেস্থানে গমন করিলেন, যেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমরাঙ্গণে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ বীরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৬-৭

প্রজানাথ! তদনন্তর দুর্য্যোধনকে রথ-সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনার সমস্ত রথ সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে শকুনি নিজেকে যেন কৃতার্থের ন্যায় মনে করত অতিশয় আনন্দের সহিত রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮-৯

রাজন্! শত্রুর রথ-সৈন্যদিগকে বিনাশ কর। সমস্ত অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে আমি জয় করিয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত জয় করা যাইবে না ॥ ১০

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক সুরক্ষিত এই রথ-সৈন্যরা নিহত হইলে পর আমরা এই গজারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে পারিব ॥ ১১

জয়াভিলাষী শকুনির এই কথা শ্রবণ করত আপনার সৈন্যগণ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তীব্র বেগে পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

সর্বে বিবৃততূণীরাঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রণেদিরে॥ ১৩
ততো জ্যাতলনির্ঘোষঃ পুনরাসীদ্ বিশাম্পতে।
প্রাদুরাসীচ্ছরাণাঞ্চ সুমুক্তানাং সুদারুণঃ॥ ১৪
তান্ সমীপগতান্ দৃষ্ট্বা জবেনোত্তকার্মুকম্।
উবাচ দেবকীপুত্রো কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ॥ ১৫
চোদয়াশ্বানসম্ভ্রান্তঃ প্রবিশৈতদ্ বলার্ণবম্।
অন্তমদ্য গমিষ্যামি শত্রূণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৬
অষ্টাদশ দিনান্যদ্য যুদ্ধস্যাস্য জনার্দন।
বর্তমানস্য মহতঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্॥ ১৭
অনন্তকল্পা ধ্বজিনী ভূত্বা হ্যেষাং মহাত্মনাম্।
ক্ষয়মদ্য গতা যুদ্ধে পশ্য দৈবং যথাবিধম্॥ ১৮
সমুদ্রকল্পঞ্চ বলং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব।
অস্মানাসাদ্য সঞ্জাতং গোষ্পদোপমমচ্যুত॥ ১৯
হতে ভীষ্মে তু সন্দধ্যাচ্ছিবং স্যাদিহ মাধব।

সকলেরই তূণীরের মুখ অনাবৃত ছিল, সকলেই হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল যোদ্ধাই ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে তীব্রস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ১৩

প্রজানাথ! তদনন্তর পুনরায় ধনুর গুণের টঙ্কার এবং উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের ভয়ানক সন্ সন্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল॥ ১৪

এই সব যোদ্ধাকে তীব্র বেগে ধনু উত্তোলিত করত নিকটে আসিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন দেবকীপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন॥ ১৫

জনার্দ্দন! আপনি সুস্থচিত্ত হইয়া এই অশ্বদিগকে পরিচালনা করুন এবং এই সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হউন। আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই শত্রুগণকে বিনাশ করিব। পরস্পর মিলিত হইয়া আবদ্ধ এই মহাসংগ্রাম আজ আঠার দিন হইল চলিতেছে॥ ১৬-১৭

এই মহাত্মা কৌরবগণের নিকট অনন্ত সৈন্য ছিল; কিন্তু যুদ্ধে এই সময়ের মধ্যে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখুন, প্রারব্ধের কিরূপ সামর্থ্য? ১৮॥

মাধব! অচ্যুত! দুর্যোধনের সমুদ্র-সদৃশ অনন্ত সৈন্যবাহিনী আমাদের সহিত সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়া আজ গোষ্পদ-তুল্য অত্যল্প হইয়া গিয়াছে॥ ১৯

ন চ তৎ কৃতবান্ মূঢ়ো ধার্তরাষ্ট্রঃ সুবালিশঃ॥ ২০
উক্তং ভীষ্মেণ যদ্ বাক্যং হিতং তথ্যঞ্চ মাধব।
তচ্চাপি নাসৌ কৃতবান্ বীতবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ॥ ২১
তস্মিংস্তু তুমুলে ভীষ্মে প্রচ্যুতে ধরণীতলে।
ন জানে কারণং কিং তু যেন যুদ্ধমবর্তত॥ ২২
মূঢ়াংস্তু সর্বথা মন্যে ধার্তরাষ্ট্রান্ সুবালিশান্।
পতিতে শান্তনোঃ পুত্রে যেঽকার্ষুঃ সংযুগং পুনঃ॥ ২৩
অনন্তরঞ্চ নিহতে দ্রোণে ব্রহ্মবিদাং বরে।
রাধেয়ে চ বিকর্ণে চ নৈবাশাম্যত বৈশসম্॥ ২৪
অল্পাবশিষ্টে সৈন্যেঽস্মিন্ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
সপুত্রে বৈ নরব্যাঘ্রে নৈবাশাম্যত বৈশসম্॥ ২৫
শ্রুতায়ুষি হতে বীরে জলসন্ধে চ পৌরবে।
শ্রুতায়ুধে চ নৃপতৌ নৈবাশাম্যত বৈশসম্॥ ২৬
ভূরিশ্রবসি শল্যে চ শাল্বে চৈব জনার্দন।
আবন্ত্যেষু চ বীরেষু নৈবাশাম্যত বৈশসম্॥ ২৭

মাধব! যদি ভীষ্ম নিহত হইবার পর দুর্য্যোধন সন্ধিস্থাপন করিত, তাহা হইলে এখানে সকলেরই মঙ্গল হইত; কিন্তু অজ্ঞান এই মূর্খ তাহা করিল না॥ ২০

মধুকুলভূষণ! ভীষ্ম যে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও এই বুদ্ধিহীন দুর্য্যোধন গ্রহণ করে নাই॥ ২১

তদনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং উহাতে ভীষ্মপিতামহ ভূতলশায়ী হইলেন। তথাপি জানি না আর কি কারণ থাকিতে পারে, যাহার ফলে এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল॥ ২২

আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে সর্বথা মূর্খ ও অজ্ঞান বলিয়াই মনে করি, যাহারা শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব ধরাশায়ী হইলেও পুনরায় যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে॥ ২৩

তাহার পর বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য, রাধাপুত্র কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেন, তথাপি এই হানাহানি যুদ্ধ বন্ধ হইল না॥ ২৪

পুত্রসহ নরশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ ভূপাতিত হইলে পর যখন কৌরব-সৈন্যদের আর অল্পই অবশিষ্ট থাকিল, তথাপিও এই জন-ক্ষয়কারক যুদ্ধ বন্ধ হইল না॥ ২৫

শ্রুতায়ু, বীর জলসন্ধ, কৌরব এবং রাজা শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে পরও এই লোকক্ষয় বন্ধ হইল না॥ ২৬

জনার্দ্দন! ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং অবন্তীদেশের বীরগণ বিনষ্ট হইলেও এই যুদ্ধের জ্বালা শান্ত হইল না॥ ২৭

ভগদত্তে হতে শূরে কাম্বোজে চ সুদারুণে।
দুঃশাসনে চ নিহতে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা বিনিহতান্ শূরান্ পৃথঙ্মাণ্ডলিকান্ নৃপান্।
বলিনশ্চ রণে কৃষ্ণ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ৩০
অক্ষৌহিণীপতীন্ দৃষ্ট্বা ভীমসেননিপাতিতান্।
মোহাদ্ বা যদি বা লোভান্নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ৩১
কো নু রাজকুলে জাতঃ কৌরবেয়ো বিশেষতঃ।
নিরর্থকং মহদ্ বৈরং কুর্য্যাদন্যঃ সুযোধনাৎ ॥ ৩২
গুণতোঽভ্যধিকান্ জ্ঞাত্বা বলতঃ শৌর্য্যতোঽপি বা।
অমূঢ়ঃ কো নু যুধ্যেত জানন্ প্রাজ্ঞো হিতাহিতম্ ॥ ৩৩
যন্ন তস্য মনো হ্যাসীৎ ত্বয়োক্তস্য হিতং বচঃ।
প্রশমে পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং সোঽন্যস্য শৃণুয়াৎ কথম্ ॥ ৩৪
যেন শান্তনবো বীরো দ্রোণো বিদুর এব চ।
প্রত্যাখ্যাতাঃ শমস্যার্থে কিং নু তস্যাদ্য ভেষজম্ ॥ ৩৫

মৌর্খ্যাদ্ যেন পিতা বৃদ্ধঃ প্রত্যাখ্যাতো জনার্দন।
তথা মাতা হিতং বাক্যং ভাষমাণা হিতৈষিণী ॥ ৩৬
প্রত্যাখ্যাতা হ্যসৎকৃত্য স কস্মৈ রোচয়েদ্ বচঃ।
কুলান্তকরণো ব্যক্তং জাত এষ জনার্দন ॥ ৩৭
তথাস্য দৃশ্যতে চেষ্টা নীতিশ্চৈব বিশাম্পতে।
নৈষ দাস্যতি নো রাজ্যমিতি মে মতিরচ্যুত ॥ ৩৮
উক্তোঽহং বহুশস্তাত বিদুরেণ মহাত্মনা।
ন জীবন্ দাস্যতে ভাগং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্তু মানদ ॥ ৩৯
যাবৎ প্রাণা ধরিষ্যন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ।
তাবদ্ যুষ্মাস্বপাপেষু প্রচরিষ্যতি পাপকম্ ॥ ৪০
ন চ যুক্তোঽন্যথা জেতুমৃতে যুদ্ধেন মাধব।
ইত্যব্রবীৎ সদা মাং হি বিদুরঃ সত্যদর্শনঃ ॥ ৪১
তৎ সর্ব্বমদ্য জানামি ব্যবসায়ং দুরাত্মনঃ।
যদুক্তং বচনং তেন বিদুরেণ মহাত্মনা ॥ ৪২

জয়দ্রথ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং রাক্ষস অলায়ুধ—ইঁহারা সকলেই মৃত্যুবরণ করিলেও এই বিধ্বংসকর যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥২৮

ভগদত্ত, বীরবর কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং অত্যন্ত দারুণ দুঃশাসন হত হইলে পরও এই যুদ্ধ-পিপাসা শান্ত হইল না ॥২৯

হে কৃষ্ণ! বিভিন্ন মণ্ডলগণের অধীশ্বর বলবান্ বীর নরপতিগণকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়াও এই যুদ্ধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না ॥ ৩০

ভীমসেন কর্ত্তৃক অক্ষৌহিণী সৈন্যাধিপতিগণকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়াও মোহবশতঃ অথবা লোভবশতঃ এই যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥ ৩১

রাজার কুলে উৎপন্ন হইয়া বিশেষতঃ কুরুকুলের সন্তান হইয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত আর অপর কে এরূপ আছে, যে নিরর্থক (স্বীয় বন্ধুগণের সহিত) গুরুতর শত্রুতা বদ্ধ হইয়াছে? ৩২

অপরকে গুণ, বল কিংবা শৌর্য্যে নিজের অপেক্ষা অধিক জানিয়াও স্বীয় হিত ও অহিত বুঝিতে সমর্থ মূঢ়তাহীন কোন এরূপ বুদ্ধিমান্ আছে যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইবে? ৩৩

আপনি হিতকারক বাক্য বলিলেও যাহার মন পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইল না, সে আর অপরের বাক্য কিরূপে শুনিবে? ৩৪

যে সন্ধি-বিষয়ে শান্তনুনন্দন বীর ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং বিদুরের বাক্যও প্রত্যাখ্যান করিল, তাহার পক্ষে আর কিই বা ঔষধ থাকিতে পারে? ৩৫

জনার্দ্দন! যে মূর্খতাবশতঃ নিজের বৃদ্ধ পিতারও বাক্য শুনিল না এবং নিজের হিতৈষিণী মাতা হিতবাক্য বলিলে যে তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার বাক্যও প্রত্যাখ্যান করি দিল, তাহার আর অপরের বাক্য কিরূপে রুচি হইবে? ৩৬;

জনার্দ্দন! নিশ্চয়ই এই দুর্য্যোধন নিজের কুলকে বিনা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রজানাথ! ইহার নীতি ও প্রচেষ্টা তাহাই দেখা যাইতেছে ॥৩৭;

অচ্যুত! আমি মনে করি, এই দুর্য্যোধন এখনও আমাদে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে না। তাত! মহাত্মা বিদুর আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, মানদ! এই দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে রাজ্যের ভাগ প্রদান করিবে না ॥ ৩৮-৩৯

দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রাণ যে পর্য্যন্ত দেহে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সে নিষ্পাপ তোমাদের উপর পাপপূর্ণ আচরণই করিতে থাকিবে ॥ ৪০

মাধব! যুদ্ধ ব্যতীত আর অপর কোন উপায়ে দুর্য্যোধনকে জয় করা অসম্ভব নয়। এই কথা সত্যদর্শী বিদুর প্রায় সর্ব্বদা আমাকে বলিতেন ॥ ৪১

মহাত্মা বিদুর যে কথা বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি সে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সকল প্রচেষ্টাকে আজ জানিতে পারিতেছি ॥ ৪২

যো হি শ্রুত্বা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্ যথাতথম্।
অবামন্যত দুর্বুদ্ধির্ধ্রুবং নাশমুখে স্থিতঃ ॥ ৪৩
উক্তং হি বহুশঃ সিদ্ধৈর্জাতমাত্রে সুযোধনে।
এনং প্রাপ্য দুরাত্মানং ক্ষয়ং ক্ষত্রং গমিষ্যতি ॥ ৪৪
তদিদং বচনং তেষাং নিরুক্তং বৈ জনার্দন।
ক্ষয়ং যাতা হি রাজানো দুর্য্যোধনকৃতে ভৃশম্ ॥ ৪৫
সোঽদ্য সর্বান্ রণে যোধান্ নিহনিষ্যামি মাধব।
ক্ষত্রিয়েষু হতেষ্বাশু শূন্যে চ শিবিরে কৃতে ॥ ৪৬
বধায় চাত্মনোঽস্মাভিঃ সংযুগং রোচয়িষ্যতি।
তদন্তং হি ভবেদ্ বৈরমনুমানেন মাধব ॥ ৪৭
এবং পশ্যামি বার্ষ্ণেয় চিন্তয়ন্ প্রজ্ঞয়া স্বয়া।
বিদুরস্য চ বাক্যেন চেষ্টয়া চ দুরাত্মনঃ ॥ ৪৮
তস্মাদ্ যাহি চমূং বীর যাবদ্ধন্মি সিতৈঃ শরৈঃ।
দুর্য্যোধনং মহাবাহো বাহিনীং চাস্য সংযুগে ॥৪৯
ক্ষেমমদ্য করিষ্যামি ধর্মরাজস্য মাধব।
হত্বৈতদ্ দুর্বলং সৈন্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৫০

সঞ্জয় উবাচ।

অভীষুহস্তো দাশার্হস্তথোক্তঃ সব্যসাচিনা।
তদ্ বলৌঘমমিত্রাণামভীতঃ প্রাবিশদ্ বলাৎ ॥ ৫১
কুন্তখড়্গাশরৈর্ঘোরং শক্তিকণ্টকসঙ্কুলম্।
গদাপরিঘপন্থানং রথনাগমহাদ্রুমম্ ॥ ৫২
হয়পত্তিলতাকীর্ণং গাহমানো মহাযশাঃ।
ব্যচরত্তত্র গোবিন্দো রথেনাতিপতাকিনা ॥ ৫৩
তে হয়াঃ পাণ্ডুরা রাজন্ বহন্তোঽর্জ্জুনমাহবে।
দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যন্ত দাশার্হেণ প্রচোদিতাঃ ॥ ৫৪
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাজৌ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
কিরন্ শরশতাংস্তীক্ষ্ণান্ বারিধারা ঘনো যথা ॥৫৫
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ শরাণাং নতপর্বণাম্।
ইষুভিশ্ছাদ্যমানানাং সমরে সব্যসাচিনা ॥ ৫৬

যে দুর্মতি দুর্য্যোধন জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের মুখ হইতে যথার্থ এবং হিতকারক বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে অবহেলা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশের মুখে পতিত হইয়াছে ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই সিদ্ধ পুরুষগণ বারংবার বলিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মাকে পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতির বিনাশ হইবে ॥ ৪৪

জনার্দ্দন! তাঁহাদের সেই বাক্য আজ যথার্থরূপে উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, দুর্য্যোধনের জন্যই বহু সংখ্যক রাজা নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৫

মাধব! আজ আমি রণাঙ্গনে শত্রুগণের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বধ করিব। এই ক্ষত্রিয়গণ শীঘ্র বিনষ্ট হইলে পর যখন সমস্ত শিবির শূন্য হইয়া যাইবে, তখন সেই দুর্য্যোধন নিজের বধের জন্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইবে। মাধব! আমার অনুমান, দুর্য্যোধন নিহত হইলেই এই শত্রুতার অবসান হইবে ॥ ৪৬-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমি নিজের বুদ্ধি, বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রচেষ্টায় নানারূপ চিন্তা করত এইরূপই হইতেছে দেখিতে পাইতেছি ॥ ৪৮

বীর! মহাবাহো! অতএব আপনি কৌরব-সৈন্যদের দিকে চলুন, যাহাতে আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধন ও তাহার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে পারি ॥ ৪৯

মাধব! আজ আমি দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই এই দুর্বল সৈন্য-বাহিনীকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের কল্যাণ করিব ॥ ৫০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সব্যসাচী অর্জুন এই কথা বলিলে পর অশ্বের লাগাম ধারণ করত দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয় হইয়া শত্রুদের সেই সৈন্যসাগরে সবলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫১

এই সৈন্য-বন কুন্ত, খড়্গ ও বাণসমূহে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। শক্তিরূপ কণ্টকসকলে উহা পূর্ণ ছিল। গদা ও পরিঘসমূহ ইহার মার্গস্বরূপ এবং রথ ও হস্তিসকল ইহার মধ্যেস্থিত বড় বড় বৃক্ষ বলিয়া মনে হইতেছিল। অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণ রূপী লতাসমূহে উহা পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ পতাকাবিশিষ্ট রথের দ্বারা এই সৈন্য-বনে প্রবেশ করত সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২-৫৩

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সেই শুভ্র বর্ণের অশ্বগণ যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে বহন করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৫৪

তারপর যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুতাপন অর্জুন যুদ্ধস্থলে শত শত তীক্ষ্ণধার বাণ বর্ষণ করিতে করিতে রথের দ্বারা অগ্রসর হইলেন। সেই সময় আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫৫½

সব্যসাচী অর্জুন কর্ত্তৃক রণাঙ্গনে বাণসমূহে আচ্ছাদিত সৈন্যদের কবচের উপর বাণসকল সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। ইহারা আঘাত করত ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫৬½

অসজ্জন্তস্তনুত্রেষু শরৌঘাঃ প্রাপতন্ ভুবি।
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শা গাণ্ডীবপ্রেষিতাঃ শরাঃ ॥ ৫৭
নরান্ নাগান্ সমাহত্য হয়াংশ্চাপি বিশাম্পতে।
অপতন্ত রণে বাণাঃ পতঙ্গা ইব ঘোষিণঃ ॥ ৫৮
আসীৎ সর্বমবচ্ছন্নং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ।
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সমরে দিশো বা প্রদিশোঽপি বা ॥ ৫৯
সর্বমাসীজ্জগৎ পূর্ণং পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ।
রুক্মপুঙ্খৈস্তৈলধৌতৈঃ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ ॥ ৬০
তে দহ্যমানাঃ পার্থেন পাবকেনেব কুঞ্জরাঃ
পার্থং ন প্রজহুর্ঘোরা বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬১
শরচাপধরঃ পার্থঃ প্রজ্জ্বলন্নিব ভাস্করঃ।
দদাহ সমরে যোধান্ কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৬২
যথা বনান্তে বনপৈর্বিসৃষ্টঃ
কক্ষং দহেৎ কৃষ্ণগতিঃ সুঘোষঃ।
ভূরিদ্রুমং শুষ্কলতাবিতানং
ভৃশং সমৃদ্ধো জ্বলনঃ প্রতাপী ॥৬৩
এবং স নারাচগণপ্রতাপী
শরার্চিরুচ্চাবচতিগ্মতেজাঃ।
দদাহ সর্বাং তব পুত্রসেনা—
মমৃষ্যমাণস্তরসা তরস্বী ॥ ৬৪
তস্যেষবঃ প্রাণহরাঃ সুমুক্তা
নাসজ্জন্ বৈ বর্মসু রুক্মপুঙ্খাঃ।
ন চ দ্বিতীয়ং প্রমুমোচ বাণং
নরে হয়ে বা পরমাদ্বপে বা ॥৬৫
অনেকরূপাকৃতিভির্হি বাণৈ—
র্মহারথানীকমনুপ্রবিশ্য।
স এবৈকস্তব পুত্রস্য সেনাং
জঘান দৈত্যানিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে-চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

প্রজানাথ! ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোর স্পর্শবিশিষ্ট বাণসকল গাণ্ডীব-ধনু হইতে প্রেরিত হইয়া মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণকে সংহার করত পতঙ্গদলের ন্যায় রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৭-৫৮

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা সেই রণভূমির সমস্ত বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। দিক্‌সকল অথবা বিদিক্‌সকলের (কোণসকল) কোন দিক বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৫৯

অর্জুনের নামাঙ্কিত, তৈলধৌত ও কর্ম্মকারগণের দ্বারা পরিষ্কৃত সুবর্ণময় পক্ষভূষিত বাণসকলের দ্বারা সেখানকার সারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া যাইল ॥ ৬০

দাবাগ্নিতে প্রজ্বলিত হস্তিগণের ন্যায় অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে হইতে সেই ভয়ঙ্কর কৌরব-যোদ্ধারা অর্জুনকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন না ॥ ৬১

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি তৃণাদিনির্ম্মিত কুটীরকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান ধনুর্বাণধারী অর্জুন সমরাঙ্গণে আপনার যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৬২

যেরূপ বনেচরগণ কর্তৃক বনের মধ্যে সংযোজিত অগ্নি ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া এবং প্রজ্বলিত ও তীব্র তাপযুক্ত হইয়া ... নির্ম্মিত কুটীরাদি, বহু বৃক্ষ ও শুষ্ক লতা বল্লীসকলকে দগ্ধ ... থাকে, সেইরূপ নারাচসকলের দ্বারা সন্তপ্তকারী বাণরূপী ... বলিযুক্ত, বেগবান্, প্রচণ্ড তেজস্বী এবং অমর্ষপূর্ণ অর্জুন সহ... আপনার পুত্রের সম্পূর্ণ রথ-সৈন্যদিগকে অতিক্রুত ভস্ম... দিলেন ॥ ৬৩-৬৪

এই অর্জুনের উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় পক্ষভূষিত প্রা... কারী বাণসকল কবচের দ্বারা রুদ্ধ হইত না। উহারা ... ভেদ করত দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল। তিনি মনুষ্য... কিংবা বিশাল দেহ হাতীর উপরও অন্য বাণ নিক্ষেপ ক... ছিলেন না। (একই বাণে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছিল।)

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছি... সেইরূপ একমাত্র অর্জুনই বিশাল রথীসৈন্যমধ্যে প্রবেশ ... অনেক বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা আপনার দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া দিলেন ॥ ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন ভীমসেনেন চ কৌরবপক্ষাণাং রথসৈন্যানাং গজসৈন্যানাঞ্চ সংহারঃ, অশ্বত্থামপ্রভৃতিভির্দুর্য্যোধনস্যান্বেষণম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম, সাত্যকিনা সঞ্জয়স্য বন্ধনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

পশ্যতাং যতমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়॥ ১
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শানবিষহ্যান্ মহৌজসঃ।
বিসৃজন্ দৃশ্যতে বাণান্ ধারা মুঞ্চন্নিবাম্বুদঃ॥ ২
তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং কিরীটিনা।
সম্প্রদুদ্রাব সংগ্রামাৎ তব পুত্রস্য পশ্যতঃ॥ ৩
পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ পরিত্যজ্য বয়স্যানপি চাপরে।।
হতধুর্য্যা রথাঃ কেচিদ্ধতসূতাস্তথা পরে॥৪
ভগ্নাক্ষ-যুগ-চক্রেষাঃ কেচিদাসন্ বিশাম্পতে।
অন্যেষাং সায়কাঃ ক্ষীণাস্তথান্যে বাণপীড়িতাঃ॥ ৫
অক্ষতা যুগপৎ কেচিৎ প্রাদ্রবন্ ভয়পীড়িতাঃ।
কেচিৎ পুত্রানুপাদায় হতভূয়িষ্ঠবান্ধবাঃ॥ ৬
বিচুক্রুশুঃ পিতৄংস্ত্বন্যে সহায়ানপরে পুনঃ
বান্ধবাংশ্চ নরব্যাঘ্র ভ্রাতৄন্ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৭
দুদ্রুবুঃ কেচিদুৎসৃজ্য তত্র তত্র বিশাম্পতে।
বহবোঽত্র ভৃশং বিদ্ধা মুহ্যমানা মহারথাঃ॥ ৮
নিঃশ্বসন্তি স্ম দৃশ্যন্তে পার্থবাণহতা নরাঃ
তানন্যে রথমারোপ্য হ্যাশ্বাস্য চ মুহূর্তকম্॥ ৯
বিশ্রান্তাশ্চ বিতৃষ্ণাশ্চ পুনর্যুদ্ধায় জগ্মিরে।
তানপাস্য গতাঃ কেচিৎ পুনরেব যুযুৎসবঃ॥ ১০
কুর্বন্তস্তব পুত্রস্য শাসনং যুদ্ধদুর্মদাঃ।
পানীয়মপরে পীত্বা পর্য্যাশ্বাস্য চ বাহনম্॥ ১১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভীমসেনকর্তৃক কৌরব-পক্ষের রথ সৈন্য ও গজ-সৈন্য সংহার, অশ্বত্থামা প্রভৃতির দ্বারা দুর্য্যোধনের অন্বেষণ, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং সাত্যকি কর্তৃক সঞ্জয়ের বন্দী।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যদিও কৌরব-যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে অপরাঙ্মুখ বীর ছিলেন এবং তাঁহারা জয়লাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যাইতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সাক্ষাতেই অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা তাঁহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন॥ ১

যেমন মেঘ বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে দেখা যাইতেছিল। এই সব বাণের স্পর্শ ইন্দ্রের বাণের ন্যায় কঠোর ছিল এবং এই সকল বাণ অসহ্য ও মহাশক্তিশালী ছিল॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরীটধারী অর্জুনের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া জীবিত অবশিষ্ট সৈন্যরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন॥ ৩

কিছু সৈন্য নিজেদের পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করত এবং অপর কিছু সৈন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইলেন। বহু রথের অশ্বগণ নিহত হইয়াছিল এবং অন্য বহু রথের সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল॥ ৪

প্রজানাথ! কত রথের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষাদণ্ডসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বহু যোদ্ধার বাণসকল নষ্ট হইয়াছিল এবং অন্য যোদ্ধাগণ অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন॥৫

কিছু যোদ্ধা আহত না হইয়াও ভয়পীড়িত হইয়া একসঙ্গে পলায়ন করিলেন এবং কিছু যোদ্ধা অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব নিহত হওয়ায় পুত্রগণের সহিত পলাইয়া যাইলেন॥ ৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! বহু যোদ্ধা পিতাকে আহ্বান করিতেছিলেন, অন্য বহু যোদ্ধা আবার মিত্রগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। প্রজানাথ! কিছু যোদ্ধা নিজ বন্ধু ও ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সম্বন্ধিগণকে যেখানে সেখানে পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইলেন। বহুসংখ্যক মহারথী বীর অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া মূর্চ্ছাগত হইলেন॥ ৭-৮

অর্জুনের বাণসকলে আহত বহু মনুষ্যকে রণভূমিতে পতিত হইয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে দেখা যাইল। তাহাদিগকে অপর যোদ্ধারা নিজেদের রথে আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্তকাল আশ্বাসদানপূর্ব্বক নিজেরাও বিশ্রাম করত পিপাসা নিবারণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন॥ ৯½

রণাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধরত বহু যোদ্ধা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সেই সব আহত যোদ্ধাদিগকে সেখানে পরিত্যাগ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন॥ ১০½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অপর যোদ্ধারা জলপান করত অশ্বগণকে বিশ্রাম করাইয়া কবচধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। অন্য

বর্মাণি চ সমারোপ্য কেচিদ্ ভরতসত্তম।
সমাশ্বাস্তাপরে ভ্রাতৄন্ নিক্ষিপ্য শিবিরেঽপি চ ॥ ১২
পুত্রানন্তে পিতৄনন্তে পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্।
সজ্জয়িত্বা রথান্ কেচিদ্ যথামুখ্যং বিশাম্পতে ॥ ১৩
আপ্লুত্য পাণ্ডবানীকং পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্।
তে শূরাঃ কিঙ্কিণীজালৈঃ সমাচ্ছন্না বভাসিরে ॥ ১৪
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যুক্তা যথা দৈতেয়দানবাঃ।
আগম্য সহসা কেচিদ্ রথৈঃ স্বর্ণবিভূষিতৈঃ ॥ ১৫
পাণ্ডবানামনীকেষু ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥ ১৬
নাকুলিস্তু শতানীকো রথানীকমযোধয়ন্।
পাঞ্চাল্যস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সৈন্যেন মহতাঽঽবৃতঃ ॥ ১৭
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তাবকান্ হন্তুমুদ্যতঃ।
ততস্ত্বাপততস্তস্য তব পুত্রো জনাধিপ ॥ ১৮
বাণসঙ্ঘাননেকান্ বৈ প্রেষয়ামাস ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো রাজংস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৯
নারাচৈরর্ধনারাচৈর্বহুভিঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ।
বৎসদন্তৈশ্চ বাণৈশ্চ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ ॥ ২০
অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা বাহ্বোরুরসি চার্পিতঃ।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তোত্ত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥ ২১
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো বাণৈঃ প্রেসয়ামাস মৃত্যবে।
সারথেশ্চাস্য ভল্লেন শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ২২
ততো দুর্য্যোধনো রাজা পৃষ্ঠমারুহ্য বাজিনঃ।
অপাক্রামদ্ধতরথো নাতিদূরমরিন্দমঃ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা তু হতবিক্রান্তং স্বমনীকং মহাবলঃ।
তব পুত্রো মহারাজ প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ ॥ ২৪
ততো রথেষু ভগ্নেষু ত্রিসাহস্রা মহাদ্বিপাঃ।
পাণ্ডবান্ রথিনঃ সর্বান্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৫

বহুসংখ্যক সৈন্য আহত নিজ নিজ বন্ধুবর্গকে, পুত্রগণকে এবং পিতৃদিগকে আশ্বাসদান করত তাঁহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া আসিলেন। তারপর যুদ্ধে মনস্থির করিলেন ॥ ১১-১২ ½

প্রজানাথ! কিছু যোদ্ধা নিজেদের রথকে যুদ্ধসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ১৩½

এই সব বীরবর কৌরব-যোদ্ধরা নিজ নিজ রথে স্থাপিত কিঙ্কিণীজালে আচ্ছাদিত হইয়া ত্রিলোক জয়ের-জন্য উদ্যত দৈত্য ও দানবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪½

কিছু লোক স্বুবর্ণভূষিত রথসমূহের দ্বারা সহসা উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫½

পাঞ্চাল-রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথী শিখণ্ডী এবং নকুল-পুত্র শতানীক ইঁহারা সকলে আপনার রথ-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬½

তদনন্তর আপনার সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭½

নরেশ্বর! ভারত! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আক্রমণকারী ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অনেক বাণসমূহ প্রয়োগ করিলেন ১৮½

রাজন্! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, শীঘ্রকারী বৎসদন্ত এবং কর্ম্মকারগণের দ্বারা মার্জ্জিত বাণসকলের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ১৯-২০ ½

দুর্য্যোধনের প্রহারে অত্যন্ত আহত মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশ-পীড়িত হস্তীর ন্যায় কুপিত হইলেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১-২২

এইভাবে রথ নষ্ট হইয়া যাইলে শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধন একটি অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত কিছু দূরে চলিয়া যাইলেন ॥ ২৩

মহারাজ! নিজের সৈন্যদের পরাক্রম নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন যেখানে সুবলপুত্র শকুনি আছেন, সেস্থানে চলিয়া যাইলেন ২৪

রথী-সৈন্যরা ভগ্ন হইয়া যাইলে পর তিন হাজার বিশাল দিগ্‌গজরাজ সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ২৫

তে বৃতাঃ সমরে পঞ্চ গজানীকেন ভারত।
অশোভন্ত মহারাজ গ্রহা ব্যাপ্তা ঘনৈরিব ॥ ২৬
ততোঽর্জুনো মহারাজ লব্ধলক্ষ্যো মহাভুজঃ।
বিনির্যযৌ রথেনৈব শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ২৭
তৈঃ সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ কুঞ্জরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্গজানীকমযোধয়ৎ ॥ ২৮
তত্রৈকবাণনিহতানপশ্যাম মহাগজান্।
পতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ নির্ভিন্নান্ সব্যসাচিনা ॥ ২৯
ভীমসেনস্তু তান্ দৃষ্ট্বা নাগান্ মত্তগজোপমঃ।
করেণাদায় মহতীং গদামভ্যপতদ্ বলী ॥ ৩০
অথাপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথম্ ॥ ৩১
বিত্রেসুস্তাবকাঃ সৈন্যঃ শকৃন্মূত্রে চ সুস্রুবুঃ।
আবিগ্নঞ্চ বলং সর্বং গদাহস্তে বৃকোদরে ॥ ৩২
গদয়া ভীমসেনেন ভিন্নকুম্ভান্ রজস্বলান্।
ধাবমানানপশ্যাম কুঞ্জরান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৩৩
প্রাদ্রবন্ কুঞ্জরাস্তে তু ভীমসেনগদাহতাঃ।
পেতুরার্তস্বরং কৃত্বা ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৩৪
প্রভিন্নকুম্ভাংস্তু বহূন্ দ্রবমাণানিতস্ততঃ।
পতমানাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য বিত্রেসুস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৩৫
যুধিষ্ঠিরোঽপি সংক্রুদ্ধো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
গার্ধ্রপত্রৈঃ শিতৈর্বাণৈর্নিন্যুর্বৈ যমসাদনম্ ॥ ৩৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে পরাজিত্য নরাধিপম্।
অপক্রান্তে তব সুতে হয়পৃষ্ঠং সমাশ্রিতে ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবান্ সর্বান্ কুঞ্জরৈঃ পরিবারিতান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য জিঘাংসুঃ কুঞ্জরান্ যযৌ।
অদৃষ্ট্বা তু রথানীকে দুর্যোধনমরিন্দমম্ ॥ ৩৯
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
অপৃচ্ছন্ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক্ব নু দুর্যোধনো গতঃ ॥ ৪০

হে ভারত ! হে মহারাজ ! সমরাঙ্গণে গজসৈন্যের দ্বারা পঞ্চ পাণ্ডব মেঘমণ্ডলে আবৃত পঞ্চ গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৬

রাজেন্দ্র ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন মহাবাহু অর্জুন তখন নিজের বাণসমূহের লক্ষ্য পাইয়া রথের দ্বারা অগ্রসর হইলেন ॥ ২৭

তাঁহাকে চারিদিকেই পর্ব্বতাকার হস্তীরা ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তিনি তীক্ষ্ণধার নির্ম্মল নারাচসমূহের দ্বারা সেই গজসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

সেখানে আমরা দেখিলাম যে, সব্যসাচী অর্জুনের একই বাণের আঘাত প্রাপ্ত সেই গজরাজগণ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল এবং ক্রমশঃ একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ২৯

মদমত্ত হস্তিতুল্য পরাক্রমশালী বলবান্ ভীমসেন সেই গজ-রাজগণকে আসিতে দেখিয়া অতিদ্রুত রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত হাতে বিশাল গদাধারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০;

পাণ্ডব-মহারথী ভীমসেনকে গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১;

ভীমসেন হস্তে গদাধারণ করিতেই সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আমরা দেখিলাম, ভীমসেনের গদার আঘাতে সেই ধূলিধূসরিত পর্ব্বতাকার হস্তীদিগের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইল এবং তাহারা এদিক্ ওদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৩২-৩৩

ভীমসেনের গদার আঘাতে আহত সেই হাতীরা পলায়ন করিল এবং আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পক্ষচ্ছিন্ন পর্বতসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥৩৪

কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এদিক্ ওদিক্ পলায়নরত এবং পতিত বহুসংখ্যক হাতীকে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সেই হস্তীদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ ! যখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত পলাইয়া যাইলেন, তখন সমস্ত পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবৃত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময় সেই হস্তীদিগকে বধ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন। অন্যদিকে রথ-সৈন্যদের মধ্যে শত্রুদমন দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং সাত্বত-বংশোদ্ভব কৃতবর্ম্মা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন – রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গিয়াছেন ? ৩৯-৪০

তেঽপশ্যমানা রাজানং বর্তমানে জনক্ষয়ে।
মন্বানা নিহতং তত্র তব পুত্রং মহারথাঃ ॥ ৪১
বিবর্ণবদনা ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছন্ত তে সুতম্।
আহুঃ কেচিদ্ধতে সূতে প্রযাতো যত্র সৌবলঃ ॥ ৪২
হিত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম্।
অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র ক্ষত্রিয়া ভৃশবিক্ষতাঃ ॥ ৪৩
দুর্য্যোধনেন কিং কার্য্যং দ্রক্ষ্যধ্বং যদি জীবতি।
যুধ্যধ্বং সহিতাঃ সর্বে কিং বো রাজা করিষ্যতি ॥ ৪৪
তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষতৈর্গাত্রৈর্হতভূয়িষ্ঠবাহনাঃ
শরৈঃ সম্পীড্যমানাস্তু নাতিব্যক্তমথাব্রুবন্ ॥ ৪৫
ইদং সর্বং বলং হন্মো যেন স্ম পরিবারিতাঃ।
এতে সর্বে গজান্ হত্বা উপযান্তি স্ম পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষামশ্বত্থামা মহাবলঃ।
ভিত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম ॥ ৪৭

কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ।
রথানীকং পরিত্যজ্য শূরাঃ সুদৃঢ়ধন্বিনঃ ॥ ৪৮
ততস্তেষু প্রযাতেষু ধৃষ্টদ্যুম্নপুরস্কৃতাঃ।
আযযুঃ পাণ্ডবা রাজন্ বিনিঘ্নন্তঃস্ম তাবকম্। ৪৯
দৃষ্ট্বা তু তানাপততঃ সম্প্রহৃষ্টান্ মহারথান্।
পরাক্রান্তাস্ততো বীরা নিরাশা জীবিতে তদা ॥ ৫০
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠমভবৎ তাবকং বলম্।
পরিক্ষীণায়ুধান্ দৃষ্ট্বা তানহং পরিবারিতান্ ॥ ৫১
রাজন্ বলেন দ্ব্যঙ্গেন ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ।
আত্মনা পঞ্চমোঽযুধ্যং পাঞ্চালস্য বলেন হ ॥ ৫২
তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থায় যত্র শারদ্বতঃ স্থিতঃ।
সম্প্রদ্রুতা বয়ং পঞ্চ কিরীটিশরপীড়িতাঃ ॥ ৫৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারৌদ্রং তত্র নোঽভূদ্ রণো মহান্।
জিতাস্তেন বয়ং সর্বে ব্যপয়াম রণাৎ ততঃ। ৫৪

বর্ত্তমান লোকক্ষয়কর যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া এই মহারথিগণ আপনার পুত্র নিহত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন এবং বিবর্ণবদনে সকলকে আপনার পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ;

কিছু লোক বলিলেন—সারথি নিহত হওয়ায় পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই দুঃসহ সৈন্য পরিত্যাগ করত রাজা দুর্য্যোধন যেখানে সুবলপুত্র শকুনি আছেন সেখানে গিয়াছেন ॥ ৪২ ;

অপর অত্যন্ত আহত ক্ষত্রিয়গণ সেখানে এই কথা বলিলেন - আরে ! দুর্য্যোধনের দ্বারা এখন কি হইবে ? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে পরে তোমরা সকলে দেখিতে পাইবে। এই সময় সকলে একত্র যুদ্ধ কর। রাজা দুর্য্যোধন তোমাদের কি সাহায্য করিবেন ? ৪৩-৪৪

তখন সেখানে যে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। তাঁহারা বাণসমূহে পীড়িত হইয়া তখন অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, আমরা যে সব সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়াছি, তাহাদের বিনাশ করিব। এই সমস্ত পাণ্ডবগণ গজ-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদের নিকটে চলিয়া আসিতেছেন ॥ ৪৫-৪৬

ইঁহাদের কথা শ্রবণ করত মহাবল অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা—এই সব দৃঢ়ধনুর্দ্ধর বীরগণ পাঞ্চালরাজের সেই দুঃসহ সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া রথ-সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করত শকুনি আছেন, সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্ ! ইঁহারা চলিয়া যাইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নাদি যোদ্ধারা আপনার সেই রথসৈন্যদিগকে সংহার করিতে আগমন করিলেন ॥ ৪৯

অতিশয় হৃষ্ট সেই মহারথী পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে করিতে দেখিয়া আপনার পরাক্রমশালী বীর সৈন্যগণ জীবন-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ৫০

তখন আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ যোদ্ধারই মুখ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের সকলেরই অস্ত্রও নষ্ট হইয়া এবং পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা ইঁহারা চারিদিকে পরিবৃত পড়িলেন। রাজন্ ! তাঁহাদের সকলের এরূপ অবস্থা আমি জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত অন্য চার মহারথীর এবং হস্তী ও অশ্ব এই দুই অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্যদের সহিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম ॥ ৫১-

যেখানে কৃপাচার্য্য ছিলেন আমি সেস্থানে থাকিয়া যুদ্ধ ছিলাম ; কিন্তু কিরীটধারী অর্জ্জুনের বাণসমূহের দ্বারা হইয়া আমরা পাঁচজনে সেস্থান হইতে পলায়ন করত ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে তাঁহাদের আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি আমাদের

অথাপশ্যং সাত্যকিং তমুপায়ান্তং মহারথম্ ।
রথৈশ্চতুঃশতৈর্বীরো মামভ্যদ্রবদাহবে ॥ ৫৫
ধৃষ্টদ্যুম্নাদহং মুক্তঃ কথঞ্চিচ্ছ্রান্তবাহনাৎ ।
পতিতো মাধবানীকং দুষ্কৃতী নরকং যথা ॥ ৫৬
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং মুহূর্তমতিদারুণম্ ।
সাত্যকিস্তু মহাবাহুর্মম হত্বা পরিচ্ছদম্ ॥ ৫৭
জীবগ্রাহমগৃহ্লান্মাং মূর্ছিতং পতিতং ভুবি ।
ততো মুহূর্তাদিব তদ্ গজানীকমবধ্যত ॥ ৫৮
গদয়া ভীমসেনেন তদ্ নারাচৈরর্জুনেন চ ।
অভিপিষ্টৈর্মহানাগৈঃ সমন্তাৎ পর্বতোপমৈঃ ॥ ৫৯
নাতিপ্রসিদ্ধেব গতিঃ পাণ্ডবানামজায়ত ।
রথমার্গং ততশ্চক্রে ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৬০
পাণ্ডবানাং মহারাজ ব্যপাকর্ষদ্গজান্ ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৬১
অপশ্যন্তো রথানীকে দুর্যোধনমরিন্দমম্ ।
রাজানং মৃগয়ামাসুস্তব পুত্রং মহারথম্ ॥ ৬২
পরিত্যজ্য চ পাঞ্চাল্যং প্রযাতা যত্র সৌবলঃ ।
রাজ্ঞোঽদর্শনসংবিগ্না বর্তমানে জনক্ষয়ে ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি দুর্যোধনাপযানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

পরাজিত করিলেন। তখন আমরা সেস্থান হইতেও পলায়ন করিলাম ॥ ৫৩-৫৪

এই সময়ে আমি মহারথী সাত্যকিকে আমার নিকট আসিতে দেখিলাম। বীর সাত্যকি যুদ্ধস্থলে চারিশত রথী যোদ্ধার সহিত আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৫৫

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহনগণ শ্রান্ত হইয়া পড়ায় আমি কোনরূপে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করত সাত্যকির সৈন্যমধ্যে সেই ভাবে পতিত হইলাম, যেরূপ কোন পাপী নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬

সেখানে মুহূর্ত্তকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবাহু সাত্যকি আমার সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী নষ্ট করিয়া দিলেন এবং যখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম, তখন আমাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিলেন ॥ ৫৭;

তারপর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই ভীমসেন গদার আঘাতে এবং অর্জুন নারাচসকলের দ্বারা সেই গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৮;

চারিদিকেই পর্ব্বতাকার বিশালকায় হাতীরা পতিত ছিল, যাহারা ভীমসেন ও অর্জুনের আঘাতে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের জন্য পাণ্ডবদের অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৫৯½

মহারাজ! তখন মহাবল ভীমসেন বড় বড় হাতীদিগকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং পাণ্ডবদের জন্য রথের মার্গ প্রস্তুত করিলেন ॥ ৬০

অন্যদিকে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা ইঁহারা রথসৈন্যদের মধ্যে আপনার মহারথী পুত্র শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১-৬২

তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ না করিয়া যেখানে শকুনি ছিলেন, সেস্থানে গমন করিলেন। বর্ত্তমান লোকক্ষয়কর যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে দুর্য্যোধনের পলায়নবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য একাদশপুত্রাণাং বধঃ, চতুরঙ্গিণীসৈন্যবিনাশশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

গজানীকে হতে তস্মিন্ পাণ্ডুপুত্রেণ ভারত ।
বধ্যমানে বলে চৈব ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১
চরন্তঞ্চ তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনমরিন্দমম্ ।
দণ্ডহস্তং যথা ক্রুদ্ধমন্তকং প্রাণহারিণম্ ॥ ২
সমেত্য সমরে রাজন্ হতশেষাঃ সুতাস্তব ।
অদৃশ্যমানে কৌরব্যে পুত্রে দুর্য্যোধনে তব ॥৩
সোদর্য্যাঃ সহিতা ভূত্বা ভীমসেনমুপাদ্রবন্ ।
দুর্ম্মর্ষণঃ শ্রুতান্তশ্চ জৈত্রো ভূরিবলো রবিঃ ॥ ৪
জয়ৎসেনঃ সুজাতশ্চ তথা দুর্বিষহোঽরিহা ।
দুর্বিমোচননামা চ দুষ্প্রধর্ষস্তথৈব চ ॥ ৫
শ্রুতর্বা চ মহাবাহুঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ
ইত্যেতে সহিতা ভূত্বা তব পুত্রাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬
ভীমসেনমভিক্রুত্য রুরুধুঃ সর্বতো দিশম্ ।
ততো ভীমো মহারাজ স্বরথং পুনরাস্থিতঃ ॥৭
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পুত্রাণাং তব মর্ম্মসু ।
তে কীর্য্যমাণা ভীমেন পুত্রাস্তব মহারণে ॥৮
ভীমসেনমপাকর্ষন্ প্রবণাদিব কুঞ্জরম্ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ শিরো দুর্মর্ষণস্য হ ॥ ৯
ক্ষুরপ্রেণ প্রমথ্যাশু পাতয়ামাস ভূতলে ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন সর্বাবরণভেদিনা ॥ ১০
শ্রুতান্তমবধীদ্ ভীমস্তব পুত্রং মহারথঃ ।
জয়ৎসেনং ততো বিদ্ধ্বা নারাচেন হসন্নিব ॥ ১১
পাতয়ামাস কৌরব্যং রথোপস্থাদরিন্দমঃ ।
স পপাত রথাদ্ রাজন্ ভূমৌ তুর্ণং মমার চ ॥ ১২
শ্রুতর্বা তু ততো ভীমং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ মারিষ ।
শতেন গৃধ্রবাজানাং শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমো জৈত্রং ভূরিবলং রবিম্ ।
ত্রীনেতাংস্ত্রিভিরানর্চ্ছদ্ বিষাগ্নিপ্রতিমৈঃ শরৈঃ ॥ ১

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

[ভীমসেন কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের একাদশ পুত্র বধ এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য বিনাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভারত ! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্তৃক আপনার গজ-সৈন্য এবং অন্য সৈন্যগণও নষ্ট হইয়া যাইলে, যখন আপনার কুরুবংশধর দুর্য্যোধনকে কোথাও দেখা যাইল না, তখন হতাবশিষ্ট আপনার সকল পুত্রই একসঙ্গে মিলিত হইয়া সমরাঙ্গণে দণ্ডধর ও প্রাণান্তকারী যমরাজের ন্যায় কুপিত শত্রুদমন ভীমসেনকে সে স্থলে বিচরণ করিতে দর্শন করত একসঙ্গে সকল সহোদর ভ্রাতাই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১-৩½

দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত (চিত্রাঙ্গ), জৈত্র, ভূরিবল (ভীমবল), রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিষহ (দুর্বিগাহ), শত্রুনাশক দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ (দুষ্প্রধর্ষণ) এবং মহাবাহু শ্রুতবর্ম্মা—এই সব আপনার যুদ্ধবিশারদ পুত্র একসঙ্গে মিলিত হইয়া চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাঁহার চারিদিক রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৬½

মহারাজ ! তখন ভীমসেন পুনরায় নিজের রথের উপর আরোহণ করত আপনার পুত্রগণের মর্ম্মস্থানসমূহে তাঁ বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭½

সেই মহাসমরে যখন ভীমসেন আপনার পুত্রগণের বাণসকলের প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁ ভীমসেনকে সেইভাবে দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ লইয়া যাইলেন, কোন ব্যাধ নিম্ন স্থান হইতে হাতীকে আকর্ষণ করিতে থাকে

তখন রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ ভীমসেন একটি ক্ষুরপ্রবাণে দুর্ম মস্তক অতিক্রুত ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৯

তাহার পর সমস্ত আবরণ ভেদকারী অপর একটি ভল্লের মহারথী ভীমসেন আপনার পুত্র শ্রুতান্তকে বিনাশ করিলেন ॥

তারপর হাস্য করিতে করিতে সেই শত্রুদমন বীর ভীম কুরুবংশজাত জয়ৎসেনকে একটি নারাচের দ্বারা রথের অ হইতে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১১½

রাজন্ ! জয়ৎসেন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন সত্বর মৃত্যুবরণ করিলেন । মান্যবর নরেশ ! তদনন্তর শ্রুতর্ব্বা গৃধ্র পক্ষ ও আনতপর্ব্বযুক্ত শত সংখ্যক বাণে ভীমসে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২-১৩

ইহা দেখিয়া ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণা

তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ স্যন্দনেভ্যো মহারথাঃ।
বসন্তে পুষ্পশবলা নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ॥ ১৫
ততোঽপরেণ ভল্লেন তীক্ষ্ণেন চ পরন্তপঃ।
দুর্বিমোচনমাহত্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে॥ ১৬
স হতঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ স্বরথাদ্ রথিনাং বরঃ।
গিরেস্তু কূটজো ভগ্নো মারুতেনেব পাদপঃ॥ ১৭
দুষ্প্রধর্ষং ততশ্চৈব সুজাতঞ্চ সুতং তব।
একৈকং ন্যহনৎ সংখ্যে দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চমূমুখে॥ ১৮
তৌ শিলীমুখবিদ্ধাঙ্গৌ পেততূ রথসত্তমৌ।
ততঃ পতন্তং সমরে অভিবীক্ষ্য সুতং তব॥ ১৯
ভল্লেন পাতয়ামাস ভীমো দুর্বিষহং রণে।
স পপাত হতো বাহাৎ পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্॥ ২০
দৃষ্ট্বা তু নিহতান্ ভ্রাতৄন্ বহূনেকেন সংযুগে।
অমর্ষবশমাপন্নঃ শ্রুতর্বা ভীমমভ্যয়াৎ॥ ২১
বিক্ষিপন্ সুমহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্।
বিসৃজন্ সায়কাংশ্চৈব বিষাগ্নিপ্রতিমান্ বহূন্॥ ২২
স তু রাজন্ ধনুশ্ছিত্ত্বা পাণ্ডবস্য মহামৃধে।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিংশত্যা সমবাকিরৎ॥ ২৩
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
অবাকিরৎ তব সুতং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ২৪
মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং চিত্ররূপং ভয়ানকম্।
যাদৃশং সমরে পূর্বং জম্ভ-বাসবয়োর্যুধি॥ ২৫
তয়োস্তত্র শিতৈর্মুক্তৈর্যমদণ্ডনিভৈঃ শরৈঃ।
সমাচ্ছন্না ধরা সর্বা খং দিশো বিদিশস্তথা॥ ২৬
ততঃ শ্রুতর্বা সংক্রুদ্ধো ধনুরাদায় সায়কৈঃ।
ভীমসেনং রণে রাজন্ বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ২৭
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
ভীমঃ সঞ্চুক্ষুভে ক্রুদ্ধঃ পর্বণীব মহোদধিঃ॥ ২৮

বিষ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর তিনটি বাণের দ্বারা জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিনজনকে প্রহার করিলেন॥ ১৪

এই তিনটি বাণে নিহত সেই তিন মহারথী বীর বসন্তঋতুতে ছিন্ন পলাশ-বৃক্ষের ন্যায় রথসমূহ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন॥ ১৫

ইহার পর শত্রুতাপন ভীমসেন অপর একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা দুর্বিমোচনকে প্রহার করত মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ১৬

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্বিমোচন সেই ভল্লের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিজ রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল পর্ব্বতের শিখরে উৎপন্ন বৃক্ষ বায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে॥ ১৭

তদনন্তর ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ ও সুজাতকে রণাঙ্গনে সৈন্যদের সম্মুখে দুইটি দুইটি বাণে সংহার করিলেন॥১৮

এই দুই মহারথী বীর বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হওয়ায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন। তাহার পর আপনার পুত্র দুর্বিষহকে সংগ্রামে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহাকে পাতিত করিলেন। এই ভল্লের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দুর্বিষহ সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই রথ হইতে পতিত হইলেন॥ ১৯-২০

যুদ্ধস্থলে একাকী ভীমসেনের দ্বারা নিজের বহুসংখ্যক ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া অমর্ষের বশীভূত শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২১

তিনি নিজের সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনু আকর্ষণ করত তাহার দ্বারা বিষ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন॥ ২২

রাজন্! তিনি সেই মহাসমরে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের ধনু ছেদন করত ছিন্ন ধনুযুক্ত ভীমসেনকে বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৩

তখন মহাবল ভীমসেন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত আপনার পুত্রের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও॥ ২৪

সেই সময় ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিচিত্র, ভয়ানক ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে রণাঙ্গনে জম্ভ ও ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই দুইজনের মধ্যেও যুদ্ধ চলিল॥ ২৫

ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড-সদৃশ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সমগ্র পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সকল এবং বিদিক্‌সমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল॥ ২৬

তদনন্তর ক্রুদ্ধ শ্রুতর্ব্বা ধনু গ্রহণ করত স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রণাঙ্গনে ভীমসেনের দুই বাহু এবং বক্ষে প্রহার করিলেন॥ ২৭

মহারাজ! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রের দ্বারা আত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং তিনি পূর্ণিমার দিনে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন॥ ২৮

ততো ভীমো রুষাবিষ্টঃ পুত্রস্ত তব মারিষ ।
সারথিং চতুরশ্চাশ্বান্ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২৯
বিরথং তং সমালক্ষ্য বিশিখৈর্লোমবাহিভিঃ ।
অবাকিরদমেয়াত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥ ৩০
শ্রুতর্বা বিরথো রাজন্নাদদে খড়্গচর্মণী ।
অথাস্তাদদতঃ খড়্গং শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ॥ ৩১
ক্ষুরপ্রেণ শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস পাণ্ডবঃ ।
ছিন্নোত্তমাঙ্গস্ত ততঃ ক্ষুরপ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৩২
পপাত কায়ঃ স রথাদ্ বসুধামনুনাদয়ন্ ।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে তাবকা ভয়মোহিতাঃ ॥ ৩৩
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ভীমসেনং যুযুৎসবঃ ।
তানাপতত এবাশু হতশেষাদ্ বলার্ণবাৎ ॥ ৩৪
দংশিতান্ প্রতিজগ্রাহ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ।
তে তু তং বৈ সমাসাদ্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
ততস্তু সংবৃতো ভীমস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
পীডয়ামাস তান্ সর্বান্ সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥ ৩৬
ততঃ পঞ্চশতান্ হত্বা সবরূথান্ মহারথান্
জঘান কুঞ্জরানীকং পুনঃ সপ্তশতং যুধি ॥ ৩৭
হত্বা শতসহস্রাণি পত্তীনাং পরমেষুভিঃ ।
বাজিনাঞ্চ শতান্যষ্টৌ পাণ্ডবঃ স্ম বিরাজতে ॥ ৩৮
ভীমসেনস্তু কৌন্তেয়ো হত্বা যুদ্ধে সুতাংস্তব ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং সফলং জন্ম চ প্রভো ॥ ৩৯
তং তথা যুধ্যমানঞ্চ বিনিঘ্নন্তঞ্চ তাবকান্ ।
ঈক্ষিতুং নোৎসহন্তে স্ম তব সৈন্যা নরাধিপ ॥ ৪০
বিদ্রাব্য চ কুরূন্ সর্বাংস্তাংশ্চ হত্বা পদানুগান্ ।
দোর্ভ্যাং শব্দং ততশ্চক্রে ত্রাসয়ানো মহাদ্বিপান্ ॥

আর্য্য ! তাহার পর রোষাবিষ্ট ভীমসেন নিজের বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্রের সারথি ও অশ্বগণকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন শ্রুতর্ব্বাকে রথহীন হইতে দেখিয়া নিজের হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার উপর পক্ষি-পক্ষযুক্ত হইয়া উড্ডীয়মান বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

রাজন্ ! রথহীন শ্রুতর্ব্বা নিজ হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করিলেন। তিনি শতচন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত ঢাল এবং নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান তরবারি গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছিলেন, এই অবস্থায় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩১½

মহাত্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক ক্ষুরপ্রবাণে মস্তক ছিন্ন হইলে পর তাঁহার দেহ পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল । ৩২½

এই বীর শ্রুতর্ব্বা নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৩½

হতাবশিষ্ট সৈন্য-সাগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুত নিজের উপর আক্রমণকারী সেই কবচধারী যোদ্ধাদিগকে প্রতাপশালী ভীমসেন নিবারণ করিলেন । ৩৪½

এই যোদ্ধারা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চারিদিকে পরিবৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন যেরূপ সহস্রলোচন ইন্দ্র অসুরদিগকে পীড়িত করিয়াছিলেন সেইরূপ এই সব সৈন্যে পরিবৃত ভীমসেন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আপনার সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

তদনন্তর ভীমসেন আবরণ সহ পাচ শত বিশাল রথকে ধ্বংস করত যুদ্ধে শত শত হস্তীকে পুনরায় ভূপাতিত করিলেন। ৩৭

তারপর উত্তম বাণসমূহের দ্বারা এক লক্ষ পদাতি ও আরোহী যোদ্ধা সহ আট শত অশ্বকে বধ করিয়া রণাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

প্রভো ! এইরূপ কুন্তীপুত্র ভীমসেন যুদ্ধে আপনার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া নিজেকে নিজেই কৃতার্থ ও স্বীয় জন্ম সফল মনে করিলেন ॥ ৩৯

হে নরেশ্বর ! এই ভাবে যুদ্ধ ও আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থিত ভীমসেনকে আপনার সৈন্যরা দেখিতেও সাহস পাইলেন না ॥ ৪০

সমস্ত কৌরবগণকে বিতাড়িত করিয়া এবং অনুগামী সৈন্যদিগকে সংহার করত ভীমসেন বড় বড় হস্তিসকলকে ভীত করিতে করিতে নিজের দুই বাহুর দ্বারা আস্ফালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

হতভূয়িষ্ঠযোধা তু তব সেনা বিশাম্পতে।
কিঞ্চিচ্ছেষা মহারাজ কৃপণং সমপদ্যত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি একাদশধার্ত্তরাষ্ট্রবধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

প্রজানাথ! মহারাজ! আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিলেন এবং আর অল্প সৈন্যই তখন অবশিষ্ট ছিলেন; এই কারণে সেই সৈন্যরা অতিশয় দীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ কথপকথনম্, অর্জুনেন সত্যকর্ম্মণঃ সত্যেষোঃ পঞ্চচত্বারিংশৎপুত্রৈ· সেনয়া চ সুশর্ম্মণশ্চ বধঃ, ভীমকর্তৃকো ধৃতরাষ্ট্রসুত-সুদর্শনস্য বিনাশশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

দুর্য্যোধনো মহারাজ সুদর্শনশ্চাপি তে সুতঃ।
হতশেষৌ তদা সংখ্যে বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতৌ ॥ ১
ততো দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
শত্রবো হতভূয়িষ্ঠা জ্ঞাতয়ঃ পরিপালিতাঃ।
গৃহীত্বা সঞ্জয়ং চাসৌ নিবৃত্তঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩
পরিশ্রান্তশ্চ নকুলঃ সহদেবশ্চ ভারত।
যোধয়িত্বা রণে পাপান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ সহানুগান্ ॥ ৪
দুর্য্যোধনমভিত্যজ্য ত্রয় এতে ব্যবস্থিতাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিশ্চৈব মহারথঃ ॥ ৫
অসৌ তিষ্ঠতি পাঞ্চাল্যঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
দুর্য্যোধনবলং হত্বা সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ॥ ৬
অসৌ দুর্য্যোধনঃ পার্থ বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতঃ
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭
প্রতিব্যূহ্য বলং সর্বং রণমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
এনং হত্বা শিতৈর্বাণৈঃ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৮
গজানীকং হতং দৃষ্ট্বা ত্বাঞ্চ প্রাপ্তমরিন্দম।
যাবন্ন বিদ্রবন্ত্যেতে তাবজ্জহি সুযোধনম্ ॥ ৯
যাতু কশ্চিত্তু পাঞ্চাল্যং ক্ষিপ্রমাগম্যতামিতি।
পরিশ্রান্তবলস্তাত নৈষ মুচ্যেত কিল্বিষী ॥ ১০

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন, অর্জুন কর্তৃক সত্যকর্ম্মা সত্যেষু এবং পঁয়তাল্লিশ জন পুত্র ও সৈন্য সহ সুশর্ম্মার বিনাশ এবং ভীমসেনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সুদর্শনের বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও সুদর্শন এই দুই জনই জীবিত ছিলেন। উভয়েই অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১

তদনন্তর দুর্য্যোধনকে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীপুত্র অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

ভরতনন্দন! শত্রুদের অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হইয়াছে এবং নিজেদের জ্ঞাতিবর্গ রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে দেখ, ঐ শিনিপ্রবর সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দী করিয়া তাহার সহিত ফিরিয়া আসিতেছে। রণাঙ্গনে সেবকগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩-৪

অন্যদিকে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী অশ্বত্থামা—এই তিনজন যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র কোথাও অবস্থান করিতেছে ॥ ৫

সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংহার করত পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের উত্তম কান্তিতে সুশোভিত হইয়াছে ॥ ৬

পার্থ! এই দেখ রাজা দুর্য্যোধন ছত্র ধারণ করত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ৭

সে নিজের সমস্ত সৈন্যদের ব্যূহ বদ্ধ করত যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিনাশ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে ॥ ৮

শত্রুদমন! গজসেনার বধ ও তোমার আগমন ইহা দেখিয়া কৌরব-যোদ্ধারা যতক্ষণ না পলাইয়া যায়, তাহারই মধ্যে তুমি দুর্য্যোধনকে বধ কর ॥ ৯

তোমার সৈন্যদলের যে কেহ একজন পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করুক এবং তাহাকে বলুক যে, আপনি শীঘ্র চলুন।

হত্বা তব বলং সর্বং সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
জিতান্ পাণ্ডুসুতান্ মত্বা রূপং ধারয়তে মহৎ॥ ১১
নিহতং স্ববলং দৃষ্ট্বা পীড়িতং চাপি পাণ্ডবৈঃ।
ধ্রুবমেষ্যতি সংগ্রামে বধায়ৈবাত্মনো নৃপঃ॥ ১২
এবমুক্তঃ ফাল্গুনস্তু কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতাঃ সর্বে হতা ভীমেন মাধব॥ ১৩
যাবেতাবাস্থিতৌ কৃষ্ণ তাবপ্য ন ভবিষ্যতঃ।
হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণঃ কর্ণো বৈকর্তনো হতঃ॥ ১৪
মদ্ররাজো হতঃ শল্যো হতঃ কৃষ্ণ জয়দ্রথঃ।
হয়াঃ পঞ্চশতাঃ শিষ্টাঃ শকুনেঃ সৌবলস্য চ॥ ১৫
রথানাং তু শতে শিষ্টে দ্বে এব তু জনার্দন।
দন্তিনাঞ্চ শতং সাগ্রং ত্রিসাহস্রাঃ পদাতয়ঃ॥ ১৬
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব ত্রিগর্তাধিপতিস্তথা।
উলূকঃ শকুনিশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ॥ ১৭
এতদ্ বলমভূচ্ছেষং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব।
মোক্ষো ন নূনং কালাৎ তু বিদ্যতে ভুবি কস্যচিৎ॥ ১৮
তথা বিনিহতে সৈন্যে পশ্য দুর্যোধনং স্থিতম্।
অদ্যাহ্না হি মহারাজো হতামিত্রো ভবিষ্যতি॥ ১৯
ন হি মে মোক্ষ্যতে কশ্চিৎ পরেষামিহ চিন্তয়ে।
যে ত্বদ্য সমরং কৃষ্ণ ন হাস্যন্তি মদোৎকটাঃ॥ ২০
তাং বৈ সর্বান্ হনিষ্যামি যদ্যপি স্যুর্ন মানুষাঃ।
অদ্য যুদ্ধে সুসংক্রুদ্ধো দীর্ঘং রাজ্ঞা প্রজাগরম্॥ ২১
অপনেষ্যামি গান্ধারং ঘাতয়িত্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
নিকৃত্যা বৈ দুরাচারো যানি রত্নানি সৌবলঃ॥ ২২
সভায়ামহরদ্ দ্যূতে পুনস্তান্যাহরাম্যহম্।
অদ্য তা অপি রোৎস্যন্তি সর্বা নাগপুরে স্ত্রিয়ঃ॥ ২৩

তাত! এই পাপাত্মা দুর্য্যোধন এখন আর জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না; কারণ, ইহার সমস্ত সৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে॥ ১০

দুর্য্যোধন মনে করিতেছে যে, এই যুদ্ধে তোমার সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে। এই কারণে সে অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে॥ ১১

কিন্তু নিজের সৈন্যদের পাণ্ডবগণের দ্বারা পীড়িত ও নিহত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই নিজের বিনাশের জন্য যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করিবে॥ ১২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন,—মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সকল পুত্রই ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এই যে দুই পুত্র এখন অবস্থিত আছে, ইহাদেরও বিনাশ আজই হইবে॥ ১৩;

কৃষ্ণ! ভীষ্ম হতপ্রায় হইয়াছেন, দ্রোণাচার্য্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে, শল্যেরও বিনাশ হইয়াছে এবং জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে॥ ১৪;

সুবল-পুত্র শকুনির নিকট এখনও পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য অবশিষ্ট আছে। জনার্দ্দন! তাহার নিকট দুই শত রথ, এক শতের কিছু অধিক হাতী এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্য এখনও অবশিষ্ট আছে॥ ১৫-১৬

মাধব! দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, উলূক, শকুনি ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা—এই অল্প বীরই এখন অবশিষ্ট আছেন। এ ভূমণ্ডলে নিশ্চয়ই কাল হইতে কাহারও মুক্তি পাইবার উপায় নাই॥ ১৭-১৮

সেই কারণে এই দুর্য্যোধন এই ভাবে নিজের সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াও যুদ্ধের জন্য এখনও অবস্থান করিতেছে, ইহা অবলোকন করুন। আজই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন॥ ১৯

হে কৃষ্ণ! আমি চিন্তা করিতেছি যে, আজ শত্রুপক্ষের কোন যোদ্ধাই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না। যে সব মদোন্মত্ত বীর আজ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে না, তাহাদের সকলকেই আমি বিনাশ করিব; তাহাতে তাহারা মানুষ না হইয়া যদি দেবতা কিংবা অসুরও হইয়া থাকেন॥ ২০;

আজ আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া গান্ধাররাজ শকুনিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করাইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘকালের জাগরণরূপী রোগকে দূরীভূত করিব॥ ২১;

দুরাচার সুবলপুত্র শকুনি দ্যূত-সভায় ছল করিয়া যে রত্নকে হরণ করিয়াছিল, তৎ সমস্তই আমি পুনরায় ফিরাইয়া আনিব॥ ২২;

আজ হস্তিনাপুরীর সমস্ত স্ত্রীগণও যুদ্ধে পাণ্ডবদের দ্বারা নিজেদের পতি ও পুত্রসকলকে নিহত হইতে শুনিয়া রোদন করিতে থাকিবে॥ ২৩;

শ্রুত্বা পতীংশ্চ পুত্রাংশ্চ পাণ্ডবৈর্নিহতান্ যুধি।
সমাপ্তমগ্ন বৈ কর্ম সর্বং কৃষ্ণ ভবিষ্যতি ॥ ২৪
অগ্ন দুর্য্যোধনো দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাণাংশ্চ মোক্ষ্যতি।
নাপযাতি ভয়াৎ কৃষ্ণ সংগ্রামাদ্ যদি চেন্মম ॥ ২৫
নিহতং বিদ্ধি বার্ষ্ণেয় ধার্তরাষ্ট্রং সুবালিশম্।
মম হ্যেতদশক্তং বৈ রাজিবৃন্দমরিন্দম ॥ ২৬
সোঢুং জ্যাতলনির্ঘোষং যাহি যাবন্নিহন্ম্যহম্।
এবমুক্তস্তু দাশার্হঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা ॥ ২৭
অচোদয়দ্ধয়ান্ রাজন্ দুর্য্যোধনবলং প্রতি।
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ত্রয়ঃ সজ্জা মহারথাঃ ॥ ২৮
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব সহদেবশ্চ মারিষ।
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনজিঘাংসয়া ॥২৯
তান্ প্রেক্ষ্য সহিতান্ সর্বং জবেনোদ্যতকার্মুকান্।
সৌবলোঽভ্যদ্রবদ্ যুদ্ধে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥ ৩০

সুদর্শনস্তব সুতো ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ।
সুশর্মা শকুনিশ্চৈব যুযুধাতে কিরীটিনা ॥ ৩১
সহদেবং তব সুতো হয়পৃষ্ঠগতোঽভ্যয়াৎ।
ততো হি যত্নতঃ ক্ষিপ্রং তব পুত্রো জনাধিপ ॥ ৩২
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ ভৃশম্।
সোপাবিশদ্ রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ ॥ ৩৩
রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গ আশীবিষ ইব শ্বসন্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সহদেবো বিশাম্পতে ॥ ৩৪
দুর্য্যোধনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সংক্রুদ্ধঃ সমবাকিরৎ।
পার্থোঽপি যুধি বিক্রম্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৫
শূরাণামশ্বপৃষ্ঠেভ্যঃ শিরাংসি নিচকর্ত হ।
তদনীকং তদা পার্থো ব্যধমদ্ বহুভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৬
পাতয়িত্বা হয়ান্ সর্বাংস্ত্রিগর্তানাং রথান্ যযৌ।
ততস্তে সহিতা ভূত্বা ত্রিগর্তানাং মহারথাঃ ॥ ৩৭

হে কৃষ্ণ! আজ আমাদের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যাইবে। আজ দুর্য্যোধন নিজের উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী এবং প্রাণ হইতে বিচ্যুত হইবে ॥ ২৪½

বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! যদি সে আমার ভয়ে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করে, তবে সেই মূঢ় দুর্য্যোধন আজ আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে বলিয়াই আপনি মনে করুন ॥ ২৫½

শত্রুদমন! এই অশ্বারোহী সৈন্যরা আমার গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি অশ্বগণকে চালনা করুন, আমি এখনই ইহাদের সকলকে বিনাশ করিব ॥ ২৬½

রাজন্! যশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই কথা বলিলে পর দশার্হকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের সৈন্যদের দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন ॥ ২৭½

মান্যবর! সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া তিন মহারথী ভীমসেন, অর্জুন ও সহদেব সর্ব্ববিধ যুদ্ধ-সামগ্রীতে সুসজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের বধের ইচ্ছায় সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন ॥ ২৮-২৯

ইঁহাদের সকলকে ধনু উত্তোলন করত তীব্র বেগে একসঙ্গে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সুবলপুত্র শকুনি রণাঙ্গনে আততায়ী পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখীন হইলেন। সুশর্ম্মা ও শকুনি কিরীটধারী অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩১

হে নরেশ্বর! অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহদেবের সম্মুখে আসিলেন। তিনি এই সময় অতিশয় যত্ন সহকারে সহদেবের মস্তকে অতিক্রুত একটি প্রাস প্রহার করিলেন ॥ ৩২½

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্তৃক তাড়িত হইয়া সহদেব শ্বাসত্যাগকারী সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল ॥ ৩৩½

প্রজানাথ! তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করত ক্রুদ্ধ সহদেব দুর্য্যোধনের উপর তীক্ষ্ণ বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ৩৪½

কুন্তীপুত্র অর্জুনও যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করত অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে বীরবর যোদ্ধাদের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

পার্থ নিজের বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা অশ্বারোহী সেই সৈন্য-বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং সমস্ত অশ্বগণকে বিনাশ করত ত্রিগর্ত্তদেশী রথী যোদ্ধাদের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩৬½

তখন সেই ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথী বীরগণ একত্রে মিলিত

অর্জ্জুনং বাসুদেবঞ্চ শরবর্ষৈরবাকিরন্।
সত্যকর্মাণমাক্ষিপ্য ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৩৮
ততোঽস্য স্যন্দনস্যেষাং চিচ্ছিদে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিলাশিতেন চ বিভো ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৩৯
শিরশ্চিচ্ছেদ সহসা তপ্তকুণ্ডলভূষণম্।
সত্যেষুমথ চাদত্ত যোধানাং মিষতাং ততঃ ॥ ৪০
যথা সিংহো বনে রাজন্ মৃগং পরিবুভুক্ষিতঃ।
তং নিহত্য ততঃ পার্থঃ সুশর্মাণং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪১
বিদ্ধ্বা তানহনৎ সর্বান্ রথান্ রুক্মবিভূষিতান্।
ততঃ প্রায়াৎ ত্বরন্ পার্থো দীর্ঘকালং সুসংবৃতম্ ॥ ৪২
মুঞ্চন্ ক্রোধবিষং তীক্ষ্ণং প্রস্থলাধিপতিং প্রতি।
তমর্জ্জুনঃ পৃষৎকানাং শতেন ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
পূরয়িত্বা ততো বাহান্ প্রাহরৎ তস্য ধন্বিনঃ।
ততঃ শরং সমাদায় যমদণ্ডোপমং তদা ॥ ৪৪

হইয়া অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭½

প্রভো! সেই সময় মহাযশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন একটি ক্ষুরপ্রবাণ সত্যকর্ম্মার দিকে নিক্ষেপ করত উহার দ্বারা তাঁহার রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করিলেন। তাহার পর সেই মহাযশস্বী বীর অর্জ্জুন শিলাশানিত অপর একটি ক্ষুরপ্রবাণে তাঁহার তপ্ত সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তককে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮-৩৯½

রাজন্! যেরূপ বনে অতিশয় ক্ষুধিত সিংহ কোন মৃগকে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জ্জুন সমস্ত যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই সত্যেষুরও প্রাণহরণ করিলেন ॥ ৪০½

সত্যেষুকে বধ করত অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং সেই সমস্ত সুবর্ণভূষিত রথসকলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪১½

তাহার পর অর্জ্জুন নিজের দীর্ঘকালসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধরূপী বিষকে প্রস্থলেশ্বর সুশর্ম্মার দিকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৪২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন এক শত বাণের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া সেই ধনুর্দ্ধর বীরের অশ্বগণের উপর (প্রাণান্তকর) প্রহার করিলেন ॥ ৪৩½

ইহার পর একটি যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করত

সুশর্ম্মাণং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাশু হসন্নিব।
স শরঃ প্রেষিতস্তেন ক্রোধদীপ্তেন ধন্বিনা ॥ ৪৫
সুশর্ম্মাণং সমাসাদ্য বিভেদ হৃদয়ং রণে।
স গতাসুর্মহারাজ পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৬
নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্বান্ ব্যথয়ংশ্চাপি তাবকান্।
সুশর্মাণং রণে হত্বা পুত্রানস্য মহারথান্ ॥ ৪৭
সপ্ত চাষ্টৌ চ ত্রিংশচ্চ সায়কৈরনয়ৎ ক্ষয়ম্।
ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বান্ হত্বা পদানুগান্ ॥
অভ্যগাদ্ ভারতীং সেনাং হতশেষাং মহারথঃ।
ভীমস্তু সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রং তব জনাধিপ ॥ ৪৯
সুদর্শনমদৃশ্যং তং শরৈশ্চক্রে হসন্নিব।
ততোঽস্য প্রহসন্ ক্রুদ্ধঃ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন স হতঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে ততস্তস্য পদানুগাঃ ॥ ৫১

সুশর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিতে করিতে অতিদ্রুত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৪½

ক্রোধে প্রদীপ্ত ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ সুশর্ম্মাকে আঘাত করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল।

মহারাজ! তখন আপনার সৈন্যদিগকে ব্যথিত ও পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আনন্দিত করিতে করিতে সুশর্ম্মা প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৬½

রণাঙ্গনে সুশর্ম্মাকে বধ করিয়া অর্জ্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার পঁয়তাল্লিশ জন মহারথী পুত্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৭½

তদনন্তর তীক্ষ্ণধার বাণসকলে সমস্ত সেবকবর্গকে বধ করত মহারথী অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৮½

হে জনেশ্বর! অপর দিকে কুপিত ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে বাণবর্ষণ করত সুদর্শনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি সুদর্শনের মস্তক একটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সুদর্শন নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন ॥ ৪৯-৫০½

এই বীর সুদর্শন নিহত হইলে পর তাঁহার সেবকগণ চারি প্রকার বাণবর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে ভীমসেনকে চারিদিক হইতে পরিবৃত করিল ॥ ৫১½

পরিবব্রু রণে ভীমং কিরন্তো বিবিধান্ শরান্।
ততস্তু নিশিতৈর্বাণৈস্তবানীকং বৃকোদরঃ ॥ ৫২

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরৎ।
ততঃ ক্ষণেন তদ্ ভীমো ন্যহনদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৫৩

তেষু তূৎসাদ্যমানেষু সেনাধ্যক্ষা মহারথাঃ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ততোঽযুদ্ধ্যন্ত ভারত ॥ ৫৪

স তান্ সর্বান্ শরৈর্ঘোরৈরবাকিরত পাণ্ডবঃ।
তথৈব তাবকা রাজন্ পাণ্ডবেয়ান্ মহারথান্ ॥ ৫৫

শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
ব্যাকুলং তদভূৎ সর্বং পাণ্ডবানাং পরৈঃ সহ ॥ ৫৬

তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবেয়ৈর্যুযুৎসতাম্।
তত্র যোধাস্তদা পেতুঃ পরস্পরসমাহতাঃ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ সংশোচন্তঃ স্ম বান্ধবান্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সুশর্মবধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

তাহার পর ভীমসেন ইন্দ্রের বজ্র-সদৃশ কঠোর স্পর্শযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদের চারিদিক্ আবৃত করিয়া দিলেন ॥ ৫২½

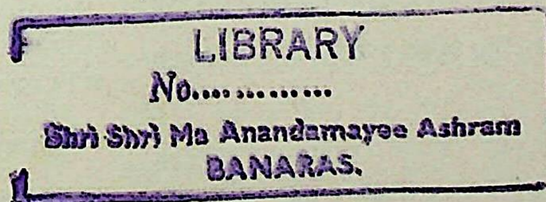
ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যে আপনার সৈন্যদের সংহার করিয়া ফেলিলেন। ভারত! যখন সেই কৌরব-সৈন্যদের সংহার হইতে লাগিল, তখন মহারথী সেনাপতিগণ ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন ইঁহাদের সকলেরই উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপ আপনার সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ানক বাণবর্ষণ করত পাণ্ডব-মহারথীদিগকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৫৫½

শত্রুদের সহিত যুদ্ধরত পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী আপনার সৈন্যদের সম্পূর্ণ সৈন্যদল সমরাঙ্গণে পরস্পর মিলিত হইয়া যেন একাকার হইয়া যাইলেন ॥ ৫৬½

রাজন্! সেই সময় সে স্থলে পরস্পর পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য শোক করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে থাকিলেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে সুশর্মার বধ-বিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সহদেবেনোলূকস্য শকুনেশ্চ বধঃ, জীবিতৈঃ সৈন্যৈঃ সহ দুর্যোধনস্য পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে।
শকুনিঃ সৌবলো রাজন্ সহদেবং সমভ্যয়াৎ ॥ ১
ততোঽস্যাপততস্তূর্ণং সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শরৌঘান্ প্রেষয়ামাস পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥ ২
উলূকশ্চ রণে ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
শকুনিশ্চ মহারাজ ভীমং বিদ্ধ্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩
সায়কানাং নবত্যা বৈ সহদেবমবাকিরৎ।
তে শূরাঃ সমরে রাজন্ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ৪
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈরাকর্ণপ্রহিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫
তেষাং চাপভুজোৎসৃষ্টা শরবৃষ্টির্বিশাম্পতে।
আচ্ছাদয়দ্ দিশঃ সর্বা ধারা ইব পয়োমুচঃ ॥ ৬
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ সহদেবশ্চ ভারত।
চেরতুঃ কদনং সংখ্যে কুর্বন্তৌ সুমহাবলৌ ॥ ৭
তাভ্যাং শরশতৈশ্ছন্নং তদ্ বলং তব ভারত।
সান্ধকারমিবাকাশমভবৎ তত্র তত্র হ ॥ ৮
অশ্বৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ শরচ্ছন্নৈর্বিশাম্পতে।
তত্র তত্র বৃতো মার্গো বিকর্ষদ্ভির্হতান্ বহূন্ ॥ ৯
নিহতানাং হয়ানাঞ্চ সহৈব হয়সাদিভিঃ।
বর্মভির্বিনিকৃত্তৈশ্চ প্রাসৈশ্ছিন্নৈশ্চ মারিষ ॥ ১০
ঋষ্টিভিঃ শক্তিভিশ্চৈব সাসি-প্রাস-পরশ্বধৈঃ।
সংছন্না পৃথিবী জজ্ঞে কুসুমৈঃ শবলা ইব ॥ ১১
যোধাস্তত্র মহারাজ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ব্যচরন্ত রণে ক্রুদ্ধা বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[সহদেব কর্তৃক উলূক ও শকুনির বধ এবং জীবিত সৈন্যদের সহিত দুর্যোধনের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহার-কারী সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর সুবলপুত্র শকুনি সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন। ১

তখন প্রতাপশালী সহদেবও নিজের উপর আক্রমণকারী শকুনির উপর অতিক্রুত বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যাহা আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় পরি-ব্যাপ্ত হইয়া যাইল।২

মহারাজ! শকুনির সহিত উলূকও ছিলেন। তিনি ভীমসেনকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শকুনিও তিনটি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নব্বইটি বাণে সহদেবকে আবৃত করিলেন। ৩২

রাজন্! এই সব বীরবর যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে পরস্পরকে নিকটে পাইয়া কঙ্ক ও ময়ূর-পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। এই সকল বাণ স্বর্ণ-পক্ষে সুশোভিত, শিলাধৌত ও কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ৪-৫

প্রজানাথ! এই বীরগণের ধনু ও বাহুবলে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের বর্ষণ সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘের জলধারা সমস্ত দিক্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৬

ভারত! তদনন্তর ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও সহদেব এই দুই মহা-বল বীর যুদ্ধস্থলে সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৭

হে ভারত! এই দুই বীরের শত শত বাণসমূহে আচ্ছন্ন আপনার সৈন্যরা যেখানে সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৮

প্রজানাথ! বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পলায়মান এবং বহুসংখ্যক নিহত বীর যোদ্ধাগণকে নিজেদের সহিত এদিক ওদিকে আকর্ষণ করত অশ্বগণ বহন করিয়া যাইতেছিল। এই ভাবে তাহারা যত্র তত্র গমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিল। ৯

মাননীয় নরেশ! অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত নিহত অশ্বসকলের শরীর, ছিন্ন কবচ, খণ্ড বিখণ্ড প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, খড়্গ, বল্লম ও পরশুসমূহে আবৃতা পৃথিবী বহুবর্ণের পুষ্পে আচ্ছাদিতা বিচিত্ররূপা বলিয়া মনে হইতেছিল। ১০-১১

মহারাজ! সেখানে রণাঙ্গনে কুপিত যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। ১২

উদ্‌বৃত্তনয়নৈ রোষাৎ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈর্মুখৈঃ।
সকুণ্ডলৈর্মহী ছন্না পদ্মকিঞ্জল্কসংনিভৈ ॥ ১৩
ভুজৈশ্ছিন্নৈর্মহারাজ নাগরাজকরোপমৈঃ।
সাঙ্গদৈঃ সতনুত্রৈশ্চ সাসি-প্রাস-পরশ্বধৈঃ ॥ ১৪
কবন্ধৈরুত্থিতৈশ্ছিন্নৈর্ন্ত্যদ্ভিশ্চাপরৈর্যুধি।
ক্রব্যাদগণসংছন্না ঘোরাভূৎ পৃথিবী বিভো ॥ ১৫
অল্পাবশিষ্টে সৈন্যে তু কৌরবেয়ান্ মহাহবে।
প্রহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা ভূত্বা নিন্যিরে যমসাদনম্ ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরঃ সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্।
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ ভৃশম্ ॥ ১৭
স বিহ্বলো মহারাজ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
সহদেবং তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
সর্বসৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বারয়ামাস ভারত।
নির্বিভেদ চ নারাচৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৯
বিনির্ভিদ্যাকরোচ্চৈব সিংহনাদমরিন্দমঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ সর্বে সহয়-বারণাঃ ॥২০
প্রাদ্রবন্ সহসা ভীতাঃ শকুনেশ্চ পদানুগাঃ।
প্রভগ্নানথ তান্ দৃষ্ট্বা রাজা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ ॥২১
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বঃ।
ইহ কীর্তিং সমাধায় প্রেত্য লোকান্ সমশ্নুতে ॥ ২২
প্রাণান্ জহাতি যো ধীরো যুদ্ধে পৃষ্ঠমদর্শয়ন্।
এবমুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা সৌবলস্য পদানুগাঃ ॥ ২৩
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
দ্রবদ্ভিস্তত্র রাজেন্দ্র কৃতঃ শব্দোঽতিদারুণঃ ॥ ২৪
ক্ষুব্ধসাগরসঙ্কাশাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বতোঽভবন্।
তাংস্তথা পুরতো দৃষ্ট্বা সৌবলস্য পদানুগান্ ॥ ২৫
প্রত্যুদ্‌যযুর্মহারাজ পাণ্ডবা বিজয়োদ্যতাঃ।
প্রত্যাশ্বস্য চ দুর্ধর্ষঃ সহদেবো বিশাম্পতে ॥ ২৬

পদ্মের কিঞ্জল্কের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলমণ্ডিত ছিন্ন মস্তকসমূহে এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। তখন এই সব মস্তকের চক্ষু ঘুরিতেছিল এবং রোষভরে দন্তসকলের দ্বারা ওষ্ঠ ধৃত ছিল ॥ ১৩

মহারাজ! অঙ্গদ, কবচ, খড্গ, প্রাস ও পরশুসহ ছিন্ন হস্তিশুণ্ডসদৃশ বাহুসমূহ, ছিন্ন-ভিন্ন এবং দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্যরত কবন্ধসকল ও অপর যোদ্ধাগণে পূর্ণ এবং মাংসভক্ষী জীবজন্তুগণে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১৪-১৫

এইরূপ সেই মহাসমরে যখন কৌরবগণের নিকট আর অতি অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল, তখন হর্ষ ও উৎসাহের সহিত পাণ্ডব বীর যোদ্ধারা তাঁহাদের যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

এই সময় প্রতাপশালী বীর সুবলপুত্র শকুনি নিজের প্রাসের দ্বারা সহদেবের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! এই আঘাতে ব্যাকুল হইয়া সহদেব রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভারত! তিনি তখন আপনার সমস্ত সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র নারাচ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুদমন ভীমসেন শত্রু-সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই গর্জনে ভীত হইয়া শকুনি পশ্চাদ্‌গামী সমস্ত সৈন্যগণ অশ্ব ও হস্তীসহ সহসা পলাইয়া যাইলেন ॥ ২০½

ইহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলেন—ধর্মসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাপীরা! তোমরা নিবৃত্ত হও এবং যুদ্ধ কর। পলায়ন করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে? যে বীর যোদ্ধা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে নিজের কীর্তি স্থাপন করিয়া মৃত্যুর পর উত্তমলোকে সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১-২২

রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর সুবলপুত্র শকুনির পশ্চাদ্‌গামী সৈন্যরা 'এখন মৃত্যুই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিলাভের উপায়' এইরূপ সঙ্কল্প করত পুনরায় পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৩½

রাজেন্দ্র! সেখানে ধাবিত হইবার সময় সেই সৈন্যগণ অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন ক্ষুব্ধসাগরের ন্যায় সর্বতোভাবে ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৪½

মহারাজ শকুনির অনুগামী সৈন্যদিগকে এইরূপে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া জয়লাভের জন্য উদ্যত পাণ্ডব-বীরগণ অগ্রসর হইলেন ॥ ২৫½

প্রজানাথ! এই সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া দুর্ধর্ষ বীর সহদেব হাস্য করিতে করিতে শকুনিকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং

শকুনিং দশভির্বিদ্ধ্বা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ চ শরৈঃ সৌবলস্য হসন্নিব ॥ ২৭
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শকুনির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
বিব্যাধ নকুলং ষষ্ট্যা ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৮
উলূকোঽপি মহারাজ ভীমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
সহদেবঞ্চ সপ্তত্যা পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥ ২৯
তং ভীমসেনঃ সমরে বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ।
শকুনিঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা পার্শ্বস্থাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৩০
তে হন্যমানা ভীমেন নারাচৈস্তৈলপায়িতৈঃ।
সহদেবং রণে ক্রুদ্ধাশ্ছাদয়ন্ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩১
পর্বতং বারিধারাভিঃ সবিদ্যুত ইবাম্বুদাঃ।
ততোঽস্যাপততঃ শূরঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩২
উলূকস্য মহারাজ ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
স জগাম রথাদ্ ভূমিং সহদেবেন পাতিতঃ ॥ ৩৩
রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গো নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ যুধি।
পুত্রং তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত ॥ ৩৪
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিঃশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরন্।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং স বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্ ॥ ৩৫
সহদেবং সমাসাদ্য ত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ।
তানপাস্য শরান্ মুক্তান্ শরসঙ্ঘৈঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩
সহদেবো মহারাজ ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে।
ছিন্নে ধনুষি রাজেন্দ্র শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥ ৩৭
প্রগৃহ্য বিপুলং খড়্গং সহদেবায় প্রাহিণোৎ।
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাম্পতে ॥ ৩৮
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে সৌবলস্য হসন্নিব।
অসিং দৃষ্ট্বা তথা চ্ছিন্নং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৩
প্রাহিণোৎ সহদেবায় সা মোঘাভ্যপতদ্ ভুবি।
ততঃ শক্তিং মহা ঘোরাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্ ॥

তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে সংহার করত বহু বাণে সুবলপুত্র শকুনির ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬-২৭

তদনন্তর অপর ধনু গ্রহণ করত রণদুর্মদ শকুনি নকুলকে ষাট্ এবং ভীমসেনকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! রণাঙ্গনে পিতা শকুনিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া উলূক ভীমসেনকে সাত এবং সহদেবকে সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

তখন ভীমসেন সমরাঙ্গণে নয়টি বাণে উলূককে, চৌষট্টিটি বাণে শকুনিকে এবং তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার পার্শ্বরক্ষকগণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

ভীমসেনের নারাচসমূহ তৈলপায়িত ছিল। এই সব নারাচের দ্বারা ভীমসেনকর্তৃক আহত শত্রুসৈন্যেরা রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া সহদেবকে নিজেদের বাণবর্ষণে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যেরূপ বিদ্যুৎসহ মেঘমণ্ডল জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৩১½

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী বীরবর সহদেব একটি ভল্লের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী উলূকের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৩২½

সহদেবের হস্তে নিহত উলূক যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে আনন্দিত করিতে করিতে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩½

ভারত! নিজের পুত্র উলূককে নিহত হইতে দে শকুনির কণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তিনি সেই সময় দীর্ঘ ত্যাগ করিতে করিতে বিদুরের বাক্যসকল স্মরণ করি লাগিলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্বাস ত্যাগ করিতে করি মুহূর্ত্তকাল চিন্তানিমগ্ন রহিলেন ॥ ৩৪-৩৫

মহারাজ! ইহার পর সহদেবের নিকটে যাইয়া তিনি তি বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণস নিজের বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত প্রতাপশালী সহ যুদ্ধস্থলে তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৬½

রাজেন্দ্র! ধনু ছিন্ন হইলে পর সেই সময় সুবলপুত্র শ একটি বিশাল খড়্গ গ্রহণ করত উহা সহদেবের উপর নি করিলেন ॥ ৩৭½

প্রজানাথ! শকুনির এই ঘোরাকার খড়্গকে আ দেখিয়া সমরাঙ্গণে সহদেব হাস্য করিতে করিতে উহাকে দ্বি করিয়া দিলেন ॥ ৩৮½

এই খড়্গকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া শকুনি সহদেবের একটি বিশাল গদা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহাও বিফল ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯½

ইহা দেখিয়া সুবলপুত্র শকুনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি কালরাত্রির ন্যায় মহাভয়ঙ্করী শক্তিকে উত্তোলিত ক সহদেবকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪০½

প্রেরয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং প্রতি সৌবলঃ।
তামাপতন্তীং সহসা শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ॥ ৪১
ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে সহদেবো হসন্নিব।
সা পপাত ত্রিধা ছিন্না ভূমৌ কনকভূষণা ॥ ৪২
শীর্য্যমাণা যথা দীপ্তা গগনাদ্ বৈ শতহ্রদা।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা সৌবলঞ্চ ভয়ার্দিতম্ ॥ ৪৩
দুদ্রুবুস্তাবকাঃ সর্বে ভয়ে জাতে সসৌবলাঃ।
অথোৎক্রুষ্টং মহচ্চাসীৎ পাণ্ডবৈর্জ্জিতকাশিভিঃ ॥ ৪৪
ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্ততঃ সর্বে প্রায়শো বিমুখাভবন্।
তান্ বৈ বিমনসো দৃষ্ট্বা মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৫
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়ামাস সংযুগে।
ততো গান্ধারকৈর্গুপ্তং পুষ্টৈরশ্বৈর্জয়ে ধৃতম্ ॥ ৪৬
আসসাদ রণে যান্তং সহদেবোঽথ সৌবলম্।
স্বমংশমবশিষ্টং তং সংস্মৃত্য শকুনিং নৃপ ॥ ৪৭

নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সহদেব হাস্য করিতে করিতেই স্বর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৪১½

তিন খণ্ডে ছিন্ন সেই স্বর্ণমণ্ডিত শক্তি আকাশ হইতে পতিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৪২½

সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া এবং সুবলপুত্র শকুনিকে ভয়পীড়িত জানিয়া আপনার সকল যোদ্ধা ভীত হইয়া শকুনির সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৩½

সেই সময় জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আপনার সকল সৈন্যই প্রায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া যাইলেন ॥ ৪৪½

তাঁহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব বহু সহস্র বাণবর্ষণ করত যুদ্ধস্থলে সকলকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪৫½

ইহার পর গান্ধারদেশের হৃষ্টপুষ্ট অশ্বগণ ও অশ্বারোহী যোদ্ধাগণে সুরক্ষিত এবং জয়লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া গমনকারী সুবলপুত্র শকুনির উপর সহদেব আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৬½

হে নৃপ! শকুনিকে নিজের অবশিষ্ট ভাগ মনে করিয়া সহদেব স্বর্ণময় অঙ্গযুক্ত রথের দ্বারা তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৭½

রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন সহদেবঃ সমভ্যয়াৎ।
অধিজ্যং বলবৎ কৃত্বা ব্যাক্ষিপন্ সুমহদ্ ধনুঃ ॥ ৪৮
স সৌবলমভিক্রুধ্য গার্ধ্রপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভৃশমভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৪৯
উবাচ চৈনং মেধাবী বিগৃহ্য স্মারয়ন্নিব।
ক্ষত্রধর্মে স্থিরো ভূত্বা যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ॥ ৫০
যৎ তদা হৃষ্যসে মূঢ় গ্লহন্নক্ষৈঃ সভাতলে।
ফলমদ্য প্রপশ্যস্ব কর্মণস্তস্য দুর্মতে ॥ ৫১
নিহতাস্তে দুরাত্মানো যেঽস্মানবহসন্ পুরা।
দুর্য্যোধনঃ কুলাঙ্গারঃ শিষ্টস্ত্বং চাস্য মাতুলঃ। ৫২
অদ্য তে নিহনিষ্যামি ক্ষুরেণোন্মথিতং শিরঃ।
বৃক্ষাৎ ফলমিবাবিদ্ধং লগুড়েন প্রমাথিনা ॥ ৫৩
এবমুক্ত্বা মহারাজ সহদেবো মহাবলঃ।
সংক্রুদ্ধো রণশার্দুলো বেগেনাভিজগাম তম্ ॥ ৫৪

তিনি এক বিশাল ধনুতে সবলে গুণ আরোপণ করত শিলাশাণিত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন এবং যেরূপ কোন বিশাল গজরাজকে অঙ্কুশের দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরূপ কুপিত হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৪৯

বুদ্ধিমান্ সহদেব তাঁহার উপর অক্রমণ করত পূর্ব্বের কিছু বিষয় স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহাকে বলিলেন,—অরে মূঢ়! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর এবং পুরুষ হও ॥ ৫০

দুর্মতি! মূঢ়! তুমি সভাস্থলে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশাখেলা করিবার সময় যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলে, আজ সেই দুষ্কর্ম্মের ফল লক্ষ্য কর ॥ ৫১

যে দুরাত্মাগণ পূর্ব্বে আমাদের উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। আজ কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন এবং তাহার মাতুল তুমি—এই দুইজনই জীবিত আছ। যেরূপ দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়া বৃক্ষ হইতে ফল পাতিত করা হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ ক্ষুর-বাণের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করত তোমাকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৫২-৫৩

মহারাজ! এই কথা বলিয়া রণাঙ্গনে সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী মহাবল সহদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্রবেগে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৪

অভিগম্য সুদুর্দ্ধর্ষঃ সহদেবো যুধাং পতিঃ।
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং ক্রোধেন প্রজ্বলন্নিব ॥ ৫৫
শকুনিং দশভির্বিদ্ধ্বা চতুর্ভিশ্চাস্য বাজিনঃ।
ছত্রং ধ্বজং ধনুশ্চাস্য চ্ছিত্ত্বা সিংহ ইবানদৎ ॥ ৫৬
ছিন্নধ্বজধনুশ্ছত্রঃ সহদেবেন সৌবলঃ।
কৃতো বিদ্ধশ্চ বহুভিঃ সর্বমর্মসু সায়কৈঃ ॥ ৫৭
ততো ভূয়ো মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শকুনেঃ প্রেষয়ামাস শরবৃষ্টিং দুরাসদাম্ ॥ ৫৮
ততস্তু ক্রুদ্ধঃ সুবলস্য পুত্রো
মাদ্রীসুতং সহদেবং বিমর্দে।
প্রাসেন জাম্বূনদভূষণেন
জিঘাংসুরেকোঽভিপপাত শীঘ্রম্ ॥ ৫৯
মাদ্রীসুতস্তস্য সমুদ্যতং তং
প্রাসং সুবৃত্তৌ চ ভুজৌ রণাগ্রে।
ভল্লৈস্ত্রিভির্যুগপৎ সঞ্চকর্ত
ননাদ চোচ্চৈস্তরসাঽঽজিমধ্যে ॥ ৬০
তস্যাশুকারী সুসমাহিতেন
সুবর্ণপুঙ্খেন দৃঢ়ায়সেন।
ভল্লেন সর্বাবরণাতিগেন
শিরঃ শরীরাৎ প্রমমাথ ভূয়ঃ ॥ ৬১
শরেণ কার্তস্বরভূষিতেন
দিবাকরাভেণ সুসংহিতেন।
হৃতোত্তমাঙ্গো যুধি পাণ্ডবেন
পপাত ভূমৌ সুবলস্য পুত্রঃ ॥ ৬২
স তচ্ছিরো বেগবতা শরেণ
সুবর্ণপুঙ্খেন শিলাশিতেন।
প্রাবেরয়ৎ কুপিতঃ পাণ্ডুপুত্রো
যত্তৎ কুরূণামনয়স্য মূলম্ ॥ ৬৩
ভুজৌ সুবৃত্তৌ প্রচকর্ত বীরঃ
পশ্চাৎ কবন্ধং রুধিরাবসিক্তম্।
বিস্পন্দমানং নিপপাত ঘোরং
রথোত্তমাৎ পার্থিব পার্থিবস্য ॥ ৬৪
হৃতোত্তমাঙ্গং শকুনিং সমীক্ষ্য
ভূমৌ শয়ানং রুধিরার্দ্রগাত্রম্।
যোধাস্ত্বদীয়া ভয়নষ্টসত্ত্বা
দিশঃ প্রজগ্মুঃ প্রগৃহীতশস্ত্রাঃ ॥ ৬৫

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ বীর সহদেব ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়াই নিকটে গমনপূর্ব্বক স্বীয় ধনু সবলে আকর্ষণ করত দশটি বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া চারিটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছেদন পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫-৫৬

সহদেব শকুনির ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছিন্ন করিয়া দিবার পর তাঁহার সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে বাণসকলের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৫৭

মহারাজ! তাহার পর প্রতাপশালী সহদেব পুনরায় শকুনির উপর দুর্জ্জয় বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৫৮

ইহাতে সুবলপুত্র শকুনির অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি সেই সংগ্রামে মাদ্রীনন্দন সহদেবকে সুবর্ণভূষিত প্রাসের দ্বারা বধ করিবার ইচ্ছায় একাকীই তীব্রগতিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৯

মাদ্রীনন্দন শকুনির সেই উত্তোলিত প্রাসকে এবং তাঁহার দুই সুন্দর গোলাকার বাহুকে যুদ্ধের সম্মুখভাগে তিনটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করিলেন। তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

তারপর ত্বরিতকর্ম্মা সহদেব উত্তমরূপে সন্ধান করত ছিন্ন সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত, লৌহনির্ম্মিত এবং সমস্ত আবরণ ছেদন করিতে সমর্থ একটি ভল্লের দ্বারা শকুনির মস্তক পুনরায় [শরীর] হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৬১

এই সুবর্ণভূষিত বাণ সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিল এবং উত্তম[রূপে] সন্ধান করা হইয়াছিল। তাহার দ্বারা পাণ্ডুনন্দন সহদেব যুদ্ধে যখন সুবলপুত্র শকুনির মস্তক ছেদন করিলেন, তখন তি[নি] প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৬২

কুপিত পাণ্ডুপুত্র সহদেব শিলাশানিত এবং সুবর্ণময় পঙ্খ[যুক্ত] বেগবান্ বাণে শকুনির সেই মস্তককে ছিন্ন করিয়া পা[তিত] করিলেন। এই শকুনিই কৌরবগণের সমস্ত অন্যায়ের [মূল] কারণ ছিলেন ॥ ৬৩

রাজন্! বীর সহদেব যখন তাঁহার গোলাকার [সুন্দর] বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন, তাহার পর রাজা শকুনির ভয়ঙ্কর [কবন্ধ] (মুণ্ডহীন শবদেহ) রক্তাপ্লুত হইয়া শ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিম্নে প[তিত] হইল এবং স্পন্দিত হইতে (ছট্‌ফট্ করিতে) লাগিল ॥ ৬৪

শকুনিকে মস্তকহীন ও রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে প[তিত] হইতে দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা ভীত হইয়া নিজ নিজ [সাহস] হারাইয়া ফেলিলেন এবং অস্ত্রধারণ করত চারিদিকে পলা[য়ন] করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

প্রবিক্রতাঃ শুষ্কমুখা বিসংজ্ঞা
গাণ্ডীবঘোষেণ সমাহতাশ্চ।
ভয়ার্দিতা ভগ্নরথাশ্বনাগাঃ
পদাতয়শ্চৈব সধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬৬
ততো রথাচ্ছকুনিং পাতয়িত্বা
মুদান্বিতা ভারত পাণ্ডবেয়াঃ।
শঙ্খান্ প্রদধ্মুঃ সমরেঽতিহৃষ্টাঃ
সকেশবাঃ সৈনিকান্ হর্ষয়ন্তঃ ॥ ৬৭

তং চাপি সর্বে প্রতিপূজয়ন্তো।
হৃষ্টা ব্রুবাণাঃ সহদেবমাজৌ।
দিষ্ট্যা হতো নৈকৃতিকো মহাত্মা
সহাত্মজো বীর রণে ত্বয়েতি ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শকুন্যুলূকবধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

ইঁহাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে ইঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন; ইঁহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; অতএব ইঁহারা ভয়পীড়িত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত পদব্রজেই পলায়ন করিলেন। ৬৬

ভরতবংশধর! রথ হইতে শকুনিকে ভূপাতিত করাইয়া সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত পাণ্ডবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে আনন্দের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৬৭

সহদেবকে দেখিয়া তখন সকলেই তাঁহার সমাদর করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—বীর! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি রণাঙ্গনে কপট দ্যূতক্রীড়াকারী বিরাটকায় শকুনিকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিয়াছ। ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শকুনি ও উলূকের বধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব)

॥ একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[জীবিত-কৌরবসৈন্যানাং বিনাশঃ, সঞ্জয়স্য মুক্তিলাভঃ, দুর্য্যোধনস্য হ্রদপ্রবেশঃ, রাজদারৈঃ সহ যুযুৎসোর্হস্তিনাপুরগমনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ ক্রুদ্ধা মহারাজ সৌবলস্য পদানুগাঃ।
ত্যক্ত্বা জীবিতমাক্রন্দে পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১
তানর্জুনঃ প্রত্যগৃহ্লাৎ সহদেবজয়ে ধৃতঃ।
ভীমসেনশ্চ তেজস্বী ক্রুদ্ধাশীবিষদর্শনঃ ॥ ২
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং সহদেবং জিঘাংসতাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩
সংগৃহীতায়ুধান্ বাহূন্ যোধানামভিধাবতাম্।
ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ বীভৎসুঃ শিরাংস্যপি হয়ানপি ॥ ৪

(হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব।)

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[জীবিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যদের বিনাশ, সঞ্জয়ের মুক্তিলাভ, দুর্য্যোধনের হ্রদে প্রবেশ এবং রাজমহিলাগণের সহিত যুযুৎসুর হস্তিনাপুরে গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর শকুনির অনুচরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করত সেই মহাসমরে পাণ্ডবগণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১

সেই সময় সহদেবের জয়লাভকে সুরক্ষিত রাখিতে দৃঢ়নিশ্চয় করত অর্জুন সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিলেন। দেখিতে কুপিত বিষধর সর্পসদৃশ তেজস্বী ভীমসেনও তখন অর্জুনের সহিত ছিলেন। ২

সহদেবকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে গ্রহণ করত আক্রমণকারী সেই সমস্ত সৈন্যগণের সঙ্কল্প অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ৩

সহদেবের দিকে ধাবিত এই সব যোদ্ধাগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু, মস্তক ও তাঁহাদের অশ্বগণকেও অর্জুন ভল্লসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৪

তে হয়াঃ প্রত্যপদ্যন্ত বসুধাং বিগতাসবঃ।
চরতা লোকবীরেণ প্রহৃতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৫
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা স্ববলসংক্ষয়ম্।
হতশেষান্ সমানীয় ক্রুদ্ধো রথগণান্ বহূন্ ॥ ৬
কুঞ্জরাংশ্চ হয়াংশ্চৈব পাদাতাংশ্চ সমন্ততঃ।
উবাচ সহিতান্ সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্র ইদং বচঃ ॥ ৭
সমাসাদ্য রণে সর্বান্ পাণ্ডবান্ সসুহৃদ্‌গণান্।
পাঞ্চাল্যং চাপি সবলং হত্বা শীঘ্রং ন্যবর্তত ॥ ৮
তস্য তে শিরসা গৃহ্য বচনং যুদ্ধদুর্মদাঃ।
অভ্যুদ্‌যযু রণে পার্থাংস্তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৯
তানভ্যপততঃ শীঘ্রং হতশেষান্ মহারণে।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পাণ্ডবাঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০
তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ মুহূর্তেন মহাত্মভিঃ।
অবধ্যত রণং প্রাপ্য ত্রাতারং নাভ্যবিন্দত ॥ ১১
প্রতিষ্ঠমানং তু ভয়ান্নাবতিষ্ঠতি দংশিতম্।
অশ্বৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ সৈন্যেন রজসাবৃতে ॥ ১২
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সমরে দিশঃ সপ্রদিশস্তথা।
ততস্তু পাণ্ডবানীকান্নিঃসৃত্য বহবো জনাঃ ॥ ১৩
অভ্যঘ্নংস্তাবকান্ যুদ্ধে মুহূর্তাদিব ভারত।
ততো নিঃশেষমভবৎ তৎ সৈন্যং তব ভারত ॥ ১৪
অক্ষৌহিণ্যঃ সমেতাস্তু তব পুত্রস্য ভারত।
একাদশ হতা যুদ্ধে তাঃ প্রভো পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥ ১৫
তেষু রাজসহস্রেষু তাবকেষু মহাত্মসু।
একো দুর্য্যোধনো রাজন্নদৃশ্যত ভৃশং ক্ষতঃ ॥ ১৬
ততো বীক্ষ্য দিশঃ সর্বা দৃষ্ট্বা শূন্যাঞ্চ মেদিনীম্।
বিহীনঃ সর্বযোধৈশ্চ পাণ্ডবান্ বীক্ষ্য সংযুগে ॥ ১৭
মুদিতান্ সর্বতঃ সিদ্ধান্ নর্দমানান্ সমন্ততঃ।
বাণশব্দরবাংশ্চৈব শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮

রণাঙ্গনে বিচরণকারী বিশ্ববিখ্যাত বীর সব্যসাচী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত এই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫

নিজের সৈন্যদের এইভাবে সংহার হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি হতাবশিষ্ট বহুসংখ্যক রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সকলকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬-৭

বীরগণ! তোমরা সকলে রণাঙ্গনে সমস্ত পাণ্ডব ও তাঁহাদের মিত্রগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া উহাদিগকে বিনাশ কর এবং পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন কর। ৮

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই আজ্ঞায় তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করত সেই রণদুর্ম্মদ যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। ৯

সেই মহাসমরে অতিদ্রুত আক্রমণকারী হতাবশিষ্ট সৈন্যদের উপর সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধস্থলে আসিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের দ্বারা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে নিহত হইলেন। সেই সময় ইঁহাদের কেহই রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য কবচ বন্ধন করিয়া প্রস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভয়বশতঃ সেখানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১½

চারিদিকে ধাবিত অশ্বগণ ও সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলি সেখানকার সমগ্র প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। স রণাঙ্গনে দিক্ ও বিদিক্‌সকলের কিছুই জানা যাইতে না ॥ ১২½

ভারত! পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্য হইতে বহু সৈন্য নি হইয়া যুদ্ধে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার সমস্ত যোদ্ধা সংহার করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! আপনার এই সৈ সেই সময় সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইলেন। ইঁহাদে আর কেহই জীবিত রহিল না ॥ ১৩-১৪

প্রভো!- ভরতবংশধর! আপনার পুত্রের নিকট এ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, কিন্তু যুদ্ধে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ইঁহা সকলকেই বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজন্! আপনার পক্ষের সেই সহস্র সহস্র রাজগণের একমাত্র দুর্য্যোধনই সেই সময় দেখা যাইতেছিলেন; কিন্তু তি তখন অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১৬

সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডল ও সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়া, নিজেকে সমস্ত যোদ্ধা হইতে রহিত দেখিয়া এবং যুদ্ধে পাণ্ডবদের যুদ্ধের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা, সফলতা ও তাঁহাদি চারিদিকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডব মহাত্মা বীরগণের বাণসমূহের শব্দ ও গর্জন শ্রবণ করত সে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং সেখান হইতে পলায়ন করিতে ম

দুর্য্যোধনো মহারাজ কশ্মলেনাভিসংবৃতঃ।
অপযানে মনশ্চক্রে বিহীনবল-বাহনঃ ॥ ১৯
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
নিহতে মামকে সৈন্যে নিঃশেষে শিবিরে কৃতে
পাণ্ডবানাং বলে সূত কিং নু শেষমভূৎ তদা ॥ ২০
এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রূহি কুশলো হ্যসি সঞ্জয়।
যচ্চ দুর্য্যোধনো মন্দঃ কৃতবাংস্তনয়ো মম ॥ ২১
বলক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা স একঃ পৃথিবীপতিঃ।
সঞ্জয় উবাচ।
রথানাং দ্বে সহস্রে তু সপ্ত নাগশতানি চ ॥ ২২
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি পত্তীনাঞ্চ শতং শতাঃ।
এতচ্ছেষমভূদ্ রাজন্ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্ ॥ ২৩
পরিগৃহ্য হি যদ্ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবস্থিতঃ।
একাকী ভরতশ্রেষ্ঠ ততো দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ২৪
নাপশ্যৎ সমরে কঞ্চিৎ সহায়ং রথিনাং বরঃ
নর্দমানান্ পরান্ দৃষ্ট্বা স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ২৫
তথা দৃষ্ট্বা মহারাজ একঃ স পৃথিবীপতিঃ।
হতং স্বহয়মুৎসৃজ্য প্রাঙ্মুখঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ ॥ ২৬
একাদশচমূভর্ত্তা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্ ॥ ২৭
নাতিদূরং ততো গত্বা পদ্ভ্যামেব নরাধিপঃ।
সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্মশীলস্য ধীমতঃ ॥ ২৮
ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা।
মহদ্ বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥ ২৯
এবং বিচিন্তয়ানস্তু প্রবিবিক্ষুর্হ্রদং নৃপঃ
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো দৃষ্ট্বা রাজন্ বলক্ষয়ম্ ॥ ৩০
পাণ্ডবাস্তু মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তব রাজন্ বলং প্রতি ॥ ৩১
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং বলানামভিগর্জতাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩২

করিলেন। তখন তাঁহার নিকট কোনও সৈন্য এবং বাহন ছিল না ॥ ১৭-১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! যখন আমার সৈন্যরা নিহত হইল এবং শিবির নিঃশেষ হইয়া যাইল, তখন পাণ্ডব-সৈন্যদের আর কত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল? ২০

সঞ্জয়! আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি ইহা আমাকে বল; কারণ, তুমি এই সব বলিতে অতিশয় নিপুণ। নিজের সৈন্যদের নিহত হইতে দেখিয়া একাকী জীবিত আমার মূর্খ পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কি করিল? ২১½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেবল দুই হাজার রথ, সাতশত হাতী, পাঁচহাজার অশ্ব এবং দশহাজার পদাতি-সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ॥ ২২-২৩

ইঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে রাজা দুর্য্যোধন একাকী হইয়া যাইলেন ॥ ২৪

মহারাজ! রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন তখন সমরাঙ্গণে নিজের কোন সহায়কে দেখিতে পাইলেন না। অন্যত্র শত্রুদিগকে গর্জন করিতে এবং নিজের সৈন্যদিগকে ধ্বংস হইয়া যাইতে দেখিয়া একাকী ভূপতি দুর্য্যোধন নিজের নিহত অশ্বকে সেস্থানে পরিত্যাগ করত ভীত হইয়া পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ২৫-২৬

যিনি এক সময় একাদশ অক্ষৌহিণী-সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, সেই আপনার তেজস্বী পুত্র দুর্য্যোধন তখন কেবল গদা ধারণ করত পদব্রজে সরোবরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৭

স্বীয় পদদ্বয়ের দ্বারা কিয়দ্দূর গমন করিবার পর রাজা দুর্য্যোধনের ধর্ম্মপরায়ণ বুদ্ধিমান্ বিদুরের কথিত সকল বাক্য স্মরণ হইতে লাগিল ॥ ২৮

তখন তিনি মনে মনেই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের ও এই ক্ষত্রিয়গণের যে প্রভূত ক্ষয়সাধন হইল, ইহা পরম জ্ঞানী বিদুর অবশ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজন্! নিজের সৈন্যদের সেইভাবে সংহার হইতে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের হৃদয় দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি (নিরাপদ জ্ঞানে) হ্রদে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-যোদ্ধারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে ধারণপূর্ব্বক গর্জনকারী আপনার সকল যোদ্ধারই সঙ্কল্প অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীবধনুর দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। ৩১-৩২

তান্ হত্বা নিশিতৈর্বাণৈঃ সামাত্যান্ সহ বন্ধুভিঃ।
রথে শ্বেতহয়ে তিষ্ঠন্নর্জুনো বহ্বশোভত ॥ ৩৩
সুবলস্য হতে পুত্রে সবাজি-রথ-কুঞ্জরে।
মহাবনমিব ছিন্নমভবৎ তাবকং বলম্ ॥ ৩৪
অনেকশতসাহস্রে বলে দুর্য্যোধনস্য হ।
নান্যো মহারথো রাজন্ জীবমানো ব্যদৃশ্যত ॥ ৩৫
দ্রোণপুত্রাদৃতে বীরাৎ তথৈব কৃতবর্মণঃ।
কৃপাচ্চ গৌতমাদ্ রাজন্ পার্থিবাচ্চ তবাত্মজাৎ ॥ ৩৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু মাং দৃষ্ট্বা হসন্ সাত্যকিমব্রবীৎ।
কিমনেন গৃহীতেন নানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥ ৩৭
ধৃষ্টদ্যুম্নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা মহারথঃ।
উদ্যম্য নিশিতং খড়্গং হন্তুং মামুদ্যতস্তদা ॥ ৩৮
তমাগম্য মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতাং সঞ্জয়ো জীবন্ন হন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥ ৩৯
দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা কৃতাঞ্জলিঃ।
ততো মামব্রবীন্মুক্ত্বা স্বস্তি সঞ্জয় সাধয় ॥ ৪০
অনুজ্ঞাতস্ত্বহং তেন ন্যস্তবর্মা নিরায়ুধঃ।
প্রাতিষ্ঠং যেন নগরং সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতঃ ॥ ৪১
ক্রোশমাত্রমপক্রান্তং গদাপাণিমবস্থিতম্।
একং দুর্য্যোধনং রাজন্নপশ্যং ভৃশবিক্ষতম্ ॥ ৪২
স তু মামশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্।
উপপ্রৈক্ষত মাং দৃষ্ট্বা তথা দীনমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
তং চাহমপি শোচন্তং দৃষ্ট্বৈকাকিনমাহবে।
মুহূর্ত্তং নাশকং বক্তুমতি দুঃখপরিপ্লুতঃ ॥ ৪৪
(যস্য মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং সাহস্রং মণিমৌলিনাম্।
আহৃত্য চ করং সর্ব্বং স্বস্য বৈ বশমাগতম্ ॥
চতুঃসাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী রত্নভূষিতা।
কর্ণেনৈকেন যস্যার্থে করমাহারিতা পুরা ॥

নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বন্ধু ও মন্ত্রিগণের সহিত সেই যোদ্ধাকে সংহার করিয়া শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থিত অর্জুন অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৩

অশ্ব, রথ ও হস্তিসকল সহ সুবলপুত্র শকুনি নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন বিশাল বনের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! দুর্য্যোধনের বহু লক্ষ সৈন্যের মধ্যে দ্রোণপুত্র বীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য্য এবং আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত অন্য কোন মহারথীকে জীবিত থাকিতে দেখা যাইল না ॥ ৩৫-৩৬

সেই সময় আমাকে বন্দী হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিকে বলিলেন,—ইহাকে আর বন্দী করিয়া কি লাভ হইবে? এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না ॥ ৩৭

ধৃষ্টদ্যুম্নের এই কথা শুনিয়া শিনিপৌত্র মহারথী সাত্যকি তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৮

সেই সময় মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সহসা আসিয়া বলিলেন,—সঞ্জয়কে জীবিত অবস্থায় মুক্ত করিয়া দাও। সে কোনরূপ বধের যোগ্য নয় ॥ ৩৯

শিনিপুত্র সাত্যকি কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—স তোমার কল্যাণ হউক। যাও, নিজের অভীষ্ট সাধন কর॥

তিনি এইরূপ আজ্ঞাদান করিলে পর আমি কবচ পরি করিলাম এবং অস্ত্রহীন হইয়া সন্ধ্যাকালে নগরের দিকে হইলাম। সেই সময় আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত ছিল ॥ ৪১

রাজন্! এক ক্রোশ আসিলে পর আমি গ দুর্য্যোধনকে গদাহাতে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি তখন তাঁহার দেহ গুরুতর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রু হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে ভালভাবে দৃষ্টিপাত করি পারিতেছিলেন না। আমি সেই সময় দীনভাবে দা রহিলাম। তিনি আমার সেই অবস্থার উপর লক্ষ্য রা ছিলেন ॥ ৪৩

আমিও যুদ্ধস্থলে একাকী শোকমগ্ন দুর্য্যোধনকে দর্শন অত্যন্ত দুঃখে নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম এবং মুহূর্ত্তকাল কোন বলিতে পারিলাম না ॥ ৪৪

(মস্তকে মুকুট ধারণ করত সহস্র সহস্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত নর গণ যাঁহার জন্য উপায়ন আনিতেন এবং তাঁহারা সকলেই অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন, পূর্ব্বে একমাত্র কর্ণই যাহার জন্য চারি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই রত্ন পৃথিবী হইতে করদানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কর্ণই রাষ্ট্রে যাঁহার আজ্ঞার প্রসার করিয়াছিলেন, যে রাজাকে

যস্যাজ্ঞা পররাষ্ট্রেষু কর্ণে নৈব প্রসারিতা।
নাভবদ্ যস্য শস্ত্রেষু খেদো রাজ্ঞঃ প্রশাসতঃ॥
আসীনো হাস্তিনপুরে ক্ষেমং রাজ্যমকণ্টকম্।
অন্বপালয়দৈশ্বর্য্যাৎ কুবেরমপি নাস্মরৎ॥
ভবনাদ্ ভবনং রাজন্ প্রযাতু পৃথিবীপতে।
দেবালয়প্রবেশে চ পন্থা যস্য হিরণ্ময়ঃ॥
আরুহৈরাবতপ্রখ্যং নাগমিন্দ্রসমো বলী।
বিভূত্যা সুমহত্যা যঃ প্রয়াতি পৃথিবীপতিঃ॥
তং ভৃশক্ষতমিন্দ্রাভং পদ্ভ্যামেব ধরাতলে।
তিষ্ঠন্তমেকং দৃষ্ট্বা তু মমাভূৎ ক্লেশ উত্তমঃ॥
তস্য চৈবংবিধস্যাস্য জগন্নাথস্য ভূপতেঃ।
বিপদপ্রতিমাভূদ্ যা বলীয়ান্ বিধিরেব হি॥)
ততোঽস্মৈ তদহং সর্বমুক্তবান্ গ্রহণং তদা।
দ্বৈপায়নপ্রসাদাচ্চ জীবতো মোক্ষমাহবে॥ ৪৫
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
ভ্রাতৄংশ্চ সর্বসৈন্যানি পর্য্যপৃচ্ছত মাং ততঃ॥ ৪৬
তস্মৈ তদহমাচক্ষে সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
ভ্রাতৄংশ্চ নিহতান্ সর্বান্ সৈন্যঞ্চ বিনিপাতিতম্॥ ৪৭
ত্রয়ঃ কিল রথাঃ শিষ্টাস্তাবকানাং নরাধিপ।
ইতি প্রস্থানকালে মাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥ ৪৮
স দীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য প্রত্যবেক্ষ্য পুনঃ পুনঃ।
অসৌ মাং পাণিনা স্পৃষ্ট্বা পুত্রস্তে পর্য্যভাষত॥ ৪৯
ত্বদন্যো নেহ সংগ্রামে কশ্চিজ্জীবতি সঞ্জয়।
দ্বিতীয়ং নেহ পশ্যামি সসহায়াশ্চ পাণ্ডবাঃ॥ ৫০
ব্রূয়াঃ সঞ্জয় রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ প্রবিষ্টো হ্রদমিত্যুত॥ ৫১
সুহৃদ্ভিস্তাদৃশৈর্হীনঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরেব চ।
পাণ্ডবৈশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ॥ ৫২
আচক্ষীথাঃ সর্বমিদং মাঞ্চ মুক্তং মহাহবাৎ।
অস্মিংস্তোয়হ্রদে গুপ্তং জীবন্তং ভৃশবিক্ষতম্॥ ৫৩

শাসন করিবার সময় কখন অস্ত্র উত্তোলন করিবার কষ্ট করিতে হইত না, যিনি হস্তিনাপুরেই থাকিয়া নিজের কল্যাণময় নিষ্কণ্টক রাজ্য নিরন্তর পালন করিতেন, যিনি নিজের ঐশ্বর্য্যে কুবেরকেও স্মরণ করিতেন না, রাজন্, পৃথ্বীনাথ! এক গৃহ হইতে অপর গৃহ এবং দেবালয়ে গমন করিতে যাঁহার জন্য স্বর্ণের পথ নির্ম্মাণকরা হইয়াছিল, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ যে ভূপতি ঐরাবতসদৃশ কান্তিমান্ গজরাজে আরোহণ করত মহৈশ্বর্য্যের সহিত যাত্রা করিতেন, সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত আহত অবস্থায় কেবল পদদলে ভূতলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইল। এরূপ প্রতাপশালী ও জগৎপতি দুর্য্যোধনকেও অতুলনীয় বিপদাপন্ন হইতে দেখিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, বিধাতাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।)

তাহার পর আমি যুদ্ধে বন্দী হইবার ও পরে ব্যাসদেবের কৃপায় জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলাম॥ ৪৫

তিনি মুহূর্ত্তকাল কিছু চিন্তা করিয়া সচেতন হইলে পর আমাকে নিজের ভ্রাতৃগণের ও সমস্ত সৈন্যদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪৬

আমিও যাহা কিছু তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত তাঁহাকে এইভাবে বলিলাম,—হে নরাধিপ! তোমার ভ্রাতাই নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত সৈন্যরাও বিনষ্ট হইয়াছে। রণাঙ্গন হইতে প্রস্থিত হইবার সময় ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের পক্ষে তিনজন মহারথী জীবিত আছে॥ ৪৭-৪৮

ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আমার দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত আমাকে এই কথা বলিলেন—সঞ্জয়! এই সংগ্রামে তুমি ব্যতীত আমার কোন আত্মীয় জন সম্ভবতঃ জীবিত নাই; কারণ, আমি এখানে অন্য কোন স্বজনকে দেখিতে পাইতেছি না। অন্যদিকে পাণ্ডবেরা নিজেদের সহায়কসম্পন্ন হইয়াছে॥ ৪৯-৫০

সঞ্জয়! তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজকে বলিও যে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাদৃশ পরাক্রমশালী সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণহীন হইয়া হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে। যখন পাণ্ডবেরা আমার রাজ্য হরণ করিল (কাড়িয়া লইল), তখন আর এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? সঞ্জয়! তুমি এই সমস্ত কথাই বলিবে এবং ইহাও জানাইবে যে, দুর্য্যোধন সেই মহাসংগ্রামে জীবিত থাকিয়া জলপূর্ণ হ্রদ মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে॥ ৫১-৫৩

এবমুক্ত্বা মহারাজ প্রাবিশৎ তং মহাহ্রদম্।
অস্তম্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়য়া মনুজাধিপঃ ॥ ৫৪

তস্মিন্ হ্রদং প্রবিষ্টে তু ত্রীন্ রথান্ শ্রান্তবাহনান্।
অপশ্যং সহিতানেকস্তং দেশং সমুপেয়ুষঃ ॥ ৫৫

কৃপং শারদ্বতং বীরং দ্রৌণিঞ্চ রথিনাং বরম্।
ভোজঞ্চ কৃতবর্মাণং সহিতান্ শরবিক্ষতান্ ॥ ৫৬

তে সর্বে মামভিপ্রেক্ষ্য তূর্ণমশ্বানচোদয়ন্।
উপায়ায় তু মামূচুর্দিষ্ট্যা জীবসি সঞ্জয় ॥ ৫৭

অপৃচ্ছংশ্চৈব মাং সর্বে পুত্রং তব জনাধিপম্।
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনো রাজা স নো জীবতি সঞ্জয় ॥ ৫৮

আখ্যাতবানহং তেভ্যস্তদা কুশলিনং নৃপম্
তচ্চৈব সর্বমাচক্ষং যন্মাং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥৫৯

হ্রদং চৈবাহমাচক্ষং যং প্রবিষ্টো নরাধিপঃ।
অশ্বত্থামা তু তদ্ রাজন্ নিশম্য বচনং মম ॥ ৬০

মহারাজ! এই কথা বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন সেই বিশাল সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং মায়ায় দ্বারা তাহার জল স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৪

যখন দুর্য্যোধন সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান আমি আমাদের পক্ষের তিন মহারথীকে একসঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। উঁহাদের অশ্বগণ সেই সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৫৫

এই বীরগণের নাম—শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এবং ভোজবংশজাত কৃতবর্মা। ইঁহারা সকলে তখন একত্রে ছিলেন এবং বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৫৬

আমাকে দেখিয়াই এই তিনজন অতিক্রত আমার দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন এবং নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—সঞ্জয়! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি জীবিত আছ ॥ ৫৭

তারপর তাঁহারা সকলে আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—সঞ্জয়! আমাদের রাজা দুর্য্যোধন কি জীবিত আছেন? ৫৮

তখন আমি তাঁহাদের দুর্য্যোধনের কুশল সংবাদ জানাইলাম এবং দুর্য্যোধন আমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তও তাঁহাদিগকে শুনাইলাম। যে সরোবরে দুর্য্যোধন প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও জানাইয়া দিলাম ॥ ৫৯½

তং হ্রদং বিপুলং প্রেক্ষ্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ।
অহো ধিক্ স ন জানাতি জীবতোঽস্মান্ নরাধিপঃ।
পর্য্যাপ্তা হি বয়ং তেন সহ যোধয়িতুং পরান্।
তে তু তত্র চিরং কালং বিলপ্য চ মহারথাঃ ॥ ৬২
প্রাদ্রবন্ রথিনাং শ্রেষ্ঠা দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতান্ রণে।
তে তু মাং রথমারোপ্য কৃপস্য সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৩
সেনানিবেশমাজগ্মুর্হতশেষাস্ত্রয়ো রথাঃ।
তত্র গুল্মাঃ পরিত্রস্তাঃ সূর্য্যে চাস্তমিতে সতি ॥ ৬[illegible]
সর্বে বিচুক্রুশুঃ শ্রুত্বা পুত্রাণাং তব সংক্ষয়ম্।
ততো বৃদ্ধা মহারাজ যোষিতাং রক্ষিণো নরাঃ ॥ ৬[illegible]
রাজ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
তত্র বিক্রোশমানানাং রুদতীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৬৬
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ শ্রুত্বা তদ্ বলসংক্ষয়ম্।
ততস্তা যোষিতো রাজন্ ক্রন্দন্ত্যো বৈ মুহুর্মুহুঃ ॥ [illegible]

রাজন্! আমার কথা শ্রবণ করত অশ্বত্থামা সেই বি[illegible] সরোবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং করুণ-স্বরে বি[illegible] করিতে করিতে বলিলেন,—অহো ধিক্! রাজা দুর্য্যো[illegible] জানেন না যে, আমরা এখনও জীবিত আছি। তাঁহাকে লইয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা সর্বতোভা[illegible] সমর্থ ॥ ৬০-৬১½

তাহার পর এই মহারথী বীরগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সে[illegible] বিলাপ করিতে লাগিলেন। তারপর রণাঙ্গনে পাণ্ডব[illegible] আসিতে দেখিয়া সেই রথিশ্রেষ্ঠ তিন বীর সেখানে হ[illegible] পলায়ন করিলেন ॥ ৬২½

হতাবশিষ্ট এই তিন রথী আমাকেও কৃপাচার্য্যের সুসজ্জিত [illegible] আরোহণ করাইয়া সেনানিবাস পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। [illegible] সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সেখানে রক্ষিগণ সম[illegible] ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আপনার পুত্রগণের নিধন[illegible] শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৬৩-৬৪

মহারাজ তদনন্তর স্ত্রীবর্গের রক্ষায় নিযুক্ত বৃদ্ধ পুরুষগণ রা[illegible] কুলের মহিলাদের সহিত হস্তিনাপুরে চলিয়া যাইবার জন্য প্র[illegible] হইতে লাগিলেন ॥ ৬৫½

সেই সময় সেখানে নিজ নিজ পতিগণকে আহ্বান ক[illegible] করিতে বিলাপকারিণী রাজমহিলাগণের তীব্র আর্ত[illegible] চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইল। রাজন্! নিজেদের সৈ[illegible] পতিগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত এই রাজকুলের যুবতী [illegible]

কুরর্য্য ইব শব্দেন নাদয়ন্ত্যো মহীতলম্।
আজঘ্নুঃ করজৈশ্চাপি পাণিভিশ্চ শিরাংস্যুত ॥ ৬৮
লুলুচুশ্চ তদা কেশান্ ক্রোশন্ত্যস্তত্র তত্র হ।
হাহাকারবিনাদিন্যো বিনিঘ্নন্ত্য উরাংসি চ ॥ ৬৯
শোচন্ত্যস্তত্র রুরুদুঃ ক্রন্দমানা বিশাম্পতে।
ততো দুর্য্যোধনামাত্যাঃ সাশ্রুকণ্ঠা ভৃশাতুরাঃ ॥ ৭০
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
বেত্রব্যাসক্তহস্তাশ্চ দ্বারাধ্যক্ষা বিশাম্পতে ॥ ৭১
শয়নীয়ানি শুভ্রাণি স্পর্দ্ধ্যাস্তরণবন্তি চ।
সমাদায় যযুস্তূর্ণং নগরং দাররক্ষিণঃ ॥ ৭২
আস্থায়াশ্বতরীযুক্তান্ স্যন্দনানপরে পুনঃ।
স্বান্ স্বান্ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥ ৭৩
অদৃষ্টপূর্ব্বা যা নার্য্যো ভাস্করেণাপি বেশ্মসু।
দদৃশুস্তা মহারাজ জনা যান্তীঃ পুরং প্রতি ॥ ৭৪
তাং স্ত্রিয়ো ভরতশ্রেষ্ঠ সৌকুমার্য্যসমন্বিতাঃ।
প্রযযুর্নগরং তূর্ণং হতস্বজন-বান্ধবাঃ ॥ ৭৫
আগোপালাবিপালেভ্যো দ্রবন্তো নগরং প্রতি।
যযুর্মনুষ্যাঃ সম্ভ্রান্তা ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ ॥ ৭৬
অপি চৈষাং ভয়ং তীব্রং পার্থেভ্যোঽভূৎ সুদারুণম্।
প্রেক্ষমাণাস্তদান্যোন্যমধাবন্নগরং প্রতি ॥ ৭৭
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে বিদ্রবে ভৃশদারুণে।
যুযুৎসুঃ শোকসম্মূঢ়ঃ প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৭৮
জিতো দুর্য্যোধনঃ সংখ্যে পাণ্ডবৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
একাদশচমূভর্ত্তা ভ্রাতরশ্চাস্য সূদিতাঃ ॥ ৭৯
হতাশ্চ কুরবঃ সর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণপুরঃসরাঃ।
অহমেকো বিমুক্তস্তু ভাগ্যযোগাদ্ যদৃচ্ছয়া ॥ ৮০
বিদ্রুতানি চ সর্ব্বাণি শিবিরাণি সমন্ততঃ।
ইতস্ততঃ পলায়ন্তে হতনাথা হতৌজসঃ ॥ ৮১
অদৃষ্টপূর্ব্বা দুঃখার্ত্তা ভয়ব্যাকুললোচনাঃ।
হরিণা ইব বিত্রস্তা বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ৮২

স্ব-স্ব আর্ত্তনাদে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে বারংবার কুররীপক্ষীর ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলেন ॥ ৬৬-৬৭½

ইহারা যেখানে সেখানে হাহাকার করিতে করিতে নিজেদেরই নিজেরাই নখের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন, হস্তের দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃস্থল আঘাত এবং কেশসকল টানিতে থাকিলেন। প্রজানাথ! শোকে নিমগ্ন হইয়া পতিকে আহ্বান করিতে করিতে সেই রমণীগণ করুণস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন ॥৬৮-৬৯½

ইহাতে দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণের কণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজমহিলাসকলকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৭০½

প্রজানাথ! ইঁহাদের সহিত হস্তে বেত্রের দণ্ড ধারণ করত দ্বারপালগণও যাইতে লাগিল। রাজপত্নীগণের রক্ষায় নিযুক্ত সেবকেরা শুভ্র ও বহুমূল্য শয্যা গ্রহণ করত অতিক্রুত নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৭১-৭২

অন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় পুরুষ খচ্চরীযোজিত রথে আরোহণ করত রক্ষাবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত নিজ নিজ ভাগের মহিলাবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৭৩

মহারাজ! যে রাজমহিলাগণকে অন্তঃপুরে থাকিবার সময় পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদিগকে আজ সেই গমন সময় সাধারণ মানুষেরাও দেখিতে লাগিল ॥ ৭৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাঁহাদের স্বজন ও বান্ধবগণ নিহত হইয়াছেন, সেই সুকুমারী স্ত্রীসকল তীব্রগতিতে নগরের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৭৫

সেই সময় ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত সকল মনুষ্য গোপালক ও মেষপালক পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করিল ॥ ৭৬

ইহারা কুন্তীকুমারগণের নিকট হইতে নিদারুণ ও তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময় যুযুৎসু শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া সময়োচিত কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে চিন্তা করিলেন ॥ ৭৮

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দকে সংহার করিয়াছেন ॥ ৭৯

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যাঁহাদের অগ্রগামী নেতা, সেই সমস্ত কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে। অকস্মাৎ ভাগ্যযোগে একাকী আমিই জীবিত আছি ॥ ৮০

সমস্ত শিবিরের সকল লোকই চারিদিকে পলাইয়া যাইল। প্রভু নিহত হওয়ায় উৎসাহহীন হইয়া সকল সেবকরাও এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিল ॥ ৮১

তখন তাহাদের এরূপ অবস্থা হইল, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সকলে দুঃখে আতুর হইয়া উঠিল এবং সকলেরই নেত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সকল মানুষ ভীত মৃগগণের ন্যায়

দুর্য্যোধনস্ত সচিবা যে কেচিদবশেষিতাঃ।
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥ ৮৩
প্রাপ্তকালমহং মন্যে প্রবেশং তৈঃ সহ প্রভুম্।
যুধিষ্ঠিরমনুজ্ঞায় বাসুদেবং তথৈব চ ॥ ৮৪
এতমর্থং মহাবাহুরুভয়োঃ স ন্যবেদয়ৎ।
তস্য প্রীতোঽভবদ্ রাজা নিত্যং করুণবেদিতা ॥ ৮৫
পরিষ্বজ্য মহাবাহুর্বৈশ্যাপুত্রং ব্যসর্জয়ৎ।
ততঃ স রথমাস্থায় দ্রুতমশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৮৬
সংবাহয়িতবাংশ্চাপি রাজদারান্ পুরং প্রতি।
তৈশ্চৈব সহিতঃ ক্ষিপ্রমস্তং গচ্ছতি ভাস্করে ॥ ৮৭
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং বাষ্পকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ।
অপশ্যত মহাপ্রাজ্ঞং বিদুরং সাশ্রুলোচনম্ ॥ ৮৮
রাজ্ঞঃ সমীপান্নিষ্ক্রান্তং শোকোপহতচেতসম্।
তমব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ প্রণতং ত্বগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ৮৯

দিষ্ট্যা কুরুক্ষয়ে বৃত্তে অস্মিংস্ত্বং পুত্র জীবসি।
বিনা রাজ্ঞঃ প্রবেশাদ্ বৈ কিমসি ত্বমিহাগতঃ। ৯
এতদ্ বৈ কারণং সর্বং বিস্তরেণ নিবেদয়।

যুযুৎসুরুবাচ।

নিহতে শকুনৌ তত্র সজ্ঞাতি-সুত-বান্ধবে ॥ ৯১
হতশেষপরীবারো রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
স্বকং স হয়মুৎসৃজ্য প্রাঙ্‌মুখঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ। ৯
অপক্রান্তে তু নৃপতৌ স্কন্ধাবারনিবেশনাৎ।
ভয়ব্যাকুলিতং সর্বং প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥ ৯৩
ততো রাজ্ঞঃ কলত্রাণি ভ্রাতৃণাং চাস্য সর্বতঃ।
বাহনেষু সমারোপ্য অধ্যক্ষাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ। ৯
ততোঽহং সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং সহকেশবম্।
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং রক্ষঁল্লোকান্ প্রধাবিতান্। ৯
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বৈশ্যাপুত্রেণ ভাষিতম্।
প্রাপ্তকালমিতি জ্ঞাত্বা বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ৯৬

দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা রাজমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮২-৮৩

আমি রাজা যুধিষ্ঠির ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ করত এই মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত নগরে প্রবেশ করি—ইহাই আমার এখন সময়োচিত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৮৪

এরূপ চিন্তা করিয়া মহাবাহু যুযুৎসু এই দুইজনের সম্মুখে নিজের কথা নিবেদন করিলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া নিরন্তর করুণা অনুভবকারী মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি বৈশ্যকুমারীর পুত্র যুযুৎসুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৫½

তাহার পর তিনি রথের উপর উপবেশন করত অতিদ্রুত নিজের অশ্বদের প্রেরণ করিলেন এবং রাজকুলের স্ত্রীগণকে রাজধানী হস্তীনাপুরে লইয়া যাইলেন ॥ ৮৬½

সূর্য্যদেবের অস্তগমনের সময় তিনি নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সকলের সহিত হস্তীনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৮৭½

রাজন্! সেখানে তিনি আপনার নিকট হইতে বহির্গত মহামতি বিদুরকে দর্শন করিলেন। তখন বিদুরের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল এবং মন শোকে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৮৮½

সত্যপরায়ণ বিদুর প্রণাম করত সম্মুখে দণ্ডায়মান যুযুৎ বলিলেন—পুত্র! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা এই যে, কৌর এই বিনাশে তুমি জীবিত আছ; কিন্তু রাজা যুধি হস্তীনাপুরে প্রবেশের পূর্ব্বেই তুমি কিরূপে এখানে চ আসিলে? এই সমস্ত কারণ তুমি আমাকে সবি বল ॥ ৮৯-৯০½

যুযুৎসু বলিলেন,—তাত! জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও পুত্র সহিত শকুনি নিহত হইলে পর যাঁহার শেষ পরিবার নষ্ট হ যাইল, সেই রাজা দুর্য্যোধন নিজের অশ্বদিগকে যুদ্ধস্থলে ক করত ভীত হইয়া পূর্ব্বদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৯১-৯২

রাজা দুর্য্যোধন দূরে চলিয়া যাইলে পর সমস্ত লোক ব্যাকুল হইয়া রাজধানীর দিকে পলায়ন করিল ॥ ৯৩

তখন রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের স্ত্রীগ চারিদিকে বাহনের উপর বসাইয়া অন্তঃপুরের অধ্যক্ষও ভয়ে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৯৪

তদনন্তর আমি রাজা যুধিষ্ঠির ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ করত পলায়মান ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার জন্য হস্তিনা চলিয়া আসিলাম ॥ ৯৫

বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুর এই কথা শ্রবণ করত ও ইহাই সময়োচি কর্ত্তব্য জানিতে পারিয়া ধর্ম্মজ্ঞ অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন বি যুযুৎসুর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন

অপূজয়দমেয়াত্মা যুযুৎসুং বাক্যমব্রবীৎ।
প্রাপ্তকালমিদং সর্বং ব্রুবতা ভরতক্ষয়ে॥ ৯৭
রক্ষিতঃ কুলধর্মশ্চ সানুক্রোশতয়া ত্বয়া।
দিষ্ট্যা ত্বামিহ সংগ্রামাদস্মাদ্ বীরক্ষয়াৎ পুরম্॥৯৮
সমাগতমপশ্যাম হ্যংশুমন্তমিব প্রজাঃ।
অন্ধস্য নৃপতের্যষ্টির্লুব্ধস্যাদীর্ঘদর্শিনঃ॥ ৯৯
বহুশো যাচ্যমানস্য দৈবোপহতচেতসঃ।
ত্বমেকো ব্যসনার্তস্য ধ্রিয়সে পুত্র সর্বথা॥ ১০০
অদ্য ত্বমিহ বিশ্রান্তঃ শ্বোঽভিগন্তা যুধিষ্ঠিরম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিদুরঃ সাশ্রুলোচনঃ॥ ১০১
যুযুৎসুং সমনুপ্রাপ্য প্রবিবেশ নৃপক্ষয়ম্।
পৌরজানপদৈর্দুঃখাদ্ধা হেতি ভৃশনাদিতম্॥১০২
নিরানন্দং গতশ্রীকং হৃতারামমিবাশয়ম্।
শূন্যরূপমপধ্বস্তং দুঃখাদ্ দুঃখতরোঽভবৎ॥ ১০৩
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞো বিক্লবেনান্তরাত্মনা।
বিবেশ নগরে রাজন্ নিঃশ্বাস শনৈঃ শনৈঃ॥ ১০৪
যুযুৎসুরপি তাং রাত্রিং স্বগৃহে ন্যবসৎ তদা।
বন্দ্যমানঃ স্বকৈশ্চাপি নাভ্যনন্দৎ সুদুঃখিতঃ॥
চিন্তয়ানঃ ক্ষয়ং তীব্রং ভরতানাং পরস্পরম্॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি হ্রদপ্রবেশপর্বণি
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯

ভরতবংশীয়গণের এই বিনাশের সময় যাহা যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তৎসমস্ত উপদেশ করত নিজের দয়ালুতাবশতঃ তুমি কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ॥ ৯৬-৯৭½

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে জীবিত তুমি কুশলের সহিত নগরে ফিরিয়া আসিয়াছ—এই অবস্থায় আমরা তোমাকে সেইভাবে দর্শন করিলাম, যেরূপ রাত্রিশেষে প্রজারা ভগবান্ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া থাকে॥ ৯৮½

লোভী অদূরদর্শী ও অন্ধ রাজার জন্য তুমি দণ্ডতুল্য আশ্রয়-স্থল। আমি তাঁহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, এই কারণে তিনি আমার কথা শ্রবণ করেন নাই। আজ তিনি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন, পুত্র! এই অবস্থায় একমাত্র তুমিই তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য জীবিত আছ। ৯৯-১০০

"আজ এখানেই বিশ্রাম কর। কাল প্রাতে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে" এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদুর যুযুৎসুর সহিত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই ভবন নগর ও জনপদবাসী মনুষ্যগণের দুঃখ সহকারে কৃত হাহাকার এবং ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া যাইল। ১০১-১০২

সেখানে তখন আনন্দ ছিল না এবং বৈভবজনিত কোন শোভাও দেখিতে পাওয়া যাইল না। এই রাজভবন তখন সেরূপ এক জলাশয়ের ন্যায় জনশূন্য ও বিধ্বস্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যাহার তীরস্থিত উদ্যান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানে উপস্থিত বিদুর দুঃখে অতিশয় খিন্ন হইয়া পড়িলেন। ১০৩

রাজন্! সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদুর ব্যাকুল চিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১০৪

যুযুৎসুও সেই রাত্রিতে নিজের গৃহেই থাকিলেন। তাঁহার মনে অতিশয় দুঃখ ছিল, সেইজন্য তিনি স্বজনগণের দ্বারা বন্দিত হইলেও আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। এই পারস্পরিক যুদ্ধে ভরতবংশীয়গণের যে ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহারই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন। ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে হ্রদে প্রবেশবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অশ্বত্থাম-কৃপাচার্য্য-কৃতবর্ম্মভিহ্রদসমীপং গত্বা দুর্য্যোধনেন সহ যুদ্ধবিষয়কালাপঃ, ব্যাধেভ্যো দুর্য্যোধন-বৃত্তান্তং জ্ঞাত্বা সসৈন্য-যুধিষ্ঠিরস্য হ্রদসমীপে গমনম্, কৃপাচার্য্য প্রভৃতীনাং দূরে পলায়নঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে ।
মম সৈন্যাবশিষ্টাস্তে কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১
কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চৈব দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ।
দুর্য্যোধনশ্চ মন্দাত্মা রাজা কিমকরোৎ তদা ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

সম্প্রাদ্রবৎসু দারেষু ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্ ।
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে ভৃশোদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥ ৩
নিশম্য পাণ্ডুপুত্রাণাং তদা বৈ জয়িনাং স্বনম্ ।
বিদ্রুতং শিবিরং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে রাজগৃদ্ধিনঃ ॥ ৪
স্থানং নারোচয়ংস্তত্র ততস্তে হ্রদমভ্যয়ুঃ ।
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রণে ॥ ৫
হৃষ্টঃ পর্য্যচরদ্ রাজন্ দুর্য্যোধনবধেপ্সয়া ।
মার্গমাণাস্তু সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রং জয়ৈষিণঃ ॥ ৬
যত্নতোঽন্বেষমাণাস্তে নৈবাপশ্যন্ জনাধিপম্ ।
স হি তীব্রেণ বেগেন গদাপাণিরপাক্রমৎ ॥ ৭
তং হ্রদং প্রাবিশচ্চাপি বিষ্টভ্যাপঃ স্বমায়য়া ।
যদা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে সুপরিশ্রান্তবাহনাঃ ॥ ৮
ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ত সসৈনিকাঃ ।
ততঃ কৃপশ্চ দ্রৌণিশ্চ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৯
সংনিবিষ্টেষু পার্থেষু প্রয়াতাস্তং হ্রদং শনৈঃ ।
তে তং হ্রদং সমাসাদ্য যত্র শেতে জনাধিপঃ ॥ ১০
অভ্যভাষন্ত দুর্দ্ধর্ষং রাজানং সুপ্তমম্ভসি ।
রাজন্নুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১১

(গদাপর্ব্ব)

ত্রিংশ অধ্যায় ।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সরোবরের নিকট যাইয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, ব্যাধগণের নিকট হইতে দুর্য্যোধনের বৃত্তান্ত জানিয়া যুধিষ্ঠিরের সসৈন্যে হ্রদ সমীপে গমন এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতির দূরে পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! যখন পাণ্ডুর পুত্রগণ সমরাঙ্গণে সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিল, তখন আমার অবশিষ্ট সৈন্যরা কি করিল ? ১

কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, পরাক্রমশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং মন্দবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন সেই সময় কি করিল ? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! যখন মহাত্মা ক্ষত্রিয়-রাজাদের পত্নীগণ পলাইয়া যাইলেন এবং অন্য সমস্ত লোক পলায়ন করায় যখন সকল শিবির শূন্য হইয়া যাইল, তখন পূর্ব্বোক্ত তিন রথী-বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩

সন্ধ্যাকালে বিজয়ী পাণ্ডবগণের গর্জন শ্রবণ করত এবং সকল শিবিরের লোকজনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনের দর্শনাকাঙ্ক্ষী সেই তিন মহারথী সেখানে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না ; এই কারণে তাঁহারা সেই সরোবরের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪½

রাজন্ ! অন্যদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও রণাঙ্গনে দুর্য্যোধন[বধ] করিবার বাসনায় হর্ষসহকারে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বিচরণ [করিতে] লাগিলেন ॥ ৫½

জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপনার [পুত্রের] সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু যত্নসহকারে [অন্বেষণ] করিয়াও তাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনকে কোথাও দেখিতে পা[ইলেন] না ॥ ৬½

সেই রাজা দুর্য্যোধন তখন হস্তে গদা ধারণ করত তী[ব্রবেগে] পলায়ন করিয়াছিলেন এবং মায়ার দ্বারা জলকে স্তম্ভিত [করিয়া] সেই সরোবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৭½

দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন পাণ্ডবদের [বাহন] সকল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সকল পাণ্ডবগণ [সৈন্যসহ] নিজ শিবিরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

তদনন্তর যখন কুন্তীপুত্রগণ সকলে শিবিরে বিশ্রাম ক[রিতে] লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং সাত্বতবংশীয় ক[ৃতবর্ম্মা] ধীরে ধীরে সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

যাহার মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন শয়ন করিয়া আছেন, সেই [হ্রদের] নিকট গমন করত তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ নরপতি দুর্য্যোধনকে এ[ই কথা] বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি উত্থিত হও এবং আমাদের [সহিত] যাইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর । জয়লাভ করিয়া এই পৃ[থিবীর] রাজ্য ভোগ কর অথবা নিহত হইয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ১০-১১

জিত্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।
তেষামপি বলং সর্বং হতং দুর্য্যোধন ত্বয়া ॥ ১২
প্রতিবিদ্ধাশ্চ ভূয়িষ্ঠং যে শিষ্টাস্তত্র সৈনিকাঃ
ন তে বেগং বিষহিতুং শক্তাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৩
অস্মাভিরপি গুপ্তস্য তস্মাদুত্তিষ্ঠ ভারত।
দুর্য্যোধন উবাচ।
দিষ্ট্যা পশ্যামি বো মুক্তানীদৃশাৎ পুরুষক্ষয়াৎ ॥ ১৪
পাণ্ডুকৌরবসম্মর্দাজ্জীবমানান্ নরর্ষভান্।
বিজেষ্যামো বয়ং সর্বে বিশ্রান্তা বিগতক্লমাঃ ॥ ১৫
ভবন্তশ্চ পরিশ্রান্তা বয়ঞ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ।
উদীর্ণঞ্চ বলং তেষাং তেন যুদ্ধং ন রোচয়ে ॥ ১৬
ন ত্বেতদদ্ভুতং বীরা যদ্ বো মহদিদং মনঃ।
অস্মাসু চ পরা ভক্তির্ন তু কালঃ পরাক্রমে ॥ ১৭
বিশ্রম্যৈকাং নিশামদ্য ভবদ্ভিঃ সহিতো রণে।
প্রতিযোৎস্যাম্যহং শত্রূন্ শ্বো ন মেঽস্ত্যত্র সংশয় ॥ ১৮
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্ দ্রৌণী রাজানং যুদ্ধদুর্মদম্।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ভদ্রং তে বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥ ১৯
ইষ্টাপূর্তেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ।
শপে রাজন্ যথা হ্যদ্য নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥ ২০
মা স্ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিমাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্।
যদীমাং রজনীং ব্যুষ্টাং ন হি হন্মি পরান্ রণে ॥ ২১
নাহত্বা সর্বপাঞ্চালান্ বিমোক্ষ্যে কবচং বিভো।
ইতি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তন্মে শৃণু জনাধিপ ॥ ২২
তেষু সম্ভাষমাণেষু ব্যাধাস্তং দেশমাযযুঃ।
মাংসভারপরিশ্রান্তাঃ পানীয়ার্থং যদৃচ্ছয়া ॥ ২৩
তে তত্র ধিষ্ঠিতাস্তেষাং সর্বং তদ্ বচনং রহঃ।
দুর্য্যোধনবচশ্চৈব শুশ্রুবুঃ সঙ্গতা মিথঃ ॥ ২৪

প্রজানাথ দুর্য্যোধন! ভরতবংশধর! তুমিও ত' পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। সেখানে যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তাহারাও অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব যখন তুমি আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে, তখন তাহারা তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, সেই কারণে তুমি যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও ॥ ১২-১৩½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি এতাদৃশ জনসংহারকারী পাণ্ডব-কৌরব-সংগ্রামে নরশ্রেষ্ঠ বীর আপনাদের জীবিত থাকিতে দেখিতেছি, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ॥ ১৪½

আমরা সকলে বিশ্রাম করত নিজেদের ক্লান্তি দূরীভূত করিতে পারিলে আমরা অবশ্যই জয়ী হইব। আপনারাও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আমিও অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছি। অন্যদিকে পাণ্ডবদের বলবর্দ্ধিত হইতেছে; এইজন্য বর্ত্তমানে আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই ॥ ১৫-১৬

বীরগণ! আপনাদের মনে যে যুদ্ধ করিবার উৎসাহ হইয়াছে, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনাদের আমার উপর অতিশয় অনুরাগ আছে, তথাপি এখন পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নহে ॥ ১৭

আজ এক রাত্রি বিশ্রাম করত আগামী কাল রণাঙ্গনে আপনাদের সঙ্গে লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই রণদুর্মদ রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন,—মহারাজ! তুমি উত্থিত হও, তোমার কল্যাণ হউক। আমরা শত্রুদিগকে জয় করিব ॥ ১৯

রাজন্! আমি আমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম, দান, সত্য ও জপের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আজ সোমকগণকে আমি সংহার করিব ॥ ২০

যদি এই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই প্রাতঃকালে আমি রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে বধ করিতে না পারি, তবে আমার যেন সজ্জন পুরুষগণের যোগ্য ও যজ্ঞকারীদিগের লভ্য পরম প্রীতি লাভ না হয় ॥ ২১

প্রভো! নরাধিপ! আমি সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার না করিয়া আমার কবচ উন্মুক্ত করিব না, ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম। আমার এই বাক্য তুমি শ্রবণ কর ॥ ২২

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় মাংসের ভারে পরিশ্রান্ত ব্যাধগণ জলপান করিবার জন্য অকস্মাৎ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩

তাহারা সেখানে থাকিয়া তাঁহাদের নির্জনে সেই সমস্ত বার্ত্তালাপ শ্রবণ করিল। পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যাধগণ দুর্য্যোধনেরও কথা শুনিতে পাইল ॥ ২৪

তেঽপি সর্বে মহেম্বাসা অযুদ্ধার্থিনি কৌরবে।
নির্বন্ধং পরমং চক্রুস্তদা বৈ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫
তাংস্তথা সমুদীক্ষ্যাথ কৌরবাণাং মহারথান্।
অযুদ্ধমনসং চৈব রাজানং স্থিতমম্ভসি ॥ ২৬
তেষাং শ্রুত্বা চ সংবাদং রাজ্ঞশ্চ সলিলে সতঃ।
ব্যাধাভ্যজানন্ রাজেন্দ্র সলিলস্থং সুযোধনম্ ॥ ২৭
তে পূর্বং পাণ্ডুপুত্রেণ পৃষ্টা হ্যাসন্ সুতং তব।
যদৃচ্ছোপগতাস্তত্র রাজানং পরিমার্গতা ॥ ২৮
ততস্তে পাণ্ডুপুত্রস্য স্মৃত্বা তদ্ ভাষিতং তদা।
অন্যোন্যমব্রুবন্ রাজন্ মৃগব্যাধাঃ শনৈরিব ॥ ২৯
দুর্যোধনং খ্যাপয়ামো রণং দাস্যতি পাণ্ডবঃ।
সুব্যক্তমিহ নঃ খ্যাতো হ্রদে দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ৩০
তস্মাদ্ গচ্ছামহে সর্বে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
আখ্যাতুং সলিলে সুপ্তং দুর্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৩১

কুরুরাজ দুর্যোধন যুদ্ধ অভিলাষী ছিলেন না, তথাপি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সেই সব মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য অতিশয় অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সেই কৌরব-মহারথী বীরগণের এতাদৃশ মনোবৃত্তি অবগত হইয়া, জলে অবস্থিত রাজা দুর্যোধনের মনে যুদ্ধের উৎসাহ না দেখিয়া এবং জলবাসী নরপতির সহিত সেই তিন বীরের সংবাদ শ্রবণ করত তাহারা ইহা বুঝিতে পারিল যে রাজা দুর্যোধন এই সরোবরের জলে আত্মগোপন করিয়া আছেন ॥ ২৬-২৭

পূর্ব্বে রাজা দুর্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দৈববশতঃ নিজের নিকট উপস্থিত এই ব্যাধগণকে আপনার পুত্র দুর্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ২৮

রাজন্! সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথিত বাক্য স্মরণ করত সেই ব্যাধগণ পরস্পর ধীরে ধীরে আলোচনা করিতে লাগিল ॥ ২৯

যদি আমরা দুর্যোধনের সংবাদ জানাইতে পারি, তবে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের ধনদান করিবেন। আমরা ত' এখানে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে, রাজা দুর্যোধন এই সরোবরে আত্মগোপন করিয়া আছেন ॥ ৩০

অতএব জলশায়ী অমর্ষশীল দুর্যোধনের সংবাদ জানাইবার জন্য যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমরা সকলে গমন করিব ॥ ৩১

ধৃতরাষ্ট্রাত্মজং তস্মৈ ভীমসেনায় ধীমতে।
শয়ানং সলিলে সর্বে কথয়ামো ধনুর্ভৃতে ॥ ৩২
স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।
কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা ॥ ৩৩
এবমুক্ত্বা তু তে ব্যাধাঃ সম্প্রহৃষ্টা ধনার্থিনঃ।
মাংসভারানুপাদায় প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৩৪
পাণ্ডবাপি মহারাজ লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
অপশ্যমানাঃ সমরে দুর্যোধনমবস্থিতম্ ॥ ৩৫
নিকৃতেস্তস্য পাপস্য তে পারং গমনেপ্সবঃ।
চারান্ সম্প্রেষয়ামাসুঃ সমন্তাৎ তদ্রণাজিরে ॥ ৩৬
আগম্য তু ততঃ সর্বে নষ্টং দুর্যোধনং নৃপম্।
ন্যবেদয়ন্ত সহিতা ধর্মরাজস্য সৈনিকাঃ ॥ ৩৭
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা চারাণাং ভরতর্ষভ।
চিন্তামভ্যগমৎ তীব্রাং নিঃশশ্বাস চ পার্থিবঃ ॥ ৩৮

বুদ্ধিমান্ ধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আমরা সকলে এই ... জানাইয়া দিব যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন হ্রদের ... করিয়া আছেন ॥ ৩২

ইহাতে তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমাদের ... করিবেন। তখন আমাদের এই দেহের রক্ত শোষণকারী ... মাংস বহন করিতে বৃথা কষ্ট করিবার কি ... হইবে? ৩৩

এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ধনা... সেই ব্যাধগণ অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং মাংসের ভার ... লইয়া পাণ্ডব-শিবিরের দিকে গমন করিল ॥ ৩৪

মহারাজ! প্রহার করিতে নিপুণ পাণ্ডবগণ নি... অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহারা দুর্যোধনকে সম... অবস্থান করিতে না দেখিয়া সেই পাপী দুর্যোধন ... আবরিত সমস্ত ছলকপটতার প্রতিশোধ গ্রহণ ... অভিলাষী পাণ্ডবেরা শত্রুতার অবসান ঘটাইবার জন্য সম... চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই সব গুপ্তচর সৈন্যগণ ... আসিয়া ইহা নিবেদন করিল যে, রাজা দুর্যোধন নি... হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই গুপ্তচরগণের এই কথা শ্রবণ ... রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন ... দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

অথ স্থিতানাং পাণ্ডূনাং দীনানাং ভরতর্ষভ।
তস্মাদ্ দেশাদপক্রম্য ত্বরিতা লুব্ধকা বিভো ॥ ৩৯
আজগ্মুঃ শিবিরং হৃষ্টা দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং নৃপম্।
বার্য্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥৪০
তে তু পাণ্ডবমাসাদ্য ভীমসেনং মহাবলম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যুর্যদ্ বৃত্তং যচ্চ বৈ শ্রুতম্ ॥৪১
ততো বৃকোদরো রাজন্ দত্ত্বা তেষাং ধনং বহু।
ধর্মরাজায় তৎ সর্বমাচচক্ষে পরন্তপঃ ॥ ৪২
অসৌ দুর্য্যোধনো রাজন্ বিজ্ঞাতো মম লুব্ধকৈঃ।
সংস্তভ্য সলিলং শেতে যস্যার্থে পরিতপ্যসে ॥ ৪৩
তদ্ বচো ভীমসেনস্য প্রিয়ং শ্রুত্বা বিশাম্পতে।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো হৃষ্টোঽভূৎ সহ সোদরৈঃ ॥ ৪৪
তঞ্চ শ্রুত্বা মহেষ্বাসং প্রবিষ্টং সলিলহ্রদে।
ক্ষিপ্রমেব ততোঽগচ্ছন্ পুরস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥ ৪৫
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৬
সিংহনাদাংস্ততশ্চক্রুঃ ক্ষ্বেড়াশ্চ ভরতর্ষভ।
ত্বরিতাঃ ক্ষত্রিয়া রাজন্ জগ্মুর্দ্বৈপায়নং হ্রদম্ ॥৪৭
জ্ঞাতঃ পাপো ধার্তরাষ্ট্রো দৃষ্টশ্চেত্যসকৃদ্ রণে।
প্রাক্রোশন্ সোমকাস্তত্র হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৮
তেষামাশু প্রয়াতানাং রথানাং তত্র বেগিনাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবিস্পৃক্ পৃথিবীপতে ॥ ৪৯
দুর্য্যোধনং পরীপ্সন্তস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠিরম্।
অন্বযুস্ত্বরিতাস্তে বৈ রাজানং শ্রান্তবাহনাঃ ॥ ৫০
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥ ৫১
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালানাঞ্চ যে শিষ্টা দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৫২
হয়াশ্চ সর্বে নাগাশ্চ শতশশ্চ পদাতয়ঃ।
ততঃ প্রাপ্তো মহারাজ ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রভো! তদনন্তর যখন পাণ্ডবগণ দীনচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই ব্যাধেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্বচক্ষে দর্শন করত অতিক্রত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইল এবং হর্ষের সহিত পাণ্ডব-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারপালগণ নিষেধ করিলেও তাহারা ভীমসেনের সাক্ষাতেই সেখানে প্রবেশ করিল। ৩৯-৪০

মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের নিকটে যাইয়া তাহারা সরোবরের তীরে যাহা কিছু হইয়াছিল এবং যাহা কিছু শুনাইবার জন্য আসিয়াছিল, তৎসমস্তই বলিল। ৪১

রাজন্! তখন শত্রুগণের সন্তাপদায়ক ভীমসেন সেই ব্যাধগণকে বহু ধন দান করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সব কিছুই নিবেদন করিলেন। ৪২

তিনি বলিলেন,—ধর্মরাজ! আমার ব্যাধগণ রাজা দুর্য্যোধনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। আপনি যাহার জন্য সন্তপ্ত হইতেছেন, সেই দুর্য্যোধন মায়া দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া সরোবরে শয়ন করিয়া আছে। ৪৩

প্রজানাথ! ভীমসেনের এই প্রিয় কথা শ্রবণ করত অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৪৪

মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনকে জলপূর্ণ হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করত সত্বর সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৫

প্রজানাথ! তাহার পর অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের কিলকিলা শব্দ সর্ব্ব দিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই সব ক্ষত্রিয়গণ সিংহনাদ ও গর্জন করিতে লাগিলেন এবং অতি সত্বর দ্বৈপায়ন নামক হ্রদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৭

হর্ষপূর্ণ সোমক-বীরগণ রণাঙ্গনে চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্র দুর্য্যোধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাকে দেখাও গিয়াছে। ৪৮

পৃথিবীনাথ! সেখানে অতিক্রত গতিতে গমনকারী তাঁহাদের বেগশালী রথসকলের তুমুল ঘর্ঘর শব্দ আকাশকেও স্পর্শ করিল। ৪৯

ভারত! সেই সময় অর্জুন, ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং পাঞ্চাল বীরগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন, সেই বীরগণ দুর্য্যোধনকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিসত্বর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত সমস্ত অশ্বারোহী, গজারোহী ও শত শত পদাতি সৈন্যও ছিলেন। ৫০-৫২ ½

মহারাজ! তাহার পর প্রতাপশালী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই

দ্বৈপায়নং হ্রদং ঘোরং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
শীতামলজলং হৃদ্যং দ্বিতীয়মিব সাগরম্॥ ৫৪
মায়য়া সলিলং স্তভ্য যত্রাভূৎ তে স্থিতঃ সুতঃ।
অত্যদ্ভুতেন বিধিনা দৈবযোগেন ভারত॥ ৫৫
সলিলান্তর্গতঃ শেতে দুর্দর্শঃ কস্যচিৎ প্রভো।
মানুষস্য মনুষ্যেন্দ্র গদাহস্তো জনাধিপঃ॥ ৫৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সলিলান্তর্গতো বসন্।
শুশ্রুবে তুমুলং শব্দং জলদোপমনিঃস্বনম্॥ ৫৭
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজেন্দ্র তং হ্রদং সহ সোদরৈঃ।
আজগাম মহারাজ তব পুত্রবধায় বৈ॥ ৫৮
মহতা শঙ্খনাদেন রথনেমিস্বনেন চ।
উর্দ্ধং ধুন্বন্ মহারেণুং কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্॥ ৫৯
যৌধিষ্ঠিরস্য সৈন্যস্য শ্রুত্বা শব্দং মহারথাঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণী রাজানমিদমব্রুবন্॥ ৬০
ইমে হ্যায়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
অপযাস্যামহে তাবদনুজানাতু নো ভবান্॥ ৬১
দুর্য্যোধনস্তু তচ্ছ্রুত্বা তেষাং তত্র তরস্বিনাম্।
তথেত্যুক্ত্বা হ্রদং তং বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো॥ ৬২
তে ত্বনুজ্ঞাপ্য রাজানং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ।
জগ্মুর্দূরে মহারাজ কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ॥ ৬৩
তে গত্বা দূরমধ্বানং ন্যগ্রোধং প্রেক্ষ্য মারিষ।
ন্যবিশন্ত ভৃশং শ্রান্তাশ্চিন্তয়ন্তো নৃপং প্রতি॥ ৬৪
বিষ্টভ্য সলিলং সুপ্তো ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
পাণ্ডবাশ্চাপি সম্প্রাপ্তাস্তং দেশং যুদ্ধমীপ্সবঃ॥ ৬৫
কথং নু যুদ্ধং ভবিতা কথং রাজা ভবিষ্যতি।
কথং নু পাণ্ডবা রাজন্ প্রতিপৎস্যন্তি কৌরবম্॥ ৬৬
ইত্যেবং চিন্তয়ানাস্তু রথেভ্যোঽশ্বান্ বিমুচ্যতে।
তত্রাসাঞ্চক্রিরে রাজন্ কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

ভয়ঙ্কর দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন, যাহার মধ্যে দুর্য্যোধন বিদ্যমান আছেন॥ ৫৩ই

তাহার জল শীতল ও নির্ম্মল ছিল। এই হ্রদ দেখিতে মনোরম এবং দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ছিল। ভারত! তাহারই মধ্যে মায়া দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া দৈবযোগ ও অদ্ভুত বিধি অনুসারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিশ্রাম করিতেছিলেন॥ ৫৪-৫৫

প্রভো! নরেন্দ্র! হস্তে গদাধারণ করত রাজা দুর্য্যোধন জলের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। সেই সময় কাহারও পক্ষে তাঁহাকে দর্শন করা অতিশয় কঠিন ছিল॥ ৫৬

তদনন্তর জলের মধ্যে উপবিষ্ট রাজা দুর্য্যোধন মেঘগর্জনসদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন॥ ৫৭

রাজেন্দ্র! মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সেই সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৫৮

তিনি তীব্র শঙ্খধ্বনি এবং রথচক্রসকলের ঘর্ষণ শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে প্রভূত ধূলিজাল উত্থিত করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের কোলাহল শ্রবণ করত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা এই তিন মহারথী রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন॥ ৫৯-৬০

জয়লাভে উল্লসিত এই পাণ্ডবগণ অতিশয় হর্ষসহকারে এদিকে আসিতেছে। অতএব আমরা এখান হইতে চ[লিয়া] যাইব, তুমি ইহার জন্য আমাকে অনুমতি দান কর॥ ৬১

প্রভো! সেই বেগশালী বীরগণের এই কথা শ্রবণ ক[রিয়া] দুর্য্যোধন 'তথাস্তু' বলিয়া সেই সরোবরের জলকে পুনরায় মা[য়া] দ্বারা স্তম্ভিত করিয়া দিলেন॥ ৬২

মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের আজ্ঞালাভ করত অ[ত্যন্ত] শোকমগ্ন কৃপাচার্য্যাদি মহারথী বীরগণ সেস্থান হইতে দূরে চ[লিয়া] যাইলেন॥ ৬৩

মান্যবর! বহু দূর পথ অতিক্রম করত তাঁহারা এ[কটি] বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হ[ইয়া] পড়ায় রাজা দুর্য্যোধনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে [সেই] বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন॥ ৬৪

অন্যদিকে মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন জল স্তম্ভিত ক[রিয়া] শয়ন করিলেন। ইহার মধ্যেই যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডবগণও সে[খানে] আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৬৫

রাজন্! অন্যদিকে কৃপাচার্য্যাদি মহারথিগণ রথ হইতে অ[শ্ব]সকলকে মুক্ত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন [যুদ্ধ] কিভাবে হইবে? রাজা দুর্য্যোধনের কিরূপ অবস্থা হইবে এবং পাণ্ডবেরা কিভাবে কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে লাভ করিবে এ[ইরূপ] চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা সেখানে উপবেশন করত বি[শ্রাম] করিতে লাগিলেন॥ ৬৬-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(দ্বৈপায়নসরোবরসমীপে পাণ্ডবানাং গমনম্, তত্র যুধিষ্ঠিরেণ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বার্ত্তালাপঃ, হ্রদে লুক্কায়িত-দুর্য্যোধনেন সহ যুধিষ্ঠিরস্যালাপশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তেষ্বপযাতেষু রথেষু ত্রিষু পাণ্ডবাঃ।
তে হ্রদং প্রত্যপদ্যন্ত যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ ॥ ১
আসাদ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ তদা দ্বৈপায়নং হ্রদম্
স্তম্ভিতং ধার্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্বা তং সলিলাশয়ম্ ॥ ২
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ।
পশ্যেমাং ধার্তরাষ্ট্রেণ মায়ামপ্সু প্রযোজিতাম্ ॥ ৩
বিষ্টভ্য সলিলং শেতে নাস্য মানুষতো ভয়ম্।
দৈবীং মায়ামিমাং কৃত্বা সলিলান্তর্গতো হ্যয়ম্ ॥ ৪
নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে।
যদ্যস্য সমরে সাহ্যং কুরুতে বজ্রভৃৎ স্বয়ম্ ॥ ৫
তথাপ্যেনং হতং যুদ্ধে লোকা দ্রক্ষ্যন্তি মাধব।

বাসুদেব উবাচ।

মায়াবিন ইমাং মায়াং মায়য়া জহি ভারত ॥ ৬
মায়াবী মায়য়া বধ্যঃ সত্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্মায়ামপ্সু প্রযোজ্য চ ॥ ৭
জহি ত্বং ভরতশ্রেষ্ঠ মায়াত্মানং সুযোধনম্।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ নিহত্য দৈত্য-দানবাঃ ॥ ৮
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্বলির্বদ্ধো মহাত্মনা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ ॥ ৯
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ক্রিয়য়ৈব নিষূদিতৌ।
বৃত্রশ্চ নিহতো রাজন্ ক্রিয়য়ৈব ন সংশয়ঃ ১০
তথা পৌলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
রামেণ নিহতো রাজন্ সানুবন্ধঃ সহানুগঃ ॥ ১১

একত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের দ্বৈপায়ন-সরোবর নিকটে গমন, সেখানে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা এবং হ্রদে লুক্কায়িত দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরের আলাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই তিন রথী বীর চলিয়া যাইলে পর পাণ্ডবগণ উক্ত হ্রদের নিকট আসিলেন, যে হ্রদে দুর্য্যোধন ছিলেন ॥ ১

কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বৈপায়ন-কুণ্ডে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, দুর্য্যোধন সেই জলাশয়ের জল স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! অবলোকন করুন—দুর্য্যোধন জলের মধ্যে এই মায়াকে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে? ২-৩

সে এই জলকে স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে তাহার মানুষ হইতে কোন ভয় নাই; কারণ, সে দৈবী মায়া প্রয়োগ করত জলের মধ্যে বাস করিতেছে ॥ ৪

মাধব! যদিও সে ছল-কপটতা বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ, তথাপি কপটতা করিয়া আর আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। যদি সমরাঙ্গণে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইঁহার সহায়তা করেন, তথাপি যুদ্ধে এই সমস্ত লোক ইহাকে নিহত হইতে দেখিবে ॥ ৫½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! মায়াবী দুর্য্যোধনের এই মায়াকে আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা নষ্ট করিয়া দিন। মায়াবী-কে মায়ার দ্বারাই বধ করা উচিত, ইহাই সত্য (যথার্থ) নীতি। ৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি বহু রচনাত্মক উপায় (কূট কৌশল) দ্বারা জলে মায়ার প্রয়োগ করত মায়াময় এই দুর্য্যোধনকে বধ করুন। ৭½

রচনাত্মক উপায়সমূহের দ্বারা ইন্দ্রও বহু সংখ্যক দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, নানাপ্রকার রচনাত্মক উপায়েই মহাত্মা শ্রীহরি বলিকে বন্ধন করিয়াছেন এবং বহু রচনাত্মক উপায়েই তিনি মহাসুর হিরণাক্ষকে বধ করিয়াছেন। ৮-৯

ক্রিয়াত্মক প্রযত্নের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। রাজন্! বৃত্রাসুরেরও বিনাশ ক্রিয়াত্মক উপায় দ্বারা হইয়াছিল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০

রাজন্! পুলস্ত্যকুমার বিপ্রবার পুত্র রাবণ নামক রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা ক্রিয়াত্মক উপায় এবং যুক্তিযুক্ত কৌশল অবলম্বনে জ্ঞাতি, বান্ধব ও অনুগামীদিগের সহিত নিহত হইয়াছে। সেইরূপ আপনিও পরাক্রম প্রকাশ করুন। ১১½

ক্রিয়য়া যোগমাস্থায় তথা ত্বমপি বিক্রম।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতৌ ময়া রাজন্ পুরাতনৌ॥ ১২
তারকশ্চ মহাদৈত্যো বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
বাতাপিরিল্বলশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ তথা বিভো॥ ১৩
সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ ক্রিয়য়ৈব নিষূদিতৌ।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ ত্রিদিবং ভুজ্যতে বিভো॥ ১৪
ক্রিয়া বলবতী রাজন্ নান্যৎ কিঞ্চিদ্ যুধিষ্ঠির।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব রাক্ষসাঃ পার্থিবাস্তথা॥ ১৫
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতাঃ ক্রিয়াং তস্মাৎ সমাচর

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন পাণ্ডবঃ সংশিতব্রতঃ॥ ১৬
জলস্থং তং মহারাজ তব পুত্রং মহাবলম্।
অভ্যভাষত কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ভারত॥ ১৭
সুযোধন কিমর্থোঽয়মারম্ভোঽপ্সু কৃতস্ত্বয়া।
সর্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িত্বা স্বকুলঞ্চ বিশাম্পতে॥ ১৮
জলাশয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য বাঞ্ছন্ জীবিতমাত্মনঃ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব সহাস্মাভিঃ সুযোধন॥ ১৯
স তে দর্পো নরশ্রেষ্ঠ স চ মানঃ ক্ব তে গতঃ।
যস্ত্বং সংস্তভ্য সলিলং ভীতো রাজন্ ব্যবস্থিতঃ॥ ২০
সর্বে ত্বাং শূর ইত্যেবং জনা জল্পন্তি সংসদি।
ব্যর্থং তদ্ ভবতো মন্যে শৌর্য্যং সলিলশায়িনঃ॥ ২১
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব ক্ষত্রিয়োঽসি কুলোদ্ভবঃ।
কৌরবেয়ো বিশেষেণ কুলং জন্ম চ সংস্মর॥ ২২
স কথং কৌরবে বংশে প্রশংসন্ জন্ম চাত্মনঃ
যুদ্ধাদ্ ভীতস্ততস্তোয়ং প্রবিশ্য প্রতিতিষ্ঠসি॥ ২৩
অযুদ্ধমব্যবস্থানং নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং রণে রাজন্ পলায়নম্॥ ২৪
কথং পারমগত্বা হি যুদ্ধে ত্বং বৈ জিজীবিষুঃ।
ইমান্ নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄংস্তথা।
সম্বন্ধিনো বয়স্যাংশ্চ মাতুলান্ বান্ধবাংস্তথা।
ঘাতয়িত্বা কথং তাত হ্রদে তিষ্ঠসি সাম্প্রতম্॥ ২৫-২৬

হে রাজন্! পুরাকালে মহাদৈত্য তারক এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তকে আমি ক্রিয়াত্মক উপায় সমূহের দ্বারা বিনাশ করিয়াছি। ১২½

প্রভো! বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা ও সুন্দ-উপসুন্দ নামক অসুরগণও কার্য্য-কৌশলের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ক্রিয়াত্মক উপায়েই ইন্দ্র স্বর্গের রাজ্য ভোগ করিতেছেন॥ ১৩-১৪

রাজন্! কার্য্য-কৌশলই বলবান্, অপর কোন বস্তু নহে। যুধিষ্ঠির! দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং বহুসংখ্যক ভূপাল ক্রিয়াত্মক উপায় সমূহে বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনিও ক্রিয়াত্মক উপায়ই অবলম্বন করুন। ১৫½

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভরতনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর উত্তম ও কঠোর ব্রতপালনকারী পাণ্ডুকুমার কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির জলে অবস্থিত আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। ১৬-১৭

প্রজানাথ সুযোধন! তুমি কি জন্য জলমধ্যে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছ? সমস্ত ক্ষত্রিয়বৃন্দ এবং নিজের বংশকে নষ্ট করাইয়া আজ নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। রাজা সুযোধন! তুমি উঠ এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। ১৮-১৯

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! তোমার সেই পূর্ব্বের দর্প এবং অভিমান কোথায় চলিয়া গিয়াছে? যে জন্য তুমি ভীত হইয়া জলকে স্তম্ভিত করত এখানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ? ২০

সভায় সকল লোক তোমাকে শৌর্য্যশালী বীর বলিয়া কহিয়া থাকে! যখন তুমি ভীত হইয়া জলে শয়ন করিয়াছ তখন তোমার সেই তথাকথিত শৌর্য্যকে আমি ব্যর্থ বলিয়া মনে করি॥ ২১

রাজন্! উঠ, যুদ্ধ কর; কারণ, তুমি কুলীন ক্ষত্রিয়, কুরু সন্তান। নিজের কুল ও জন্মের কথা তুমি একবার স্মরণ কর।

তুমি কৌরব-বংশে উৎপন্ন হওয়ায় নিজের জন্মকে প্রশংসা করিয়া থাক। তবে কেন আজ যুদ্ধ হইতে ভীত হইয়া জলে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ? ২৩

হে রাজন্! যুদ্ধ না করা অথবা যুদ্ধে স্থির না থাকিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলাইয়া যাওয়া—ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। অনার্য্য পুরুষই এরূপ কুপথের আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে স্বর্গ লাভ হয় না॥ ২৪

যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া তোমার জীবিত থাকিবার ইচ্ছা কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাত! রণাঙ্গনে পতিত পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য কিংবা পিতৃতুল্য শ্বশুরাদিকে দেখিয়া সম্বন্ধী, বয়স্য, মাতুল ও বন্ধু-বান্ধবগণকে বধ করাইয়া এই সময় হ্রদে অবস্থান করিতেছ? ২৫-২৬

শূরমানী চ শূরস্ত্বং মৃষা বদসি ভারত।
শূরোঽহমিতি দুর্বুদ্ধে সর্বলোকস্য শৃণ্বতঃ ॥ ২৭
ন হি শূরাঃ পলায়ন্তে শত্রূন্ দৃষ্ট্বা কথঞ্চন।
ব্রূহি বা ত্বং যয়া বৃত্ত্যা শূর ত্যজসি সঙ্গরম্ ॥ ২৮
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব বিনীয় ভয়মাত্মনঃ।
ঘাতয়িত্বা সর্বসৈন্যং ভ্রাতৄংশ্চৈব সুযোধন ॥ ২৯
নেদানীং জীবিতে বুদ্ধিঃ কার্য্যা ধর্মচিকীর্ষয়া।
ক্ষত্রধর্মমুপাশ্রিত্য ত্বদ্বিধেন সুযোধন ॥ ৩০
যৎ তু কর্ণমুপাশ্রিত্য শকুনিং চাপি সৌবলম্।
অমর্ত্য ইব সম্মোহাৎ ত্বমাত্মানং ন বুদ্ধবান্ ॥ ৩১
তৎ পাপং সুমহৎ কৃত্বা প্রতিযুধ্যস্ব ভারত।
কথং হি ত্বদ্বিধো মোহাদ্ রোচয়েত পলায়নম্ ॥ ৩২
ক্ব তে তৎ পৌরুষং যাতং ক্ব চ মানঃ সুযোধন।
ক্ব চ বিক্রান্ততা যাতা ক্ব চ বিস্ফূর্জিতং মহৎ ॥ ৩৩
ক্ব তে কৃতাস্ত্রতা যাতা কিঞ্চ শেষে জলাশয়ে।
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব ক্ষত্রধর্মেণ ভারত ॥ ৩৪
অস্মাংস্তু বা পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ভূমৌ স্বপ্স্যসি ভারত ॥ ৩৫
এষ তে পরমো ধর্মঃ সৃষ্টো ধাত্রা মহাত্মনা।
তং কুরুষ্ব যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ ॥ ৩৬

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ ধর্মপুত্রেণ ধীমতা।
সলিলস্থস্তব সুত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭

দুর্যোধন উবাচ।

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ যদ্ভীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ।
ন চ প্রাণভয়াদ্ ভীতো ব্যপযাতোঽস্মি ভারত ॥ ৩৮
অরথশ্চানিষঙ্গী চ নিহতঃ পার্ষ্ণিসারথিঃ।
একশ্চাপ্যগণঃ সংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥ ৩৯

তুমি ত' নিজেকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে কর, কিন্তু তুমি বীর নও। ভরতবংশের দুর্মতি নরেশ! তুমি সকল লোকের শ্রুতিগোচরে বৃথা এই কথা বলিলে যে, আমি শৌর্য্যশালী বীর॥ ২৭

যাহারা বীর, তাহারা কখনও শত্রুদিগকে দেখিয়া পলায়ন করে না। নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানকারী দুর্যোধন! তুমি বল, কোন্ বৃত্তির আশ্রয় লইয়া তুমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছ? ২৮

অতএব তুমি নিজের ভয় দূর করিয়া উঠ এবং যুদ্ধ কর। সুযোধন! ভ্রাতা এবং সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করাইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে ধর্ম্মসম্পাদনের ইচ্ছায় এই সময় কেবল নিজের প্রাণ রক্ষা করা উচিত হইবে না।। ২৯-৩০

তুমি যে কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মোহবশতঃ নিজেকে নিজে অজর-অমর বলিয়া মনে করিয়াছিলে, নিজেকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতে না, তুমি সেই মহাপাপ করিয়া এখন যুদ্ধ করিতেছ না কেন? ভারত! উঠ, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। তোমার ন্যায় বীরপুরুষ মোহবশতঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন-পূর্ব্বক পলায়নকে কিরূপে স্বীকার করিবে? ৩১-৩২

সুযোধন! তোমার সেই পৌরুষ কোথায় গেল? কোথায় যাইল তোমার অভিমান? তোমার পরাক্রম কোথায় গেল? তোমার সেই তর্জন-গর্জন? এবং কোথায় তোমার সেই অস্ত্র-বিদ্যার জ্ঞান? এই সময় তুমি জলাশয়ে শয়ন করিয়া আছ কেন? ভারত! তুমি উঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ কর॥ ৩৩-৩৪

হে ভারত! আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য রণাঙ্গনে শয়ন কর॥ ৩৫

বিধাতা তোমার জন্য এই উত্তম ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম যথাযথরূপে পালন কর। মহারথী বীর! তুমি প্রকৃত রাজা হও (রাজোচিত পরাক্রম প্রকাশ কর)॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর জলের মধ্যে অবস্থিত আপনার পুত্র দুর্যোধন এই কথা বলিলেন॥ ৩৭

দুর্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! কোনও প্রাণীর মনে যদি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে; কিন্তু ভরতনন্দন! আমি প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া এখানে চলিয়া আসি নাই॥ ৩৮

আমার নিকট রথ নাই এবং তরবারিও নাই। আমার পার্শ্বরক্ষকও নিহত হইয়াছে। আমার সৈন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধস্থলে আমি একক হইয়া পড়িয়াছি; এই অবস্থায় আমার কিছুকাল বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হয়॥ ৩৯

ন প্রাণহেতোর্ন ভয়ান্ন বিষাদাদ্ বিশাম্পতে।
ইদমন্তঃ প্রবিষ্টোঽস্মি শ্রমাৎ ত্বিদমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৪০
ত্বং চাশ্বসিহি কৌন্তেয় যে চাপ্যনুগতাস্তব।
অহমুত্থায় বঃ সর্ব্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্বস্তা এব সর্ব্বে স্ম চিরং ত্বাং মৃগয়ামহে।
তদিদানীং সমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্বেহ সুযোধন ॥ ৪২
হত্বা বা সমরে পার্থান্ স্ফীতং রাজ্যমবাপ্নুহি।
নিহতো বা রণেঽস্মাভির্বীরলোকমবাপ্স্যসি ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন উবাচ।

যদর্থং রাজ্যমিচ্ছামি কুরূণাং কুরুনন্দন।
ত ইমে নিহতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরো মে জনেশ্বর ॥ ৪৪
ক্ষীণরত্নাঞ্চ পৃথিবীং হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্।
ন হ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্ ॥ ৪৫

অদ্যাপি ত্বহমাশংসে ত্বাং বিজেতুং যুধিষ্ঠির।
ভঙ্‌ক্ত্বা পাঞ্চাল-পাণ্ডুনামুৎসাহং ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
ন ত্বিদানীমহং মন্যে কার্য্যং যুদ্ধেন কর্হিচিৎ।
দ্রোণে কর্ণে চ সংশান্তে নিহতে চ পিতামহে ॥ ৪
অস্ত্বিদানীমিং রাজন্ কেবলা পৃথিবী তব।
অসহায়ো হি কো রাজা রাজ্যমিচ্ছেৎ প্রশাসিতুম্
সুহৃদস্তাদৃশান্ হিত্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄনপি।
ভবদ্ভিশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥ ৪
অহং বনং গমিষ্যামি হ্যজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ।
রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ॥ ৫
হতবান্ধবভূয়িষ্ঠা হতাশ্বা হতকুঞ্জরা।
এষা তে পৃথিবী রাজন্ ভুঙ্‌ক্ষ্বৈনাং বিগতজ্বরঃ ॥
বনমেব গমিষ্যামি বসানো মৃগচর্ম্মণা।
ন হি মে নির্জনস্যাস্তি জীবিতেঽদ্য স্পৃহা বিভো

প্রজানাথ! না প্রাণরক্ষার জন্য, না কাহারও ভয় এবং না বিষাদের জন্য এই জলে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কেবল ক্লান্তিবশতঃ আমি এরূপ কার্য্য করিয়াছি ॥ ৪০

কুন্তীকুমার! তুমিও কিছুকাল বিশ্রাম কর। তোমার অনুগামী সেবকগণও বিশ্রাম করুক। তারপর আমি উত্থিত হইয়া সমরাঙ্গণে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! আমরা সকলে বিশ্রাম করিয়াছি এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছি; এই জন্য তুমি উঠ এবং এখানেই যুদ্ধ কর ॥ ৪২

সংগ্রামে সমস্ত পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ কর অথবা রণাঙ্গনে আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া বীরবৃন্দের যোগ্য পুণ্যলোকে গমন কর ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কুরুনন্দন নরেশ্বর! আমি যাহাদের জন্য কৌরবগণের রাজ্য কামনা করিতেছিলাম, সেই আমার সকল ভ্রাতা নিহত হইয়াছে। ভূমণ্ডলের সমস্ত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ-গণ বিনষ্ট হইয়াছে। এখানকার সকল রত্নই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব বিধবা স্ত্রীর ন্যায় শ্রীহীন এই পৃথিবীকে উপভোগ করিবার জন্য আমার অল্পও উৎসাহ নাই ॥ ৪৪-৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমি আজও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উৎসাহ ভঙ্গ করত তোমাকে জয় করিবার আশা রাখি ॥ ৪৬

কিন্তু যখন দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ চিরকালের জন্য শান্ত যাইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম মৃতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হই তখন আমার মতে এই যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন রহিল না

রাজন্! এখন এই শূন্য পৃথিবী তোমারই অধিকারে থা কোন রাজা সহায়কগণ-রহিত হইয়া রাজ্য শাসন ক ইচ্ছা করিতে পারে? ৪৮

সেইরূপ হিতৈষী সুহৃৎ, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের দ্বারা রাজ্য হইলে পর আমার ন্যায় কোন পুরুষ আর জীবিত থা পারে? ৪৯

ভরতনন্দন! আমি মৃগচর্ম্ম ধারণ করত বনে যাইব। নিজের পক্ষের সমস্ত লোকগণ নিহত হওয়ায় এই রাজ্যে আমার অল্পও অনুরাগ নাই ॥ ৫০

রাজন্! এই পৃথিবী, যেখানে আমার সকল ভ্রাতা অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তোমারই অ হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ইহাকে উপভোগ কর। ৫

প্রভো! আমি ত' দুই খণ্ড মৃগচর্ম্ম ধারণ করত বনে যাইব। যখন আমার আর স্বজন বলিতে কেহ রহিল না, আমারও এই জীবনকে সুরক্ষিত রাখিবার কোন নাই ॥ ৫২

গচ্ছ ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজেন্দ্র পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্।
হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবৃত্তির্যথাসুখম্ ॥ ৫৩

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনং তব সুতং সলিলস্থং মহাযশাঃ।
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যমভাষত যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আর্ত্তপ্রলাপাম্মা তাত সলিলস্থঃ প্রভাষিথাঃ।
নৈতন্মনসি মে রাজন্ বাশিতং শকুনেরিব ॥৫৫
যদি বাপি সমর্থঃ স্যাস্ত্বং দানায় সুযোধন।
নাহমিচ্ছেয়মবনিং ত্বয়া দত্তাং প্রশাসিতুম্ ॥ ৫৬
অধর্মেণ ন গৃহ্নীয়াং ত্বয়া দত্তাং মহীমিমাম্।
ন হি ধর্মঃ স্মৃতো রাজন্ ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ ॥ ৫৭
ত্বয়া দত্তাং ন চেচ্ছেয়ং পৃথিবীমখিলামহম্।
ত্বাং তু যুদ্ধে বিনির্জিত্য ভোক্তাস্মি বসুধামিমাম্ ৫৮
অনীশ্বরশ্চ পৃথিবীং কথং ত্বং দাতুমিচ্ছসি।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী রাজন্ কিন্ন দত্তা তদৈব হি ॥ ৫৯
ধর্মতো যাচমানানাং প্রশমার্থং কুলস্য নঃ।
বার্ষ্ণেয়ং প্রথমং রাজন্ প্রত্যাখ্যায় মহাবলম্ ॥ ৬০
কিমিদানীং দদাসি ত্বং কো হি তে চিত্তবিভ্রমঃ।
অভিযুক্তস্তু কো রাজা দাতুমিচ্ছেদ্ধি মেদিনীম্ ॥৬১
ন ত্বমদ্য মহীং দাতুমীশঃ কৌরবনন্দন।
আচ্ছেত্তুং বা বলাদ্ রাজন্ স কথং দাতুমিচ্ছসি ॥ ৬২
মাং তু নির্জিত্য সংগ্রামে পালয়েমাং বসুন্ধরাম্।
সূচ্যগ্রেণাপি যদ্ ভূমেরপি ভিদ্যেত ভারত ॥ ৬৩
তন্মাত্রমপি তন্মহ্যং ন দদাতি পুরা ভবান্।
স কথং পৃথিবীমেতাং প্রদদাসি বিশাম্পতে ॥ ৬৪
সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূর্বং স কথং ত্যজসি ক্ষিতিম্।
এবমৈশ্বর্য্যমাসাদ্য প্রশাস্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! যাও, যাহার রক্ষক নিহত হইয়াছে, যোদ্ধারা নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত রত্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই এই পৃথিবীকে তুমি আনন্দের সহিত উপভোগ কর; কারণ, তোমার জীবিকা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির এই বাক্য শ্রবণ করত জলে অবস্থিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! তুমি জলে থাকিয়া আর্ত্ত মানুষের ন্যায় প্রলাপ করিও না। তাত! শকুনির রবের ন্যায় তোমার এই বাক্য আমার মনে কোন রেখাপাত করিতেছে না ॥ ৫৫

সুযোধন! যদি তুমি ইহা দান করিতে সমর্থ হইতে, তথাপি আমি তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে শাসন করিবার ইচ্ছা পোষণ করি না ॥ ৫৬

রাজন্! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে আমি অধর্মপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিব না; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ করা ধর্ম বলিয়া কথিত হয় নাই ॥ ৫৭

তোমার দেওয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করিয়া এই বসুধাকে উপভোগ করিব ॥ ৫৮

এখন তুমি নিজেই এই পৃথিবীর অধীশ্বর নও, সুতরাং ইহাকে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছ কেন? রাজন্! যখন আমরা বংশে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পূর্ব্বে ধর্মানুসারে আমাদেরই রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই সময় তুমি কেন এই পৃথিবী আমাদের প্রদান কর নাই? ৫৯½

হে রাজন্! পূর্ব্বে বৃষ্ণিবংশভূষণ মহাবল শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাকে পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া এই সময় কেন দান করিতেছ? তোমার চিত্তে কেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইল? ৬০½

যে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত, এরূপ কোন রাজা কাহাকেও ভূমি-দান করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে? কৌরবনন্দন রাজন্! এখন তুমি কাহাকেও এই পৃথিবী দান করিতে পার না এবং বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিতেও পার না। এরূপ অবস্থায় তোমার ভূমি-দানের ইচ্ছা কেন হইল? ৬১-৬২

আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া তুমি এই পৃথিবী পালন কর। ভারত! পূর্ব্বে তুমি সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি ছেদ করা যাইতে পারে, ততটুকু পরিমাণ ভূমিও আমাকে দিতে ইচ্ছুক হও নাই। প্রজানাথ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কেন দান করিতেছ? ৬৩-৬৪

পূর্ব্বে ত' তুমি সূচীর অগ্রভাগ পরিমিত ভূমিও ত্যাগ করিতে অভিলাষী হও নাই, এখন সমগ্র পৃথিবীকেই কেন ত্যাগ

কো হি মূঢ়ো ব্যবস্যেত শত্রোর্দাতুং বসুন্ধরাম্ ।
ত্বং তু কেবলমৌর্খ্যেণ বিমূঢ়ো নাববুধ্যসে ॥ ৬৬
পৃথিবীং দাতুকামোঽপি জীবিতেন বিমোক্ষ্যসে ।
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিম্যাম্ ॥ ৬৭
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ব্রজ লোকাননুত্তমান্ ।
আবয়োর্জীবতো রাজন্ ময়ি চ ত্বয়ি চ ধ্রুবম্ ॥ ৬৮
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে নৌ ভবিষ্যতি ।
জীবিতং তব দুষ্প্রজ্ঞ ময়ি সম্প্রতি বর্ততে ॥ ৬৯
জীবয়েয়মহং কামং ন তু ত্বং জীবিতুং ক্ষমঃ ।
দহনে হি কৃতো যত্নস্ত্বয়াস্মাসু বিশেষতঃ ॥ ৭০
আশীবিষৈর্বিষৈশ্চাপি জলে চাপি প্রবেশনৈঃ ।
ত্বয়া বিনিকৃতা রাজন্ রাজ্যস্য হরণেন চ ॥ ৭১
অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনৈর্দ্রৌপদ্যাঃ কর্ষণেন চ ।
এতস্মাৎ কারণাৎ পাপ জীবিতং তে ন বিদ্যতে ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব যুদ্ধে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।
এবং তু বিবিধা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।
কীর্তয়ন্তি স্ম তে বীরাস্তত্র তত্র জনাধিপ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসি[কাং]
শল্যপর্বান্তর্গত-গদাপর্বণি সুযোধন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

করিতেছ? এরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ করত এই পৃথিবী শাসন করিয়া কোন মূর্খ পুরুষ শত্রুর হস্তে সেই পৃথিবীকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়? ৬৫½

তুমি ত' কেবল মূর্খতাবশতঃ নিজের বিবেককে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছ; সেই জন্য ইহা বুঝিতে পারিতেছ না যে, আজ এই ভূমি দানের ইচ্ছা করিলেও তোমাকে নিজের জীবন-ত্যাগ করিতেই হইবে। ৬৬½

আমাদিগকে পরাজিত করিয়া হয় তুমি এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া উত্তম লোক-সমূহে গমন কর। ৬৭½

রাজন্! আমি ও তুমি উভয়ে জীবিত থাকিতে আমাদের জয়লাভ সম্বন্ধে চিরকালের জন্য সকল প্রাণীর মধ্যেই সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। ৬৮½

দুর্মতি দুর্য্যোধন! এই সময় তোমার জীবন আমার অধীনস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমি ইচ্ছানুসারে তো[মাকে] জীবনদান করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় জীবিত থা[কিতে] পারিবে না। ৬৯½

তোমার মনে পড়ে কি? তুমি আমাদের দগ্ধ করিবা[র জন্য] বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলে ভীমসেনকে বিষধর সর্প [দ্বারা] দংশন করাইয়াছিলে, বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে [জলে] নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলে, আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া আমাদের প্রতারিত করিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে বহু কটু[বাক্য] শুনাইয়াছিলে এবং তাহার কেশ ধরিয়া টানিতে টানিতে [সভায়] আনাইয়াছিলে, পাপী দুর্য্যোধন! এই সব কারণে তো[মার] জীবন প্রায় নষ্টই হইয়া গিয়াছে। উঠ, উঠ, যুদ্ধ কর; [ইহাতে] তোমার কল্যাণই হইবে ৭০-৭২½

হে নরাধিপ! সেই বিজয়ী বীর পাণ্ডবগণ সেখানে [এই] বারংবার নানাপ্রকার কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(যুধিষ্ঠিরবাক্যেন হ্রদাদ্ নির্গত্য কেনচিৎ পাণ্ডবেন সহ যুদ্ধং কর্তুং দুর্যোধনস্যোদ্যোগঃ ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

এবং সন্তর্জ্জ্যমানস্তু মম পুত্রো মহীপতিঃ ।
প্রকৃত্যা মন্যুমান্ বীরঃ কথমাসীৎ পরন্তপঃ ॥ ১
ন হি সন্তর্জনা তেন শ্রুতপূর্বা কথঞ্চন ।
রাজভাবেন মান্যশ্চ সর্বলোকস্য সোঽভবৎ ॥ ২
যস্যাতপত্রচ্ছায়াপি স্বকা ভানোস্তথা প্রভা ।
খেদায়ৈবাভিমানিত্বাৎ সহেৎ সৈবং কথং গিরঃ ॥ ৩
ইয়ঞ্চ পৃথিবী সর্বা সম্লেচ্ছাটবিকা ভৃশম্ ।
প্রসাদাদ্ ধ্রিয়তে যস্য প্রত্যক্ষং তব সঞ্জয় ॥ ৪
স তথা তর্জ্জ্যমানস্তু পাণ্ডুপুত্রৈর্বিশেষতঃ ।
বিহীনশ্চ স্বকৈর্ভৃত্যৈর্নির্জনে চাবৃতো ভৃশম্ ॥ ৫
স শ্রুত্বা কটুকা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।
কিমব্রবীৎ পাণ্ডবেয়াংস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ ।

তর্জ্জ্যমানস্তদা রাজন্নুদকস্থস্তবাত্মজঃ ।
যুধিষ্ঠিরেণ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতেন হ ॥ ৭
শ্রুত্বা স কটুকা বাচো বিষমস্থো নরাধিপঃ ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সলিলস্থঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
সলিলান্তর্গতো রাজা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ ।
মনশ্চকার যুদ্ধায় রাজানং চাভ্যভাষত ॥ ৯
যূয়ং সসুহৃদঃ পার্থাঃ সর্বে সরথ-বাহনাঃ ।
অহমেকঃ পরিদ্যূনো বিরথো হতবাহনঃ ॥ ১০
আত্তশস্ত্রৈ রথোপেতৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ ।
কথমেকঃ পদাতিঃ সন্নশস্ত্রো যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ১১
একৈকেন তু মাং যূয়ং যোধয়ধ্বং যুধিষ্ঠির ।
ন হ্যেকো বহুভির্বীরৈর্ন্যায্যো যোধয়িতুং যুধি ॥ ১২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের বাক্যে হ্রদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কোন এক পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধনের উদ্যোগ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! শত্রুতাপন আমার বীর পুত্র দুর্যোধন স্বভাবতঃই ক্রোধী ছিল। যখন যুধিষ্ঠির তাহাকে এই ভাবে তিরস্কার করিল, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হইল ? ১

সে পূর্ব্বে কখনও কাহার নিকট হইতে এরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে নাই ; কারণ, সে রাজা বলিয়া সকলেরই সম্মানের পাত্র ছিল ॥ ২

অভিমানী ছিল বলিয়া যাহার মনে নিজের ছত্রের ছায়া ও সূর্য্যের প্রভাও খেদ উৎপন্ন করিত, সে এরূপ কঠোর বাক্য কি ভাবে সহ্য করিতেছিল ? ৩

সঞ্জয়! তুমি ত' প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছ যে, এই ম্লেচ্ছ ও বন্য জাতিগণের সহিত সম্পূর্ণ পৃথিবী দুর্য্যোধনের করুণাতেই জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ৪

সেই সময় দুর্য্যোধন নিজ ভৃত্যগণরহিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নির্জন স্থানে শত্রুদের দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। এই অবস্থায় বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ যখন তাহাকে কটু বাক্য শুনাইতে লাগিল, তখন শত্রুদের বিজয়যুক্ত সেই কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে কি বলিল ? ৫-৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজাধিরাজ! রাজন্! সেই সময় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত যুধিষ্ঠির যখন এরূপ তিরস্কার করিলেন, তখন জলে অবস্থিত আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এই কঠোর বাক্যসকল শ্রবণ করত সেই বিষম পরিস্থিতিতে বারংবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি জলের মধ্যেই অবস্থান করত পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বয় সঞ্চালিত করিতে করিতে মনে মনে যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭-৯

তোমরা সকলে নিজ হিতৈষী সুহৃদগণকে সঙ্গে আনিয়াছ! তোমাদের রথ ও বাহন সকলও আছে। কিন্তু আমি একাকী, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত, রথহীন ও বাহনশূন্য ॥ ১০

তোমরা সংখ্যায় অধিক। তোমরা রথে উপবিষ্ট থাকিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধারণ করত আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ সুতরাং আমি একাকী পদব্রজে অস্ত্রহীন হইয়া কিভাবে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ? ১১

যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। যুদ্ধে বহু সংখ্যক বীরের সহিত কোন একজন যোদ্ধাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায়োচিত হইবে না ॥ ১২

বিশেষতো বিকবচঃ শ্রান্তশ্চাপৎসমাশ্রিতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ শ্রান্তবাহনসৈনিকঃ ॥ ১৩
ন মে ত্বত্তো ভয়ং রাজন্ ন চ পার্থাদ্ বৃকোদরাৎ।
ফাল্গুনাদ্ বাসুদেবাদ্ বা পঞ্চালেভ্যোঽথবা পুনঃ ॥ ১৪
যমাভ্যাং যুযুধানাদ্ বা যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
একঃ সর্বানহং ক্রুদ্ধো বারয়িষ্যে যুধি স্থিতঃ ॥ ১৫
ধর্মমূলা সতাং কীর্তির্মনুষ্যাণাং জনাধিপ।
ধর্মং চৈবেহ কীর্তিঞ্চ পালয়ন্ প্রব্রবীম্যহম্ ॥১৬
অহমুত্থায় সর্বান্ বৈ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে।
অনুগম্যাগতান্ সর্বানৃতূন্ সংবৎসরো যথা ॥ ১৭
অদ্য বঃ সরথান্ সাশ্বানশস্ত্রো বিরথোঽপি সন্।
নক্ষত্রাণীব সর্বাণি সবিতা রাত্রিসংক্ষয়ে ॥ ১৮
তেজসা নাশয়িষ্যামি স্থিরীভবত পাণ্ডবাঃ।
অদ্যানৃণ্যং গমিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং যশস্বিনাম্ ॥ ১৯
বাহ্লীক-দ্রোণ-ভীষ্মাণাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
জয়দ্রথস্য শূরস্য ভগদত্তস্য চোভয়োঃ ॥ ২০
মদ্ররাজস্য শল্যস্য ভূরিশ্রবস এব চ।
পুত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥ ২১
মিত্রাণাং সুহৃদাং চৈব বান্ধবানাং তথৈব চ।
আনৃণ্যমদ্য গচ্ছামি হত্বা ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ২২
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম জনাধিপঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে ক্ষত্রধর্মং সুযোধন ॥ ২৩
দিষ্ট্যা তে বর্ততে বুদ্ধির্যুদ্ধায়ৈব মহাভুজ।
দিষ্ট্যা শূরোঽসি কৌরব্য দিষ্ট্যা জানাসি সঙ্গরম্
যস্ত্বমেকো হি নঃ সর্বান্ সঙ্গরে যোদ্ধুমিচ্ছসি।
এক একেন সঙ্গম্য যৎ তে সম্মতমায়ুধম্ ॥ ২
তৎ ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ।
স্বয়মিষ্টঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্ ॥ ২

বিশেষতঃ সেরূপ এক অবস্থায় যখন তাহার দেহে কবচ বদ্ধ নাই, যে পরিশ্রান্ত, বিপদগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত এবং যাহার বাহন ও সৈন্যরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না ॥ ১৩

রাজন্! আমার তোমার নিকট হইতে কোন ভয় নাই, এরূপ না কুন্তীপুত্র ভীমসেন হইতে, না অর্জুন হইতে, না শ্রীকৃষ্ণ হইতে এবং না পাঞ্চালগণ হইতে আমার কোন ভয় আছে। নকুল-সহদেব, সাত্যকি এবং অন্য তোমার যে যে সমস্ত সৈন্য আছে, তাহাদিগকেও আমি ভয় করি না। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে পর আমি একাকাই তোমাদের সকলকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব ॥ ১৪-১৫

হে নরেশ্বর! সজ্জন পুরুষগণের কীর্ত্তির মূল হইল ধর্ম্ম। আমি এখানে সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পালন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছি ॥ ১৬

আমি উত্থিত হইয়া রণাঙ্গনে এক একজন করিয়া তোমাদের সকলের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ সংবৎসর এক এক করিয়া অতিবাহিত ও ক্রমাগত ঋতুসকলকে গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৭

পাণ্ডবগণ! তোমরা স্থির হইয়া অবস্থান কর। আজ আমি অস্ত্রহীন ও রথহীন হইয়াও অশ্ব এবং রথের উপর উপবেশন পূর্ব্বক উপস্থিত তোমাদের সকলকে স্বীয় তেজে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিব, যেরূপ রাত্রিশেষে সূর্য্যদেব নিজ তেজে নক্ষ মণ্ডলকে অদৃশ্য করিয়া থাকেন ॥ ১৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোম করিয়া সেই যশস্বী ক্ষত্রিয়বর্গের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, মহাত্মা কর্ণ, বীরবর ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য, ভূরিশ্রবা, সুবলপুত্র শকুনি মিত্র ও সুহৃদ্গণ এবং বন্ধু-বান্ধবদিগেরও ঋণ হইতে মু করিতে পারিব। রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া নীর যাইলেন ॥ ১৯-২২½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! সৌভাগ্যের কথা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম জান। মহাবাহু দুর্য্যোধন! সৌভাগ্যবশতঃ বুদ্ধি যুদ্ধ করিতে উদ্যত আছে। কুরুনন্দন! ভাগ্যবশ বীর হইয়া জন্মলাভ করিয়াছ এবং সৌভাগ্যেরই বলে যুদ্ধ করিতেও জান ॥ ২৩-২৪

তুমি রণাঙ্গনে একাকী এক একজন করিয়া আমাদে যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তাহাই হইবে। তোমার মনোমত হইবে, তাহাই লইয়া তুমি এক করিয়া আমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ কর। আমরা দর্শক হইয়া উহা অবলোকন করিব ॥২৫½

বীর! আমি নিজেই পুনরায় তোমাকে এই অভী

হত্বৈকং ভবতো রাজ্যং হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।

দুর্য্যোধন উবাচ।

একশ্চেদ্ যোদ্ধুমাক্রন্দে শূরোঽস্ত মম দীয়তাম্ ॥ ২৭

আয়ুধানামিয়ং চাপি বৃতা ত্বৎসম্মতে গদা।

হত্বৈকং ভবতামেকঃ শক্যং মাং যোঽভিমন্যতে ॥ ২৮

পদাতির্গদয়া সংখ্যে স যুধ্যতু ময়া সহ।

বৃত্তানি রথযুদ্ধানি বিচিত্রাণি পদে পদে ॥ ২৯

ইদমেকং গদাযুদ্ধং ভবত্বদ্যাদ্ভুতং মহৎ।

অস্ত্রাণামপি পর্য্যায়ং কর্তুমিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥৩০

যুদ্ধানামপি পর্য্যায়ো ভবত্বনুমতে তব।

গদয়া ত্বাং মহাবাহো বিজেষ্যামি সহানুজম্ ॥ ৩১

পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।

ন হি মে সম্ভ্রমো জাতু শক্রাদপি যুধিষ্ঠির ॥ ৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারে মাং যোধয় সুযোধন।

এক একেন সঙ্গম্য সংযুগে গদায়া বলী ॥ ৩৩

পুরুষো ভব গান্ধারে যুধ্যস্ব সুসমাহিতঃ।

অদ্য তে জীবিতং নাস্তি যদীন্দ্রোঽপি তবাশ্রয়ঃ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ স নরশার্দূলো নামৃষ্যত তবাত্মজঃ।

সলিলান্তর্গতঃ শ্বভ্রে মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ৩৫

অথাসৌ বাক্‌প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।

বচো ন মমৃষে রাজন্নুত্তমাশ্বঃ কশামিব ॥ ৩৬

সংক্ষোভ্য সলিলং বেগাদ্ গদামাদায় বীর্য্যবান্।

অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণাম্ ॥ ৩৭

অন্তর্জলাৎ সমুত্তস্থৌ নাগেন্দ্র ইব নিঃশ্বসন্।

স ভিত্বা স্তম্ভিতং তোয়ং স্কন্ধে কৃত্বাঽঽয়সীং গদাম্ ॥ ৩৮

উদতিষ্ঠত পুত্রস্তে প্রতপন্ রশ্মিবানিব।

ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্বীং জাতরূপপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৩৯

করিতেছি যে, "তুমি যদি আমাদের একজনকেও বধ করিতে পার, তবে সম্পূর্ণ রাজ্য তোমারই হইবে অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ২৬½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—রাজন্! যদি ইহাই স্থির হয়, তবে এই মহাসমরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কোন একজন বীরকে প্রদান কর এবং তোমার সম্মতি অনুসারে একমাত্র গদাকেই আমি অস্ত্ররূপে বরণ করিলাম ॥ ২৭½

আমি আরও এই কথা জানাইতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন বীর; যে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত করিবার অভিমান করে, সে রণাঙ্গনে পদাতি হইয়া গদার দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক ॥ ২৮½

রথের বিচিত্র যুদ্ধ ত' পদে পদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজ এই এক অদ্ভুত গদাযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হউক ॥ ২৯½

মনুষ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে এক এক অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু আজ তোমার অনুমতি অনুসারে এই গদাযুদ্ধও ক্রমশঃ এক একজনের সহিত হউক ॥ ৩০½

মহাবাহো! আমি গদার দ্বারা ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমাকে; পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে এবং তোমার অপর সৈন্যদিগকেও পরাজিত করিব। যুধিষ্ঠির! আমি ইন্দ্র হইতেও কোনরূপ বিভ্রান্ত হই না ॥ ৩১-৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! সুযোধন! উঠ উঠ এবং আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি অতিশয় বলবান্, সুতরাং যুদ্ধে গদার দ্বারা তুমি একাকীই কোন এক বীরের সহিত মিলিত হইয়া নিজের পুরুষত্বের পরিচয় দাও। একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধ কর। যদি ইন্দ্রও তোমার আশ্রয়দাতা হন, তথাপি আজ তোমার প্রাণ জীবিত থাকিবে না ॥ ৩৩-৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের এই কথাকে জলে অবস্থিত আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গর্ত্তমধ্যে স্থিত বিশাল সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

রাজন্! যেরূপ শ্রেষ্ঠ অশ্ব কশার আঘাত সহ্য করে না, সেইরূপ বাক্যরূপী কশাঘাতে বারংবার পীড়িত রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যকে সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩৬

সেই পরাক্রমশালী বীর দুর্য্যোধন তীব্র বেগে স্বর্ণময় অঙ্গদ ভূষিত ও লৌহনির্ম্মিত গদা ধারণ করত জলকে ক্ষোভিত করিয়া জলের মধ্য হইতে উঠিয়া অবস্থান করিলেন এবং সর্পরাজের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭½

স্কন্ধের উপর লৌহ গদা স্থাপন করত বদ্ধ জলকে ভেদ করিয়া আপনার সেই প্রতাপশালী পুত্র দুর্য্যোধন সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইলেন ॥ ৩৮½

ইহার পর মহাবল বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধন লৌহনির্ম্মিত ও স্বর্ণ ভূষিত ভারী গদা হস্তে ধারণ করিলেন ॥ ৩৯½

গদাং পরামৃশদ্ ধীমান্ ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
গদাহস্তং তু তং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্ ॥ ৪০
প্রজানামিব সংক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্।
সগদো ভারতো ভাতি প্রতপন্ ভাস্করো যথা ॥ ৪১
তমুত্তীর্ণং মহাবাহুং গদাহস্তমরিন্দমম্।
মেনিরে সর্বভূতানি দণ্ডপাণিমিবান্তকম্ ॥ ৪২
বজ্রহস্তং যথা শক্রং শূলহস্তং যথা হরম্।
দদৃশুঃ সর্বপাঞ্চালাঃ পুত্রং তব জনাধিপ ॥ ৪৩
তমুত্তীর্ণং তু সম্প্রেক্ষ্য সমহৃষ্যন্ত সর্বশঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ ॥ ৪৪
অবহাসং তু তং মত্বা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
উদ্বৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাণ্ডবান্ ॥ ৪৫
ত্রিশিখাং ভ্রূকুটীং কৃত্বা সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
প্রত্যুবাচ ততস্তান্ বৈ পাণ্ডবান্ সহকেশবান্ ॥ ৪৬

দুর্যোধন উবাচ।
অবহাসস্য ফলং প্রতিভোক্ষ্যথ পাণ্ডবাঃ।
গমিষ্যথ হতাঃ সদ্যঃ সপাঞ্চালা যমক্ষয়ম্ ॥ ৪৭
সঞ্জয় উবাচ।
উত্থিতস্তু জলাৎ তস্মাৎ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অতিষ্ঠত গদাপাণী রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥ ৪৮
তস্য শোণিতদিগ্ধস্য সলিলেন সমুক্ষিতম্।
শরীরং স্ম তদা ভাতি স্রবন্নিব মহীধরঃ ॥ ৪৯
তমুদ্যতগদং বীরং মেনিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
বৈবস্বতমিব ক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥ ৫০
স মেঘনিনদো হর্ষান্নর্দন্নিব চ গোবৃষঃ।
আজুহাব ততঃ পার্থান্ গদয়া যুধি বীর্যবান্ ॥ ৫১
দুর্যোধন উবাচ।
একৈকেন চ মাং যূয়মাসীদত যুধিষ্ঠির।
ন হ্যেকো বহুভির্ন্যায্যো বীরো যোধয়িতুং যুধি

হস্তে গদাধারণকারী দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণ সেইভাবে দর্শন করিলেন, যেন উহা শিখরযুক্ত এক পর্ব্বত অথবা জীবগণের উপর কুপিত হইয়া হস্তে ত্রিশূল ধারণ করত রুদ্রদেব দণ্ডায়মান আছেন ॥ ৪০-২

এই গদাধারী ভরতবংশধর বীর তাপদানরত সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। শত্রুদমনকারী মহাবাহু দুর্য্যোধনকে হস্তে গদাধারণ করত জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, যেন সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যম আবির্ভূত হইয়াছেন। ৪১-৪২

হে নরাধিপ! সমস্ত পাঞ্চালগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বজ্রধারী ইন্দ্র ও ত্রিশূলধারী রুদ্রদেবের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

তাঁহাকে জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং পরস্পর করমর্দ্দন করিতে বা হাতাতালি দিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! তাঁহাদের এই করমর্দ্দনকে দুর্য্যোধন নিজের পক্ষে উপহাস বলিয়া মনে করিলেন। সেইহেতু ক্রোধে চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া পাণ্ডবদের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন তাহাদের দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪৫

তিনি নিজের ভ্রূকুটিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দন্ত সকলের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করত শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণকে এ বলিলেন ॥ ৪৬

দুর্য্যোধন বলিলেন,—পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ! এই উপ ফল তোমাদের এখনই ভোগ করিতে হইবে। আমার নিহত হইয়া তোমরা তৎক্ষণাৎ যমলোকে গমন করিবে ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জল হইতে উত্থিত হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক অবস্থান ক লাগিলেন। তখনও তিনি রক্তে আপ্লুত ছিলেন। ৪৮

সেই সময় রক্তে আপ্লুত দুর্য্যোধনের শরীর জলে আর্দ্র জলের স্রোতবাহী পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥

সেখানে হস্তে গদা উত্তোলিত করিয়া বীর দুর্য্যোধনকে পা গণ ক্রুদ্ধ যমরাজ এবং ত্রিশূল লইয়া অবস্থিত রুদ্রের ন্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

সেই পরাক্রমশালী বীর দুর্য্যোধন গর্জনকারী বৃষের মেঘতুল্য গম্ভীর গর্জন করিতে করিতে হর্ষের সহিত গ করিবার জন্য পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন। ৫১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তোমরা এক এ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এস, কারণ, ধ কোন এক বীর যোদ্ধাকে বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধার সহি করিতে বাধ্য করা ন্যায় সঙ্গত হইবে না ॥ ৫২

স্তবর্মা বিশেষেণ শ্রান্তশ্চাপ্সু পরিপ্লুতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ হতবাহনসৈনিকঃ ॥ ৫৩
অবশ্যমেব যোদ্ধব্যং সর্বৈরেব ময়া সহ।
যুক্তং ত্বযুক্তমিত্যেতদ্ বেৎসি ত্বং চৈব সর্বদা ॥ ৫৪
যুধিষ্ঠির উবাচ।
মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেবং সুযোধন।
যদাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুর্যুধি মহারথাঃ ॥ ৫৫
ক্ষত্রধর্মং ভৃশং ক্রূরং নিরপেক্ষং সুনির্ঘৃণম্।
অন্যথা তু কথং হন্যুরভিমন্যুং তথা গতম্ ॥ ৫৬
সর্বে ভবন্তো ধর্মজ্ঞাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ।
ন্যায়েন যুধ্যতাং প্রোক্তা শক্রলোকগতিঃ পরা ॥ ৫৭
যদ্যেকস্তু ন হন্তব্যো বহুভির্ধর্ম এব তু।
তদাভিমন্যুং বহবো নিজঘ্নুস্ত্বন্মতে কথম্ ॥ ৫৮
সর্বো বিমৃশতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রস্থো ধর্মদর্শনম্।
পদস্থঃ পিহিতং দ্বারং পরলোকস্য পশ্যতি ॥ ৫৯
আমুঞ্চ কবচং বীর মূর্ধজান্ যময়স্ব চ।
যচ্চান্যদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত ॥ ৬০
ইমমেকঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্।
পঞ্চানাং পাণ্ডবেয়ানাং যেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ৬১
তং হত্বা বৈ ভবান্ রাজা হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।
ঋতে চ জীবিতাদ্ বীর যুদ্ধে কিং কর্ম তে প্রিয়ম্ ॥ ৬২
সঞ্জয় উবাচ।
ততস্তব সুতো রাজন্ বর্ম জগ্রাহ কাঞ্চনম্।
বিচিত্রঞ্চ শিরস্ত্রাণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৩
সোঽববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ শুভকাঞ্চনবর্মভৃৎ।
ররাজ রাজন্ পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব ॥ ৬৪
সন্নদ্ধঃ সগদো রাজন্ সজ্জঃ সংগ্রামমূর্ধনি।
অব্রবীৎ পাণ্ডবান্ সর্বান্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ॥ ৬৫

বিশেষতঃ সেইরূপ একজন বীর, যে নিজের কবচ মুক্ত করিয়া দিয়াছে, যে ক্লান্ত হইয়া জলে পরিপ্লুত হইয়া উহার মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে; যাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার বাহন ও সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে, তাহাকে বহু যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা উচিত নহে ॥ ৫৩

তোমাদের সকলের সহিত আমার অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত; কিন্তু এ বিষয়ে কি উচিত এবং কি অনুচিত, ইহা তুমি সদা অবগত আছ ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! যখন তুমি বহু সংখ্যক মহারথীর সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে সেই সময় তোমার মনে কেন এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় নি? ৫৫

প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়-ধর্ম অতিশয় ক্রূর, কাহার অপেক্ষা করে না এবং অত্যন্ত নির্দ্দয়। অন্যথা তোমরা সকলে ধর্মজ্ঞ, শৌর্য্যশালী বীর এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াও সেরূপ এক অসহায় অবস্থায় অভিমন্যুকে বধ করিতে কিভাবে সমর্থ হইলে? ৫৬½

ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী বীরগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়—ইহা কথিত আছে। বহু সংখ্যক যোদ্ধা মিলিত হইয়া কোন এক বীরকে বধ করিবে না, যদি ইহাই ধর্ম্ম হয়, তবে তোমার সম্মতিতেই অনেক মহারথী মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করিল কেন? ৫৭-৫৮

প্রায় সকল প্রাণীই যখন নিজে সঙ্কটে পতিত হয়, তখন নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকে। তারপর যখন সে নিজে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় সে পরলোকের দ্বার বন্ধ বলিয়াই দেখিতে পায় ॥ ৫৯

বীর ভরতনন্দন! তুমি কবচ ধারণ কর, নিজের কেশকে উত্তমরূপে বন্ধন কর এবং যুদ্ধের আরও যে সমস্ত সামগ্রী আছে, যাহা তোমার নিকট নাই, উহাও গ্রহণ কর ॥ ৬০

বীর! আমি পুনরায় তোমাকে এক অভীষ্ট বরদান করিতেছি; পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যে কোন একজনের সহিত যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাদের যে কোন একজনকে যদি বধ করিতে পার, তবে তুমিই রাজা হইবে অথবা যদি তুমি স্বয়ংই নিহত হও, তবে স্বর্গলোক লাভ করিবে। বীর! বল, যুদ্ধে জীবন রক্ষা ব্যতীত তোমার আর কোন প্রিয় কার্য্য আমরা করিতে পারি? ৬১-৬২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবর্ণময় কবচ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন ॥ ৬৩

মহারাজ! শিরস্ত্রাণ বদ্ধ করিয়া সুন্দর সুবর্ণময় কবচ ধারণ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবর্ণময় গিরিরাজ মেরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ৬৪

হে রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখে সুসজ্জিত হইয়া কবচ বন্ধন ও হস্তে গদা ধারণ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বলিলেন। ৬৫

ভ্রাতৃণাং ভবতামেকো যুধ্যতাং গদয়া সহ।
সহদেবেন বা যোৎস্যে ভীমেন নকুলেন বা ॥ ৬৬
অথবা ফাল্গুনেনাদ্য ত্বয়া বা ভরতর্ষভ।
যোৎস্যেঽহং সঙ্গরং প্রাপ্য বিজেষ্যে চ রণাজিরে ॥ ৬৭
অহমদ্য গমিষ্যামি বৈরস্যান্তং সুদুর্গমম্।
গদয়া পুরুষব্যাঘ্র হেমপট্টনিবদ্ধয়া ॥ ৬৮
গদাযুদ্ধে ন মে কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তীতি চিন্তয়ে।
গদয়া বো হনিষ্যামি সর্ব্বানেব সমাগতান্ ॥ ৬৯
ন মে সমর্থাঃ সর্ব্বে বৈ যোদ্ধুং ন্যায়েন কেচন।
ন যুক্তমাত্মনা বক্তুমেবং গর্ব্বোদ্ধতং বচঃ ॥
অথবা সফলং হ্যেতৎ করিষ্যে ভবতাং পুরঃ ॥ ৭০
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সত্যং বা মিথ্যা বৈতদ্ ভবিষ্যতি।
গৃহ্লাতু চ গদা যো বৈ যোৎস্যতেঽদ্য ময়া সহ ॥ ৭১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি সুযোধন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজন আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি সহদেব, নকুল, ভীমসেন, অর্জ্জুন অথবা স্বয়ং তোমার সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥৬৬½

রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আমি তোমাদের যে কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিব এবং আমার এই বিশ্বাস আছে যে আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ আমি স্বর্ণপত্রমণ্ডিত গদার দ্বারা শত্রুতার পরপারে গমন করিব, যেখানে যাওয়া অন্যের পক্ষে অতিশয় কঠিন ॥ ৬৭-৬৮

আমি এ কথা সর্ব্বদা চিন্তা করি যে, গদাযুদ্ধে কেহই আমার সমান নহে। সম্মুখে আসিলে পর আমি গদার দ্বারা তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিতে পারি ॥ ৬৯

তোমরা সকলে অথবা তোমাদের যে কোন একজন আমার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নও। আমার নিজের নিজের সম্বন্ধে এরূপ গর্বিত ও উদ্ধত বাক্য বলা উচিত নয় তথাপি বলিতে হইল কিংবা বলিবার আর কি আবশ্যক আছে? আমি তোমাদের সম্মুখেই এই সমস্ত করিয়া দেখাইব ॥ ৭০

আমার বাক্য সত্য কিংবা মিথ্যা, তাহা এই মুহূর্ত্তেই হইয়া যাইবে। আজ আমার সহিত যে কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইবে, সে গদা গ্রহণ করুক ॥ ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরস্য তিরস্কারঃ, ভীমসেনস্য প্রশংসা, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্বাগ্‌যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
এবং দুর্য্যোধনে রাজন্ গর্জমানে মুহুর্মুহুঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সংক্রুদ্ধো বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
যদি নাম হ্যয়ং যুদ্ধে বরয়েৎ ত্বাং যুধিষ্ঠির।
অর্জুনং নকুলং চৈব সহদেবমথাপি বা ॥ ২
কিমিদং সাহসং রাজংস্ত্বয়া ব্যাহৃতমীদৃশম্।
একমেব নিহত্যাজৌ ভব রাজা কুরুষ্বিতি ॥ ৩
ন সমর্থানহং মন্যে গদাহস্তস্য সংযুগে।
এতেন হি কৃতা যোগ্যা বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার, ভীমসেনের প্রশংসা এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এই কথা বলিতে বলিতে দুর্য্যোধন বারংবার গর্জন করিতে লাগিলেন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির! যদি এই দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনাকে, অর্জ্জুনকে অথবা নকুল কিংবা সহদেবকে যুদ্ধের জন্য বরণ করে, তবে কি হইবে? ॥ ২

রাজন্! আপনি কেন এরূপ দুঃসাহসপূর্ণ বাক্য বলিলেন? তুমি আমাদের যে কোন এক ভ্রাতাকে বিনাশ করত রাজা হও, অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩

আমি ইহা মনে করি না যে, আপনারা যুদ্ধে গদাধারী দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারিবেন। রাজন্! এই দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার লৌহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছে ॥ ৪½

আয়সে পুরুষে রাজন্ ভীমসেনজিঘাংসয়া।
কথং নাম ভবেৎ কার্য্যমস্মাভির্ভরতর্ষভ ॥ ৫
সাহসং কৃতবাংস্ত্বং তু হ্যনুক্রোশান্নৃপোত্তম।
নান্যমস্যানুপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে ॥ ৬
ঋতে বৃকোদরাৎ পার্থাৎ স চ নাতিকৃতশ্রমঃ।
তদিদং দ্যূতমারব্ধং পুনরেব যথা পুরা ॥ ৭
বিষমং শকুনেশ্চৈব তব চৈব বিশাম্পতে।
বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ ৮
বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ বিশিষ্যতে।
সোঽয়ং রাজংস্ত্বয়া শত্রুঃ সমে পথি নিবেশিতঃ ॥৯
ন্যস্তশ্চাত্মা সুবিষমে কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্।
কো নু সর্বান্ বিনির্জিত্য শত্রূনেকেন বৈরিণা ॥ ১০
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন চ তথা হারয়েদ্ রাজ্যমাগতম্।
পণিত্বা চৈকপাণেন রোচয়েদেবমাহবম্ ॥ ১১

ন হি পশ্যামি তং লোকে যোঽদ্য দুর্য্যোধনং রণে।
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোঽপি হি ॥ ১২
ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোঽথ ফাল্গুনঃ।
জেতুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ ১৩
স কথং বদসে শত্রুং যুধ্যস্ব গদয়েতি হি।
একঞ্চ নো নিহত্যাজৌ ভব রাজেতি ভারত ॥১৪
বৃকোদরং সমাসাদ্য সংশয়ো বৈ জয়ে হি নঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানানাং কৃতী হ্যেষ মহাবলঃ ॥ ১৫
একং বাস্মান্ নিহত্য ত্বং ভব রাজেতি বৈ পুনঃ।
নূনং ন রাজ্যভাগেষা পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাশ্চ সন্ততিঃ ॥ ১৬
অত্যন্তবনবাসায় সৃষ্টা ভৈক্ষ্যায় বা পুনঃ।

ভীমসেন উবাচ।

মধুসূদন মা কার্ষীর্বিষাদং যদুনন্দন ॥ ১৭

ভরতভূষণ! এখন আমরা আপনার কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ করিব? নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি দয়াবশতঃ এই দুঃসাহসপূর্ণ কার্য্য করিয়াছেন ॥ ৫১/২

আমি কুন্তীপুত্র ভীমসেন ব্যতীত অপর কাহাকেও এরূপ দেখিতেছি না, যে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারে; কিন্তু ভীমসেনও গদাযুদ্ধ-বিষয়ে অধিক পরিশ্রম করেন নাই ॥ ৬১/২

এই সময় আপনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় পাশাখেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রজানাথ! আপনার এই পাশাখেলা শকুনির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ॥ ৭১/২

রাজন্! এ বিষয়ে আমি মনে করি ভীমসেন বলবান্ ও সমর্থ। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ-বিষয়ে অধিক অভ্যাস করায় গদাযুদ্ধে নিপুণ। একদিকে বলবান্ এবং অপর দিকে যদি যুদ্ধাভ্যাসী থাকে, তবে অভ্যস্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ৮১/২

অতএব মহারাজ! আপনি নিজ শত্রুকে সমান পথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আপনি নিজেকে নিজেই অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও গুরুতর বিপদে পাতিত করিলেন ॥ ৯১/২

এরূপ আর কোন ব্যক্তি আছে, যে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিবার পর যখন একজনই সেখানে অবশিষ্ট রহিয়াছে, এবং সে-ও সঙ্কটে পড়িয়াছে, ইহার সহিত নিজ রাজ্যকে হস্তগত হইতে দেখিয়া সেই রাজ্যকেই পুনরায় পণ রাখিয়া পরাজিত হয় এবং এরূপ একজনের সহিত যুদ্ধ করিবার সর্ত্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হয়? ১০-১১

আমি জগতে এরূপ বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহাতে তিনি যদি দেবতাও হন, যিনি আজ রণাঙ্গনে গদাধারী দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১২

আপনি ভীমসেন, নকুল, সহদেব অথবা অর্জুন—যে কেহ ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ, রাজা দুর্য্যোধনের অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা অধিক আছে ॥ ১৩

ভারত! যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আপনি নিজের শত্রুকে এই কথা কেন বলিলেন যে, তুমি গদা দ্বারা যুদ্ধ কর এবং আমাদের যে কোন একজনকে বিনাশ করত রাজা হও ॥১৪

ভীমসেনের উপরও যদি যুদ্ধের ভার সমর্পণ করা হয়, তথাপি আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব কি না সন্দেহ আছে। কারণ, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের মধ্যে দুর্য্যোধনের অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা অধিক ॥ ১৫

এই অবস্থায় আপনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তুমি আমাদের যে কোন একজনকে বিনাশ করত রাজা হও। নিশ্চয়ই রাজা পাণ্ডু ও কুন্তীদেবীর সন্তান রাজ্য ভোগ করিবার অধিকারী নয়। বিধাতা ইহাকে অনন্ত কালপর্য্যন্ত বনবাস করিতে অথবা ভিক্ষা করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৬১/২

ভীমসেন বলিলেন,—মধুসূদন! আপনি বিষাদ করিবেন

অস্ত পারং গমিষ্যামি বৈরস্য ভৃশদুর্গমম্।
অহং সুযোধনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
বিজয়ো বৈ ধ্রুবঃ কৃষ্ণ ধর্মরাজস্য দৃশ্যতে।
অ্যধর্ধে ন গুণেনেয়ং গদা গুরুতরী মম ॥ ১৯
ন তথা ধার্তরাষ্ট্রস্য মা কার্ষীর্মাধব ব্যথাম্।
অহমেনং হি গদয়া সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ২০
ভবন্তঃ প্রেক্ষকাঃ সর্বে মম সন্তু জনার্দন।
সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ নানাশস্ত্রধরান্ যুধি ॥ ২১
যোধয়েয়ং রণে কৃষ্ণ কিমুতাদ্য সুযোধনম্।

সঞ্জয় উবাচ।

তথা সম্ভাষমাণং তু বাসুদেবো বৃকোদরম্ ॥ ২২
হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ।
ত্বামাশ্রিত্য মহাবাহো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৩
নিহতারিঃ স্বকাং দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ।
ত্বয়া বিনিহতাঃ সর্বে ধৃতরাষ্ট্রসুতা রণে ॥২৪

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নাগাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
কলিঙ্গা মাগধাঃ প্রাচ্যা গান্ধারাঃ কুরবস্তথা ॥ ২
ত্বামাসাদ্য মহাযুদ্ধে নিহতাঃ পাণ্ডুনন্দন।
হত্বা দুর্য্যোধনং চাপি প্রযচ্ছোর্বীং সসাগরাম্ ॥ ২
ধর্মরাজায় কৌন্তেয় যথা বিষ্ণুঃ শচীপতেঃ।
ত্বাঞ্চ প্রাপ্য রণে পাপো ধার্তরাষ্ট্রো বিনঙ্ক্ষ্যতি
ত্বমস্য সক্থিনী ভঙ্‌ক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যসি
যত্নেন তু সদা পার্থ যোদ্ধব্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ ॥ ২৮
কৃতী চ বলবাংশ্চৈব যুদ্ধশৌণ্ডশ্চ নিত্যদা।
ততস্তু সাত্যকী রাজন্ পূজয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥ ২
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ধর্মরাজপুরোগমাঃ।
তদ্ বচো ভীমসেনস্য সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৩০
ততো ভীমবলো ভীমো যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৩১

না। যদুনন্দন! আজ আমি শত্রুতার অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইব, যেখানে গমন করা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ১৭½

হে কৃষ্ণ! ইহাতে আমার অল্পও সংশয় নাই যে, এই যুদ্ধে আমি দুর্য্যোধনকে বধ করিব। আমি ত' ধর্ম্মরাজের সুনিশ্চিত জয় লাভ দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৮½

আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা দেড় গুণ ভারী, এরূপ গদা দুর্য্যোধনের নহে; মাধব! অতএব আপনি ব্যথিত হইবেন না। আমি সমরাঙ্গণে এই গদার দ্বারা ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি। ১৯-২০

জনার্দন! আপনারা সকলে দর্শক হইয়া আমার যুদ্ধ দেখিতে থাকুন। হে কৃষ্ণ! আমি রণাঙ্গনে নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহধারী দেবতাগণ সহ ত্রিলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; সুতরাং এই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে? ২১½

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীমসেন যখন এরূপ কথা বলিলেন; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং এরূপ কহিলেন। ২২½

মহাবাহো! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার আশ্রয় গ্রহণ করত শত্রুদিগকে সংহার করিয়া পুনরায় স্বীয় উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই তোমার দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ২৩-২৪

তুমি বহু রাজা, রাজপুত্র ও গজরাজগণকে বিনাশ কা... পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কু... যোদ্ধারাও এই মহাযুদ্ধে তোমার সম্মুখে আসিয়া... হইয়াছে ॥ ২৫½

কুন্তীকুমার! ভগবান্ বিষ্ণু শচীপতি ইন্দ্রকে ... রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তুমিও দুর্য্যোধনকে ... সমুদ্রসহ এই সমগ্রা ধরণী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পিত কর...

অবশ্যই রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হই... দুর্য্যোধন নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমি উহার দুই ... করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। ২৭½

পার্থ! কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত তোমাকে ... যুদ্ধ করিতে হইবে; কারণ, সে গদা যুদ্ধ-বিষয়ে ... বলবান্ এবং যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ২৮½

রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে ... প্রশংসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং ... যোদ্ধারা সকলেই ভীমসেনের সেই বাক্যকে অভিন... করিলেন। ২৯-৩০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর বলশালী ভীমসেন সৃঞ্জয়গণের সহিত ... কারী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ৩১

অহমেতেন সঙ্গম্য সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে।
ন হি শক্তো রণে জেতুং মামেষ পুরুষাধমঃ ॥ ৩২
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিহিতং হৃদয়ে ভৃশম্।
সুযোধনে ধার্ত্তরাষ্ট্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জুনঃ ॥ ৩৩
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব হৃচ্ছয়ম্।
নিহত্য গদয়া পাপমদ্য রাজন্ সুখী ভব ॥ ৩৪
অদ্য কীর্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যে তবানঘ।
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ মোক্ষ্যতেঽদ্য সুযোধনঃ ॥৩৫
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং ময়া হতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম যৎ তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ॥৩৬
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
উদতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ॥ ৩৭
তদাহ্বানমমৃষ্যন্ বৈ তব পুত্রোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রত্যুপস্থিত এবাশু মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৩৮
গদাহস্তং তব সুতং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥ ৩৯
তমেকাকিনমাসাদ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্।
বিযূথমিব মাতঙ্গং সমহৃষ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥ ৪০
ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।
আসীদ্ দুর্য্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে ॥ ৪১
সমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনস্তদা রাজন্ দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥ ৪২
রাজ্ঞাপি ধৃতরাষ্ট্রেন ত্বয়া চাস্মাসু যৎকৃতম্।
স্মর তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম যদ্ ভূতং বারণাবতে ॥৪৩
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতে যদ্ বিজিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥৪৪

আমি রণাঙ্গনে এই দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি। এই নরাধম যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩২

আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অত্যন্ত ক্রোধ সঞ্চিত আছে, উহা আজ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের উপর সেইভাবে নিক্ষেপ করিব, যেরূপ অর্জুন খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

পাণ্ডুনন্দন! নরেশ! আজ আমি গদার দ্বারা পাপী দুর্য্যোধনকে বধ করত আপনার হৃদয়ের কণ্টক উদ্ধার করিব; অতএব আপনি সুখী হউন ॥ ৩৪

নিষ্পাপ রাজন্! আজ আপনার কণ্ঠে কীর্ত্তিময়ী মালা পরাইব এবং আজ এই দুর্য্যোধন নিজ রাজলক্ষ্মী ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৫

আজ আমার দ্বারা পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির পরামর্শে কৃত নিজের অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিবেন ॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া ভরতবংশশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইলেন এবং যেরূপে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

মহারাজ! সেই সময় আপনার অত্যন্ত পরাক্রমশালী পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই আহ্বানকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অতিদ্রুত তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন এক মদমত্ত হস্তী অপর এক মদোন্মত্ত হস্তীর সহিত সঙ্ঘর্ষের জন্য উদ্যত হইয়াছে ॥ ৩৮

হস্তে গদাধারণ করত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সমস্ত পাণ্ডবগণ শিখরবিশিষ্ট কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

যেরূপ কোন মদমত্ত হস্তী নিজ দল হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, সেইরূপ একাকী উপস্থিত আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে পাইয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০

সেই সময় দুর্য্যোধনের কোনরূপ বিভ্রান্তি ছিল না এবং না ভয়, না গ্লানি ও না ব্যথা ছিল। তিনি যুদ্ধস্থলে সিংহের ন্যায় নির্ভয় ছিলেন ॥ ৪১

রাজন্! শিখরযুক্ত কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় গদা উত্তোলিত করিয়া অবস্থিত দুর্য্যোধনকে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪২

দুর্য্যোধন! তুমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছ ও বারণাবত-নগরে যাহা কিছু হইয়াছিল, সেই সমস্ত পাপকর্ম্মকে এখন স্মরণ কর ॥ ৪৩

দুরাত্মন্! তুমি জনপূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দান করিয়াছ, শকুনির পরামর্শ লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে ছলের দ্বারা পাশাখেলায় পরাজিত করিয়াছ এবং নিরপরাধ

যানি চান্যানি দুষ্টাত্মন্ পাপানি কৃতবানসি।
অনাগঃসু চ পার্থেষু তস্য পশ্য মহৎ ফলম্ ॥ ৪৫

ত্বৎকৃতে নিহতঃ শেতে শরতল্পে মহাযশাঃ।
গাঙ্গেয়ো ভরতশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং নঃ পিতামহঃ ॥ ৪৬

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ হতঃ শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরস্য চাদিকর্তাসৌ শকুনির্নিহতো রণে ॥ ৪৭

ভ্রাতরস্তে হতাঃ শূরাঃ পুত্রাশ্চ সহসৈনিকাঃ।
রাজানশ্চ হতাঃ শূরাঃ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ ॥ ৪৮

এতে চান্যে চ নিহতা বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রাতিকামী যথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ ॥ ৪৯

অবশিষ্টস্ত্বমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপূরুষঃ।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০

অদ্য তেঽহং রণে দর্পং সর্বং নাশয়িতা নৃপ।
রাজ্যাশাং বিপুলাং রাজন্ পাণ্ডবেষু চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৫১

কুন্তীপুত্রগণের উপর আরও অনেক পাপকর্ম্ম ও অত্যাচার করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য্যের গুরুতর অশুভ ফল আজ তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৪৪-৪৫

তোমারই কারণে আমাদের সকলের পিতামহ মহাযশস্বী গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আজ শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন ॥ ৪৬

তোমারই অপরাধে আচার্য্য দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং শত্রুতার আদিস্রষ্টা সেই শকুনি—ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন ॥ ৪৭

তোমার ভ্রাতৃগণ, বীর পুত্ররা, সৈন্যসকল এবং যুদ্ধে অনিবৃত্ত অন্য বহু সংখ্যক শৌর্য্যশালী নরপতিগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৪৮

ইঁহারা এবং আরও বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রাতিকামীও বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৯

এখন এই বংশের নাশকারী নরাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। আজ এই গদার আঘাতে তোমাকেও বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫০

হে নৃপ! আজ আমি রণাঙ্গনে তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। রাজন্! তোমার মনে রাজ্য লাভ করিবার যে তীব্র লালসা রহিয়াছে, তাহা এবং পাণ্ডবদের উপর কৃত তোমার সকল অত্যাচারও নষ্ট করিব ॥ ৫১

দুর্য্যোধন উবাচ।

কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্বাদ্য ময়া সহ।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং বৃকোদর ॥ ৫২

কিং ন পশ্যসি মাং পাপ গদাযুদ্ধে ব্যবস্থিতম্।
হিমবচ্ছিখরাকারাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৫৩

গদিনং কোঽদ্য মাং পাপ হন্তুমুৎসহতে রিপুঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানশ্চ দেবেষ্বপি পুরন্দরঃ ॥ ৫৪

মা বৃথা গর্জ কৌন্তেয় শারদাভ্রমিবাজলম্।
দর্শয়স্ব বলং যুদ্ধে যাবৎ তৎ তেঽদ্য বিদ্যতে ॥ ৫৫

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সহসৃঞ্জয়াঃ।
সর্বে সম্পূজয়ামাসুস্তদ্বচো বিজিগীষবঃ ॥ ৫৬

উন্মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ
ভূয়ঃ সংহর্ষয়ামাসু রাজন্ দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥ ৫৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—বৃকোদর! তুমি বহু বড় বড়
বলিতেছ, ইহাতে কি লাভ হইবে? আজ আমার সহি
কর। আমি তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব ॥ ৫

রে পাপী! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে,
হিমালয়ের শিখরের ন্যায় বিশাল গদা হাতে লইয়া যুদ্ধে
অবস্থান করিতেছি ॥ ৫৩

অরে পাপী! আজ এরূপ কোন্ শত্রু আছে, যে
হাতে গদা থাকিতে আমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে?
পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও আ
পরাজিত করিতে পারিবেন না ॥ ৫৪

কুন্তীপুত্র! শরৎকালের নির্ম্মল মেঘের ন্যায় বৃথা
করিও না। আজ তোমার নিকট যত বল আছে, তৎস
তুমি যুদ্ধে দেখাও ॥ ৫৫

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া জয়াভিলাষী সমস্ত পা
গণ ও সৃঞ্জয়গণও তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন

হে রাজন্! যেরূপ মদমত্ত হস্তীকে হস্ততল বাদ্য
সকল মানুষ কুপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা বার
হাততালি দিয়া রাজা দুর্য্যোধনের যুদ্ধবিষয়ক হর্ষ ও উৎ
বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি সম্প্রদীপ্যন্তে পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি ভীমসেন-দুর্য্যোধন-সংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

সেই সময় সেখানে জয়াভিলাষী পাণ্ডবদের হস্তীরা বারংবার চীৎকার এবং অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময় তাঁহাদের অস্ত্রসকলও দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্কান্তর্গত গদাপর্ব্বে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলরামস্যাগমনম্, পাণ্ডবৈস্তস্য পূজা, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্যুদ্ধারম্ভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ যুদ্ধে মহারাজ সুসংবৃত্তে সুদারুণে।
উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১

ততস্তালধ্বজো রামস্তয়োর্যুদ্ধ উপস্থিতে।
শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যয়ো রাজন্নাজগাম হলায়ুধঃ ॥ ২

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ
উপগম্যোপসংগৃহ্য বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৩

পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রুবন্।
শিষ্যয়োঃ কৌশলং যুদ্ধে পশ্য রামেতি পার্থিব ॥ ৪

অব্রবীচ্চ তদা রামো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সপাণ্ডবম্।
দুর্য্যোধনঞ্চ কৌরব্যং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥ ৫

চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ ॥ ৬

শিষ্যয়োর্বৈ গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি মাধব।
ততস্তদা গদাহস্তৌ দুর্য্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ৭

যুদ্ধভূমিং গতৌ বীরাবুভাবেব ররাজতুঃ
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পরিষ্বজ্য হলায়ুধম্ ॥ ৮

স্বাগতং কুশলং চাস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যথাতথম্।
কৃষ্ণৌ চাপি মহেষ্বাসাবভিবাদ্য হলায়ুধম্ ॥ ৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বলরামের আগমন, পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পূজা এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইতে যাইল এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ উহা দেখিবার জন্য যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন নিজ দুই শিষ্যের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর উহার সংবাদ শ্রবণ করত তালচিহ্নিত ধ্বজবিশিষ্ট হলধর বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১-২

উঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক বিধি অনুসারে পূজা করিলেন ॥ ৩

রাজন্! পূজা করিবার পর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে বলরাম! আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দর্শন করুন ॥ ৪

সেই সময় বলরাম পাণ্ডবগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তে গদা লইয়া অবস্থিত কুরুবংশজাত দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন মাধব! তীর্থযাত্রার জন্য আজ আমি বিয়াল্লিশ দিন বহির্গত হইয়াছি। আমি পুষ্যানক্ষত্রে বাহির হইয়াছিলাম এবং শ্রবণ-নক্ষত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি নিজ দুই শিষ্যের গদা-যুদ্ধ দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৫-৬½

তদনন্তর হস্তে গদা ধারণ করত দুর্য্যোধন ও ভীমসেন যুদ্ধ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। এই দুই বীর তখন সেখানে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭½

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে আলিঙ্গন করত স্বাগত জানাইলেন এবং যথোচিতরূপে তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮½

যশস্বী মহাধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বলরামকে প্রণাম করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৯½

সম্বন্ধাতে পরিপ্রীতৌ প্রীয়মাণৌ যশস্বিনৌ।
মাদ্রীপুত্ত্রৌ তথা শূরৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ১০
অভিবাদ্য স্থিতা রাজন্ রৌহিণেয়ং মহাবলম্ ।
ভীমসেনোঽথ বলবান্ পুত্রস্তব জনাধিপ ॥ ১১
তথৈব চোদ্যতগদৌ পূজয়ামাসতুর্বলম্ ।
স্বাগতেন চ তে তত্র প্রতিপূজ্য সমন্ততঃ ॥ ১২
পশ্য যুদ্ধং মহাবাহো ইতি তে রামমব্রুবন্ ।
এবমূচুর্মহাত্মানং রৌহিণেয়ং নরাধিপাঃ ॥ ১৩
পরিষ্বজ্য তদা রামঃ পাণ্ডবান্ সহসৃঞ্জয়ান্ ।
অপৃচ্ছৎ কুশলং সর্ব্বাং পার্থিবাংশ্চামিতৌজসঃ ॥ ১৪
তথৈব তে সমাসাদ্য পপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্ ।
প্রত্যভ্যর্চ্য হলী সর্বান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ১৫
কৃত্বা কুশলসংযুক্তাং সংবিদঞ্চ যথাবয়ঃ ।
জনার্দনং সাত্যকিঞ্চ প্রেম্না স পরিষস্বজে ॥ ১৬

মূর্দ্ধ্নি চৈতাবুপাঘ্রায় কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ।
তৌ চ তং বিধিবদ্ রাজন্ পূজয়ামাসতুর্গুরুম্ ॥
ব্রহ্মাণমিব দেবেশমিন্দ্রোপেন্দ্রৌ মুদান্বিতৌ।
ততোঽব্রবীদ্ ধর্মসুতো রৌহিণেয়মরিন্দমম্ ॥ ১
ইদং ভ্রাত্রোর্মহাযুদ্ধং পশ্য রামেতি ভারত।
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ ॥ ১
ন্যবিশৎ পরমপ্রীতঃ পূজ্যমানো মহারথৈঃ।
স বভৌ রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ ॥ ২
দিবীব নক্ষত্রগণৈঃ পরিকীর্ণো নিশাকরঃ।
ততস্তয়োঃ সন্নিপাতস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ ॥ ২১
আসীদন্তকরো রাজন্ বৈরস্য তব পুত্রয়োঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবাগমনে

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

রাজন্! মাদ্রীর দুই পুত্র বীরবর নকুল-সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রও রোহিণীনন্দন মহাবল বলরামকে প্রণাম করত বিনীতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১০½

হে নরাধিপ! ভীমসেন এবং আপনার বলবান্ পুত্র দুর্য্যোধন ইঁহারা উভয়ে গদা উত্তোলিত করিয়া বলরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ১১½

এই সব নরপতিগণ সর্ব্বতোভাবে স্বাগত পূর্ব্বক সমাদর করিয়া সেখানে মহাত্মা রোহিণীনন্দন বলরামকে বলিলেন—মহাবাহো! আপনি যুদ্ধ দর্শন করুন ॥ ১২-১৩

সেই সময় বলরাম পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং অমিত বলশালী সমস্ত ভূপতিগণকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৪

সেইরূপ সকল রাজাও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আরোগ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হলধর সমস্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণকে সমাদর করত বয়সানুসারে সকলকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। ১৫-১৬

রাজন্! এই দুইজনের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তিনি সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইঁহারাও উভয়ে নি বলরামকে বিধি অনুসারে সেইভাবে পূজা করিলেন, যে ও উপেন্দ্র (বিষ্ণু) প্রসন্নতার সহিত দেবেশ্বর ব্রহ্মা করিয়া থাকেন। ১৭½

ভারত! তাহার পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমন নন্দন বলরামকে বলিলেন,—বলরাম! আপনি দুই ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের মহাযুদ্ধ দর্শন করুন। ১৮½

তিনি এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলবান্ শ্রীমান্ বলরাম সেই মহারথীদের দ্বারা পূজি তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় প্রীতিসহকারে উপবিষ্ট হইলেন।

রাজগণের মধ্যভাগে উপবিষ্ট নীলবস্ত্রপরিহিত বলরাম আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় পাইতে লাগিলেন। ২০½

রাজন্! তদনন্তর আপনার দুই পুত্র দুর্য্যোধন ও ভী মধ্যে শত্রুতার অবসানকারী ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চজনক আরম্ভ হইল। ২১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের আগমনবিষয়ক চতুস্ত্রি অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলরামস্য তীর্থযাত্রা, প্রভাসক্ষেত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে চন্দ্রস্য শাপমোচনকথনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

পূর্বমেব যদা রামস্তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে।
আমন্ত্র্য কেশবং যাতো বৃষ্ণিভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ॥ ১
সাহায্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য ন চ কর্তাস্মি কেশব।
ন চৈব পাণ্ডুপুত্রাণাং গমিষ্যামি যথাগতম্॥ ২
এবমুক্ত্বা তদা রামো যাতঃ ক্ষত্রনিবর্হণঃ।
তস্য চাগমনং ভূয়ো ব্রহ্মন্ শংসিতুমর্হসি॥ ৩
আখ্যাহি মে বিস্তরশঃ কথং রাম উপস্থিতঃ।
কথঞ্চ দৃষ্টবান্ যুদ্ধং কুশলো হ্যসি সত্তম॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
প্রেষিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপং মধুসূদনঃ॥ ৫
শমং প্রতি মহাবাহো হিতার্থং সর্বদেহিনাম্।
স গত্বা হাস্তিনপুরং ধৃতরাষ্ট্রং সমেত্য চ॥ ৬
উক্তবান্ বচনং তথ্যং হিতং চৈব বিশেষতঃ।
ন চ তৎ কৃতবান্ রাজা যথা খ্যাতং হি তৎ পুরা॥ ৭
অনবাপ্য শমং তত্র কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
আগচ্ছত মহাবাহুরুপপ্লব্যং জনাধিপ॥ ৮
ততঃ প্রত্যাগতঃ কৃষ্ণো ধার্তরাষ্ট্রবিসর্জিতঃ।
অক্রিয়ায়াং নরব্যাঘ্র পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ॥ ৯
ন কুর্বন্তি বচো মহ্যং কুরবঃ কালনোদিতাঃ।
নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ পুষ্যেণ সহিতা ময়া॥ ১০
ততো বিভজ্যমানেষু বলেষু বলিনাং বরঃ।
প্রোবাচ ভ্রাতরং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ো মহামনাঃ॥ ১১
তেষামপি মহাবাহো সাহায্যং মধুসূদন।
ক্রিয়তামিতি তৎ কৃষ্ণো নাস্য চক্রে বচস্তদা॥ ১২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[বলরামের তীর্থযাত্রা এবং প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণন-প্রসঙ্গে চন্দ্রের শাপমোচন কথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যখন মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ভগবান্ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্য বৃষ্ণিগণের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন এবং যাইবার সময় এই কথা বলিয়া যাইলেন যে, কেশব! আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনেরও সহায়তা করিব না ও পাণ্ডুপুত্রগণেরও সহায়তা করিব না। ১-২

বিপ্রবর! সেই দিন এই কথা বলিয়া যখন ক্ষত্রিয়-সংহারক বলরাম গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় আগমন কিরূপে হইল—ইহা কৃপা করিয়া বলুন ৩

সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি এই সব কথা বলিতে নিপুণ; অতএব আমাকে সবিস্তরে বলুন—বলরাম কিভাবে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি কিরূপে যুদ্ধ দর্শন করিলেন। ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাবাহু রাজন্! যখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উপপ্লব্য নামক স্থানে শিবির স্থাপন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য সন্ধিস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ৫½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করত ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সকলের পক্ষে বিশেষ হিতকারক এবং এবং যথার্থ বাক্য বলিলেন। ৬½

হে নরেশ্বর! কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য গ্রহণ করিলেন না। এই সব কথা পূর্ব্বে যথাযথভাবে সবই বলিয়াছি। মহাবাহু পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সন্ধি স্থাপন করাইতে সমর্থ না হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যে ফিরিয়া আসিলেন। ৭-৮

নরশ্রেষ্ঠ! কার্য্য সিদ্ধ না হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেখান হইতে প্রত্যাগমন করত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন। ৯

কৌরবগণ কালের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তাহারা আমার কথা শুনিল না। পাণ্ডবগণ! এখন তোমরা সকলে আমার সহিত পুষ্য নক্ষত্রে যুদ্ধের জন্য নির্গত হও।১০.

ইহার পর যখন সৈন্যগণের বিভাগ আরম্ভ হইল, তখন বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামনা বলরাম ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ১১

মহাবাহ মধুসূদন! সেই কৌরবদেরও তুমি সাহায্য কর, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেন না। ১২

ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম যদুনন্দনঃ।
তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ ১৩ ॥
মৈত্রনক্ষত্রযোগে স্ম সহিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ।
আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্য্যোধনমরিন্দমঃ ॥ ১৪
যুযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্।
রোহিণেয়ে গতে শূরে পুষ্যেণ মধুসূদনঃ॥ ॥ ১৫
পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখঃ কুরূন্।
গচ্ছন্নেব পথিস্থস্তু রামঃ প্রেষ্যানুবাচ হ ॥ ১৬
সম্ভারাংস্তীর্থযাত্রায়াং সর্বোপকরণানি চ।
আনয়ধ্বং দ্বারকায়ামগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥ ১৭
সুবর্ণং রজতং চৈব ধেনূর্বাসাংসি বাজিনঃ।
কুঞ্জরাংশ্চ রথাংশ্চৈব খরোষ্ট্রং বাহনানি চ ॥ ১৮
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সর্বং তীর্থহেতোঃ পরিচ্ছদম্।
প্রতিস্রোতঃ সরস্বত্যাঃ গচ্ছধ্বং শীঘ্রগামিনঃ ॥ ১৯
ঋত্বিজশ্চানয়ধ্বং বৈ শতশশ্চ দ্বিজর্ষভান্।
এবং সন্দিশ্য তু প্রেষ্যান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ২০

তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজন্ কুরূণাং বৈশসে তদা।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতঃ সমন্তাদভিজগ্মিবান্ ॥ ২১
ঋত্বিগ্ভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
রথৈর্গজৈস্তথাশ্বৈশ্চ প্রেষ্যৈশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২২
গো-খরোষ্ট্রপ্রযুক্তৈশ্চ যানৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
শ্রান্তানাং ক্লান্তবপুষাং শিশূনাং বিপুলায়ুষাম্ ॥ ২৩
দেশে দেশে তু দেয়ানি দানানি বিবিধানি চ।
অর্চায়ৈ চার্থিনাং রাজন্ কৢপ্তানি বহুশস্তথা ॥ ২৪
তানি যানীহ দেশেষু প্রতীক্ষন্তি স্ম ভারত।
বুভুক্ষিতানামর্থায় কৢপ্তমন্নং সমন্ততঃ ॥ ২৫
যো যো যত্র দ্বিজো ভোজ্যং ভোক্তুং কাময়তে ত
তস্য তস্য তু তত্রৈবমুপজহ্রুস্তদা নৃপ ॥ ২৬
তত্র তত্র স্থিতা রাজন্ রৌহিণেয়স্য শাসনাৎ।
ভক্ষ্যপেয়স্য কুর্বন্তি রাশীংস্তত্র সমন্ততঃ ॥ ২৭
বাসাংসি চ মহার্হাণি পর্য্যঙ্কাস্তরণানি চ।
পূজার্থং তত্র কৢপ্তানি বিপ্রাণাং সুখমিচ্ছতাম্ ॥ ২৮

ইহাতে মনে মনে কুপিত ও খিন্ন হইয়া মহাযশস্বী যদুনন্দন হলধর সরস্বতীর তীরে তীর্থযাত্রার জন্য বহির্গত হইলেন ॥ ১৩

ইহার পর শত্রুদমন কৃতবর্ম্মা সমস্ত যাদবগণের সহিত অনুরাধানক্ষত্রে দুর্য্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪

সাত্যকিসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে অগ্রে করত পুষ্য নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১৫½

যাত্রা করিতে করিতে বলরাম স্বয়ং পথিমধ্যে অবস্থান করত নিজ সেবকগণকে বলিলেন,—তোমরা সকলে সত্বর দ্বারকা গমন করিয়া সেখান হইতে তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় সামগ্রীসকল অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং পুরোহিত-গণকে আনয়ন কর ॥ ১৬-১৭

সুবর্ণ, রজত, দুগ্ধবতী গাভী, বস্ত্র, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রাদি বাহনসকল এবং তীর্থোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী আনয়ন কর ॥ ১৮½

শীঘ্রগামী সেবকগণ! তোমরা সরস্বতীর স্রোতের দিকে গমন কর এবং শত শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্‌গণকে আনয়ন কর ॥ ১৯½

রাজন্! মহাবল বলরাম সেবকগণকে এইরূপ আজ্ঞাদান করত সেই সময় কুরুক্ষেত্রেই তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি সরস্বতীর স্রোতের দিকে গমন ক তাহার দুই তীরে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ঋ সুহৃৎ, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রথ, হস্তী, অশ্ব ও সেবক ছিলেন। বৃষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বহুসংখ্যক রথের বলরাম পরিবৃত ছিলেন ॥ ২০-২২½

রাজন্! সেই সময় তিনি দেশে দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত রোগী, বালক ও বৃদ্ধগণকে সমাদর করিবার জন্য নানাবিধ যোগ্য বস্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ২৩

ভারত! বিভিন্ন দেশসমূহে মনুষ্যগণ যে যে বস্তুর করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাহাই প্রদান করিতে লাগি ভোজন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবার সর্ব্বত্র অন্নের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন ॥ ২৫

হে নৃপ! যে কোন দেশে যে যে ব্রাহ্মণ যখনই ভো করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, বলরামের সেবকগণ তাঁহ তৎক্ষণাৎ ভোজন করিবার বস্তু অর্পণ করিতেন ॥ ২৬

রাজন্! রোহিণীনন্দন বলরামের আজ্ঞায় সেই সেবক বিভিন্ন তীর্থস্থানে চারিদিকে ভোজন ও পান করিবার সকলের রাশি স্থাপন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

সুখকামী ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করিবার জন্য বহুমূল্য পালঙ্ক ও আস্তরণ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন ॥ ২৮

যত্র যঃ স্বপতে বিপ্রো যো বা জাগর্ত্তি ভারত।
তত্র তত্র তু তস্যৈব সর্বং ক্লৃপ্তমদৃশ্যত ॥ ২৯
যথাসুখং জনঃ সর্বো যাতি তিষ্ঠতি বৈ তদা।
যাতুকামস্য যানানি পানানি তৃষিতস্য চ ॥ ৩০
বুভুক্ষিতস্য চান্নানি স্বাদূনি ভরতর্ষভ।
উপজহ্রু র্নরাস্তত্র বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৩১
স পন্থাঃ প্রবভৌ রাজন্ সর্বস্যৈব সুখাবহঃ।
স্বর্গোপমস্তদা বীর নরাণাং তত্র গচ্ছতাম্।
নিত্যপ্রমুদিতোপেতঃ স্বাদুভক্ষ্যঃ শুভান্বিতঃ॥ ৩২
বিপণ্যাপণপণ্যানাং নানাজনশতৈর্বৃতঃ।
নানাদ্রুমলতোপেতো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥ ৩৩
ততো মহাত্মা নিয়মে স্থিতাত্মা।
পুণ্যেষু তীর্থেষু বসূনি রাজন্।
দদৌ দ্বিজেভ্যঃ ক্রতুদক্ষিণাশ্চ।
যদুপ্রবীরো হলভৃৎ প্রতীতঃ ॥ ৩৪

দোগ্ধ্রীশ্চ ধেনূশ্চ সহস্রশো বৈ।
সুবাসসঃ কাঞ্চনবদ্ধশৃঙ্গীঃ।
হয়াংশ্চ নানাবিধদেশজাতান্
যানানি দাসাংশ্চ শুভান্ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৩৫
রত্নানি মুক্তামণিবিদ্রুমং চা-
প্যগ্র্যং সুবর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্।
অয়স্ময়ং তাম্রময়ঞ্চ ভাণ্ডং
দদৌ দ্বিজাতিপ্রবরেষু রামঃ ॥ ৩৬
এবং স বিত্তং প্রদদৌ মহাত্মা।
সরস্বতীতীর্থবরেষু ভূরি।
যযৌ ক্রমেণাপ্রতিমপ্রভাব-
স্ততঃ কুরুক্ষেত্রমুদারবৃত্তিঃ ॥ ৩৭
জনমেজয় উবাচ।
সারস্বতানাং তীর্থানাং গুণোৎপত্তি বদস্ব মে।
ফলঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ কর্মনির্বৃত্তিমেব চ ॥ ৩৮

ভারত! যে ব্রাহ্মণ যে কোন স্থানে শয়ন করিতেন ও জাগরিত থাকিতেন, সেই স্থানে তাঁহার অবশ্যকীয় বস্তসকল সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থযাত্রায় সকল লোক সুখের সহিত গমন করিতে লাগিলেন এবং বিশ্রাম করিতে থাকিলেন। যাত্রীদের যদি ইচ্ছা হইত, তবে তাহাদের জন্য যান-বাহনও দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তৃষিত ব্যক্তিকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে স্বাদিষ্ট অন্ন দেওয়া হইত। সেই সঙ্গে সেখানে বলরামের সেবকগণ বস্ত্র ও আভরণসকলও উপহাররূপে দান করিতেন ॥ ৩০-৩১

বীর নরেশ! সেখানে যাত্রাকারী সমস্ত লোকেরই সেই পথ স্বর্গের ন্যায় সুখদায়ক বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই পথে সর্ব্বদাই আনন্দ ছিল, স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে পাওয়া যাইত এবং শুভই লাভ হইত ॥ ৩২

সেই পথে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের অভিপ্রেত বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য বিপণ (বাজার) ও আপণ (দোকান) সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই সব স্থান শত শত লোকে পূর্ণ ছিল এবং সকল স্থানেই নানাবিধ বৃক্ষ এবং বহুপ্রকারের রত্নসমূহে বিভূষিত আছে দেখা যাইল ॥ ৩৩

রাজন্! যদুকুলের প্রধান বীর হলধারী মহাত্মা বলরাম নিয়ম পূর্ব্বক অবস্থান করত প্রসন্নতার সহিত পুণ্য তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণগণকে ধন ও যজ্ঞসকলের দক্ষিণা দান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করিলেন। এই সব গাভীকে সুন্দর বস্ত্রসকলে সুসজ্জিত করত তাহাদের শৃঙ্গে স্বর্ণের পত্র যোজিত করা হইয়াছিল। এই সঙ্গে তিনি নানা দেশ হইতে উৎপন্ন অশ্ব, রথ ও সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত দাসগণকেও ব্রাহ্মণদের সেবার জন্য অর্পণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

এইরূপ উদারবৃত্তি অনুপম প্রভাবশালী মহাত্মা বলরাম সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থে বহু ধন দান করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ যাত্রা করিতে করিতে তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে উত্তম ব্রহ্মন্! এখন আপনি আমাকে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী তীর্থসমূহের গুণ, প্রভাব ও উৎপত্তির কথা বলুন। ভগবন্! ক্রমশঃ এই সব তীর্থের সেবনের ফল এবং যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সেখানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহার অনুষ্ঠানও

যথাক্রমেণ ভগবংস্তীর্থানামনুপূর্বশঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৩৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তীর্থানাঞ্চ ফলং রাজন্ গুণোৎপত্তিঞ্চ সর্বশঃ।
ময়োচ্যমানং বৈ পুণ্যং শৃণু রাজেন্দ্র কৃৎস্নশঃ॥ ৪০
পূর্বং মহারাজ যদুপ্রবীর
ঋত্বিক্সুহৃদ্বিপ্রগণৈশ্চ সর্বম্।
পুণ্যং প্রভাসং সমুপাজগাম
যত্রোডুরাড্ যক্ষ্মণা ক্লিশ্যমানঃ॥ ৪১
বিমুক্তশাপঃ পুনরাপ্য তেজঃ
সর্বং জগদ্ ভাসয়তে নরেন্দ্র।
এবং তু তীর্থপ্রবরং পৃথিব্যাং
প্রভাসনাৎ তস্য ততঃ প্রভাসঃ॥ ৪২
জনমেজয় উবাচ।
কথং তু ভগবন্ সোমো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত।
কথঞ্চ তীর্থপ্রবরে তস্মিংশ্চন্দ্রো ন্যমজ্জত॥ ৪৩

কথমাপ্লুত্য তস্মিংস্তু পুনরাপ্যায়িতঃ শশী।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে॥ ৪৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
দক্ষস্য তনয়াস্তাত প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে।
স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ॥
নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্।
পত্ন্যো বৈ তস্য রাজেন্দ্র সোমস্য শুভকর্মণঃ॥
তাস্তু সর্বা বিশালাক্ষ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অত্যরিচ্যত তাসাং তু রোহিণী রূপসম্পদা॥
ততস্তস্যাং স ভগবান্ প্রীতিং চক্রে নিশাকরঃ।
সাস্য হৃদ্যা বভূবাথ তস্মাৎ তাং বুভুজে সদা॥
পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র রোহিণ্যামবসৎ পরম্।
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ॥
তা গত্বা পিতরং প্রাহুঃ প্রজাপতিমতন্দ্রিতাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা॥

আপনি আমাকে বলুন। এই সমস্ত শ্রবণ করিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে॥ ৩৮-৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমি তোমাকে তীর্থসমূহের গুণ, প্রভাব, উৎপত্তি এবং তাহাদের সেবনে পুণ্য ফল বলিতেছি। এ সমস্ত তুমি শ্রবণ কর॥ ৪০

মহারাজ! যদুকুলের প্রধান বীর বলরাম সর্ব্বপ্রথমে, ঋত্বিক্, সুহৃৎ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পুণ্যময় প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিলেন, যেখানে চন্দ্র রাজযক্ষ্মাতে কষ্ট ভোগ করত শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র! তিনিই পুনরায় নিজ তেজ লাভ করত সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিতেছেন। এইভাবে চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়া বলিয়া সেই প্রধান তীর্থ এই ভূতলে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইলেন॥ ৪১-৪২

জনমেজয় বলিলেন,—চন্দ্র কিরূপে রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং সেই উত্তম তীর্থে তিনি কিভাবে স্নান করিয়াছিলেন? ৪৩

মহামুনে! সেই তীর্থে স্নান করিয়া চন্দ্র পুনরায় কিরূপে হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছিলেন? এই সব প্রসঙ্গ আপনি আমাকে সবিস্তরে বলুন॥ ৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাত প্রজানাথ! প্রজাপতি বহু সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনি জন কন্যাকে চন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন॥ ৪৫

রাজেন্দ্র! শুভকর্ম্মকারী সোমের (চন্দ্রের) এই সময়ের গণনার জন্য নক্ষত্রসকলের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা নামেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ৪৬

ইঁহারা সকলেই বিশালনেত্রসম্পন্না ছিলেন। এ ইঁহাদের রূপের সদৃশ রূপবতী কোন রমণীই ছিলেন না। ইঁ মধ্যে রোহিণী নিজ রূপসম্পদে অন্যান্য স্ত্রীগণ অপেক্ষা ছিলেন॥ ৪৭

সেই জন্য ভগবান্ চন্দ্র তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসি ইনিই তাঁহার হৃদয়বল্লভা ছিলেন, সেইহেতু চন্দ্র সর্ব্বদা তাঁ উপভোগ করিতেন॥ ৪৮

রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে চন্দ্র সদা রোহিণীরই নিকটে থাকি সেই কারণে নক্ষত্রনামে প্রসিদ্ধা মহাত্মা চন্দ্রের অন্যান্য তাঁহার উপর কুপিত হইলেন॥ ৪৯

ইঁহারা আলস্য পরিত্যাগ করত নিজ পিতা দক্ষের গমন করত বলিলেন,—প্রভো! চন্দ্র আমাদের নিকট করেন না। তিনি সর্ব্বদা রোহিণীকেই উপভোগ করেন।

তা বয়ং সহিতাঃ সর্বাস্ত্বৎসকাশে প্রজেশ্বর।
বৎস্যামো নিয়তাহারাস্তপশ্চরণতৎপরাঃ ॥ ৫১
শ্রুত্বা তাসাং তু বচনং দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ ॥ ৫২
তাস্তু সর্বাব্রবীদ্ দক্ষো গচ্ছধ্বং শশিনোঽন্তিকম্।
সমং বৎস্যতি সর্বাসু চন্দ্রমা মম শাসনাৎ ॥ ৫৩
বিসৃষ্টাস্তাস্তথা জগ্মুঃ শীতাংশুভবনং তদা।
তথাপি সোমো ভগবান্ পুনরেব মহীপতে ॥ ৫৪
রোহিণীং নিবসত্যেব প্রীয়মাণো মুহুর্মুহুঃ।
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্বা ভূয়ঃ পিতরমব্রুবন্ ॥ ৫৫
তব শুশ্রূষণে যুক্তা বৎস্যামো হি তবান্তিকে।
সোমো বসতি নাস্মাসু নাকরোদ্ বচনং তব ॥ ৫৬
তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাং শপ্স্যে বিরোচন ॥ ৫৭

প্রজেশ্বর! অতএব আমরা সকল ভগিনী একত্রে নিয়মিত আহার করত তপস্যা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনারই নিকটে বাস করিব। ৫১

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করত প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে বলিলেন,—সোম! তুমি নিজ পত্নীগণের প্রতি সমানভাবে ব্যবহার কর, যাহাতে তোমাতে মহাপাপ স্পর্শ করিতে না পারে। ৫২

তারপর দক্ষ সেই সব কন্যাদিগকে বলিলেন—এখন তোমরা সকলে চন্দ্রের নিকট গমন কর। সে আমার আজ্ঞায় তোমাদের সকলের প্রতি সমান ভাব প্রদর্শন করিবে। ৫৩

পৃথ্বীনাথ! তাঁহারা পিতার সম্মতি অনুসারে পুনরায় চন্দ্রের গৃহে আসিলেন, তথাপি চন্দ্র রোহিণীরই নিকটে অধিক সময় প্রীতিসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ৫৪½

তখন সেই সব কন্যা পুনরায় একসঙ্গে নিজ পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমরা সকলে আপনার সেবায় নিরতা থাকিয়া আপনারই নিকটে বাস করিব। চন্দ্র আমাদের সমীপে অবস্থান করেন না। তিনি আপনার কথা প্রতিপালন করেন নাই। ৫৫-৫৬

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দক্ষ পুনরায় সোমকে বলিলেন,—প্রকাশমান চন্দ্রদেব! তুমি নিজ পত্নীগণের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর, অন্যথা তোমাকে শাপদান করিব। ৫৭

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং দক্ষস্য ভগবান্ শশী।
রোহিণ্যা সার্ধমবসৎ ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥ ৫৮
গত্বা চ পিতরং প্রাহুঃ প্রণম্য শিরসা তদা।
সোমো বসতি নাস্মাসু তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥ ৫৯
রোহিণ্যামেব ভগবান্ সদা বসতি চন্দ্রমাঃ।
ন ত্বদ্বচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি ॥ ৬০
তস্মান্নস্ত্রাহি সর্বা বৈ যথা নঃ সোম আবিশেৎ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে ॥ ৬১
সসর্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ।
স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মাক্ষীয়তাহরহঃ শশী ॥ ৬২
যত্নং চাপ্যকরোদ্ রাজন্ মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ।
ইষ্টেষ্টিভির্মহারাজ বিবিধাভির্নিশাকরঃ ॥ ৬৩
ন চামুচ্যত পাপাদ্ বৈ ক্ষয়ং চৈবাভ্যগচ্ছত।
ক্ষীয়মাণে ততঃ সোমে ঔষধ্যো ন প্রজজ্ঞিরে ॥ ৬৪

দক্ষ এই কথা বলিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার কথা অবহেলা করত কেবল রোহিণীরই নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অপর স্ত্রীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় পিতার নিকট গমন করত তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! সোম আমাদের নিকট বাস করিতেছেন না, অতএব আপনি আমাদের আশ্রয় দান করুন। ৫৮-৫৯

ভগবান্ চন্দ্র সর্ব্বদা রোহিণীরই নিকটে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার কথা গণনা করিতেছেন না। আমাদের উপর স্নেহভাব রক্ষা করিতেছেন না; অতএব আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন, যাহাতে চন্দ্র আমাদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করেন। ৬০½

পৃথ্বীনাথ! এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দক্ষ কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চন্দ্রের জন্য রোষসহকারে রাজযক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। সে চন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৬১½

যক্ষ্মাতে শরীর গ্রস্ত হইয়া যাওয়ায় চন্দ্র প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজন্! সেই যক্ষ্মা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চন্দ্র বহু চেষ্টা করিলেন। ৬২½

মহারাজ! নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও চন্দ্র সেই শাপ হইতে মুক্তি পাইলেন না এবং ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। ৬৩½

চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় ওষধিসকল উৎপন্ন হইল না। ইহাদের স্বাদ, রস ও প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইল। ৬৪½

নিরাস্বাদরসাঃ সর্বা হতবীর্য্যাশ্চ সর্বশঃ।
ওষধীনাং ক্ষয়ে জাতে প্রাণিনামপি সংক্ষয়ঃ ॥ ৬৫
কৃশাশ্চাসন্ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষীয়মাণে নিশাকরে।
ততো দেবাঃ সমাগম্য সোমমূচুর্মহীপতে ॥ ৬৬
কিমিদং ভবতো রূপমীদৃশং ন প্রকাশতে।
কারণং ব্রূহি নঃ সর্বং যেনেদং তে মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৬৭
শ্রুত্বা তু বচনং ত্বত্তো বিধাস্তামস্ততো বয়ম্।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সর্বাংস্তান্ শশলক্ষণঃ ॥ ৬৮
শাপস্য লক্ষণং চৈব যক্ষ্মাণঞ্চ তথাত্মনঃ।
দেবাস্তথা বচঃ শ্রুত্বা গত্বা দক্ষমথাব্রুবন্ ॥ ৬৯
প্রসীদ ভগবন্ সোমে শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ত্যতাম্।
অসৌ হি চন্দ্রমাঃ ক্ষীণঃ কিঞ্চিচ্ছেষো হি লক্ষ্যতে ॥৭০
ক্ষয়াচ্চৈবাস্য দেবেশ প্রজাশ্চৈব গতাঃ ক্ষয়ম্।
বীরুদোষধয়শ্চৈব বীজানি বিবিধানি চ ॥ ৭১
তেষাং ক্ষয়ে ক্ষয়োঽস্মাকং বিনাস্মাভির্জগচ্চ কিম্।
ইতি জ্ঞাত্বা লোকগুরো প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭২
এবমুক্তস্ততো দেবান্ প্রাহ বাক্যং প্রজাপতিঃ।
নৈতচ্ছক্যং মম বচো ব্যাবর্ত্তয়িতুমন্যথা ॥ ৭৩
হেতুনা তু মহাভাগা নিবর্ত্তিষ্যতি কেনচিৎ।
সমং বর্ত্ততু সর্বাসু শশী ভার্য্যাসু নিত্যশঃ ॥৭৪
সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জন্ শশলক্ষণঃ।
পুনর্বর্ধিষ্যতে দেবাস্তদ্ বৈ সত্যং বচো মম ॥৭৫
মাসার্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি।
মাসার্ধং তু সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্ বচো মম ॥৭৬
সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥ ৭৭
সরস্বতীং ততঃ সোমঃ স জগামর্ষিশাসনাৎ।
প্রভাসং প্রথমং তীর্থং সরস্বত্যা জগাম হ ॥ ৭৮

ওষধিসকল ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ক্ষয় হইতে লাগিল। এইরূপে চন্দ্রের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রজা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ॥ ৬৫½

পৃথ্বীনাথ! সেই সময় দেবতাগণ চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার রূপ এতাদৃশ হইয়া যাইল কেন? তাহার প্রকাশ হইতেছে না কেন? আমাদিগকে সমস্ত কারণ বলুন, যাহার দ্বারা আপনি এরূপ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার কথা শ্রবণ করত আমরা এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার উপায় স্থির করিব ॥ ৬৬-৬৭½

তাঁহারা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর চন্দ্র তাঁহাদের সকলকে উত্তর দান করিতে করিতে নিজের প্রাপ্ত শাপের কারণ রাজ-যক্ষ্মার উৎপত্তির কথা বলিলেন ॥ ৬৮½

ইঁহার বাক্য শ্রবণ করত দেবতাগণ দক্ষের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চন্দ্রের উপর প্রসন্ন হউন এবং এই শাপকে নিবৃত্ত করুন ॥ ৬৯½

চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কিছু অংশ আর অবশিষ্ট দেখা যাইতেছে না। দেবেশ্বর! তাঁহার ক্ষয়ে লতা বীরুৎ, ওষধিসকলের নানাবিধ বীজ এবং সমস্ত প্রজারাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭০-৭১

তাহাদের ক্ষয় হইয়া যাইলে আমরাও ক্ষয় হইয়া যাইব। আমরা ক্ষীণ হইয়া যাইলে এই জগৎ কিভাবে থাকিবে? লোকগুরো! এই কথা জানিয়া আপনি চন্দ্রদেবের উপর কৃপা করুন ॥ ৭২

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর প্রজাপতি দক্ষ দেবগণকে বলিলেন,—মহাভাগ দেবগণ! আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। কোন বিশেষ কারণে উহা স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে ॥ ৭৩½

যদি চন্দ্র নিজের সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করে এবং সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, তবে পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। দেবগণ! আমার বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে ॥ ৭৪-৭৫

সোম অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত (পনের দিন) প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে থাকিবে এবং অপর অর্দ্ধমাস নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আপনার এই কথা অবশ্যই সত্য হইবে ॥ ৭৬

পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে যেখানে সরস্বতী ও সমুদ্রের সঙ্গম হইয়াছে, সেখানে যাইয়া চন্দ্র দেবেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিলে পর সে পুনরায় নিজ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭৭

ঋষি দক্ষ প্রজাপতির এই আদেশে সোম সরস্বতীর প্রথম তীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে আগমন করিলেন ॥ ৭৮

অমাবাস্যাং মহাতেজাস্তত্রোন্মজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ।
লোকান্ প্রভাসয়ামাস শীতাংশুত্বমবাপ চ ॥ ৭৯
দেবাস্তু সর্বে রাজেন্দ্র প্রভাসং প্রাপ্য পুষ্কলম্।
সোমেন সহিতা ভূত্বা দক্ষস্য প্রমুখেঽভবন্ ॥ ৮০
ততঃ প্রজাপতিঃ সর্বা বিসসর্জাথ দেবতাঃ।
সোমঞ্চ ভগবান্ প্রীতো ভূয়ো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮১
মাবমংস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্র মা চ বিপ্রান্ কদাচন।
গচ্ছ যুক্তঃ সদা ভূত্বা কুরু বৈ শাসনং মম ॥ ৮২
স বিসৃষ্টো মহারাজ জগামাথ স্বমালয়ম্।
প্রজাশ্চ মুদিতা ভূত্বা পুনস্তস্থুর্যথা পুরা ॥ ৮৩
এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথা শপ্তো নিশাকরঃ।
প্রভাসঞ্চ যথা তীর্থং তীর্থানাং প্রবরং মহৎ ॥ ৮৪
অমাবাস্যাং মহারাজ নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ।
স্নাত্বা হ্যাপ্যায়তে শ্রীমান্ প্রভাসে তীর্থ উত্তমে ॥ ৮৫
অতশ্চৈতৎ প্রজানন্তি প্রভাসমিতি ভূমিপ।
প্রভাং হি পরমাং লেভে তস্মিন্নুন্মজ্জ্য চন্দ্রমাঃ ॥ ৮৬
ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্ত্বগমদ্ বলী।
চমসোদ্ভেদ ইত্যেবং যং জনাঃ কথয়ন্ত্যুত ॥ ৮৭
তত্র দৃষ্ট্বা চ দানানি বিশিষ্টানি হলায়ুধঃ।
উষিত্বা রজনীমেকং স্নাত্বা চ বিধিবত্তদা ॥ ৮৮
উদপানমথাগচ্ছত্ত্বরাবান্ কেশবাগ্রজঃ।
আদ্যং স্বস্ত্যয়নং চৈব যত্রাবাপ্য মহৎ ফলম্ ॥ ৮৯
স্নিগ্ধত্বাদোষধীনাঞ্চ ভূমেশ্চ জনমেজয়।
জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র নষ্টামপি সরস্বতীম্ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং প্রভাসোৎপত্তিকথনে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

মহাতেজস্বী ও মহাকান্তিমান্ চন্দ্র অমাবস্যার সেই তীর্থে অবগাহন করত শীতল কিরণ লাভ করিয়া পুনরায় সম্পূর্ণ জগৎকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

রাজেন্দ্র! সমস্ত দেবতাগণ সোমের সহিত মহৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দক্ষ প্রজাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮০

তখন ভগবান্ প্রজাপতি দক্ষ সমস্ত দেবগণকে নিজ নিজ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন এবং সোমকে পুনরায় প্রীতি সহকারে বলিলেন ॥ ৮১

পুত্র! নিজ স্ত্রীগণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে কখনও অবহেলা করিবে না। যাও, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর ॥ ৮২

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং চন্দ্রও নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন। তখন সমস্ত প্রজা (প্রাণী) পূর্ব্ববৎ আনন্দিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৮৩

এইরূপে চন্দ্র যেভাবে শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহৎ প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করা হয়, তাহার সমস্ত প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৮৪

মহারাজ! চন্দ্র উত্তম প্রভাস তীর্থে প্রত্যেক অমাবস্যায় স্নান করত কান্তিমান্ এবং পুষ্ট হন্ ॥ ৮৫

ভূমিপাল! সেইজন্য সকল লোক এই প্রভাস তীর্থের নাম জানে; কারণ, ইহাতে অবগাহন স্নান করিয়া চন্দ্র উৎকৃষ্ট প্রভা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৮৬

তদনন্তর ভগবান্ বলরাম চমসোদ্ভব নামক তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থকে সকলে চমসোদ্ভব নামেই বলিয়া থাকে ॥ ৮৭

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলধর বলরাম সেখানে বিধি অনুসারে স্নান করত উত্তম দানসকল প্রদান পূর্ব্বক এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি সত্বর সেখান হইতে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থ মঙ্গলকর ও আদিতীর্থ। রাজেন্দ্র জনমেজয়! এই উদপান তীর্থে উপস্থিত হইবা মাত্রই মহৎ ফললাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধ পুরুষগণ এখানে ওষধি (বৃক্ষ ও লতা) সকলের স্নিগ্ধতা এবং ভূমির আর্দ্রতা দেখিয়া অদৃশ্য সরস্বতীকেও জানিতে পারেন ॥ ৮৮-৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাস তীর্থের উৎপত্তি কথনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[উদপানতীর্থস্যোৎপত্তিকথনম্, ত্রিতমুনেঃ কূপপতনস্য, তত্র যজ্ঞানুষ্ঠানস্য, স্বীয়-ভ্রাতৃভ্যঃ শাপদানস্য চ বৃত্তান্তবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মান্নদীগতঞ্চাপি হ্যুদপানং যশস্বিনঃ।
ত্রিতস্য চ মহারাজ জগামাথ হলায়ুধঃ ॥ ১

তত্র দত্ত্বা বহু দ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্।
উপস্পৃশ্য চ তত্রৈব প্রহৃষ্টো মুসলায়ুধঃ ॥ ২

তত্র ধর্মপরো ভূত্বা ত্রিতঃ স সুমহাতপাঃ।
কূপে চ বসতা তেন সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥ ৩

তত্র চৈনং সমুৎসৃজ্য ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
ততস্তৌ বৈ শশাপাথ ত্রিতো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

উদপানং কথং ব্রহ্মন্ কথঞ্চ সুমহাতপাঃ।
পতিতঃ কিঞ্চ সন্ত্যক্তো ভ্রাতৃভ্যাং দ্বিজসত্তম ॥ ৫

কূপে কথঞ্চ হিত্বৈনং ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
কথঞ্চ যাজয়ামাস পপৌ সোমঞ্চ বৈ কথম্।।
এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ শ্রোতব্যং যদি মন্যসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসন্ পূর্বযুগে রাজন্ মুনয়ো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ ॥ ৭
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চাদিত্যসন্নিভাঃ।
সর্বে প্রজাপতিসমাঃ প্রজাবন্তস্তথৈব চ ॥ ৮
ব্রহ্মলোকজিতঃ সর্বে তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং তু তপসা প্রীতো নিয়মেন দমেন চ।।
অভবদ্ গৌতমো নিত্যং পিতা ধর্মরতঃ সদা।
স তু দীর্ঘেণ কালেন তেষাং প্রীতিমবাপ্য চ।।
জগাম ভগবান্ স্থানমনুরূপমিবাত্মনঃ।
রাজানস্তস্য যে হ্যাসন্ যাজ্যা রাজন্ মহাত্মনঃ।।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[উদপান-তীর্থের উৎপত্তি কথন এবং ত্রিতমুনির কূপে পতন, সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও নিজের ভ্রাতৃগণকে শাপদানের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সেই চমসোদ্ভবতীর্থ হইতে গমন করিয়া বলরাম যশস্বী ত্রিতমুনির উদপান-তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর জলমধ্যে অবস্থিত ছিল ॥ ১

মুসলধারী বলরাম সেখানে জল স্পর্শ—আচমন এবং স্নান করত বহুসংখ্যক দ্রব্য দান করিবার পর ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। তারপর অতিশয় হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২

সেখানে মহাতপস্বী ত্রিতমুনি ধর্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই মহাত্মা কূপে অবস্থান করিয়াও সোমপান করিয়াছিলেন ॥ ৩

তাঁহার দুই ভ্রাতা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ত্রিতমুনি উভয়কেই শাপদান করিয়াছিলেন ॥ ৪

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! উদপান-তীর্থ কিরূপে হইল? এই মহাতপস্বী ত্রিতমুনি কূপে কিভাবে পতিত হইলেন এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাকে কেন কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে কি কারণ ছিল যে, তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাকে সেই স্থানেই ত্যাগ করত গৃহে চলিয়া যাইলেন? ত্রিতমুনি সেখানে থাকিয়া কিভাবে যজ্ঞ ও সোমপান করিয়াছিলেন? যদি এই প্রসঙ্গ আমার শ্রবণ করা চলে, তবে আমাকে বলুন ॥ ৫-৬½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বযুগে তিন ভ্রাতা মুনি ছিলেন। ইঁহাদের নাম ঐকত, দ্বিত ও ত্রিত। এই সব মহর্ষি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, প্রজাপতি সদৃশ এবং ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ইঁহারা তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন ॥ ৭-৮½

ইঁহাদের তপস্যা, নিয়ম ও ইন্দ্রিয়সংযমে ইঁহাদের পিতা গৌতম সদা প্রসন্ন থাকিতেন ॥ ৯½

এই সকল পুত্রের ত্যাগ তপস্যায় সন্তুষ্ট থাকিয়া পূজনীয় মহাত্মা গৌতম দীর্ঘকালের পর নিজের অনুরূপ (স্বর্গলোকে) গমন করিলেন ॥ ১০½

রাজন্! এই মহাত্মা গৌতমের বহু রাজা যজমান ছিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের পর ইঁহারা তাঁহার পুত্রদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

তে সর্বে স্বর্গতে তস্মিংস্তস্য পুত্রানপূজয়ন্ ।
তেষাং তু কর্মণা রাজংস্তথা চাধ্যয়নেন চ ॥ ১২
ত্রিতঃ স শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ যথৈবাস্য পিতা তথা ।
তথা সর্বে মহাভাগা মুনয়ঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ১৩
অপূজয়ন্ মহাভাগং যথাস্য পিতরং তথা ।
কদাচিদ্ধি ততো রাজন্ ভ্রাতরাবেকত-দ্বিতৌ ॥১৪
যজ্ঞার্থং চক্রতুশ্চিন্তাং তথা বিত্তার্থমেব চ ।
তয়োর্বুদ্ধিঃ সমভবৎ ত্রিতং গৃহ্য পরন্তপ ॥ ১৫
যাজ্যান্ সর্বানুপাদায় প্রতিগৃহ্য পশূংস্ততঃ ।
সোমং পাস্যামহে হৃষ্টাঃ প্রাপ্য যজ্ঞং মহাফলম্ ॥ ১৬
চক্রুশ্চৈবং তথা রাজন্ ভ্রাতরস্ত্রয় এব চ ।
তথা তে তু পরিক্রম্য যাজ্যান্ সর্বান্ পশূন্ প্রতি ॥১৭
যাজয়িত্বা ততো যাজ্যাঁল্লব্ধ্বা তু সুবহূন্ পশূন্ ।
যাজ্যেন কর্মণা তেন প্রতিগৃহ্য বিধানতঃ ॥ ১৮
প্রাচীং দিশং মহাত্মান আজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ ।
ত্রিতস্তেষাং মহারাজ পুরস্তাদ্ যাতি হৃষ্টবৎ ॥ ১৯
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ কালয়ন্ পশূন্ ।
তয়োশ্চিন্তা সমভবদ্ দৃষ্ট্বা পশুগণং মহৎ ॥ ২০
কথঞ্চ ন্যুরিমা গাব আবাভ্যাং হি বিনা ত্রিতম্ ।
তাবন্যোন্যং সমাভাষ্য একতশ্চ দ্বিতশ্চ হ ॥ ২১
যদূচতুর্মিথঃ পাপৌ তন্নিবোধ জনেশ্বর ।
ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলস্ত্রিতো বেদেষু নিষ্ঠিতঃ ॥ ২২
অন্যাস্তু বহুলা গাবস্ত্রিতঃ সমুপলপ্স্যতে ।
তদাবাং সহিতৌ ভূত্বা গাঃ প্রকাল্য ব্রজাবহে ॥ ২৩
ত্রিতোঽপি গচ্ছতাং কামমাবাভ্যাং বৈ বিনা কৃতঃ ।
তেষামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথিস্থানাং বৃকোঽভবৎ ॥ ২৪
তত্র কূপোঽবিদূরেঽভূৎ সরস্বত্যাস্তটে মহান্ ।
অথ ত্রিতো বৃকং দৃষ্ট্বা পথি তিষ্ঠন্তমগ্রতঃ ॥ ২৫
তদ্ভয়াদপসর্পন্ বৈ তস্মিন্ কূপে পপাত হ ।
অগাধে সুমহাঘোরে সর্বভূতভয়ঙ্করে ॥ ২৬

হে রাজন্! এই তিনজনের মধ্যেও নিজ শুভ কর্ম ও স্বাধ্যায়ের দ্বারা মহর্ষি ত্রিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেরূপ তাঁহার পিতা সম্মানিত ছিলেন, ইনিও সেইরূপ সম্মানিত হইলেন ॥ ১২½

মহাসৌভাগ্যশালী ও পুণ্যাত্মা সকল মহর্ষিগণও মহাভাগ ত্রিতকেই তাঁহার পিতৃতুল্য সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

কোন একদিন তাঁহার দুই ভ্রাতা ঐকত ও দ্বিত যজ্ঞ এবং ধনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন ভূপাল! তাঁহাদের মনে এরূপ বিচার উৎপন্ন হইল যে আমরা ত্রিতকে সঙ্গে লইয়া যজমানদের দিয়া যজ্ঞ করাইবেন এবং দক্ষিণারূপে বহু পশু লাভ করত মহাফলদায়ক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ও তাহাতে প্রীতিসহকারে সোমরস পান করিবেন ॥১৪-১৬

রাজন্! এরূপ স্থির করত সেই তিন ভ্রাতা তাহাই করিলেন। তাঁহারা সকল যজমানের নিকট পশু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিধি অনুসারে যজ্ঞ করাইয়া সেই যাজ্য কর্মের দ্বারা তাঁহারা বহু সংখ্যক পশু লাভ করিলেন। তাহার পর এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ পূর্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮½

মহারাজ! ইঁহাদের মধ্যে ত্রিতমুনি প্রসন্নতার সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন এবং একত ও দ্বিত পশ্চাতে থাকিয়া পশুদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ১৯½

পশুগণের সেই বিশাল দলকে দেখিয়া একত ও দ্বিতের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, কি উপায় করিলে এই সকল গো ত্রিত না পাইয়া আমাদের উভয়ের নিকটেই থাকিবে ॥ ২০½

জনেশ্বর! সেই একত ও দ্বিত এই দুই পাপী পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২১½

ত্রিত যজ্ঞ করিতে নিপুণ, ত্রিত বেদসমূহে পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্, অতএব সে বহু গো গ্রহণ করিবে। এই সময় আমরা দুইজনে একসঙ্গে থাকিয়া এই গো-সকল লইয়া যাইব এবং ত্রিত আমাদের সহিত পৃথক্ হইয়া যথা ইচ্ছা তথায় গমন করুক ॥ ২২-২৩½

পথে আসিতে তাঁহাদের রাত্রি হইয়া যাইল। এই সময় যখন তাঁহারা পথেই ছিলেন, তখন একটি ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পার্শ্বেই সরস্বতীর তীরে একটি বড় কূপ ছিল ॥ ২৪½

ত্রিত নিজের পথের অগ্রভাগে অবস্থিত ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহার ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় পলায়ন করিতে করিতে তিনি সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর একটি মহাঘোর অগাধ কূপে পতিত হইলেন ॥ ২৫-২৬

ত্রিতস্ততো মহারাজ কূপস্থো মুনিসত্তমঃ।
আর্তনাদং ততশ্চক্রে তৌ তু শুশ্রুবতুর্মুনী ॥ ২৭
তং জ্ঞাত্বা পতিতং কূপে ভ্রাতরাবেকত-দ্বিতৌ।
বৃকত্রাসাচ্চ লোভাচ্চ সমুৎস্বজ্য প্রজগ্মতুঃ ॥ ২৮
ভ্রাতৃভ্যাং পশুলুব্ধাভ্যামুৎসৃষ্টঃ স মহাতপাঃ।
উদপানে তদা রাজন্ নির্জলে পাংশুসংবৃতে ॥ ২৯
ত্রিত আত্মানমালক্ষ্য কূপে বীরুৎতৃণাবৃতে।
নিমগ্নং ভরতশ্রেষ্ঠ নরকে দুষ্কৃতা যথা ॥ ৩০
স বুদ্ধ্যাগণয়ৎ প্রাজ্ঞো মৃত্যোর্ভীতো হ্যসোমপঃ।
সোমঃ কথং তু পাতব্য ইহস্থেন ময়া ভবেৎ ॥ ৩১
স এবমভিনিশ্চিত্য তস্মিন্ কূপে মহাতপাঃ।
দদর্শ বীরুধং তত্র লম্বমানাং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩২
পাংশুগ্রস্তে ততঃ কূপে বিচিন্ত্য সলিলং মুনিঃ।
অগ্নীন্ সঙ্কল্পয়ামাস হোতৄনাত্মানমেব চ ॥ ৩৩

ততস্তাং বীরুধং সোমং সঙ্কল্প্য সুমহাতপাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি মনসা চিন্তয়ন্ মুনিঃ ॥ ৩৪
গ্রাবাণঃ শর্করাঃ কৃত্বা প্রচক্রেঽভিষবং নৃপ।
আজ্যঞ্চ সলিলং চক্রে ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্।
সোমস্যাভিষবং কৃত্বা চকার বিপুলং ধ্বনিম্।
স চাবিশদ্ দিবং রাজন্ পুন শব্দস্ত্রিতস্য বৈ। ৩৬
সমবাপ্য চ তং যজ্ঞং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বর্তমানে মহাযজ্ঞে ত্রিতস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৩৭
আবিগ্নং ত্রিদিবং সর্বং কারণঞ্চ ন বুধ্যতে।
ততঃ সুতুমুলং শব্দং শুশ্রাবাথ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৮
শ্রুত্বা চৈবাব্রবীৎ সর্বান্ দেবান্ দেবপুরোহিতঃ।
ত্রিতস্য বর্ততে যজ্ঞস্তত্র গচ্ছামহে সুরাঃ ॥ ৩৯
স হি ক্রুদ্ধঃ সৃজেদন্যান্ দেবানপি মহাতপাঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সহিতাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৪০

মহারাজ! কূপে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এই আর্তনাদ তাঁহার দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত শ্রবণ করিলেন ॥ ২৭

নিজের ভ্রাতা ত্রিতকে কূপের মধ্যে পতিত জানিয়াও দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত ব্যাঘ্রের ভয় ও পশুসকলের লোভে তাঁহাকে সেইস্থানেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন ॥ ২৮

রাজন্! পশুগণের লোভে পড়িয়া সেই দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত তখন মহাতপস্বী ত্রিতকে ধূলিতে পূর্ণ নির্জল কূপেই পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পাপী মনুষ্য নিজেকে নিজেই নরকে নিমজ্জিত দেখিয়া থাকে, সেইরূপ তৃণ, বীরুধ ও লতাসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই কূপে নিজেকে নিজেই পতিত দেখিয়া মৃত্যু-ভয়ে ভীত এবং সোমপান হইতে বঞ্চিত বিদ্বান্ ত্রিত নিজ বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি এই কূপে থাকিয়াই কিভাবে সোমপান করিতে সমর্থ হইবে? ৩০-৩১

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাতপস্বী ত্রিত সেই কূপে একটি লতা দেখিতে পাইলেন, যাহা দৈবযোগেই সেখানে লম্বা হইয়া বিস্তৃত ছিল ॥ ৩২

মুনি ত্রিত সেই বালুকাপূর্ণ কূপে জলভাবনা করিয়া উহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা অগ্নিস্থাপনা করিলেন এবং হোতা প্রভৃতি স্থানে নিজেকে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৩৩

তাহার পর সেই মহাতপস্বী ত্রিত সেই বিস্তৃত সোমের ভাবনা করিয়া মনে মনে ঋগ্, যজুঃ ও সামম চিন্তা করিলেন। নরেশ্বর! ইহার পর কাঁকর বা বালু সমূহে শিল ও নুড়ির ভাবনা করত তাহার উপর লতা হইতে সোমরস বাহির করিলেন। তারপর ঘৃতের সঙ্কল্প করিয়া তিনি দেবতাগণের জন্য ভাগ নির্দ্ধার সোমরস প্রস্তুত করিয়া উহা আহুতি দান করিতে করি মন্ত্রসকলে গম্ভীর ধ্বনি করিলেন ॥ ৩৪-৩৫½

রাজন্! ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ যেভাবে বলিয়াছেন, সেই যজ্ঞ সম্পাদন করত ত্রিত মুনি বেদধ্বনি করিলে ধ্বনিতে তখন স্বর্গলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইল ॥ ৩৬½

মহাত্মা ত্রিতের সেই যজ্ঞ যখন আরম্ভ হইল, সেই স্বর্গলোক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহই ইহার কারণ পারিলেন না ॥ ৩৭½

তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি বেদমন্ত্রসমূহের সেই তুমু শ্রবণ করত দেবগণকে বলিলেন—দেববৃন্দ! ত্রিতমুনি চলিতেছে, সেখানে আমরা সকলে গমন করিব ॥ ৩৮-৩৯

সেই মহাতপস্বী ত্রিত আমরা গমন না করিলে ক্রুদ্ধ অন্য দেবগণকে সৃষ্টি করিবেন। বৃহস্পতির এই কথা করিয়া সমস্ত দেবতাগণ একসঙ্গে সেই স্থানে গমন করি যেখানে ত্রিত মুনির যজ্ঞ হইতেছে ॥ ৪০½

প্রযযুস্তত্র যত্রাসৌ ত্রিতযজ্ঞঃ প্রবর্ততে।
তে তত্র গত্বা বিবুধাস্তং কূপং যত্র স ত্রিতঃ ॥ ৪১
দদৃশুস্তং মহাত্মানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্মসু।
দৃষ্ট্বা চৈনং মহাত্মানং শ্রিয়া পরময়া যুতম্ ॥ ৪২
ঊচুশ্চৈনং মহাভাগং প্রাপ্তা ভাগার্থিনো বয়ম্।
অথাব্রবীদৃষির্দেবান্ পশ্যধ্বং মা দিবৌকসঃ ॥ ৪৩
অস্মিন্ প্রতিভয়ে কূপে নিমগ্নং নষ্টচেতসম্।
ততস্ত্রিতো মহারাজ ভাগাংস্তেষাং যথাবিধি ॥ ৪৪
মন্ত্রযুক্তান্ সমদদৎ তে চ প্রীতাস্তদাভবন্।
ততো যথাবিধি প্রাপ্তান্ ভাগান্ প্রাপ্য দিবৌকসঃ ॥ ৪৫
প্রীতাত্মানো দদুস্তস্মৈ বরান্ যান্ মনসেচ্ছতি।
স তু বব্রে বরং দেবাংস্ত্রাতুমর্হথ মামিতঃ ॥ ৪৬
যশ্চেহোপস্পৃশেৎ কূপে স সোমপগতিং লভেৎ।
তত্র চোর্মিমতী রাজন্নুৎপপাত সরস্বতী ॥ ৪৭
তয়োৎক্ষিপ্তঃ সমুত্তস্থৌ পূজয়ংস্ত্রিদিবৌকসঃ।
তথেতি চোক্ত্বা বিবুধা জগ্মূ রাজন্ যথাগতাঃ ॥ ৪৮
ত্রিতশ্চাভ্যাগমৎ প্রীতঃ স্বমেব নিলয়ং তদা।
ক্রুদ্ধস্তু স সমাসাদ্য তাবৃষী ভ্রাতরৌ তদা ৪৯
উবাচ পরুষং বাক্যং শশাপ চ মহাতপাঃ
পশুলুব্ধৌ যুবাং যস্মান্মামুৎসৃজ্য প্রধাবিতৌ ॥ ৫০
তস্মাদ্ বৃকাকৃতী রৌদ্রৌ দংষ্ট্রিণাবভিতশ্চরৌ।
ভবিতারৌ ময়া শপ্তৌ পাপেনানেন কর্মণা ॥ ৫১
প্রসবশ্চৈব যুবয়োর্গোলাঙ্গুলর্ক্ষবানরাঃ।
ইত্যুক্তেন তদা তেন ক্ষণাদেব বিশাম্পতে ॥ ৫২
তথাভূতাবদৃশ্যেতাং বচনাৎ সত্যবাদিনঃ।
তত্রাপ্যমিতবিক্রান্তঃ স্পৃষ্ট্বা তোয়ং হলায়ুধঃ ॥ ৫৩
দত্ত্বা চ বিবিধান্ দায়ান্ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্।
উদপানঞ্চ তং বীক্ষ্য প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেবগণ সেই কূপকে দর্শন করিলেন, যেখানে ত্রিতমুনি অবস্থান করিতেছেন। এই সময় উঁহারা যজ্ঞে দীক্ষিত সেই মহাত্মা ত্রিতমুনিকেও দর্শন করিলেন। এই মহাভাগ ত্রিতমুনিকে দর্শন করত দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন—, আমরা যজ্ঞে নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ৪১-৪২½

সেই সময় মহর্ষি ত্রিত তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে দেবগণ! দেখুন, আমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এই ভয়ানক কূপে পতিত হইয়া নিজের চেতনাও হারাইয়া ফেলিয়াছি ॥ ৪৩½

মহারাজ! তদনন্তর ত্রিত দেবগণকে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে উঁহাদের ভাগ সমর্পণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪৪½

বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নিজেদের ভাগ গ্রহণ করত প্রসন্নচিত্ত দেবতাগণ তাঁহাকে মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন ॥ ৪৫½

ত্রিতমুনি দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন.—আমাকে এই কূপ হইতে আপনারা রক্ষা করুন এবং যে মনুষ্য ইহাকে আচমন করিবে, তাহার যেন যজ্ঞে সোমপানের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬½

রাজন্! ত্রিতমুনি এই কথা বলিতেই কূপমধ্যে তরঙ্গমালা সুশোভিতা সরস্বতী নদী উত্থিতা হইলেন। তিনি নিজ জলের বেগে ত্রিতমুনিকে উপরে তুলিয়া দিলেন এবং তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর তিনি দেবগণকে পূজা করিলেন ॥ ৪৭½

হে রাজন্! মুনির প্রার্থিত বর-বিষয়ে "তথাস্তু" বলিয়া সমস্ত দেবগণ যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে গমন করিলেন। তারপর ত্রিতমুনিও প্রসন্ন হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৮½

সেই মহাতপস্বী ত্রিতমুনি কুপিত হইয়া স্বীয় দুই ঋষি ভ্রাতার নিকট গমন করত কঠোর ভাষায় শাপদান করিতে করিতে বলিলেন,—তোমরা দুইজনে পশুগণের লোভে পড়িয়া আমাকে পরিত্যাগ করত চলিয়া আসিয়াছ। সেই জন্য এই পাপকর্ম্মের ফলে আমার শাপে তোমরা দুই ভ্রাতা মহাভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করত দন্তযুক্ত হইয়া এদিক্ ওদিক বিচরণ করিতে থাক। তোমাদের দুইজনের সন্তানরূপে গোলাঙ্গুল, বরাহ ও বানরাদি পশুসমূহের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৯-৫১½

প্রজানাথ তিনি এই কথা বলিলে পর সেই দুই ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ সত্যবাদী ত্রিতের বাক্যে ব্যাঘ্রের আকৃতিরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৫২½

অমিতপরাক্রমী বলরাম সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের নানাপ্রকার ধনদান করিলেন ॥ ৫৩½

উদারচিত্ত বলরাম সরস্বতী নদীর অন্তর্গত উদপানতীর্থ দর্শন

নদীগতমদীনাত্মা প্রাপ্তো বিনশনং তদা ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসি
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং ত্রিতাখ্যা
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

পূর্ব্বক তাঁহার বারংবার প্রশংসা করিতে করিতে সে স্থান হইতে বিনশন-তীর্থে গমন করিলেন ॥ ৫৪-৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ত্রিতমুনি
উপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বিনশন-সুভূমিক-গন্ধর্ব-গর্গস্রোতঃ-শঙ্খ-দ্বৈতবন-নৈমিষাদীনি তীর্থানি গত্বা বলরামস্য সপ্তসারস্বততীর্থেষু প্রবেশঃ)

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্ যত্র নষ্টা সরস্বতী ॥ ১
তস্মাৎ তু ঋষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি চ।
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলং সরস্বত্যাং মহাবলঃ ॥ ২
সুভূমিকং ততোঽগচ্ছৎ সরস্বত্যাস্তটে বরে।
তত্র চাপ্সরসঃ শুভ্রা নিত্যকালমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩
ক্রীড়াভির্বিমলাভিশ্চ ক্রীড়ন্তি বিমলাননাঃ।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মাসি মাসি জনেশ্বর ॥ ৪
অভিগচ্ছন্তি তৎ তীর্থং পুণ্যং ব্রাহ্মণসেবিতম্।
তত্রাদৃশ্যন্ত গন্ধর্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫
সমেত্য সহিতা রাজন্ যথাপ্রাপ্তং যথাসুখম্।
তত্র মোদন্তি দেবাশ্চ পিতরশ্চ সবীরুধঃ ॥ ৬
পুণ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সদা দিব্যৈঃ কীর্য্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
আক্রীড়ভূমিঃ সা রাজংস্তাসামপ্সরসাং শুভা ॥ ৭
সুভূমিকেতি বিখ্যাতা সরস্বত্যাস্তটে বরে।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসু বিপ্রায় মাধবঃ ॥ ৮
শ্রুত্বা গীতঞ্চ তদ্ দিব্যং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনম্।
ছায়াশ্চ বিপুলা দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ॥ ৯
গন্ধর্বাণাং ততস্তীর্থমাগচ্ছদ্ রোহিণীসুতঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তত্র গন্ধর্বাস্তপসান্বিতাঃ ॥ ১০
নৃত্যবাদিত্রগীতঞ্চ কুর্বন্তি সুমনোরমম্।
তত্র দত্ত্বা হলধরো বিপ্রেভ্যো বিবিধং বসু ॥ ১১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বিনশন, সুভূমিক, গন্ধর্ব্ব, গর্গস্রোত, শঙ্খ, দ্বৈতবন এবং নৈমিষেয়াদি তীর্থ গমন করত বলরামের সপ্ত সরস্বতী তীর্থে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! উদপান তীর্থ হইতে গমন করিয়া হলধারী বলরাম বিনশনতীর্থে আসিলেন, যেখানে (দুষ্কর্ম্মপরায়ণ) শূদ্র ও আভীরগণের প্রতি দ্বেষবশতঃ সরস্বতী বিনষ্ট (অদৃশ্য) হইয়া গিয়াছেন। এই কারণে ঋষিসকল তাঁহাকে বিনশনতীর্থ বলিয়া থাকেন ॥ ১½

মহাবল বলরাম সেখানেও সরস্বতীতে আচমন ও স্নান করত তাঁহার সুন্দর তীরে স্থিত 'সুভূমিক' তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২½

এই তীর্থে গৌরবর্ণা ও নির্ম্মলমুখী সুন্দরী অপ্সরাগণ আলস্য ত্যাগ করত সদা নানাপ্রকার বিমল ক্রীড়াসমূহের দ্বারা নিজেদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ৩½

জনেশ্বর! সেখানে এই ব্রাহ্মণসেবিত পুণ্যতীর্থ গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবতাসকল প্রতিমাসে আগমন করিয়া থাকেন ॥৪½

রাজন্! গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাবৃন্দকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া সেখানে আগমন করিতে এবং সুখে বিচরণ করিতে দেখা যায় ॥ ৫½

সেখানে দেবতা ও পিতৃগণ লতা-বল্লীসমূহের সহিত আমোদিত হইয়া থাকেন। তখন ইঁহাদের উপর সর্ব্বদা পবিত্র ও দিব্য পুষ্পসকল বারংবার বর্ষিত হয় ॥ ৬½

রাজন্! সরস্বতীর সুন্দর-তীরে এই অপ্সরাগণের মঙ্গলময়ী ক্রীড়াভূমি বিদ্যমান, সেইজন্য এই স্থান সুভূমিক নামে বিখ্যাত ৭½

বলরাম এই তীর্থে স্নান করত বিপ্রগণকে ধনদান করিয়া দিব্য গীত ও দিব্য বাদ্যধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের বহু মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর রোহিণীনন্দন বলরাম গন্ধর্ব্ব তীর্থে আগমন করিলেন ॥ ৮-৯½

সেখানে তপস্যারত বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ মনোরম নৃত্য, বাদ্য ও গীতের আয়োজন করেন ॥ ১০½

হলধর এস্থানেও ব্রাহ্মণগণকে ছাগল, ভেঁড়া, গাভী, উষ্ট্র ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নানাবিধ ধন দান করত তাঁ

অজাবিকং গোখরোষ্ট্রং সুবর্ণং রজতং তথা।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈঃ সন্তর্প্য চ মহাধনৈঃ ॥ ১২
প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈঃ স্তূয়মানশ্চ মাধবঃ।
তস্মাদ্ গন্ধর্ব্বতীর্থাচ্চ মহাবাহুররিন্দমঃ ॥ ১৩
গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী।
তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা ॥ ১৪
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ।
উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয় ॥ ১৫
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা।
তস্য নাম্না চ তৎ তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতম্ ॥ ১৬
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ।
উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ॥ ১৭
তত্র গত্বা মহারাজ বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ।
বিধিবদ্ধি ধনং দত্ত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১৮
উচ্চাবচাংস্তথা ভক্ষ্যান্ বিপ্রেভ্যো বিপ্রদায় সঃ।
নীলবাসাস্তদাগচ্ছচ্ছঙ্খতীর্থং মহাযশাঃ ॥ ১৯
তত্রাপশ্যন্মহাশঙ্খং মহামেরুমিবোচ্ছ্রিতম্।
শ্বেতপর্বতসঙ্কাশমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্ ॥ ২০
সরস্বত্যাস্তটে জাতং নগং তালধ্বজো বলী।
যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চামিতৌজসঃ ॥ ২১
পিশাচাশ্চামিতবলা যত্র সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
তে সর্বে হ্যশনং ত্যক্ত্বা ফলং তস্য বনস্পতেঃ ॥ ২২
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কালে কালে স্ম ভুঞ্জতে।
প্রাপ্তৈশ্চ নিয়মৈস্তৈস্তৈর্বিচরন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
অদৃশ্যমানা মনুজৈর্ব্যচরন্ পুরুষর্ষভ।
এবং খ্যাতো নরব্যাঘ্র লোকেঽস্মিন্ স বনস্পতিঃ ॥ ২৪
ততস্তীর্থং সরস্বত্যাঃ পাবনং লোকবিশ্রুতম্।
তস্মিংশ্চ যদুশার্দূলো দত্ত্বা তীর্থে পয়স্বিনীঃ ॥ ২৫
তাম্রায়সানি ভাণ্ডানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব পূজিতশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ২৬
পুণ্যং দ্বৈতবনং রাজন্নাজগাম হলায়ুধঃ।
তত্র গত্বা মুনীন্ দৃষ্ট্বা নানাবেশধরান্ বলঃ ॥ ২৭

ইচ্ছানুসারে ভোজন করাইলেন এবং প্রচুর ধনে সন্তুষ্ট করত ব্রাহ্মণগণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণসকল বলরামের স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ১১-১২½

সেই গন্ধর্ব্বতীর্থে গমন করত এক কর্ণে কুণ্ডলধারী শত্রুদমন মহাবাহু বলরাম গর্গস্রোত নামক মহাতীর্থে আসিলেন ॥ ১৩½

জনমেজয়! সেখানে তপস্যায় পবিত্রচিত্ত মহাত্মা বৃদ্ধ গর্গ সরস্বতীর এই শুভতীর্থে কালের জ্ঞান, কালের গতি, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলের পরিবর্ত্তন, দারুণ উৎপাত এবং শুভ লক্ষণ—এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামে এই তীর্থ 'গর্গস্রোত' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৪-১৬

প্রভো নৃপ! সেখানে উত্তম ব্রতপালনকারী ঋষিগণ কাল-জ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বদা মহাভাগ গর্গমুনির উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! সেখানে গমন করত শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত, নীল-বস্ত্রপরিহিত, মহাযশস্বী, বলরাম বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিদিগকে বিধি অনুসারে ধনদান করত ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ সমর্পিত করিয়া সেখান হইতে শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেখানে তালচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত বলবান্ বলরাম মহাশঙ্খ নামে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলেন, যাহা বিশাল মেরুপর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত ছিল। ইহার নিম্নে ঋষিগণের সঙ্ঘ বাস করিতেছিলেন। এই বৃক্ষ সরস্বতী নদীর তীরেই উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২০½

এই বৃক্ষের চারিপার্শ্বে যক্ষ, বিদ্যাধর, অমিততেজস্বী রাক্ষস, অনন্ত বলশালী পিশাচ এবং সিদ্ধগণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিবাস করিতেছিলেন ॥ ২১½

ইঁহারা সকলে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ব্রত ও নিয়ম পালন করিতে করিতে সময়ে সময়ে এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ২২½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা এই স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্যগণের অদৃশ্য থাকিয়া পরিভ্রমণ করেন। নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সেই বনস্পতি বিশ্বে বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ২৩-২৪

এই বৃক্ষ সরস্বতীর লোকবিখ্যাত পাবন তীর্থ। যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থে দুগ্ধবতী গাভীসকল দান করত তাম্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র এবং নানাপ্রকার বহু বস্ত্রও ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তিনি স্বয়ংই তপস্বী মুনিদিগের পূজিত হইয়াছিলেন ॥ ২৫-২৬

রাজন্! সেখান হইতে হলধর বলভদ্র পবিত্র দ্বৈতবনে আসিলেন এবং সেখানে নানা বেশধারী মুনিগণকে দর্শন করত জলে স্নান পূর্ব্বক তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিলেন ॥ ২৭½

আপ্লুত্য সলিলে চাপি পূজয়ামাস বৈ দ্বিজান্ ।
তথৈব দত্ত্বা বিপ্রেভ্যঃ পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্ ॥ ২৮
ততঃ প্রায়াদ্ বলো রাজন্ দক্ষিণেন সরস্বতীম্ ।
গত্বা চৈবং মহাবাহুর্নাতিদূরে মহাযশাঃ ॥ ২৯
ধর্ম্মাত্মা নাগধন্বানং তীর্থমাগমদচ্যুতঃ ।
যত্র পন্নগরাজস্য বাসুকেঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৩০
মহাদ্যুতের্মহারাজ বহুভিঃ পন্নগৈর্বৃতম্ ।
ঋষীণাং হি সহস্রাণি তত্র নিত্যং চতুর্দ্দশ ॥ ৩১
যত্র দেবাঃ সমাগম্য বাসুকিং পন্নগোত্তমম্ ।
সর্ব্বপন্নগরাজানমভ্যষিঞ্চন্ যথাবিধি ॥ ৩২
পন্নগেভ্যো ভয়ং তত্র বিদ্যতে ন স্ম পৌরব ।
তত্রাপি বিধিবদ্ দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো রত্নসঞ্চয়ান্ ॥ ৩৩
প্রায়াৎ প্রাচীং দিশং তত্র তত্র তীর্থান্যনেকশঃ ।
সহস্রশতসংখ্যানি প্রথিতানি পদে পদে ॥ ৩৪
আপ্লুত্য তত্র তীর্থেষু যথোক্তং তত্র চর্ষিভিঃ ।
কৃত্বোপবাসনিয়মং দত্ত্বা দানানি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৫
অভিবাদ্য মুনীংস্তান্ বৈ তত্র তীর্থনিবাসিনঃ ।
উদ্দিষ্টমার্গঃ প্রযযৌ যত্র ভূয়ঃ সরস্বতী ॥ ৩৬
প্রাঙ্মুখং বৈ নিববৃতে বৃষ্টির্বাতহতা যথা ।
ঋষীণাং নৈমিষেয়াণামবেক্ষার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৭
নিবৃত্তাং তাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং তত্র দৃষ্ট্বা তু লাঙ্গলী ।
বভূব বিস্মিতো রাজন্ বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ॥ ৩৮

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাৎ সরস্বতী ব্রহ্মন্ নিবৃত্তা প্রাঙ্মুখীভবৎ ।
ব্যাখ্যাতমেতদিচ্ছামি সর্ব্বমধ্বর্য্যুসত্তম ॥ ৩৯
কস্মিংশ্চিৎ কারণে তত্র বিস্মিতো যদুনন্দনঃ ।
নিবৃত্তা হেতুনা কেন কথমেব সরিদ্বরা ॥ ৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পূর্ব্বং কৃতযুগে রাজন্ নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ।
বর্ত্তমানে সুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৪১
ঋষয়ো বহবো রাজংস্তৎ সত্রমভিপেদিরে ।
উষিত্বা চ মহাভাগাস্তস্মিন্ সত্রে যথাবিধি ॥ ৪২

এইভাবে বিপ্রবর্গকে প্রচুর ভোগসামগ্রী অর্পণ করত পুনরায় বলরাম সরস্বতীর দক্ষিণ তীর দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮২

মহারাজ! এইভাবে অল্প কিয়দ্দূর গমন করত মহবাহু, মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বলরাম নাগধন্বানামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাতপস্বী নাগরাজ বাসুকির বহু সংখ্যক সর্পবেষ্টিত নিবাসস্থান আছে। এখানে সর্ব্বদা চৌদ্দ হাজার ঋষি বাস করিতেছেন ॥ ॥ ২৯-৩১

এস্থানে দেবতাগণ আসিয়া সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাসুকিকে সমস্ত সর্পসকলের রাজার পদে বিধি অনুসারে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩২

পৌরব! সেখানে কোনও সর্পেরই কোনরূপ ভয় নাই। এই তীর্থে বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বিধি পূর্ব্বক রাশি রাশি রত্ন দান করিয়া পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন, যেখানে পদে পদে বহু প্রকারের প্রসিদ্ধ তীর্থ রহিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ ॥ ৩৩-৩৪

এই তীর্থে স্নান করত তিনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত বাক্যানুসারে ব্রত-উপবাসাদি নিয়ম পালন করিলেন। তারপর সর্ব্ব প্রকার বস্তু দান করত তীর্থবাসী মুনিদিগকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদের কথিত পথ দিয়া পুনরায় সেই স্থানের দিকে গমন করিলেন, যেখানে সরস্বতী বায়ুর দ্বারা হত বর্ষার ন্যায় পুনরায় পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে ॥ ৩৫-৩৬২

রাজন্! নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণকে দর্শন করি[বার] জন্য পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত নদীসকলের শ্রেষ্ঠ সরস্বতী[কে] দর্শন পূর্ব্বক শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত হলধর বলরাম আশ্চর্য্যা[ন্বিত] হইলেন ॥ ৩৭-৩৮

জনমেজয় বলিলেন,—যজুর্ব্বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্র! আমি আপনার মুখ হইতে শুনিতে চাই যে, সরস্বতী নদী [কি] কারণে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগি[ল]; কি কারণ ছিল যে যদুনন্দন বলরামও আশ্চর্য্যান্বিত হইলে[ন]; নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী কি কারণে এবং কিভাবে পূ[র্ব্ব]দিক্ অভিমুখে ফিরিয়া আসিয়াছিল? ৩৯-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বকাল সত্যযুগের ক[থা]; সেখানে বারবর্ষে পূর্ণ হইবার যোগ্য এক মহাযজ্ঞের অনু[ষ্ঠান] আরম্ভ হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে নৈমিষারণ্যবাসী তপ[স্বী] মুনিগণ এবং অন্য বহু সংখ্যক ঋষিও উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪১২

নৈমিষারণ্যবাসীদিগের সেই দ্বাদশবর্ষীয় যজ্ঞে মহা[ভাগ] ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। যখন এই

নিবৃত্তে নৈমিষেয়ে বৈ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
আজগ্মুর্ঋষয়স্তত্র বহবস্তীর্থকারণাৎ ॥ ৪৩
ঋষীণাং বহুলত্বাত্তু সরস্বত্যা বিশাম্পতে।
তীর্থানি নগরায়ন্তে কূলে বৈ দক্ষিণে তদা ॥ ৪৪
সমন্তপঞ্চকং যাবত্তাবত্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
তীর্থলোভান্নরব্যাঘ্র নদ্যাস্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৫
জুহ্বতাং তত্র তেষাং তু মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্বাধ্যায়েনাতিমহতা বভূবুঃ পূরিতা দিশঃ ॥ ৪৬
অগ্নিহোত্রৈস্ততস্তেষাং ক্রিয়মাণৈর্মহাত্মনাম্।
অশোভত সরিচ্ছ্রেষ্ঠা দীপ্যমানৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৭
বালখিল্যা মহারাজ অশ্মকুট্টাশ্চ তাপসাঃ।
দন্তোলুখলিনশ্চান্যে প্রসংখ্যানাস্তথা পরে ॥ ৪৮
বায়ুভক্ষা জলাহারা পর্ণভক্ষাশ্চ তাপসাঃ।
নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥ ৪৯

আসন্ বৈ মুনয়স্তত্র সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ।
শোভয়ন্তঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥ ৫০
শতশশ্চ সমাপেতুর্ঋষয়ঃ সত্রযাজিনঃ।
তেঽবকাশং ন দদৃশুঃ সরস্বত্যা মহাব্রতাঃ ॥ ৫১
ততো যজ্ঞোপবীতৈস্তে তত্তীর্থং নির্মিমায় বৈ।
জুহুবুশ্চাগ্নিহোত্রাংশ্চ চক্রুশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫২
ততস্তমৃষিসঙ্ঘাতং নিরাশং চিন্তয়ান্বিতম্।
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র তেষামর্থে সরস্বতী ॥ ৫৩
ততঃ কুঞ্জান্ বহূন্ কৃত্বা সংনিবৃত্তা সরস্বতী।
ঋষীণাং পুণ্যতপসাং কারুণ্যাজ্জনমেজয় ॥ ৫৪
ততো নিবৃত্য রাজেন্দ্র তেষামর্থে সরস্বতী।
ভূয়ঃ প্রতীচ্যভিমুখী প্রসুস্রাব সরিদ্বরা ॥ ৫৫
অমোঘাগমনং কৃত্বা তেষাং ভূয়ো ব্রজাম্যহম্।
ইত্যদ্ভুতং মহচ্চক্রে তদা রাজন্ মহানদী ॥ ৫৬

সমাপ্ত হইল, তখন বহু সংখ্যক মহর্ষি তীর্থ সেবার জন্য সেখানে আসিলেন ॥ ৪২-৪৩

প্রজানাথ! ঋষিদিগের সংখ্যা অধিক হওয়ায় সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে যত তীর্থ ছিল, সেই সমস্তই নগরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তীর্থসেবার লোভে সেই ব্রহ্মর্ষিগণ সমন্তপঞ্চক তীর্থ পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

সেখানে হোম করিতে করিতে পবিত্রচিত্ত মুনিগণ কর্তৃক অত্যন্ত গভীর স্বরে কৃত স্বাধ্যায়ের শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

চারিদিকে প্রকাশিত সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৭

মহারাজ! সরস্বতীর এই নিকটবর্তী তীরে সুপ্রসিদ্ধ তপস্বী বালখিল্য, যাহার অশ্মকুট্ট (প্রস্তরকে বিদীর্ণ করত উৎপন্ন বৃক্ষের ফলভোজনকারী), দন্তোলুখলী (দন্তই যাহার উলূখলের কর্ম করে অর্থাৎ উলূখলে পিষ্ট করিয়া নহে, দন্তের দ্বারাই চর্ব্বণ করত ভোজনকারী), প্রসংখ্যান (গণনা করিয়া ফলভক্ষণকারী),, বায়ু পান করিয়া অবস্থিত, জলপানকারী, পত্রাহারী, নানাবিধ নিয়মনিষ্ঠাযুক্ত এবং বেদীর উপর শয়নকারী তপস্বী মুনিগণ বিরাজ করিতেছিলেন। ইঁহারা নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতীর সেইভাবে শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবগণ গঙ্গার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৫০

সত্রযাগে সম্মিলিত শত শ মহাব্রতধারী ঋষি সেখানে আসিলেন; কিন্তু তাঁহারা সরস্বতীর তীরে নিজেদের থাকিবার স্থান দেখিতে পাইলেন না ॥ ৫১

তখন তাঁহারা যজ্ঞোপবীতসমূহের দ্বারা সেই তীর্থ নির্ম্মাণ করত সেখানে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিসকল প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকার বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৫২

রাজেন্দ্র! সেই সময় এই ঋষিগণকে নিরাশ ও চিন্তিত জানিয়া সরস্বতী তাঁহাদের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন ॥ ৫৩

জনমেজয়! তাহার পর বহু সংখ্যক কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতী সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন; কারণ পুণ্যতপস্বী ঋষিদের উপর তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ৫৪

রাজেন্দ্র! উঁহাদের জন্য নিবৃত্ত হইয়া নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় পশ্চিমদিক্ অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

রাজন্! এই মহানদী সরস্বতী এরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই ঋষিগণের আগমনকে সফল করিবার জন্য পুনরায়

এবং স কুঞ্জো রাজন্ বৈ নৈমিষীয় ইতি স্মৃতঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে কুরুষ মহতীং ক্রিয়াম্ ॥ ৫৭
তত্র কুঞ্জান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঞ্চ সরস্বতীম্।
বভূব বিস্ময়স্তত্র রামস্যাথ মহাত্মনঃ ॥ ৫৮
উপস্পৃশ্য তু তত্রাপি বিধিবদ্ যদুনন্দনঃ।
দত্ত্বা দায়ান্ দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ ॥ ৫৯
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় চ।
ততঃ প্রায়াদ্ বলো রাজন্ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥৬০
সরস্বতীতীর্থবরং নানাদ্বিজগণাযুতম্।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্যপ্লক্ষাশ্বত্থবিভীতকৈঃ ॥ ৬১
কঙ্কোলৈশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা।
সরস্বতীতীর্থরুহৈস্তরুভির্বিবিধৈস্তথা ॥ ৬২
করূষকবরৈশ্চৈব বিল্বৈরাম্রাতকৈস্তথা।
অতিমুক্তকষণ্ডৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতাম্ ॥ ৬৩
কদলীবনভূয়িষ্ঠং দৃষ্টিকান্তং মনোহরম্।
বায়্বম্বুফলপর্ণাদৈর্দন্তোলূখলিকৈরপি ॥ ৬৪
তথাশ্মকুট্টৈর্বানেয়ৈর্মুনিভির্বহুভির্বৃতম্।
স্বাধ্যায়ঘোষসঙ্ঘুষ্টং মৃগযূথশতাকুলম্ ॥৬৫
অহিংস্রৈর্ধর্মপরমৈর্নৃভিরত্যর্থসেবিতম্।
সপ্তসারস্বতং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ ॥ ৬৬
তত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধাস্তপস্তেপে মহামুনিঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

পশ্চিম দিক্ অভিমুখেই গমন করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি এই অত্যাশ্চর্য্যকর কর্ম্ম করিলেন ॥ ৫৬

নরেশ্বর! এইভাবে সেই সকল কুঞ্জ 'নৈমিষীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমিও কুরুক্ষেত্রে মহৎ কর্ম্ম কর ॥ ৫৭

সেখানে বহু কুঞ্জ ও প্রতিনিবৃত্তা সরস্বতীকে দর্শন করত মহাত্মা বলরাম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৮

যদুনন্দন বলরাম সেখানে বিধি অনুসারে স্নান ও আচমন করত ব্রাহ্মণগণকে ধন ও নানাবিধ বর্ত্তন (পাত্র) দান করিলেন। রাজন্! তারপর নানাপ্রকার ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ দান করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে বলরাম সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৫৯-৬০

তদনন্তর হলায়ুধ বলরাম সপ্ত সারস্বত নামক তীর্থে আসিলেন, যাহা সরস্বতীর তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণমণ্ডলী বাস করেন। বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য (গম্ভা...) পাকুড়, অশ্বত্থ, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর; পীলু, ... বিল্ব, আমড়া, মাধবীলতা, পারিজাত এবং সরস্বতীর তীরে ... আরও নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত সেই তীর্থ দেখিতে ক... এবং মনোহর। সেখানে বহু কদলী বনও আছে। ... তীর্থ বায়ু, জল, ফল এবং পত্র ভক্ষণকারী, দন্তসমূহে ... উলূখলের কার্য্যসম্পাদনকারী এবং প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া ... বৃক্ষের ফলভক্ষণকারী বহু সংখ্যক বানপ্রস্থ মুনিতে পূর্ণ ... এ স্থান বেদোক্ত স্বাধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ... মৃগগণের শত-শত দল চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল। ... বর্জ্জিত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণ সেই তীর্থের অধিক সেবা ... থাকেন। এখানে সিদ্ধ মহামুনি মঙ্কণক অতিশয় তীব্র ... করিয়াছিলেন ॥ ৬১-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সারস্ব... তীর্থের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সপ্ত-সারস্বততীর্থোৎপত্তি-মহিমকথনম্, মঙ্কণকমুনেশ্চরিত্রবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।
সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ কশ্চ মঙ্কণকো মুনিঃ।
কথং সিদ্ধঃ স ভগবান্ কশ্চাস্য নিয়মোঽভবৎ ॥ ১
কস্য বংশে সমুৎপন্নঃ কিং চাধীতং দ্বিজোত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিধিবদ্ দ্বিজসত্তম ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
রাজন্ সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
আহূতা বলবদ্‌ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী ॥ ৩
সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা ॥ ৪
পিতামহস্য মহতো বর্তমানে মহামখে
বিততে যজ্ঞবাটে চ সংসিদ্ধেষু দ্বিজাতিষু ॥ ৫
পুণ্যাহঘোষৈর্বিমলৈর্বেদানাং নিনদৈস্তথা।
দেবেষু চৈব ব্যগ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥ ৬
তত্র চৈব মহারাজ দীক্ষিতে প্রপিতামহে।
যজতস্তস্য সত্রেণ সর্বকামসমৃদ্ধিনা ॥ ৭
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা ধর্মার্থকুশলৈস্তদা।
উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র দ্বিজাতীংস্তত্র তত্র হ ॥ ৮
জগুশ্চ তত্র গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ৯
তস্য যজ্ঞস্য সম্পত্ত্যা তুতুষুর্দেবতা অপি।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষযোনয়ঃ ॥ ১০
বর্তমানে তথা যজ্ঞে পুষ্করস্থে পিতামহে।
অব্রুবন্নৃষয়ো রাজন্নায়ং যজ্ঞে মহাগুণঃ ॥ ১১
ন দৃশ্যতে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সস্মারাথ সরস্বতীম্ ॥ ১২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[সপ্ত সারস্বত-তীর্থের উৎপত্তি, মহিমা এবং মঙ্কণকমুনির চরিত্র বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! সপ্ত সারস্বত-তীর্থের উৎপত্তি কিভাবে হইল? পূজনীয় মঙ্কণকমুনি কে ছিলেন? কিরূপে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিয়ম কিরূপ ছিল? ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তিনি কোন বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? এ সমস্তই আমি বিধি অনুসারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সরস্বতী নামে সাতটি নদী ছিল, যাহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত আছে। তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মাগণ যে যে স্থানে সরস্বতীকে আবাহন করিতেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূতা হইতেন ॥ ৩

সেই সপ্ত সরস্বতী নদীর নাম—সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, সরস্বতী, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা ॥ ৪

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, এক সময় পুষ্কর তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মার একটি মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়। তাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞশালায় সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বিরাজমান ছিলেন। পুণ্যাহবাচনের নির্দোষ উচ্চারণ শব্দ এবং বেদমন্ত্রসকলের ধ্বনি সারা যজ্ঞমণ্ডপ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সকল দেবগণও এই যজ্ঞকর্ম্মের সম্পাদনে ব্যগ্র ছিলেন ॥ ৫-৬

মহারাজ! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞ করিবার সময় সকলেরই সমস্ত ইচ্ছা এই যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইত ॥ ৭

রাজেন্দ্র! ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে কুশল মনুষ্যগণ মনে মনে যে পদার্থসকলের চিন্তা করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট সেই সেই পদার্থ উপস্থিত হইত ॥ ৮

এই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছিলেন এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করিতেছিলেন। দিব্য বাদ্যসকলও তখন বাদিত হইতেছিল ॥ ৯

এই যজ্ঞের বৈভব দেবগণও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং এস্থলে মনুষ্যদের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১০

রাজন্! এইরূপে যখন পিতামহ ব্রহ্মা পুষ্করে বিরাজমান থাকিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন ঋষিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার এই যজ্ঞ এখনও মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে নাই; কারণ, নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এখানে দেখা যাইতেছে না ॥ ১১½

ইহা শ্রবণ করত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্নতার সহিত সরস্বতী

পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না তত্র সরস্বতী ॥ ১৩
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তুষ্টাস্ত্বরাযুক্তাং সরস্বতীম্।
পিতামহং মানয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে ॥ ১৪
এবমেষা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পুষ্করেষু সরস্বতী।
পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্ ॥ ১৫
নৈমিষে মুনয়ো রাজন্ সমাগম্য সমাসতে।
তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্ বেদং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
যত্র তে মুনয়ো হ্যাসন্ নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ।
তে সমাগম্য মুনয়ঃ সস্মরুর্বৈ সরস্বতীম্ ॥ ১৭
সা তু ধ্যাতা মহারাজ ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ।
সমাগতানাং রাজেন্দ্র সাহায্যার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮
আজগাম মহাভাগা তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মুনীনাং সত্রযাজিনাম্ ॥ ১৯

আগতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা তত্র ভারত পূজিতা।
গয়স্য যজমানস্য গয়েষ্বেব মহাক্রতুম্ ॥ ২০
আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
বিশালাং তু গয়স্যাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২১
সরিৎ সা হিমবৎপার্শ্বাৎ প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
ঔদ্দালকেস্তথা যজ্ঞে যজতস্তস্য ভারত ॥ ২২
সমেতে সর্বতঃ স্ফীতে মুনীনাং মণ্ডলে তদা।
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ মহাত্মনা ॥ ২৩
উদ্দালকেন যজতা পূর্বং ধ্যাতা সরস্বতী।
আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশং মুনিকারণাৎ ॥ ২৪
পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃতা ॥ ২৫
সুরেণুর্ঋষভে দ্বীপে পুণ্যে রাজর্ষিসেবিতে।
কুরোশ্চ যজমানস্য কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ ॥ ২৬

দেবীর আরাধনা করিয়া পুষ্করে যজ্ঞ করিতে করিতে তাঁহার আবাহন করিলেন ॥ ১২ ॥

রাজেন্দ্র! তখন সেস্থলে সরস্বতী 'সুপ্রভা' নামে আবির্ভূতা হইলেন। অতিশয় ত্বরান্বিতা হইয়া আগমন করত ব্রহ্মাকে সম্মান করিতে করিতে অবস্থিত সরস্বতীকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহারা এই যজ্ঞকে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিলেন ॥ ১৩-১৪

এইরূপে নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা ও মনীষী মহাত্মাগণের সন্তোষ বিধানের জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজন্! জনেশ্বর! নৈমিষারণ্যে বহুসংখ্যক মুনি আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন সেখানে বেদবিষয়ে বিচিত্র কথা বার্ত্তাও হইতেছিল ॥ ১৬

যেখানে এই নানাপ্রকার স্বাধ্যায়বিষয়ে অভিজ্ঞ মুনিগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানেই তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! রাজেন্দ্র! এই সত্রযাজী (জ্ঞানযজ্ঞকারী) ঋষিগণ ধ্যান করিলে পর মহাভাগা পুণ্যসলিলা সরস্বতীদেবী সেই সমাগত মহাত্মাদিগের সহায়তা করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

ভারত! নৈমিষারণ্য-তীর্থে এই সত্রযাজী মুনিগণের সমক্ষে সমাগতা হইয়া নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী 'কা[ঞ্চনাক্ষী]' নামে সম্মানিতা হইলেন ॥ ১৯ ॥

রাজা গয় গয়দেশেই এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া[ছিলেন]; এই যজ্ঞে নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে আবা[হন করা] হইয়াছিল। কঠোর ব্রতপালনকারী মহর্ষিগণ গয়ে[র যজ্ঞে] উপস্থিতা সরস্বতীকে 'বিশালা' নামে [...] করিলেন ॥ ২০-২১

হে ভারত! যজ্ঞপরায়ণ উদ্দালক ঋষির যজ্ঞেও সর[স্বতীকে] আহ্বান করা হইয়াছিল। এই শীঘ্রগামিনী সরস্বতী [হিমালয়ের পার্শ্ব] হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই দিন সমৃদ্ধিশালী এবং পুণ্যময় উত্তর [কোশল] প্রান্তে সর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া মুনিমণ্ডলী সমবেত হইয়াছি[লেন]। সেখানে যজ্ঞ করিতে করিতে মহাত্মা উদ্দালক পূর্ব্বকালে স[রস্বতী] দেবীর ধ্যান করিয়াছিলেন। তখন মুনির কার্য্য সিদ্ধির [জন্য] নদীসমূহশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই দেশে আসিয়াছিলেন ॥ ২[৩-২৪]

সেখানে বল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিতা সর[স্বতীর] নাম হইল 'মনোরমা'; কারণ, তাঁহারা মনে মনেই ইঁহার [...] করিয়াছিলেন ॥ ২৫

রাজর্ষিগণ সেবিত পুণ্যময় ঋষভদ্বীপ এবং কুরুক্ষেত্রে [...] মহাত্মা রাজা কুরু যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় নদী[সকলের] মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী সে স্থানে আসিয়াছিলে[ন; সেই] স্থানে ইঁহার নাম হইল 'সুরেণু' ॥ ২৬

আজগাম মহাভাগা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী।
ওঘবত্যপি রাজেন্দ্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ২৭
সমাহূতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী।
দক্ষেণ যজতা চাপি গঙ্গাদ্বারে সরস্বতী ॥ ২৮
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
বিমলোদা ভগবতী ব্রহ্মণা যজতা পুনঃ ॥ ২৯
সমাহূতা যযৌ তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ।
একীভূতাস্ততস্তাস্তু তস্মিংস্তীর্থে সমাগতাঃ ॥ ৩০
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততস্তু প্রথিতং ভুবি।
ইতি সপ্তসরস্বত্যো নামতঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩১
সপ্তসারস্বতং চৈব তীর্থং পুণ্যং তথা স্মৃতম্।
শৃণু মঙ্কণকস্যাপি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩২
আপগামবগাঢ়স্য রাজন্ প্রক্রীড়িতং মহৎ।
দৃষ্ট্বা যদৃচ্ছয়া তত্র স্ত্রিয়মম্ভসি ভারত ॥ ৩৩
জায়ন্তীং রুচিরাপাঙ্গীং দিগ্বাসসমনিন্দিতাম্।
সরস্বত্যাং মহারাজ চস্কন্দে বীর্য্যমম্ভসি ॥ ৩৪
তদ্ রেতঃ স তু জগ্রাহ কলসে বৈ মহাতপাঃ।
সপ্তধা প্রবিভাগং তু কলসস্থং জগাম হ। ৩৫
তত্রর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা জজ্ঞিরে মরুতাং গণাঃ।
বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ। ৩৬
বায়ুজ্বালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
এবমেতে সমুৎপন্না মরুতাং জনয়িষ্ণবঃ ॥ ৩৭
ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্ শৃণ্বাশ্চর্য্যতরং ভুবি।
মহর্ষেশ্চরিতং যাদৃক্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৩৮
পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি ন শ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ ॥ ৩৯
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ॥ ৪০

গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিবার সময় দক্ষপ্রজাপতি যখন সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন, তখনও এই শীঘ্রগামিনী সরস্বতী সেখানে প্রবাহিতা হইয়া 'সুরেণু'-নামেই প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র! এইভাবে মহাত্মা বশিষ্ঠও কুরুক্ষেত্রে দিব্যসলিলা সরস্বতীকে আবাহন করিয়াছিলেন। তখন সরস্বতী সেইস্থানে 'ওঘবতী' নামে বিখ্যাতা হন ॥ ২৭ ২৮½

ব্রহ্মা পুনরায় একবার হিমালয়-পর্ব্বতের উপরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় সরস্বতীকে আবাহন করিলে পর ভগবতী সরস্বতী 'বিমলোদকা' নামে প্রসিদ্ধা হইয়া সে-স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯½

তারপর এই সপ্ত সরস্বতী একত্রিত হইয়া সেই তীর্থে আসিয়াছিলেন, সেই কারণে এ-জগতে সেই স্থান 'সপ্ত সারস্বত' তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥ ৩০½

এইরূপে সপ্ত সরস্বতীর নামোল্লেখ পূর্ব্বক বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সরস্বতীসকলের দ্বারা 'সপ্ত সারস্বত' নামে পরম পুণ্যময় তীর্থের প্রাদুর্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩১½

রাজন্! কুমার বয়স হইতেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী এবং প্রতিদিন সরস্বতী নদীতে স্নানকারী মঙ্কণক-মুনির মহৎ লীলাপূর্ণ চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ৩২½

ভারত! মহারাজ! পূর্বে এক সময়ে মনোরম নেত্রবিশিষ্টা কোন এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী সরস্বতীর জলে দিগ্‌বসনা (বস্ত্রহীনা) হইয়া স্নান করিতেছিলেন। দৈবযোগে মঙ্কণকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া জলে পতিত হইল ॥ ৩৩-৩৪

মহাতপস্বী মুনি সেই বীর্য্যকে একটি কলসে রাখিয়া দিলেন। কলসে স্থিত হইয়া সেই বীর্য্য সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল ॥৩৫

এই কলসে তখন সাত ঋষি উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা পরে মরুদ্‌গণ নামে বিখ্যাত হন্। তাঁহাদের নাম হইল—বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা এবং শক্তিশালী বায়ুচক্র। উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের জন্মদাতা 'মরুৎ' এইভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই ঋষিগণই তপস্যাবলে কল্পান্তরে দিতির গর্ভে জন্মলাভ করেন। ইন্দ্র দিতির উদরে একই গর্ভরূপে উৎপন্ন ইঁহাদিগকে বজ্রের দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই উনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি ॥ ৩৬-৩৭

রাজন্! মহর্ষি মঙ্কণকের ত্রিভুবনে বিখ্যাত অদ্ভুত চরিত্র যেরূপ শোনা যায়, উহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। এই চরিত্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ॥ ৩৮

হে রাজন্! আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে কোন এক সময়ে সিদ্ধ মঙ্কণকমুনির হস্ত কুশের অগ্রভাগের দ্বারা ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই ক্ষতস্থান দিয়া রক্তের স্থানে শাকের রস নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৯

এই শাকের রস দেখিয়া মুনি হর্ষের আবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বীর! তিনি নৃত্যে প্রবৃত্ত হইতেই স্থাবর

প্রনৃত্তমুভয়ং বীর তেজসা তস্য মোহিতম্।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈ রাজন্নৃষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৪১
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ।
নায়ং নৃত্যেদ্ যথা দেব তথা ত্বং কর্তুমর্হসি ॥ ৪২
ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতীব হ।
সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোঽভ্যভাষত ॥ ৪৩
ভো ভো ব্রাহ্মণ ধর্মজ্ঞ কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্।
হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবেদমধিকং মুনে ॥ ৪৪
তপস্বিনো ধর্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম।

ঋষিরুবাচ।

কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং স্রুতম্ ॥ ৪৫
যং দৃষ্ট্বা সম্প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতা বিভো।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্ দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্ ॥ ৪৬
অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র গচ্ছামীতি প্রপশ্য মাম্।

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং মহাদেবেন ধীমতা ॥ ৪৭
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র স্বঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽভবৎ।
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্ রাজন্ নির্গতং হিমসন্নিভম্ ॥
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ।
মেনে দেবং মহাদেবমিদং চোবাচ বিস্মিতঃ ॥ ৪৯
নান্যং দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ।
সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃৎ ॥ ৫০
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তীহ মনীষিণঃ।
ত্বামেব সর্বং ব্রজতি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ৫১
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া।
ত্বয়ি সর্বে স্ম দৃশ্যন্তে ভাবা যে জগতি স্থিতাঃ।
ত্বামুপাসন্ত বরদং দেবা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ।
সর্বস্ত্বমসি দেবানাং কর্তা কারয়িতা চ হ ॥ ৫৩
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ।

ও জঙ্গম উভয় প্রকারের প্রাণী তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৪০½

রাজন্! নরেশ্বর! তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মহর্ষিবৃন্দ তাঁহার বিষয় মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন— দেব! আপনি এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে এই মুনি নৃত্য না করেন ॥ ৪১-৪২

মুনিকে হর্ষাবেশে অত্যন্ত উন্মত্ত দেখিয়া মহাদেব (ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত) দেবতাগণের হিতের জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩

ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন? মুনে! আপনার পক্ষে অধিক হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল? দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি তপস্বী, সদা ধর্মপথেই অবস্থান করেন, তবে কেন হর্ষে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন? ৪৪½

ঋষি মঙ্কণক বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমার হস্ত হইতে শাকের রস নির্গত হইতেছে। প্রভো! উহা দেখিয়াই আমি মহাহর্ষে নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৫½

ইহা শ্রবণ করত মহাদেব হাস্য করত আসক্তিতে মোহিত মুনিকে বলিলেন,—আমার ত' ইহা দেখিয়া বিস্ময় হইতেছে না। তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর ॥ ৪৬½

রাজেন্দ্র! মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্কণককে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান্ মহাদেব নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগ ক্ষত করিয়া দিলেন। তখন ক্ষতস্থান দিয়া হিমের (বরফের) ন্যায় শুভ্রবর্ণের ভস্ম হইতে লাগিল ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া মুনি লজ্জিত হইলেন এবং মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন। তিনি মহাদেবকে বুঝিতে পা... এবং তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৯

ভগবন্! আমি রুদ্রদেব ব্যতীত অন্য কোন দে... অতিশয় মহান্ বলিয়া মনে করি না। আপনিই দে... অসুরগণের সহিত সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ ত্রি... মহাদেব ॥ ৫০

মনীষী পুরুষসকল বলেন—আপনিই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব... করিয়াছেন। প্রলয়ের সময় সারা জগৎ আপনাতেই ... হইয়া যাইবে ॥ ৫১

সমস্ত দেবতাগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে... সুতরাং আমি কিরূপে আপনাকে জানিতে সমর্থ হইব? ... যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আপনাতেই বি... আছে ॥ ৫২

হে অনঘ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণও বরদায়ক প্রভু আপ... উপাসনা করিয়া থাকেন। আপনি সর্বস্বরূপ। দেবগণের... এবং কারয়িতাও আপনি। আপনারই প্রসাদে সমস্ত দে... এখানে নির্ভয় হইয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ৫৩½

(ত্বং প্রভুঃ পরমৈশ্বর্য্যাদধিকং ভাসি শঙ্কর
ত্বয়ি ব্রহ্মা চ শক্রশ্চ লোকান্ সন্ধার্য্য তিষ্ঠতঃ ॥
ত্বন্মূলঞ্চ জগৎ সর্বং ত্বদন্তং হি মহেশ্বর
ত্বয়া হি বিততা লোকাঃ সপ্তেমে সর্বসম্ভব ॥
সর্বথা সর্বভূতেশ ত্বামেবার্চন্তি দেবতাঃ।
ত্বন্ময়ং হি জগৎ সর্বং ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥
স্বর্গঞ্চ পরমং স্থানং নৃণামভ্যুদয়ার্থিনাম্।
দদাসি কর্মিণাং কর্ম ভাবয়ন্ ধ্যানযোগতঃ ॥
ন বৃথাস্তি মহাদেব প্রসাদস্তে মহেশ্বর।
যস্মাৎ ত্বয়োপকরণাৎ করোমি কমলেক্ষণ ॥
প্রপদ্যে শরণং শম্ভুং সর্বদা সর্বতঃ স্থিতম্।)
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽভবৎ ॥ ৫৪
যদিদং চাপলং দেব কৃতমেতৎ স্ময়াদিকম্।
ততঃ প্রসাদয়ামি ত্বাং তপো মে ন ক্ষরেদিতি ॥ ৫৫
ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তমৃষিং পুনরব্রবীৎ।
তপস্তে বর্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা ॥ ৫৬
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্ধমহং সদা।
সপ্তসারস্বতে চাস্মিন্ যো মামর্চিষ্যতে নরঃ ॥ ৫৭
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদ্ ভবিতেহ পরত্র বা।
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮
এতন্মঙ্কণকস্যাপি চরিতং ভূরিতেজসঃ।
স হি পুত্রঃ সুকন্যায়ামুৎপন্নো মাতরিশ্বনা ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

(শঙ্কর! আপনি সকলের প্রভু। আপনার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যে আপনার অধিক শোভা হইতেছে। সকলের উৎপত্তির হেতুভূত পরমেশ্বর! এই সপ্ত লোক আপনার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত হইয়া আছে ॥

সর্ব্বভূতেশ্বর! দেবগণ সর্ব্বপ্রকারে আপনারই পূজা করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ বিশ্ব এবং চরাচর ভূতসকলের উপাদান কারণ আপনি-ই ॥

আপনিই অভ্যুদয়কামী সৎকর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণের কর্ম্মসকল ধ্যানযোগে বিচার করত উত্তমপদ স্বর্গলোক প্রদান করেন ॥

মহাদেব! মহেশ্বর! কমলনয়ন! আপনার কৃপাপ্রসাদ কখনও ব্যর্থ হয় না। আপনার প্রদত্ত সামগ্রীর দ্বারা আমি কার্য্য করিতেছি, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে স্থিত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শঙ্কর আপনার আমি শরণ গ্রহণ করিলাম।)

এইরূপে মহাদেবের স্তুতি করিয়া সেই মহর্ষি মঙ্কণক মস্তক নত করত এই কথা বলিলেন—দেব! আমি যে এই অহঙ্কারাদি প্রকাশ করিবার চপলতা করিয়াছি, উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার তপস্যা যেন নষ্ট না হয় ॥ ৫৪-৫৫

এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব প্রসন্ন হইলেন। তিনি পুনরায় সেই মহর্ষি মঙ্কণককে বলিলেন—বিপ্রবর! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইবে। আমি এই আশ্রমে সর্ব্বদা তোমার সহিত বাস করিব। যে ব্যক্তি এই সপ্ত সারস্বত-তীর্থে আমার পূজা করিবে, তাহার পক্ষে ইহলোক ও পরলোকে কোন কিছুই দুর্লভ হইবে না। সে সারস্বত-লোকে গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৬-৫৮

এই মহাতপস্বী মঙ্কণক-মুনির চরিত্র বর্ণনা করিলাম। পবনদেব সুকন্যার গর্ভে ইঁহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ঔশনস-কপালমোচনতীর্থয়োর্মাহাত্ম্যকথনম্, রুষঙ্গোরাশ্রমে পৃথূদক-তীর্থস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।)

উষিত্বা তত্র রামস্তু সম্পূজ্যাশ্রমবাসিনঃ।
তথা মঙ্কণকে প্রীতিং শুভাং চক্রে হলায়ুধঃ॥১
পূজিতো মুনিসঙ্ঘৈশ্চ প্রাতরুত্থায় লাঙ্গলী॥ ২
অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্বান্ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ ভারত।
প্রযযৌ ত্বরিতো রামস্তীর্থহেতোর্মহাবলঃ॥ ৩
ততস্ত্বৌশনসং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ।
কপালমোচনং নাম যত্র মুক্তো মহামুনিঃ॥ ৪
মহতা শিরসা রাজন্ গ্রস্তজঙ্ঘো মহোদরঃ।
রাক্ষসস্য মহারাজ রামক্ষিপ্তস্য বৈ পুরা॥ ৫
তত্র পূর্বং তপস্তপ্তং কাব্যেন সুমহাত্মনা।
যত্রাস্য নীতিরখিলা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥ ৬
যত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস দৈত্যদানববিগ্রহম্।
তৎ প্রাপ্য চ বলো রাজংস্তীর্থপ্রবরমুত্তমম্॥ ৭
বিধিবদ্ বৈ দদৌ বিত্তং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।

জনমেজয় উবাচ।

কপালমোচনং ব্রহ্মন্ কথং যত্র মহামুনিঃ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুক্তঃ কথং চাস্য শিরো লগ্নং কেন চ হেতুনা।
পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা॥ ৯
বসতা রাজশার্দূল রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা।
জনস্থানে শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ॥ ১০
ক্ষুরেণ শিতধারেণ উৎপপাত মহাবনে।
মহোদরস্য তল্লগ্নং জঙ্ঘায়াং বৈ যদৃচ্ছয়া॥১১
বনে বিচরতো রাজন্নস্থি ভিত্ত্বাস্ফুরৎ তদা।
স তেন লগ্নেন তদা দ্বিজাতির্ন শশাক হ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ঔশনস ও কপালমোচন-তীর্থের মাহাত্ম্যকথন এবং রুষঙ্গুর আশ্রমে স্থিত পৃথূদক তীর্থের মহিমাবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই সপ্ত সারস্বত-তীর্থে অবস্থান করত হলধর বলরাম আশ্রমবাসী ঋষিগণের পূজা করিলেন এবং মঙ্কণকমুনির প্রতি নিজের উত্তম প্রীতি জানাইলেন॥ ১

ভরতনন্দন! সেখানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করত সেই রাত্রিতে নিবাস করিবার পর প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া মুনিমণ্ডলীর দ্বারা সম্মানিত মহাবল লাঙ্গলধারী বলরাম পুনরায় তীর্থের জলে স্নান করিলেন এবং সমস্ত ঋষি-মুনিগণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য তীর্থে গমন করিবার জন্য অতিসত্বর সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন॥ ২-৩

তদনন্তর হলধর বলরাম ঔশনস-তীর্থে আসিলেন। ইঁহার অপর একটি নাম কপালমোচন-তীর্থ। মহারাজ! পূর্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীরাম এক রাক্ষসকে বিনাশ করত তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তাহার বিশাল মস্তক মহামুনি মহোদরের জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই মহামুনি এই তীর্থে স্নান করিলে পর উক্ত কপাল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন॥ ৪-৫

মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এ স্থানে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছি[...] ইহার ফলে তাঁহার হৃদয়ে সম্পূর্ণ নীতিবিদ্যা প্রস্ফুরিত হইয়াছি[...]

সেস্থানে থাকিয়াই তিনি দৈত্য অথবা দানবগণের যু[...] চিন্তা করিয়াছিলেন। রাজন্! এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে উপস্থিত [...] বলরাম মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধনদান করিলেন।[...]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই তীর্থের নাম 'কপাল[...] কিরূপে হইল, যেস্থানে মহামুনি মহোদর মুক্ত হইতে পা[...] ছিলেন? তাঁহার জঙ্ঘায় সেই রাক্ষস-মস্তক কিভাবে এ[...] কারণে সংলগ্ন হইয়াছিল? ৮½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহা বহুকাল পূর্ব্বের [...] যখন রঘুকুলতিলক মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে অবস্থান ক[...] সময় রাক্ষসগণকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন, [...] তীক্ষ্ণধার ক্ষুর-বাণে জনস্থানে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের মস্তক [...] করিয়া দিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক বিশাল বনে উপরের [...] উত্থিত হইল এবং দৈবযোগে বনে বিচরণকারী মহোদর[...] জঙ্ঘায় যাইয়া সংলগ্ন হইল। হে রাজন্! সেই সময় এই [...] তাঁহার অস্থিভেদ করত রাক্ষস-মস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[...]

সেই মস্তক জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায় মহাবুদ্ধিমান্ [...] কোন তীর্থ কিংবা দেবালয়ে অনায়াসে আসিতে পারিতেন না।[...]

অভিগন্তং মহাপ্রাজ্ঞাতীর্থান্যায়তনানি চ।
স পূতিনা বিস্রবতা বেদনার্তো মহামুনিঃ॥ ১৩
জগাম সর্বতীর্থানি পৃথিব্যাং চেতি নঃ শ্রুতম্।
স গত্বা সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাংশ্চ মহাতপাঃ॥ ১৪
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
আপ্লুত্য সর্বতীর্থেষু ন চ মোক্ষমবাপ্তবান্॥ ১৫
স তু শুশ্রাব বিপ্রেন্দ্র মুনীনাং বচনং মহৎ।
সরস্বত্যাস্তীর্থবরং খ্যাতমৌশনসং তদা॥ ১৬
সর্বপাপপ্রশমনং সিদ্ধিক্ষেত্রমনুত্তমম্।
স তু গত্বা ততস্তত্র তীর্থমৌশনসং দ্বিজঃ॥ ১৭
তত ঔশনসে তীর্থে তস্যোপস্পৃশতস্তদা।
তচ্ছিরশ্চরণং মুক্ত্বা পপাতান্তর্জলে তদা॥ ১৮
বিমুক্তস্তেন শিরসা পরং সুখমবাপ হ।
স চাপ্যন্তর্জলে মূর্ধা জগামাদর্শনং বিভো॥ ১৯

ততঃ স বিশিরা রাজন্ পূতাত্মা বীতকল্মষঃ।
আজগামাশ্রমং প্রীতঃ কৃতকৃত্যো মহোদরঃ॥ ২০
সোঽথ গত্বাঽঽশ্রমং পুণ্যং বিপ্রমুক্তো মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ২১
তে শ্রুত্বা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ।
কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ॥ ২২
স চাপি তীর্থপ্রবরং পুনর্গত্বা মহানৃষিঃ।
পীত্বা পয়ঃ সুবিপুলং সিদ্ধিমায়াৎ তদা মুনিঃ॥ ২৩
তত্র দত্ত্বা বহূন্ দায়ান্ বিপ্রান্ সম্পূজ্য মাধবঃ।
জগাম বৃষ্ণিপ্রবরো রুষঙ্গোরাশ্রমং তদা॥ ২৪
যত্র তপ্তং তপো ঘোরমার্ষ্টিষেণেন ভারত।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। ২৫
সর্বকামসমৃদ্ধঞ্চ তদাশ্রমপদং মহৎ।
মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সেবিতং সর্বদা বিভো॥ ২৬

সেই মস্তক হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুয বাহির হইতে লাগিল এবং মহামুনি মহোদর তখন বেদনায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, মহামুনি মহোদর তখন অতিকষ্টে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন॥ ১৩½

সেই মহাতপস্বী মহর্ষি সমস্ত নদীসকল এবং সমুদ্রসমূহ যাত্রা করত সেখানে নিবাসকারী পবিত্রাত্মা মুনিগণকে সেই সব বৃত্তান্ত বলিলেন। সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াও তিনি সেই কপাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই॥ ১৪-১৫

বিপ্রবর! তিনি মুনিগণের মুখ হইতে এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ 'ঔশনস' নামে প্রসিদ্ধ সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র॥১৬,

তদনন্তর সেই ব্রহ্মর্ষি সেখানে উশনস-তীর্থে গমন করিলেন এবং তাঁহার জলে আচমন ও স্নান করিলেন। সেই সময় উক্ত কপাল (রাক্ষসমস্তক) তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করত জলের মধ্যে পতিত হইল॥ ১৭-১৮

প্রভো! সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইলে পর মহোদর-মুনি অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। এই সময় সেই মস্তকও জল্মা পরিত্যাগপূর্ব্বক জলমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল॥ ১৯

রাজন্! সেই কপাল হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপ এবং পবিত্রচিত্ত মহোদরমুনি কৃতকৃত্য হইয়া প্রীতি সহকারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ২০

সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া সেই মহাতপস্বী মুনি নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করত সেস্থানে স্থিত পূতাত্মা ঋষিগণকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন॥ ২১

মানদ! তদনন্তর সেখানে সমবেত মহর্ষিগণ মহোদরমুনির কথা শ্রবণ করত সেই তীর্থের 'কপালমোচন' নাম প্রদান করিলেন॥ ২২

ইহার পর মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে গমন করিলেন এবং সেখানে প্রচুর জলপান করিয়া উত্তম সিদ্ধিলাভ করিলেন॥ ২৩

বৃষ্ণিবংশভূষণ বলরাম সেখানে ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তাঁহাদিগকে উত্তম ধনসকল প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি রুষঙ্গুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন॥ ২৪

ভরতনন্দন! এখানেই আর্ষ্টসেন-মুনি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এস্থানেই মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ২৫

প্রভো! এই বিশাল আশ্রম সমস্ত মনোবাঞ্ছিতসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে বহুসংখ্যক মুনি ও ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন॥ ২৬

ততো হলধরঃ শ্রীমান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ ।
জগাম তত্র রাজেন্দ্র রুষঙ্গুস্তনুমত্যজৎ ॥ ২৭
রুষঙ্গুর্ব্রাহ্মণো বৃদ্ধস্তপোনিত্যশ্চ ভারত ।
দেহন্যাসে কৃতমনা বিচিন্ত্য বহুধা তদা ॥ ২৮
ততঃ সর্বানুপাদায় তনয়ান্ বৈ মহাতপাঃ ।
রুষঙ্গুরব্রবীৎ তত্র নয়ধ্বং মাং পৃথূদকম্ ॥ ২৯
বিজ্ঞায়াতীতবয়সং রুষঙ্গুং তে তপোধনাঃ ।
তঞ্চ তীর্থমুপানিন্যুঃ সরস্বত্যাস্তপোধনম্ ॥৩০
স তৈঃ পুত্রৈস্তদা ধীমানানীতো বৈ সরস্বতীম্ ।
পুণ্যাং তীর্থশতোপেতাং বিপ্রসঙ্ঘৈর্নিষেবিতাম্ ॥৩১
স তত্র বিধিনা রাজন্নাপ্লুত্য সুমহাতপাঃ ।
জ্ঞাত্বা তীর্থগুণাংশ্চৈব প্রাহেদমৃষিসত্তমঃ ॥ ৩২
সুপ্রীতঃ পুরুষব্যাঘ্র সর্বান্ পুত্রানুপাসতঃ ।
সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্ ॥ ৩৩
পৃথূদকে জপ্যপরো নৈনং শ্বোমরণং তপেৎ ।
তত্রাপ্লুত্য স ধর্মাত্মা উপস্পৃশ্য হলায়ুধঃ ॥ ৩৪
দত্ত্বা চৈব বহূন্ দায়ান্ বিপ্রাণাং বিপ্রবৎসলঃ ।
সসর্জ যত্র ভগবাঁল্লোকাঁল্লোকপিতামহঃ ॥ ৩৫
যত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ ॥ ৩৬
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ ।
ব্রহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ ॥ ৩৭
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ ।
তত্রাজগাম বলবান্ বলভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসি
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

রাজেন্দ্র! তাহার পর শ্রীমান্ হলধর বলরাম ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে রুষঙ্গুমুনি নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৭

ভারত! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রুষঙ্গু সদা তপস্যায় নিরত থাকিতেন। এক সময় সেই মহাতপস্বী রুষঙ্গুমুনি দেহত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করত বহু কিছু চিন্তা করিয়া নিজের সমস্ত পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমাকে পৃথূদক-তীর্থে লইয়া চল ॥ ২৮-২৯

সেই তপস্বী পুত্রগণ তপোধন রুষঙ্গুকে অত্যন্ত বৃদ্ধ জানিয়া তাঁহাকে সরস্বতীর উত্তম তীর্থে লইয়া যাইলেন ॥ ৩০

রাজন্! নরব্যাঘ্র! এই পুত্রগণ যখন সেই বুদ্ধিমান্ মুনিকে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিতা এবং শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিতা পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তীরে লইয়া আসিলেন, তখন সেই মহাতপস্বী মহর্ষি সেখানে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত তীর্থের গুণসমূহ অবগত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট সকল পুত্রকে প্রীতি বলিলেন ॥ ৩১-৩২½

যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরতীরে পৃথূদক-তীর্থে জপ করিতে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে আর পুনরায় মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৩৩½

ধর্ম্মাত্মা বিপ্রবৎসল হলধর বলরাম এই তীর্থে আচমন করত ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিলেন ॥ ৩৪½

কুরুবংশভূষণ নরেশ! তাহার পর বলবান্ ও প্রতা বলভদ্র সেই তীর্থে আসিলেন, যেখানে লোকপিতামহ ব্র কার্য্য করিয়াছিলেন, যেখানে কঠোরব্রতপালনকারী ঋ আর্ষ্টিষেণ অতিশয় ঘোর তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করি এবং যেখানে রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপস্বী দেবাপি এবং ম ভগবান্ বিশ্বামিত্রমুনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্ব পাখ্যানবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[আর্ষ্টিষেণ-বিশ্বামিত্রয়োস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথমার্ষ্টিষেণো ভগবান্ বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ।
সিন্ধুদ্বীপঃ কথং চাপি ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তদা॥ ১

দেবাপিশ্চ কথং ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রশ্চ সত্তম।
তন্মমাচক্ষ্ব ভগবন্ পরং কৌতূহলং হি মে॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্নার্ষ্টিষেণো দ্বিজোত্তমঃ
বসন্ গুরুকুলে নিত্যং নিত্যমধ্যয়নে রতঃ॥ ৩

তস্য রাজন্ গুরুকুলে বসতো নিত্যমেব চ।
সমাপ্তিং নাগমদ্ বিদ্যা নাপি বেদা বিশাম্পতে॥ ৪

স নির্বিণ্ণস্ততো রাজংস্তপস্তেপে মহাতপাঃ।
ততো বৈ তপসা তেন প্রাপ্য বেদাননুত্তমান্॥ ৫

স বিদ্বান্ বেদযুক্তশ্চ সিদ্ধশ্চাপ্যৃষিসত্তমঃ।
তত্র তীর্থে বরান্ প্রাদাৎ ত্রীনেব সুমহাতপাঃ॥ ৬

অস্মিংতীর্থে মহানদ্যা অদ্যপ্রভৃতি মানবঃ।
আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্॥ ৭

অদ্য প্রভৃতি নৈবাত্র ভয়ং ব্যালাদ্ ভবিষ্যতি।
অপি চাল্পেন কালেন ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্। ৮

এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম ত্রিদিবং মুনিঃ।
এবং সিদ্ধঃ স ভগবানার্ষ্টিষেণঃ প্রতাপবান্॥ ৯

তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
দেবাপিশ্চ মহারাজ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপতুর্মহৎ॥ ১০

তথা চ কৌশিকস্তাত তপোনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্॥ ১১

গাধির্নাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি।
তস্য পুত্রোঽভবদ্ রাজন্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্॥ ১২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[আর্ষ্টিষেণ ও বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি।]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! পূজ্য আর্ষ্টিষেণ সেখানে কিভাবে অতিশয় ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন? ভগবন্! এই সমস্ত আমাকে বলুন। ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎসুক হইতেছে॥ ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ সর্ব্বদা গুরুকুলে বাস করিতে করিতে নিরন্তর বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিরত ছিলেন॥ ৩

প্রজানাথ! নরেশ্বর! গুরুকুলে সর্ব্বদা বাস করিয়াও তাঁহার বিদ্যা সমাপ্ত হইল না এবং তিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৪

নরেশ্বর! ইহাতে মহাতপস্বী আর্ষ্টিষেণ খিন্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর তিনি সরস্বতীর সেই তীর্থে যাইয়া তপস্যা করিলেন। এই তপস্যার প্রভাবে উত্তম বেদসকলের জ্ঞানলাভ করত তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া যাইলেন। তদনন্তর এই মহাতপস্বী আর্ষ্টিষেণ সেই তীর্থকে তিনটি বরদান করিলেন॥ ৫-৬

আজ হইতে যে মনুষ্য মহানদী সরস্বতীর এই তীর্থে স্নান করিবে, সে অশ্বমেধ-যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফললাভে সমর্থ হইবে। আজ হইতে এই তীর্থে কাহারও সর্পের ভয় হইবে না। অল্প সময়ের জন্যও এই তীর্থসেবন করিলে মানুষ বহু অধিক ফল লাভ করিবে॥ ৭-৮

এই কথা বলিয়া সেই মহাতেজস্বী আর্ষ্টিষেণমুনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এইরূপ পূজনীয় ও প্রতাপশালী আর্ষ্টিষেণ ঋষি সেই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৯

মহারাজ! সেই দিনেই ঐ তীর্থে প্রতাপী সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন॥ ১০

তাত! কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্রও এই স্থানেই নিরন্তর ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি এই উগ্র তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ ১১

রাজন্! পূর্ব্বে এই ভূতলে গাধিনামে বিখ্যাত উত্তম ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই পুত্র ছিলেন॥ ১২

স রাজা কেশিকস্তাতো মহাযোগ্যভবৎ কিল।
স পুত্রমভিষিচ্যাথ বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ ॥ ১৩
দেহন্যাসে মনশ্চক্রে তমূচুঃ প্রণতাঃ প্রজাঃ।
ন গন্তব্যং মহাপ্রাজ্ঞ ত্রাহি চাস্মান্ মহাভয়াৎ ॥ ১৪
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ততো গাধিঃ প্রজাস্ততঃ।
বিশ্বস্য জগতো গোপ্তা ভবিষ্যতি সুতো মম ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা তু ততো গাধির্বিশ্বামিত্রং নিবেশ্য চ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ বিশ্বামিত্রোঽভবন্নৃপঃ ॥ ১৬
ন স শক্নোতি পৃথিবীং যত্নবানপি রক্ষিতুম্।
ততঃ শুশ্রাব রাজা স রাক্ষসেভ্যো মহাভয়ম্ ॥ ১৭
নির্যযৌ নগরাচ্চাপি চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
স গত্বা দূরমধ্বানং বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ১৮
তস্য তে সৈনিকা রাজংশ্চক্রুস্তত্রানয়ান্ বহূন্।
ততস্তু ভগবান্ বিপ্রো বশিষ্ঠোঽহশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ১৯
দদৃশেঽথ ততঃ সর্বং ভজ্যমানং মহাবনম্
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥ ২০
সৃজস্ব শবরান্ ঘোরানিতি স্বাং গামুবাচ হ।
তথোক্তা সাসৃজদ্ ধেনুঃ পুরুষান্ ঘোরদর্শনান্ ॥ ২১
তে তু তদ্বলমাসাদ্য বভঞ্জুঃ সর্বতোদিশম্।
তচ্ছ্রুত্বা বিদ্রুতং সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ ॥ ২২
তপঃ পরং মন্যমানস্তপস্যেব মনো দধে।
সোঽস্মিংস্তীর্থবরে রাজন্ সরস্বত্যাঃ সমাহিতঃ ॥ ২৩
নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ।
জলাহারো বায়ুভক্ষঃ পর্ণাহারশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২৪
তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চান্যে নিয়মাঃ পৃথক্।
অসকৃত্তস্য দেবাস্তু ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে ॥ ২৫

তাত! কুশিকবংশধর রাজা গাধি মহাযোগী এবং অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। তখন সমস্ত প্রজারা নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহা-বুদ্ধিমান্ নরেশ! আপনি কোথাও যাইবেন না, এ স্থানে থাকিয়া আপনি আমাদিগকে এই জগতের মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ॥ ১৩-১৪

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর গাধি সমস্ত প্রজাদিগকে বলিলেন,—আমার পুত্র বিশ্বামিত্র এই সম্পূর্ণ জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইবে (অতএব তোমরা ভীত হইও না।) ॥ ১৫

রাজন্! এই কথা বলিয়া রাজা গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তাহার পর বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন ॥ ১৬

তিনি যত্ন করিতে থাকিলেও সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। একদিন রাজা বিশ্বামিত্র শুনিলেন যে, প্রজাগণ রাক্ষসদের নিকট হইতে মহাভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৭

তখন তিনি চতুরঙ্গিণী সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করত বশিষ্ঠের আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

রাজন্! তাঁহার এই সৈন্যরা সেখানে বহু অন্যায় ও অত্যাচার করিলেন। তদনন্তর পূজ্য মহর্ষি বশিষ্ঠ কোনস্থান ইহতে নিজ আশ্রমে আসিলেন ॥ ১৯

আশ্রমে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সেই বিশাল বন ... হইয়া গিয়াছে। মহারাজ! ইহা দেখিয়া মুনিবর বশি... বিশ্বামিত্রের উপর কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২০

তারপর তিনি নিজ ধেনু নন্দিনীকে বলিলেন,—তুমি ... ভীল-জাতির সৈন্যগণকে সৃজন কর। তিনি এইরূপ আজ্ঞা করিলে পর তাঁহার হোমধেনু এরূপ পুরুষসকল সৃষ্টি করি... যাঁহারা দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিলেন ॥ ২১

ইঁহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া ... সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। গাধি... বিশ্বামিত্র যখন ইহা শুনিলেন যে, আমার সৈন্যরা ... গিয়াছে, তখন তপস্যাকেই অধিক প্রবল মনে করিয়া ... তপস্যাতে মনঃসংযোগ করিলেন ॥ ২২১/২

রাজন্! তিনি সরস্বতীর সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে চিত্তকে এ... করিয়া নিয়ম ও উপবাস সহকারে নিজ দেহকে শুষ্ক করি... আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩১/২

তিনি কখনও জলপান করিয়া অবস্থান করিতে লাগি... কখনও বায়ু আহার করিতেন এবং পত্র ভক্ষণ করিতেন। ... ভূমিকেই বেদী করিয়া শয়ন করিতেন এবং তপস্যাসম্ব... সমস্ত অন্য নিয়ম আছে, সেই সবও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ... করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

দেবতাগণ তাঁহার ব্রতে বারংবার বিঘ্নসৃষ্টি করিতে লাগি...

ন চাস্য নিয়মাদ্ বুদ্ধিরপযাতি মহাত্মনঃ।
ততঃ পরেণ যত্নেন তপ্ত্বা বহুবিধং তপঃ ॥ ২৬
তেজসা ভাস্করাকারো গাধিজঃ সমপদ্যত।
তপসা তু তথা যুক্তং বিশ্বামিত্রং পিতামহঃ ॥ ২৭
অমন্যত মহাতেজা বরদো বরমস্য তৎ।
স তু বব্রে বরং রাজন্ স্যামহং ব্রাহ্মণস্ত্বিতি ॥ ২৮
তথেতি চাব্রবীদ্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ।
স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ ॥ ২৯
বিচচার মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ।
তস্মিংস্তীর্থবরে রামঃ প্রদায় বিবিধং বসু ॥ ৩০
পয়স্বিনীস্তথা ধেনূর্যানানি শয়নানি চ।
অথ বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ শোভনম্ ॥ ৩১
অদদান্মুদিতো রাজন্ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
যযৌ রাজংস্ততো রামো বকস্যাশ্রমমন্তিকাৎ।
যত্র তেপে তপস্তীব্রং দাল্‌ভ্যো বক ইতি শ্রুতিঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

কিন্তু এই মহাত্মার বুদ্ধি কখনও নিয়ম হইতে বিচলিত হয় নাই ॥ ২৫½

তদনন্তর অতিশয় প্রযত্নের দ্বারা নানাপ্রকার তপস্যা করত গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র নিজ তেজে সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৬½

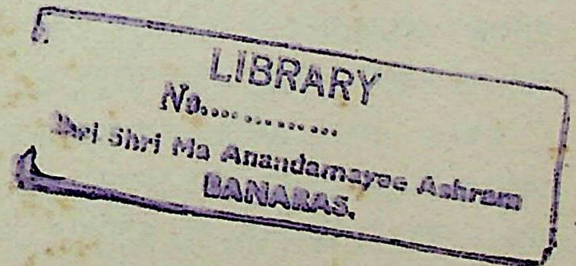
বিশ্বামিত্রকে এতাদৃশ তপস্যাযুক্ত দেখিয়া মহাতেজস্বী ও বরদায়ক ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করিতে অভিলাষী হইলেন ॥২৭½

রাজন্! তখন তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি যেন ব্রাহ্মণ হইয়া যাই'। সর্ব্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া বরদান করিলেন ॥ ২৮½

এই উগ্র তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত সফলমনোরথ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র দেবতাসদৃশ সমস্ত ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

রাজন্! বলরাম সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে উত্তম ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তাঁহাদিগকে দুগ্ধবতী গাভী, বাহন, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ভোজন ও পানযোগ্য বস্তুসকল প্রীতিসহকারে দান করিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে বকের আশ্রমে গমন করিলেন, যেখানে দল্‌ভপুত্র বক তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৩০-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতের উপাখ্যানবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[অবাকীর্ণ-যাযাত-তীর্থমহিমপ্রসঙ্গেন দাল্‌ভ্যচরিত্র-বর্ণনম্, যযাতের্যজ্ঞকথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মযোনেরবাকীর্ণং জগাম যদুনন্দনঃ ।
যত্র দাল্‌ভ্যো বকো রাজন্নাশ্রমস্থো মহাতপাঃ ॥ ১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রে বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ ।
তপসা ঘোররূপেণ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ॥ ২
ক্রোধেন মহতাঽঽবিষ্টো ধর্মাত্মা বৈ প্রতাপবান্ ।
পুরা হি নৈমিষীয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৩
বৃত্তে বিশ্বজিতোঽন্তে বৈ পঞ্চালানৃষয়োঽগমন্ ।
তত্রেশ্বরমযাচন্ত দক্ষিণার্থং মনস্বিনঃ ॥ ৪
(তত্র তে লেভিরে রাজন্ পঞ্চালেভ্যো মহর্ষয়ঃ)
বলান্বিতান্ বৎসতরান্ নির্ব্যাধীনেকবিংশতিম্ ।
তানব্রবীদ্ বকো দাল্‌ভ্যো বিভজধ্বং পশূনিতি ॥ ৫
পশূনেতানহং ত্যক্ত্বা ভিক্ষিষ্যে রাজসত্তমম্ ।
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্নৃষীন্ সর্বান্ প্রতাপবান্ ॥ ৬
জগাম ধৃতরাষ্ট্রস্য ভবনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
স সমীপগতো ভূত্বা ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৭
অযাচত পশূন্ দাল্‌ভ্যঃ স চৈনং রুষিতোঽব্রবীৎ ।
যদৃচ্ছয়া মৃতা দৃষ্ট্বা গাস্তদা নৃপসত্তমঃ ॥ ৮
এতান্ পশূন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবন্ধো যদীচ্ছসি ।
ঋষিস্তথা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৯
অহো বত নৃশংসং বৈ বাক্যমুক্তোঽস্মি সংসদি ।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তেন রোষাবিষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১০
মতিং চক্রে বিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রস্য ভূপতেঃ ।
স তুৎকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ ॥ ১১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা ।
অবাকীর্ণে সরস্বত্যাস্তীর্থে প্রজ্বাল্য পাবকম্ ॥ ১২

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অবাকীর্ণ ও যাযাত-তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দাল্‌ভ্যের কথা বর্ণন এবং যযাতির যজ্ঞ বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ব্রাহ্মণত্বদানকারী সেই তীর্থ হইতে প্রস্থিত হইয়া যদুনন্দন বলরাম 'অবাকীর্ণ' তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে আশ্রমে অবস্থান করত মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা এবং প্রতাপশালী দল্‌ভপুত্র বক অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর তপস্যার দ্বারা স্বীয় শরীরকে শুষ্ক করিতে থাকিয়া বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে হোম করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ½

পুরাকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বার বর্ষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত এক সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। যখন এই যজ্ঞ পূর্ণ হইল, তখন সেই সব ঋষি বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞের শেষে পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া এই মনস্বী মুনিগণ সেই দেশের রাজার নিকট হইতে দক্ষিণার জন্য ধন প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩-৪

রাজন্ ! সেখানে মহর্ষিগণ পাঞ্চালদের নিকট একুশটি বলবান্ ও নীরোগ গোবৎস প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে দল্‌ভপুত্র বক অন্য সব ঋষিদিগকে বলিলেন,—আপনারা এই পশুগণকে ভাগ করত গ্রহণ করুন। আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ রাজার নিকট হইতে অপর পশুসকল প্রার্থনা করিব ॥ ৫½

হে রাজন্ ! সেই সব ঋষিগণকে এই কথা বলি[য়া] প্রতাপশালী উত্তম ব্রাহ্মণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজভবনে [গমন] করিলেন ॥ ৬½

নিকটে যাইয়া দাল্‌ভ্য কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে প[শু] যাচ্ঞা করিলেন। ইহা শ্রবণ করত নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র [...] হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেখানে তখন কিছু গরু [...] নিহত হইয়াছিল। তাঁহাকে লক্ষ্য করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র [...] সহিত বলিলেন—অয়ে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি পশু প্রার্থ[না কর] তবে এই নিহত পশুদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও ॥ ৭-৮½

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি চিন্তা করি[লেন,] অহো ! দুঃখের কথা, এই রাজা পূর্ণ সভায় আমাকে [...] কঠোর বাক্য বলিলেন ? ৯½

মুহূর্ত্তকাল এরূপ চিন্তা করত রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ [...] রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য মনঃস্থির করিলেন ॥ ১০½

এই মুনিশ্রেষ্ঠ সেই মৃত পশুদিগকে ছেদন করত তা[হা] দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে আহুতিদান করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

মহারাজ ! সরস্বতী 'অবাকীর্ণ' তীর্থে অগ্নি প্রজ্বলিত [করিয়া] মহাতপস্বী দল্‌ভপুত্র বক উত্তম নিয়ম অবলম্বন করত [...]

বকো দাল্ভ্যো মহারাজ নিয়মং পরমং স্থিতঃ।
স তৈরেব জুহাবাস্য রাষ্ট্রং মাংসৈর্মহাতপাঃ ॥ ১৩
তস্মিংস্তু বিধিবৎ সত্রে সম্প্রবৃত্তে সুদারুণে।
অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব ॥ ১৪
ততঃ প্রক্ষীয়মাণং তদ্ রাজ্যং তস্য মহীপতেঃ।
ছিদ্যমানং যথানন্তং বনং পরশুনা বিভো ॥ ১৫
বভূবাপদ্‌গতং তচ্চ ব্যবকীর্ণমচেতনম্।
দৃষ্ট্বা তথাবকীর্ণং তু রাষ্ট্রং স মনুজাধিপঃ ॥ ১৬
বভূব দুর্মনা রাজংশ্চিন্তয়ামাস চ প্রভুঃ।
মোক্ষার্থমকরোদ্ যত্নং ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ পুরা ॥ ১৭
ন চ শ্রেয়োঽধ্যগচ্ছত্তু ক্ষীয়তে রাষ্ট্রমেব চ।
যদা স পার্থিবঃ খিন্নস্তে চ বিপ্রাস্তদানঘ ॥ ১৮
যদা চাপি ন শক্নোতি রাষ্ট্রং মোক্ষয়িতুং নৃপ।
অথ বৈ প্রাশ্নিকাংস্তত্র পপ্রচ্ছ জনমেজয় ॥ ১৯
ততো বৈ প্রাশ্নিকাঃ প্রাহুঃ পশোর্বিপ্রকৃতস্ত্বয়া।
মাংসৈরভিজুহোতীদং তব রাষ্ট্রং মুনির্বকঃ ॥ ২০
তেন তে হূয়মানস্য রাষ্ট্রস্যাস্য ক্ষয়ো মহান্।
তস্যৈতৎ তপসঃ কর্ম যেন তেঽস্য লয়ো মহান্ ॥ ২১
অপাং কুঞ্জে সরস্বত্যাস্তং প্রসাদয় পার্থিব।
সরস্বতীং ততো গত্বা স রাজা বকমব্রবীৎ ॥ ২২
নিপত্য শিরসা ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভরতর্ষভ।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্নপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ২৩
মম দীনস্য লুব্ধস্য মৌর্খ্যেণ হতচেতসঃ।
ত্বং গতিস্ত্বঞ্চ মে নাথঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৪
তং তথা বিলপন্তং তু শোকোপহতচেতসম্।
দৃষ্ট্বা তস্য কৃপা যজ্ঞে রাষ্ট্রং তস্য ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৫

পশুগণের মাংসের দ্বারা তাঁহার রাষ্ট্রের হোম করিতে থাকিলেন ১২-১৩

রাজন্! এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ যখন হইতে বিধিঅনুসারে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল ॥

প্রভো! যেরূপ বিশাল বন পরশু দ্বারা (কুঠার দ্বারা) ছেদন করা হইলে বিপদাপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রও ক্ষীণ হইতে হইতে অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়া যাইল এবং অচেতনপ্রায় হইল ॥ ১৪-১৫½

রাজন্! নিজ রাজ্যকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে দেখিয়া সেই নরপতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিজের দেশকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

হে অনঘ! যখন কোনপ্রকারেই এই ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্যের কল্যাণসাধন করিতে পারিলেন না এবং প্রতিদিন উহা ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল, তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং সেই ব্রাহ্মণগণ অতিশয় খিন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮

নৃপ জনমেজয়! যখন ধৃতরাষ্ট্র নিজের সেই রাজ্যকে বিপন্মুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি প্রাশ্নিকগণকে (প্রশ্ন করিলে পর যাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল বিষয় বলিতে পারেন —গণনাকারিগণকে) আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯

তখন সেই প্রাশ্নিকগণ বলিলেন,—আপনি পশুপ্রার্থনাকারী বকমুনিকে তিরস্কার করিয়াছেন; সেইজন্য তিনি মৃত পশুদের মাংসের দ্বারা আপনার এই রাজ্যকে নষ্ট করিবার ইচ্ছায় হোম করিতেছেন ॥ ২০

তিনি এই ভাবে হোম করায় আপনার এই রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এ সমস্তই তাঁহার তপস্যার প্রভাব, যাহার দ্বারা আপনার এই দেশ বর্ত্তমানে অতিশয় ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ২১

ভূপাল! সরস্বতীর কুঞ্জে জলের নিকট সেই মুনি বিরাজমান আছেন, আপনি তাঁহাকে প্রসন্ন করুন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সরস্বতীর তীরে গমন করত বকমুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি ভূতলে মস্তকস্পর্শ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি দীন, লোভী এবং মূর্খতাবশতঃ হতবুদ্ধি, অতএব অপরাধী আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই আমাকে একমাত্র গতি এবং আপনিই আমার রক্ষক। আপনি আমাকে অবশ্যই করুণা করিবেন ॥ ২৩-২৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ শোকে অচৈতন্য হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ২৫

ঋষিঃ প্রসন্নস্তস্যাভূৎ সংরম্ভঞ্চ বিহায় সঃ।
মোক্ষার্থং তস্য রাজ্যস্য জুহাব পুনরাহুতিম্ ॥ ২৬
মোক্ষয়িত্বা ততো রাষ্ট্রং প্রতিগৃহ্য পশূন্ বহূন্।
হৃষ্টাত্মা নৈমিষারণ্যং জগাম পুনরেব সঃ ॥ ২৭
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি ধর্মাত্মা স্বস্থচেতা মহামনাঃ।
স্বমেব নগরং রাজন্ প্রতিপেদে মহর্দ্ধিমৎ ॥ ২৮
তত্র তীর্থে মহারাজ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
অসুরাণামভাবায় ভবায় চ দিবৌকসাম্ ॥ ২৯
মাংসৈরভিজুহাবেষ্টিমক্ষীয়ন্ত ততোঽসুরাঃ।
দৈবতৈরপি সম্ভগ্না জিতকাশিভিরাহবে ॥ ৩০
তত্রাপি বিধিবদ্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ।
বাজিনঃ কুঞ্জরাংশ্চৈব রথাংশ্চাশ্বতরীযুতান্ ॥ ৩১
রত্নানি চ মহার্হাণি ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
যযৌ তীর্থং মহাবাহুর্যাযাতং পৃথিবীপতে ॥ ৩২
তত্র যজ্ঞে যযাতেশ্চ মহারাজ সরস্বতী।
সর্পিঃ পয়শ্চ সুস্রাব নাহুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
তত্রেষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
অক্রামদূর্ধ্বং মুদিতো লেভে লোকাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ৩৪
পুনস্তত্র চ রাজ্ঞস্তু যযাতের্যজতঃ প্রভোঃ।
ঔদার্য্যং পরমং কৃত্বা ভক্তিং চাত্মনি শাশ্বতীম্ ॥ ৩৫
দদৌ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যান্ যান্ যো মনসেচ্ছতি।
যো যত্র স্থিত এবেহ আহূতো যজ্ঞসংস্তরে ॥ ৩৬
তস্য তস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গৃহাদিশয়নাদিকম্।
ষড্রসং ভোজনং চৈব দানং নানাবিধং তথা ॥ ৩৭
তে মন্যমানা রাজ্ঞস্তু সম্প্রদানমনুত্তমম্।
রাজানং তুষ্টুবুঃ প্রীতা দত্ত্বা চৈবাশিষঃ শুভাঃ ॥ ৩৮
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ প্রীতা যজ্ঞস্য সম্পদা।
বিস্মিতা মানুষাশ্চাসন্ দৃষ্ট্বা তাং যজ্ঞসম্পদম্ ॥ ৩৯

ঋষি ক্রোধ পরিত্যাগ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার রাজ্যকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য আহুতিদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এই ভাবে রাজ্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে বহু পশু গ্রহণ করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহর্ষি দাল্ভ্য পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তাহার পর মহামনস্বী ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্রও স্বস্থচিত্ত হইয়া স্বীয় সমৃদ্ধিশালী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! এই তীর্থে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি অসুরদিগকে বিনাশ এবং দেবগণের উন্নতি সাধনের জন্য মাংসসকলের দ্বারা আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই অসুরগণ ক্ষীণ হইয়া যাইলেন ও যুদ্ধে জয়লাভে সুশোভিত দেবতারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ২৯-৩০

পৃথ্বীনাথ! মহাযশস্বী মহাবাহু বলরাম সেই তীর্থের ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে হস্তী, অশ্ব, খচ্চরীযোজিত রথ, বহুমূল্য রত্ন এবং প্রচুর ধন-ধান্য দান করত সে স্থান হইতে 'যাযাত' তীর্থে যাত্রা করিলেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! এখানে পুরাকালে নহুষনন্দন মহাত্মা যযাতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সরস্বতী তাঁহার এই যজ্ঞের জন্য দুগ্ধ ও ঘৃত প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপাল যযাতি এস্থানে যজ্ঞ করত প্র... ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া যাইলেন এবং সেখানে তিনি বহু... প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪

শক্তিশালী রাজা যযাতি যখন সেখানে যজ্ঞ করিতে... সেই সময় তাঁহার উৎকৃষ্ট উদারতা দেখিয়া এবং নিজে... তাঁহার অচলা ভক্তি লক্ষ্য করিয়া সরস্বতী সেই যজ্ঞে... ব্রাহ্মণগণকে মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রদান করিলেন...

রাজা যযাতি যজ্ঞমণ্ডপে আহূত হইয়া সমাগত ব্রা... যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহা... নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, শয্যা, আসন, ... রসসংযুক্ত ভোজন এবং নানাপ্রকার দানের ব্যবস্থা ... ছিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সেই ব্রাহ্মণগণ ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে... তাঁহাদের এই সকল দানযোগ্য বস্তু দান করিয়াছেন... তাঁহারা রাজা যযাতিকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করত তাঁহার ... প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

এই যজ্ঞের সম্পত্তিতে দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণও অতি... হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ এই যজ্ঞের বৈভব দেখিয়া বিস্মি... গিয়াছিলেন ॥ ৩৯

ততস্তালকেতুর্মহাধর্মকেতু—
মহাত্মা কৃতাত্মা মহাদাননিত্যঃ।
বশিষ্ঠাপবাহং মহাভীমবেগং
ধৃতাত্মা জিতাত্মা সমভ্যাজগাম ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

তদনন্তর ধর্মই যাঁহার বিশাল ধ্বজ, যাঁহার পতাকায় তালচিহ্ন সুশোভিত, এবং প্রতিদিন যিনি বিশিষ্ট বস্তুসকল দান করিতেন, সেই মহাত্মা, শিক্ষিতচিত্ত, তীর্থপর্যটনে যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় বলরাম সেস্থান হইতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামক তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে সরস্বতীর বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(বশিষ্ঠাপবাহ-তীর্থস্যোৎপত্তিঃ, বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, বশিষ্ঠস্য সহনশীলতাবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।
বশিষ্ঠস্যাপবাহোঽসৌ ভীমবেগঃ কথং নু সঃ।
কিমর্থঞ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তমৃষিং প্রত্যবাহয়ৎ ॥ ১
কথমস্যাভবদ্ বৈরং কারণং কিঞ্চ তৎ প্রভো।
শংস পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ ন হি তৃপ্যামি তে বচঃ ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিশ্বামিত্রস্য বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য ভারত।
ভৃশং বৈরমভূদ্ রাজংস্তপঃস্পর্ধাকৃতং মহৎ ॥ ৩
আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাণুতীর্থেঽভবন্মহান্।
পূর্বতঃ পার্শ্বতশ্চাসীদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪
যত্র স্থাণুর্মহারাজ তপ্তবান্ পরমং তপঃ।
তত্রাস্য কর্ম তদ্ ঘোরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীম্।
স্থাপয়ামাস তত তীর্থং স্থাণুতীর্থমিতি প্রভো ॥ ৬
তত্র তীর্থে সুরাঃ স্কন্দমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপ।
সৈনাপত্যেন মহতা সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥ ৭
তস্মিন্ সারস্বতে তীর্থে বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বশিষ্ঠং চালয়ামাস তপসোগ্রেণ তচ্ছৃণু ॥ ৮
বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠৌ তাবহন্যহনি ভারত।
স্পর্ধাং তপঃকৃতাং তীব্রাং চক্রতুস্তৌ তপোধনৌ ॥ ৯

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থের উৎপত্তি, বিশ্বমিত্রের ক্রোধ ও বশিষ্ঠের সহনশীলতা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—'বশিষ্ঠাপবাহ'-তীর্থে সরস্বতীর জলের বেগ ভয়ঙ্কর ছিল কেন? তাঁহার সহিত শত্রুতাই বা হইল কেন? মহামতে! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তাহা বলুন। আমি আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ॥ ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! তপস্যার স্পর্দ্ধা প্রাপ্ত হওয়া বিশ্বমিত্র এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি হইল ॥ ৩

সরস্বতীর স্থাণুতীর্থে পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠের একটি বৃহৎ আশ্রম ছিল এবং সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্রমুনির আশ্রম ছিল ॥ ৪

মহারাজ! যেখানে ভগবান্ স্থাণু (শিব) অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মনীষী পুরুষগণ তাঁহার এই কঠোর তপস্যার কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫

প্রভো! যেখানে ভগবান্ স্থাণু (শঙ্কর) সরস্বতীর পূজা ও যজ্ঞ করত তীর্থের স্থাপনা করিয়াছিলেন, সেখানে সেই তীর্থ 'স্থাণুতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥ ৬

নরাধিপ! এই তীর্থে দেবগণ দেবশত্রু বিনাশকারী স্কন্দকে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭

এই সারস্বত তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজের উগ্র তপস্যায় বশিষ্ঠমুনিকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮

ভারত! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়েই তপস্যায় ধনী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া প্রতিদিন তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তত্রাপ্যধিকসন্তাপো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
দৃষ্ট্বা তেজো বশিষ্ঠস্য চিন্তামভিজগাম হ ॥ ১০

তস্য বুদ্ধিরিয়ং হ্যাসীদ্ ধর্মনিত্যস্য ভারত।
ইয়ং সরস্বতী তূর্ণং মৎসমীপং তপোধনম্ ॥ ১১

আনয়িষ্যতি বেগেন বশিষ্ঠং তপতাং বরম্।
ইহাগতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১২

এবং নিশ্চিত্য ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সস্মার সরিতাং শ্রেষ্ঠাং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩

সা ধ্যাতা মুনিনা তেন ব্যাকুলত্বং জগাম হ।
জজ্ঞে চৈনং মহাবীর্য্যং মহাকোপঞ্চ ভাবিনী ॥ ১৪

তত এনং বেপমানা বিবর্ণা প্রাঞ্জলিস্তদা।
উপতস্থে মুনিবরং বিশ্বামিত্রং সরস্বতী ॥ ১৫

হতবীরা যথা নারী সাভবদ্ দুঃখিতা ভৃশম্।
ব্রূহি কিং করবাণীতি প্রোবাচ মুনিসত্তমম্ ॥ ১৬

তামুবাচ মুনিঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠং শীঘ্রমানয়।
যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতা নদী ॥ ১৭

প্রাঞ্জলিং তু ততঃ কৃত্বা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
প্রাকম্পত ভৃশং ভীতা বায়ুনেবাহতা লতা ॥ ১৮

তথা রূপাং তু তাং দৃষ্ট্বা মুনিরাহ মহানদীম্।
অবিচারং বশিষ্ঠং মানয়স্বান্তিকং মম ॥ ১৯

সা তস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞা া পাপং চিকির্ষিতম্।
বশিষ্ঠস্য প্রভাবঞ্চ জানন্ত্যপ্রতিমং ভুবি ॥ ২০

সাভিগম্য বশিষ্ঠঞ্চ ইদমর্থমচোদয়ৎ।
যদুক্তা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ২১

উভয়োঃ শাপয়োর্ভীতা বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাশাপমৃষিবিত্রাসিতা ভৃশম্ ॥ ২২

তাং কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ দৃষ্ট্বা চিন্তাসমন্বিতাম্।
উবাচ রাজন্ ধর্মাত্মা বশিষ্ঠো দ্বিপদাং বরঃ ॥ ২৩

ইঁহাদের মধ্যে মহামুনি বিশ্বামিত্র অধিক সন্তাপিত হইতে লাগিলেন; কারণ, তিনি বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১০

হে ভারত! সদা ধর্মনিরত বিশ্বামিত্রমুনির মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, এই সরস্বতী তপোধন বশিষ্ঠমুনিকে নিজ জলের বেগে সত্বর আমার নিকটে উপস্থিত করিয়া দিবে এবং এখানে আসিলে তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আমি বধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১১-১২

এরূপ নিশ্চয় করত পূজ্য মহামুনি বিশ্বামিত্রের নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৩

এই মুনি চিন্তা করিলে পর বিচারশীলা সরস্বতী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন জানিতে পারিলেন যে, মহাশক্তিশালী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বর্ত্তমানে অতিশয় ক্রুদ্ধ আছেন ॥ ১৪

ইহাতে সরস্বতীর কান্তি বিবর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিবর বিশ্বামিত্রের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

যাঁহার বীর পতি নিহত হইয়াছেন, এরূপ রমণীর ন্যায় অতিশয় দুঃখিতা হইয়া মুনিবরকে বলিলেন,—বলুন, আপনার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? ১৬

তখন কুপিত হইয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন,—বশি... এখানে বহন করিয়া আন, যাহাতে আমি তাহাকে ... করিতে পারি। ইহা শুনিয়া সরস্বতী নদী ব্যথি... উঠিলেন ॥ ১৭

সেই কমলনয়না অবলা কৃতাঞ্জলি হইয়া বায়ু... আন্দোলিত লতার ন্যায় ভীতচিত্তে তীব্রবেগে ... লাগিলেন ॥ ১৮

তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া মুনি বিশ্বামিত্র ... সরস্বতীকে বলিলেন—তুমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই ... আমার নিকটে লইয়া এস ॥ ১৯

বিশ্বামিত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার ... অভিপ্রায় জানিয়া জগতে বশিষ্ঠের অনুপম প্রভাব বিষয়ে ... সরস্বতী তাঁহার নিকটে যাইয়া বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ... কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহাকে শুনাইলেন ॥ ২০-২১

তারপর তিনি উভয়েরই শাপের ভয়ে ভীতা হইয়া ... কাঁপিতে লাগিলেন। তীব্র শাপের বিষয় চিন্তা করত ... ঋষির ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়া পড়িলেন ॥ ২২

রাজন্! তাঁহাকে দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও চিন্তামগ্ন ... মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৩

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং গুরু আহ্বনীয় অগ্নিস্বরূপ ; পিতা মাতা ও গুরুদেবের পূজার দ্বারা অগ্নিত্রয়ের পূজা করা হয়। তজ্জন্য তাঁরা অগ্নিত্রয় হ'তে গরীয়ান, অপ্রমত্তভাবে এ তিন জনের সেবা ক'র্‌লে তিনলোক জয়ে সমর্থ হবে। পিতার সেবায় পরলোক, মাতার সেবায় ইহলোক, এবং গুরুর সেবার দ্বারা ব্রহ্মলোক অবশ্যই জয় ক'র্‌তে পার্‌বে। হে ভারত! উত্তমরূপে এঁদের সেবা পূজা কর, তাহ'লে তিনলোকে যশ মঙ্গল ধর্ম্ম ও সুমহৎ ফললাভ ক'র্‌বে। কখনও এঁদের শয়নের পূর্ব্বে শয়ন, ভোজনের আগে ভোজন অথবা দোষ কীর্ত্তন ক'র্‌বে না। তাইই উত্তম সুকৃত, তার দ্বারাই তুমি কীর্ত্তি পুণ্য ও উত্তম লোকসকল পাবে। যিনি এ তিনজনকে আদর করেন, তাঁর দ্বারা সমস্ত ধর্ম্ম আদৃত হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি এঁদের অনাদর করে, তার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, ইহ ও পরলোকে মঙ্গল হয় না। আমি যে কর্ম্ম করি বা যা উপার্জ্জন ক'রে থাকি, সে সকল তাঁদের নিবেদন করি, সে জন্য আমার তা শত সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য আমার নিকট তিনলোক প্রকাশিত হ'য়েছে। সতত আচার্য্য শ্রোত্রিয় হ'তে দশ গুণ, এব উপাধ্যায় আচার্য্য হ'তে দশগুণ এবং পিতা উপাধ্যায় হ'তে দশগুণ, ও একমাত্র মাতা পিতা অপেক্ষা দশগুণ সম্মাননীয়া কিম্বা মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা, মাতার তুল্য গুরু নাই! আমি মনে করি—মন্ত্রদাতা গুরু, পিতামাতা হ'তে গুরুতর, যেহেতু মাতাপিতা কেবল জন্মের কারণ, কারণ পিতামাতা বিনশ্বর দেহমাত্র দেন। গুরু দীক্ষা দানের দ্বারা যে জন্ম দেন, তা অলৌকিক অজর ও অমর। বিদ্যালাভ ক'রে যারা গুরুকে মন বা বাক্যের দ্বারা আদর করে না, তাদের ভ্রূণহত্যা হ'তে অধিক পাপ হয়। পিতাকে সন্তুষ্ট

ক'র্‌লে প্রজাপতি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, মাতাকে সন্তুষ্টকারীর পৃথিবীকে পূজা করা হয়। গুরুকে যিনি সন্তুষ্ট করেন, তাঁর দ্বারা ব্রহ্ম পূজিত হন। এজন্য গুরু পিতামাতা হ'তে পূজ্যতম, গুরুর তুল্য পিতামাতা কেহই নন। গুরুসকল পূজিত হ'লে পিতৃগণের সহিত দেব ও ঋষি প্রীত হন্ তজ্জন্য গুরু পূজ্যতম। তাঁদের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁদের কর্ম্মে দোষারোপ ক'র্‌বে না। মহর্ষিগণ গুরুবৃন্দের এরূপ সমাদর অনুমোদন করেন। যারা গুরু পিতা ও মাতাকে মন বা কর্ম্মের দ্বারা পীড়িত করে, তাদের ভ্রূণ হত্যা হ'তেও অধিক পাপ হয়। ভরণপোষণের দ্বারা বর্দ্ধিত যে আত্মজ পুত্র পিতামাতার ভরণপোষণ করে না, তার ভ্রূণহত্যা হতেও অধিকতর পাপ হয়ে থাকে। সংসারে তদপেক্ষা পাপকারী আর নাই। মিত্রদ্রোহী, উপকারীর অনিষ্টকারী, স্ত্রী ও গুরু হত্যাকারী অর্থাৎ উভয়ের পীড়নকারী এই চারিজনের ইহ ও পরলোকে কুত্রাপি নিষ্কৃতি নাই। মানবের করণীয় যাহা আমি বেদের নির্দেশ মত বল্লাম। এ অপেক্ষা কল্যাণজনক শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন পিতামাতা ও গুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য দেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।







আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৪।৩।৬৬ চতুর্দ্দশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে পরম ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভীষ্ম বলে,— যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, দেবগণেরও দেবতা, অনন্ত, পুরুষোত্তম, পুরুষ তাঁকে সতত সহস্র নামের দ্বারা স্তব ক'রে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—ভক্তিসহকারে সেই অব্যয় পুরুষকে ধ্যান স্তব প্রণাম করত ও অনাদিনিধন আদি অন্তহীন সমস্ত লোকের মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে নিত্য স্তব ক'রে সমস্ত দুঃখের অতীত হয়। তিনিই ব্রহ্মণ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকসকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন লোকনাথ, মহদ্‌ভূত, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কারণ, আমার মতে এই সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিকতম, ভক্তিসহকারে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবানের সতত স্তবের দ্বারা অর্চ্চনা কর। যিনি পরম মহৎ তেজ, যিনি মহৎ তপস্যা, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহদ্‌ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও দেবস্বরূপ, যিনি পরম সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, পবিত্রসকলের মধ্যে পবিত্র, যিনি সমস্ত মঙ্গলের

১১শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৭৯]

[নবমসংখ্যা—দোল যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জগদ্গুরু সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড.
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২.৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০.০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯.০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫.০০

বশিষ্ঠ উবাচ ।

পাহ্যাত্মানং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বহ মাং শীঘ্রগামিনী ।
বিশ্বামিত্রঃ শপেদ্ধি ত্বাং মা কৃথাস্ত্বং বিচারণাম্ ॥ ২৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ ।
চিন্তয়ামাস কৌরব্য কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥ ২৫
তস্যাশ্চিন্তা সমুৎপন্না বশিষ্ঠো ময্যতীব হি ।
কৃতবান্ হি দয়াং নিত্যং তস্য কার্য্যং হিতং ময়া ॥ ২৬
অথ কূলে স্বকে রাজন্ জপন্তমৃষিসত্তমম্ ।
জুহ্বানং কৌশিকং প্রেক্ষ্য সরস্বত্যভ্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৭
ইদমন্তরমিত্যেবং ততঃ সা সরিতাং বরা ।
কূলাপহারমকরোৎ স্বেন বেগেন সা সরিৎ ॥ ২৮
তেন কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরৌহ্যত ।
উহ্যমানঃ স তুষ্টাব তদা রাজন্ সরস্বতীম্ ॥ ২৯
পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি ।
ব্যাপ্তং চেদং জগৎ সর্ব্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ ॥ ৩০
ত্বমেবাকাশগা দেবি মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ ।
সর্ব্বাশ্চাপস্ত্বমেবেতি ত্বত্তো বয়মধীমহি ॥ ৩১
পুষ্টির্দ্যুতিস্তথা কীর্ত্তিঃ সিদ্ধির্বুদ্ধিরুমা তথা ।
ত্বমেব বাণী স্বাহা ত্বং তবায়ত্তমিদং জগৎ ॥ ৩২
ত্বমেব সর্ব্বভূতেষু বসসীহ চতুর্ব্বিধা ।
এবং সরস্বতী রাজন্ স্তূয়মানা মহর্ষিণা ॥ ৩৩
বেগেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি ।
ন্যবেদয়ত চাভীক্ষ্ণং বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥ ৩৪
তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমন্বিতঃ ।
অথান্বেষৎ প্রহরণং বশিষ্ঠান্তকরং তদা ॥ ৩৫
তং তু ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবধ্যাভয়ান্নদী ।
অপোবাহ বশিষ্ঠং তু প্রাচীং দিশমতন্দ্রিতা ॥ ৩৬
উভয়োঃ কুর্ব্বতী বাক্যং বঞ্চয়িত্বা চ গাধিজম্ ।
ততোঽপবাহিতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ৩৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—নদী-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতি! তুমি শীঘ্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাকে সেখানে বহন করিয়া চল এবং নিজেকে রক্ষা কর; অন্যথা বিশ্বামিত্র তোমাকে শাপদান করিবে; অতএব তুমি অন্য কোন বিচার এখন করিও না ॥ ২৪

কুরুনন্দন! সেই কৃপাশীল মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করত সরস্বতী চিন্তা করিলেন—কি করিলে শুভ হইবে? ২৫

তখন তাঁহার মনে এই বুদ্ধি হইল যে, বশিষ্ঠ আমার উপর অতিশয় করুণা করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা ইঁহার হিতসাধন আমার করা উচিত ॥ ২৬

রাজন্! তদনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিজের তীরে জপ ও হোম করিতে দেখিয়া নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী এরূপ চিন্তা করিলেন ইহাই সুবর্ণ সুযোগ; তখন সেই নদী পূর্ব্ব তীরকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিজ বেগে বহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭-২৮

এই প্রবাহিত করিবার সময় তিনি বহনের সহিত মিত্রাবরুণের পুত্র বশিষ্ঠকে বহন করিতে লাগিলেন। রাজন্! তিনি যখন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন বশিষ্ঠমুনি সরস্বতীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯

সরস্বতি! তুমি পিতামহ ব্রহ্মার সরোবর হইতে উৎপন্না হইয়াছ, সেইজন্য তোমার নাম সরস্বতী। তোমার উত্তম জলে এই সারা জগৎ পরিব্যাপ্ত ॥ ৩০

দেবি! তুমি আকাশে যাইয়া মেঘমধ্যে জলের সৃষ্টি কর; কারণ, তুমিই সম্পূর্ণ জল। তোমার নিকট হইতেই ঋষিগণ আমরা সকলে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি ॥ ৩১

তুমি পুষ্টি, কীর্ত্তি, দ্যুতি, সিদ্ধি, বুদ্ধি, উমা, বাণী ও স্বাহা। এই সম্পূর্ণ জগৎ তোমারই অধীন। তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পরা, পশ্যন্তী, বৈখরী এবং মধ্যমা এই চারি প্রকার রূপ ধারণ করত নিবাস করিয়া থাক ॥ ৩২ ॥

রাজন্! মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখ হইতে এরূপ স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সরস্বতী সেই ব্রহ্মর্ষিকে নিজ বেগের দ্বারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত করিয়া দিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বারংবার নিবেদন করিলেন যে, বশিষ্ঠমুনি উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩-৩৪

সরস্বতীকর্ত্তৃক আনীত বশিষ্ঠকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার জীবননাশ করিবার জন্য কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সরস্বতী নদী ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আলস্য পরিত্যাগ করত উভয়েরই আজ্ঞাপালন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে বঞ্চনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্বদিকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬½

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে পুনরায় নিজের নিকট হইতে দূরে

অব্রবীদ্ দুঃখসংক্রুদ্ধো বিশ্বমিত্রো হ্যমহর্ষণঃ।
যস্মান্মাং ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বঞ্চয়িত্বা পুনর্গতা ॥ ৩৮
শোণিতং বহ কল্যাণি রক্ষোগ্রামণিসম্মতম্।
ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ৩৯
অবহচ্ছোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং সংবৎসরং তদা।
অথর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসস্তদা ॥ ৪০
সরস্বতীং তথা দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ।
এবং বশিষ্ঠাপবাহো লোকে খ্যাতো জনাধিপ।
আগচ্ছচ্চ পুনর্মার্গং স্বমেব সরিতাং বরা ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

বাহিত হইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বিশ্বামিত্র দুঃখে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,—নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কল্যাণময়ী সরস্বতি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইলে, অতএব আজ হইতে জলের পরিবর্তে রক্ত বহন কর, যাহা রাক্ষসদিগের অতিশয় প্রিয় ॥ ৩৭-৩৮½

বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র এইরূপ শাপদান করিলে পর সরস্বতী নদী এক বৎসরকাল যাবৎ রক্তমিশ্রিত জল বহন করিতে লাগিলেন ॥

তদনন্তর ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সরস্বতীর সেরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ৩৯-৪০½

নরেশ্বর! এইভাবে সেই স্থান এজগতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' বিখ্যাত হইয়াছিল। বশিষ্ঠকে বহন করিবার পর নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় নিজের পথে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষীণাং প্রচেষ্টয়া সরস্বত্যাঃ শাপনিবৃত্তিঃ, জলস্য শুদ্ধিঃ, অরুণাসঙ্গমে স্নানাৎ পরং রাক্ষসানাং তথেন্দ্রস্য সঙ্কটমোচনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা শপ্তা তেন ক্রুদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তস্মিংস্তীর্থবরে শুভ্রে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥ ১
অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ রাক্ষসাস্তত্র ভারত।
তত্র তে শোণিতং সর্বে পিবন্তঃ সুখমাসতে ॥ ২
তৃপ্তাশ্চ সুভৃশং তেন সুখিতা বিগতজ্বরাঃ।
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥ ৩
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ঋষয়ঃ সুতপোধনাঃ।
তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং মহীপতে ॥ ৪
তেষু সর্বেষু তীর্থেষু স্বাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রাপ্য প্রীতিং পরাং চাপি তপোলুব্ধা বিশারদাঃ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ঋষিগণের প্রচেষ্টায় সরস্বতীর শাপনিবৃত্তি, জলের শুদ্ধি এবং অরুণাসঙ্গমে স্নান করিবার পর রাক্ষসগণের ও ইন্দ্রের সঙ্কট-মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুপিত বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র যখন সরস্বতী নদীকে শাপদান করিলেন, তখন এই নদী সেই উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ তীর্থে রক্তের ধারা বহন করিতে লাগিলেন ॥ ১

ভারত! তদনন্তর সেখানে বহুসংখ্যক রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে তখন সেই রক্তপান করত সুখের সহিত সেস্থানে বাস করিতে লাগিল ॥ ২

এই রক্তে অত্যন্ত তৃপ্ত, সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়া রাক্ষসেরা সেখানে নাচিতে এবং হাসিতে থাকিল। তখন মনে হইল, তাহারা যেন স্বর্গলোক জয় করিয়া লইয়াছে ॥ ৩

পৃথ্বীনাথ! কিছুকাল পর বহুসংখ্যক তপোধন মুনি সরস্বতীর তীরে তীর্থ যাত্রার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ৪

পূর্ব্বোক্ত সকল তীর্থে তাঁহারা স্নান করত এই সব তপোলুব্ধ বিজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অতিশয় প্রীত হইয়া সেইদিকে প্রস্থিত হইলেন, যেদিকে রক্তধারা বহনকারী সেই তীর্থ বিদ্যমান ছিল ॥ ৫½

প্রযযুর্হি ততো রাজন্ যেন তীর্থমসৃগ্‌বহম্।
অথাগম্য মহাভাগাস্তৎ তীর্থং দারুণং তদা ॥ ৬
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যাঃ শোণিতেন পরিপ্লুতম্।
পীয়মানঞ্চ রক্ষোভির্বহুভির্নৃপসত্তম ॥ ৭
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ রাজন্ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পরিত্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥ ৮
তে তু সর্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ।
আহূয় সরিতাং শ্রেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৯
কারণং ব্রূহি কল্যাণি কিমর্থং তে হ্রদো হ্যয়ম্।
এবমাকুলতাং যাতঃ শ্রুত্বা ধ্যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ১০
ততঃ সা সর্বমাচষ্ট যথাবৃত্তং প্রবেপতী।
দুঃখিতামথ তাং দৃষ্ট্বা উচুস্তে বৈ তপোধনাঃ ॥ ১১
কারণং শ্রুতমস্মাভিঃ শাপশ্চৈব শ্রুতোঽনঘে।
করিষ্যন্তি তু যৎ প্রাপ্তং সর্ব এব তপোধনাঃ ॥ ১২
এবমুক্ত্বা সরিচ্ছ্রেষ্ঠামূচুস্তেঽথ পরস্পরম্।
বিমোচয়ামহে সর্বে শাপাদেতাং সরস্বতীম্ ॥ ১৩
তে সর্বে ব্রাহ্মণা রাজংস্তপোভির্নিয়মৈস্তথা।
উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ কষ্টব্রতৈস্তথা ॥ ১৪
আরাধ্য পশুভর্তারং মহাদেবং জগৎপতিম্।
তাং দেবীং মোক্ষয়ামাসুঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥ ১৫
তেষাং তু সা প্রভাবেণ প্রকৃতিস্থা সরস্বতী।
প্রসন্নসলিলা জজ্ঞে যথাপূর্বং তথৈব হি ॥ ১৬
নির্মুক্তা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিবভৌ সা যথা পুরা।
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা মুনিভিস্তৈস্তথা কৃতম্ ॥ ১৭
তানেব শরণং জগ্মূ রাক্ষসাঃ ক্ষুধিতাস্তথা।
কৃত্বাঞ্জলিং ততো রাজন্ রাক্ষসাঃ ক্ষুধয়ার্দিতাঃ ॥ ১৮
উচুস্তান্ বৈ মুনীন্ সর্বান্ কৃপাযুক্তান্ পুনঃ পুনঃ।
বয়ঞ্চ ক্ষুধিতাশ্চৈব ধর্মাদ্ধীনাশ্চ শাশ্বতান্ ॥ ১৯
ন চ নঃ কামকারোঽয়ং যদ্ বয়ং পাপকারিণঃ।
যুষ্মাকং চাপ্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কর্মণা ॥ ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া সেই মহাভাগ মুনিগণ দেখিলেন যে, সেই তীর্থের দারুণ অবস্থা হইয়াছে, সেখানে সরস্বতীর জল রক্তে পরিপ্লুত রহিয়াছে এবং বহু রাক্ষস উহা পান করিতেছে ॥৬-৭

রাজন্! সেই রাক্ষসগণকে দেখিয়া কঠোর ব্রতপালনকারী মুনিবৃন্দ সরস্বতীর সেই তীর্থ রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

এই সব মহাব্রতধারী মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া নদী-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯

কল্যাণি! তোমার এই কুণ্ড এভাবে রক্তমিশ্রিত হইল কেন? ইহার কারণ কি? বল। উহা শ্রবণ করিয়া আমরা কোন উপায় উদ্ভাবন করিব ॥ ১০

তখন কম্পিতা হইতে হইতে সরস্বতী সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বলিলেন। তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া সেই তপোধন ঋষিগণ বলিলেন ॥ ১১

নিষ্পাপ সরস্বতি! আমরা শাপ ও তাহার কারণ শুনিলাম। এই সব তপোধন ঋষি এ-বিষয়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য পালন করিবেন ॥ ১২

নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই সরস্বতীকে শাপমুক্ত করিয়া দিব ॥ ১৩

রাজন্! সেই সব ব্রাহ্মণ তপ, নিয়ম, উপবাস, নানাপ্রকার সংযম এবং কষ্টসাধ্য ব্রতসকলের দ্বারা পশুপতি বিশ্বনাথ মহাদেবের আরাধনা করত নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী দেবীকে শাপমুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৪-১৫

ইঁহাদের প্রভাবে সরস্বতী প্রকৃতিস্থ হইলেন, তাঁহার জল তখন পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া যাইল ॥ ১৬

শাপমুক্তা নদীপ্রবরা সরস্বতী পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মুনিগণের দ্বারা সরস্বতীর জলকে এতাদৃশ শুদ্ধা হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ক্ষুধাগ্রস্ত রাক্ষসেরা এই মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৭॥

রাজন্! তদনন্তর ক্ষুধাপীড়িত সেই সব রাক্ষসগণ কৃপালু মুনিদিগকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল—মহাত্মাগণ! আমরা ক্ষুধিত এবং সনাতন ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া গিয়াছি ॥ ১৮-১৯

আমরা যে পাপাচার করিতেছি, উহা আমাদের স্বেচ্ছাচার নয়। মহাত্মাগণের করুণা আমাদের উপর কখনও হয় নাই এবং আমরা সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মই করিয়া আসিতেছি। ইহাতে আমাদের পাপের নিরন্তর বৃদ্ধি হইতেছে ও আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া গিয়াছি ॥২০॥

যৎ পাপং বর্ধতেহস্মাকং ততঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
যোষিতাং চৈব পাপেন যোনিদোষকৃতেন চ ॥ ২১
এবং হি বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥ ২২
আচার্য্যমৃত্বিজং চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা।
প্রাণিনো যেহবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥ ২৩
তত কুরুধ্বমিহাস্মাকং তারণং দ্বিজসত্তমাঃ।
শক্তা ভবন্তঃ সর্বেষাং লোকানামপি তারণে ॥ ২৪
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা তুষ্টুবুস্তাং মহানদীম্।
মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষামূচুঃ প্রযতমানসাঃ ॥ ২৫
ক্ষুতং কীটাবপন্নঞ্চ যচ্চোচ্ছিষ্টাচিতং ভবেৎ।
সকেশমবধূতঞ্চ রুদিতোপহতঞ্চ যৎ ॥ ২৬
শ্বভিঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগোহসৌ রক্ষসামিহ।
তস্মাজ্‌জ্ঞাত্বা সদা বিদ্বানেতান্ যত্নাদ্ বিবর্জয়েৎ ॥ ২৭
রাক্ষসান্নমসৌ ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যন্নমীদৃশম্।
শোধয়িত্বা ততস্তীর্থমৃষয়স্তে তপোধনাঃ ॥ ২৮
মোক্ষার্থং রাক্ষসানাঞ্চ নদীং তাং প্রত্যচোদয়
মহর্ষীণাং মতং জ্ঞাত্বা ততঃ সা সরিতাং বরা।
অরুণামানয়ামাস স্বাং তনুং পুরুষর্ষভ।
তস্যাং তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা তনুস্ত্যক্ত্বা দিবং গ
অরুণায়াং মহারাজ ব্রহ্মবধ্যাপহা হি সা।
এতমর্থমভিজ্ঞায় দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ৩১
তস্মিংস্তীর্থে বরে স্নাত্বা বিমুক্তঃ পাপ্মনা কিল

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ শক্রো ব্রহ্মবধ্যামবাপ্তবান্ ॥ ৩
কথমস্মিংশ্চ তীর্থে বৈ আপ্লুত্যাকল্মষোহভবৎ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণুষ্বৈতদুপাখ্যানং যথাবৃত্তং জনেশ্বর ॥ ৩৩
যথা বিভেদ সময়ং নমুচের্বাসবঃ পুরা।
নমুচির্বাসবাদ্ ভীতঃ সূর্য্যরশ্মিং সমাবিশৎ ॥ ৩
তেনেন্দ্রঃ সখ্যমকরোৎ সময়ং চেদমব্রবীৎ।
ন চার্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি ॥ ৩

স্ত্রীগণ নিজ যোনিদোষজনিত পাপে রাক্ষসী হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ করে, সেও এ-জগতে রাক্ষস হইয়া যায় ॥ ২১-২২

যে প্রাণধারী মানুষ আচার্য্য, ঋত্বিক্, গুরু এবং বৃদ্ধ পুরুষগণকে অপমান করে, সে-ও এ জগতে রাক্ষস হইয়া যায় ॥ ২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাদের এখানে উদ্ধার করুন; কারণ, আপনারা সমস্ত লোককেই উদ্ধার করিতে সমর্থ ॥ ২৪

সেই রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করত একাগ্রচিত্ত মহর্ষিবৃন্দ তাহাদের মুক্তির জন্য মহানদী সরস্বতীর স্তুতি করিলেন এবং এরূপ বলিলেন ॥ ২৫

যে অন্নতে থুথু নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহার মধ্যে কীট পতিত হইয়াছে, যাহা উচ্ছিষ্ট, যাহার মধ্যে কেশ (চুল) পড়িয়াছে, যাহা অশ্রুপাতে দূষিত এবং যাহা কুকুরে স্পর্শ করিয়াছে, এই সমস্ত অন্ন জগতে রাক্ষসদের ভাগ বলিয়া নিরূপিত হইল। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহা জানিয়া সদা এই সব অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে এরূপ অন্ন ভোজন করে, সে রাক্ষসেরই অন্ন ভোজন করে ॥ ২৬-২৭½

তদনন্তর সেই তপোধন মহর্ষিগণ সেই তীর্থকে শুদ্ধ করিয়া এই রাক্ষসদের মুক্তির জন্য সরস্বতী নদীকে অনুরোধ করিলেন ॥ ২৮½

নরশ্রেষ্ঠ! মহর্ষিগণের এই অভিমত জানিয়া নদী সরস্বতী নিজের স্বরূপভূতা অরুণাকে সেখানে লইয়া আসি মহারাজ! সেই অরুণাতে স্নান করত সেই রাক্ষসগণ দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিল; কারণ, এই অ ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৯-৩০½

রাজন্! ইহা জানিয়াই দেবরাজ ইন্দ্র সেই শ্রে স্নান করত ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ৩১

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ ইন্দ্রের ব্র পাপ কিরূপে হইয়াছিল এবং কিভাবে এই তীর্থে স্নান পাপমুক্ত হইয়াছিলেন? ৩২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনেশ্বর! পুরাকালে ইন্দ্র ন সহিত যেভাবে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সে বৃত্তান্ত যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তুমি সেই সম কর ॥ ৩৩½

পুরাকালের কথা, নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সূ কিরণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহার সহিত মি করিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অসুরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে কোন আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা বধ করিব না এবং কো অস্ত্রের দ্বারাও তোমাকে বিনাশ করিব না। আমি তো

বধিষ্যাম্যসুরশ্রেষ্ঠ সখে সত্যেন তে শপে ।
এবং স কৃত্বা সময়ং দৃষ্ট্বা নীহারমীশ্বরঃ ॥ ৩৬
চিচ্ছেদাস্য শিরো রাজন্নপাং ফেনেন বাসবঃ ।
তচ্ছিরো নমুচেশ্ছিন্নং পৃষ্ঠতঃ শক্রমন্বিয়াৎ ॥ ৩৭
ভো ভো মিত্রঘ্ন পাপেতি ব্রুবাণং শক্রমন্তিকাৎ ।
এবং স শিরসা তেন চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৮
পিতামহায় সন্তপ্ত এতমর্থং ন্যবেদয়ৎ ।
তমব্রবীল্লোকগুরুররুণায়াং যথাবিধি ॥ ৩৯
ইষ্টোপস্পৃশ দেবেন্দ্র তীর্থে পাপভয়াপহে ।
এষা পুণ্যজলা শক্র কৃতা মুনিভিরেব তু ॥ ৪০
নিগূঢ়মস্যাগমনমিহাসীৎ পূর্বমেব তু ।
ততোঽভ্যেত্যারুণাং দেবীং প্লাবয়ামাস বারিণা ॥ ৪১
সরস্বত্যারুণায়াশ্চ পুণ্যোঽয়ং সঙ্গমো মহান্ ।
ইহ ত্বং যজ দেবেন্দ্র দদ দানান্যনেকশঃ ॥ ৪২
অত্রাপ্লুত্য সুঘোরাৎ ত্বং পাতকাদ্ বিপ্রমোক্ষ্যসে ।
ইত্যুক্তঃ স সরস্বত্যাঃ কুঞ্জে বৈ জনমেজয় ॥ ৪৩
ইষ্ট্বা যথাবদ্ বলভিদরুণায়ামুপাস্পৃশৎ ।
স মুক্তঃ পাপ্মনা তেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন চ ॥ ৪৪
জগাম সংহৃষ্টমনাস্ত্রিদিবং ত্রিদশেশ্বরঃ ॥
শিরস্তচ্চাপি নমুচেস্তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত ।
লোকান্ কামদুঘান্ প্রাপ্তমক্ষয়ান্ রাজসত্তম ॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো মহাত্মা
দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্বিধানি ।
অবাপ্য ধর্মং পরমার্থকর্মা ।
জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥ ৪৬
যত্রাযজদ্ রাজসূয়েন সোমঃ
সাক্ষাৎ পুরা বিধিবৎ পার্থিবেন্দ্রঃ ।
অত্রির্ধীমান্ বিপ্রমুখ্যো বভূব ।
হোতা যস্মিন্ ক্রতুমুখ্যো মহাত্মা ॥ ৪৭

দিনেও বধ করিব না ও রাত্রিতেও তোমাকে সংহার করিব না। সখে! আমি সত্যের শপথ করিয়া এই কথা তোমাকে বলিতেছি ॥ ৩৪-৩৫½

রাজন্! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও দেবরাজ ইন্দ্র চারিদিকে নীহারাচ্ছন্ন (কুয়াশায় আবৃত) দেখিয়া জলের ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৩৬½

নমুচির সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্রের পশ্চাতে অনুসরণ করিতে লাগিল। সে তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিল—ওরে মিত্রঘাতী পাপাত্মা ইন্দ্র! তুমি কোথায় যাইতেছ? ৩৭½

এইভাবে সেই মস্তক কর্তৃক বারংবার পূর্ব্বোক্ত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে পর অত্যন্ত সন্তপ্ত ইন্দ্র ব্রহ্মাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৩৮½

তখন জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—দেবেন্দ্র! অরুণা-তীর্থ পাপভয় নিবারণ করিয়া থাকে। তুমি সেখানে যাইয়া বিধি অনুসারে যজ্ঞ করত অরুণার জলে স্নান কর ॥ ৩৯½

শক্র! মহর্ষিগণ এই অরুণার জলকে অতিশয় পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। এই তীর্থে পূর্ব্বেই গুপ্তরূপে তাহার আগমন হইয়াছিল, তারপর সরস্বতী নিকটে আসিয়া অরুণাদেবীকে নিজ জলে আপ্লাবিত করিয়া দিয়াছে ॥ ৪০-৪১

দেবেন্দ্র! সরস্বতী ও অরুণার এই সঙ্গম মহাপুণ্যদায়ক তীর্থ। তুমি সেখানে যাইয়া যজ্ঞ কর এবং নানাপ্রকার বস্তু দান কর। তারপর তাহাতে স্নান করত তুমি ভয়ানক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৪২½

জনমেজয়! তিনি এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র সরস্বতীর কুঞ্জে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া অরুণাতে স্নান করিলেন। তারপর ব্রহ্ম-হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র হর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্বর্গলোকে প্রস্থিত হইতে হইলেন ॥ ৪৩-৪৪½

ভারত! নৃপশ্রেষ্ঠ! নমুচির সেই মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করত মনোবাঞ্ছিত ফলদায়ক অক্ষয়লোকে গমন করিল ॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পারমার্থিক কার্য্যকারী মহাত্মা বলরাম এই তীর্থেও স্নান করত নানাপ্রকার বহু বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের ফললাভ পূর্ব্বক সোমের মহৎ ও উত্তম তীর্থে গমন করিলেন ॥ ৪৬

যেখানে পুরাকালে সাক্ষাৎ রাজাধিরাজ সোম বিধি অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে বুদ্ধিমান্ বিপ্রবর মহাত্মা অত্রি হোতার কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন ॥ ৪৭

যস্মাস্তেঽভূৎ সুমহদ্ দানবানাং
দৈতেয়ানাং রাক্ষসানাঞ্চ দেবৈঃ।
যস্মিন্ যুদ্ধং তারকাখ্যং সুতীব্রং
যত্র স্কন্দস্তারকাখ্যং জঘান ॥ ৪৮
সৈনাপত্যং লব্ধবান্ দেবতানাং
মহাসেনো যত্র দৈত্যান্তকর্তা।
সাক্ষাচ্চৈবং ন্যবসৎ কার্তিকেয়ঃ
সদা কুমারো যত্র স প্লক্ষরাজঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

এই যজ্ঞের শেষে দেবতাগণের সহিত দানব, দৈত্য ও রাক্ষসসকলের প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহাতে স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

এই স্থানেই দৈত্যবিনাশক মহাসেন কার্ত্তিকেয় দেবতাগণের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে সেই শ্রেষ্ঠ প্লক্ষবৃক্ষ রহিয়াছে, সেখানে সাক্ষাৎ কুমার কার্ত্তিকেয় এই তীর্থে সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপখ্যানবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কুমার-কার্ত্তিকেয়স্যাবির্ভাবঃ, তস্যাভিষেকস্যোদ্যোগশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
সরস্বত্যাঃ প্রভাবোঽয়মুক্তস্তে দ্বিজসত্তম।
কুমারস্যাভিষেকং তু ব্রহ্মন্ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যথা চ বদতাং বর।
যৈশ্চাভিষিক্তো ভগবান্ বিধিনা যেন চ প্রভুঃ ॥ ২
স্কন্দো যথা চ দৈত্যানামকরোৎ কদনং মহৎ।
তথা মে সর্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
কুরুবংশস্য সদৃশং কৌতূহলমিদং তব।
হর্ষমুৎপাদয়ত্যেব বচো মে জনমেজয় ॥ ৪
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণ্বানস্য নরাধিপ।
অভিষেকং কুমারস্য প্রভাবঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৫
তেজো মাহেশ্বরং স্কন্নমগ্নৌ প্রপতিতং পুরা।
তৎ সর্বভক্ষো ভগবান্ নাশকদ্ দগ্ধুমক্ষয়ম্ ॥ ৬
তেনাসীদতিতেজস্বী দীপ্তিমান্ হব্যবাহনঃ।
ন চৈব ধারয়ামাস গর্ভং তেজোময়ং তদা ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কুমার কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব এবং তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সরস্বতীর এই প্রভাবের কথা বলিলেন। ব্রহ্মন্! এখন কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের কথা বর্ণন করুন ॥ ১

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! কোন দেশে ও কালে কাহারা কোন বিধি অনুসারে কিভাবে শক্তিশালী ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন? ২

স্কন্দ যেভাবে দৈত্যগণকে প্রভূত সংহার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আপনি আমাকে সেইভাবেই বর্ণনা করুন; কারণ, আমার মনে উহা শুনিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তোমার এই কৌতূহল কুরুবংশের যোগ্য। তোমার এই কথা আমার মনে আনন্দ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ৪

হে নরাধিপ! তুমি নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেছ; আমি তোমার নিকট প্রসন্নতার সহিত মহাত্মা কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক ও প্রভাব বর্ণনা করিব ॥ ৫

পুরাকালের ঘটনা, ভগবান্ শিবের তেজোময় বীর্য্য অগ্নিতে পতিত হইল। ভগবান্ অগ্নি সর্ব্বভক্ষী হইয়াও সেই অক্ষয় বীর্য্যকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৬

সেই বীর্য্যের জন্য অগ্নিদেব দীপ্তিমান্, তেজস্বী ও শক্তিশালী হইয়াও কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ... তখন ... তেজোময় গর্ভকে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না,

স গঙ্গামভিসঙ্গম্য নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ।
গর্ভমাহিতবান্ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্ ॥ ৮
অথ গঙ্গাপি তং গর্ভমসহন্তী বিধারণে।
উৎসসর্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরার্চিতে ॥ ৯
স তত্র ববৃধে লোকানাবৃত্য জ্বলনাত্মজঃ।
দদৃশুর্জ্বলনাকারং তং গর্ভমথ কৃত্তিকাঃ ॥ ১০
শরস্তম্বে মহাত্মানমনলাত্মজমীশ্বরম্।
মমায়মিতি তাঃ সর্বাঃ পুত্রার্থিনোঽভিচুক্রুশুঃ ॥ ১১
তাসাং বিদিত্বা ভাবং তং মাতৄণাং ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রস্নুতানাং পয়ঃ ষড্ভির্বদনৈরপিবৎ তদা ॥ ১২
তং প্রভাবং সমালক্ষ্য তস্য বালস্য কৃত্তিকাঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না দেব্যো দিব্যবপুর্ধরাঃ ॥ ১৩
যত্রোৎসৃষ্টঃ স ভগবান্ গঙ্গয়া গিরিমূর্ধনি।
স শৈলঃ কাঞ্চনঃ সর্বঃ সম্বভৌ কুরুসত্তম ॥ ১৪
বর্ধতা চৈব গর্ভেণ পৃথিবী তেন রঞ্জিতা।
অতশ্চ খর্বে সংবৃত্তা গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ ॥ ১৫
কুমারঃ সুমহাবীর্য্যঃ কার্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
গাঙ্গেয়ঃ পূর্বমভবন্মহাযোগবলান্বিতঃ ॥ ১৬
শমেন তপসা চৈব বীর্য্যেণ চ সমন্বিতঃ।
ববৃধেঽতীব রাজেন্দ্র চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৭
স তস্মিন্ কাঞ্চনে দিব্যে শরস্তম্বে শ্রিয়া বৃতঃ।
স্তূয়মানঃ সদা শেতে গন্ধর্বৈর্মুনিভিস্তথা ॥ ১৮
তথৈতমন্বনৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ।
দিব্যবাদিত্রনৃত্যজ্ঞাঃ স্তুবন্ত্যশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ১৯
অন্বাস্তে চ নদী দেবং গঙ্গা বৈ সরিতাং বরা।
দধার পৃথিবী চৈনং বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥ ২০
জাতকর্মাদিকাস্তত্র ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ।
বেদশ্চৈনং চতুর্মূর্তিরুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২১
ধনুর্বেদশ্চতুষ্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ।
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্ বাণী চ কেবলা ॥ ২২

আজ্ঞায় সেই ভগবান্ অগ্নিদেব সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এই দিব্য গর্ভকে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭-৮

তদনন্তর গঙ্গাদেবীও সেই গর্ভকে ধারণ করিতে না পারিয়া উহাকে দেবপূজিত সুরম্য হিমালয় পর্ব্বতের শিখরের উপর শরবনের মূলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯

অগ্নিদেবের এই পুত্র নিজ তেজে সমস্ত লোককে ব্যাপ্ত করিয়া সেখানে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শরবনে অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান সর্ব্বসমর্থ মহাত্মা নবজাত শিশু অগ্নিপুত্রকে ছয় কৃত্তিকা দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পুত্রাভিলাষিণী সেই সব কৃত্তিকাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—এ আমার পুত্র, এ আমার পুত্র ॥ ১০-১১

সেই মাতৃগণের তাদৃশ বাল্যভাব অবগত হইয়া প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ ছয় মুখ করিয়া তাঁহাদের স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

সেই দিব্য রূপধারিণী ছয় কৃত্তিকাদেবী বালকের তাদৃশ প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদেবী হিমালয় পর্ব্বতের যে শিখরে স্কন্দকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহার সকলভাগই সুবর্ণময় হইয়া যাইল ॥ ১৪

এই ক্রমবর্দ্ধমান শিশু সেখানকার ভূমিকে রঞ্জিত (প্রকাশিত) করিয়া দিয়াছিলেন, এই কারণে সেখানকার সকল পর্ব্বত স্বর্ণাকৃতি হইয়া যাইল ॥ ১৫

এই মহাশক্তিশালী কুমার কার্ত্তিকেয়-নামে বিখ্যাত হইলেন। এই মহাযোগ-বলসম্পন্ন বালক পূর্ব্বে গঙ্গারই পুত্র ছিলেন ॥ ১৬

রাজেন্দ্র! শম, তপস্যা এবং পরাক্রমশালী এই কুমার তীব্র বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে চন্দ্রসদৃশ সকলেরই প্রিয় ছিলেন ॥ ১৭

সেই দিব্য সুবর্ণময় প্রদেশে শরবনসমূহে অবস্থিত এই কান্তিমান্ বালক নিরন্তর গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণের মুখে নিজের স্তুতি শুনিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তদনন্তর দিব্য বাদ্য ও নৃত্যকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞা সুন্দরী দেবকন্যাগণ এই কুমারের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার নিকটে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

বৃহস্পতি সেখানে সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার কার্য্যসকল করিলেন এবং চারি স্বরূপে বিভক্ত বেদ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২১

চারি চরণযুক্ত ধনুর্ব্বেদ, সংগ্রহসহ শস্ত্রসমূহ এবং কেবল সাক্ষাৎ বাণী—ইঁহারা সকলে কুমারের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥

নদীসকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীও সেই দিব্য বালকের পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। পৃথিবীদেবী উত্তম রূপ ধারণ করত তাঁহাকে নিজ অঙ্গে ধারণ করিলেন ॥ ২০

স দদর্শ মহাবীর্য্যং দেবদেবমুমাপতিম্ ।
শৈলপুত্র্যা সমাসীনং ভূতসজ্ঘশতৈর্বৃতম্ ॥ ২৩
নিকায়া ভূতসজ্ঘানাং পরমাদ্ভুতদর্শনাঃ ।
বিকৃতা বিকৃতাকারা বিকৃতাভরণধ্বজাঃ ॥ ২৪
ব্যাঘ্রসিংহর্ক্ষবদনা বিড়ালমকরাননাঃ ।
বৃষদংশমুখাশ্চান্যে গজোষ্ট্রবদনাস্তথা ॥ ২৫
উলূকবদনাঃ কেচিদ্ গৃধ্র-গোমায়ুদর্শনাঃ ।
ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্বদনৈ রাঙ্কবৈরপি ॥ ২৬
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামজৈড়কগবাং তথা ।
সদৃশানি বপূংষ্যন্যে তত্র তত্র ব্যধারয়ন্ ॥ ২৭
কেচিচ্ছৈলাম্বুদপ্রখ্যাশ্চক্রোদ্যতগদায়ুধাঃ ।
কেচিদঞ্জনপুঞ্জাভাঃ কেচিচ্ছ্বেতাচলপ্রভাঃ ॥ ২৮
সপ্ত মাতৃগণাশ্চৈব সমাজগ্মুর্বিশাম্পতে ।
সাধ্যা বিশ্বেঽথ মরুতো বসবঃ পিতরস্তথা ॥ ২৯
রুদ্রাদিত্যাস্তথা সিদ্ধা ভুজগা দানবাঃ খগাঃ ।

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সপুত্রঃ সহ বিষ্ণুনা ॥ ৩০
শক্রস্তথাভ্যয়াদ্ দ্রষ্টুং কুমারবরমচ্যুতম্ ।
নারদপ্রমুখাশ্চাপি দেব-গন্ধর্বসত্তমাঃ ॥ ৩১
দেবর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠা দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৩
তেঽপি তত্র সমাজগ্মুর্যামা ধামাশ্চ সর্বশঃ ।
স তু বালোঽপি বলবান্ মহাযোগবলান্বিতঃ ॥ ৩
অভ্যাজগাম দেবেশং শূলহস্তং পিনাকিনম্ ।
তমাব্রজন্তমালক্ষ্য শিবস্যাসীন্মনোগতম্ ॥ ৩৪
যুগপচ্ছৈলপুত্র্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ পাবকস্য চ ।
কং নু পূর্বময়ং বালো গৌরবাদভ্যুপৈষ্যতি ॥ ৩
অপি মামিতি সর্বেষাং তেষামাসীন্মনোগতম্ ।
তেষামেতমভিপ্রায়ং চতুর্ণামুপলক্ষ্য সঃ ॥ ৩৬
যুগপদ্ যোগমাস্থায় সসর্জ বিবিধাস্তনূঃ ।
ততোঽভবচ্চতুর্মূর্তিঃ ক্ষণেন ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩

কুমার দেখিলেন যে, শত শত ভূতসজ্ঘে পরিবৃত মহাপরাক্রমশালী দেবাধিদেব উমাপতি শঙ্কর গিরিরাজনন্দিনী উমার সহিত পার্শ্বেই উপবিষ্ট আছেন ॥ ২২-২৩

তাঁহার সহিত সমাগত ভূতসজ্ঘের শরীর দেখিতে অতিশয় অদ্ভুত, বিকৃত এবং বিকরাল ছিল। তাঁহাদের আভরণ ও ধ্বজও বিকৃত ছিল ॥ ২৪

ইঁহাদের মধ্যে কাহারও মুখ বরাহ, বিড়াল ও মকরমুখতুল্য, কাহাদেরও মুখ হস্তী, উষ্ট্র ও উলূকমুখ-সদৃশ ছিল। বহুসংখ্যক ভূতের মুখ শকুনি এবং শৃগালতুল্য ছিল। কোন কোন ভূতের মুখ ক্রৌঞ্চ পক্ষী, পারাবত ও রঙ্কু মৃগের সমান ছিল ॥ ২৫-২৬

বহু ভূত যে কোন হিংস্রক জন্তু, শজারু, বনবিড়াল, গোসাপ, ছাগল, মেষ ও গো-সদৃশ দেহ ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৭

বহু ভূত মেঘ ও পর্ব্বতসকলতুল্য ছিল। তাঁহারা নিজ হস্তে চক্র এবং গদা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অঞ্জন (কাজল) পর্ব্বততুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং কেহ কেহ শ্বেত-পর্ব্বত-সদৃশ গৌরকান্তিতে সুশোভিত ছিল ॥ ২৮

প্রজানাথ! সেস্থানে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বারাহী ও চামুণ্ডা এই সপ্ত মাতৃকা উপস্থিত ছিলেন। সাধ্য, বিশ্বে দেব ও মরুদ্‌গণ, বসু এবং পিতৃগণ, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, ভুজঙ্গ, দানব ও পক্ষীসকল পুত্রসহ স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং ইন্দ্র স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত সেই শ্রেষ্ঠ কুমারকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯-৩০½

দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদাদি দেবর্ষি ... প্রভৃতি সিদ্ধ সমস্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণেরও ... পিতৃগণ, সকল যামগণ ও ধামগণও সেখানে আসিলেন ॥ ...

বালক হইলেও বলশালী এবং মহাযোগবলসম্প... ত্রিশূল ও পিনাকধারী দেবেশ্বর ভগবান্ শিবের নি... করিলেন ॥ ৩৩½

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একই সময়ে ভগবান্ ... গিরিরাজনন্দিনী উমা, গঙ্গা ও অগ্নিদেবের মনে এই সঙ্ক... যে, দেখা যাউক—এই বালক পিতা-মাতাকে গৌর... করিবার জন্য প্রথমে কাহার নিকটে গমন করে? এ... কি আমার নিকটে আসিবে? এই প্রশ্ন তাঁহাদের সকলের ... উদিত হইল ॥ ৩৪-৩৫½

তখন ইঁহাদের সকলের অভিপ্রায় লক্ষ্য করত কুমা... সঙ্গে যোগবলের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের দেহকে বি... সৃজন করিলেন ॥ ৩৬½

তদনন্তর প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ ক্ষণকালের মধ্যে ... প্রকার রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠভাগ হই... যে সব মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম ... ক্রমশঃ শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় ॥ ৩৭½

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ।
এবং স কৃত্বা হ্যাত্মানং চতুর্ধা ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩৮
যতো রুদ্রস্ততঃ স্কন্দো জগামাদ্ভুতদর্শনঃ।
বিশাখস্তু যযৌ যেন দেবী গিরিবরাত্মজা ॥ ৩৯
শাখো যযৌ স ভগবান্ বায়ুমূর্তির্বিভাবসুম্।
নৈগমেয়োঽগমদ্ গঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ ॥ ৪০
সর্বে ভাস্বরদেহাস্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ।
তান্ সমভ্যায়ুরব্যগ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪১
হাহাকারো মহানাসীদ্ দেব-দানব-রক্ষসাম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪২
ততো রুদ্রশ্চ দেবী চ পাবকশ্চ পিতামহম্।
গঙ্গয়া সহিতাঃ সর্বে প্রণিপেতুর্জগৎপতিম্ ॥ ৪৩
প্রণিপত্য ততস্তে তু বিধিবদ্ রাজপুঙ্গব।
ইদমূচুর্বচো রাজন্ কার্ত্তিকেয়প্রিয়েপ্সয়া ॥ ৪৪
অস্য বালস্য ভগবন্নাধিপত্যং যথেপ্সিতম্।
অস্মৎপ্রিয়ার্থং দেবেশ সদৃশং দাতুমর্হসি ॥ ৪৫
ততঃ স ভগবান্ ধীমান্ সর্বলোকপিতামহঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিময়ং লভতামিতি ॥ ৪৬
ঐশ্বর্য্যাণি চ সর্বাণি দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্।
ভূত-যক্ষ-বিহঙ্গানাং পন্নগানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৭
পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।
সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত ॥ ৪৮
ততো মুহূর্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারত ॥ ৪৯
সর্বদেবনিকায়ানাং যে রাজানঃ পরিশ্রুতাঃ।
তান্ সর্বান্ ব্যাদিদেশাস্মৈ সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ৫০
ততঃ কুমারমাদায় দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
অভিষেকার্থমাজগ্মুঃ শৈলেন্দ্রং সহিতাস্ততঃ ॥ ৫১
পুণ্যাং হৈমবতীং দেবীং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্।
সমন্তপঞ্চকে যা বৈ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৫২

এইরূপে নিজেকে নিজেই চারিরূপে প্রকটিত করিয়া প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ যেখানে রুদ্রদেব ছিলেন, সেস্থানে গমন করিলেন। বিশাখ সেইদিকে গমন করিলেন, যেদিকে গিরিরাজনন্দিনী উমা রহিয়াছেন ॥ ৩৮-৩৯

বায়ুমূর্ত্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী নৈগমীয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন ॥ ৪০

তাঁহার চারিপ্রকার রূপই সমান ছিল। এই সকল মূর্ত্তির দেহ তেজে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই চার কুমার উক্ত চারিজনের নিকট গমন করিলেন; ইহা যেন এক অদ্ভুত কার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪১

এই অত্যাশ্চর্য্যময়, অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকারী ঘটনা দেখিয়া দেবতা, দানব এবং রাক্ষসগণের মধ্যে মহা হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৪২

তদনন্তর ভগবান্ রুদ্র, দেবী পার্ব্বতী, অগ্নিদেব এবং গঙ্গা দেবী—ইঁহারা সকলে একসঙ্গে জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৩

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! বিধিঅনুসারে প্রণাম করত তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪

দেবেশ্বর! ভগবন্! আপনি আমাদের প্রিয় করিবার জন্য এই বালককে মনের ইচ্ছানুসারে যথাযোগ্য আধিপত্য প্রদান করুন ॥ ৪৫

তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, এই বালক কোন্ আধিপত্য লাভ করিবে ॥ ৪৬

মহামতি ব্রহ্মা জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপর দেবতা গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, নাগ ও পক্ষিগণের আধিপত্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে তিনি কুমারকেও আধিপত্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৪৭-৪৮

হে ভারত! তদনন্তর দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনে তৎপর ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবার পর সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকেয়কে সকল দেবতার সেনাপতি পদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৯

যাঁহারা সমস্ত দেবমণ্ডলীর রাজারূপে বিখ্যাত, তাঁহাদের সকলকে সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মা কুমারের অধীনে থাকিবার আদেশপ্রদান করিলেন ॥ ৫০

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ অভিষেকের জন্য কুমারকে সঙ্গে লইয়া একত্রে গিরিরাজ হিমালয়ের শিখর হইতে নির্গত নদীসকলশ্রেষ্ঠা পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সরস্বতী নদী সমন্তপঞ্চক তীর্থে প্রবাহিত হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫১-৫২

তত্র তীরে সরস্বত্যাঃ পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে।
নিষেতুর্দেব-গন্ধর্বাঃ সর্বে সম্পূর্ণমানসাঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে কুমারাভিষেকোপক্রমে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

সে স্থানে সেই সকল দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ণমনোরথ হইয়া সরস্বতীর সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাবনতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানে কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের উদ্যোগবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্কন্দস্যাভিষেকঃ, তস্য পার্ষদানাং নাম- রূপাদীনাং বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽভিষেকসম্ভারান্ সর্বান্ সম্ভৃত্য শাস্ত্রতঃ।
বৃহস্পতিঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ জুহাবাগ্নিং যথাবিধি ॥ ১

ততো হিমবতা দত্তে মণিপ্রবরশোভিতে।
দিব্যরত্নাচিতে পুণ্যে নিষণ্ণং পরমাসনে ॥ ২

সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥ ৩

ইন্দ্রাবিষ্ণূ মহাবীর্য্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥ ৪

পূষ্ণা ভগেনার্য্যম্ণা চ অংশেন চ বিবস্বতা।
রুদ্রশ্চ সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥ ৫

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ।
বিশ্বেদেবৈর্মরুদ্ভিশ্চ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥ ৬

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।
দেবর্ষিভিরসংখ্যাতৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা ॥ ৭

বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়্বাহারৈর্মরীচিপৈঃ।
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৮

সর্পৈর্বিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধৈস্তথা বৃতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৯

অঙ্গিরাঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরেব চ।
ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষস্তথৈব চ ॥ ১০

ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীংষি চ বিশাম্পতে।
মূর্তিমত্যশ্চ সরিতো বেদাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[স্কন্দের অভিষেক এবং তাঁহার পার্ষদগণের নাম, রূপাদির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ তদনন্তর বৃহস্পতি সম্পূর্ণ অভিষেকসামগ্রী সংগ্রহ করত শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রজলিত অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক হোম করিলেন ॥ ১

তাহার পর হিমালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তম মণিসমূহে সুশোভিত এবং দিব্য রত্নসকলে ভূষিত পবিত্র সিংহাসনে কুমার কার্ত্তিকেয় উপবেশন করিলেন। এই সময় তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ মাঙ্গলিক উপকরণসমূহের সহিত বিধি ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অভিষেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেবতারা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥২ ৩

মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র ও বিষ্ণু, সূর্য্য ও চন্দ্র, ধাতা ও বিধাতা, বায়ু ও অগ্নি এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র ও বরুণের সহিত বুদ্ধিমান্ রুদ্রদেব, একাদশ রুদ্রগণ, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং দুই অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে প্রভাব[illegible] কুমার কার্ত্তিকেয়কে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ॥৪-৫½

বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, অ[illegible] যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসংখ্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বনবাসী মুনি, বাল[illegible] বায়ুপায়ী ঋষি, সূর্য্যকিরণপায়ী মুনি, ভৃগু ও অঙ্গিরার [illegible] উৎপন্ন মহর্ষি, মহাত্মা যতিগণ, সর্প, বিদ্যাধর এবং পুণ্যাত্মা [illegible] সিদ্ধ মুনিগণও কার্ত্তিকেয়কে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান ক[illegible] লাগিলেন ॥ ৬-৮½

প্রজানাথ! ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, মহাতপস্বী পুলহ, অঙ্গিরা, ক[illegible] অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, বরুণ, মনু, দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, [illegible] মূর্ত্তিমতী নদীসকল, মূর্ত্তিমান্ সনাতন বেদ, সমুদ্র, সরোবর, [illegible] প্রকার তীর্থ, পৃথিবী, দ্যুলোক, দিক্, বৃক্ষ, দেবমাতা অদিতি[illegible] শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী (চতুর্দ্দশীযুক্তা অম[illegible] অনুমতি (চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা), কুহূ (পূর্ণা অমাবস্যা), রাকা([illegible]

সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ।
পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ জনাধিপ ॥ ১২
অদিতির্দেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী।
উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহূঃ ॥ ১৩
রাকা চ ধিষণা চৈব পত্ন্যশ্চান্যা দিবৌকসাম্।
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥ ১৪
ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ।
মাসার্ধমাসা ঋতবস্তথা রাত্র্যহনী নৃপ ॥ ১৫
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বাসুকিঃ।
অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥ ১৬
ধর্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগ্মুর্হি সঙ্গতাঃ।
কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্যানুচরাশ্চ যে ॥ ১৭
বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ।
তে কুমারাভিষেকার্থং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥ ১৮
জগৃহুস্তে তদা রাজন্ সর্ব এব দিবৌকসঃ।
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং মঙ্গলানি চ সর্বশঃ ॥ ১৯
দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলসৈঃ কাঞ্চনৈর্নৃপ
সরস্বতীভিঃ পুণ্যাভির্দিব্যতোয়াভিরেব তু ॥ ২০
অভ্যষিঞ্চন্ কুমারং বৈ সম্প্রহৃষ্টা দিবৌকসঃ।
সেনাপতিং মহাত্মানমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২১
পুরা যথা মহারাজ বরুণং বৈ জলেশ্বরম্।
তথাভ্যষিঞ্চদ্ ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ২২
কশ্যপশ্চ মহাতেজা যে চান্যে লোকবিশ্রুতাঃ।
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বলিনো বাতরংহসঃ। ২৩
কামবীর্য্যধরান্ সিদ্ধান্ মহাপারিষদান্ প্রভুঃ।
নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণঞ্চ সম্মতম্ ॥ ২৪
চতুর্থমস্যানুচরং খ্যাতং কুমুদমালিনম্।
তত্র স্থাণুর্মহাতেজা মহাপারিষদং প্রভুঃ ॥ ২৫
মায়াশতধরং কামং কামবীর্য্যং বলান্বিতম্।
দদৌ স্কন্দায় রাজেন্দ্র সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥ ২৬
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্মণাম্।
জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৭
তথা দেবা দদুস্তস্মৈ সেনাং নৈর্ঋতসঙ্কুলাম্।
দেবশত্রুক্ষয়করীমজয্যাং বিষ্ণুরূপিণীম্ ॥ ২৮

ধিষণা (বুদ্ধি), দেবগণের অন্যান্য পত্নীবৃন্দ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশিখর সুশোভিত মেরুগিরি, অনুচরগণসহ ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, দিন, অশ্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধিসকলসহ বৃক্ষ, ভগবান্ ধর্মদেব, কাল, যম, মৃত্যু এবং যমের অনুচরগণ—ইঁহারা সকলে একসঙ্গে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯-১৭

সংখ্যায় অধিক হওয়ায় যাঁহার নাম এস্থানে উল্লিখিত হইল না, সেই সব নানাপ্রকার দেবতা কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক করিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

রাজন্! সেই সময় এই সব দেবগণ অভিষেকের পাত্র এবং সর্ব্বপ্রকারের মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

নরেশ্বর! হর্ষে উৎফুল্ল দেবতা পবিত্রা এবং দিব্য-জলযুক্তা সপ্ত সরস্বতী নদীর জলে পূর্ণ, দিব্য সামগ্রীসম্পন্ন, সুবর্ণময় কলস-সমূহের দ্বারা অসুরভয়ঙ্কর মহামনস্বী কুমার কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০-২১

মহারাজ! যেরূপ পুরাকালে জলের অধিপতি বরুণের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল, সেইরূপ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, মহাতেজস্বী কশ্যপ এবং অপর বিশ্ববিখ্যাত মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ২২½

সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুতুল্য বেগশালী, ইচ্ছানুসারে শক্তিধারী, বলবান্ ও সিদ্ধ চার জন অনুচর প্রদান করিলেন; যাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন নন্দিসেন, দ্বিতীয় লোহিতাক্ষ, তৃতীয় পরম প্রিয় ঘণ্টাকর্ণ এবং চতুর্থ অনুচর কুমুদমালী নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ২৩-২৪½

রাজেন্দ্র! তারপর সেখানে মহাতেজস্বী ভগবান্ শঙ্কর স্কন্দকে একজন মহানুচর সমর্পণ করিলেন, যিনি শত শত মায়াধারী, ইচ্ছানুসারে বল-পরাক্রমসম্পন্ন এবং দৈত্যদের সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ২৫-২৬

তিনি দেবাসুর-সংগ্রামে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভয়ানক কর্ম্মকারী চৌদ্দ প্রযুত (এক প্রযুত হইল দশ লক্ষ) দৈত্যকে কেবল নিজ দুই বাহুর দ্বারাই বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

এইরূপ দেবগণ তাঁহাকে দেবশত্রুনাশী, অজেয় এবং বিষ্ণু-রূপিণী সেনাবাহিনী প্রদান করিলেন, এই সৈন্যবাহিনী নৈর্ঋত-সকলে পূর্ণ ছিল ॥ ২৮

জয়শব্দং তথা চক্রুর্দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ ।
গন্ধর্বা যক্ষ-রক্ষাংসি মুনয়ঃ পিতরস্তথা ॥২৯
ততঃ প্রাদাদনুচরৌ যমঃ কালোপমাবুভৌ ।
উন্মাথশ্চ প্রমাথশ্চ মহবীর্য্যৌ মহাদ্যুতী ॥ ৩০
সুভ্রাজো ভাস্বরশ্চৈব যৌ তৌ সূর্য্যানুযায়িনৌ ।
তৌ সূর্য্যঃ কার্তিকেয়ায় দদৌ প্রীতঃ প্রতাপবান্ ॥৩১
কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ ।
সোমোঽপ্যনুচরৌ প্রাদান্মণিং সুমণিমেব চ ॥ ৩২
জ্বালাজিহ্বং তথা জ্যোতিরাত্মজায় হুতাশনঃ ।
দদাবনুচরৌ শূরৌ পরসৈন্যপ্রমাথিনৌ ॥ ৩৩
পরিঘঞ্চ বটঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্ ।
দহতিং দহনঞ্চৈব প্রচণ্ডৌ বীর্য্যসম্মতৌ । ৩৪
অংশোঽপ্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে ।
উৎক্রোশং পঙ্কজঞ্চৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ ॥ ৩৫
দদাবনলপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা ।

সেই সময় ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি এবং পিতৃগণ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

তাহার পর যমরাজ তাঁহাকে দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন, যাঁহাদের নাম ছিল উন্মাথ ও প্রমাথ। ইঁহারা উভয়ে কালের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী এবং মহাতেজস্বী ছিলেন ॥ ৩০

সুভ্রাজ ও ভাস্বর—এই দুইজন সূর্য্যের অনুচর ছিলেন। প্রতাপশালী সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কার্ত্তিকেয়ের সেবায় প্রদান করিলেন ॥ ৩১

চন্দ্রও কৈলাসশিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং শ্বেত-মাল্য ও শ্বেত চন্দনধারী দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহাদের নাম মণি ও সুমণি ॥ ৩২

অগ্নিদেবও নিজ পুত্র স্কন্দকে জ্বালাচিহ্ন এবং জ্যোতিনাশক দুইজন শত্রুসৈন্য মথিত করিতে সমর্থ বীর সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৩

অংশও বুদ্ধিমান্ স্কন্দকে পাঁচজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহাদের নাম—পরিঘ, বট, মহাবলী ভীম, দহতি এবং দহন। ইঁহাদের মধ্যে দহতি ও দহন অতিশয় প্রচণ্ড ও বল-পরাক্রমশালী বলিয়া সকলের নিকট বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৩৪

শত্রুবীর-সংহারকারী ইন্দ্র অগ্নিকুমার স্কন্দকে উৎক্রোশ ও পঙ্কজ নামে দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহারা উভয়ে

তৌ হি শত্রূন্ মহেন্দ্রস্য জঘ্নতুঃ সমরে বহূন্ ॥৩৬
চক্রং বিক্রমকঞ্চৈব সংক্রমঞ্চ মহাবলম্ ।
স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ॥ ৩৭
বর্ধনং নন্দনঞ্চৈব সর্ববিদ্যাবিশারদৌ ।
স্কন্দায় দদতুঃ প্রীতাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥ ৩৮
কুন্দঞ্চ কুসুমঞ্চৈব কুমুদঞ্চ মহাযশাঃ ।
ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে ॥ ৩৯
চক্রানুচক্রৌ বলিনৌ মেঘচক্রৌ বলোৎকটৌ ।
দদৌ ত্বষ্টা মহামায়ৌ স্কন্দায়ানুচরাবুভৌ ॥ ৪০
সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ দদৌ মিত্রো মহাত্মনে ।
কুমারায় মহাত্মানৌ তপোবিদ্যাধরৌ প্রভুঃ ॥ ৪১
সুদর্শনীয়ৌ বরদৌ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ ।
সুব্রতঞ্চ মহাত্মানং শুভকর্মাণমেব চ ॥ ৪২
কার্তিকেয়ায় সম্প্রাদাদ্ বিধাতা লোকবিশ্রুতৌ ।
পাণীতকং কালিকঞ্চ মহামায়াবিনাবুভৌ ॥৪৩

বজ্র ও দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা দুইজনে মহা... ইন্দ্রের বহুসংখ্যক শত্রুকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬

মহাযশস্বী ভগবান্ বিষ্ণু স্কন্দকে চক্র, বিক্রম ও মহাবলী সংক্রম—এই তিনজন অনুচর প্রদান করিলেন ॥ ৩৭

সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ ও চিকিৎসকগণচূড়ামণি অশ্বিনী কুমারদ্বয় প্রসন্ন হইয়া স্কন্দকে বর্দ্ধন ও নন্দন নামে দুই জন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৮

মহাযশস্বী ধাতা মহাত্মা স্কন্দকে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর—এই পাঁচজন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

প্রজাপতি ত্বষ্টা বলবান্, বলোন্মত্ত, মহামায়াবী মেঘচক্রধারী চক্র ও অনুচক্র নামক দুইজন অনুচর স্কন্দকে প্রদান করিলেন ॥ ৪০

ভগবান্ মিত্র মহাত্মা কুমারকে সুব্রত ও সত্যসন্ধ নামক দুইজন সেবক প্রদান করিলেন। ইঁহারা উভয়েই তপস্বী ও বিদ্যাধারী মহামনস্বী ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, ইঁহারা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, বরদানে সমর্থ এবং তিনলোকে বিখ্যাত ॥ ৪১½

বিধাতা কার্ত্তিকেয়কে মহাত্মা সুব্রত ও সুকর্ম্মা—এই দুইজন লোক-বিখ্যাত সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৪২½

হে ভারত! পূষা কার্ত্তিকেয়কে পাণীতক ও কালিক

পুষা চ পার্ষদৌ প্রাদাৎ কার্তিকেয়ায় ভারত।
বলং চাতিবলঞ্চৈব মহাবক্তৌ মহাবলৌ ॥ ৪৪

প্রদদৌ কার্তিকেয়ায় বায়ুর্ভরতসত্তম।
যমং চাতিযমঞ্চৈব তিমিবক্তৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫

প্রদদৌ কার্তিকেয়ায় বরুণঃ সত্যসঙ্গরঃ।
সুবর্চসং মহাত্মানং তথৈবাপ্যতিবর্চসম্ ॥ ৪৬

হিমবান্ প্রদদৌ রাজন্ হুতাশনসুতায় বৈ।
কাঞ্চনঞ্চ মহাত্মানং মেঘমালিনমেব চ ॥ ৪৭

দদাবনুচরো মেরুরগ্নিপুত্রায় ভারত।
স্থিরং চাতিস্থিরঞ্চৈব মেরুরেবাপরৌ দদৌ ॥ ৪৮

মহাত্মা হ্যগ্নিপুত্রায় মহাবলপরাক্রমৌ।
উচ্ছৃঙ্গং চাতিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষাণযোধিনৌ ॥ ৪৯

প্রদদাবগ্নিপুত্রায় বিন্ধ্যঃ পারিষদাবুভৌ।
সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চৈব সমুদ্রোঽপি গদাধরৌ ॥ ৫০

প্রদদাবগ্নিপুত্রায় মহাপারিষদাবুভৌ।
উন্মাদং শঙ্কুকর্ণঞ্চ পুষ্পদন্তং তথৈব চ ॥ ৫১

প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্বতী শুভদর্শনা।
জয়ং মহাজয়ঞ্চৈব নাগৌ জ্বলনসূনবে ॥ ৫২

প্রদদৌ পুরুষব্যাঘ্র বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ।
এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরস্তথা ॥৫৩

সাগরাঃ সরিতশ্চৈব গিরয়শ্চ মহাবলাঃ।
দদুঃ সেনাগণাধ্যক্ষান্ শূল-পট্টিশধারিণঃ ॥৫৪

দিব্যপ্রহরণোপেতান্ নানাবেশবিভূষিতান্।
শৃণু নামানি চাপ্যেষাং যেঽন্যে স্কন্দস্য সৈনিকাঃ ॥ ৫৫

বিবিধায়ুধসম্পন্নাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ।
শঙ্কুকর্ণো নিকুম্ভশ্চ পদ্মঃ কুমুদ এব চ ॥ ৫৬

অনন্তো দ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ।
ঘ্রাণশ্রবাঃ কপিস্কন্ধঃ কাঞ্চনাক্ষো জলন্ধমঃ ॥ ৫৭

অক্ষঃ সন্তর্জনো রাজন্ কুনদীকস্তমোঽন্তকৃৎ।
একাক্ষো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮

সহস্রবাহুর্বিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ।
পুণ্যনামা সুনামা চ সুচক্রঃ প্রিয়দর্শনঃ। ৫৯

দুইজন পার্ষদ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই অতিশয় মায়াবী ছিলেন ॥ ৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ুদেব কৃত্তিকানন্দনকে মহাবলশালী ও বিশাল মুখবিশিষ্ট এবং বল ও অতিবল নামক দুইজন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৪৪॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ বরুণ কৃত্তিকানন্দন স্কন্দকে যম ও অতিযম নামক দুইজন মহাবল পার্ষদ প্রদান করিলেন, যাঁহাদের মুখ তিমিনামক মহামৎস্যের ন্যায় ছিল ॥ ৪৫॥

রাজন্! হিমালয় অগ্নিপুত্র স্কন্দকে মহামনা সুবর্চ্চা এবং অতিবর্চ্চা নামক দুইজন পার্ষদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৬॥

ভারত! মেরু অগ্নিনন্দন স্কন্দকে মহাত্মা কাঞ্চন ও মেঘমালী নামক দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥ ৪৭॥

মহাত্মা মেরুই অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়কে স্থির ও অতিস্থির নামক দুইজন আরও পার্ষদ দিলেন। ইঁহারা মহাবলশালী ও পরাক্রমসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৪৮॥

বিন্ধ্যপর্ব্বতও অগ্নিনন্দনকে দুইজন পার্ষদ দিলেন। ইঁহাদের নাম—উচ্ছৃঙ্গ ও অতিশৃঙ্গ। ইঁহারা উভয়ে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন ॥ ৪৯॥

সমুদ্রও অগ্নিপুত্রকে দুইজন গদাধারী মহাপার্ষদ দিলেন। ইঁহাদের নাম—সংগ্রহ ও বিগ্রহ ॥ ৫০॥

শুভদর্শনা পার্ব্বতীদেবী অগ্নিনন্দন স্কন্দকে উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্ত নামক তিনজন পার্ষদ প্রদান করিলেন ॥ ৫১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ বাসুকি অগ্নিপুত্রকে পার্ষদরূপে জয় ও বিজয়নামক দুইজন নাগকে প্রদান করিলেন ॥ ৫২॥

এইরূপ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সমুদ্র, নদীসকল এবং মহাবল পর্ব্বতসমূহ তাঁহাকে নানাবিধ সেনাপতি অর্পণ করিলেন। এই সব সেনাপতি শূল, পট্টিশ ও নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন বেশ-ভূষায় বিভূষিত ছিলেন ॥ ৫৩-৫৪॥

স্কন্দের আরও নানাপ্রকার অস্ত্রসম্পন্ন এবং বিচিত্র আভরণে বিভূষিত বহু সৈন্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥ ৫৫॥

শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, কপিস্কন্দ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জন, কুনদীক, তমোঽন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, প্রভু, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রুত, কোকনদ, প্রিয়মাল্যানুলেপন, অজোদর, গজশিরা,

পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যানুলেপনঃ।
অজোদরো গজশিরাঃ স্কন্ধাক্ষঃ শতলোচনঃ॥ ৬০
জ্বালাজিহ্বঃ করালাক্ষঃ শিতিকেশো জটী হরিঃ।
পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ কৃষ্ণকেশো জটাধরঃ॥ ৬১
চতুর্দংষ্ট্রোঽষ্টজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ।
বিদ্যুতাক্ষো ধনুর্বক্ত্রো জাঠরো মারুতাশনঃ॥ ৬২
উদারাক্ষো রথাক্ষশ্চ বজ্রনাভো বসুপ্রভঃ।
সমুদ্রবেগো রাজেন্দ্র শৈলকম্পী তথৈব চ॥ ৬৩
বৃষো মেষঃ প্রবাহশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ।
ধূম্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদস্তথা॥ ৬৪
প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্।
আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকস্তথা॥ ৬৫
ক্ষেমবাহঃ সুবাহশ্চ সিদ্ধপাত্রশ্চ ভারত।
গোব্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপারিষদেশ্বরঃ॥ ৬৬
গায়নো হসনশ্চৈব বাণঃ খড়্গশ্চ বীর্য্যবান্।
বৈতালী গতিতালী চ তথা কথক-বাতিকৌ॥ ৬৭
হংসজঃ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গঃ সমুদ্রোন্মাদনশ্চ হ।
রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দনঃ॥ ৬৮
কালকণ্ঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কুম্ভাণ্ডকোদরঃ।
কালকক্ষঃ সিতশ্চৈব ভূতানাং মথনস্তথা॥ ৬৯
যজ্ঞবাহঃ সুবাহশ্চ দেবযাজী চ সোমপঃ।
মজ্জানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথ-ক্রাথৌ চ ভারত॥ ৭০
তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্।
মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ॥ ৭১
বৎসলো মধুবর্ণশ্চ কলশোদর এব চ।
ধর্ম্মদো মন্মথকরঃ সূচীবক্ত্রশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৭২
শ্বেতবক্ত্রঃ সুবক্ত্রশ্চ চারুবক্ত্রশ্চ পাণ্ডুরঃ।
দণ্ডবাহুঃ সুবাহুশ্চ রজঃ কোকিলকস্তথা॥ ৭৩
অচলঃ কনকাক্ষশ্চ বালানামপি যঃ প্রভুঃ।
সঞ্চারকঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ জম্বুকঃ॥ ৭৪
লোহাজবক্ত্রো জবনঃ কুম্ভবক্ত্রশ্চ কুম্ভকঃ।
স্বর্ণগ্রীবশ্চ কৃষ্ণৌজা হংসবক্ত্রশ্চ চন্দ্রভঃ॥ ৭৫
পাণিকূর্চশ্চ শম্বুকঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ শিক্ষকঃ।
চাষবক্ত্রশ্চ জম্বুকঃ শাকবক্ত্রশ্চ কুণ্ডলঃ॥ ৭৬
যোগযুক্তা মহাত্মানঃ সততং ব্রাহ্মণপ্রিয়াঃ।
পৈতামহা মহাত্মানো মহাপারিষদাশ্চ যে॥ ৭৭
যৌবনস্থাশ্চ বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ জনমেজয়।
সহস্রশঃ পারিষদাঃ কুমারমবতস্থিরে॥ ৭৮
বক্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যে তু শৃণু তান্ জনমেজয়।
কূর্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা॥ ৭৯
খরোষ্ট্রবদনাশ্চান্যে বরাহবদনাস্তথা।
মার্জারশশবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত॥ ৮০

স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালজিহ্ব, করালাক্ষ, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দংষ্ট্র, অষ্টজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদারাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসুপ্রভ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষ, প্রবাহ, নন্দ, প্রতাপশালী গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকপীড়, মহা-পরিষদেশ্বর, গায়ন, হসন, বাণ, পরাক্রমী খড়্গ, বিতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডকোদর, কালকক্ষ, সিত, ভূতমথন, যজ্ঞবাহ, সুবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জান, মহাতেজা, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, পরাক্রমী, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীট, মহাবল, বৎসল, মধুবর্ণ, কলশোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, শক্তিশালী সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ কোকিলক, অচল, কনকাক্ষ, বালস্বামী, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহবক্ত্র, অজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ, শম্বুক, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, জম্বুক, শাকবক্ত্র এবং কুণ্ডল॥ ৫৩-৭৬

জনমেজয়! এই সব পার্ষদ যোগযুক্ত, মহাত্মা এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রীতিভাব অক্ষুন্ন রাখেন। ইহারা পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত যে সকল মহাত্মা মহাপার্ষদ, ইঁহারা এবং অন্য বালক, তরুণ ও বৃদ্ধ সহস্র সহস্র পার্ষদ সেবায় উপস্থিত হইলেন॥ ৭৭-৭৮

জনমেজয়! ইঁহাদের সকলের নানাপ্রকার মুখ; যাঁহার যেরূপ মুখ ছিল, উহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পার্ষদের মুখ কচ্ছপ এবং মৃগসকলের ন্যায় ছিল, বহু মুখ খরগোশ, উলুক, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং বরাহ-সদৃশ ছিল।

ভারত! বহুর মুখ বিড়াল ও খরগোশ-তুল্য

নকুলোলুকবক্ত্রাশ্চ কাকবক্ত্রাস্তথা পরে
আখুবভ্রুকবক্ত্রাশ্চ ময়ূরবদনাস্তথা ॥ ৮১
মৎস্য-মেষাননাশ্চান্যে অজাবি-মহিষাননাঃ।
ঋক্ষ-শার্দূলবক্ত্রাশ্চ দ্বীপি-সিংহাননাস্তথা ॥ ৮২
ভীমা গজাননাশ্চৈব তথা নক্রমুখাশ্চ যে।
গরুড়াননাঃ কঙ্কমুখা বৃক-কাকমুখাস্তথা ॥ ৮৩
গোখরোষ্ট্রমুখাশ্চান্যে বৃষদংশমুখাস্তথা।
মহাজঠরপাদাঙ্গাস্তারকাক্ষাশ্চ ভারত ॥ ৮৪
পারাবতমুখাশ্চান্যে তথা বৃষমুখাঃ পরে।
কোকিলাভাননাশ্চান্যে শ্যেনতিত্তিরিকাননাঃ ॥ ৮৫
কৃকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোঽম্বরধারিণঃ।
ব্যালবক্ত্রাঃ শূলমুখাশ্চণ্ডবক্ত্রাঃ শুভাননাঃ॥ ৮৬
আশীবিষাশ্চীরধরা গোনাসাবদনাস্তথা।
স্থূলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থূলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ ॥ ৮৭
হ্রস্বগ্রীবা মহাকর্ণা নানাব্যালবিভূষণাঃ।
গজেন্দ্রচর্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ ॥ ৮৮
স্কন্ধেমুখা মহারাজ তথাপ্যুদরতোমুখাঃ।
পৃষ্ঠেমুখা হনুমুখাস্তথা জঙ্ঘামুখা অপি ॥ ৮৯
পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখাস্তথা।
তথা কীট-পতঙ্গানাং সদৃশাস্যা গণেশ্বরাঃ ॥৯০
নানাব্যালমুখাশ্চান্যে বহুবাহুশিরোধরাঃ।
নানাবৃক্ষভুজাঃ কেচিৎ কটিশীর্ষাস্তথাপরে ॥৯১
ভুজঙ্গভোগবদনা নানাগুল্মনিবাসিনঃ।
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ নানাকনকবাসসঃ ॥ ৯২
নানাবেষধরাশ্চৈব নানামাল্যানুলেপনাঃ।
নানাবস্ত্রধরাশ্চৈব চর্মবাসস এব চ ॥ ৯৩

কাহাদেরও মুখ অতিশয় বৃহৎ ছিল, কাহাদেরও মুখ নকুল, উলুক, কাক, ইন্দুর, বভ্রু ও ময়ূর মুখসদৃশ মুখ ছিল ॥ ৮০-৮১

কোন কোন পার্ষদের মুখ মৎস্য, মেষ, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র, বৃক ও সিংহ মুখ-তুল্য ছিল ॥ ৮২

কাহারও মুখ হাতীর ন্যায় ছিল, সেইজন্য অতিশয় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। কিছু পার্ষদের মুখ মকর, গরুড়, কঙ্ক, বৃক ও কাকের মুখের ন্যায় ছিল ॥ ৮৩

ভারত! কিছু পার্ষদ গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বন্যবিড়ালের মুখ ধারণ করিয়াছিল। কাহারও উদর, পদ ও অন্যান্য অঙ্গও বিশাল ছিল। ইঁহাদের চক্ষুসকল তারাসমূহের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল ॥ ৮৪

কিছু পার্ষদের মুখ পারাবতের মুখের ন্যায়, কিছু পার্ষদের মুখ বাজপাখীর মুখের ন্যায় এবং তিত্তিরি পক্ষীর মুখের ন্যায় মুখ ছিল ॥ ৮৫

কিছু পার্ষদের মুখ কৃকলাসের (গিরগিটীর) মুখের সদৃশ মনে হইতেছিল। কিছু পার্ষদ শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহাদেরও মুখ সর্প মুখ-তুল্য ছিল, কাহাদেরও মুখ শূল-সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। কাহাদেরও মুখ প্রচণ্ড ক্রোধোদ্দীপ্ত ছিল এবং কাহাদেরও মুখ প্রসন্ন ছিল ॥ ৮৬

কেহ কেহ বিষধর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কেহ কেহ চীর (বস্ত্র খণ্ড)—বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও নাসিকা ও মুখ গোরুর ন্যায় মনে হইতেছিল। কাহাদেরও উদর অতিশয় স্থূল ছিল এবং কাহারও উদর কৃশ বলিয়া মনে হইতেছিল। কাহাদের শরীর কৃশ ছিল এবং কাহাদের শরীর স্থূল ছিল ॥৮৭

কাহাদেরও গ্রীবা ক্ষুদ্র ছিল, কাহাদেরও আবার কর্ণ অতিশয় বৃহৎ ছিল। ইঁহারা অনেকে নানাপ্রকার সর্পের আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ হস্তী চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৮

মহারাজ! কাহাদেরও মুখ স্কন্দের উপরে ছিল, আবার কাহাদেরও মুখ উদরে ছিল। এইরূপ কাহাদেরও পৃষ্ঠ, কাহাদেরও হনুতে (দাড়িতে) এবং কাহাদেরও মুখ জঙ্ঘায় ছিল ॥ ৮৯

বহু পার্ষদ এরূপ ছিলেন, যাঁহাদের মুখ পার্শ্বভাগে ছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মুখধারণকারী পার্ষদও বহু ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গণের অধিপতিদের মুখও কীট এবং পতঙ্গের সদৃশ ছিল ॥৯০

অন্য বহু পার্ষদের মুখ অনেক এবং সর্পাকার ছিল। বহু পার্ষদের বাহু অনেক এবং কাষ্ঠও অনেক ছিল। কাঁহাদের বাহু বহু ও নানাপ্রকার বৃক্ষ-তুল্য ছিল। কাঁহাদের মস্তক তাঁহাদের কটিপ্রদেশেই ছিল ॥ ৯১

কাঁহাদের মুখ সর্পাকার ছিল। কাঁহারা নানাবিধ গুল্ম ও লতাসকলের দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ চীর-বস্ত্রে নিজেদের আবৃত করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ স্বর্ণময় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ৯২

তাঁহারা নানাপ্রকার বেশ, বিবিধ মাল্য ও চন্দন এবং

উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ সুগ্রীবাশ্চ সুবর্চসঃ।
কিরীটিনঃ পঞ্চশিখাস্তথা কাঞ্চনমূর্ধজাঃ ॥ ৯৪
ত্রিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাঃ পরে।
শিখণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলাস্তথা ॥ ৯৫
চিত্রমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রোমাননাস্তথা।
বিগ্রহৈকরসা নিত্যমজেয়াঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ৯৬
কৃষ্ণা নির্মাংসবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘপৃষ্ঠাস্তনূদরাঃ।
স্থূলপৃষ্ঠা হ্রস্বপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ ॥ ৯৭
মহাভুজা হ্রস্বভুজা হ্রস্বগাত্রাশ্চ বামনাঃ।
কুব্জাশ্চ হ্রস্বজঙ্ঘাশ্চ হস্তিকর্ণশিরোধরাঃ ॥ ৯৮
হস্তিনাসাঃ কূর্মনাসা বৃকনাসাস্তথা পরে।
দীর্ঘোচ্ছ্বাসা দীর্ঘজঙ্ঘা বিকরালা হ্যধোমুখাঃ ॥ ৯৯
মহাদংষ্ট্রা হ্রস্বদংষ্ট্রাশ্চতুর্দংষ্ট্রাস্তথা পরে।
বারণেন্দ্রনিভাশ্চান্যে ভীমা রাজন্ সহস্রশঃ ॥ ১০০
সুবিভক্তশরীরাশ্চ দীপ্তিমন্তঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
পিঙ্গাক্ষাঃ শঙ্কুকর্ণাশ্চ রক্তনাসাশ্চ ভারত ॥ ১০১
পৃথুদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রাঃ স্থূলৌষ্ঠা হরিমূর্ধজাঃ।
নানাপাদৌষ্ঠদংষ্ট্রাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥ ১০২
নানাচর্মভিরাচ্ছন্না নানাভাষাশ্চ ভারত।
কুশলা দেশভাষাসু জল্পন্তোঽন্যোন্যমীশ্বরাঃ ॥ ১০৩
হৃষ্টাঃ পরিপতন্তি স্ম মহাপারিষদাস্তথা।
দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘনখা দীর্ঘপাদশিরোভুজাঃ ॥ ১০৪
পিঙ্গাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ লম্বকর্ণাশ্চ ভারত।
বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদঞ্জনসন্নিভাঃ ॥ ১০৫

বস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার চর্ম্মের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ৯৩

কাঁহাদের মস্তকে উষ্ণীষ (পাগ্ড়ী) ছিল এবং কাঁহাদের মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছিল। কাঁহাদের কণ্ঠ ও অঙ্গকান্তি অতিশয় সুন্দর ছিল। কেহ কেহ কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ মস্তকে পাঁচটি শিখা রাখিয়াছিলেন। অনেকের মস্তকের কেশ স্বর্ণময় ছিল ॥ ৯৪

কেহ দুই, কেহ তিন এবং কেহ সাতটি শিখা রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ এবং কেহ কেহ মস্তকে মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন এবং কেহ কেহ আবার মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৫

কেহ কেহ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও মুখে বহু রোম বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা কেবল যুদ্ধ করিয়া রস অনুভব করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রেষ্ঠ দেবগণের পক্ষেও অজেয় ছিলেন ॥ ৯৬

কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কাঁহাদের মুখে মাংস ছিল না, কেবল অস্থিই ছিল। কাঁহাদের পৃষ্ঠ অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং উদর তনু (ভিতরের দিকে প্রবিষ্ট) ছিল। কাঁহাদের উদর ও মূত্রাশয় উভয়ই বৃহৎ ছিল ॥ ৯৭

কাঁহাদের বাহু বিশাল এবং কাঁহাদের বাহু ক্ষুদ্র ছিল। কাঁহাদের গাত্র ক্ষুদ্র ছিল, কেহ কেহ আবার বামন ছিলেন। কেহ কেহ কুব্জ ছিলেন। কাঁহাদের জঙ্ঘা অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। কাঁহাদের কণ্ঠ ও কর্ণ হস্তীর ন্যায় ছিল ॥ ৯৮

কাঁহাদের নাসিকা হস্তিতুল্য ছিল, কাঁহাদের নাসিকা ছিল এবং কাঁহাদের নাসিকা বৃকের ন্যায় ছিল। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেন। কাঁহাদের জঙ্ঘা অতিশয় বৃহৎ কাঁহাদের মুখ নীচের দিকে ছিল এবং কেহ কেহ দেখিতে বিকরাল ছিলেন ॥ ৯৯

কাঁহাদের দন্তসকল বৃহৎ, কাঁহাদের দন্তসকল কাঁহাদের আবার চারিটি করিয়া দন্ত ছিল। রাজন্! সহস্র সহস্র পার্ষদ গজরাজের ন্যায় বিশালদেহ ও ভয়ঙ্কর

ইঁহাদের দেহের সকল অঙ্গ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছিল। ইঁহারা দীপ্তিমান্ ও বস্ত্রাভরণে ছিলেন। ভারত! ইঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; কর্ণ শঙ্খসদৃশ ছিল এবং নাসিকা রক্তবর্ণের ছিল ॥ ১০১

কাঁহাদের দন্ত অতিশয় বৃহৎ, কাঁহাদের দন্ত স্থূল ছিল। কাঁহাদের ওষ্ঠ স্থূল এবং মস্তকের কেশ নীলবর্ণের কাঁহাদের পদ, ওষ্ঠ, হস্ত ও কণ্ঠ নানাপ্রকার এবং ছিল ॥ ১০২

ভারত! কিছু পার্ষদ নানাবিধ চর্ম্মময় বস্ত্রে ছিলেন, ইঁহারা নানাপ্রকার ভাষা বলিতে পারিতেন, ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ ছিলেন এবং পরস্পর আলাপ করিতেন ॥ ১০৩

এই সব মহাপার্ষদগণ হর্ষে আবিষ্ট হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ইঁহাদের গ্রীবা, মস্তক, হস্ত, সবই অতিশয় বৃহৎ ছিল ॥ ১০৪

হে ভারত! ইঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কণ্ঠ নীলবর্ণ

শ্বেতাক্ষা লোহিতগ্রীবাঃ পিঙ্গাক্ষাশ্চ তথা পরে।
কল্মাষা বহবো রাজংশ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভারত ॥ ১০৬
চামরাপীড়কনিভাঃ শ্বেতলোহিতরাজয়ঃ।
নানাবর্ণাঃ সবর্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥ ১০৭
পুনঃ প্রহরণান্যেষাং কীর্ত্যমানানি মে শৃণু।
শেষৈঃ কৃতঃ পারিষদৈরায়ুধানাং পরিগ্রহঃ ॥ ১০৮
পাশোদ্যতকরাঃ কেচিদ্ ব্যাদিতাস্যাঃ খরাননাঃ।
পৃষ্ঠাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ তথা পরিঘবাহবঃ ॥ ১০৯
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুসলপাণয়ঃ।
অসিমুদ্গরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত ॥ ১১০
গদাভুশুণ্ডিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ।
আয়ুধৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্মহাত্মানো মহাজবাঃ ॥ ১১১
মহাবলা মহাবেগা মহাপারিষদাস্তথা।
অভিষেকং কুমারস্য দৃষ্ট্বা হৃষ্টা রণপ্রিয়াঃ ॥ ১১২
ঘণ্টাজালপিনদ্ধাঙ্গা ননৃতুস্তে মহৌজসঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মহাপারিষদা নৃপ ॥ ১১৩
উপতস্থুর্মহাত্মানং কার্তিকেয়ং যশস্বিনম্।
দিব্যাশ্চাপ্যান্তরিক্ষাশ্চ পার্থিবাশ্চানিলোপমাঃ ॥ ১১৪
ব্যাদিষ্টা দৈবতৈঃ শূরাঃ স্কন্দস্যানুচরাভবন্।
তাদৃশানাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
অভিষিক্তং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥ ১১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলরামতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে স্কন্দাভিষেকে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

লম্বা ছিল। কাঁহাদেরও বর্ণ বৃকের উদরের ন্যায় ছিল এবং কাঁহারা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন ॥ ১০৫

কাঁহাদের চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং গ্রীবা লোহিতবর্ণ ছিল। ভারত! বহু পার্ষদ বিচিত্রবর্ণের এবং কল্মাষ বর্ণের ছিলেন ॥ ১০৬

বহু পার্ষদের দেহবর্ণ চামর ও পুষ্পমুকুট-সদৃশ ছিল। কিছু পার্ষদের দেহে শ্বেত ও রক্তবর্ণের পঙ্ক্তি বিরাজমান ছিল। কিছু পার্ষদ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ছিলেন এবং কিছু পার্ষদ আবার পরস্পর সমান বর্ণের ছিলেন। কোন কোন পার্ষদের অঙ্গকান্তি ময়ূরসদৃশ ছিল ॥ ১০৭

এখন অবশিষ্ট অন্য যে সকল পার্ষদ অস্ত্রসমূহ ধারণ করত অবস্থিত ছিলেন, আমি তাঁহাদের নামকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥

কিছু পার্ষদ হস্তে পাশধারণ করিয়াছিলেন, কিছু পার্ষদ মুখ-বিস্তার করিয়াছিলেন, কাঁহাদের মুখ গর্দ্দভের ন্যায় ছিল, কাঁহাদের চক্ষু পৃষ্ঠভাগে ছিল এবং বহু পার্ষদের কণ্ঠে নীলবর্ণের চিহ্ন ছিল। বহুসংখ্যক পার্ষদের বাহু পরিঘসদৃশ ছিল ॥ ১০৮-১০৯

হে ভারত! কাঁহাদের হস্তে শতঘ্নী অস্ত্র ছিল, আবার অন্য বহু পার্ষদের হস্তে চক্র ছিল। কেহ কেহ হস্তে মুসল, তরবারি, মুদ্গর ও দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১০

কাঁহাদের হস্তে আবার গদা, তোমর ও ভুশুণ্ডী শোভা পাইতেছিল। এই সব মহাবেগশালী মহাত্মা পার্ষদগণ নানা-প্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১১

ইঁহারা অতিশয় বল ও বেগসম্পন্ন ছিলেন। যুদ্ধপ্রিয় এই সব মহাপার্ষদগণ কুমারের অভিষেক দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১১২

ইঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত জালাকার বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! মহাতেজস্বী এই সব পার্ষদগণ তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। এই সব পার্ষদ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহাপার্ষদগণ যশস্বী মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ১১৩½

দেবগণের আজ্ঞা লাভ করত দেবলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং ভূলোকের বায়ুতুল্য বেগশালী শৌর্য্যসম্পন্ন পার্ষদগণ স্কন্দের অনুচর হইয়াছিলেন ॥ ১১৪½

এইরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পার্ষদগণ অভিষেকের পর মহাত্মা স্কন্দকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা ও সারস্বত উপাখ্যান-প্রসঙ্গে স্কন্দের অভিষেকবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মাতৃণাং পরিচয়দানম্, স্কন্দস্য রণযাত্রা, তেন সসৈন্য-তারকাসুর-মহিষাসুরাদিদৈত্যানাং বিনাশশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু মাতৃগণান্ রাজন্ কুমারানুচরানিমান্।
কীর্ত্যমানান্ ময়া বীর সপত্নগণসূদনান্ ॥ ১

যশস্বিনীনাং মাতৃণাং শৃণু নামানি ভারত।
যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিশ্চ ভাগশঃ ॥ ২

প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোস্তনী তথা।
শ্রীমতী বহুলাচৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥ ৩

অপ্সু জাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা।
জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥ ৪

বসুদামা চ দামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা।
একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চ ভারত ॥ ৫

উত্তেজনী জয়ৎসেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা।
শত্রুঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥ ৬

মাধবী শুভবক্ত্রা চ তীর্থনেমিশ্চ ভারত।
গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমামিতাশনা ॥ ৭

মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রূশ্চ কনকাবতী।
অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত ॥ ৮

পদ্মাবতী সুনক্ষত্রা কন্দরা বহুযোজনা।
সন্তানিকা চ কৌরব্য কমলা চ মহাবলা ॥ ৯

সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী।
নৃত্যপ্রিয়া চ রাজেন্দ্র শতোলূখলমেখলা ॥ ১০

শতঘণ্টা শতানন্দা ভগনন্দা চ ভাবিনী।
বপুষ্মতী চন্দ্রসীতা ভদ্রকালী চ ভারত ॥ ১১

ঋক্ষাম্বিকা নিষ্কুটিকা বামা চত্বরবাসিনী।
সুমঙ্গলা স্বস্তিমতী বুদ্ধিকামা জয়প্রিয়া ॥ ১২

ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ জলেশ্বরী।
এডী ভেডী সমেডী চ বেতালজননী তথা ॥ ১৩

কণ্ডুতিঃ কলিকা চৈব দেবমিত্রা চ ভারত।
বসুশ্রীঃ কোটরা চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥ ১৪

কুক্কুটিকা শঙ্খলিকা তথা শকুনিকা নৃপ।
কুণ্ডারিকা কৌকুলিকা কুম্ভিকাথ শতোদরী ॥ ১৫

উৎক্রাথিনী জলেলা চ মহাবেগা চ কঙ্কণা।
মনোজবা কণ্টকিনী প্রঘসা পূতনা তথা ॥ ১৬

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[মাতৃকাগণের পরিচয়, স্কন্দের রণযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা সসৈন্য তারকাসুর, মহিষাসুরাদি দৈত্যগণের বিনাশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর রাজন্! এখন আমি সেই মাতৃকাগণের নাম বলিতেছি, যাঁহারা শত্রুনাশিনী এবং স্কন্দের অনুগামিনী ছিলেন ॥ ১

হে ভারত! তুমি সেই যশস্বিনী মাতৃকাগণের নাম শ্রবণ কর, যে সব কল্যাণকারিণী দেবীগণ বিভাগানুসারে তিন লোক ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ২

কুরুবংশধর! ভরতকুলনন্দন! রাজেন্দ্র! সেই সব মাতৃকাগণের নাম এইরূপ—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, দামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধ- শলভী, খরী মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থনেমী, গীতাপ্রিয়া, ক- রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকা- অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, ক- বহুযোজনা, সন্তানিকা, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহু- সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃতপ্রিয়া, শতোলুখলমেকলা, শত- শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্র- ভদ্রকালী ॥ ৩-১১

ঋক্ষাম্বিকা, নিষ্কূটিকা, বামা, চত্বরবাসিনী, সু- স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভ- জলেশ্বরী, এড়ী ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডুতিকা- দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটয়া, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কু- শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌবুলিকা, কু- শতোদরী, উৎতাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মনো- কণ্টকিনী, প্রঘসা; পূতনা ॥ ১২-১৬

কেশযন্ত্রী ত্রুটির্বামা ক্রোশনাথ তড়িৎপ্রভা।
মন্দোদরী চ মুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী ॥ ১৭
সুভগা লম্বনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাশিনী।
ঊর্ধ্ববেণীধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥ ১৮
পৃথুবস্ত্রা মধুলিকা মধুকুম্ভা তথৈব চ।
পক্ষালিকা মৎকুলিকা জরায়ুর্জর্জরাননা ॥ ১৯
খ্যাতা দহদহা চৈব তথা ধমধমা নৃপ।
খণ্ডখণ্ডা চ রাজেন্দ্র পূষণা মণিকুট্টিকা ॥ ২০
অমোঘা চৈব কৌরব্য তথা লম্বপয়োধরা।
বেণুবীণাধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥ ২১
শশোলূকমুখী কৃষ্ণা খরজঙ্ঘা মহাজবা।
শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা ॥ ২২
জটালিকা কামচরী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা।
কালেহিকা বামনিকা মুকুটা চৈব ভারত ॥ ২৩
লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডা চ ভূমিপ।
একত্বচা সুকুসুমা কৃষ্ণকর্ণী চ ভারত। ২৪
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা।
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা ॥ ২৫
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা।
শঙ্খকুম্ভশ্রবাশ্চৈব ভগদা চ মহাবল ॥ ২৬
গণা চ সুগণা চৈব তথাভীত্যথ কামদা।
চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থান্যগোচরী ॥ ২৭
পশুদা বিত্তদা শ্চৈব সুখদা ন মহাযশাঃ।
পয়োদা গোমহিষদা সুবিশালা চ ভারত ॥ ২৮
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা ন রোচমানা সুরোচনা।
নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মন্থিনী তথা ॥ ২৯
একচন্দ্রা মেঘকর্ণা মেঘবালা বিরোচনা।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরো ভরতর্ষভ ॥ ৩০
কার্ত্তিকেয়ানুযায়িন্যো নানারূপাঃ সহস্রশঃ।
দীর্ঘনখ্যো দীর্ঘদন্ত্যো দীর্ঘতুণ্ড্যশ্চ ভারত ॥ ৩১
সবলা মধুরাশ্চৈব যৌবনস্থাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
মহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা ॥ ৩২
নির্মাংসগাত্র্যঃ শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ।
কৃষ্ণমেঘনিভাশ্চান্যা ধূম্রাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৩৩
অরুণাভা মহাভোগা দীর্ঘকেশ্যঃ সিতাম্বরাঃ।
ঊর্ধ্ববেণীধরাশ্চৈব পিঙ্গাক্ষ্যো লম্বমেখলাঃ ॥ ৩৪
লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ।
তাম্রাক্ষ্যস্তাম্রবর্ণাশ্চ হর্য্যক্ষ্যশ্চ তথা পরাঃ ॥ ৩৫

কেশযন্ত্রী, ত্রুটি, বামা, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাশিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণকর্ণী, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণী, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, মলাবলা, গণা, সুগণা, অভীতি, কামদা, চতুষ্পথরথা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরী, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণা, মুখকর্ণী, বিশিরা, মন্থিনী, একচন্দ্রা, মেঘকর্ণা, মেঘমালা ও বিরোচনা ॥ ১৭-২৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা এবং আরও নানারূপধারিণী বহুসংখ্যক সহস্র সহস্র মাতৃকাগণ কুমার কার্ত্তিকেয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০½

হে ভারত! ইঁহাদের নখ, দন্ত ও মুখ সবই বিশাল। ইঁহারা সবলা, মধুরা (সুন্দরী), যুবতী এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা। ইঁহারা মহিমান্বিতা ও নিজেদের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার রূপ ধারণ করিতে সমর্থা ॥ ৩১-৩২

ইঁহাদের মধ্যে বহু মাতৃকার শরীর মাংসহীন অস্থিনির্ম্মিত ছিল। কিছু মাতৃকা শ্বেতবর্ণা ছিলেন এবং বহু মাতৃকার অঙ্গকান্তি সুবর্ণসদৃশ ছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! কিছু মাতৃকা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা ও কিছু মাতৃকা ধূম্রবর্ণা ছিলেন ॥ ৩৩

মহাভোগসম্পন্না বহু মাতৃকা অরুণবর্ণা ছিলেন। ইঁহাদের কেশ বৃহৎ ও উজ্জল ছিল। ইঁহাদের বেণী উর্দ্ধদিকে বদ্ধ ছিল। ইঁহারা পিঙ্গলনয়না এবং লম্বা মেখালয় সুশোভিত ছিলেন ॥ ৩৪

ইঁহাদের মধ্যে বহু মাতৃকার স্তন লম্বা ছিল। বহুর চক্ষু তাম্রবর্ণ ছিল। বহু মাতৃকার অঙ্গকান্তিও তাম্রবর্ণ এবং অপর বহু মাতৃকার চক্ষু হরীতবর্ণ ছিল ॥ ৩৫

বরদাঃ কামচারিণ্যো নিত্যং প্রমুদিতাস্তথা।
যাম্যা রৌদ্রাস্তথা সৌম্যাঃ কৌবের্য্যোঽথ মহাবলাঃ ।৩৬
বারুণ্যোঽথ চ মহেন্দ্র্যস্তথাঽগ্নেয্যঃ পরন্তপ।
বায়ব্যশ্চাথ কৌমার্য্যো ব্রাহ্ম্যশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৩৭
বৈষ্ণব্যশ্চ তথা সৌর্য্যো বারাহ্যশ্চ মহাবলাঃ।
রূপেণাপ্সরসাং তুল্যা মনোহার্য্যো মনোরমাঃ ॥ ৩৮
পরপুষ্টোপমা বাক্যে তথর্দ্ধ্যা ধনদোপমাঃ।
শক্রবীর্য্যোপমা যুদ্ধে দীপ্ত্যা বহ্নিসমাস্তথা ॥৩৯
শত্রূণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যুত।
কামরূপধরাশ্চৈব জবে বায়ুসমাস্তথা ॥ ৪০
অচিন্ত্যবলবীর্য্যাশ্চ তথাচিন্ত্যপরাক্রমাঃ।
বৃক্ষচত্বরবাসিন্যশ্চতুষ্পথনিকেতনাঃ ॥ ৪১
গুহা-শ্মশানবাসিন্যঃ শৈল-প্রস্রবণালয়াঃ।
নানাভরণধারিণ্যো নানামাল্যাম্বরাস্তথা ॥ ৪২

নানাবিচিত্রবেশাশ্চ নানাভাষাস্তথৈব চ।
এতে চান্যে চ বহবো গণাঃ শত্রুভয়ঙ্করাঃ ॥ ৪৩
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ত্রিদশেন্দ্রস্য সম্মতে।
ততঃ শক্ত্যস্ত্রমদদদ্ ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ৪৪
গুহায় রাজশার্দূল বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
মহাস্বনাং মহাঘণ্টাং দ্যোতমানাং সিতপ্রভাম্ ॥ ৪৫
অরুণাদিত্যবর্ণাঞ্চ পতাকাং ভরতর্ষভ।
দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ সর্বভূতমহাচমূম্ ॥ ৪৬
উগ্রাং নানাপ্রহরণাং তপোবীর্য্যবলান্বিতাম্।
অজেয়াং স্বগণৈর্যুক্তাং নাম্না সেনাং ধনঞ্জয়াম্ ॥ ৪৭
রুদ্রতুল্যবলৈর্যুক্তাং যোধনামযুতৈস্ত্রিভিঃ।
ন সা বিজানাতি রণাৎ কদাচিদ্ বিনিবর্ত্তিতুম্ ॥ ৪৮
বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্ধিনীম্।
উমা দদৌ বিরজসী বাসসী রবিসপ্রভে ॥ ৪৯

ইঁহারা সকলে বরদান করিতে সমর্থা, নিজ ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা আনন্দিতা থাকেন। শত্রু-তাপন ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মাতৃকাগণের মধ্যে কিছু মাতৃকা যমের শক্তি এবং কিছু রুদ্রের শক্তি ছিলেন। বহু মাতৃকা সোমের শক্তি ও বহু মাতৃকা কুবেরের শক্তি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহাবলশালিনী ছিলেন। এইরূপ কিছু মাতৃকা বরুণের শক্তি, কিছু দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি, কিছু অগ্নির শক্তি, কিছু বায়ু, কুমার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য এবং ভগবান্ বরাহের মহাবলশালিনী শক্তি ছিলেন। ইঁহারা সকলে অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী ও মনোরমা ছিলেন ॥ ৩৬-৩৮

ইঁহারা কথা বলিবার সময় স্বরে কোকিল এবং ধনসমৃদ্ধিতে কুবেরের সদৃশ ছিলেন। ইঁহারা যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালিনী ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বিনী ছিলেন ॥ ৩৯

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ইঁহারা সর্ব্বদা শত্রুগণের পক্ষে ভয়-দায়িনী হইয়া থাকেন। ইঁহারা ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে পারেন এবং বায়ুর ন্যায় বেগগামিনী ছিলেন ॥ ৪০

ইঁহাদের বল, বীর্য্য ও পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। ইঁহারা ইচ্ছানুসারে বৃক্ষ, চত্বর ও চতুষ্পথে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪১

গুহা, শ্মশান, পর্ব্বত ও প্রস্রবণ (ঝরণা)-সকলেও ইঁহারা বাস করেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আভরণ, পুষ্পহার এবং বস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪২

ইঁহাদের বেশ নানাপ্রকার ও বিচিত্র ছিল। ইঁহারা [illegible] ভাষায় কথা বলিতে পারেন। এই সকল এবং আরও [illegible] সংখ্যক শত্রুদের ভয়প্রদা মাতৃকাগণ দেবেন্দ্রের সম্মতি [illegible] মহাত্মা স্কন্দের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩½

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভগবান্ পাকশাসন [illegible] দেবদ্রোহীদিগের বিনাশের জন্য কুমার কার্ত্তিকেয়কে শ[illegible] প্রদান করিলেন। এইসঙ্গে তিনি তীব্রস্বরে শব্দকারি[illegible] বিশালকায়া ঘণ্টা দান করিলেন। এই ঘণ্টা নিজ উজ্জ্ব[illegible] চারিদিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥ ৪৪-৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ পশুপতি তাঁহাকে অরুণ ও [illegible] প্রকাশমান একটি পতাকা এবং সম্পূর্ণ ভূতগণের বিশাল [illegible] প্রদান করিলেন ॥ ৪৬

এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী ধনঞ্জয়-নামে বিখ্যাত ছিল। [illegible] মধ্যে সকল সৈন্যই নানাপ্রকার অস্ত্র, তপস্যা, বল ও পরাক্র[illegible] ছিলেন। রুদ্রসদৃশ বলবান্ ত্রিশ হাজার রুদ্রগণে যুক্ত [illegible] বাহিনী শত্রুদের পক্ষে অজেয় ছিলেন। ইঁহারা কখ[illegible] হইতে নিবৃত্ত হন না ॥ ৪৭-৪৮

ভগবান্ বিষ্ণু কুমারের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য [illegible] মালা দান করিলেন এবং উমাদেবী ইঁহাকে সূর্য্যতুল্য [illegible] দুইটি বস্ত্রপ্রদান করিলেন ॥ ৪৯

গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমৃতোদ্ভবমুত্তমম্ ।
দদৌ প্রীত্যা কুমারায় দণ্ডঞ্চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ ৫০
গরুড়ো দয়িতং পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্ ।
অরুণস্তাম্রচূড়ঞ্চ প্রদদৌ চরণায়ুধম্ ॥ ৫১
নাগং তু বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমন্বিতম্ ।
কৃষ্ণাজিনং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ প্রভুঃ ॥ ৫২
সমরেষু জয়ঞ্চৈব প্রদদৌ লোকভাবনঃ ।
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য স্কন্দো দেবগণস্য হ ॥ ৫৩
শুশুভে জ্বলিতোঽর্চিষ্মান্ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ।
ততঃ পরিষদৈশ্চৈব মাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ ॥ ৫৪
যযৌ দৈত্যবিনাশায় হ্লাদয়ন্ সুরপুঙ্গবান্ ।
সা সেনা নৈঋর্তী ভীমা সঘণ্টোচ্ছ্রিতকেতনা ॥ ৫৫
সভেরী-শঙ্খ-মুরজা সায়ুধা সপতাকিনী ।
শারদী দ্যৌরিবাভাতি জ্যোতির্ভিরিব শোভিতা ॥ ৫৬

ততো দেবনিকায়াস্তে নানাভূতগণাস্তথা ।
বাদয়ামাসুরব্যগ্রা ভেরীঃ শঙ্খাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৫৭
পটহান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ক্রকচান্ গোবিষাণকান্ ।
আড়ম্বরান্ গোমুখাংশ্চ ডিণ্ডিমাংশ্চ মহাস্বনান্ ॥ ৫৮
তুষ্টুবুস্তে কুমারং তু সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ।
জগুশ্চ দেব-গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৫৯
ততঃ প্রীতো মহাসেনস্ত্রিদশেভ্যো বরং দদৌ ।
রিপূন্ হন্তাস্মি সমরে যে বো বধচিকীর্ষবঃ ॥ ৬০
প্রতিগৃহ্য বরং দেবাস্তস্মাদ্ বিবুধসত্তমাৎ ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মানো মেনিরে নিহতান্ রিপূন্ ॥ ৬১
সর্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং হর্ষান্নাদঃ সমুত্থিতঃ ।
অপূরয়ত লোকাংস্ত্রীন্ বরে দত্তে মহাত্মনা ॥ ৬২
স নির্যযৌ মহাসেনো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ।
বধায় যুধি দৈত্যানাং রক্ষার্থঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ৬৩

গঙ্গাদেবী কুমারকে প্রসন্নতার সহিত সেইরূপ একটি দিব্য ও উত্তম কমণ্ডলু সমর্পণ করিলেন, যাহার মধ্যভাগ হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ইঁহাকে একটি দণ্ড প্রদান করিলেন ॥ ৫০

গরুড় বিচিত্র পক্ষসমূহে সুশোভিত নিজ প্রিয় পুত্র ময়ূরকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন। অরুণ রক্তবর্ণ শিখাবিশিষ্ট নিজ পুত্র তাম্রচূড় (মুরগ)-কে সমর্পণ করিলেন। এই তাম্রচূড়ের পদদ্বয়ই অস্ত্র ছিল ॥ ৫১

রাজা বরুণ বল ও বীর্য্যসম্পন্ন একটি নাগ দান করিলেন এবং লোকস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণহিতৈষী কুমারকে কৃষ্ণমৃগচর্ম ও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন ॥ ৫২½

দেবগণের সেনাপতিত্ব লাভ করত তেজস্বী স্কন্দ নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া অপর অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩½

তদনন্তর নিজ পার্ষদ ও মাতৃকাগণের সহিত কুমার কর্ত্তিকেয় দেবেশ্বরবৃন্দকে আনন্দিত করিতে করিতে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ৫৪½

নৈঋর্তগণের (ভূতগণের) এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী ঘণ্টা, ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকলের শব্দে পূর্ণ ছিল। উপরে উড্ডীয়মান পতাকাসমূহে ইঁহারা সুশোভিত ছিল। অস্ত্র ও পতাকাশ্রেণীতে সুসজ্জিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নক্ষত্রসমূহে সুশোভিত শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৫-৫৬

তদনন্তর সেই দেবমণ্ডলী ও নানাপ্রকার ভূতগণ শান্তচিত্ত হইয়া বহুসংখ্যক শঙ্খ, পটহ, ঝাঁঝ, ক্রকচ, গোশৃঙ্গ, আড়ম্বর, গোমুখ ও গুরুগম্ভীর শব্দকারী নাগাড়া বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭-৫৮

ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ তখন কুমার কার্ত্তিকেয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। দেব-গন্ধর্ব্ববৃন্দ গান এবং অপ্সরাদল নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া কুমার মহাসেন দেবগণকে এই বরদান করিলেন যে, যাহারা আপনাদিগকে বধ করিতে অভিলাষী, সেই সমস্ত শত্রুবর্গকে আমি সংহার করিব ॥ ৬০

এই সুরশ্রেষ্ঠ কুমারের নিকট হইতে এতাদৃশ বর লাভ করত মহাত্মা দেবগণ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং নিজেদের শত্রুদিগকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন ॥ ৬১

মহাত্মা কুমার বরদান করিলে পর সমস্ত ভূতবর্গ যে হর্ষনাদ করিলেন, উহা তিন লোকে পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ৬২

তাহার পর বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া মহাসেন কার্ত্তিকেয় যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ এবং দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য নির্গত হইলেন ॥ ৬৩

ব্যবসায়ো জয়ো ধর্মঃ সিদ্ধির্লক্ষ্মীর্ধৃতি স্মৃতিঃ।
মহাসেনস্য সৈন্যানামগ্রে জগ্মুর্নরাধিপ ॥ ৬৪
স তয়া ভীময়া দেবঃ শূলমুদ্গরহস্তয়া।
জ্বলিতালাতধারিণ্যা চিত্রাভরণবর্ময়া ॥ ৬৫
গদা-মুসল-নারাচ-শক্তি-তোমর-হস্তয়া।
দৃপ্তসিংহনিনাদিন্যা বিনদ্য প্রযযৌ গুহঃ ॥ ৬৬
তং দৃষ্ট্বা সর্বদৈতেয়া রাক্ষসা দানবাস্তথা।
ব্যদ্রবন্ত দিশঃ সর্বা ভয়োদ্বিগ্না সমন্ততঃ ॥ ৬৭
অভ্যদ্রবন্ত দেবাস্তান্ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
দৃষ্ট্বা চ স ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্কন্দস্তেজোবলান্বিতঃ ॥ ৬৮
শক্ত্যস্ত্রং ভগবান্ ভীমং পুনঃ পুনরবাকিরৎ।
আদধচ্চাত্মনস্তেজো হবিষেদ্ধ ইবানলঃ ॥ ৬৯
অভ্যস্যমানে শক্ত্যস্ত্রে স্কন্দেনামিততেজসা।
উল্কাজ্বালা মহারাজ পপাত বসুধাতলে ॥ ৭০
সংহ্রাদয়ন্তশ্চ তথা নির্ঘাতাশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ।

নরাধিপ! সেই সময় ব্যবসায় (দৃঢ়নিশ্চয়), বিজয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি—ইঁহারা সকলে মহাসেনের সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৪

এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ইঁহারা হস্তে শূল, মুদ্গর, প্রজ্বলিত কাষ্ঠ, গদা, মুসল, নারাচ, শক্তি ও তোমর ধারণ করিয়াছিলেন। সমস্ত সৈন্যই বিচিত্র আভরণ ও কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিলেন এবং দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। এই সৈন্যদের সহিত কুমার কার্ত্তিকেয় সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ৬৫-৬৬

ইঁহাকে দেখিয়া সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬৭

দেবতাগণ নিজ নিজ হস্তে অস্ত্র ধারণ করত ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া তেজস্বী ও বলশালী ভগবান্ স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং শক্তি নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র বারংবার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি এই অস্ত্রে ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৮-৬৯

মহারাজ! অমিততেজস্বী স্কন্দ কর্তৃক শক্তি অস্ত্রের বারংবার প্রয়োগ হইলে পর পৃথিবীতে প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ পতিত হইতে লাগিল ॥ ৭০

যথান্তকালসময়ে সুঘোরাঃ স্যুস্তথা নৃপ ॥ ৭১
ক্ষিপ্তা হ্যেকা যদা শক্তিঃ সুঘোরানলসূনুনা।
ততঃ কোট্যো বিনিষ্পেতুঃ শক্তীনাং ভরতর্ষভ ॥ ৭২
ততঃ প্রীতো মহাসেনো জঘান ভগবান্ প্রভুঃ।
দৈত্যেন্দ্রং তারকং নাম মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৭৩
বৃতং দৈত্যাযুতৈর্বীরৈর্বলিভির্দশভির্নৃপ।
মহিষং চাষ্টভিঃ পদ্মৈর্বৃতং সংখ্যে নিজঘ্নিবান্ ॥ ৭৪
ত্রিপাদং চাযুতশতৈর্জঘান দশভির্বৃতম্।
হ্রদোদরং নিখর্বৈশ্চ বৃতং দশভিরীশ্বরঃ ॥ ৭৫
জঘানানুচরৈঃ সার্ধং বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
তথা কুর্বন্ত বিপুলং নাদং বধ্যৎসু শত্রুষু ॥ ৭৬
কুমারানুচরা রাজন্ পূরয়ন্তো দিশো দশ।
ননৃতুশ্চ ববল্গুশ্চ জহসুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ৭৭
শক্ত্যস্ত্রস্যতু রাজেন্দ্র ততোঽর্চির্ভিঃ সমন্ততঃ
ত্রৈলোক্যং ত্রাসিতং সর্বং জৃম্ভমাণাভিরেব চ ॥ ৭৮

হে নৃপ! যেরূপ প্রলয়কালের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দের সহিত ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, সেই এইরূপ ভীষণ গর্জনের সহিত বজ্রপাত হইতে থাকিল ॥ ৭১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্নিনন্দন স্কন্দ যখন একবার অত্যন্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তখন তাহা হইতে এক কোটি নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ৭২

ইহার দ্বারা প্রভাবশালী ভগবান্ মহাসেন প্রীত হইয়া লক্ষ বলবান্ বীর দৈত্যে পরিবৃত মহাবল ও মহাপরাক্রম দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ করিলেন ॥ ৭৩

সেই সঙ্গে যুদ্ধস্থলে অষ্টপদ্মসংখ্যক দৈত্যে পরি মহিষাসুরকে, দশ লক্ষ অসুরে সুরক্ষিত ত্রিপাদকে এবং দশ নি দৈত্যগণে আবৃত হ্রদোদরকে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী অনু গণের সহিত বিনাশ করিলেন ॥ ৭৪-৭৫

রাজন্! যখন শত্রুরা নিহত হইতে লাগিল, সেই কুমারের অনুচরগণ দশদিক্‌কে প্রতিধ্বনিত করিতে করি প্রচণ্ডস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। কেবল ইহাই ইঁহারা তখন আনন্দিত হইয়া নৃত্য, লম্ফ-ঝম্ফ ও উচ্চৈঃস্বরে করিতেও থাকিলেন ॥ ৭৬-৬৭

রাজেন্দ্র! সেই শক্তিনামক অস্ত্রকে চারিদিকে বিস্তৃত হ দেখিয়া তাহার শিখাসমূহে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল।

দগ্ধাঃ সহস্রশো দৈত্যা নাদৈঃ স্কন্দস্য চাপরে।
পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সুরদ্বিষঃ॥ ৭৯
কেচিদ্ ঘণ্টারবত্রস্তা নিপেতুর্বসুধাতলে।
কেচিৎ প্রহরণৈশ্ছিন্না বিনিপেতুর্গতাযুষঃ॥ ৮০
এবং সুরদ্বিষোঽনেকান্ বলবানাততায়িনঃ।
জঘান সমরে বীরঃ কার্তিকেয়ো মহাবলঃ॥ ৮১
বাণো নামাথ দৈতেয়ো বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ।
ক্রৌঞ্চং পর্বতমাশ্রিত্য দেবসঙ্ঘানবাধত॥ ৮২
তমভ্যয়ান্মহাসেনঃ সুরশত্রুমুদারধীঃ।
স কার্তিকেয়স্য ভয়াৎ ক্রৌঞ্চং শরণমীয়িবান্॥ ৮৩
ততঃ ক্রৌঞ্চং মহামন্যুঃ ক্রৌঞ্চনাদনিনাদিতম্।
শক্ত্যা বিভেদ ভগবান্ কার্তিকেয়োঽগ্নিদত্তয়া॥ ৮৪
স শালস্কন্ধশবলং ত্রস্তবানরবারণম্।
প্রোড্ডীনোদ্‌ভ্রান্তবিহগং বিনিষ্পতিতপন্নগম্॥৮৫
গোলাঙ্গুলর্ক্ষসঙ্ঘৈশ্চ দ্রবদ্ভিরনুনাদিতম্।
কুরঙ্গমবিনির্ঘোষনিনাদিতবনান্তরম্॥ ৮৬
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শরভৈঃ সিংহৈশ্চ সহসা দ্রুতৈঃ।
শোচ্যামপি দশাং প্রাপ্তো ররাজেব স পর্বতঃ॥ ৮৭
বিদ্যাধরাঃ সমুৎপেতুস্তস্য শৃঙ্গনিবাসিনঃ।
কিন্নরাশ্চ সমুদ্বিগ্নাঃ শক্তিপাতরবোদ্ধতাঃ॥ ৮৮
ততো দৈত্যা বিনিষ্পেতুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রদীপ্তান্ পর্বতশ্রেষ্ঠাদ্ বিচিত্রাভরণস্রজঃ॥ ৮৯
তান্ নিজঘ্নুরতিক্রম্য কুমারানুচরা মৃধে।
স চৈব ভগবান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রস্য সুতং তদা॥ ৯০
সহানুজং জঘানাশু বৃত্রং দেবপতির্যথা।
বিভেদ ক্রৌঞ্চং শক্ত্যা চ পাবকিঃ পরবীরহা॥৯১
বহুধা চৈকধা চৈব কৃত্বাঽঽত্মানং মহাবলঃ।
শক্তিঃ ক্ষিপ্তা রণে তস্য পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ॥ ৯২

সহস্র সহস্র দৈত্য এই শক্তির অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইল। বহু দৈত্য স্কন্দের সিংহনাদেই ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং কিছু দেবদ্রোহী দৈত্য তাঁহার পতাকায় কম্পিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিল॥ ৭৯

কিছু দৈত্য তাঁহার ঘণ্টানাদে সন্ত্রস্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল এবং বহু দৈত্য তাঁহার অস্ত্রসকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রাণহীন অবস্থায় ধরাশায়ী হইল॥ ৮০

এইরূপে মহাবল শক্তিশালী বীর কার্ত্তিকেয় সমরাঙ্গণে বহু আততায়ী দেবদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিলেন॥ ৮১

রাজা বলির মহাবল পুত্র বাণাসুর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করত দেবমণ্ডলীকে কষ্টদান করিতে লাগিলেন॥ ৮২

উদারবুদ্ধি মহাসেন সেই দৈত্যের উপরও আক্রমণ করিলেন। তখন তিনি কার্ত্তিকেয়ের ভয়ে ভীত হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন॥ ৮৩

ইহাতে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অগ্নিপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পক্ষিগণের কোলাহলে পূর্ণ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন॥ ৮৪

ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত শালবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সকলে সুশোভিত ছিল। সেখানকার বানর ও হাতীরা সন্ত্রস্ত হইয়া যাইল, পক্ষীরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে লাগিল, সর্পগণ নির্গত হইতেছিল, গোলাঙ্গুলজাতীয় (কৃষ্ণ) বানরগণ ও ঋক্ষ (ভল্লুক)-সকল পলায়ন করিল এবং ইহাদের চীৎকারে সেই পর্ব্বত নিনাদিত হইয়া উঠিল। হরিণগণের আর্ত্তনাদে সেই পর্ব্বতের বনপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, গুহা হইতে নির্গত হইয়া সহসা পলায়নপর সিংহ ও শরভসকলের জন্য এই পর্ব্বত অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেও উহা যেন সুশোভিত বলিয়াই মনে হইতেছিল॥ ৮৫-৮৭

এই পর্ব্বতের শিখরে বাসকারী বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণ শক্তির আঘাতজনিত শব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিলেন॥ ৮৮

তাহার পর এই প্রজ্বলিত শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হইতে বিচিত্র আভরণ ও মাল্যধারী শত শত এবং সহস্র সহস্র দৈত্য বহির্গত হইল॥৮৯

কুমারের অনুগামী পার্ষদগণ যুদ্ধে আক্রমণ করত এই সব দৈত্যদিগকে সংহার করিলেন। এই সময় ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কুপিত হইয়া বৃত্রাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যরাজ বলির সেই পুত্র বাণাসুরকে অনুজ ভ্রাতার সহিত সত্বর বিনাশ করিলেন॥ ৯০½

শত্রুবীরসংহারকারী মহাবল অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয় নিজেকে নিজেই এক ও বহুরূপে বিভক্ত করিয়া শক্তি অস্ত্রের দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৯১½

রণাঙ্গনে বারংবার নিক্ষিপ্ত এই শক্তি শত্রুদিগকে সংহার করত পুনরায় তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়ের এইরূপই প্রভাব; কিংবা ইহা হইতেও অধিক

এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ।
শৌর্য্যাদিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ৯৩
ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিন্নো দৈত্যাশ্চ শতশো হতাঃ।
ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ ॥ ৯৪
সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ।
ততো দুন্দুভয়ো রাজন্ নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত ॥ ৯৫
মুমুচুর্দেবযোধাশ্চ পুণ্যবর্ষমনুত্তমম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯৬
দিব্যগন্ধমুপাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুশ্চৈনং যজ্বানশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৯৭
কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজম্ ॥ ৯৮
কেচিন্মহেশ্বরসুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যুত ॥ ৯৯
একধা চ দ্বিধা চৈব চতুর্ধা চ মহাবলম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০০
এতৎ তে কথিতং রাজন্ কার্ত্তিকেয়াভিষেচনম্।
শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্থবর্য্যস্য পুণ্যতাম্ ॥ ১০১
বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু সুরশত্রুষু।
কুমারেণ মহারাজ ত্রিবিষ্টপমিবাপরম্ ॥ ১০২
ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থো দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্।
দদৌ নৈঋতমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাত্মজঃ ॥ ১০৩
এবং স ভগবাংস্তস্মিংস্তীর্থে দৈত্যকুলান্তকঃ।
অভিষিক্তো মহারাজ দেবসেনাপতিঃ সুরৈঃ ॥ ১০৪
তৈজসং নাম তৎ তীর্থং যত্র পূর্ব্বমপাং পতিঃ।
অভিষিক্তঃ সুরগণৈর্ব্বরুণো ভরতর্ষভ ॥ ১০৫
অস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্কন্দং চাভ্যর্চ্য লাঙ্গলী।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুক্মং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ১০৬
উষিত্বা রজনীং তত্র মাধবঃ পরবীরহা।
পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাঙ্গলী ॥ ১০৭

তাঁহার প্রভাব আছে। তিনি শৌর্য্য অপেক্ষা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ তেজ, যশ ও শ্রীসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করত শত শত দৈত্যদিগকে নিহত করিলেন ॥ ৯২-৯৩½

তদনন্তর ভগবান্ স্কন্দদেব শত্রুদিগকে সংহার করত দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৯৪½

হে ভারত! হে রাজন্! তাহার পর দুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল, শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল, শত শত ও সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনাগণ যোগীশ্বর স্কন্দদেবের উপর উত্তম পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫-৯৬

দিব্য পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষিগণ ইঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

কেহ কেহ তাঁহার বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছিলেন যে, ইনি ব্রহ্মার পুত্র, সকলের অগ্রজ এবং ব্রহ্মযোনি (তপোবল হইতে উৎপন্ন) সনৎকুমার ॥ ৯৮

কেহ তাঁহাকে মহাদেবের, কেহ অগ্নির, কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কৃত্তিকাগণের এবং কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৯

এই মহাবল যোগেশ্বর স্কন্দদেবকে সকলে এক, দুই, চার শত শত ও সহস্র সহস্ররূপে দর্শন করেন ॥ ১০০

রাজন্! এই আমি তোমাকে কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক বর্ণনা করিলাম। এখন তুমি সরস্বতীর সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পাবনতার কথা শ্রবণ কর ॥ ১০১

মহারাজ! কুমার কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক দেবশত্রুগণ নিহত হইলে পর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় সুখদায়ক হইয়া উঠিলেন ॥ ১০২

এই স্থানে অবস্থান করত প্রভু স্কন্দ পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। অগ্নিপুত্র স্কন্দ নৈঋত প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য অধিপতিদিগকে (দিক্‌পালগণকে) ত্রিভুবন সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৩

মহারাজ! এইরূপ দৈত্যকুলবিনাশক দেবসেনাপতি স্কন্দকে সেই তীর্থে দেবতাগণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১০৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তৈজসনামক তীর্থেই পূর্ব্বে জলপতি বরুণদেবের অভিষেক দেবগণই করিয়াছিলেন ॥ ১০৫

এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে হলধর বলরাম স্নান করত স্কন্দদেবের অর্চ্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, বস্ত্র ও আভরণসকল দান করিলেন ॥ ১০৬

শত্রুবীরসংহারকারী মধুবংশজাত হলধর বলরাম সেখানে রাত্রিযাপন করত এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পূজা এবং তাঁহার জল স্পর্শ করিয়া হৃষ্ট হইলেন। এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরামের মন তখন প্রসন্ন হইল ॥ ১০৭½

হৃষ্টঃ প্রীতমনাশ্চৈব হ্যভবন্নাধবোত্তমঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥ ১০৮
(সেনানীশ্চ কৃতো রাজন্ বাল এব মহাবলঃ)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে তারকবধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। সমাগত দেবগণ কিভাবে ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন এবং কিরূপে বাল্যাবস্থাতেই এই মহাবল কুমার সেনাপতি হইয়াছিলেন, এসমস্তই তোমাকে বলিয়া শুনাইলাম॥ ১০৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যান ও তারকাসুরবধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বরুণস্যাভিষেকঃ, অগ্নিতীর্থ-ব্রহ্মযোনি-কুবেরতীর্থানামুৎপত্তিবর্ণনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ।
অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥ ১
যচ্ছ্রুত্বা পূতমাত্মানং বিজানামি তপোধন।
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥ ২
অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ॥ ৩
অপাং পতিঃ কথং হ্যস্মিন্নভিষিক্তঃ পুরা সুরৈঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ কুশলো হ্যসি সত্তম ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্নিদং চিত্রং পূর্বকল্পে যথাতথম্।
আদৌ কৃতযুগে রাজন্ বর্তমানে যথাবিধি ॥ ৫
বরুণং দেবতাঃ সর্বা সমেত্যেদমথাব্রুবন্।
যথাস্মান্ সুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্বদা ॥৬
তথা ত্বমপি সর্বাসাং সরিতাং বৈ পতির্ভব।
বাসশ্চ তে সদা দেব সাগরে মকরালয়ে। ৭
সমুদ্রোঽয়ং তব বশে ভবিষ্যতি নদীপতিঃ।
সোমেন সার্ধঞ্চ তব হানি-বৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বরুণের অভিষেক এবং অগ্নিতীর্থ, ব্রহ্মযোনি ও কুবের তীর্থের উৎপত্তিবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি আপনার মুখ হইতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিধি পূর্ব্বক অভিষেকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে ও সবিস্তরে শ্রবণ করিলাম॥ ১

তপোধন! ইহা শুনিয়া আমি নিজেকে পূত বলিয়া মনে করিতেছি। হর্ষে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে এবং আমার মন প্রসন্ন হইয়া গিয়াছে॥ ২

কুমারের অভিষেক এবং তাঁহার দ্বারা দৈত্যগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করত আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে এবং পুনরায় আমার মনে এই বিষয় শুনিবার জন্য কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৩

সাধুত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ! এই তীর্থে দেবগণ পূর্বে জলাধিপতি বরুণের অভিষেক কিরূপে করিয়াছিলেন; এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন; কারণ, আপনি বর্ণনা করিতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই বিচিত্র প্রসঙ্গ যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। পুরাতন কথা, যখন আদি কৃতযুগ (সত্যযুগ) চলিতেছে, তখন সমস্ত দেবতাগণ বরুণের নিকট গমন করত এই কথা বলিলেন॥ ৫½

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদা ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও সমস্ত নদীসকলের অধিপতি হউন (এবং আমাদের রক্ষা করুন)॥ ৬½

দেব! মকরালয় সমুদ্রে আপনার সদা নিবাসস্থান হইবে এবং এই নদীপতি সমুদ্র সদা আপনার বশীভূত থাকিবে। চন্দ্রের সহিত আপনারও হানি এবং বৃদ্ধি হইবে॥ ৭-৮

এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ।
শৌর্য্যাদিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ৯৩
ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিন্নো দৈত্যাশ্চ শতশো হতাঃ।
ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ ॥ ৯৪
সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ।
ততো দুন্দুভয়ো রাজন্ নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত ॥ ৯৫
মুমুচুর্দেবযোধাশ্চ পুণ্যবর্ষমনুত্তমম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯৬
দিব্যগন্ধমুপাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ।
গন্ধর্বাস্তুষ্টুবুশ্চৈনং যজ্বানশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৯৭
কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্বেষাং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজম্ ॥ ৯৮
কেচিন্মহেশ্বরসুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যত ॥ ৯৯
একধা চ দ্বিধা চৈব চতুর্ধা চ মহাবলম্।

যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
এতৎ তে কথিতং রাজন্ কার্তিকেয়াভিষেচন
শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্থবর্য্যস্য পুণ্যতাম্ ॥ ১০১
বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু সুরশত্রুষু।
কুমারেণ মহারাজ ত্রিবিষ্টপমিবাপরম্ ॥ ১০২
ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থো দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্।
দদৌ নৈর্ঋতমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাত্মজঃ ॥
এবং স ভগবাংস্তস্মিংস্তীর্থে দৈত্যকুলান্তকঃ।
অভিষিক্তো মহারাজ দেবসেনাপতিঃ সুরৈঃ ॥
তৈজসং নাম তৎ তীর্থং যত্র পূর্বমপাং পতিঃ।
অভিষিক্তঃ সুরগণৈর্বরুণো ভরতর্ষভ ॥ ১০৫
অস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্কন্দং চাভ্যর্চ্য লাঙ্গলী।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুক্মং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥
উষিত্বা রজনীং তত্র মাধবঃ পরবীরহা।
পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাঙ্গলী ॥

তাঁহার প্রভাব আছে। তিনি শৌর্য্য অপেক্ষা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ তেজ, যশ ও শ্রীসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করত শত শত দৈত্যদিগকে নিহত করিলেন ॥ ৯২-৯৩½

তদনন্তর ভগবান্ স্কন্দদেব শত্রুদিগকে সংহার করত দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৯৪½

হে ভারত! হে রাজন্! তাহার পর দুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল, শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল, শত শত ও সহস্র সহস্র দেবঙ্গনাগণ যোগীশ্বর স্কন্দদেবের উপর উত্তম পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫-৯৬

দিব্য পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষিগণ ইঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

কেহ কেহ তাঁহার বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছিলেন যে, ইনি ব্রহ্মার পুত্র, সকলের অগ্রজ এবং ব্রহ্মযোনি (তপোবল হইতে উৎপন্ন) সনৎকুমার ॥ ৯৮

কেহ তাঁহাকে মহাদেবের, কেহ অগ্নির, কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কৃত্তিকাগণের এবং কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৯

এই মহাবল যোগেশ্বর স্কন্দদেবকে সকলে এক, দুই, চার শত শত ও সহস্র সহস্ররূপে দর্শন করেন ॥ ১০০

রাজন্! এই আমি তোমাকে কার্ত্তিকেয়ের অভি বর্ণনা করিলাম। এখন তুমি সরস্বতীর সেই শ্রে পাবনতার কথা শ্রবণ কর ॥ ১০১

মহারাজ! কুমার কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক দেবশত্রুগণ নিহ পর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় সুখদায় উঠিলেন ॥ ১০২

এই স্থানে অবস্থান করত প্রভু স্কন্দ পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্ব করিলেন। অগ্নিপুত্র স্কন্দ নৈর্ঋত প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য দিগকে (দিক্পালগণকে) ত্রিভুবন সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৩

মহারাজ! এইরূপ দৈত্যকুলবিনাশক দেবসেনাপতি স্কন্দকে সেই তীর্থে দেবতাগণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তৈজসনামক তীর্থেই পূর্বে জল বরুণদেবের অভিষেক দেবগণই করিয়াছিলেন ॥ ১০৫

এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে হলধর বলরাম স্নান করত স্কন্দদে করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র ও আভরণসক করিলেন ॥ ১০৬

শত্রুবীরসংহারকারী মধুবংশজাত হলধর বলরাম রাত্রিযাপন করত এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পূজা এবং তাঁহার করিয়া হৃষ্ট হইলেন। এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরামের মন তখন প্রসন্ন হইল ॥ ১০৭½

হৃষ্টঃ প্রীতমনাশ্চৈব হ্যভবন্মাধবোত্তমঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥ ১০৮
(সেনানীশ্চ কৃতো রাজন্ বাল এব মহাবলঃ)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে তারকবধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। সমাগত দেবগণ কিভাবে ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন এবং কিরূপে বাল্যাবস্থাতেই এই মহাবল কুমার সেনাপতি হইয়াছিলেন, এসমস্তই তোমাকে বলিয়া শুনাইলাম ॥ ১০৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যান ও তারকাসুরবধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বরুণস্যাভিষেকঃ, অগ্নিতীর্থ-ব্রহ্মযোনি-কুবেরতীর্থানামুৎপত্তিবর্ণনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ।
অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥ ১
যচ্ছ্রুত্বা পূতমাত্মানং বিজানামি তপোধন।
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥ ২
অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ॥ ৩
অপাং পতিঃ কথং হ্যস্মিন্নভিষিক্তঃ পুরা সুরৈঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ কুশলো হ্যসি সত্তম ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শৃণু রাজন্নিদং চিত্রং পূর্বকল্পে যথাতথম্।
আদৌ কৃতযুগে রাজন্ বর্তমানে যথাবিধি ॥ ৫
বরুণং দেবতাঃ সর্বা সমেত্যেদমথাব্রুবন্।
যথাস্মান্ সুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্বদা ॥৬
তথা ত্বমপি সর্বাসাং সরিতাং বৈ পতির্ভব।
বাসশ্চ তে সদা দেব সাগরে মকরালয়ে। ৭
সমুদ্রোঽয়ং তব বশে ভবিষ্যতি নদীপতিঃ।
সোমেন সার্দ্ধঞ্চ তব হানি-বৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বরুণের অভিষেক এবং অগ্নিতীর্থ, ব্রহ্মযোনি ও কুবের তীর্থের উৎপত্তিবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি আপনার মুখ হইতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিধি পূর্ব্বক অভিষেকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে ও সবিস্তরে শ্রবণ করিলাম ॥ ১

তপোধন! ইহা শুনিয়া আমি নিজেকে পূত বলিয়া মনে করিতেছি। হর্ষে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে এবং আমার মন প্রসন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ২

কুমারের অভিষেক এবং তাঁহার দ্বারা দৈত্যগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করত আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে এবং পুনরায় আমার মনে এই বিষয় শুনিবার জন্য কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩

সাধুত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ! এই তীর্থে দেবগণ পূর্বে জলাধিপতি বরুণের অভিষেক কিরূপে করিয়াছিলেন; এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন; কারণ, আপনি বর্ণনা করিতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই বিচিত্র প্রসঙ্গ যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। পুরাতন কথা, যখন আদি কৃতযুগ (সত্যযুগ) চলিতেছে, তখন সমস্ত দেবতাগণ বরুণের নিকট গমন করত এই কথা বলিলেন ॥ ৫½

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদা ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও সমস্ত নদীসকলের অধিপতি হউন (এবং আমাদের রক্ষা করুন) ॥ ৬½

দেব! মকরালয় সমুদ্রে আপনার সদা নিবাসস্থান হইবে এবং এই নদীপতি সমুদ্র সদা আপনার বশীভূত থাকিবে। চন্দ্রের সহিত আপনারও হানি এবং বৃদ্ধি হইবে ॥ ৭-৮

এবমস্ত্বিতি তান্ দেবান্ বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ।
সমাগম্য ততঃ সর্বে বরুণং সাগরালয়ম্ ॥ ৯
অপাং পতিং প্রচক্রুর্হি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ।
অভিষিচ্য ততো দেবা বরুণং যাদসাং পতিম্ ॥ ১০
জগ্মুঃ স্বান্যেব স্থানানি পূজয়িত্বা জলেশ্বরম্ ।
অভিষিক্তস্ততো দেবৈর্বরুণোঽপি মহাযশাঃ ॥ ১১
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব নদাংশ্চাপি সরাংসি চ ।
পালয়ামাস বিধিনা যথা দেবান্ শতক্রতুঃ ॥ ১২
ততস্তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য দত্ত্বা চ বিবিধং বসু ।
অগ্নিতীর্থং মহাপ্রাজ্ঞো জগামাথ প্রলম্বহা ॥ ১৩
নষ্টো ন দৃশ্যতে যত্র শমীগর্ভে হুতাশনঃ ।
লোকালোকবিনাশো চ প্রাদুর্ভূতে তদানঘ ॥ ১৪
উপতস্থুঃ সুরা যত্র সর্বলোকপিতামহম্ ।
অগ্নিঃ প্রণষ্টো ভগবান্ কারণঞ্চ ন বিদ্মহে ॥ ১৫
সর্বভূতক্ষয়ো মা ভূৎ সম্পাদয় বিভোঽনলম্ ।

জনমেজয় উবাচ
কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ প্রণষ্টো লোকভাবনঃ ॥ ১৬
বিজ্ঞাতশ্চ কথং দেবৈস্তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ভৃগোঃ শাপাদ্ ভৃশং ভীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্
শমীগর্ভমথাসাদ্য ননাশ ভগবাংস্ততঃ ।
প্রণষ্টে তু তদা বহ্নৌ দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ ॥ ১
অন্বেষন্ত তদা নষ্টং জ্বলনং ভৃশদুঃখিতাঃ ।
ততোঽগ্নিতীর্থমাসাদ্য শমীগর্ভস্থমেব হি ॥ ১
দদৃশুর্জ্বলনং তত্র বসমানং যথাবিধি ।
দেবাঃ সর্বে নরব্যাঘ্র বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ২
জ্বলনং তং সমাসাদ্য প্রীতাভূবন্ সবাসবাঃ ।
পুনর্যথাগতং জগ্মুঃ সর্বভক্ষশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২
ভৃগোঃ শাপান্মহাভাগ যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ।
তত্রাপ্যাপ্লুত্য মতিমান্ ব্রহ্মযোনিং জগাম হ ॥

তখন বরুণ সেই দেবগণকে বলিলেন,—"এবমস্তু—"তাহাই হউক। এই ভাবে তাঁহার অনুমতি লাভ করত সকল দেবতা একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রবাসী বরুণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে জলের অধিপতি করিয়া দিলেন ॥ ৯½

জলজন্তুদিগের প্রভু জলেশ্বর বরুণের অভিষেক ও পূজা করত সমস্ত দেবতাগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥ ১০½

দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহাযশস্বী বরুণ দেবগণের রক্ষক ইন্দ্রের ন্যায় নদী, সাগর, নদ ও সরোবরসকলকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

প্রলম্বাসুরহন্তা মহাজ্ঞানী বলরাম সেই তীর্থে স্নান করত এবং নানাবিধ ধনদান করত অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৩

নিষ্পাপ রাজন্! শমীর গর্ভে প্রচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় যখন অগ্নিদেবের দর্শন পাওয়া যাইল না এবং সম্পূর্ণ জগতের প্রকাশ অথবা দৃষ্টিশক্তির বিনাশকাল উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত দেবতাগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো! ভগবান্ অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। যাহাতে সম্পূর্ণ প্রাণিগণের বিনাশ না হয়, সেই হেতু আপনি অগ্নিদেবকে প্রকাশ করিয়া দিন ॥ ১৪-১৫½

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! লোকভাবন ভগবান্ অগ্নি কেন অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং দেবগণ কিরূপে উদ্দেশ পাইলেন? ইহা যথাযথভাবে আমাকে বলুন ॥ ১৬½

বৈশাম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! একদিন প্রতাপী ভগবান্ অগ্নিদেব মহর্ষি ভৃগুর শাপে অত্যন্ত ভীত হইয়া শমীর মধ্যে গমন করত অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৭½

সেই সময় অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া যাইলে পর ইন্দ্রাদি দেবতারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮½

তাহার পর অগ্নিতীর্থে গমন করত দেবতাগণ অগ্নিকে শমীর গর্ভে বিধি অনুসারে বাস করিতে দেখিলেন ॥ ১৯½

নরোত্তম! ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা বৃহস্পতিকে অগ্রে করত অগ্নির নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২০½

মহাভাগ! তারপর তাঁহারা যেরূপে আসিয়াছিলেন সেই ভাবে ফিরিয়া আসিলেন এবং অগ্নিদেব মহর্ষি ভৃগুর শাপে সর্বভক্ষী হইয়া গিয়াছেন। সেই ব্রহ্মবাদী মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে ॥ ২১½

এই তীর্থে স্নান করত বুদ্ধিমান্ বলরাম ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২২½

সসর্জ ভগবান্ যত্র সর্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাপ্লুত্য ততো ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ প্রভুঃ পুরা ॥ ২৩
সসর্জ তীর্থানি তথা দেবতানাং যথাবিধি।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসূনি বিবিধানি চ ॥ ২৪
কৌবেরং প্রযযৌ তীর্থং তত্র তপ্ত্বা মহত্তপঃ।
ধনাধিপত্যং সম্প্রাপ্তো রাজন্নৈলবিলঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
তত্রস্থমেব তং রাজন্ ধনানি নিধয়স্তথা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠ তং তীর্থং লাঙ্গলী বলঃ ॥ ২৬
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিবদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৃশে তত্র তৎ স্থানং কৌবেরে কাননোত্তমে ॥ ২৭
পুরা যত্র তপস্তপ্তং বিপুলং সুমহাত্মনা।
যক্ষরাজ্ঞা কুবেরেণ বরা লব্ধাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ২৮
ধনাধিপত্যং সখ্যঞ্চ রুদ্রেণামিততেজসা।
সুরত্বং লোকপালত্বং পুত্রঞ্চ নলকূবরম্ ॥ ২৯
যত্র লেভে মহাবাহো ধনাধিপতিরঞ্জসা।
অভিষিক্তশ্চ তত্রৈব সমাগম্য মরুদ্গণৈঃ ॥ ৩০
বাহনং চাস্য তদ্ দত্তং হংসযুক্তং মনোজবম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং নৈঋতৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ৩১
তত্রাপ্লুত্য বলো রাজন্ দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্।
জগাম ত্বরিতো রামস্তীর্থং শ্বেতানুলেপনঃ ॥ ৩২
নিষেবিতং সর্বসত্ত্বৈর্নাম্না বদরপাচনম্।
নানর্তুকবনোপেতং সদা পুষ্পফলং শুভম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

পুরাকালে দেবগণের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা এস্থানে স্নান করত বিধিপূর্ব্বক দেবতাদের তীর্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩

রাজন্! এই তীর্থে স্নান ও নানাপ্রকার ধনদান করিয়া বলরাম কুবের-তীর্থে গমন করিলেন, যে স্থানে উগ্র তপস্যা করিয়া ভগবান্ কুবের ধনাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪-২৫

হে রাজন্! এখানে তাঁহার নিকট ধন ও নিধিসকল উপস্থিত হইয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! হলধারী বলরাম এই তীর্থে গমন করত স্নানের পর ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে ধনদান করিলেন ॥ ২৬

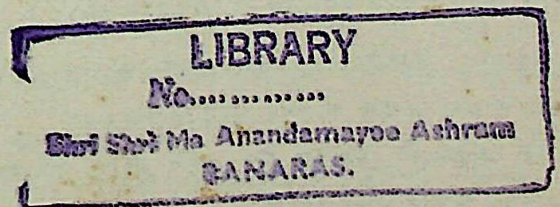
তাহার পর তিনি সেখানকার এক উত্তম বনে কুবেরের সেই স্থান দর্শন করিলেন, যেখানে পুরাকালে মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন এবং বহু বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭-২৮

মহাবাহো! ধনপতি কুবের এ স্থানে অমিততেজস্বী রুদ্রের সহিত মিত্রতা, ধনের প্রভুত্ব, দেবত্ব, লোকপালত্ব এবং নলকূবর নামক পুত্র অনায়াসেই লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৯

এখানে আসিয়াই দেবগণ তাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য হংসগণযোজিত ও মনের ন্যায় বেগগামী বাহনযুক্ত দিব্য পুষ্পক বিমান প্রদান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে দেবতারা তাঁহাকে যক্ষগণের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩০-৩১

রাজন্! এই তীর্থে স্নান ও প্রচুর ধনাদি দান করত শ্বেতচন্দনধারী বলরাম অতি সত্বর বরদপাচন নামক শুভ তীর্থে গমন করিলেন। যে তীর্থ সর্ব্ব প্রকার জীবজন্তুগণে সেবিত, নানাবিধ ঋতুসমূহের শোভায় সুশোভিত বনস্থলীযুক্ত এবং নিরন্তর পুষ্প ও ফলসকলে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[বদরপাচনতীর্থমহিমপ্রসঙ্গে শ্রুতাবত্যা অরুন্ধত্যাশ্চ তপস্যাবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তীর্থবরং রামো যযৌ বদরপাচনম্ ।
তপস্বিসিদ্ধচরিতং যত্র কন্যা ধৃতব্রতা ॥ ১

ভরদ্বাজস্য দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।
শ্রুতাবতী নাম বিভো কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥ ২

তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভির্বৃতা ।
ভর্তা মে দেবরাজঃ স্যাদিতি নিশ্চিত্য ভামিনী ॥ ৩

সমাস্তস্যা ব্যতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
চরন্ত্যা নিয়মাংস্তাংস্তান্ স্ত্রীভিস্তীব্রান্ সুদুশ্চরান্ ॥ ৪

তস্যাস্তু তেন বৃত্তেন তপসা চ বিশাম্পতে ।
ভক্ত্যা চ ভগবান্ প্রীতঃ পরয়া পাকশাসনঃ ॥ ৫

আজগামাশ্রমং তস্যাস্ত্রিদশাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
আস্থায় রূপং বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬

সা তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্ ।
আচারৈর্মুনিভির্দৃষ্টৈঃ পূজয়ামাস ভারত ॥ ৭

উবাচ নিয়মজ্ঞা চ কল্যাণী সা প্রিয়ংবদা ।
ভগবান্ মুনিশার্দূল কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো ॥ ৮

সর্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্যামি সুব্রত ।
শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্যামি কথঞ্চন ॥ ৯

ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তপসা চ তপোধন ।
শক্রস্তোষয়িতব্যো বৈ ময়া ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১০

ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবঃ স্ময়ন্নিব নিরীক্ষ্য তাম্ ।
উবাচ নিয়মং জ্ঞাত্বা সান্ত্বয়ন্নিব ভারত ॥ ১১

উগ্রং তপশ্চরসি বৈ বিদিতা মেঽসি সুব্রতে ।
যদর্থময়মারম্ভস্তব কল্যাণি হৃদ্গতঃ ॥ ১২

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[বরদপাচনতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে শ্রুতাবতী ও অরুন্ধতীর তপস্যা বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! কুবের তীর্থ হইতে বলরাম বরদপাচন নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থে গমন করিলেন। এ স্থানে তপস্বী ও সিদ্ধ পুরুষগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। এ স্থানেই পূর্ব্বে উত্তম ব্রতচারিণী ভরদ্বাজের কন্যা, যাহার রূপ ও সৌন্দর্য্যের কোনও তুলনা হয় নাই, সেই কুমারী শ্রুতাবতী বাস করিতেন ॥ ১-২

এই ভামিনী বহু নিয়ম ধারণ করত সেখানে অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি নিজের সেই তপস্যার এই উদ্দেশ্য নিশ্চিত করিয়াছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন ॥ ৩

কুরুকুলবর্দ্ধন ! স্ত্রীগণের পক্ষে যে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য, সেই সমস্ত কঠোর নিয়ম পালন করিতে করিতে শ্রুতাবতীর সে স্থানে বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইল ॥ ৪

প্রজানাথ ! তাঁহার এই আচরণ, তপস্যা ও পরা ভক্তিতে ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৫

এই শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত তাঁহার আশ্রমে আসিলেন ॥ ৬

হে ভারত ! তিনি তপস্বী মুনিগণশ্রেষ্ঠ ও উগ্র তপঃ-পরায়ণ বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়া মুনিজনোচিত আচারসমূহের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৭

তারপর নিয়মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং মধুর ও প্রিয়ভাষিণী কল্যাণময়ী শ্রুতাবতী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—ভগবন্ মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রভো ! আমাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন ? সুব্রত ! আজ আমি যথাশক্তি আপনাকে সব কিছু প্রদান করিব, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার হস্ত আপনাকে ধারণ করিতে দিব না ॥ ৮-৯

তপোধন ! নিজ ব্রত, নিয়ম ও তপস্যা সকলের দ্বারা আমি ত্রিভুবন-সম্রাট্ ভগবান্ ইন্দ্রকেই সন্তুষ্ট করিব ॥ ১০

হে ভারত ! শ্রুতাবতী এই কথা বলিলে পর ভগবান্ ইন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার নিয়ম জানিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১

সুব্রতে ! আমি জানি, তুমি অতিশয় উগ্র তপস্যা করিতেছ। কল্যাণি ! সুমুখি ! যে উদ্দেশ্যে তুমি এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছ এবং তোমার হৃদয়ে যে সঙ্কল্প রহিয়াছে, তৎসমস্তই তোমার যথাযথভাবে সফল হইবে ॥ ১২॥

তচ্চ সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি বরাননে।
তপসা লভ্যতে সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি ॥ ১৩
যথা স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে।
তপসা তানি প্রাপ্যাণি তপোমূলং মহৎ সুখম্ ॥ ১৪
ইতি কৃত্বা তপো ঘোরং দেহং সংন্যস্য মানবাঃ।
দেবত্বং যান্তি কল্যাণি শৃণুষ্বৈকং বচো মম। ১৫
পঞ্চ চৈতানি সুভগে বদরাণি শুভব্রতে।
পচেত্যুক্ত্বা তু ভগবান্ জগাম বলসূদনঃ ॥ ১৬
আমন্ত্র্য তাং তু কল্যাণীং ততো জপ্যং জজাপ সঃ।
অবিদূরে ততস্তস্মাদাশ্রমাৎ তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৭
ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মানদ।
তস্যা জিজ্ঞাসনার্থং স ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ১৮
বদরাণামপচনং চকার বিবুধাধিপঃ।
ততঃ প্রতপ্তা সা রাজন্ বাগ্‌যতা বিগতক্লমা ॥ ১৯
তৎপরা শুচিসংবীতা পাবকে সমাধিশ্রয়ৎ।
অপচদ্ রাজশার্দূল বদরাণি মহাব্রতা ॥ ২০
তস্যাঃ পচন্ত্যাঃ সুমহান্ কালোঽগাৎ পুরুষর্ষভ।
ন চ স্ম তান্যপচ্যন্ত দিনঞ্চ ক্ষয়মভ্যগাৎ ॥ ২১
হুতাশনেন দগ্ধশ্চ যস্তস্যাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ঃ।
অকাষ্ঠমগ্নিং সা দৃষ্ট্বা স্বশরীরমথাদহৎ ॥ ২২
পাদৌ প্রক্ষিপ্য সা পূর্বং পাবকে চারুদর্শনা।
দগ্ধৌ দগ্ধৌ পুনঃ পাদাবুপাবর্তয়তানঘ ॥ ২৩
চরণৌ দহ্যমানৌ চ নাচিন্তয়দনিন্দিতা।
কুর্বাণা দুষ্করং কর্ম মহর্ষিপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ২৪
ন বৈমনস্যং তস্যাস্তু মুখভেদোঽথবাভবৎ।
শরীরমগ্নিনাঽঽদীপ্য জলমধ্যে যথা স্থিতা ॥ ২৫
তচ্চাস্যা বচনং নিত্যমবর্তদ্‌ধৃদি ভারত।
সর্বথা বদরাণ্যেব পক্তব্যানীতি কন্যকা ॥ ২৬
সা তন্মনসি কৃত্বৈব মহর্ষের্বচনং শুভা।
অপচদ্ বদরাণ্যেব ন চাপচ্যন্ত ভারত ॥ ২৭

শুভাননে! তপস্যার দ্বারা সব কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার মনোরথ যথার্থরূপে সিদ্ধ হইবে। দেবতাগণের যে দিব্যস্থান আছে, তাহা তপস্যার দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। মহাসুখপ্রাপ্তির মূল কারণ হইল তপস্যা ॥ ১৩-১৪

কল্যাণি! এই উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়া মনুষ্যগণ নিজ নিজ দেহত্যাগ করত দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে। তুমি এখন আমার একটি কথা শ্রবণ কর ॥ ১৫

সুভগে! শুভব্রতে! এই পাঁচটি বদর ফল আছে। তুমি ইহাদিগকে পাক কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ইন্দ্র কল্যাণী শ্রুতাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই আশ্রম হইতে অল্পদূরে অবস্থিত এক উত্তম তীর্থে গমন করিলেন এবং সেস্থানে স্নান করত জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

মানদ! এই তীর্থ তিন লোকে 'ইন্দ্রতীর্থ' বলিয়া বিখ্যাত। দেবরাজ ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র এই কন্যার মনোভাব পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বদরসকল সিদ্ধ হইতে দিলেন না ॥ ১৮½

রাজন্! তদনন্তর শৌচাচারসম্পন্না সেই শ্রুতপস্বিনী তাবতী পরিশ্রান্তা না হইয়া মৌনভাবে সেই ফলসকল অগ্নিতে চাপাইয়া দিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! তারপর সেই মহাব্রতা কুমারী শ্রুতাবতী অতিশয় তৎপরতার সহিত সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

পুরুষপ্রবর! এই ফলসকল পাক করিতে করিতে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু উহাদের পাক করিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই সেই দিন সমাপ্ত হইয়া যাইল ॥ ২১

তিনি যে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইল। তখন অগ্নিকে কাষ্ঠহীন হইতে দেখিয়া তিনি নিজের দেহকেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

নিষ্পাপ রাজন্! দেখিতে মনোহরা সেই কন্যা প্রথমে নিজের দুই পদ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই পদ দুইটি যখন দগ্ধ হইয়া যাইল, তখন তিনি পর পর নিজেকেই আরও অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই সাধ্বী শ্রুতাবতী নিজের পদ দুইটি জ্বলিয়া যাইলেও কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। তিনি মহর্ষির প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তিনি অল্পও বিমনা হইলেন না। মুখের ভাবও তাঁহার বিকৃত হইল ন। তিনি নিজের দেহকে জ্বালাইয়া এরূপ প্রসন্ন হইলেন যে, যেন তিনি জলের মধ্যে রহিয়াছেন ॥২৫

ভারত! সেই কন্যার মনের নিরন্তর এই কথাই চিন্তা হইতে লাগিল যে, এই ফলসকল এইভাবেই পাক করিতে হয় ॥২৬

হে ভরতবংশধর! মহর্ষি বশিষ্ঠের কথা মনে রাখিয়া এই শুভলক্ষণা কন্যা শ্রুতাবতী সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি উহা পাক (সিদ্ধ) করিতে সমর্থা হইলেন না ॥ ২৭

তস্যাস্তু চরণৌ বহ্নির্দদাহ ভগবান্ স্বয়ম্।
ন চ তস্যা মনোদুঃখং স্বল্পমপ্যভবৎ তদা ॥ ২৮
অথ তৎ কর্ম দৃষ্ট্বাস্যাঃ প্রীতস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাত্মনঃ ॥ ২৯
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠস্তাং কন্যাং সুদৃঢ়ব্রতাম্।
প্রীতোঽস্মি তে শুভে ভক্ত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ৩০
তস্মাদ্ যোঽভিমতঃ কামঃ স তে সম্পৎস্যতে শুভে।
দেহং ত্যক্ত্বা মহাভাগে ত্রিদিবে ময়ি বৎস্যসি ॥ ৩১
ইদঞ্চ তে তীর্থবরং স্থিরং লোকে ভবিষ্যতি।
সর্বপাপাপহং সুভ্রু নাম্না বদরপাচনম্ ॥ ৩২
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিরভিপ্লুতম্।
অস্মিন্ খলু মহাভাগে শুভে তীর্থবরেঽনঘে ॥ ৩৩
ত্যক্ত্বা সপ্তর্ষয়ো জগ্মুর্হিমবন্তমরুন্ধতীম্।
ততস্তে বৈ মহাভাগা গত্বা তত্র সুসংশিতাঃ ॥ ৩৪
বৃত্ত্যর্থং ফলমূলানি সমাহর্তুং যযুঃ কিল।
তেষাং বৃত্ত্যর্থিনাং তত্র বসতাং হিমবদ্বনে ॥ ৩৫
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা তদা দ্বাদশবার্ষিকী।
তে কৃত্বা চাশ্রমং তত্র ন্যবসন্ত তপস্বিনঃ ॥ ৩৬
অরুন্ধত্যপি কল্যাণী তপোনিত্যাভবৎ তদা।
অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা তীব্রং নিয়মমাস্থিতাম্ ॥ ৩৭
অথাগমৎ ত্রিনয়নঃ সুপ্রীতো বরদস্তদা।
ব্রাহ্মং রূপং ততঃ কৃত্বা মহাদেবো মহাযশাঃ ॥ ৩৮
তামভ্যেত্যাব্রবীদ্ দেবো ভিক্ষামিচ্ছাম্যহং শুভে।
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তং ব্রাহ্মণং চারুদর্শনা ॥ ৩৯
ক্ষীণোঽন্নসঞ্চয়ো বিপ্র বদরাণীহ ভক্ষয়।
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ পচস্বৈতানি সুব্রতে ॥ ৪০
ইত্যুক্তা সাপচৎ তানি ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া।
অধিশ্রিত্য সমিদ্ধেঽগ্নৌ বদরাণি যশস্বিনী ॥ ৪১
দিব্যা মনোরমাঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শুশ্রাব সা তদা।
অতীতা সা ত্বনাবৃষ্টির্ঘোরা দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৪২

ভগবান্ অগ্নি স্বয়ংই তাঁহার দুই পদ দগ্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার মনে তখন অল্পও দুঃখ হইল না ॥ ২৮

তাঁহার এই কর্ম্ম দেখিয়া ত্রিভুবনের অধিপতি ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তারপর তিনি কন্যা শ্রুতাবতীকে নিজের যথার্থরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৯

ইহার পর সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দৃঢ়তার সহিত উত্তমব্রতপালনকারিণী সেই কন্যাকে বলিলেন—শুভে! আমি তোমার তপস্যা, নিয়মপালন ও ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কল্যাণি! অতএব তোমার যে অভীষ্ট মনোরথ, উহা পূর্ণ হইবে। মহাভাগে! তুমি তোমার এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আমার নিকটে বাস করিবে ॥ ৩০-৩১

সুভ্রু! তোমার এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ জগতে স্থির থাকিবে এবং 'বরদপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সমস্ত পাপসকল নাশ করিবে ॥ ৩২

এই তীর্থ তিন লোকেই প্রসিদ্ধ হইবে। বহু ব্রহ্মর্ষিগণও ইহাতে স্নান করিবে। নিষ্পাপে মহাভাগে! এক সময় সপ্তর্ষিগণ এই মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠ তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছিলেন ॥ ৩৩½

সেখানে উপস্থিত হইয়া কঠোর ব্রতপালনকারী এই মহাভাগ মহর্ষিগণ জীবননির্ব্বাহের জন্য ফল-মূল আনিতে বনে গমন করিলেন ॥ ৩৪½

জীবিকার ইচ্ছায় তাঁহারা যখন হিমালয়ের বনে বাস করি- ছিলেন, তখন বার বর্ষকাল এই দেশে বৃষ্টি হয় নাই ॥ ৩৫

সেই তপস্বী মুনিগণ সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় কল্যাণী অরুন্ধতীও এ- তপস্যায় নিরতা ছিলেন ॥ ৩৬½

কঠোর নিয়মের আশ্রয় লইয়া অরুন্ধতীকে তপস্যা করি- দেখিয়া ত্রিলোচন বরদায়ক ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় হইলেন ॥ ৩৭½

তারপর মহাযশস্বী মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত নিকটে যাইয়া বলিলেন—শুভে! আমি ভিক্ষা চাহিতেছি।

তখন পরমা সুন্দরী অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণকে বলি- বিপ্রবর! অন্ন যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহা শেষ হইয়া গি- এখন এস্থানে এই বদর ফলসকল আছে, ইহা ভক্ষণ করুন।

তখন মহাদেব বলিলেন,—সুব্রতে! তুমি এই বদ- পাক করিয়া দাও। তিনি এইরূপ আদেশ দান করি- যশস্বিনী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই বদ- সকল প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপিত করিয়া পাক করিতে করিলেন ॥ ৪০-৪১

সেই সময় তিনি পরমপবিত্র ও মনোহর দিব্য ক- শুনিতে পাইলেন। তিনি অনাহারে বদর ফলসক-

অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃণ্বন্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ।
দিনোপমঃ স তস্যাথ কালোঽতীতঃ সুদারুণঃ ॥ ৪৩
ততস্তু মুনয়ঃ প্রাপ্তাঃ ফলান্যাদায় পর্বতাৎ।
ততঃ স ভগবান্ প্রীতঃ প্রোবাচারুন্ধতীং ততঃ ॥ ৪৪
উপসর্পস্ব ধর্মজ্ঞে যথাপূর্বমিমানৃষীন্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞে তপসা নিয়মেন চ ॥৪৫
ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্বরূপং ভগবান্ হরঃ।
ততোঽব্রবীৎ তদা তেভ্যস্তস্যাশ্চ চরিতং মহৎ ॥ ৪৬
ভবদ্ভির্হিমবৎপৃষ্ঠে যৎ তপঃ সমুপার্জিতম্।
অস্যাশ্চ যৎ তপো বিপ্রা ন সমং তন্মতং মম ॥ ৪৭
অনয়া হি তপস্বিন্যা তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্।
অনশ্নন্ত্যা পচন্ত্যা চ সমা দ্বাদশ পারিতাঃ ॥ ৪৮
ততঃ প্রবাচ ভগবাংস্তামেবারুন্ধতীং পুনঃ।
বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি যৎ তেঽভিলষিতং হৃদি ॥ ৪৯
সাব্রবীৎ পৃথুতাম্রাক্ষী দেবং সপ্তর্ষিসংসদি।
ভগবান্ যদি মে প্রীতস্তীর্থং স্যাদিদমদ্ভুতম্ ॥ ৫০
সিদ্ধদেবর্ষিদয়িতং নাম্না বদরপাচনম্।
তথাস্মিন্ দেবদেবেশ ত্রিরাত্রমুষিতঃ শুচিঃ ॥ ৫১
প্রাপ্নুয়াদুপবাসেন ফলং দ্বাদশবার্ষিকম্।
এবমস্ত্বিতি তাং দেবঃ প্রত্যুবাচ তপস্বিনীম্ ॥ ৫২
সপ্তর্ষিভিঃ স্তুতো দেবস্ততো লোকং যযৌ তদা।
ঋষয়ো বিস্ময়ং জগ্মুস্তাং দৃষ্ট্বা চাপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ৫৩
অশ্রান্তাং চাবিবর্ণাঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাসমাবৃতাম্।
এবং সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্তা অরুন্ধত্যা বিশুদ্ধয়া ॥৫৪
যথা ত্বয়া মহাভাগে মদর্থং সংশিতব্রতে।
বিশেষো হি ত্বয়া ভদ্রে ব্রতে হ্যস্মিন্ সমর্পিতঃ ॥ ৫৫
তথা চেদং দদাম্যত্র নিয়মেন সুতোষিতঃ।
বিশেষং তব কল্যাণি প্রযচ্ছামি বরং বরে ॥ ৫৬

করিতে করিতে মঙ্গলময়ী কথাসমূহ শুনিতে থাকিলেন। ইহার মধ্যেই সেই বার বৎসরের ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি শেষ হইয়া যাইল। সেই অত্যন্ত দারুণ সময় তাঁহার একদিনের ন্যায় অতিক্রান্ত হইল ॥ ৪২-৪৩

তদনন্তর সপ্তর্ষিগণ হিমালয় পর্ব্বত হইতে ফলসকল লইয়া সেস্থানে আসিলেন। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া অরুন্ধতীকে বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞে! এখন তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই ঋষিগণের নিকট গমন কর। ধর্ম্মজ্ঞে দেবি! আমি তোমার তপস্যা ও নিয়মে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ৪৪-৪৫

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর নিজের স্বরূপ তাঁহাকে দর্শন করাইলেন এবং সেই সপ্তর্ষিগণকে অরুন্ধতীর মহৎ চরিত্রের কথা বলিলেন ॥ ৪৬

তিনি বলিলেন,—বিপ্রগণ! আপনারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া যে তপস্যা করিয়াছেন এবং অরুন্ধতী এস্থানে থাকিয়া যে তপস্যা করিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই—ইহাই আমার অভিমত (অরুন্ধতীর তপস্যাই শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪৭

এই তপস্বিনী অরুন্ধতী অনাহারে বদর ফলসকল পাক করিতে করিতে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। এইভাবে সে দুষ্কর তপস্যা উপার্জন করিয়াছে ॥ ৪৮

ইহার পর ভগবান্ শঙ্কর পুনরায় অরুন্ধতীকে বলিলেন,—কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর ॥ ৪৯

তখন বিশাল ও অরুণ নেত্রযুক্তা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সভায় মহাদেবকে বলিলেন—ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় এবং অদ্ভুত এক তীর্থে পরিণত হউক ॥ ৫০;

দেবেশ্বর! এই তীর্থে তিন রাত্রি পবিত্রভাবে বাস করত বার বৎসর পর্য্যন্ত উপবাসের ফললাভ করিতে পারিবে ॥ ৫১½

তখন মহাদেব সেই তপস্বিনী অরুন্ধতীকে বলিলেন—'এবমস্তু' ইহাই হউক। তারপর সপ্তর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিলেন। অনন্তর মহাদেব স্বলোকে গমন করিলেন ॥ ৫২½

অরুন্ধতী ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্তা হইলে পরও তিনি শ্রান্ত হন্ নাই এবং তাঁহার অঙ্গকান্তিও নষ্ট হয় নাই। ইঁহাকে দেখিয়া ঋষিগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৫৩½

কঠোর ব্রতপালিনী মহাভাগে! এইরূপে বিশুদ্ধহৃদয়া অরুন্ধতীদেবী এস্থানে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপ তুমি আমার জন্য তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। ভদ্রে! তুমি এই ব্রতে বিশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছ ॥ ৫৪-৫৫

সতী কল্যাণি! আমি তোমার নিয়মে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বিশেষ বর প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬

অরুন্ধত্যা বরস্তস্যা যো দত্তো বৈ মহাত্মনা।
তস্য চাহং প্রভাবেণ তব কল্যাণি তেজসা ॥ ৫৭
প্রবক্ষ্যামি পরং ভূয়ো বরমত্র যথাবিধি।
যস্ত্বেকং রজনীং তীর্থে বৎস্যতে সুসমাহিতঃ ॥ ৫৮
স স্নাত্বা প্রাপ্স্যতে লোকান্ দেহন্যাসাৎ সুদুর্লভান্
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
শ্রুতাবতীং ততঃ পুণ্যাং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
গতে বজ্রধরে রাজংস্তত্র বর্ষং পপাত হ ॥ ৬০
পুষ্পাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ দিব্যানাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুস্তত্র মহাস্বনাঃ ॥ ৬১
মারুতশ্চ ববৌ পুণ্যঃ পুণ্যগন্ধো বিশাম্পতে।
উৎসৃজ্য তু শুভা দেহং জগামাস্য চ ভার্য্যতাম্ ॥৬২
তপসোগ্রেণ তং লব্ধ্বা তেন রেমে সহাচ্যুত।

জনমেজয় উবাচ।

কা তস্যা ভগবান্ মাতা ক্ব সংবৃদ্ধা চ শোভনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভরদ্বাজস্য বিপ্রর্ষেঃ স্কন্নং রেতো মহাত্মনঃ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বাপ্সরসমায়ান্তীং ঘৃতাচীং পৃথুলোচনাম্।
স তু জগ্রাহ তদ্রেতঃ করেণ জপতাং বরঃ ॥ ৬৫
তদাপতৎ পর্ণপুটে তত্র সা সমভবৎ সুতা।
তস্যাস্তু জাতকর্মাদি কৃত্বা সর্বং তপোধনঃ ॥ ৬৬
নাম চাস্যাঃ স কৃতবান্ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
শ্রুতাবতীতি ধর্মাত্মা দেবর্ষিগণসংসদি।
স্বে চ তামাশ্রমে ন্যস্য জগাম হিমবদ্বনম্ ॥ ৬৭
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য মহানুভাবো
বসূনি দত্ত্বা চ মহাদ্বিজেভ্যঃ।
জগাম তীর্থং সুসমাহিতাত্মা
শক্রস্য বৃষ্ণিপ্রবরস্তদানীম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে বদরপাচনতীর্থকথনে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

কল্যাণি! মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর অরুন্ধতীদেবীকে যে বর-প্রদান করিয়াছিলেন, তোমার তেজ ও প্রভাবে আমি তাহা হইতেও অতি উত্তম বরপ্রদান করিতেছি ॥ ৫৭½

যে এই তীর্থে একাগ্রচিত্তে একরাত্রি বাস করিবে, সে এই তীর্থে স্নান করত দেহত্যাগের পর অন্যের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ পুণ্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৮½

পুণ্যময়ী শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া সহস্রলোচন প্রতাপ-শালী ভগবান্ ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৯½

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! বজ্রধারী ইন্দ্র চলিয়া যাইলে পর সেখানে পবিত্র সুগন্ধযুক্ত দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে থাকিল এবং তীব্র শব্দকারী দেবদুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল ॥ ৬০-৬১

প্রজানাথ! পাবন সুগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। শুভলক্ষণা শ্রুতাবতী নিজ দেহত্যাগ করত ইন্দ্রের ভার্য্যা হইলেন। অচ্যুত! তিনি স্বীয় উগ্র তপস্যায় ইন্দ্রকে পতিরূপে লাভ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! সুন্দরী শ্রুতাবতীর মাতা কে ছিলেন এবং তিনি কোথায় পালিত হইয়াছিলেন? ইহা আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিপ্রবর! ইহা শুনিবার [illegible] আমাল মনে অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! একদিন বিশালনয়না ঘৃতাচী অপ্সরা কোন স্থান হইতে আসিতেছিল, উহাকে দেখিয়া মহাত্মা মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্য্য স্খলিত হয় ॥ ৬৪

জপকারীদিগর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি ভরদ্বাজ সেই বীর্য্যকে [illegible] হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ এক পত্রের [illegible] (ডোঙ্গায়) পতিত হইল। সে স্থানেই এই কন্যা জন্ম[illegible] করেন ॥ ৬৫½

তপোধন ধর্ম্মাত্মা মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি [illegible] সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করত দেবর্ষিগণের সভায় উঁহার [illegible] রাখিলেন 'শ্রুতাবতী'। তারপর সেই কন্যাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ের বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ৬৬-৬৭

বৃষ্ণিবংশপ্রধান মহানুভব বলরাম সেই তীর্থেও স্নান [illegible] ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করত সেই সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া সে[illegible] হইতে 'ইন্দ্রতীর্থে' গমন করিলেন ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা ও সারস্বত উপাখ্যান প্রসঙ্গে বদরপাচনতীর্থকথনবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ইন্দ্রতীর্থ রামতীর্থ যমুনাতীর্থাদিত্যতীর্থানাঞ্চ মহিমকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইন্দ্রতীর্থং ততো গত্বা যদূনাং প্রবরো বলঃ ।
বিপ্রেভ্যো ধনরত্নানি দদৌ স্নাত্বা যথাবিধি ॥ ১
তত্র হ্যমররাজোঽসাবীজে ক্রতুশতেন চ ।
বৃহস্পতেশ্চ দেবেশঃ প্রদদৌ বিপুলং ধনম্ ॥ ২
নিরর্গলান্ সজারূথ্যান্ সর্বান্ বিবিধদক্ষিণান্ ।
আজহার ক্রতুস্তত্র যথোক্তান্ বেদপারগৈঃ ॥ ৩
তান্ ক্রতূন্ ভরতশ্রেষ্ঠ শতকৃত্বো মহাদ্যুতিঃ ।
পূরয়ামাস বিধিবৎ ততঃ খ্যাতঃ শতক্রতুঃ ॥ ৪
তস্য নাম্না চ তৎ তীর্থং শিবং পুণ্যং সনাতনম্
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৫
উপস্পৃশ্য চ তত্রাপি বিধিবন্মুসলায়ুধঃ ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা চ সদাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ৬
শুভং তীর্থবরং তস্মাদ্ রামতীর্থং জগামহ ।
যত্র রামো মহাভাগো ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ ॥ ৭
অসকৃৎ পৃথিবীং জিত্বা হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্ ।
উপাধ্যায়ং পুরস্কৃত্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ॥ ৮
অয়জদ্ বাজপেয়েন সোঽশ্বমেধশতেন চ ।
প্রদদৌ দক্ষিণাং চৈব পৃথিবীং বৈ সসাগরাম্ ॥ ৯
দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতম্ ।
সগো-হস্তিক-দাসীকং সাজাবি গতবান্ বনম্ ॥১০
পুণ্যে তীর্থবরে তত্র দেব-ব্রহ্মর্ষিসেবিতে ।
মুনীংশ্চৈবাভিবাদ্যাথ যমুনাতীর্থমাগমৎ ॥ ১১
যত্রানয়ামাস তদা রাজসূয়ং মহীপতে ।
পুত্রোঽদিতের্মহাভাগো বরুণো বৈ সিতপ্রভঃ ॥ ১২
তত্র নির্জিত্য সংগ্রামে মানুষান্ দেবতাস্তথা ।
বরং ক্রতুং সমাজহ্রে বরুণঃ পরবীরহা ॥ ১৩
তস্মিন্ ক্রতুবরে বৃত্তে সংগ্রামঃ সমজায়ত ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥ ১৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ইন্দ্রতীর্থ, রামতীর্থ, যমুনাতীর্থ এবং আদিত্যতীর্থের মহিমা কথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেস্থান হইতে ইন্দ্রতীর্থে গমন করত স্নান করিয়া যদুকুলতিলক বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধন ও রত্নসকল দান করিলেন ॥ ১

এই তীর্থে দেবেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং বৃহস্পতিকে প্রচুর ধনদান করিলেন ॥ ২

নানাবিধ দক্ষিণাযুক্ত ও পুষ্ট এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ ইন্দ্র বেদসমূহে পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না পাইয়াই পূর্ণ করিয়া লইলেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই সকল যজ্ঞ শতবার করিয়া বিধিপূর্ব্বক পূর্ণ করিলেন ; এই কারণে ইন্দ্র 'শতক্রতু' নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪

তাঁহারই নাম অনুসারে এই সর্ব্বপাপহারী, কল্যাণকারী এবং সনাতন পুণ্যতীর্থ 'ইন্দ্রতীর্থ' নামে প্রখ্যাত হইল ॥ ৫

মুসলধারী বলরাম এই তীর্থেও বিধিপূর্ব্বক স্নান এবং উত্তম ভোজন ও বস্ত্র সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত সেস্থান হইতে শুভ তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৬½

যেখানে মহাতপস্বী ভৃগুবংশজাত মহাভাগ পরশুরাম বারংবার ক্ষত্রিয়নরপতিগণকে সংহার করত এই পৃথিবীকে জয় করিবার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপকে আচার্য্যরূপে অগ্রে রাখিয়া বাজপেয় এবং একশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন ও দক্ষিণা-রূপে সমুদ্রসহ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে দান করিলেন ॥ ৭-৯

নানাপ্রকার রত্ন, গো, হস্তী, দাস, দাসী ও ছাগল-ভেঁড়াসহ অনেক প্রকার বস্তু দান করত বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ১০

পৃথীনাথ! দেবতা ও ব্রাহ্মণগণসেবিত সেই উত্তম পুণ্যময় তীর্থে মুনিবৃন্দকে প্রণাম করত বলরাম যমুনাতীর্থে আসিলেন, যেখানে অদিতির মহাভাগ পুত্র গৌরকান্তি বরুণদেব রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১১-১২

শত্রুবীর সংহারকারী বরুণদেব সংগ্রামে মনুষ্য ও দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩

রাজন্! এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর দেবতা এবং দানবগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহা তিন লোকের পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ১৪

রাজসূয়ে ক্রতুশ্রেষ্ঠে নিবৃত্তে জনমেজয় ।
জায়তে সুমহাঘোরঃ সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি ॥ ১৫
তত্রাপি লাঙ্গলী দেব ঋষীনভ্যর্চ্য পূজয়া ।
ইতরেভ্যোঽপ্যদাদ্ দানমর্থিভ্যঃ কামদো বিভুঃ ॥ ১৬
বনমালী ততো হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ।
তস্মাদাদিত্যতীর্থঞ্চ জগাম কমলেক্ষণঃ ॥ ১৭
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ জ্যোতির্ভাস্করো রাজসত্তম ।
জ্যোতিষামাধিপত্যঞ্চ প্রভাবং চাভ্যপদ্যত ॥ ১৮
তস্যা নদ্যাস্তু তীরে বৈ সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ।
বিশ্বেদেবাঃ সমরুতো গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ হ ॥ ১৯
দ্বৈপায়নঃ শুকশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ মধুসূদনঃ ।
যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব পিশাচাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবো যোগসিদ্ধাঃ সহস্রশঃ ।
তস্মিংস্তীর্থে সরস্বত্যাঃ শিবে পুণ্যে পরন্তপ ॥ ২১
তত্র হত্বা পুরা বিষ্ণুরসুরৌ মধু-কৈটভৌ ।
আপ্লুত্য ভরতশ্রেষ্ঠ তীর্থপ্রবর উত্তমে ॥ ২২
দ্বৈপায়নশ্চ ধর্মাত্মা তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত ।
সম্প্রাপ্য পরমং যোগং সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥ ২৩
অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ ।
পরমং যোগমাস্থায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

জনমেজয়! ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পর সেই দেশের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ১৫

সকলেরই ইচ্ছা পূরণকারী ভগবান্ হলধর এই তীর্থেও স্নান এবং ঋষিদিগকে পূজা করত অন্য যাচকগণকেও ধনদান করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর মহর্ষিগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শ্রবণ করত প্রসন্ন হইয়া বনমালাধারী কমলনয়ন বলরাম সেখান হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেখানে যজ্ঞ করত জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ ভাস্কর জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদির আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৮

প্রজানাথ! এই নদীর তীরে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাবৃন্দ, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসকল, দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, শুকদেব, মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ—ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য বহু সংখ্যক পুরুষ সহস্র সহস্র সংখ্যায় যোগসিদ্ধ হইয়া যাইলেন ॥ ১৯-২০½

শত্রুতাপন ভরতশ্রেষ্ঠ! সরস্বতীর সেই সর্ব্বোত্তম কল্যাণকর পুণ্যতীর্থে প্রথমে মধু ও কৈটভনামক দুই অসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্নান করিয়াছিলেন। ভারত! এইরূপে ধর্ম্মাত্মা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবও এই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি পরম যোগ লাভ করত উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২১-২৩

মহাতপস্বী অসিত দেবল ঋষি এই তীর্থে পরম যোগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[আদিত্যতীর্থস্য মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেঽসিতদেবলস্য জৈগীষব্যমুনেশ্চ চরিত্রকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্নেব তু ধর্মাত্মা বসতি স্ম তপোধনঃ।
গার্হস্থ্যং ধর্মমাস্থায় হ্যসিতো দেবলঃ পুরা ॥ ১
ধর্মনিত্যঃ শুচির্দান্তো ন্যস্তদণ্ডো মহাতপাঃ।
কর্মণা মনসা বাচা সমঃ সর্বেষু জন্তুষু ॥ ২
অক্রোধনো মহারাজ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যবৃত্তির্যমবৎ সমদর্শনঃ ॥ ৩
কাঞ্চনে লোষ্ঠভাবে চ সমদর্শী মহাতপাঃ।
দেবানপূজয়ন্নিত্যমতিথীংশ্চ দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৪
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং সদা ধর্মপরায়ণঃ।
ততোঽভ্যেত্য মহাভাগ যোগমাস্থায় ভিক্ষুকঃ ॥ ৫
জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাংস্তস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
দেবলস্যাশ্রমে রাজন্ ন্যবসৎ স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৬
যোগনিত্যো মহারাজ সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাতপাঃ।
তং তত্র বসমানং তু জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥ ৭
দেবলো দর্শয়ন্নেব নৈবাযুঞ্জত ধর্মতঃ।
এবং তয়োর্মহারাজ দীর্ঘকালো ব্যতিক্রমৎ ॥ ৮
জৈগীষব্যং মুনিবরং ন দদর্শাথ দেবলঃ।
আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড্ জনমেজয় ॥ ৯
উপাতিষ্ঠত ধর্মজ্ঞো ভৈক্ষকালে স দেবলম্।
স দৃষ্ট্বা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ॥ ১০
গৌরবং পরমং চক্রে প্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা।
দেবলস্তু যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ॥ ১১
ঋষিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্বীঃ সমাহিতঃ।
কদাচিৎ তস্য নৃপতে দেবলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[আদিত্যতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে অসিত দেবল ও জৈগীষব্য-মুনির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বহু পূর্ব্বেকার কথা, এই তীর্থে তপোধন ধর্ম্মাত্মা অসিতদেবলমুনি গৃহস্থ-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত বাস করিতেছিলেন ॥ ১

তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি কাহাকেও দণ্ডদান করিতেন না এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত জীবের প্রতি সমান ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন ॥ ২

মহারাজ! ইঁহার মধ্যে ক্রোধ ছিল না। তিনি নিজের নিন্দা ও স্তুতিকে সমভাবে দেখিতেন। প্রিয় ও অপ্রিয়প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমান থাকিত। তিনি যমের ন্যায় সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখিতেন ॥ ৩

স্বর্ণ ও মৃত্তিকাখণ্ড উভয় পদার্থকেই মহাতপস্বী দেবল সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং প্রতিদিন দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিথিদের পূজা এবং আদর-সৎকার করিতেন ॥ ৪

এই মুনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যপালনে তৎপর থাকিতেন। তিনি সব সময়েই ধর্ম্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া থাকিতেন। মহাভাগ! একদিন বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী জৈগীষব্য মুনি যোগ অবলম্বন করিয়া সেই তীর্থে আসিলেন এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫½

রাজন্! মহারাজ! এই মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী জৈগীষব্য সদা যোগ অবলম্বন করত অবস্থান পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দেবলের আশ্রমেই তখন বাস করিতে থাকিলেন ॥ ৬½

যদিও মহামুনি জৈগীষব্য সেই আশ্রমেই থাকিতেন, তথাপি দেবলমুনি তাঁহাকে দেখাইয়াই যেন ধর্ম্মানুসারে কোন যোগসাধনা করিতেন না। এইরূপে সেস্থানে অবস্থান করিতে করিতে উভয়েরই বহুকাল অতিবাহিত হইল ॥ ৭-৮

জনমেজয়! তদনন্তর কিছু কাল এরূপ হইতে লাগিল যে, দেবল মুনিবর জৈগীষব্যকে অন্য কোন সময়েই দেখিতে পাইতেন না। ধর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী জৈগীষব্য কেবল ভোজন বা ভিক্ষা গ্রহণ করিবার সময়েই দেবলের নিকট আসিতেন ॥ ৯½

ভারত! সন্ন্যাসীর রূপে উপস্থিত মহামুনি জৈগীষব্যকে দেখিয়া দেবল তাঁহার প্রতি অতিশয় সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন করিতে করিতে যথাশক্তি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহু বর্ষ তাঁহার অতিক্রান্ত হইল ॥ ১০-১১½

নৃপতে! একদিন মহাতেজস্বী জৈগীষব্য মুনিকে দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবলের মনে অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল ॥ ১২½

চিন্তা সুমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিম্ ।
সমাস্তু সমতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ পূজয়তো মম ॥ ১৩
ন চায়মলসো ভিক্ষুরভ্যভাষত কিঞ্চন ।
এবং বিগণয়ন্নেব স জগাম মহোদধিম্ ॥ ১৪
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্য দেবলঃ ।
গচ্ছন্নেব স ধর্মাত্মা সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ১৫
জৈগীষব্যং ততোঽপশ্যদ্ গতং প্রাগেব ভারত ।
ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামাথামিতপ্রভঃ ॥১৬
কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তদা ॥ ১৭
স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবচ্ছুচির্জপ্যং জজাপ সঃ ।
কৃতজপ্যাহ্নিকঃ শ্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ ॥ ১৮
কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয় ।
ততঃ স প্রবিশন্নেব স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ ॥ ১৯
আসীনমাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত ।
ন ব্যাহরতি চৈবৈনং জৈগীষব্যঃ কথঞ্চন ॥ ২০
কাষ্ঠভূতোঽহশ্রমপদে বসতি স্ম মহাতপাঃ ।
তং দৃষ্ট্বা চাপ্লুতং তোয়ে সাগরে সাগরোপমম্ ॥
প্রবিষ্টমাশ্রমং চাপি পূর্বমেব দদর্শ সঃ ।
অসিতো দেবলো রাজংশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র তদা স মুনিসত্তমঃ ॥ ২৩
ময়া দৃষ্টঃ সমুদ্রে চ আশ্রমে চ কথং ত্বয়ম্ ।
এবং বিগণয়ন্নেব স মুনির্মন্ত্রপারগঃ ॥ ২৪
উৎপপাতাশ্রমাৎ তস্মাদন্তরিক্ষং বিশাম্পতে ।
জিজ্ঞাসার্থং তদা ভিক্ষোর্জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥
সোঽন্তরিক্ষচরান্ সিদ্ধান্ সমপশ্যৎ সমাহিতান্
জৈগীষব্যঞ্চ তৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানমপশ্যত ॥
ততোঽসিতঃ সুসংরব্ধো ব্যবসায়ী দৃঢ়ব্রতঃ ।
অপশ্যদ্ বৈ দিবং যান্তং জৈগীষব্যং স দেবলঃ

তিনি চিন্তা করিলেন,—ইঁহার পূজা করিতে করিতে আমার বর্ষ অতিবাহিত হইল ; কিন্তু এই অলস ভিক্ষু আজ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিলেন না ॥ ১৩½

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমান্ দেবলমুনি হস্তে কলস লইয়া আকাশমার্গে সমুদ্রের তীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪½

ভারত ! নদীপতি সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই ধর্ম্মাত্মা দেবল দেখিতে পাইলেন যে, সেস্থানে পূর্ব্বেই জৈগীষব্য মুনি আসিয়াছেন ॥ ১৫½

তখন অমিততেজস্বী মহর্ষি অসিত-দেবল চিন্তার সহিত আশ্চর্য্যান্বিতও হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—এই ভিক্ষু পূর্ব্বেই কিভাবে আসিলেন ? ইনি ত' সমুদ্রে স্নান-কার্য্যও পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

জনমেজয় ! তারপর তিনি সমুদ্রে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত পবিত্র হইয়া জপযোগ্য মন্ত্রজপ করিলেন। জপাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীমান্ দেবল জলপূর্ণ কলস লইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৮½

আশ্রমে প্রবেশ করত দেবলমুনি সেখানে উপবিষ্ট জৈগীষব্য-মুনিকে দর্শন করিলেন, কিন্তু জৈগীষব্য সেই সময় তাঁহার সহিত কোনরূপ ব্যাক্যালাপ করিলেন না। এই মহাতপস্বী মুনি আশ্রমে কাষ্ঠমৌন গ্রহণ করত বাস করিতে লাগিলেন। ॥

রাজন্ ! সমুদ্রসদৃশ অত্যন্ত প্রভাবশালী মুনি জৈ সমুদ্রের জলে স্নান করিবার পর তাঁহার পূর্ব্বেই আশ্রমে হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ অসিত দেবল পুনরায় হইলেন ॥ ২১-২২

রাজেন্দ্র ! জৈগীষব্যের তপস্যার এই যোগজনিত দেখিয়া এই মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন ইঁহাকে সমুদ্রে তটে দেখিলাম, সুতরাং তিনি কিভাবে উপস্থিত হইলেন ? ২৩½

প্রজানাথ ! এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রসমূহে এই বিদ্বান্ মুনি দেবল সেই আশ্রম হইতে আকাশে উড়িয়া চলিলেন। সেই সময় ভিক্ষু জৈগীষব্যকে পরীক্ষা জন্য তিনি এইরূপ করিলেন ॥ ২৪-২৫

উপরে উঠিয়া তিনি অন্তরিক্ষে বিচরণকারী একাগ্রচিত্ত সিদ্ধকে দর্শন করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দ্বারা পূজিত জৈগীষব্যমুনিকেও দেখিতে পাইলেন। ২৬

তদনন্তর দৃঢ়তাপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী দৃঢ়নিশ্চয় মুনি অতিশয় রুষ্ট হইলেন। তারপর তিনি জৈগীষব্যকে লোকের দিকে যাইতে দেখিলেন ॥ ২৭

তস্মাৎ তু পিতৃলোকং তং ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
পিতৃলোকাচ্চ তং যান্তং যাম্যং লোকমপশ্যত। ২৮
তস্মাদপি সমুৎপত্য সোমলোকমভিপ্লুতম্।
ব্রজন্তমন্বপশ্যৎ স জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥ ২৯
লোকান্ সমুৎপতন্তং তু শুভানেকান্তযাজিনাম্।
ততোঽগ্নিহোত্রিণাং লোকাংস্ততশ্চাপ্যুৎপপাত হ ॥ ৩০
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি তপোধনাঃ।
তেভ্য স দদৃশে ধীমাঁল্লোকেভ্যঃ পশুযাজিনাম্ ॥ ৩১
ব্রজন্তং লোকমমলমপশ্যদ্ দেবপূজিতম্।
চাতুর্মাস্যৈর্বহুবিধৈর্যজন্তে যে তপোধনাঃ ॥ ৩২
তেষাং স্থানং ততো যান্তং তথাগ্নিষ্টোমযাজিনাম্।
অগ্নিষ্টুতেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ ॥ ৩৩
তৎ স্থানমনুসম্প্রাপ্তমন্বপশ্যত দেবলঃ।
বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুসুবর্ণকম্ ॥ ৩৪
আহরন্তি মহাপ্রাজ্ঞাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত।
যজন্তে রাজসূয়েন পুণ্ডরীকেন চৈব যে ॥ ৩৫
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
অশ্বমেধং ক্রতুবরং নরমেধং তথৈব চ ॥ ৩৬
আহরন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত।
সর্বমেধঞ্চ দুষ্প্রাপং তথা সৌত্রামণিঞ্চ যে ॥ ৩৭
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈশ্চ যজন্তে বিবিধৈর্নৃপ ॥ ৩৮
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
মৈত্রাবরুণয়োর্লোকানাদিত্যানাং তথৈব চ ॥ ৩৯
সলোকতামনুপ্রাপ্তমপশ্যত ততোঽসিতঃ।
রুদ্রাণাঞ্চ বসূনাঞ্চ স্থানং যচ্চ বৃহস্পতেঃ ॥ ৪০
তানি সর্বাণ্যতীতানি সমপশ্যৎ ততোঽসিতঃ।
আরুহ্য চ গবাং লোকং প্রয়াতে ব্রহ্মসত্রিণাম্ ॥ ৪১
লোকানপশ্যদ্ গচ্ছন্তং জৈগীষব্যং ততোঽসিতঃ।
ত্রীঁল্লোকানপরান্ বিপ্রমুৎপতন্তং স্বতেজসা ॥ ৪২

স্বর্গলোক হইতে তাঁহাকে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে তাঁহাকে যমলোকে যাইতে দেখিলেন ॥ ২৮

সেস্থানে হইতেও উপরে উঠিয়া মহামুনি জৈগীষব্যকে জলময় চন্দ্রলোকে যাইতে দর্শন করিলেন ॥ ২৯

তারপর একান্তভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরুষগণের উত্তম-লোকের দিকে উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। সেস্থান হইতে অগ্নিক্ষেত্র লোকে গমন করিলেন ॥ ৩০

সেই লোক হইতেও উপরে উঠিয়া সেই বুদ্ধিমান্ মুনি দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞকারী তপোধনদিগের লোকে গমন করিলেন। সেস্থানে হইতে তাঁহাকে পশুযাগকারী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩১

যে সমস্ত মানুষ চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের নির্মল লোকের দিকে যাইতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন। তিনি সেখানে দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন ॥ ৩২

সেস্থান হইতে অগ্নিষ্টোমযাজী এবং অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞের দ্বারা যাঁহারা যজন করেন, সেই তপোধনগণের লোকে যাইতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৩½

যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ বহু সুবর্ণময় দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুশ্রেষ্ঠ বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের লোকেও গমন করিতে জৈগীষব্যকে তিনি দেখিলেন ॥ ৩৪½

যাঁহারা রাজসূয় ও পুণ্ডরীক-যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন, তাঁহাদেরও লোকে গমন করিতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৫½

যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্রতুশ্রেষ্ঠ উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকেও গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩৬½

যাঁহারা দুর্লভ সর্বমেধ ও সৌত্রামণি যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের লোকেও জৈগীষব্যকে গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩৭½

হে নৃপ! যাঁহারা নানাপ্রকার দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদেরও লোকে জৈগীষব্যকে গমন করিতে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৮½

তাহার পর অসিত-দেবল মিত্র, বরুণ এবং আদিত্যগণের লোকেও উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে দেখিলেন ॥ ৩৯½

তদনন্তর রুদ্র, বসু ও বৃহস্পতির যেস্থান, সেই সব স্থান অতিক্রম করত উপরে উত্থিত জৈগীষব্যকে অসিত-দেবল দর্শন করিলেন ॥ ৪০½

ইহার পর অসিত-দেবল গো-লোকে যাইয়া জৈগীষব্যকে ব্রহ্মসত্রকারীদিগের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥ ৪১½

তাহারপর দেবল দেখিলেন—বিপ্রবর জৈগীষব্যমুনি নিজ তেজে উপরি উপরি তিন লোক অতিক্রম করত পতিব্রতাগণের লোকের দিকে যাইতে লাগিলেন। ৪২½

পতিব্রতানাং লোকাংশ্চ ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
ততো মুনিবরং ভূয়ো জৈগীষব্যমথাসিতঃ ॥ ৪৩
নান্বপশ্যত লোকস্থমন্তর্হিতমরিন্দম।
সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগো জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥ ৪৪
প্রভাবং সুব্রতত্বঞ্চ সিদ্ধিং যোগস্য চাতুলাম্।
অসিতোঽপৃচ্ছত তদা সিদ্ধাঁল্লোকেষু সত্তমান্ ॥ ৪৫
প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ধীরস্তাং ব্রহ্মসত্রিণঃ।
জৈগীষব্যং ন পশ্যামি তং শংসধ্বং মহৌজসম্ ॥ ৪৬
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।

সিদ্ধা ঊচুঃ।

শৃণু দেবল ভূতার্থং শংসতাং নো দৃঢ়ব্রত ॥ ৪৭
জৈগীষব্যঃ স বৈ লোকং শাশ্বতং ব্রহ্মণো গতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স শ্রুত্বা বচনং তেষাং সিদ্ধানাং ব্রহ্মসত্রিণাম্ ॥ ৪৮
অসিতো দেবলস্তূর্ণমুৎপপাত পপাত চ।
ততঃ সিদ্ধাস্ত ঊচুর্হি দেবলং পুনরেব হ ॥ ৪৯

শক্রদমন ভূপাল! ইহার পর অসিত-দেবল মুনিবর জৈগীষব্যকে পুনরায় কোন লোকে অবস্থান করিতে দেখিলেন না। তিনি অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ৪৩½

তাহার পর মহাভাগ দেবল জৈগীষব্যের প্রভাব, উত্তম ব্রত এবং অনুপম যোগসিদ্ধির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪½

অনন্তর ধৈর্য্যবান্ অসিত সেই লোকে অবস্থিত ব্রহ্মযাজী সিদ্ধ ও সাধু পুরুষগণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মাগণ! আমি মহাতেজস্বী জৈগীষব্য-মুনিকে এখন দেখিতে পাইতেছিনা। আপনারা তাঁহার সন্ধান বলুন। আমি তাঁহার বিষয়ে এই কথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৫-৪৬½

সিদ্ধগণে বলিলেন,—দৃঢ়তাসহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী দেবল! তুমি শ্রবণ কর, আমরা জৈগীষব্যের সেই কথা তোমাকে বলিতেছি, যাহা সংঘটিত হইয়াছে। জৈগীষব্যমুনি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৪৭½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই ব্রহ্মযাজী সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবলমুনি অতিসত্বর উপরের দিকে উড়িয়া যাইলেন, কিন্তু নিম্নে পতিত হইলেন। তখন সেই সিদ্ধগণ পুনরায় দেবলকে বলিলেন ॥ ৪৮-৪৯

ন দেবলগতিস্তত্র তব গন্তুং তপোধন।
ব্রহ্মণঃ সদনে বিপ্র জৈগীষব্যো যদাপ্তবান্ ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা সিদ্ধানাং দেবলঃ পুনঃ।
আনুপূর্ব্যেণ লোকাংস্তান্ সর্বানবততার হ ॥ ৫১
স্বমাশ্রমপদং পুণ্যমাজগাম পতত্রিবৎ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যজ্জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥ ৫২
ততো বুদ্ধ্যা ব্যগণয়দ্ দেবলো ধর্মযুক্তয়া।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥ ৫৩
ততোঽব্রবীন্মহাত্মানং জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
বিনয়াবনতো রাজন্নুপসর্প্য মহামুনিম্ ॥ ৫৪
মোক্ষধর্ম্মং সমাস্থাতুমিচ্ছেয়ং ভগবন্নহম্।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা উপদেশং চকার সঃ ॥ ৫৫
বিধিঞ্চ যোগস্য পরং কার্য্যাকার্য্যস্য শাস্ত্রতঃ।
সংন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ততো দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ॥ ৫৬

তপোধন দেবল! বিপ্রবর! যেস্থানে জৈগীষব্য ... সেই ব্রহ্মলোকে যাইবার শক্তি তোমার নাই ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই সিদ্ধগণের ... শ্রবণ করিয়া দেবলমুনি পুনরায় ক্রমশঃ সেই সব লো... পুনরায় নিম্নে নামিয়া আসিলেন ॥ ৫১

পক্ষীর ন্যায় উড়িতে উড়িতে তিনি নিজ পুণ্যময় ... আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ ... তিনি সেখানে জৈগীষব্যমুনিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন।

তখন দেবল জৈগীষব্যমুনির এই যোগজনিত প্র... করিয়া ধর্ম্মযুক্ত বুদ্ধিতে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগি...

রাজন্! ইহার পর মহামুনি মহাত্মা জৈগীষব্যের ... উপস্থিত হইয়া দেবল বিনীতভাবে বলিলেন ॥ ৫৪

ভগবন্! আমি মোক্ষধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ... হইয়াছি। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতপস্বী জৈ... মুনি তাহাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক জানি... উপদেশ করিলেন। তারপর যোগের উত্তমবিধি ক... শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ ... কেবল ইহাই নহে, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁ... গ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য (দীক্ষা ও সংস্কারাদি ... করিলেন ॥ ৫৫-৫৬½

সর্বাশ্চাস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ।
সংন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ভূতানি পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫৭
ততো দৃষ্ট্বা প্ররুরুদুঃ কোঽস্মান্ সংবিভজিষ্যতি ।
দেবলস্তু বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং করুণং তথা ॥ ৫৮
দিশো দশ ব্যাহরতাং মোক্ষং ত্যক্তুং মনোদধে ।
ততস্তু ফলমূলানি পবিত্রাণি চ ভারত ॥ ৫৯
পুষ্পাণ্যোষধয়শ্চৈব রোরূয়ন্তি সহস্রশঃ ।
পুনর্নো দেবলঃ ক্ষুদ্রো নূনং ছেৎস্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৬০
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা নাববুধ্যতে ।
ততো ভূয়ো ব্যগণয়ৎ স্ববুদ্ধ্যা মুনিসত্তমঃ ॥ ৬১
মোক্ষে গার্হস্থ্যধর্মে বা কিং নু শ্রেয়স্করং ভবেৎ ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবলো রাজসত্তম ॥ ৬২
ত্যক্ত্বা গার্হস্থ্যধর্মং স মোক্ষধর্মমরোচয়ৎ ।
এবমাদীনি সংচিন্ত্য দেবলো নিশ্চয়াৎ ততঃ ॥ ৬৩
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং পরং যোগঞ্চ ভারত ।
ততো দেবাঃ সমাগম্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৬৪
জৈগীষব্যে তপশ্চাস্য প্রশংসন্তি তপস্বিনঃ ।
অথাব্রবীদৃষিবরো দেবান্ বৈ নারদস্তথা ॥ ৬৫
জৈগীষব্যে তপো নাস্তি বিস্মাপয়তি যোঽসিতম্ ।
তমেবংবাদিনং বীরং প্রত্যুচুস্তে দিবৌকসঃ ॥ ৬৬
নৈবমিত্যেব শংসন্তো জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ তুল্যমস্তি প্রভাবতঃ ॥ ৬৭
তেজসস্তপসশ্চাস্য যোগস্য চ মহাত্মনঃ ।
এবং প্রভাবো ধর্ম্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ ॥
তয়োরিদং স্থানবরং তীর্থঞ্চৈব মহাত্মনোঃ ॥ ৬৮
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য ততো মহাত্মা
দত্ত্বা চ বিত্তং হলভৃদ্ দ্বিজেভ্যঃ ।
অবাপ্য ধর্মং পরমার্থকর্মা
জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের মতি দেখিয়া পিতৃগণসহ সমস্ত প্রাণীরা এই কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন যে, এখন আমাদের কোন ব্যক্তি বিভাগ করিয়া অন্নদান করিবে? ৫৭½

দশ দিকে বিলাপ করিতে করিতে সেই প্রাণিগণের করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবল মোক্ষধর্ম্ম (সন্ন্যাস গ্রহণ) ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ৫৮½

ভারত! ইহা দেখিয়া ফল-মূল, পবিত্র (কুশ), পুষ্প ও ওষধিসকল—এই সব সহস্র সহস্র পদার্থ এই বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, এই দুর্ম্মতি ক্ষুদ্র দেবল নিশ্চয়ই আমাদের উচ্ছেদ করিবে। যে সমস্ত ভূতগণকে অভয়দান করিয়া উহা এখন স্মরণ করিতেছে না ॥ ৫০-৬০½

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল পুনরায় নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন, মোক্ষ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয়স্কর হইবে ॥ ৬১½

নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবল মনে মনেই এই বিষয়ের উপর নিশ্চিয় করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করত নিজের পক্ষে মোক্ষ-ধর্ম্মকেই উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন ॥ ৬২½

ভারত! এই সব বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেবল যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেই নিশ্চয় করিলেন, ইহাতে তিনি পরমসিদ্ধি ও উত্তম যোগলাভ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ৬৩½

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল দেবতা ও তপস্বীরা সেখানে আসিয়া জৈগীষব্য-মুনির তপস্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৬৪½

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ দেবগণকে বলিলেন,—জৈগীষব্যের মধ্যে কোন তপস্যা নাই; কারণ, জৈগীষব্য অসিত মুনিকে নিজের প্রভাব দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছে ॥ ৬৫½

জ্ঞানী নারদমুনি এই কথা বলিলে পর দেবতাগণ মহামুনি জৈগীষব্যের প্রশংসা করিতে করিতে এই উত্তরদান করিলেন,—আপনার এই কথা বলা উচিত নহে; প্রভাব, তেজ, তপস্যা ও যোগদৃষ্টিতে এই মহাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নন্ ॥ ৬৬-৬৭½

ধর্ম্মাত্মা জৈগীষব্য ও অসিতমুনির এইরূপই প্রভাব ছিল। দুই মহাত্মার সেই শ্রেষ্ঠ স্থানই তীর্থ ॥ ৬৮

পারমার্থিক কর্ম্মকারী মহাত্মা হলধর বলরাম এস্থানেও স্নান করত ব্রাহ্মণগণকে ধনদানপূর্ব্বক ধর্ম্মের ফললাভ করিয়া সোমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও উত্তম তীর্থে গমন করিলেন ॥৬৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সারস্বততীর্থমহিমপ্রসঙ্গে দধীচ-ঋষেঃ সারস্বতমুনেশ্চ চরিত্রকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যত্রেজিবানুড়ুপতী রাজসূয়েন ভারত।
তস্মিংস্তীর্থে মহানাসীৎ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥ ১

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো দত্ত্বা দানানি চাত্মবান্।
সারস্বতস্য ধর্মাত্মা মুনেস্তীর্থং জগাম হ ॥ ২

তত্র দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
বেদানধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
ঋষীনধ্যাপয়ামাস পুরা সরস্বতো মুনিঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীৎ পূর্বং মহারাজ মুনির্ধীমান্ মহাতপাঃ।
দধীচ ইতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫

তস্যাতিতপসঃ শক্রো বিভেতি সততং বিভো।
ন স লোভয়িতুং শক্যঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥ ৬

প্রলোভনার্থং তস্যাথ প্রাহিণোৎ পাকশাসনঃ।
দিব্যামপ্সরসং পুণ্যাং দর্শনীয়ামলম্বুষাম্ ॥ ৭

তস্য তর্পয়তো দেবান্ সরস্বত্যাং মহাত্মনঃ।
সমীপতো মহারাজ সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী ॥ ৮

তাং দিব্যবপুষং দৃষ্ট্বা তস্যর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
রেতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাং তৎ সা জগ্রাহ নিম্নগা ॥ ৯

কুক্ষৌ চাপ্যদধাদ্‌হৃষ্টা তদ্ রেতঃ পুরুষর্ষভ।
সা দধার চ তং গর্ভং পুত্রহেতোর্মহানদী ॥ ১০

সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সা সরিতাং বরা।
জগাম পুত্রমাদায় তমৃষিং প্রতি চ প্রভো ॥ ১১

ঋষিসংসদি তং দৃষ্ট্বা সা নদী মুনিসত্তমম্।
ততঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র দদতী পুত্রমস্য তম্ ॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সারস্বত তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দধীচি-ঋষি ও সারস্বত-মুনির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! যেস্থানে নক্ষত্রমণ্ডলীর অধিপতি চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাই সোম-তীর্থ। এই তীর্থে তারকাময় মহাসংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ১

ধর্মাত্মা এবং মনস্বী বলরাম এই তীর্থেও স্নান ও ধনাদি দান করত সারস্বত-মুনির তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২

পুরাকালে যখন বার বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তখন সারস্বত-মুনি সেই স্থানে উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৩

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! পুরাকালে সারস্বত-মুনি বার বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির সময় উত্তম ব্রাহ্মণগণকে কিভাবে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন? ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! পুরাকলে এক বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও মহাতপস্বী মুনি ছিলেন। ইঁহার নাম হইল দধীচি ॥ ৫

প্রভো! তাঁহার উগ্র তপস্যায় ইন্দ্র সদা ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি নানাপ্রকার ফলের প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৬

তখন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক পবিত্র … এবং দিব্য অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। এই অপ্সরার … অলম্বুষা ॥ ৭

মহারাজ! একদিন যখন মহাত্মা দধীচি সরস্বতী … দেবগণের তর্পণ করিতেছিলেন, তখন এই মাননীয়া … তাঁহার নিকট যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

এই দিব্যরূপধারিণী অপ্সরাকে দেখিয়া সেই বিশুদ্ধচিত্ত … বীর্য্য সরস্বতী নদীর জলে পতিত হইল। এই বীর্য্যকে … নদী স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া লইলেন ॥ ৯

পুরুষপ্রবর! সেই মহানদী হৃষ্টা হইয়া পুত্রলাভে … নিজেরই উদরে সেই বীর্য্য ধারণ করিলেন। এইভাবে … গর্ভবতী হইলেন ॥ ১০

প্রভো! সময় আসিলে পর নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা … একটি পুত্রের জন্ম দিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া তিনি … নিকটে গমন করিলেন ॥ ১১

রাজেন্দ্র! ঋষিগণের সভায় উপবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে … করিয়া তাঁহাকে সেই পুত্র সমর্পণ করিতে করিতে সরস্বতী … এই কথা বলিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মর্ষে তব পুত্রোঽয়ং ত্বদ্ভক্ত্যা ধারিতো ময়া ।
দৃষ্ট্বা তেঽপ্সরসং রেতো যৎ স্কন্নং প্রাগলম্বুষাম্ ॥ ১৩
তৎ কুক্ষিণা বৈ ব্রহ্মর্ষে ত্বদ্ভক্ত্যা ধৃতবত্যহম্ ।
ন বিনাশমিদং গচ্ছেৎ ত্বত্তেজ ইতি নিশ্চয়াৎ ॥ ১৪
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্রং স্বং ময়া দত্তমনিন্দিতম্ ।
ইত্যুক্তঃ প্রতিজগ্রাহ প্রীতিং চাবাপ পুষ্কলাম্ ॥ ১৫
স্বসুতং চাপ্যজিঘ্রৎ তং মূর্ধ্নি প্রেম্ণা দ্বিজোত্তমঃ ।
পরিষ্বজ্য চিরং কালং তদা ভরতসত্তম ॥ ১৬
সরস্বত্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রীয়মাণো মহামুনিঃ ।
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১৭
তৃপ্তিং যাস্যন্তি সুভগে তর্প্যমাণাস্তবাম্ভসা ।
ইত্যুক্ত্বা স তু তুষ্টাব বচোভির্বৈ মহানদীম্ ॥ ১৮
প্রীতঃ পরমহৃষ্টাত্মা যথাবচ্ছৃণু পার্থিব ।
প্রভূতাসি মহাভাগে সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ১৯
জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
মম প্রিয়করী চাপি সততং প্রিয়দর্শনে ॥ ২০
তস্মাৎ সারস্বতঃ পুত্রো মহাংস্তে বরবর্ণিনি ।
তবৈব নাম্না প্রথিতঃ পুত্রস্তে লোকভাবনঃ ॥ ২১
সারস্বত ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহাতপাঃ ।
এষ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজর্ষভান্ ॥ ২২
সারস্বতো মহাভাগে বেদানধ্যাপয়িষ্যতি ।
পুণ্যাভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যস্ত্বং সদা পুণ্যতমা শুভে ॥ ২৩
ভবিষ্যসি মহাভাগে মৎপ্রসাদাৎ সরস্বতি ।
এবং সা সংস্তুতাঽনেন বরং লব্ধ্বা মহানদী ॥২৪
পুত্রমাদায় মুদিতা জগাম ভরতর্ষভ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু বিরোধে দেব-দানবৈঃ ॥২৫
শক্রঃ প্রহরণান্বেষী লোকাংস্ত্রীন্ বিচচার হ ।
ন চোপলেভে ভগবাঞ্ছক্রঃ প্রহরণং তদা ॥ ২৬
যদ্বৈতেষাং ভবেদ্ যোগ্যং বধায় বিবুধদ্বিষাম্ ।
ততোঽব্রবীৎ সুরান্ শক্রো ন মে শক্যা মহাসুরাঃ ॥২৭

ব্রহ্মর্ষে! এই আপনার পুত্র। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি ইহাকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা নামক অপ্সরাকে দেখিয়া আপনার যে বীর্য্য স্খলিত হইয়াছিল, সেই বীর্য্যকে আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম; কারণ, আমার মনে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছিল যে, আপনার এই তেজ নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। অতএব আমার দেওয়া এই আপনার অনিন্দনীয় পুত্রকে গ্রহণ করুন ॥ ১৩-১৪ ॥

তিনি এই কথা বলিলে পর মুনি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। হে ভরতবংশপ্রধান জনমেজয়! সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ দধীচি প্রেমের সহিত নিজের পুত্রের মস্তক আঘাণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলেন। তারপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মহামুনি দধীচ সরস্বতীকে এই বরদান করিলেন,—সুভগে! তোমার জলে তর্পণ করিলে পর বিশ্বেদেব, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাবৃন্দ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন ॥ ১৫-১৭ ॥

রাজন্! এই কথা বলিয়া অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে মুনি প্রেমসহকারে উত্তম বাণীর দ্বারা সরস্বতীদেবীর স্তব করিলেন। সেই স্তবকে তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥

মহাভাগে! তুমি পুরাকালে ব্রহ্মার সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ। নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতি! কঠোরব্রতপালনকারী মুনিগণ তোমার মহিমা জানেন। প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্ব্বদা আমারও প্রিয় কার্য্য করিয়া থাক। বরবর্ণিনি! তোমার এই লোকভাবন মহান্ পুত্র তোমারই নামে "সারস্বত" এই নামে অভিহিত হইবে ॥ ১৯-২১

এই বালক সারস্বতনামে বিখ্যাত মহাতপস্বী হইবে। মহাভাগে! এ জগতে যখন বার বৎসরকাল অনাবৃষ্টি হইবে, তখন এই সারস্বতই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইবে ॥ ২২ ॥

শুভে! মহাসৌভাগ্যশালিনি সরস্বতি! তুমি আমার প্রসাদে অন্য পবিত্র নদীসকল অপেক্ষা সর্ব্বদা অধিক পবিত্র হইয়া থাকিবে ॥ ২৩ ॥

ভারতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে দধীচিমুনি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া বরলাভ করত সেই মহানদী পুত্রকে গ্রহণ করত চলিয়া যাইলেন ॥ ২৪ ॥

এই সময় দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে পর ইন্দ্র অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য তিন লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

কিন্তু ভগবান্ ইন্দ্র সেই সময় এমন কোন অস্ত্র পাইলেন না, যাহা দেবদ্রোহী দানবদের বধের উপযোগী হইবে ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন,—দধীচিমুনির অস্থি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা দেবদ্রোহী মহাসুরগণকে বধ করা যাইবে না ॥ ২৭ ॥

ঋতেঽস্থিভির্দধীচস্য নিহন্তুং ত্রিদশদ্বিষঃ।
তস্মাদ্ গত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠো যাচ্যতাং সুরসত্তমাঃ ॥ ২৮
দধীচাস্থীনি দেহীতি তৈর্বধিষ্যামহে রিপূন্।
স চ তৈর্যাচিতোঽস্থীনি যত্নাদৃষিবরস্তদা ॥ ২৯
প্রাণত্যাগং কুরুশ্রেষ্ঠ চকারৈবাবিচারয়ন্।
স লোকানক্ষয়ান্ প্রাপ্তো দেবপ্রিয়করস্তদা ॥ ৩০
তস্যাস্থিভিরথো শক্রঃ সম্প্রহৃষ্টমনাস্তদা।
কারয়ামাস দিব্যানি নানাপ্রহরণানি চ ॥ ৩১
গদা-বজ্রাণি চক্রাণি গুরূন্ দণ্ডাংশ্চ পুষ্কলান্।
স হি তীব্রেণ তপসা সম্ভৃতঃ পরমর্ষিণা ॥ ৩২
প্রজাপতিসুতেনাথ ভৃগুণা লোকভাবনঃ।
অতিকায়ঃ স তেজস্বী লোকসারো বিনির্মিতঃ ॥ ৩৩
জজ্ঞে শৈলগুরুঃ প্রাংশুর্মহিম্না প্রথিতঃ প্রভুঃ।
নিত্যমুদ্বিজতে চাস্য তেজসঃ পাকশাসনঃ ॥ ৩৪
তেন বজ্রেণ ভগবান্ মন্ত্রযুক্তেন ভারত।
ভৃশং ক্রোধবিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ ॥ ৩৫
দৈত্য-দানববীরাণাং জঘান নবতীর্নব।
অথ কালে ব্যতিক্রান্তে মহত্যতিভয়ঙ্করে ॥ ৩৬
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা রাজন্ দ্বাদশবার্ষিকী।
তস্যাং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৭
বৃত্ত্যর্থং প্রাদ্রবন্ রাজন্ ক্ষুধার্তাঃ সর্বতোদিশম্।
দিগ্ভ্যস্তান্ প্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা মুনিঃ সারস্বতস্তদা ॥ ৩৮
গমনায় মতিং চক্রে তং প্রোবাচ সরস্বতী।
ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র তবাহারমহং সদা ॥ ৩৯
দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানুষ্যতামিহ ভারত।
ইত্যুক্তস্তর্পয়ামাস স পিতৄন্ দেবতাস্তথা ॥ ৪০
আহারমকরোন্নিত্যং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্।
অথ তস্যামনাবৃষ্ট্যামতীতায়াং মহর্ষয়ঃ ॥ ৪১
অন্যোন্যং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুনঃ স্বাধ্যায়কারণাৎ।
তেষাং ক্ষুধাপরীতানাং নষ্টা বেদাভিধাবতাম্ ॥ ৪২

সুরশ্রেষ্ঠগণ! অতএব তোমরা সকলে যাইয়া দধীচিমুনির নিকট এই প্রার্থনা কর যে, দধীচ! আপনার অস্থিসকল আমাদের প্রদান করুন। আমরা তাহার দ্বারা আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিব ॥ ২৮½

কুরুশ্রেষ্ঠ! দেবতাগণ যত্নসহকারে অস্থিসকল প্রার্থনা করিলে পর মুনিবর দধীচি কোন বিচার না করিয়াই নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় দেবতাগণের প্রিয় কার্য্য করিয়া তিনি অক্ষয় লোকে গমন করিলেন ॥ ২৯-৩০

তখন ইন্দ্র প্রসন্নচিত্ত হইয়া দধীচির অস্থিসকল হইতে গদা, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্যক ভারী দণ্ডাদি নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৩১½

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগুমুনি তীব্র তপস্যাপূর্ণ, লোকমঙ্গলকারী, বিশালদেহ ও তেজস্বী দধীচিমুনিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এরূপ মনে হইতেছিল—সম্পূর্ণ জগতের সারতত্ত্বের দ্বারা দধীচিমুনিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছিল ॥ ৩২-৩৩

এই দধীচিমুনি পর্ব্বতের ন্যায় ভারী ও উচ্চ ছিলেন। নিজের মহত্ত্বের জন্য এই প্রভাবশালী মুনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। পাকনামক অসুরহন্তা ইন্দ্র ইঁহার তেজে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন ॥ ৩৪

হে ভারত! ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন সেই বজ্রকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করত ভগবান্ ... আটশত দশজন দৈত্য-দানব বীরকে বধ করিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! তদনন্তর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে পর ... বার বৎসর কালব্যাপী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি ... হইল ॥ ৩৬½

হে রাজন্! বার বৎসর কালব্যাপী সেই অনাবৃষ্টিতে ... মহর্ষিই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকার জন্য নানাদিকে ধাবিত ... লাগিলেন ॥ ৩৭½

নানাদিকে মহর্ষিগণকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সারস্বত... সেখান হইতে অন্যত্র গমনের জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন। সরস্বতীদেবী তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৮½

হে ভারত! সরস্বতী দেবী এই কথা বলিলেন— তোমার এস্থান হইতে যাওয়া উচিত হইবে না। আমি তোমাকে ভোজন করিবার জন্য উত্তমোত্তম বহু মৎ... করিব; অতএব তুমি এস্থানেই থাক ॥ ৩৯½

সরস্বতী এই কথা বলিলে পর সারস্বতমুনি সে-স্থানে ... দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ... নিজের প্রাণ ও বেদসকল রক্ষা করিতে করিতে সরস্ব... ভোজ্য ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০½

যখন বার বৎসরের অনাবৃষ্টি প্রায় অতিবাহিত হইল...

সর্বেষামেবং রাজেন্দ্র ন কশ্চিৎ প্রতিভানবান্ ।
অথ কশ্চিদৃষিস্তেষাং সারস্বতমুপেয়িবান্ ॥ ৪৩
কুর্বাণং সংশিতাত্মানং স্বাধ্যায়মৃষিসত্তমম্ ।
স গত্বাঽঽচষ্ট তেভ্যশ্চ সারস্বতমতিপ্রভম্ ॥ ৪৪
স্বাধ্যায়মমরপ্রখ্যং কুর্বাণং বিজনে বনে ।
ততঃ সর্বে সমাজগ্মুস্তত্র রাজন্ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৫
সারস্বতং মুনিশ্রেষ্ঠমিদমূচুঃ সমাগতাঃ ।
অস্মানধ্যাপয়স্বেতি তানুবাচ ততো মুনিঃ ॥ ৪৬
শিষ্যত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেত্যুত ।
তত্রাব্রুবন্ মুনিগণা বালস্ত্বমসি পুত্রক ॥ ৪৭
স তানাহ ন মে ধর্মো নশ্যেদিতি পুনর্মুনীন্ ।
যো হ্যধর্মেণ বৈ ব্রূয়াদ্ গৃহ্ণীয়াদ্ যোঽপ্যধর্মতঃ ॥ ৪৮
হীয়েতাং তাবুভৌ ক্ষিপ্রং স্যাতাং বা বৈরিণাবুভৌ ।
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ ॥ ৪৯
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মুনয়স্তে বিধানতঃ ॥ ৫০
তস্মাদ্ বেদাননুপ্রাপ্য পুনর্ধর্মং প্রচক্রিরে ।
ষষ্টির্মুনিসহস্রাণি শিষ্যত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ৫১
সারস্বতস্য বিপ্রর্ষের্বেদস্বাধ্যায়কারণাৎ ।
মুষ্টিং মুষ্টিং ততঃ সর্বে দর্ভাণাং তে হ্যুপাহরন্ ।
তস্যাসনার্থং বিপ্রর্ষের্বালস্যাপি বশে স্থিতাঃ ॥ ৫২
তত্রাপি দত্ত্বা বসু রৌহিণেয়ো
মহাবলঃ কেশব পূর্বজোঽথ ।
জগাম তীর্থং মুদিতঃ ক্রমেণ
খ্যাতং মহদ্ বৃদ্ধকন্যা স্ম যত্র ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন মহর্ষিগণ পুনরায় স্বাধ্যায়ের জন্য পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

রাজেন্দ্র! সেই সময় ক্ষুধাপীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিকে ধাবিত সেই মহর্ষিগণ বেদ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কেহই এরূপ প্রতিভাশালী ছিলেন না, যাঁহার বেদ স্মরণে থাকিবে ॥৪২½

তদনন্তর ইঁহাদের মধ্যে কোন এক ঋষি প্রতিদিন স্বাধ্যায়কারী শুদ্ধাত্মা মুনিবর সারস্বতের নিকট আসিলেন ॥ ৪৩½

তারপর সেস্থান হইতে যাইয়া তিনি সব মহর্ষিগণকে বলিলেন যে, দেবতাদের ন্যায় অত্যন্ত কান্তিমান্ এক সারস্বত মুনি আছেন, যিনি নির্জন বনে থাকিয়া সর্ব্বদা স্বাধ্যায় করেন ॥ ৪৪½

রাজন্! ইহা শুনিয়া সেই সব মহর্ষিগণ সেখানে আসিলেন এবং আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ সারস্বতকে এইকথা বলিলেন—মুনে! আপনি আমাদের সকলকে বেদঅধ্যয়ন করান। তখন সারস্বত-মুনি তাঁহাদের বলিলেন—আপনারা বিধি অনুসারে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন ॥ ৪৫-৪৬½

তখন সেখানে সেই মুনিগণ বলিলেন,—পুত্র! তুমি ত' এখনও বালক। (সুতরাং আমরা তোমার শিষ্য হইব কিরূপে?) তখন সারস্বতমুনি পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমার ধর্ম্ম যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য আমি আপনাদিগকে শিষ্য করিতে অভিলাষী হইয়াছি; কারণ, যে ব্যক্তি অধর্ম্মপূর্ব্বক বেদসমূহের অধ্যাপনা করেন ও অধর্ম্মপূর্ব্বক উহা যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন, ইঁহারা উভয়েই অতিসত্বর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হন অথবা উভয়ে উভয়ের শত্রু হইয়া যান্ ॥ ৪৭-৪৮½

না বয়সে অধিক হইলে, না কেশ পক্ব হইলে, না ধনের দ্বারা এবং না বহু বন্ধু-বান্ধব থাকিলেই কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু ঋষিগণ আমাদের জন্য এই ধর্ম্মই নিশ্চিত করিয়াছেন যে, যিনি বেদের অধ্যাপনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৯½

সারস্বতের এই কথা শ্রবণ করত সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট হইতে বিধিঅনুসারে বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০½

যাট্ হাজার মুনি স্বাধ্যায়ের জন্য ব্রহ্মর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১½

এই ব্রহ্মর্ষি সারস্বত যদিও বালক ছিলেন, তথাপি সেই সব বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার আজ্ঞার অধীন থাকিয়া তাঁহার আসনের জন্য এক একমুষ্টি কুশ লইয়া আসিতেন ॥ ৫২

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল রোহিণীনন্দন বলরাম সেস্থানেও স্নান এবং ধনাদি দান করত প্রসন্নতাসহকারে ক্রমশঃ সকল তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে সেই বিখ্যাত মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে বৃদ্ধা কুমারীকন্যা বাস করিতেন ॥৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[বৃদ্ধকন্যায়াশ্চরিত্রম্, শৃঙ্গবতা সহ তস্যা বিবাহঃ, স্বর্গগমনম্, তীর্থমাহাত্ম্যকথনঞ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
কথং কুমারী ভগবংস্তপোযুক্তা হ্যভূৎ পুরা ।
কিমর্থঞ্চ তপস্তেপে কো বাস্যা নিয়মোঽভবৎ ॥ ১
সুদুষ্করমিদং ব্রহ্মংস্ত্বত্তঃ শ্রুতমনুত্তমম্ ।
আখ্যাহি তত্ত্বমখিলং যথা তপসি সা স্থিতা ॥২
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ঋষিরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কুণির্গর্গো মহাযশাঃ ।
স তপ্ত্বা বিপুলং রাজংস্তপো বৈ তপতাং বরঃ ॥ ৩
মনসাথ সুতাং সুভ্রূং সমুৎপাদিতবান্ বিভুঃ ।
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতঃ কুণির্গর্গো মহাযশাঃ ॥ ৪
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ সন্ত্যজ্যেহ কলেবরম্ ।
সুভ্রূঃ সা হ্যথ কল্যাণী পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ॥ ৫
মহতা তপসোগ্রেণ কৃত্বাঽঽশ্রমমনিন্দিতা ।
উপবাসৈঃ পূজয়ন্তী পিতৄন্ দেবাংশ্চ সা পুরা ॥৬
তস্যাস্তু তপসোগ্রেণ মহান্ কালোঽত্যগান্নৃপ ।
সা পিত্রা দীয়মানাপি তত্র নৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৭
আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্তারং নান্বপশ্যত ।
ততঃ সা তপসোগ্রেণ পীড়য়িত্বাঽঽত্মনস্তনুম্ ॥ ৮
পিতৃদেবার্চনরতা বভূব বিজনে বনে ।
সাঽঽত্মানং মন্যমানাপি কৃতকৃত্যং শ্রমান্বিতা ॥ ৯
বার্ধকেন চ রাজেন্দ্র তপসা চৈব কর্শিতা ।
সা নাশকদ্ যদা গন্তুং পদাৎ পদমপি স্বয়ম্ ॥ ১০
চকার গমনে বুদ্ধিং পরলোকায় বৈ তদা ।
মোক্তুকামাং তু তাং দৃষ্ট্বা শরীরং নারদোঽব্রবীৎ
অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে ।
এবং তু শ্রুতমস্মাভির্দেবলোকে মহাব্রতে ॥ ১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, শৃঙ্গবানের সহিত তাঁহার বিবাহ ও স্বর্গ গমন এবং ঐ তীর্থের মহিমা কথন]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্ ! পুরাকালে এই কুমারী কন্যা কেন তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন ? তিনি কিজন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিরূপ নিয়ম ছিল ? ১

ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার মুখ হইতে এই অত্যন্ত উত্তম এবং পরম দুষ্কর তপস্যার কথা শুনিয়াছি। আপনি সকল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলুন ; এই কন্যা কেন তপস্যায় নিরতা হইয়াছিলেন ?২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! প্রাচীনকালে এক মহাশক্তিশালী ও মহাযশস্বী কুণিগর্গনামক ঋষি ছিলেন। তপস্যাকারী ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহর্ষি অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়া নিজ মনে মনে এক সুন্দরী কন্যা উৎপাদন করিলেন। ৩,

হে রাজন্ ! তাঁহাকে দেখিয়া মহাযশস্বী মুনি কুণিগর্গ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং কিছুকাল পরে নিজ দেহত্যাগ করত স্বর্গ গমন করিলেন ॥ ৪;

তদনন্তর কমলতুল্য সুন্দর নেত্রযুক্তা সেই কল্যাণময়ী সতী সাধ্বী সুন্দরী কন্যা পুরাকালে নিজের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করত কঠোর তপস্যা এবং উপবাসের সহিত দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিতে করিতে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৬

রাজন্ ! উগ্র তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার বহু [illegible] অতিবাহিত হইল। পিতা কুণিগর্গ জীবিতকালেই তাঁ[illegible] বিবাহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই অনিন্দ্য [illegible] তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন্ নাই। তিনি নিজের [illegible] কোন পতি দেখিতে পান নাই ॥ ৭;

তখন তিনি উগ্র তপস্যার দ্বারা নিজের দেহকে পীড়িত ক[illegible] নির্জন বনে পিতৃগণ ও দেববৃন্দের পূজায় নিরতা রহিলেন। ৮

রাজেন্দ্র ! পরিশ্রমে ক্লান্ত হইযা পড়িলেও তিনি নিজে[illegible] নিজেই কৃতার্থা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। [illegible] ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্য ও তপস্যা ইঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিল ॥ ৯;

যখন তিনি স্বয়ংই একপদ চলিতে অসমর্থা হইলেন ; [illegible] তিনি পরলোকে গমন করিতে মতিস্থির করিলেন ॥ ১০;

তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া দেবর্ষি [illegible] তাঁহাকে বলিলেন —মহাব্রতে ! নিষ্পাপে ! তোমার ত [illegible] বিবাহসংস্কার হয় নাই, তুমি এখনও কন্যা ; সুতরাং তুমি [illegible] লোক প্রাপ্ত হইবে কিরূপে ? তোমার সম্বন্ধে এরূপ কথা [illegible] দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি অতিশয় কঠোর [illegible] করিয়াছ ; কিন্ত পুণ্যলোকের উপর অধিকার [illegible] হয় নাই ১১-১২;

তপঃ পরমকং প্রাপ্তুং ন তু লোকাস্ত্বয়া জিতাঃ।
তন্নারদবচঃ শ্রুত্বা সাব্রবীদৃষিসংসদি ॥ ১৩
তপসোঽৰ্দ্ধং প্রযচ্ছামি পাণিগ্রাহস্য সত্তম।
ইত্যুক্তে চাস্যা জগ্রাহ পাণিং গালবসম্ভবঃ ॥ ১৪
ঋষিঃ প্রাক্ শৃঙ্গবান্নাম সময়ং চেমমব্রবীৎ
সময়েন তবাদ্যাহং পাণিং স্প্রক্ষ্যামি শোভনে ॥ ১৫
যদ্যেকরাত্রং বস্তব্যং ত্বয়া সহ ময়েতি হ।
তথেতি সা প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ পাণিং দদৌ তদা ॥ ১৬
যথাদৃষ্টেন বিধিনা হুত্বা চাগ্নিং বিধানতঃ।
চক্রে চ পাণিগ্রহণং তস্যোদ্বাহঞ্চ গালবিঃ ॥ ১৭
সা রাত্রাবভবদ্ রাজংস্তরুণী বরবর্ণিনী।
দিব্যাভরণবস্ত্রা চ দিব্যগন্ধানুলেপনা ॥ ১৮
তাং দৃষ্ট্বা গালবিঃ প্রীতো দীপয়ন্তীমিব শ্রিয়া।
উবাস চ ক্ষপামেকাং প্রভাতে সাব্রবীচ্চ তম্ ॥ ১৯
যস্ত্বয়া সময়ো বিপ্র কৃতো মে তপতাং বর।
তেনোষিতাস্মি ভদ্রং তে স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ২০
সা নির্গতাব্রবীদ্ ভূয়ো যোঽস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
বসতে রজনীমেকাং তর্পয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥ ২১
চত্বারিংশতমষ্টৌ চ দ্বে চাষ্টৌ সম্যগাচরেৎ।
যো ব্রহ্মচর্য্যং বর্ষাণি ফলং তস্য লভেত সঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতা।
ঋষিরপ্যভবদ্ দীনস্তস্যা রূপং বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৩
সময়েন তপোঽৰ্দ্ধঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিগৃহীতবান্।
সাধয়িত্বা তদাত্মানং তস্যাঃ স গতিমন্বিয়াৎ ॥ ২৪
দুঃখিতো ভরতশ্রেষ্ঠ তস্যা রূপবলাৎ কৃতঃ।
এতত্তে বৃদ্ধকন্যায়া ব্যাখ্যাতং চরিতং মহৎ ॥ ২৫
তথৈব ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স্বর্গস্য চ গতিঃ শুভা।
তত্রস্থশ্চাপি শুশ্রাব হতং শল্যং হলায়ুধঃ ॥ ২৬

নারদের এই কথা শ্রবণ করত তিনি ঋষিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে সাধুত্তম! আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অগ্রভাগ প্রদান করিব ॥ ১৩ঃ

তিনি এই কথা বলিবার পর সর্ব্বপ্রথমে গালবের পুত্র শৃঙ্গবান্ ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকটে আসিয়া এই শর্ত্ত করিলেন যে, শোভনে! আজ আমি এক শর্ত্ত অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব। বিবাহের পর তোমাকে আমার সহিত একরাত্রি বাস করিতে হইবে। যদি ইহাতে স্বীকৃত থাক, তবে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি ॥ ১৪-১৫ঃ

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া স্বীকার করত তিনি মুনির হস্তে নিজ হস্ত অর্পণ করিলেন। তারপর গালবপুত্র শৃঙ্গবান্ শাস্ত্রোক্ত বিধিঅনুসারে অগ্নিতে হোম করত তাঁহার পাণিগ্রহণ ও বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৬ ১৭

রাজন্! রাত্রিতে তিনি দিব্য বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা ও দিব্য গন্ধযুক্ত অঙ্গরাগে অলঙ্কৃতা পরমসুন্দরী তরুণী হইয়া যাইলেন ॥১৮

নিজ কান্তিতে সর্ব্বদিকে তাঁহাকে দেদীপ্যমানা হইতে দেখিয়া গালবপুত্র শৃঙ্গবান্ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। প্রভাত হইলে পর তিনি মুনিকে বলিলেন ॥১৯

তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! আপনি যে শর্ত্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি এক রাত্রি আপনার নিকট বাস করিলাম। আপনার মঙ্গল হউক এবং কল্যাণ হউক। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি যাইতেছি ॥ ২০

এই কথা বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে পুনরায় বলিলেন—যে ব্যক্তি চিত্তকে একাগ্র করিয়া এই তীর্থে স্নান ও দেবগণকে তর্পণ করত এক রাত্রি বাস করিবে, সেই ব্যক্তি আটান্ন (৫৮) বর্ষ পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফললাভে সমর্থ হইবে ॥ ২১-২২

এই কথা বলিয়া সাধ্বী তপস্বিনী দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন এবং মুনি শৃঙ্গবান্ তাঁহার দিব্য রূপের কথা চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ২৩

তিনি শর্ত্ত অনুসারে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধভাগ অতিকষ্টে স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর মুনি শৃঙ্গবান্ও নিজের দেহ ত্যাগ করত তাঁহারই পথে গমন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি তাঁহার রূপের বলে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৪ঃ

এই আমি তোমাকে বৃদ্ধা কন্যার মহৎ চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং স্বর্গলোক প্রাপ্তিরূপ সদ্গতির কথা বলিলাম ॥ ২৫ঃ

এ স্থানেই থাকিয়া শত্রুতাপন বলরাম শল্যের নিধনের সংবাদ শুনিলেন। এ স্থানেও মধুবংশজাত বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বহু

তত্রাপি দত্ত্বা দানানি দ্বিজাতিভ্যঃ পরন্তপঃ।
শুশ্রাব শল্যং সংগ্রামে নিহতং পাণ্ডবৈস্তদা ॥ ২৭
সমন্তপঞ্চকদ্বারাৎ ততো নিষ্ক্রম্য মাধবঃ।
পপ্রচ্ছর্ষিগণান্ রামঃ কুরুক্ষেত্রস্য যৎ ফলম্ ॥ ২৮
তে পৃষ্টা যদুসিংহেন কুরুক্ষেত্রফলং বিভো।
সমাচখ্যুর্মহাত্মানস্তস্মৈ সর্বং যথাতথম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

প্রকার ধনদান করিলেন। তারপর সমন্তপঞ্চকদ্বার হইতে নির্গত হইয়া ঋষিদিগকে কুরুক্ষেত্র-সেবনের ফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬-২৮

প্রভো! যদুবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বলরাম কুরুক্ষেত্রের ফলের কথা জিজ্ঞাসিত হইলে পর সেখানে অবস্থানকারী মহাত্মাগণ তাঁহাকে সব কিছুই যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ঋষিভিঃ কুরুক্ষেত্রস্য সীম্নো মহিম্নশ্চ বর্ণনম্।]

ঋষয় উচুঃ।

প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে
সনাতনং রাম সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো
বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ ॥ ১
পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা
বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা
ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥ ২

রাম উবাচ।

কিমর্থং কুরুণা কৃষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনা।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কথ্যমানং তপোধনাঃ ॥ ৩

ঋষয় উচুঃ।

পুরা কিল কুরুং রাম কর্ষন্তং সততোত্থিতম্।
অভ্যেত্য শক্রস্ত্রিদিবাৎ পর্য্যপৃচ্ছত কারণম্ ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ।

কিমিদং বর্ততে রাজন্ প্রযত্নেন পরেণ চ।
রাজর্ষে কিমভিপ্রেতং যেনেয়ং কৃষ্যতে ক্ষিতিঃ ॥ ৫

কুরুরুবাচ।

ইহ যে পুরুষাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো।
তে গমিষ্যন্তি সুকৃতাঁল্লোকান্ পাপবিবর্জিতান্ ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ঋষিগণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের সীমা এবং মহিমা বর্ণন।]

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বলরাম! সমন্তপঞ্চকক্ষেত্র সনাতন তীর্থ। ইহাকে প্রজাপতি উত্তরবেদি বলিয়া থাকেন। এস্থানে পুরাকালে মহাবরদানকারী দেবতাগণ একটি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১

পূর্ব্বে অমিততেজস্বী বুদ্ধিমান্ রাজর্ষিপ্রবর মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রে বহু বর্ষকাল পর্য্যন্ত কর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণে এজগতে ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২

বলরাম বলিলেন,—তপোধনগণ মহাত্মা কুরু কি কারণে এই ক্ষেত্রে কর্ষণ করিয়াছিলেন? আমি আপনাদের মুখ হইতে সে কথা শুনিতে বাসনা করি ॥ ৩

ঋষিগণ বলিলেন,—বলরাম! আমরা শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক শুভ কার্য্যের জন্য উদ্যত কুরু যখন এই ক্ষেত্রকে কর্ষণের জন্য নিযুক্ত হইতেন, সেই সময় ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! এই মহৎ প্রচেষ্টার দ্বারা কি? রাজর্ষে! আপনি কি বাসনা করেন, যাহার জন্য এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন? ৫

কুরু বলিলেন,—শতক্রতো! যে মানুষ এই ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিবে, সে পুণ্যাত্মাগণের পাপরহিত লোকে গমন করিবে। ৬

অবহস্য ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
রাজর্ষিরপ্যনির্বিণ্ণঃ কর্ষত্যেব বসুন্ধরাম্ ॥ ৭
আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়োভূয়োঽবহস্য চ।
শতক্রতুরনির্বিণ্ণং পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ ॥ ৮
যদা তু তপসোগ্রেণ চকর্ষ বসুধাং নৃপঃ।
ততঃ শক্রোঽব্রবীদ্ দেবান্ রাজর্ষের্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৯
এতচ্ছ্রুত্বাব্রুবন্ দেবাঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ।
বরেণ চ্ছন্দ্যতাং শক্র রাজর্ষির্যদি শক্যতে ॥ ১০
যদি হ্যত্র প্রমীতা বৈ স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ।
অস্মাননিষ্ট্বা ক্রতুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি ॥ ১১
আগম্য চ ততঃ শক্রস্তদা রাজর্ষিমব্রবীৎ।
অলং খেদেন ভবতঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥ ১২
মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তির্য্যগ্গতা নৃপ ॥ ১৩

তখন ইন্দ্র তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি কুরু ইহাতে উদাসীন না হইয়া সেখানকার ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

শতক্রতু ইন্দ্র নিজ কার্য্য হইতে বিরত না হইয়া কার্য্যরত কুরুর নিকট বারংবার আসিতেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেকবারই উপহাস করত স্বর্গলোকে গমন করিতেন ॥৮

যখন রাজা কুরু কঠোর তপস্যাপূর্ব্বক ভূমিকে কর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্র দেবগণকে রাজর্ষি কুরুর এই চেষ্টার কথা বলিলেন ॥ ৯

এই কথা শুনিয়া দেবগণ সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র! যদি সম্ভব হয়, তবে রাজর্ষি কুরুকে বর দান করিয়া নিজের আনুকূল্য করুন ॥ ১০

যদি এস্থানে মৃত মানুষ যজ্ঞসকলের দ্বারা আমাদের পূজা না করিয়াই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে, তবে আমাদের যজ্ঞভাগ ত নষ্ট হইয়াই যাইল ॥ ১১

তখন ইন্দ্র সেস্থানে আসিয়া রাজর্ষি কুরুকে বলিলেন—হে নৃপ! আপনি বৃথা কেন কষ্ট করিতেছেন? আমার এক কথা আপনি স্বীকার করুন। মহামতে! রাজেন্দ্র! যে মানুষ ও পশুপক্ষী এস্থানে নিরাহার করত দেহত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা স্বর্গভাগী হইবে ॥ ১২-১৩½

তে স্বর্গভাজো রাজেন্দ্র ভবিষ্যন্তি মহামতে।
তথাস্ত্বিতি ততো রাজা কুরুঃ শক্রমুবাচ হ ॥ ১৪
ততস্তমভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
জগাম ত্রিদিবং ভূয়ঃ ক্ষিপ্রং বলনিষূদনঃ ॥ ১৫
এবমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্টং রাজর্ষিণা পুরা।
শক্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতং ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ সুরৈস্তথা ॥ ১৬
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ভূমেঃ স্থানং ভবিষ্যতি।
ইহ তপ্স্যন্তি যে কেচিত্তপঃ পরমকং নরাঃ ॥ ১৭
দেহত্যাগেন তে সর্বে যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্।
যে পুনঃ পুণ্যভাজো বৈ দানং দাস্যন্তি মানবাঃ ॥১৮
তেষাং সহস্রগুণিতং ভবিষ্যত্যচিরেণ বৈ।
যে চেহ নিত্যং মনুজা নিবৎস্যন্তি শুভৈষিণঃ ॥ ১৯
যমস্য বিষয়ং তে তু ন দ্রক্ষ্যন্তি কদাচন।
যক্ষ্যন্তি যে চ ক্রতুভির্মহদ্ভির্মনুজেশ্বরাঃ ॥ ২০

তখন রাজা কুরু ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবরাজ! তাহাই হউক। তদনন্তর কুরুর নিকট হইতে গমনানুমতি লইয়া বলাসুরহন্তা ইন্দ্র শীঘ্রই প্রসন্নচিত্তে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ১৪-১৫

যদুশ্রেষ্ঠ! এইরূপে প্রাচীনকালে রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ইঁহাকে বরদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন ॥ ১৬

ভূতলের কোন স্থানই ইহা হইতে অধিক পুণ্যদায়ক নহে। যে সকল মানুষ এস্থানে থাকিয়া উগ্র তপস্যা করিবেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন ॥ ১৭½

যে পুণ্যাত্মা মানুষ এখানে দান করিবেন, তাঁহার সেই দান শীঘ্রই সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে ॥ ১৮½

যে সকল মানুষ শুভ কামনা করিয়া এখানে নিত্য বাস করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনও যমরাজা দেখিতে হইবে না ॥ ১৯½

যে সমস্ত নরপতি এস্থানে মহাযজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা এই পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করিবেন ॥ ২০½

হে হলায়ুধ! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে যে গাথা গান করিয়াছিলেন, উহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২১½

তেষাং ত্রিবিষ্টপে বাসো যাবদ্ভূমির্ধরিষ্যতি।
অপি চাত্র স্বয়ং শক্রো জগৌ গাথাং সুরাধিপঃ ॥ ২১
কুরুক্ষেত্রনিবদ্ধাং বৈ তাং শৃণুষ্ব হলায়ুধ।
পাংসবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্ বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২২
সুরর্ষভা ব্রাহ্মণসত্তমাশ্চ
তথা নৃগাদ্যা নরদেবমুখ্যাঃ।
ইষ্ট্বা মহার্হৈঃ ক্রতুভির্নৃসিংহাঃ
সন্ত্যজ্য দেহান্ সুগতিং প্রপন্নাঃ ॥ ২৩
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং
রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং
প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে ॥ ২৪

শিবং মহাপুণ্যমিদং দিবৌকসাং
সুসম্মতং সর্বগুণৈঃ সমন্বিতম্।
অতশ্চ সর্বে নিহতা নৃপা রণে
যাস্যন্তি পুণ্যাং গতিমক্ষয়াং সদা।
ইত্যুবাচ স্বয়ং শক্রঃ সহ ব্রহ্মাদিভিস্তদা।
তচ্চানুমোদিতং সর্বং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে কুরুক্ষেত্রকথনে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

কুরুক্ষেত্র হইতে বায়ু দ্বারা উড্ডীয়মান ধুলিসকলও যদি উপরে পতিত হয়, তবে ইহাতে পাপী মনুষ্যগণ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২২

শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ! এস্থানে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও নৃগাদি মুখ্য মুখ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতিগণ মহাযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়া দেহ-ত্যাগের পর উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৩

তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ (পরশুরামকুণ্ড) ও মচক্রুক—এই সকলের মধ্যস্থিত ভূভাগ হইল কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক। ইহাকেই প্রজাপতির উত্তরবেদি বলা হয় ॥ ২৭

এই ক্ষেত্র মহাপুণ্যপ্রদ, কল্যাণকারী, দেবতাগণের প্রিয় ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন তীর্থ। অতএব এস্থানে রণভূমিতে নিহত নরপতিগণ সদা পুণ্যময়ী অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগরে সহিত সাক্ষাৎ ইন্দ্র এই সকল বলিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব ইহার সমুদয় অনুমোদন করিয়াছিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রা এবং সারস্বত উপাখ্যান প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের মহিমাকথনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[প্লক্ষ-প্রস্রবণাদিতীর্থানাং সরস্বত্যাশ্চ মহিমকথনম্, নারদসমীপতঃ কৌরবাণাং বিনাশস্য ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়ো গদাযুদ্ধস্য চ সন্দেশং শ্রুত্বা তদ্ দ্রষ্টুং বলরামস্য তত্র গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দৃষ্ট্বা দত্ত্বা দায়াংশ্চ সাত্বতঃ।
আশ্রমং সুমহদ্ দিব্যমগমজ্জনমেজয় ॥ ১
মধুকাম্রবণোপেতং প্লক্ষ-ন্যগ্রোধসঙ্কুলম্।
চিরবিল্বযুতং পুণ্যং পনসার্জুনসঙ্কুলম্ ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা যাদবশ্রেষ্ঠঃ প্রবরং পুণ্যলক্ষণম্।
পপ্রচ্ছ তানৃষীন্ সর্বান্ কস্যাশ্রমবরস্ত্বয়ম্ ॥ ৩
তে তু সর্বে মহাত্মানমূচু রাজন্ হলায়ুধম্।
শৃণু বিস্তরশো রাম যস্যায়ং পূর্বমাশ্রমঃ ॥ ৪
অত্র বিষ্ণুঃ পুরা দেবস্তপ্তবাংস্তপ উত্তমম্।
অত্রাস্য বিধিবদ্ যজ্ঞাঃ সর্বে বৃত্তাঃ সনাতনাঃ ॥ ৫
অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ॥ ৬
বভূব শ্রীমতী রাজন্ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৭
সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ।
গতা স্বর্গং মহাভাগা দেব-ব্রাহ্মণপূজিতা ॥ ৮
শ্রুত্বা ঋষীণাং বচনমাশ্রমং তং জগাম হ।
ঋষীংস্তানভিবাদ্যাথ পার্শ্বে হিমবতোঽচ্যুতঃ ॥ ৯
সন্ধ্যাকার্য্যাণি সর্বাণি নির্বর্ত্যারুরুহেঽচলম্।
নাতিদূরং ততো গত্বা নগং তালধ্বজো বলী ॥ ১০
পুণ্যং তীর্থবরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাঃ প্লক্ষপ্রস্রবণং বলঃ ॥ ১১
সম্প্রাপ্তঃ কারপবনং প্রবরং তীর্থমুত্তমম্।
হলায়ুধস্তত্র চাপি দত্ত্বা দানং মহাবলঃ ॥ ১২

চতুঃ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[প্লক্ষপ্রস্রবণাদি তীর্থ ও সরস্বতীর মহিমাকথন, নারদের নিকট হইতে কৌরবদের বিনাশ ও ভীমসেন-দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করত উহা দেখিবার জন্য বলরামের সেস্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সাত্বতবংশীয় বলরাম কুরুক্ষেত্রকে দর্শন করিয়া সেস্থানে বহু ধনদান করত সেখান হইতে এক মহৎ ও দিব্য আশ্রমে গমন করিলেন। ১

মহুয়া ও আম্র-বন সেই আশ্রমের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। পাকুড় ও বট বৃক্ষ সেস্থানে নিজের ছায়া বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল হইতে বিল্ব, কাঁঠাল ও অর্জুন বৃক্ষের দ্বারা সেইআশ্রম পূর্ণ ছিল। পুণ্যদায়ক লক্ষণসমূহে যুক্ত সেই পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ আশ্রমকে দর্শন করত যাদবশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই সকল ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই আশ্রম কাহার? ২-৩

তখন সেই সব ঋষি মহাত্মা হলধরকে বলিলেন,—বলরাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম কাহার অধিকারে ছিল, তাহা সবিস্তারে শ্রবণ করুন ॥ ৪

পুরাকালে এস্থানে ভগবান্ বিষ্ণু উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। এস্থানেই তাঁহার সকল সনাতন যজ্ঞ বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল ॥ ৫

এস্থানে কুমারী বয়স হইতে ব্রহ্মচর্য্যপালনকারিণী এক সিদ্ধা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। ইনি তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ছিলেন। ইনি যোগযুক্তা হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬

রাজন্! নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালিনী ও ব্রহ্মচর্য্যপালনকারিণী এই তেজস্বিনী সাধ্বী-মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা ছিলেন ॥ ৭

স্ত্রীগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল, এরূপ ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্মানিতা হইয়া এই মহা-সৌভাগ্যশালিনী দেবী স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৮

ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করত নিজ মহিমা হইতে অবিচ্যুত বলরাম সেই আশ্রমে যাইলেন। সেস্থানে হিমালয়ের পার্শ্বভাগে সেই ঋষিদিগকে প্রণাম করত সন্ধ্যা-বন্দনাদি সব কার্য্য করিবার পর তিনি হিমালয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯½

যাঁহার ধ্বজে তালবৃক্ষের চিহ্ন সুশোভিত ছিল, সেই বলরাম এই পর্ব্বতের উপর কিছুদূর যাইলে পর তাঁহার দৃষ্টি এক পুণ্যময় উত্তম তীর্থের উপর পতিত হইল। ইহাই সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান প্লক্ষপ্রস্রবণনামক তীর্থ। ইহা দর্শন করিয়া বলরাম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১০-১১

তারপর তিনি কারপবননামক উত্তম তীর্থে গমন করিলেন। মহাবল হলধর সেস্থানে নির্ম্মল, পবিত্র ও অত্যন্ত শীতল পুণ্যদায়ক জলে স্নান করত ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিলেন এবং দেবতা

আপ্লুতঃ সলিলে পুণ্যে সুশীতে বিমলে শুচৌ।
সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ দেবাংশ্চ রণদুর্ম্মদঃ॥ ১৩
তত্রোষ্যৈকাং তু রজনীং যতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুণ্যং জগামাশ্রমমচ্যুতঃ॥ ১৪
ইন্দ্রোঽগ্নিরর্য্যমা চৈব যত্র প্রাক্ প্রীতিমাপ্নুবন্।
তং দেশং কারপবনাদ্ যমুনায়াং জগাম হ॥ ১৫
স্নাত্বা তত্র চ ধর্মাত্মা পরাং প্রীতিমবাপ্য চ।
ঋষিভিশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চ সহিতো বৈ মহাবলঃ॥ ১৬
উপবিষ্টঃ কথাঃ শুভ্রাঃ শুশ্রাব যদুপুঙ্গবঃ।
তথা তু তিষ্ঠতাং তেষাং নারদো ভগবানৃষিঃ॥ ১৭
আজগামাথ তং দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ।
জটামণ্ডলসংবীতঃ স্বর্ণচীরো মহাতপাঃ॥ ১৮
হেমদণ্ডধরো রাজন্ কমণ্ডলুধরস্তথা।
কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্॥ ১৯
নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেব-ব্রাহ্মণপূজিতঃ।
প্রকর্তা কলহানাঞ্চ নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়ঃ॥ ২০

ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তাহার পর রণদুর্ম্মদ বলরাম যতি এবং ব্রাহ্মণবৃন্দের সহিত একরাত্রি সে স্থানে বাস করত মিত্রা-বরুণের পবিত্র আশ্রমে যাইলেন॥ ১২-১৪

যেস্থানে পুরাকালে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা (সূর্য্য) অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, সেইস্থান যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। কারপবন হইতে সেই তীর্থে গমন করত মহাবল ধর্ম্মাত্মা বলরাম স্নান করত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম ঋষি ও সিদ্ধগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া উত্তম কথাসকল শুনিতে লাগিলেন॥ ১৫-১৬½

এইভাবে তাঁহারা সকলে সেস্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি ভগবান্ নারদও তাঁহাদের নিকট সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে বলরাম বিরাজমান আছেন॥ ১৭½

রাজন্! মহাতপস্বী নারদ জটামণ্ডলমুণ্ডিত হইয়া স্বর্ণময় বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কমণ্ডলু, স্বর্ণদণ্ড এবং সুখ-দায়ক শব্দকারী কচ্ছপীনামক মনোরমা বীণা হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১৮-১৯

ইনি নৃত্য-গীতে কুশল, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্মানিত, কলহ উৎপাদনকারী এবং সদা কলহপ্রিয় ছিলেন॥ ২০

তং দেশমগমদ্ যত্র শ্রীমান্ রামো ব্যবস্থিতঃ।
প্রত্যুত্থায় চ তং সম্যক্ পূজয়িত্বা যতব্রতম্॥ ২১
দেবর্ষিং পর্য্যপৃচ্ছৎ স যথা বৃত্তং কুরূন্ প্রতি।
ততোঽস্যাকথয়দ্ রাজন্ নারদঃ সর্বধর্মবিৎ॥ ২২
সর্বমেতদ্ যথাবৃত্তমতীব কুরুসংক্ষয়ম্।
ততোঽব্রবীদ্ রৌহিণেয়ো নারদং দীনয়া গিরা।
কিমবস্থং তু তৎ ক্ষেত্রং যে তু তত্রাভবন্ নৃপাঃ।
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং সর্বমেব তপোধন॥ ২৪
বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে।
নারদ উবাচ।
পূর্বমেব হতো ভীষ্মো দ্রোণঃ সিন্ধুপতিস্তথা॥ ২৫
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ।
ভূরিশ্রবা রৌহিণেয় মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্॥ ২৬
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র তত্র মহাবলাঃ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জয়ার্থং কৌরবস্য বৈ।

তিনি সেই স্থানে আসিলেন, যেস্থানে তেজস্বী বলরাম উপ- ছিলেন। তখন বলরাম উত্থিত হইয়া নিয়ম ও ব্রতপালন- দেবর্ষিকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া তাঁহাকে কৌরবগণের স- জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২১½

রাজন্! তখন সর্ব্বধর্ম্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ নারদ তাঁহাকে স- বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বলিলেন যে, কুরুকুলের ভয়ঙ্কর সংহার হ- গিয়াছে॥ ২২½

ইহাতে রোহিণীনন্দন বলরাম দীনস্বরে নারদকে জিজ্ঞা- করিলেন,—তপোধন! যে সব রাজারা সেস্থানে উপস্থিত হই- ছিলেন, সেই সব ক্ষত্রিয়দের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। এই সময় কিছু বিশে- বিস্তৃত সংবাদ জানিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূ- উপস্থিত হইয়াছে॥ ২৩-২৪½

নারদ বলিলেন,—রোহিণীনন্দন! ভীষ্ম পূর্ব্বেই নিহত হইয়া শরশয্যায় শায়িত আছে। তারপর সিন্ধুরাজ জয়- দ্রোণাচার্য্য, সূর্য্যনন্দন কর্ণ এবং তাঁহার মহারথী পুত্রগণও নি- হইয়াছে। ভূরিশ্রবা ও পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্যও নি- প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ২৫-২৬

ইহারা এবং যুদ্ধে অনিবৃত্ত অন্যান্য মহাবল রাজা এবং র-

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ।
অহতাংস্তু মহাবাহো শৃণু মে তত্র মাধব ॥ ২৮
ধার্তরাষ্ট্রবলে শেষাস্ত্রয়ঃ সমিতিমর্দনাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৯
তেঽপি বৈ বিদ্রুতা রাম দিশো দশ ভয়াৎ তদা।
দুর্য্যোধনে হতে শল্যে বিদ্রুতেষু কৃপাদিষু ॥ ৩০
হ্রদং দ্বৈপায়নং নাম বিবেশ ভৃশদুঃখিতঃ।
শয়ানং ধার্তরাষ্ট্রং তু সলিলে স্তম্ভিতে তদা ॥ ৩১
পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণেন বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দয়ন্।
স তুদ্যমানো বলবান্ বাগ্‌ভী রাম সমন্ততঃ ॥ ৩২
উত্থিতঃ স হ্রদাদ্ বীরঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
স চাপ্যুপগতো যোদ্ধুং ভীমেন সহ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৩
ভবিষ্যতি তয়োরদ্য যুদ্ধং রাম সুদারুণম্।
যদি কৌতূহলং তেঽস্তি ব্রজ মাধব মা চিরম্।
পশ্য যুদ্ধং মহাঘোরং শিষ্যয়োর্যদি মন্যসে ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তানভ্যর্চ্য দ্বিজর্ষভান্।
সর্বান্ বিসর্জয়ামাস যে তেনাভ্যাগতাঃ সহ ॥ ৩৫
গম্যতাং দ্বারকাং চেতি সোঽন্বশাদনুযায়িনঃ।
সোঽবতীর্য্যাচলশ্রেষ্ঠাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণাচ্ছুভাৎ ॥ ৩৬
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বা তীর্থফলং মহৎ।
বিপ্রাণাং সন্নিধৌ শ্লোকমগায়দিমমচ্যুতঃ ॥ ৩৭
সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ
সরস্বতীবাসসমাঃ কুতো গুণাঃ।
সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৮
সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা
সরস্বতী লোকশুভাবহা সদা।
সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতং
সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥ ৩৯

কুমারগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের জয়লাভের জন্য নিজ নিজ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ২৭½

মধুবংশভূষণ মহাবাহু বলরাম! যাহারা এই যুদ্ধে নিহত হয় নাই, তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও পরাক্রমশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা—শত্রুমর্দনকারী এই তিন বীর জীবিত আছে ॥২৮-২৯

বলরাম! কিন্তু যখন শল্য নিহত হইল, তখন ইহারা তিনজনও ভীত হইয়া দশদিকে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল। শল্য নিহত হইলে ও কৃপাচার্য্যাদি পলায়ন করিলে পর দুর্য্যোধন অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িল এবং পলায়ন করত দ্বৈপায়ন সরোবরে যাইয়া আত্মগোপন করিল ॥ ৩০½

যখন দুর্য্যোধন জলকে স্তম্ভিত করিয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, তখন পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নানারূপ কঠোর বাক্যে তাহাকে পীড়াদান করিতে লাগিল ॥ ৩১½

বলরাম! যখন সর্ব্বতোভাবে তাহাকে কঠোর বাক্যে ব্যথিত করা হইতেছিল, তখন সেই বলবান্ বীর হস্তে বিশাল গদাধারণ করত সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আসিল ॥ ৩২½

সেই সময় দুর্য্যোধন ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম! আজ তাহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ হইবে। মাধব! যদি তোমার মনে সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার বাসনা হয়, তবে শীঘ্র গমন কর। যদি ইহা ভাল বলিয়া মনে কর, তবে এই দুই শিষ্যের গদাযুদ্ধ দর্শন কর ॥ ৩৩-৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নারদের কথা শ্রবণ করত বলরাম নিজের সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন এবং সেবকদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, তোমরা দ্বারকায় গমন কর ॥ ৩৫½

তারপর তিনি প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক শুভ পর্ব্বতশিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং তীর্থসেবনের মহাফলের কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত অচ্যুত বলরাম ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই শ্লোক গান করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিলে পর যে সুখ ও আনন্দ লাভ হয়, তাহা অন্যত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? সরস্বতীর তীরে বাস করিলে যে গুণলাভ হয়, তাহা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সরস্বতীর সেবনে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া মনুষ্য সদা সরস্বতী নদীর স্মরণ করিতে থাকেন ॥৩৮

সরস্বতী সমস্ত নদী হইতে পবিত্র। সরস্বতী সদা সমস্ত জগতের কল্যাণ করিয়া থাকেন। সরস্বতীকে পাইয়া মানুষ ইহলোক ও পরলোকে কখনও পাপের জন্য শোক করে না ॥ ৩৯

ততো মুহুর্মুহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষমাণঃ সরস্বতীম্।
হয়ৈর্যুক্তং রথং শুভ্রমাতিষ্ঠত পরন্তপঃ ॥ ৪০
স শীঘ্রগামিনা তেন রথেন যদুপুঙ্গবঃ।
দিদৃক্ষুরভিসম্প্রাপ্তঃ শিষ্যযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

তদনন্তর শত্রুতাপন বলরাম বারংবার প্রেমসহকারে সরস্বতী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অশ্বগণে যোজিত এক উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৪০

সেই শীঘ্রগামী রথের দ্বারা তৎকালে উপস্থাপিত হইয়া শিষ্য দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের যুদ্ধ দেখিবার জন্য যুদ্ধপ্রধান ক... তাঁহাদের নিকট আসিলেন ॥ ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামপরামর্শেন সর্ব্বেষাং কুরুক্ষেত্রে গমনম্, তত্র ভীমদুর্য্যোধনয়োর্গদাযুদ্ধপ্রস্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং জনমেজয়!
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
রামং সংনিহিতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধ উপস্থিতে।
মম পুত্রঃ কথং ভীমং প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয় ॥ ২
সঞ্জয় উবাচ।
রামসান্নিধ্যমাসাদ্য পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
যুদ্ধকামো মহাবাহুঃ সমহৃষ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা লাঙ্গলিনং রাজা প্রত্যুত্থায় চ ভারত।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমভ্যর্চ্য যথাবিধি ॥ ৪
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্।
ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৫
কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেব চ
দৈবতৈর্ঋষিভির্জুষ্টং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৭
তত্র বৈ যোৎস্যমানা যে দেহং ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ
তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ ॥ ৮
তস্মাৎ সমন্তপঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ।
প্রথিতোত্তরবেদী সা দেবলোকে প্রজাপতেঃ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বলরামের পরামর্শে সকলের কুরুক্ষেত্রে গমন এবং সেস্থানে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রস্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইভাবে সেই তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, যাহার বিষয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর বলরামকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বলরামকে নিকটে পাইয়া আপনার যুদ্ধাভিলাষী মহাবাহু শক্তিশালী পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ৩

হে ভারত! হলধরকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিশয় প্রেমভরে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করত বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন ও তাঁহার ... কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪½

তখন বলরাম যুধিষ্ঠিরকে মধুরবাণীতে বীরবর যো... হিতের জন্য এই ধর্ম্মপূর্ণ কথা বলিলেন ॥ ৫½

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনাকারী ... মুখে শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরমপাবন পুণ্যময় তীর্থ। ... স্বর্গপ্রদায়ক। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা ... সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৬-৭

মাননীয় নরেশ! যে মানব সেইস্থানে যুদ্ধ করিতে ... নিজের দেহ ত্যাগ করিবে, তাহার নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ... সহিত বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে ॥ ৮

হে নৃপ! অতএব আমরা সকলে এস্থান হইতে স... তীর্থে গমন করিব। এই ভূমি দেবলোকে প্রজাপতির উ... নাম প্রসিদ্ধ আছে। ত্রিলোকের এই পরম পুণ্যতম ...

তস্মিন্ মহাপুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্য সনাতনে।
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য ধ্রুবং স্বর্গে ভবিষ্যতি॥ ১০
তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
সমন্তপঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভিমুখঃ প্রভুঃ॥ ১১
ততো দুর্য্যোধনো রাজা প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
পদ্ভ্যামমর্ষী দ্যুতিমানগচ্ছৎ পাণ্ডবৈঃ সহ॥ ১২
তথাঽঽয়ান্তং গদাহস্তং বর্মণা চাপি দংশিতম্।
অন্তরিক্ষচরা দেবাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্॥ ১৩
বাতিকাশ্চারণা যে তু দৃষ্ট্বা তে হর্ষমাগতাঃ।
স পাণ্ডবৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজস্তবাত্মজঃ॥ ১৪
মত্তস্যেব গজেন্দ্রস্য গতিমাস্থায় সোঽব্রজৎ।
ততঃ শঙ্খনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ॥ ১৫
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং দিশঃ সর্বাঃ প্রপূরিতাঃ।
ততস্তে তু কুরুক্ষেত্রং প্রাপ্তা নরবরোত্তমাঃ॥ ১৬
প্রতীচ্যভিমুখং দেশং যথোদ্দিষ্টং সুতেন তে।
দক্ষিণেন সরস্বত্যাঃ স্বয়নং তীর্থমুত্তমম্॥ ১৭
তস্মিন্ দেশে ত্বনিরিণে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্।
ততো ভীমো মহাকোটিং গদাং গৃহ্যাথ বর্মভৃৎ॥ ১৮
বিভ্রদ্রূপং মহারাজ সদৃশং হি গরুত্মতঃ।
অববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ সংখ্যে কাঞ্চনবর্মভৃৎ॥ ১৯
ররাজ রাজন্ পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাডিব।
বর্মভ্যাং সংযতৌ বীরৌ ভীম-দুর্য্যোধনাবুভৌ॥ ২০
সংযুগে চ প্রকাশেতে সংরব্ধাবিব কুঞ্জরৌ।
রণমণ্ডলমধ্যস্থৌ ভ্রাতরৌ তৌ নরর্ষভৌ॥ ২১
অশোভেতাং মহারাজ চন্দ্র-সূর্য্যাবিবোদিতৌ।
তাবন্যোন্যং নিরীক্ষেতাং ক্রুদ্ধাবিব মহাদ্বিপৌ॥ ২২
দহন্তৌ লোচনৈ রাজন্ পরস্পরবধৈষিণৌ।
সম্প্রহৃষ্টমনা রাজন্ গদামাদায় কৌরবঃ॥ ২৩

তীর্থে যুদ্ধ করত মৃত্যুপ্রাপ্ত মানুষ নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করিবে॥ ৯-১০

মহারাজ! তখন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া বীর রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চকতীর্থ অভিমুখে গমন করিলেন। সেই সময় অমর্ষপূর্ণ তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধন হস্তে বিশাল গদাধারণ করত পাণ্ডবগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন॥ ১১-১২

হস্তে গদা লইয়া কবচ ধারণ করত দুর্য্যোধনকে সেইভাবে আসিতে দেখিয়া আকাশে বিচরণকারী দেবতাগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন॥ ১৩

বাতিক ও চারণগণও তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবদিগের দ্বারা পরিবৃত আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন মদমত্ত গজরাজের গতির আশ্রয় গ্রহণ করত যাইতে লাগিলেন॥ ১৪৳

সেই সময় শঙ্খসকলের ধ্বনি, রণভেরীসমূহের গম্ভীর শব্দ এবং বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল॥ ১৫২

তদনন্তর সেই সব শ্রেষ্ঠ নরবীরগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত পশ্চিমমুখে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উত্তম তীর্থ সরস্বতীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত এবং সদ্‌গতিপ্রদানকারী। এস্থানে কোথাও উষর ভূমি ছিল না। সেই স্থানে আসিয়া তাঁহারা সকলে যুদ্ধ করিবার জন্য স্থির করিলেন॥ ১৬-১৭২

তারপর ভীমসেন কবচ পরিধান করত বৃহৎ কোটিযুক্ত গদা হস্তে লইয়া যেন গরুড়ের রূপ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন॥ ১৮২

তাহার পর দুর্য্যোধনও মস্তকে শিরস্ত্রাণ ও দেহে স্বর্ণময় বর্ম্ম ধারণ করত ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবর্ণময় গিরিরাজ মেরুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন॥ ১৯২

কবচ বন্ধন করত দুই বীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধন যুদ্ধভূমিতে কুপিত হইয়া দুইটি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন॥ ২০২

মহারাজ! রণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন॥ ২১২

রাজন্! ক্রুদ্ধ দুইটি গজরাজের ন্যায় পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই দুই বীর পরস্পরকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন নেত্র দ্বারাই উভয়ে উভয়কে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন॥ ২২২

হে রাজন্! তদনন্তর শক্তিশালী কুরুবংশী রাজা দুর্য্যোধন প্রসন্নচিত্ত হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগ চাটিতে চাটিতে ও দীর্ঘশ্বাসত্যাগ করিতে

সৃক্কিণী সংলিহন্ রাজন্ ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্ ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্ গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ২৪
ভীমসেনমভিপ্রেক্ষ্য গজো গজমিবাহ্বয়ৎ ।
অদ্রিসারময়ীং ভীমস্তথৈবাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ২৫
আহ্বয়ামাস নৃপতিং সিংহং সিংহো যথা বনে ।
তাবুদ্যতগদাপাণী দুর্য্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ২৬
সংযুগে চ প্রকাশেতাং গিরী সশিখরাবিব ।
তাবুভৌ সমভিক্রুদ্ধাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥ ২৭
উভৌ শিষ্যৌ গদাযুদ্ধে রৌহিণেয়স্য ধীমতঃ ।
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ যম-বাসবয়োরিব ॥ ২৮
তদা সদৃশকর্ম্মাণৌ বরুণস্য মহাবলৌ ।
বাসুদেবস্য রামস্য তথা বৈশ্রবণস্য চ ॥ ২৯
সদৃশৌ তৌ মহারাজ মধু-কৈটভয়োর্যুধি
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ তথা সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥ ৩০
রাম-রাবণয়োশ্চৈব বালি-সুগ্রীবয়োস্তথা ।
তথৈব কালস্য সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরন্তপৌ ॥ ৩
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ ।
বাসিতাসঙ্গমে দৃপ্তৌ শরদীব মদোৎকটৌ ॥ ৩
উভৌ ক্রোধবিষং দীপ্তং বমন্তাবুরগাবিব ।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥ ৩৩
উভৌ ভরতশার্দূলৌ বিক্রমেণ সমন্বিতৌ ।
সিংহাবিব দুরাধর্ষৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ ॥ ৩৪
নখদংষ্ট্রায়ুধৌ বীরৌ ব্যাঘ্রাবিব দুরুৎসহৌ ।
প্রজাসংহরণে ক্ষুব্ধৌ সমুদ্রাবিব দুস্তরৌ ॥ ৩৫
লোহিতাঙ্গাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রতপন্তৌ মহারথৌ ।
পূর্ব্ব-পশ্চিমজৌ মেঘৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥ ৩
গর্জমানৌ সুবিষমং ক্ষরন্তৌ প্রাবৃষীব হি ।
রশ্মিযুক্তৌ মহাত্মানৌ দীপ্তিমন্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩
দদৃশাতে কুরুশ্রেষ্ঠৌ কাল-সূর্য্যাবিবোদিতৌ ।
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধৌ গর্জন্তাবিব তোয়দৌ ॥ ৩

করিতে ভীমসেনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেইভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যেরূপ কোন হাতী অন্য এক হাতীকে আহ্বান করিয়া থাকে ॥ ২৩-২৪½

সেইরূপ পরাক্রমশালী ভীমসেনও লৌহময় গদাধারণ করত রাজা দুর্য্যোধনকে সেইভাবে আহ্বান করিতে থাকিলেন, যেরূপ কোন সিংহ অপর এক সিংহকে আহ্বান করিয়া থাকে ॥ ২৫½

দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়েরই গদা উত্তোলিত ছিল। সেই সময় রণাঙ্গনে ইঁহারা উভয়ে শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ২৬½

উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। উভয়ে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশকারী এবং উভয়েই গদা যুদ্ধে বুদ্ধিমান্ রোহিণী-নন্দন বলরামের শিষ্য ছিলেন ॥ ২৭½

মহারাজ! শত্রুতাপন এই দুই মহাবল বীর যমরাজ, ইন্দ্র, বরুণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশকারী ছিলেন। তখন ইঁহার উভয়ে কাল ও মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ২৮-৩১

যেরূপ শরৎকালে মৈথুনেচ্ছুক হস্তিনীর সহিত সমাগমের জন্য দুইটি মদমত্ত হস্তী পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ নিজ বলের গর্ব্বকারী এই দুই বীর পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য পরস্পরের দিকে ধামিত হইলেন। শ দমনকারী এই দুই যোদ্ধা দুইটি সর্পের ন্যায় প্রজ্বলিত ক্রো বিষ উদ্‌গিরণ করিতে করিতে পরস্পরকে রোষক দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৩

ভরতবংশের এই দুই পরাক্রমশালী সিংহ বিক্রম বনজাত দুইটি সিংহের ন্যায় দুর্জয় ছিলেন এবং উভয়েই যুদ্ধে বিশেষজ্ঞও ছিলেন ॥ ৩৪

নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রধারী দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় এই দুই বী বেগ শত্রুদের পক্ষে অসহ্য ছিল। প্রলয়কালে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় পরস্পরকে তাপদান করিতে লাগিলেন। ৩৫

যেরূপ বর্ষাকালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে স্থিত দুই খণ্ড প্রদ মেঘ ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুদমন এই দুই বীর পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর কি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬½

মহাত্মা, মহাবল ও কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন এবং ভীমসেন কিরণযুক্ত, প্রলয়কালে উদিত দীপ্তিশালী দুইটি সূর্য্যের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥ ৩৭½

রোষাবিষ্ট দুইটি ব্যাঘ্র, গর্জন রত দুই খণ্ড মেঘ সিংহনাদকারী দুইটি সিংহের ন্যায় এই দুই মহাবাহু হর্ষোৎফুল্ল ছিলেন ॥ ৩৮½

জগ্মতুঃ সমুদাহৃত্য মহাবাহূ সিংহ-কেসরিণাবিব।
গজাবিব সুসংরব্ধৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ ॥ ৩৯
দদৃশাতে মহাত্মানৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ।
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৪০
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ গদাহস্তৌ নরোত্তমৌ।
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ পরমসম্মতৌ ॥ ৪১
সদশ্বাবিব হেষন্তৌ বৃংহন্তাবিব কুঞ্জরৌ।
বৃষভাবিব গর্জন্তৌ দুর্য্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ৪২
দৈত্যাবিব বলোন্মত্তৌ রেজতুস্তৌ নরোত্তমৌ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্নিদমাহ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৩
ভ্রাতৃভিঃ সহিতং চৈব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা।
রামেণামিতবীর্য্যেণ বাক্যং শৌটীর্য্যসম্মতম্ ॥ ৪৪
কেকয়ৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্দৃপ্তং পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
ইদং ব্যবসিতং যুদ্ধং মম ভীমস্য চোভয়োঃ ॥ ৪৫
উপোপবিষ্টাঃ পশ্যধ্বং সহিতৈর্নৃপপুঙ্গবৈঃ।
শ্রুত্বা দুর্য্যোধনবচঃ প্রত্যপদ্যন্ত তত্তথা ॥ ৪৬
ততঃ সমুপবিষ্টং তৎ সুমহদ্রাজমণ্ডলম্।
বিরাজমানং দদৃশে দিবীবাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ৪৭
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ।
উপবিষ্টো মহারাজ পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৮
শুশুভে রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ।
নক্ষত্রৈরিব সম্পূর্ণো বৃতো নিশি নিশাকরঃ ॥ ৪৯
তৌ তথা তু মহারাজ গদাহস্তৌ সুদুঃসহৌ।
অন্যোন্যং বাগ্ভিরুগ্রাভিস্তক্ষমাণৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫০
অপ্রিয়াণি ততোঽন্যোন্যমুক্ত্বা তৌ কুরুসত্তমৌ।
উদীক্ষন্তৌ স্থিতৌ তত্র বৃত্র শক্রৌ যথাহহবে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

এই দুই মহাত্মা যোদ্ধা পরস্পর কুপিত হইয়া দুইটি হস্তী, প্রজ্বলিত দুইখণ্ড অগ্নি এবং শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৩৯॥

ইঁহাদের উভয়ের ওষ্ঠ তখন প্রস্ফুরিত হইতে ছিল। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হস্তে গদা ধারণ করত পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবার উপক্রম করিলেন ॥ ৪০॥

উভয়েই অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ ছিলেন। উভয়েই সম্মানিত বীর ছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুর্য্যোধন ও ভীমসেন হ্রেষা-ধ্বনিকারী দুইটি উত্তম অশ্ব, গর্জনকারী দুইটি গজরাজ এবং নিনাদকারী দুইটি বৃষের ন্যায় ও বলোন্মত্ত দুইটি দৈত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২॥

রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন অমিতপরাক্রমী বলরাম, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, মহামনস্বী পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ এবং নিজের ভ্রাতাদের সহিত দণ্ডায়মান অভিমানী যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য বলিলেন ॥ ৪৩-৪৪॥

বীরগণ! আমার ও ভীমসেনের এই যে যুদ্ধ নিশ্চিত হইয়াছে; ইহা আপনারা সকলে শ্রেষ্ঠ নরপতিসকলের সহিত নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া দর্শন করুন ॥ ৪৫॥

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সমস্ত লোক উহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর সেই বিশাল রাজমণ্ডল সর্ব্বদিকে উপবেশন করিলেন। নরপতিগণের এই মণ্ডল আকাশে সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইঁহাদের সকলের মধ্যভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেজস্বী মহাবাহু বলরাম বিরাজমান রহিলেন। মহারাজ! সর্ব্বদিকে সম্মানিত, নীলাম্বরধারী, গৌরকান্তি বলরাম রাজগণের মধ্যে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ রাত্রিতে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ৪৬-৪৯

মহারাজ! হস্তে গদা ধারণ করত এই দুই দুঃসহ বীর পরস্পরকে নিজ নিজ কঠোর বাক্যের দ্বারা পীড়িত করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

পরস্পর কটু বচন প্রয়োগ করত এই দুই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠতম বীর সেস্থানে যুদ্ধস্থলে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধনমুদ্দিশ্য দুর্নিমিত্তানাং প্রকাশঃ, ভীমসেনস্যোৎসাহঃ, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্বাগ্‌যুদ্ধাৎ পরং গদাযুদ্ধারম্ভশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বাগ্‌যুদ্ধমভবৎ তুমুলং জনমেজয়।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং যস্য নিষ্ঠেয়মীদৃশী।
একাদশচমূভর্ত্তা যত্র পুত্রো মমানঘ ॥ ২
আজ্ঞাপ্য সর্বান্ নৃপতীন্ ভুক্ত্বা চেমাং বসুন্ধরাম্।
গদামাদায় বেগেন পদাতিঃ প্রস্থিতো রণে ॥ ৩
ভূত্বা হি জগতো নাথো হ্যনাথ ইব মে সুতঃ।
গদামুদ্যম্য যো যাতি কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৪
অহো দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং পুত্রেণ মম সঞ্জয়।
এবমুক্ত্বা স দুঃখার্তো বিররাম জনাধিপঃ ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

স মেঘনিনদো হর্ষান্নিনদন্নিব গোবৃষঃ।
আজুহাব তদা পার্থং যুদ্ধায় যুধি বীর্য্যবান্ ॥ ৬
ভীমমাহ্বয়মানে তু কুরুরাজে মহাত্মনি।
প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিবিধান্যুত ॥ ৭
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
বভূবুশ্চ দিশঃ সর্বাস্তিমিরেণ সমাবৃতাঃ ॥ ৮
মহাস্বনাঃ সনির্ঘাতাস্তুমুলা লোমহর্ষণাঃ।
পেতুস্তথোল্কাঃ শতশঃ স্ফোটয়ন্ত্যো নভস্তলাৎ ॥ ৯
রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্বণি বিশাম্পতে।
চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সবনদ্রুমা ॥ ১০
রুক্ষাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্নীচৈঃ শর্করকর্ষিণঃ।
গিরীণাং শিখরাণ্যেব ন্যপতন্ত মহীতলে ॥ ১১
মৃগা বহুবিধাকারাঃ সম্পতন্তি দিশো দশ।
দীপ্তাঃ শিবাশ্চাপ্যনদন্ ঘোররূপা সুদারুণাঃ ॥ ১২

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের পক্ষে দুর্নিমিত্তসকলের প্রকাশ, ভীমসেনের উৎসাহ এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধের পর গদাযুদ্ধ আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের মধ্যে ভয়ঙ্কর বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ১

নিষ্পাপ সঞ্জয়! যাহার পরিণাম এরূপ দুঃখপ্রদ, সেই মানবজন্মকে ধিক্। আমার পুত্র একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল। সে সকল রাজাকেই আদেশ দান করিত এবং এই সমগ্রা পৃথিবীকে সে একাকী উপভোগ করিয়াছে; কিন্তু অন্তে তাহার অবস্থা এরূপ হইল যে, হস্তে গদা লইয়া তাহাকে সবেগে পদব্রজেই যুদ্ধ যাইতে হইল ॥ ২-৩

আমার যে পুত্র সমস্ত জগতের নাথ ছিল, সে আজ অনাথের ন্যায় হাতে গদাধারণ করত পদব্রজেই যুদ্ধস্থলে গমন করিতেছে। ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কিইই বা বলিতে পারি ?৪

সঞ্জয়! হায়, আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হইল। এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখপীড়িত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় রণাঙ্গনে মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে পরাক্রমশালী দুর্য্যোধন হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বৃষের ন্যায় সিংহনাদ করিতে করিতে পৃথাপুত্র ভীমসেনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন ॥ ৬

মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধন যখন ভীমসেনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিল ॥ ৭

বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সর্ব্বদিক্ ধূলিবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল, আকাশ হইতে তীব্র শব্দ এবং বজ্রের প্রচণ্ড শব্দের সহিত রোমাঞ্চকর শত শত উল্কা ভূতলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল। প্রজানাথ! অমাবস্যা ব্যতীতই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন এবং বন ও বৃক্ষসকলসহ সমগ্রা ধরণী অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৮-১০

অধোভাগে ধূলি ও কাঁকর বর্ষণ করিতে করিতে রুক্ষ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতসমূহের শিখরসকল খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১১

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মৃগগণ দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অত্যন্ত ভয়ঙ্করী ও ঘোরাকৃতি শিবাগণ মুখ হইতে

নির্ঘাতাশ্চ মহাঘোরা বভূবুর্লোমহর্ষণাঃ।
দীপ্তায়াং দিশি রাজেন্দ্র মৃগাশ্চাশুভবেদিনঃ॥ ১৩
উদপানগতাশ্চাপো ব্যবর্ধন্ত সমন্ততঃ।
অশরীরা মহানাদাঃ শ্রূয়ন্তে স্ম তদা নৃপ॥ ১৪
এবমাদীনি দৃষ্ট্বাথ নিমিত্তানি বৃকোদরঃ।
উবাচ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১৫
নৈষ শক্তো রণে জেতুং মন্দাত্মা মাং সুযোধনঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে চিরম্॥ ১৬
সুযোধনে কৌরবেন্দ্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জ্জুনঃ।
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব হৃচ্ছয়ম্॥ ১৭
নিহত্য গদয়া পাপমিমং কুরুকুলাধমম্।
অদ্য কীর্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যাম্যহং ত্বয়ি॥ ১৮
হত্বেমং পাপকর্মাণং গদয়া রণমূর্ধনি।
অদ্যাস্য শতধা দেহং ভিনদ্মি গদয়ানয়া॥ ১৯
নায়ং প্রবেষ্টা নগরং পুনর্বারণসাহ্বয়ম্।
সর্পোৎসর্গস্য শয়নে বিষদানস্য ভোজনে॥ ২০
প্রমাণকোট্যাং পাতস্য দাহস্য জতুবেশ্মনি।
সভায়ামবহাসস্য সর্বস্বহরণস্য চ॥ ২১
বর্ষমজ্ঞাতবাসস্য বনবাসস্য চানঘ॥
অদ্যান্তমেষাং দুঃখানাং গন্তাহং ভরতর্ষভ॥ ২২
একাহ্না বিনিহত্যেমং ভবিষ্যাম্যাত্মনোঽনৃণঃ।
অদ্যায়ুর্ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেরকৃতাত্মনঃ॥ ২৩
সমাপ্তং ভরতশ্রেষ্ঠ মাতাপিত্রোশ্চ দর্শনম্।
অদ্য সৌখ্যং তু রাজেন্দ্র কুরুরাজস্য দুর্মতেঃ॥ ২৪
সমাপ্তঞ্চ মহারাজ নারীণাং দর্শনং পুনঃ।
অদ্যায়ং কুরুরাজস্য শান্তনোঃ কুলপাংশনঃ॥ ২৫
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ ত্যক্ত্বা শেষ্যতি ভূতলে।
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্॥ ২৬

অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে করিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতেছিল॥ ১২

রাজেন্দ্র! অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী শব্দ উত্থিত হইতেছিল। দিক্‌সকল যেন তখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মৃগগণ কোন এক ভাবী অমঙ্গলসূচনা করিতে করিতে শব্দ করিতেছিল॥ ১৩

হে নৃপ! কূপেরও জল সেই সময় সর্ব্বদিকে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং কোন দেহধারী না থাকিলেও উচ্চৈঃস্বরে চারিদিক্ হইতে শব্দ শুনা যাইতে লাগিল॥ ১৪

এইরূপ বহুসংখ্যক দুর্নিমিত্তসকল দেখিয়া ভীমসেন নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন॥ ১৫

ভ্রাতঃ! এই মন্দমতি দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে আমাকে কোনরূপেই পরাজিত করিতে পারিবে না। আজ আমি নিজ হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচ্ছন্ন ক্রোধকে কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের উপর সেইভাবে নিক্ষেপ করিব, যেরূপ অর্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। পাণ্ডুনন্দন! আজ আপনার হৃদয়ের কণ্টক আমি অপসারিত করিব॥ ১৬-১৭

আমি স্বীয় গদার দ্বারা এই কুরুকুলাধম পাপী দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া আজ আপনাকে কীর্ত্তিময়ী মালা পরাইব॥ ১৮

যুদ্ধের সম্মুখভাগে গদার আঘাতে এই পাপী দুর্য্যোধনকে বধ করত আজ ইহার শরীরকে শত শত ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিব॥ ১৯

এখন আর সে কখনও হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে না। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পাপী যে আমার শয্যার উপর সর্প নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভোজনে বিষ দিয়াছিল, প্রমাণকোটির জলে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, জৌতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পূর্ণসভায় আমাকে উপহাস করিয়াছিল, সর্ব্বস্ব আমাদের অপহরণ করিয়াছিল এবং বার বৎসরকাল বনবাস ও এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল; ইহার দ্বারা প্রাপ্ত এই সব দুঃখের আজ অবসান করিব॥ ২০-২২

আজ একদিনেই ইহাকে বধ করিয়া আমি নিজের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ দুর্মতি ও অজিতেন্দ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনের আয়ু সমাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার মাতা ও পিতাকে দর্শন করিবার সময়ও আজ সে পাইবে না॥ ২৩,

রাজেন্দ্র! মহারাজ! আজ দুর্মতি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমস্ত সুখ শেষ হইয়া যাইবে। এখন ইহার পক্ষে পুনরায় নিজের স্ত্রীগণকে দর্শন করা এবং তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব॥ ২৪½

কুরুরাজ শান্তনুর কুলকলঙ্ক এই দুর্য্যোধন আজ নিজের প্রাণ, রাজলক্ষ্মী এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিবে॥ ২৫½

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের এই পুত্রকে নিহত হইতে শুনিয়া নিজের সেইসব অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিবে, যে সমস্ত কর্ম্ম তিনি শকুনির পরামর্শ অনুসারে সম্পাদন করিয়াছিলেন॥ ২৬½

স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ২৭
অভ্যতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥ ২৮
ভীমসেনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনমুবাচ হ।
রাজ্ঞশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য তথা ত্বমপি চাত্মনঃ ॥ ২৯
স্মর তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম যদ্ বৃত্তং বারণাবতে।
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা ॥ ৩০
দ্যূতেন বঞ্চিতো রাজা যৎ ত্বয়া সৌবলেন চ।
বনে দুঃখঞ্চ যৎ প্রাপ্তমস্মাভিস্ত্বৎকৃতং মহৎ ॥ ৩১
বিরাটনগরে চৈব যোন্যন্তরগতৈরিব।
তৎ সর্ব্বং পাতয়াম্যদ্য দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি দুর্মতে ॥ ৩২
ত্বৎকৃতেঽসৌ হতঃ শেতে শরতল্পে প্রতাপবান্।
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠো নিহতো যাজ্ঞসেনিনা ॥ ৩৩
হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ তথা শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরাগ্নেরাদিকর্তাসৌ শকুনিঃ সৌবলো হতঃ ॥৩৪
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ।
ভ্রাতরস্তে হতাঃ সর্বে শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৩৫
এতে চান্যে চ বহবো নিহতাস্ত্বৎকৃতে নৃপাঃ।
ত্বামদ্য নিহনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬
ইত্যেবমুচ্চৈ রাজেন্দ্র ভাষমাণং বৃকোদরম্ঃ
উবাচ গতভী রাজন্ পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৭
কিং কথনেন বহুনা যুধ্যস্ব ত্বং বৃকোদর।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং কুলাধম ॥ ৩৮
ন হি দুর্য্যোধনঃ ক্ষুদ্র কেনচিৎ ত্বদ্বিধেন বৈ।
শক্যস্ত্রাসয়িতুং বাচা যথান্যঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৯
চিরকালেপ্সিতং দিষ্ট্যা হৃদয়স্থমিদং মম।
ত্বয়া সহ গদাযুদ্ধং ত্রিদশৈরুপপাদিতম্ ॥ ৪০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিলেন ॥ ২৭½

শিখরযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় গদা উপরে উত্তোলিত করিয়া দুর্য্যোধনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ভীমসেন পুনরায় কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৮½

দুর্য্যোধন! বারণাবত নগরে যাহা কিছু হইয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এবং নিজের সেই সব কুকর্ম্মের কথা এখন তুমি স্মরণ কর ॥ ২৯½

তুমি জনপূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমানিতা করিয়া তাহাকে যে ক্লেশদান করিয়াছ, সুবলপুত্র শকুনির দ্বারা পাশাখেলায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, তোমার জন্যই আমরা সকলে বনমধ্যে যে মহাকষ্টসকল ভোগ করিয়াছি এবং বিরাটনগরে অপর যোনিপ্রাপ্ত প্রাণীর ন্যায় যে একবৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, এই সব কষ্টভোগের জন্য আমার মনে যে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছে, উহা আজ সমস্তই তোমার উপর নিক্ষেপ করিব। দুর্মতে! সৌভাগ্যবশতই আজ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ ॥ ৩০-৩২

তোমারই জন্য রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী বীর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম দ্রুপদকুমার শিখণ্ডীর দ্বারা নিহত হইয়াছে[ন]; এই শক্রতার অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে যাঁহার চেষ্টা [...] ছিল, সেই সুবলপুত্র শকুনিও বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩৪

দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রাতিকামী বি[...] হইয়াছে। যাহারা পরাক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়াছি[...] তোমার ভ্রাতৃবৃন্দও মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৩৫

ইহারা এবং আর বহুসংখ্যক নরপতি তোমারই জ[ন্য] নিহত হইয়াছে। আজ তোমাকে গদার আঘাতে [...] করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৬

রাজন্! এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যভাষী ভীম[...] আপনার সত্যপরাক্রমী পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভয়ে বলিলেন ॥ ৩[৭]

বৃকোদর! বহু বড় বড় কথা বলিয়া কি লাভ [...] তুমি আমার সহিত সংগ্রাম কর। কুলাধম! আজ [...] তোমার যুদ্ধলিপ্সা পূরণ করিব ॥ ৩৮

অরে নীচ! তোমার ন্যায় কোন মানুষই অন্য [...] মানুষের তুল্য দুর্য্যোধনকে বাক্যের দ্বারা ভীত করিতে পা[রে] না ॥ ৩৯

সৌভাগ্যের কথা, আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে [...] সহিত গদা যুদ্ধ করিবার যে অভিলাষ রহিয়াছে, উহা দে[বগণ] পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪০

কিং বাচা বহুনোক্তেন কথিতেন চ দুর্মতে।
বাণী সম্পদ্যতামেষা কর্মণা মা চিরং কৃথাঃ ॥ ৪১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্।
রাজানঃ সোমকাশ্চৈব যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৪২
ততঃ সম্পূজিতঃ সর্বৈঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
ভূয়ো ধীরাং মতিঞ্চক্রে যুদ্ধায় কুরুনন্দনঃ ॥ ৪৩
উন্মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দৈর্নরাধিপাঃ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়াঞ্চক্রুর্দুর্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৪৪

তং মহাত্মা মহাত্মানং গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ধার্তরাষ্ট্রং বৃকোদরঃ ॥ ৪৫
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি চাপ্যদীপ্যন্ত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি গদাযুদ্ধারম্ভে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

দুর্মতে! বাক্যের দ্বারা নিজের বহুভাবে প্রশংসা করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি যাহা করিতে পারিবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাও ॥ ৪১

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেস্থানে সমবেত সমস্ত রাজা ও সোমকগণ তাঁহার অতিশয় সমাদর করিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর সকলের দ্বারা সম্মানিত হইয়া কুরুনন্দন দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য ধীর বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল ॥ ৪৩

ইহার পর যেরূপ মানুষ তালি দিয়া মদমত্ত হস্তীকে কুপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজারা তালি দিয়া অমর্ষশীল দুর্য্যোধনকে পুনরায় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৪৪

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আপনার মহামনস্বী পুত্র দুর্য্যোধনের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

সেই সময় হাতীরা বারংবার চীৎকার এবং অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। এই সঙ্গে জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের অস্ত্রসকলও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে গদাযুদ্ধ-আরম্ভবিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্গদাযুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তথাগতম্।
প্রত্যুদ্যযাবদীনাত্মা বেগেন মহতা নদন্ ॥ ১
সমাপেততুরন্যোন্যং শৃঙ্গিণৌ বৃষভাবিব।
মহানির্ঘাতঘোষশ্চ প্রহারাণামজায়ত ॥ ২
অভবচ্চ তয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
জিগীষতোর্যথান্যোন্যমিন্দ্র-প্রহ্লাদয়োরিব ॥ ৩
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গৌ গদাহস্তৌ মনস্বিনৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,-- রাজন্! তদনন্তর উদারহৃদয় দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সেইভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া স্বয়ংও গর্জন করিতে করিতে তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ১

ইঁহারা উভয়ে বড় বড় শৃঙ্গযুক্ত দুইটি বৃষের ন্যায় পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ইঁহাদের গদাপ্রহারের শব্দ বজ্র-পতনের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২

পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩

তাঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিল। হস্তে গদা ধারণ করত এই দুই মহাত্মা মহামনস্বী বীর বিকসিত দুইটি অশোক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৪

তথা তস্মিন্ মহাযুদ্ধে বর্তমানে সুদারুণে।
খদ্যোতসঙ্ঘৈরিব খং দর্শনীয়ং ব্যরোচত ॥ ৫
তথা তস্মিন্ বর্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥ ৬
তৌ মুহূর্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
সম্প্রহারয়তাং চিত্রে সম্প্রগৃহ্য গদে শুভে ॥ ৭
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যৌ সমাশ্বস্তৌ নরর্ষভৌ
বলিনৌ বারণৌ যদ্বদ্ বা সিতার্থে মদোৎকটৌ ॥ ৮
সমানবীর্য্যৌ সম্প্রেক্ষ্য প্রগৃহীতগদাবুভৌ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেব-গন্ধর্ব-মানবাঃ ॥ ৯
প্রগৃহীতগদৌ দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধন-বৃকোদরৌ।
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত ॥ ১০
সমাগম্য ততো ভূয়ো ভ্রাতরৌ বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরপ্রেপ্সূ প্রচক্রাতেঽন্তরং প্রতি ॥ ১১

সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর গদার আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হইতে লাগিল। ইহারা আকাশে জোনাকী পোকাসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল এবং সে স্থানের আকাশমণ্ডলের দর্শনীয় শোভা হইতে লাগিল ॥ ৫

এইভাবে প্রচলিত সেই অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে এই দুই শত্রুদমন বীর অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬

তারপর ইঁহারা উভয়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর শত্রুতাপন এই দুই যোদ্ধা পুনরায় বিচিত্র ও সুন্দর গদা হস্তে ধারণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭

সমান বলশালী এই দুই মহাপরাক্রমী নরশ্রেষ্ঠ বীর বিশ্রাম করত পুনরায় হস্তে গদাধারণ করিয়া মৈথুনাভিলাষিণী হস্তিনীর জন্য সঙ্ঘর্ষরত দুইটি বলবান্ ও মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৮-৯

দুর্য্যোধন ও ভীমসেনকে পুনরায় গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া ইঁহাদের মধ্যে কোন একজনের জয়লাভবিষয়ে সকল প্রাণীর হৃদয়ে সংশয় উৎপন্ন হইল ॥ ১০

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যখন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ইঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে নানারূপ যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে থাকিলেন ॥ ১১

যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশনিমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুঃ প্রেক্ষকা রাজন্ রৌদ্রীং বিশসনীং গদাং।
আবিদ্ধ্যতো গদাং তস্য ভীমসেনস্য সংযুগে।
শব্দঃ সুতুমুলো ঘোরো মুহূর্তং সমপদ্যত ॥ ১৩
আবিদ্ধ্যন্তমরিং প্রেক্ষ্য ধার্তরাষ্ট্রোঽথ পাণ্ডবম্।
গদামতুলবেগাং তাং বিস্মিতঃ সম্বভূব হ ॥ ১৪
চরংশ্চ বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভারত।
অশোভত তদা বীরো ভূয় এব বৃকোদরঃ ॥ ১৫
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যরক্ষণে।
মার্জারাবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৬
অচরদ্ ভীমসেনস্তু মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গত-প্রত্যাগতানি চ ॥ ১৭
অস্ত্রযন্ত্রাণি চিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্ ॥ ১৮

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধস্থলে যখন ভীমসেন নিজ[illegible] ঘুরাইতে লাগিলেন, তখন দর্শকগণ দেখিলেন—তাঁহা[illegible] যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় এই গদা উদ্যত [illegible] ছিল এবং শত্রুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে সমর্থ ছিল। গদা ঘু[illegible] সময় মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া তাঁহার দিক্ হইতে ঘোরতর ও ভ[illegible] হইতেছিল ॥ ১২-১৩

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের শত্রু পাণ্ডুনন্দন ভী[illegible] সেই অতুলনীয় বেগশালিনী গদাকে ঘুরাইতে দেখিয়া আ[illegible] হইলেন ॥ ১৪

হে ভারত! বীর ভীমসেন নানাবিধ যুদ্ধপদ্ধতি ও ম[illegible] প্রদর্শন করিতে করিতে পুনরায় অতিশয় শোভা[illegible] লাগিলেন ॥ ১৫

ইঁহারা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরে[illegible] হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া ভোজনে[illegible] সঙ্ঘর্ষরত দুইটি বিড়ালের ন্যায় পরস্পরকে বারংবার [illegible] প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেই সময় ভীমসেন নানাপ্রকার যুদ্ধরীতি ও বিবি[illegible] দেখাইতেছিলেন। তিনি কখনও শত্রুর দিকে অগ্রস[illegible] ছিলেন এবং কখনও শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে [illegible] পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন ॥ ১৭

বিচিত্র অস্ত্র-যন্ত্র ও নানাবিধ স্থানসকল প্রদর্শন করিতে [illegible] এই দুই বীর শত্রুর প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে [illegible]

অভিদ্রবণমাক্ষেপমবস্থানং সবিগ্রহম্ ।
পরিবর্তন-সংবর্তমবপ্লুতমুপপ্লুতম্ ॥ ১৯
উপন্যস্তমপন্যস্তং গদাযুদ্ধবিশারদৌ ।
এবং তৌ বিচরন্তৌ তু পরস্পরমবিধ্যতাম্ ॥ ২০
বঞ্চয়ানৌ পুনশ্চৈব চেরতুঃ কুরুসত্তমৌ ।
বিক্রীড়ন্তৌ সুবলিনৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ২১
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ ।
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥ ২২
পরস্পরং সমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা ।
অশোভেতাং মহারাজ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥ ২৩
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং পরন্তপ ।
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ২৪
গদাহস্তৌ ততস্তৌ তু মণ্ডলাবস্থিতৌ বলী ।
দক্ষিণং মণ্ডলং রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রোঽভ্যবর্তত ॥ ২৫
সব্যং তু মণ্ডলং তত্র ভীমসেনোঽভ্যবর্তত ।
তথা তু চরতস্তস্য ভীমস্য রণমূর্ধনি ॥ ২৬
দুর্যোধনো মহারাজ পার্শ্বদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ ।
আহতস্তু ততো ভীমঃ পুত্রেণ তব ভারত ॥ ২৭
আবিদ্ধ্যত গদাং গুর্বীং প্রহারং তমচিন্তয়ন্ ।
ইন্দ্রাশনিসমাং ঘোরাং যমদণ্ডমিবোদ্যতাম্ ॥ ২৮
দদৃশুস্তে মহারাজ ভীমসেনস্য তাং গদাম্ ।
আবিধ্যন্তং গদাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তবাত্মজঃ ॥ ২৯
সমুদ্যম্য গদাং ঘোরাং প্রত্যবিধ্যৎ পরন্তপঃ ।
গদামারুতবেগেন তব পুত্রস্য ভারত ॥ ৩০
শব্দ আসীৎ সুতুমুলস্তেজশ্চ সমজায়ত ।
স চরন্ বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশঃ ॥ ৩১

শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করিতে করিতে এবং দক্ষিণ-বামে দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ১৮

ইঁহারা তখন বেগে কোন সময়ে পরস্পরের সম্মুখে যাইতে লাগিলেন, কখনও বিরোধীকে ভূপাতিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কখনও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কখনও পতিত শত্রু উত্থিত হইলে পর পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, কখনও শত্রুকে প্রহার করিবার জন্য ঘুরিতে লাগিলেন, কখনও শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য অবনত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কখনও লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছিলেন, কখনও নিকটে আসিয়া গদাপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং কখনও ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে শত্রুকে আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; সেই কারণে নানারূপ পদ্ধতি প্রদর্শনপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ১৯-২০

কুরুকুলের এই দুই বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুকে বঞ্চনা করিতে করিতে বারংবার যুদ্ধের খেলা দেখাইতে থাকিয়া বিবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সমরাঙ্গণে চারিদিকে যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করাইতে করাইতে এই দুই শত্রুদমন বীর সহসা নিজ নিজ গদা দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

মহারাজ! যেরূপ দুইটি হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত রক্তাপ্লুত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর যোদ্ধাও পরস্পরকে আঘাত করত রক্তে আর্দ্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

শত্রুতাপন নরেশ! এইরূপ দিনের সমাপ্তির সময় এই দুই বীরের মধ্যে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ক্রূরতাপূর্ণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥ ২৪

রাজন্! উভয়েই হস্তে গদাধারণ করত মণ্ডলাকারে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বলবান্ দুর্যোধন দক্ষিণমণ্ডলে এবং ভীমসেন বাম-মণ্ডলে অবস্থিত ছিলেন ॥ ২৫½

মহারাজ! যুদ্ধের সম্মুখভাগে বামমণ্ডলে বিচরণকারী ভীমসেনের পূর্বেই দুর্যোধন গদাপ্রহার করিলেন ॥ ২৬½

হে ভারত! আপনার পুত্রের দ্বারা আহত ভীমসেন সেই প্রহারকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই নিজের ভারী গদা ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭½

রাজেন্দ্র! দর্শকগণ ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর গদাকে ইন্দ্রের বজ্র ও যমরাজের দণ্ডের ন্যায় উত্থিত হইতে দেখিলেন ॥ ২৮½

শত্রুতাপন আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনকে গদা ঘুরাইতে দেখিয়া নিজের ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলিত করিয়া তাঁহার গদার উপর আঘাত করিলেন ॥ ২৯½

ভারত! আপনার পুত্র দুর্যোধনের বায়ুতুল্য গদার বেগে সেই গদাকে আঘাত করিলে পর প্রচণ্ডভাবে এক শব্দ উত্থিত হইল এবং উভয় গদা হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল ॥ ৩০½

নানাপ্রকার যুদ্ধমার্গ ও বিভিন্নমণ্ডলসমূহে বিচরণকারী দুর্যোধনের সেইসময় ভীমসেন হইতে অধিক তেজ হইতে লাগিল ॥৩১½

সমশোভত তেজস্বী ভূয়ো ভীমাৎ সুযোধনঃ।
আবিদ্ধা সর্ববেগেন ভীমেন মহতী গদা ॥ ৩২
সধূমং সার্চিষং চাগ্নিং মুমোচোগ্রমহাস্বনা।
আধূতাং ভীমসেনেন গদাং দৃষ্ট্বা সুযোধনঃ ॥ ৩৩
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীমাবিধ্যন্ বহ্বশোভত।
গদামারুতবেগং হি দৃষ্ট্বা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
ভয়ং বিবেশ পাণ্ডূংস্তু সর্বানেব সসোমকান্।
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ ॥ ৩৫
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা ॥ ৩৬
অশোভেতাং মহারাজ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্ ॥ ৩৭
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্র-বাসবয়োরিব।
দৃষ্ট্বা ব্যবস্থিতং ভীমং তব পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৩৮
চরংশ্চিত্রতরান্ মার্গান্ কৌন্তেয়মভিদুদ্রুবে।
তস্য ভীমো মহাবেগাং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৩৯
অতিক্রুদ্ধস্য ক্রুদ্ধস্তু তাড়য়ামাস তাং গদাম্।
সবিস্ফুলিঙ্গো নির্হ্রাদস্তয়োস্তত্রাভিঘাতজঃ ॥ ৪০
প্রাদুরাসীন্মহারাজ সৃষ্টয়োর্বজ্রযোরিব।
বেগবত্যা তয়া তত্র ভীমসেনপ্রমুক্তয়া ॥ ৪১
নিপতন্ত্যা মহারাজ পৃথিবী সমকম্পত।
তাং নামৃষ্যত কৌরব্যো গদাং প্রতিহতাং রণে ॥ ৪২
মত্তো দ্বিপ ইব ক্রুদ্ধঃ প্রতিকুঞ্জরদর্শনাৎ।
স সব্যং মণ্ডলং রাজা উদ্‌ভ্রাম্য কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৩
আজঘ্নে মূর্ধ্নি কৌন্তেয়ং গদয়া ভীমবেগয়া।
তয়া ত্বভিহতো ভীমঃ পুত্রেণ তব পাণ্ডবঃ ॥ ৪৪
নাকম্পত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
আশ্চর্য্যং চাপি তদ্ রাজন্ সর্বসৈন্যান্যপূজয়ন্ ॥ ৪৫

ভীমসেনকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বেগে ঘূর্ণিত সেই বিশাল গদা সেই সময় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ধূম ও শিখাসহ অগ্নিপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২½

ভীমসেনের দ্বারা ঘূর্ণিত সেই গদাকে দেখিয়া দুর্য্যোধনও স্বীয় লৌহময়ী ভারবহা গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩½

সেই মহাত্মা বীরের বায়ুতুল্য গদার বেগকে দেখিয়া সোমকগণের সহিত পাণ্ডবদের মনে ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৩৪½

সমরাঙ্গণে সর্ব্বদিকে যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে এই দুই বীর সহসা নিজ নিজ গদা দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

মহারাজ! যেরূপ দুইটি হস্তী নিজ নিজ দন্তসকলের দ্বারা প্রহার করত রক্তে আপ্লুত হইয়া যায়, সেইরূপ এই দুই বীর পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে রক্তে আপ্লুত হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইতে থাকিলেন ॥ ৩৬½

এইরূপে দিনের সমাপ্তির সময় এই দুই বীরের মধ্যে প্রকাশ্যভাবেই বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ক্রূরতাপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৭½

তদনন্তর বিচিত্র মার্গসমূহে বিচরণকারী আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধন কুন্তীনন্দন ভীমসেনকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাঁহার উপর সহসা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেন আরও কুপিত হইয়া দুর্যো… স্বর্ণমণ্ডিতা মহাবেগবতী গদার উপর নিজের গদার … করিলেন ॥ ৩৯½

মহারাজ! এই গদার আঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থি… এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হইতে লাগিল। সেই সময় … মনে হইতেছিল যে, যেন দুই দিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত দুইটি … পরস্পরকে আঘাত করিতেছে ॥ ৪০½

রাজেন্দ্র! ভীমসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা বেগবতী গদা পতি… হইলে পৃথিবী কম্পিতা হইলেন ॥ ৪১,

যেরূপ ক্রুদ্ধ মদমত্ত হস্তী নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য গজরাজ… দেখিতে পারে না, সেইরূপ রণাঙ্গনে নিজের গদাকে প্রতি… হইতে দেখিয়া কুরুবংশজাত দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না…

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন নিজের মনে দৃঢ়নিশ্চয় ক… বামমণ্ডলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজের ভয়ঙ্করী বেগবতী গ… দ্বারা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের মস্তকে প্রহার করিলেন ॥ ৪২½-৪৩…

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আঘাতে পী… হইয়াও পাণ্ডুসুত ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। ইহা তখন … এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪৪½

রাজন্! গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ভীমসেন একপদও … ওদিক্ হইলেন না। ইহা তখন অতিশয় মহাশ্চর্য্যের বিষয় … সকল সৈন্যেরাই তখন ইহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥ ৪…

যদ্ গদাভিহতো ভীমো নাকম্পত পদাৎ পদম্।
ততো গুরুতরাং দীপ্তাং গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৪৬
দুর্য্যোধনায় ব্যসৃজদ্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
তং প্রহারমসম্ভ্রান্তো লাঘবেন মহাবলঃ ॥ ৪৭
মোঘং দুর্য্যোধনশ্চক্রে তত্রাভূদ্ বিস্ময়ো মহান্।
সা তু মোঘা গদা রাজন্ পতন্তী ভীমচোদিতা ॥ ৪৮
চালয়ামাস পৃথিবীং মহানির্ঘাতনিঃস্বনা।
আস্থায় কৌশিকান্ মার্গানুৎপতন্ স পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
গদানিপাতং প্রজ্ঞায় ভীমসেনঞ্চ বঞ্চিতম্।
বঞ্চয়িত্বা গদা ভীমং গদয়া কুরুসত্তমঃ ॥ ৫০
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে মহাবলঃ।
গদয়া নিহতো ভীমো মুহ্যমানো মহারণে ॥ ৫১
নাভ্যমন্যত কর্তব্যং পুত্রেণাভ্যাহতস্তব
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রাজন্ সোমক-পাণ্ডবাঃ ॥ ৫২
ভৃশোপহতসঙ্কল্পা ন হৃষ্টমনসোঽভবন্।

স তু তেন প্রহারেণ মাতঙ্গ ইব রোষিতঃ ॥৫৩
হস্তিবদ্ধস্তিসঙ্কাশমভিদুদ্রাব তে সুতম্।
ততস্তু তরসা ভীমো গদয়া তনয়ং তব ॥ ৫৪
অভিদুদ্রাব বেগেন সিংহো বনগজং যথা।
উপসৃত্য তু রাজানং গদামোক্ষবিশারদঃ ॥ ৫৫
আবিধ্যত গদাং রাজন্ সমুদ্দিশ্য সুতং তব।
অতাড়য়দ্ ভীমসেনঃ পার্শ্বে দুর্য্যোধনং তদা ॥৫৬
স বিহ্বলঃ প্রহারেণ জানুভ্যামগমন্মহীম্।
তস্মিন্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠে জানুভ্যামবনীং গতে ॥ ৫৭
উদতিষ্ঠৎ ততো নাদঃ সৃঞ্জয়ানাং জগৎপতে।
তেষাং তু নিনদং শ্রুত্বা সৃঞ্জয়ানাং নরর্ষভঃ ॥ ৫৮
অমর্ষাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রস্তে সমকুপ্যত।
উত্থায় তু মহাবাহুর্মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ৫৯
দিধক্ষন্নিব নেত্রাভ্যাং ভীমসেনমবৈক্ষত।
ততঃ স ভরতশ্রেষ্ঠো গদাপাণিরভিদ্রবন্ ॥ ৬০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন দুর্য্যোধনের উপর নিজের সুবর্ণমণ্ডিতা, তেজস্বিনী ও অতিশয় ভয়াবহা গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬½

কিন্তু মহাবল দুর্য্যোধন ইহাতে অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি নৈপুণ্যবশতঃ উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭½

রাজন্! ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা যখন ব্যর্থ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, সেই সময় গদা বজ্রপতনের শব্দের ন্যায় শব্দ করত পৃথিবীকে চালিত করিল ॥ ৪৮½

যখন রাজা দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, ভীমসেনের গদা নিম্নে পতিত হইয়াছে এবং তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন ক্রুদ্ধ মহাবল কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন কৌশিক মার্গ অবলম্বন করত বারবার লাফাইয়া উঠিয়া ভীমসেনকে বঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষে গদা প্রহার করিলেন ॥ ৪৯-৫০

সেই মহাসমরে গদার প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেন যেন মূর্চ্ছিত হইয়া যাইলেন এবং ক্ষণকাল তাঁহার কোন কর্ত্তব্যজ্ঞানও ছিল না ॥ ৫১½

রাজন্! যখন ভীমসেনের এরূপ অবস্থা হইয়া যাইল, সেই সময় সোমক ও পাণ্ডবগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের জয়লাভের আশা নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৫২½

সেই প্রহারে ভীমসেন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং যেরূপ এক গজরাজ অপর গজরাজের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি আপনার পুত্রের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৩½

যেরূপ সিংহ বন্য হস্তীর উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ ভীমসেন গদা লইয়া তীব্রবেগে আপনার পুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৪½

রাজন্! গদার প্রহার করিতে কুশল ভীমসেন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া গদা ঘুরাইলেন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার পার্শ্বে আঘাত করিলেন ॥ ৫৫-৫৬

রাজন্! সেই প্রহারে ব্যাকুল হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জানুদ্বয় ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর দুর্য্যোধনকে জানুস্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র পুরুষপ্রবর মহাবাহু দুর্য্যোধন অমর্ষবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উত্থিত হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুই চক্ষুর দ্বারা ভীমসেনকে সেইভাবে দেখিতে থাকিলেন, যেন তিনি ভীমসেনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥৫৮-৫৯½

ভরতবংশের সেই শ্রেষ্ঠ বীর হস্তে গদাধারণ করত যুদ্ধস্থলে

প্রমথিষ্যন্নিব শিরো ভীমসেনস্য সংযুগে।
স মহাত্মা মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৬১
অতাড়য়চ্ছঙ্খদেশে ন চচালাচলোপমঃ।
স ভূয়ঃ শুশুভে পার্থস্তাড়িতো গদয়া রণে।
উদ্ভিন্নরুধিরো রাজন্ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৬২
ততো গদাং বীরহণীময়োময়ীং
প্রগৃহ্য বজ্রাশনিতুল্যনিঃস্বনাম্।
অতাড়য়চ্ছত্রুমমিত্রকর্ষণো
বলেন বিক্রম্য ধনঞ্জয়াগ্রজঃ ॥ ৬৩
স ভীমসেনাভিহতস্তবাত্মজঃ
পপাত সঙ্কম্পিতদেহবন্ধনঃ।
সুপুষ্পিতো মারুতবেগতাড়িতো
বনে যথা শাল ইবাবঘূর্ণিতঃ ॥ ৬৪
ততো প্রণেদুর্জহৃষুশ্চ পাণ্ডবাঃ
সমীক্ষ্য পুত্রং পতিতং ক্ষিতৌ তব।
ততঃ সুতস্তে প্রতিলভ্য চেতনাং
সমুৎপপাত দ্বিরদো যথা হ্রদাৎ ॥ ৬৫

ভীমসেনের মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬০½

নিকটে উপস্থিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাত্মা দুর্য্যোধন মহামনস্বী ভীমসেনের ললাটে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু ভীমসেন পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি অল্পও বিচলিত হইলেন না ॥ ৬১½

রাজন্! রণাঙ্গনে সেই গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের মস্তক হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ইহাতে তিনি মদধারাবাহী গজরাজের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুসূদন ভীমসেন বলপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করত বজ্র ও অশনির তুল্য প্রচণ্ড শব্দকারিণী, বীর-বিনাশিনী লৌহময়ী গদা হস্তে লইয়া উহার দ্বারা নিজের শত্রুর উপর প্রহার করিলেন ॥ ৬৩

ভীমসেনের সেই প্রহারে আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দেহবন্ধনসকল কম্পিত হইয়া উঠিল এবং বায়ুবেগে প্রতাড়িত হইয়া আনত ও পুষ্পযুক্ত শালবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৬৪

স পার্থিবো নিত্যমমর্ষিতস্তদা
মহারথঃ শিক্ষিতবৎ পরিভ্রমন্।
অতাড়য়ৎ পাণ্ডবমগ্রতঃ স্থিতং
স বিহ্বলাঙ্গো জগতীমুপাস্পৃশৎ ॥ ৬৬
স সিংহনাদং বিননাদ কৌরবো
নিপাত্য ভূমৌ যুধি ভীমমোজসা।
বিভেদ চৈবাশনিতুল্যমোজসা
গদানিপাতেন শরীররক্ষণম্ ॥ ৬৭
ততোঽন্তরিক্ষে নিনদো মহানভূদ্
দিবৌকসামপ্সরসাঞ্চ নেদুষাম্।
পপাত চোচ্চৈরমরপ্রবেরিতং
বিচিত্রপুষ্পোৎকরবর্ষমুত্তমম্ ॥ ৬৮
ততঃ পরানাবিশদুত্তমং ভয়ং
সমীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং নরোত্তমম্।
অহীয়মানঞ্চ বলেন কৌরবং
নিশাম্য ভেদং সুদৃঢ়স্য বর্ম্মণঃ ॥ ৬৯

আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হস্তীর ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৬৫

সতত অমর্ষপূর্ণ মহারথী রাজা দুর্য্যোধন একজন সুশিক্ষিত যোদ্ধার ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে সম্মুখে অবস্থিত ভীমসেনের পুনরায় গদা প্রহার করিলেন। এই গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল এবং তিনি ভূমি স্পর্শ করিলেন ॥ ৬৬

ভীমসেনকে যুদ্ধস্থলে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন সিংহধ্বনির ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে ভীমসেনের বজ্রতুল্য কবচকে ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৬৭

সেই সময় আকাশে হর্ষধ্বনিকারী দেবতা এবং অপ্সরাগণের মধ্যে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। এই সময় দেবগণ কর্ত্তৃক উপরিভাগ হইতে বিচিত্র পুষ্পসমূহ উত্তমরূপে বর্ষিত হইতে থাকিল ॥ ৬৮

রাজন্! তদনন্তর তখন শত্রুরা ইহা দেখিলেন যে, ভীমসেনের সুদৃঢ় কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন মহাশায়ী

ততো মুহূর্তাদুপলভ্য চেতনাং
প্রমৃজ্য বক্ত্রং রুধিরাক্তমাত্মনঃ ।
ধৃতিং সমালম্ব্য বিবৃত্য লোচনে
বলেন সংস্তভ্য বৃকোদরঃ স্থিতঃ ॥ ৭০

(ততো যমৌ যমসদৃশৌ পরাক্রমে
সপার্ষতঃ শিনিতনয়শ্চ বীর্য্যবান্ ।
সমাহ্বয়ন্নহমিত্যভিত্বরং-
স্তবাত্মজং সমভিযজুর্জয়ৈষিণঃ ॥

নিগৃহ্য তান্ পুনরপি পাণ্ডবো বলী
তবাত্মজং স্বয়মভিগম্য কালবৎ ।
চচার চ ব্যপগতখেদবেপথুঃ
সুরেশ্বরো নমুচিমিবোত্তমং রণে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি গদাযুদ্ধে
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

হইয়াছেন এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনের শক্তি ক্ষীণ হয় নাই, তখন শত্রুদের মনে অতিশয় ভীতির সঞ্চার হইল ॥ ৬৯

তাহার পর মুহূর্ত্তকাল পরে ভীমসেন রক্তে আপ্লুত নিজের মুখ মার্জিত করিয়া উত্থিত হইলেন এবং বলপূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে দেখিতে পুনরায় যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৭০

(সেই সময় যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পরাক্রমশালী শিনিপৌত্র সাত্যকি—ইঁহারা সকলে জয়াভিলাষী 'আমি যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধ করিব', এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ত্বরা করিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ও তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া স্বয়ংই আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের উপর কালের ন্যায় আক্রমণ করিলেন এবং খেদ ও কম্পরহিত হইয়া তিনি রণাঙ্গনে সেইভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ দৈত্য নমুচির উপর আক্রমণ করত যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে গদাযুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োরালাপঃ,অর্জুনস্য সঙ্কেতানুসারেণ দুর্য্যোধনস্যোরূ ভঙ্‌ক্ত্বা ভীমসেনেন তস্য ভূপাতনম্, ভীষণোৎপাতানাং প্রাদুর্ভাবশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সমুদীর্ণং ততো দৃষ্ট্বা সংগ্রামং কুরুমুখ্যয়োঃ।
অথাব্রবীদর্জুনস্তু বাসুদেবং যশস্বিনম্ ॥ ১
অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্ বদ জনার্দন ॥ ২

বাসুদেব উবাচ।

উপদেশোঽনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥ ৩
ভীমসেনস্তু ধর্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি।
অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥ ৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বার্ত্তালাপ এবং অর্জুনের সঙ্কেত অনুসারে দুর্য্যোধনের উরু বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক তাঁহার ভূপাতন ও ভীষণ উৎপাতসকলের প্রাদুর্ভাব।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কুরুকুলের সেই দুই প্রধান বীরদ্বয়ের সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অর্জুন যশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

জনার্দ্দন! আপনার মতে এই দুই বীরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কিংবা কাহার মধ্যে কোন গুণ অধিক? ইহা আমাকে বলুন ॥ ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! এই দুই জনের শিক্ষা ত' সমান বলিয়াই আমার মনে হইতেছে; কিন্তু ভীমসেন বলে অধিক এবং এই দুর্য্যোধন তাহা অপেক্ষা অভ্যাস ও প্রযত্নে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩

যদি ভীমসেন ধর্ম্মপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকে, তবে কখনও

মায়য়া নির্জ্জিতা দৈবৈরসুরা ইতি নঃ শ্রুতম্।
বিরোচনস্তু শক্রেণ মায়য়া নির্জ্জিতঃ স বৈ ॥ ৫
মায়য়া চাক্ষিপৎ তেজো বৃত্রস্য বলসূদনঃ।
তস্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতু পরাক্রমম্ ॥ ৬
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ ভীমেন দ্যূতকালে ধনঞ্জয়।
উরূ ভেৎস্যামি তে সংখ্যে গদয়েতি সুযোধনম্ ॥ ৭
সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাং তাং চাপি পালয়ত্বরিকর্ষণঃ।
মায়াবিনং তু রাজানং মায়য়ৈব নিকৃন্ততু ॥ ৮
যদ্যেষ বলমাস্থায় ন্যায়েন প্রহরিষ্যতি।
বিষমস্থস্ততো রাজা ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
পুনরেব তু বক্ষ্যামি পাণ্ডবেয় নিবোধ মে।
ধর্ম্মরাজাপরাধেন ভয়ং নঃ পুনরাগতম্ ॥ ১০
কৃত্বা হি সুমহৎ কর্ম হত্বা ভীষ্মমুখান্ কুরূন্।
জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাতিতম্ ॥ ১১
তদেবং বিজয়ঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ সংশয়িতঃ কৃতঃ।
অবুদ্ধিরেষা মহতী ধর্মরাজস্য পাণ্ডব ॥ ১২
যদেকবিজয়ে যুদ্ধং পণিতং ঘোরমীদৃশম্।
সুযোধনঃ কৃতী বীর একায়নগতস্তথা ॥ ১৩
অপি চোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।
শ্লোকস্তত্ত্বার্থসহিতস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৪
পুনরাবর্তমানানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্।
ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হিতে ॥ ১৫
সাহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিতে।
ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয় ॥ ১৬
সুযোধনমিমং ভগ্নং হতসৈন্যং হ্রদং গতম্।
পরাজিতং বনপ্রেপ্সুং নিরাশং রাজ্যলম্ভনে ॥ ১৭

জয়লাভ করিতে পারিবে না এবংঅন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে পর সে নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪

আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে দেবগণ মায়ার দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও মায়ার দ্বারাই বিরোচনকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৫

বলাসুরহন্তা ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য ভীমসেন এস্থলে মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুক ॥ ৬

ধনঞ্জয়! পাশাখেলার সময় ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে গদার আঘাতে তোমার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিব ॥ ৭

অতএব শত্রুসূদন ভীমসেন নিজের সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুক এবং মায়াবী রাজা দুর্য্যোধনকে মায়ার দ্বারাই বিনাশ করুক ॥ ৮

যদি ভীমসেন বলের আশ্রয় গ্রহণ করত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকে, তবে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিষম পরিস্থিতিতে পতিত হইবেন ॥ ৯

পাণ্ডুনন্দন! আমি পুনরায় এই কথা বলিতেছি, তুমি উহা একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপরাধে আমাদের পুনরায় ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১০

কঠোর প্রযত্ন করিয়া ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত বিজয় ও শ্রেষ্ঠ যশ লাভ করা হইয়াছে এবং শত্রুতার পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে যে জয়লাভ হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় তিনি সংশয়ে পাতিত করিয়াছেন ॥ ১১½

পাণ্ডুনন্দন! একেরই জয়-পরাজয়ে সকলের জয়-পরাজয় সর্ত্ত করিয়া ইনি এই যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ পাশাখেলার পণ রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মরাজের অতিশয় নির্বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে ॥ ১২

দুর্য্যোধন যুদ্ধসম্বন্ধে সুশিক্ষিত, বীর এবং মরিয়া হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে। এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্যকথিত একটি প্রাচীন শ্লোক শুনা যায়; নীতিশাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থে পরিপূর্ণ সেই শ্লোক আমি শুনাইতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর ॥ ১৩-১৪

হতাবশিষ্ট শত্রুগণ যদি যুদ্ধে প্রাণরক্ষার ইচ্ছায় পলায়ন করে এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসে, তবে তাহাদের নিকট হইতে ভীতির সম্ভাবনা আছে; কারণ, তাহারা তখন একই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। (সেই সময় তাহারা মৃত্যু হইতেও ভীত হয় না বলিয়া যুদ্ধকেই বরণ করিয়া থাকে) ॥ ১৫

ধনঞ্জয়! যাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করত সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য লম্প-ঝম্প করে, তাহাদের নিকটে ইন্দ্রও অবস্থান করিতে পারেন না ॥ ১৬

এই দুর্য্যোধনের সৈন্যরা নিহত হইয়াছে। সে পরাজিত হইয়াছে এবং রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া বন গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; সেইজন্য সে পলায়ন করত হ্রদমধ্যে আত্ম গোপন করিয়াছিল, এরূপ হতাশ শত্রুকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমরাঙ্গণে পুনরায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া থাকে? ১৭½

কো হ্যেষ সংযুগে প্রাজ্ঞঃ পুনর্দ্বন্দ্বে সমাহ্বয়েৎ।
অপি নো নির্জিতং রাজ্যং ন হরেত সুযোধনঃ ॥ ১৮
যস্ত্রয়োদশবর্ষাণি গদয়া কৃতনিশ্রমঃ।
চরত্যূর্ধ্বঞ্চ তির্য্যক্ চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥ ১৯
এনং চেন্ন মহাবাহুরন্যায়েন হনিষ্যতি।
এষ বঃ কৌরবো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো ভবিষ্যতি ॥ ২০
ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ ॥ ২১
গৃহ্য সংজ্ঞাং ততো ভীমো গদয়া ব্যচরদ্ রণে।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ ॥ ২২
দক্ষিণং মণ্ডলং সব্যং গোমূত্রকমথাপি চ।
ব্যচরৎ পাণ্ডবো রাজন্নরিং সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৩
তথৈব তব পুত্রোঽপি গদামার্গবিশারদঃ।
ব্যচরল্লঘু চিত্রঞ্চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥ ২৪

আধুন্বন্তৌ গদে ঘোরে চন্দনাগরুরূষিতে।
বৈরস্যান্তং পরীপ্সন্তৌ রণে ক্রুদ্ধাবিবান্তকৌ ॥ ২৫
অন্যোন্যং তৌ জিঘাংসন্তৌ প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ।
যুযুধাতে গরুত্মন্তৌ যথা নাগামিষৈষিণৌ ॥ ২৬
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরতোর্নৃপ-ভীমযোঃ।
গদাসম্পাতজাস্তত্র প্রজজ্ঞুঃ পাবকার্চিষঃ ॥ ২৭
সমং প্রহরতোস্তত্র শূরয়োর্বলিনোর্মৃধে।
ক্ষুব্ধয়োর্বায়ুনা রাজন্ দ্বয়োরিব সমুদ্রয়োঃ ॥ ২৮
তয়োঃ প্রহরতোস্তুল্যং মত্তকুঞ্জরয়োরিব।
গদানির্ঘাতসংহ্রাদঃ প্রহারাণামজায়ত ॥ ২৯
তস্মিংস্তদা সম্প্রহারে দারুণে সঙ্কুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥ ৩০
তৌ মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপ।
অভ্যাহারয়তাং ক্রুদ্ধৌ প্রগৃহ্য মহতী গদে ॥ ৩১

কখনও এরূপ যেন না হয় যে, আমাদের জয় করা রাজ্য পুনরায় দুর্য্যোধন কাড়িয়া লইতে পারে। সে তের বৎসরকাল নিরন্তর গদার দ্বারা যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ও শ্রম করিয়াছে। দেখ, সে ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ ও উপরের দিকে বিচরণ করিতেছে ॥ ১৮-১৯

যদি মহাবাহু ভীমসেন অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে বধ না করে, তবে এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনই তোমাদের এবং সমস্ত কৌরবকুলের রাজা হইবে ॥ ২০

মহাত্মা ভগবান্ কেশবের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ভীমসেনকে দেখিতে দেখিতে নিজের বাম জঙ্ঘাকে হস্তের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ইহাতে সঙ্কেত লাভ করত ভীমসেন রণাঙ্গনে গদা দ্বারা যমক ও অন্যান্য নানা প্রকারের বিচিত্র মণ্ডল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজের শত্রু দুর্য্যোধনকে মোহিত করিতে করিতে দক্ষিণ, বাম ও গোমূত্রক-মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ২৩

এইরূপ গদাযুদ্ধ-প্রণালীতে বিশেষজ্ঞ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনও ভীমসেনকে বধ করিবার বাসনায় অতিক্রুত বিচিত্র পদ্ধতিসমূহ দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শত্রুতার অবসানকল্পে এই দুই বীর রনাঙ্গণে চন্দন ও অগুরু-চর্চ্চিত ভয়ঙ্কর গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুপিত কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ২৫

যেরূপ দুইটি গরুড়পক্ষী কোন সর্পের মাংসের জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই দুই পুরুষপ্রবর বীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ২৬

বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের গদার আঘাতে সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ২৭

রাজন্! যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ দুইটি সমুদ্র পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে অথবা মদমত্ত দুইটি হস্তী পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে সমানরূপে প্রহারকারী এই দুই বলবান্ বীর পরস্পরকে আঘাত করিলে পর সেই গদার আঘাত হইতে বজ্রাঘাতসদৃশ শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ২৮-২৯

সেই সময় সেই অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধে শত্রুদমনকারী এই দুই বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩০

শত্রুতাপন ভূপাল! তখন উভয়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বিশাল গদা হস্তে ধারণ করত ক্রোধের সহিত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্ ।
গদানিপাতৈ রাজেন্দ্র তক্ষতোর্বৈ পরস্পরম্ ॥ ৩২
সমরে প্রদ্রুতৌ তৌ তু বৃষভাক্ষৌ তরস্বিনৌ ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ পঙ্কস্থৌ মহিষাবিব ॥ ৩৩
জর্জরীকৃতসর্বাঙ্গৌ রুধিরেণাভিসংপ্লুতৌ ।
দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৩৪
দুর্য্যোধনস্তু পার্থেন বিবরে সম্প্রদর্শিতে ।
ঈষদুন্মিষমাণস্তু সহসা প্রসসার হ ॥ ৩৫
তমভ্যাসগতং প্রাজ্ঞো রণে প্রেক্ষ্য বৃকোদরঃ ।
অবাক্ষিপদ্ গদাং তস্মিন্ বেগেন মহতা বলী ॥ ৩৬
আক্ষিপন্তং তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ।
অবাসর্পৎ ততঃ স্থানাৎ সা মোঘা ন্যপতদ্ ভুবি ॥৩৭
মোক্ষয়িত্বা প্রহারং তং সুতস্তব সুসম্ভ্রমাৎ ।
ভীমসেনঞ্চ গদয়া প্রাহরৎ কুরুসত্তম ॥ ৩৮

রাজেন্দ্র ! গদার আঘাতে পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে করিতে এই দুই বীরের মধ্যে তখন নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৩২

বৃষতুল্য বিশাললোচন এই দুই বেগশালী বীর সমরাঙ্গণে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিয়া পঙ্কে অবস্থিত দুইটি মহিষের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

ইঁহাদের উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ গদার প্রহারে জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল এবং উভয়েই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা হিমালয়ের উপরে বিকসিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

যখন অর্জুন ছিদ্রের দিকে সঙ্কেত করিলেন, তখন দুর্য্যোধন ঈষৎ নিমীলিত চক্ষে উহা দর্শন করত দুর্য্যোধন সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

রণাঙ্গনে তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ এবং বলবান্ ভীমসেন তাঁহার উপর তীব্রবেগে গদাঘাত করিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাথ ! তাঁহাকে গদাঘাত করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র সহসা সেস্থান হইতে সরিয়া যাইলেন এবং সেই গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ সেই প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৩৮

তাঁহার গদাঘাতে অমিততেজস্বী ভীমসেনের শরীর হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে প্রহারের

তস্য বিস্যন্দমানেন রুধিরেণামিতৌজসঃ ।
প্রহারগুরুপাতাচ্চ মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনো ন তং বেদ পীড়িতং পাণ্ডবং রণে ।
ধারয়ামাস ভীমোঽপি শরীরমতিপীড়িতম্ ॥ ৪০
অমন্যত স্থিতং হ্যেনং প্রহরিষ্যন্তমাহবে ।
অতো ন প্রাহরৎ তস্মৈ পুনরেব তবাত্মজঃ ॥ ৪১
ততো মুহূর্তমাশ্বস্য দুর্য্যোধনমুপস্থিতম্ ।
বেগেনাভ্যপতদ্ রাজন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪২
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সংরব্ধমমিতৌজসম্ ।
মোঘমস্য প্রহারং তং চিকীর্ষুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
অবস্থানে মতিং কৃত্বা পুত্রস্তব মহামনাঃ ।
ইয়েষোৎপতিতুং রাজঞ্ছলয়িষ্যন্ বৃকোদরম্ ॥ ৪৪
অবুধ্যদ্ ভীমসেনস্তু রাজ্ঞস্তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
অথাস্য সমভিদ্রুত্য সমুৎক্রুশ্য চ সিংহবৎ ॥ ৪৫

গুরুতর আঘাতে তাঁহার যেন মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। ৩[৯]

সেই সময় দুর্য্যোধন ইহা জানিতে পারিলেন না যে, রণা[ঙ্গনে] পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অধিক পীড়িত হইয়াছেন। যদিও তাঁ[হার] শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইতেছিল, তথাপি ভীমসেন ধৈর্য্যসহকা[রে] উহা সহ্য করিয়া লইলেন ॥ ৪০

দুর্য্যোধন তখন মনে করিতেছিলেন যে, রণাঙ্গনে ভীম[সেন] অতঃপর আমাকে প্রহার করিবে; সেইজন্য নিজেকে র[ক্ষা] করিবার জন্য তিনি আর তখন ভীমসেনকে প্রহার করিলেন না।

রাজন্ ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রতা[প]শালী ভীমসেন নিকটে উপস্থিত দুর্য্যোধনের উপর তীব্রবে[গে] আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১-৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অমিততেজস্বী ভীমসেনকে রোষসহকারে ধাবি[ত] হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার সেই প্রহারকে ব্য[র্থ] করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৪৩

রাজন্ ! ভীমসেনকে ছলনা করিবার জন্য আপনার মহাম[না] পুত্র দুর্য্যোধন প্রথমে সেস্থলে অবস্থান করিতে স্থির করিয়া প[রে] লম্ফপ্রদান করত দূরে সরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন ॥ ৪৪

কিন্তু ভীমসেন ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্য্যোধন [...] করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব মণ্ডলাকাররীতি[তে ...] ছলনা ও উপরের দিকে উল্লম্ফন করিতে ইচ্ছুক দুর্য্যোধনের [...]

সৃত্যা বঞ্চয়তো রাজন্ পুনরেবোৎপতিষ্যতঃ
ঊরুভ্যাং প্রাহিণোদ্ রাজন্ গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ॥৪৬
সা বজ্রনিষ্পেষসমা প্রহিতা ভীমকর্মণা।
ঊরূ দুর্য্যোধনস্যাথ বভঞ্জ প্রিয়দর্শনৌ ॥৪৭
স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্।
ভগ্নোরুর্ভীমসেনেন পুত্রস্তব মহীপতে॥ ৪৮
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
চচাল পৃথিবী চাপি সবৃক্ষক্ষুপপর্বতা॥ ৪৯
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে পত্যৌ সর্বমহীক্ষিতাম্।
মহাস্বনা পুনর্দীপ্তা সনির্ঘাতা ভয়ঙ্করী॥ ৫০
পপাত চোল্কা মহতী পতিতে পৃথিবীপতৌ।
তথা শোণিতবর্ষঞ্চ পাংশুবর্ষঞ্চ ভারত॥ ৫১
ববর্ষ মঘবাংস্তত্র তব পুত্রে নিপাতিতে।
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পিশাচানাং তথৈব চ॥ ৫২
অন্তরিক্ষে মহানাদঃ শ্রূয়তে ভরতর্ষভ।
তেন শব্দেন ঘোরেণ মৃগাণামথ পক্ষিণাম্ ॥৫৩
জজ্ঞে ঘোরতরঃ শব্দো বহূনাং সর্বতোদিশম্।
যে তত্র বাজিনঃ শেষা গজাশ্চ মনুজৈঃ সহ॥ ৫৪
মুমুচুস্তে মহানাদং তব পুত্রে নিপাতিতে।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানামভবচ্চ স্বনো মহান্॥ ৫৫
অন্তর্ভূমিগতশ্চৈব তব পুত্রে নিপাতিতে।
বহুপাদৈর্বহুভুজৈঃ কবন্ধৈর্ঘোরদর্শনৈঃ॥ ৫৬
নৃত্যদ্ভির্ভয়দৈর্ব্যাপ্তা দিশস্তত্রাভবন্ নৃপ।
ধ্বজবন্তোঽস্ত্রবন্তশ্চ শস্ত্রবন্তস্তথৈব চ॥ ৫৭
প্রাকম্পন্ত ততো রাজংস্তব পুত্রে নিপাতিতে।
হ্রদাঃ কূপাশ্চ রুধিরমুদ্‌বেমুর্নৃপসত্তম॥ ৫৮
নদ্যশ্চ সুমহাবেগাঃ প্রতিস্রোতোবহাভবন্।
পুংল্লিঙ্গা ইব নার্য্যস্তু স্ত্রীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্ ॥৫৯
দুর্য্যোধনে তদা রাজন্ পতিতে তনয়ে তব।
দৃষ্ট্বা তানদ্ভুতোৎপাতান্ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ॥ ৬০

আক্রমণ করত ভীমসেন সিংহসদৃশ গর্জন করিলেন এবং তাঁহার জঙ্ঘার উপর সবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪৫-৪৬

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা বজ্রপাতের ন্যায় পতিত হইল এবং দুর্য্যোধনের দেখিতে সুন্দর উরুকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥ ৪৭

মহীপতে! এইভাবে ভীমসেন যখন তাঁহার উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে পতিত হইলেন॥ ৪৮

তারপর সমস্ত ভূপতিগণের অধিপতি বীর রাজা দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইলে পর সেস্থানে বিদ্যুৎস্ফুরণের সহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ধূলি বর্ষিত হইতে থাকিল এবং বৃক্ষ, বন ও পর্ব্বতসকলের সহিত সমগ্রা ধরণী কম্পিতা হইতে থাকিলেন॥ ৪৯½

পৃথিবীপতি দুর্য্যোধন পতিত হইলে পর আকাশ হইতে পুনরায় প্রচণ্ড শব্দ ও বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত প্রজ্বলিত, ভয়ঙ্কর ও বিশাল উল্কা ভূমিতে পতিত হইল॥ ৫০½

হে ভারত! আপনার পুত্র ধরাশায়ী হইলে পর ইন্দ্র সেস্থানে রক্ত ও ধূলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৫১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল॥ ৫২½

এই ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত বহুসংখ্যক পশু ও পক্ষিগণের ভয়ানক শব্দও চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইতে থাকিল॥ ৫৩,

সেখানে যে সমস্ত অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভূপাতিত হইলে পর মহা-কোলাহল করিতে লাগিল॥ ৫৪½

রাজন্! যখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভূপাতিত হইলেন, সেই সময় এই ভূতলে ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকলের গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল॥ ৫৫½

হে নৃপ! সেস্থানে সর্ব্বদিক্ হইতে নৃত্য করিতে করিতে বহু পদ ও হস্তবিশিষ্ট ঘোরতর এবং ভয়ঙ্কর কবন্ধসকল আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৫৬,

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইলে পর সেস্থলে অস্ত্র ও ধ্বজধারী বীর যোদ্ধারা কাঁপিতে লাগিলেন॥ ৫৭½

নৃপশ্রেষ্ঠ! হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল এবং অতিশয় বেগবতী নদীসমূহ বিপরীত দিকে (নিজেদের উৎপত্তি স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল॥৫৮½)

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইলে পর স্ত্রীগণের মধ্যে পুরুষত্ব ও পুরুষসকলের মধ্যে স্ত্রীত্বসূচক লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল॥ ৫৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই অদ্ভুত উৎপাতসকল দেখিয়া পাণ্ডবগণের

আবিগ্নমনসঃ সর্বে বভূবুর্ভরতর্ষভ।
যযুর্দেবা যথাকামং গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥ ৬১
কথয়ন্তোঽদ্ভুতং যুদ্ধং সুতয়োস্তব ভারত।
তথৈব সিদ্ধা রাজেন্দ্র তথা বাতিকচারণাঃ।
নরসিংহৌ প্রশংসন্তৌ বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি দুর্য্যোধনবধেঽষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

সহিত সমস্ত পাঞ্চালেরা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৬০½

ভারত! তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ আপনার দুই পুত্র ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের সেই গদাযুদ্ধের আলোচনা করিতে করিতে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ৬১½

রাজেন্দ্র! এইরূপ সিদ্ধ, বাতিক (বায়ুচারী) ও চারণ... এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের প্রশংসা করি... করিতে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে গ... করিলেন ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-বধবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন দুর্যোধনস্য তিরস্কারঃ, ভীমং প্রবোধ্য যুধিষ্ঠিরেণান্যায়াৎ তস্য নিবর্ত্তনম্, দুর্য্যোধনং সমাশ্বাসয়তো যুধিষ্ঠিরস্য খেদপ্রকাশশ্চ।]

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদ্গতম্।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥ ১
উন্মত্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্বে তে চাপি সোমকাঃ ॥ ২
ততো দুর্য্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
পাতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপগম্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩
গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ দ্রৌপদীমেকবাসসম্।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি দুর্মতে ॥ ৪
তস্যাবহাসস্য ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্নুহি।
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ ॥ ৫
শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ।
তথৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দনঃ ॥ ৬
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং যৎ তচ্ছৃণু নরাধিপ।
যেঽস্মান্ পুরোপনৃত্যন্ত মূঢা গৌরিতি গৌরিতি ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের তিরস্কার, ভীমসেনকে বুঝাইয়া যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক তাঁহাকে অন্যায় হইতে নিবৃত্তিকরণ এবং দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ দুর্য্যোধনকে উচ্চ ও বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং নিকটে যাইয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ১

সমস্ত সোমকগণও সিংহের দ্বারা পাতিত মদমত্ত গজরাজের ন্যায় যখন দুর্য্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলেন, তখন হর্ষবশতঃ তাঁহাদেরও রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ২

এইভাবে দুর্য্যোধনকে হতপ্রায় করিয়া দিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন সেই পাতিত কৌরবরাজের নিকট গমন করত বলিলেন ॥ ৩

রে দুর্মতি মূর্খ! তুমি আমাকে পূর্ব্বে 'গোরু গোরু' ব... এবং এক বস্ত্রধারিণী রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া আ... দিগকে যে উপহাস করিয়াছিলে ও আমাদের সকলকে যে ... বচন শুনাইয়াছিলে, সেই উপহাসের ফল আজ তুমি গ্রহণ কর ॥ ...

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ বামপদের দ্বারা রাজ... দুর্য্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করিলেন এবং ঐ প... দ্বারা তাঁহার মস্তকটিকে আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫...

হে নরাধিপ! এইভাবে শত্রুসৈন্যদের সংহারকারী ভীম... ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত পুনরায় যে কথা বলিয়াছিলেন, ত... আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৬½

যে সকল মূর্খ প্রথমে আমাদিগকে 'গোরু গোরু' ব... আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে 'গোরু গো... বলিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করত আমরা আ... নৃত্য করিতেছি ॥ ৭½

তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
নাস্মাকং নিকৃতির্বহ্নির্নাক্ষদ্যূতং ন বঞ্চনা।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবাধামো বয়ং রিপূন্ ॥ ৮

সোঽবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং
বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্য।
যুধিষ্ঠিরং কেশব-সৃঞ্জয়াংশ্চ
ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতৌ চ ॥ ৯

রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে
যে চাপ্যকুর্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্।
তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রান্
রণে হতাংস্তপসা যাজ্ঞসেন্যাঃ ॥ ১০

যে নঃ পুরা ষণ্ডতিলানবোচন্
ক্রূরা রাজ্ঞে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ
কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ ॥ ১১

পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ
স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমৃদ্য
দুর্য্যোধনং কৃতিকং হ্যবোচৎ ॥ ১২

হৃষ্টেন রাজন্ কুরুসত্তমস্য
ক্ষুদ্রাত্মনা ভীমসেনেন পাদম্।
দৃষ্ট্বা কৃতং মূর্ধনি নাভ্যনন্দন্
ধর্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥ ১৩

তব পুত্রং তথা হত্বা কথমানং বৃকোদরম্।
নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধর্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১৪
গতোঽসি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
শুভেনাথাশুভেনৈব কর্মণা বিরমাধুনা ॥ ১৫
মা শিরোঽস্য পদা মার্দীর্মা ধর্মস্তেঽতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ ॥ ১৬
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥ ১৭

ছল-কপটতা করা, গৃহে অগ্নিসংযোগ করা, পাশাখেলা অথবা প্রতারণা করা আমাদের কার্য্য নহে। আমরা ত' নিজেদের বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে সন্তাপিত করি ॥ ৮

এইভাবে গুরুতর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভীমসেন ধীরে ধীরে হাস্য করিতে করিতে যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, সৃঞ্জয়গণ, অর্জুন ও মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকে বলিলেন। ৯

যাহারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া ছিল এবং যাহারা তাহাকে জনপূর্ণ সভামধ্যে নগ্ন করিবার অপচেষ্টা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে দ্রৌপদীর তপস্যায় পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে বধ করিয়াছে—ইহা সকলেই দর্শন কর ॥ ১০

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রূর পুত্রগণ আমাদিগকে অঙ্কুর উদ্গম করিতে অসমর্থ নপুংসক-তিল বলিয়াছিল, তাহারা সকলে সেবক ও সম্বন্ধীদিগের সহিত আমাদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ইহার পর আমরা স্বর্গেই যাই কিংবা নরকেই পতিত হই—তাহার কোন চিন্তা নাই ॥ ১১

এই কথা বলিয়া ভীমসেন ভূতলে পতিত রাজা দুর্য্যোধনের স্কন্ধে স্থিত গদা কাড়িয়া লইলেন এবং বামপদের দ্বারা তাঁহার মস্তক মর্দ্দিত করিয়া তাঁহাকে ক্রূর ও কপটী বলিলেন ॥ ১২

রাজন্! ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভীমসেন হৃষ্ট হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকের উপরে পদ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া সোমকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহারা ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না এবং উহা অনুমোদন-ও করিলেন না ॥ ১৩

আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহতপ্রায় করিয়া দিয়া আস্ফালন-সূচক ও আত্মশ্লাঘাসূচক বহু বাক্যভাষী এবং নৃত্যপরায়ণ ভীম-সেনকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

ভীম! তুমি শত্রুতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ। তুমি শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এখন তুমি এই কার্য্য হইতে বিরত হও ॥ ১৫

তুমি পদের দ্বারা ইহার মস্তক মর্দ্দিত করিও না। তোমার দ্বারা ধর্ম্মলঙ্ঘন হওয়া উচিত নয়। নিষ্পাপ! দুর্য্যোধন রাজা এবং আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু, এখন তোমার ইহার সহিত এরূপ আলাপ করা ন্যায়োচিত হইবে না ॥ ১৬

ভীম! একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি এবং নিজের জ্ঞাতি বান্ধব কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে পদের দ্বারা আঘাত করিও না ॥ ১৭

হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মৃধে।
সর্ব্বাকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ ॥ ১৮
বিধ্বস্তোঽয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ।
উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায্যং কৃতং ত্বয়া ॥ ১৯
ধার্ম্মিকো ভীমসেনোঽসাবিত্যাহুস্ত্বাং পুরা জনাঃ।
স কস্মাদ্ ভীমসেন ত্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥২০
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনং তু সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
উপসৃত্যাব্রবীদ্ দীনো দুর্য্যোধনমরিন্দমম্ ॥২১
তাত মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা।
নূনং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সুঘোরমনুভূয়তে ॥ ২২
ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নূনং ফলমসংস্কৃতম্।
যদ্ বয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্ত্বং চাস্মান্ কুরুসত্তম ॥ ২৩
আত্মনো হ্যপরাধেন মহদ্ ব্যসনমীদৃশম্।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভান্মদাদ্ বাল্যাচ্চ ভারত ॥ ২৪
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতৄংস্তথা।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চান্যাংস্ততোঽসি নিধনং গতঃ ॥২৫
তবাপরাধাদস্মাভির্ভ্রাতরস্তে নিপাতিতাঃ।
নিহতা জ্ঞাতয়শ্চাপি দিষ্টং মন্যে দুরত্যয়ম্ ॥ ২৬
আত্মা ন শোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ।
বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু কৌরব ॥২৭
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামস্তৈর্হীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ।
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব পুত্রাণাং তথা বৈ শোকবিহ্বলাঃ ॥ ২৮
কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ।
ত্বমেকঃ সুস্থিতো রাজন্ স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ ॥২৯
বয়ং নরকসংজ্ঞং বৈ দুঃখং প্রাপ্স্যাম দারুণম্।
স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ।
গর্হয়িষ্যন্তি নো নূনং বিধবাঃ শোককর্শিতাঃ ॥ ৩০

ইহার ভ্রাতা ও মন্ত্রিগণ নিহত হইয়াছে, সৈন্যরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং নিজেও যুদ্ধে নিহতপ্রায় হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্বদা শোকযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, উপহাসের যোগ্য নহে ॥ ১৮

এই দুর্য্যোধন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার মন্ত্রী, ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। ইহাকে পিণ্ডদান করিবারও আর কেহ নাই। ইহা ব্যতীত এই দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা। তুমি ইহার সহিত ন্যায়োচিত ব্যবহার কর নাই ॥ ১৯

তোমার বিষয়ে পূর্ব্বে সকল মানুষই বলিত যে, এই ভীমসেন অতিশয় ধার্ম্মিক। ভীমসেন! সেই তুমি আজ রাজা দুর্য্যোধনকে কেন পদের দ্বারা আঘাত করিতেছ? ২০

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির দীনভাবে শত্রু-দমন দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন এবং অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

তাত দুর্য্যোধন! তোমার খেদ বা ক্রোধ করা উচিত নয় এবং এই সঙ্গে তোমার নিজের জন্যও শোক করা উচিত নয়। সমস্ত লোক নিশ্চয়ই নিজের পূর্ব্বকৃত ভয়ঙ্কর কর্ম্মসকলের পরিণাম ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই যে আমরা তোমাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা অবশ্যই বিধাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত আমাদের অশুদ্ধ কর্ম্মসকলের বিষম ফল ॥ ২৩

হে ভারত! তুমি লোভ, মদ ও অবিবেকবশতঃ নিজের অপরাধে এই গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছ ॥ ২৪

তুমি নিজ মিত্র, ভ্রাতা, পিতৃতুল্য পুরুষ, পুত্র ও পৌত্রগণকে বধ করাইয়া পরে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২৫

তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতৃবৃন্দকে ভূপাতিত করিয়াছি এবং জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াছি। আমি ইহাকে দৈবেরই দুর্লঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মনে করি ॥ ২৬

হে নিষ্পাপ! তোমার নিজের জন্য শোক করা উচিত নহে, তোমার প্রশংসনীয় মৃত্যু হইতেছে। কুরুরাজ! এখন ত' সর্ব্বপ্রকারে আমরাই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি; কারণ, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবগণ হীন হইয়া আমাদের দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে ॥ ২৭½

হায়, আমি ভ্রাতা ও পুত্রগণের সেই শোকবিহ্বলা এবং দুঃখ-নিমগ্না বিধবা বধূগণকে কিভাবে দর্শন করিব? ২৮½

রাজন্! তুমিই একাকী সুখী। নিশ্চয়ই স্বর্গে তুমি স্থান লাভ করিবে এবং এস্থানে আমাকে নরকতুল্য নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ॥ ২৯½

ধৃতরাষ্ট্রের সেই শোকাতুরা ও ব্যাকুলা বিধবা পুত্রবধূগণ এবং পৌত্রবধূরা নিশ্চয়ই আমাদের নিন্দা করিবে ॥৩০

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্তো নিশশ্বাস স পার্থিবঃ।
বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখপীড়িত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বহুকাল ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বিলাপবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্রুদ্ধ-বলরামায় ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবোধদানম্, যুধিষ্ঠিরেণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-ভীমসেনয়োঃ সংলাপশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধর্মেণ হতং দৃষ্ট্বা রাজানং মাধবোত্তমঃ।
কিমব্রবীৎ তদা সূত বলদেবো মহাবলঃ ॥ ১
গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞো গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
কৃতবান্ রৌহিণেয়ো যৎ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

শিরস্যভিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন তে সুতম্।
রামঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠশ্চুক্রোধ বলবদ্ বলী ॥ ৩
ততো মধ্যে নরেন্দ্রাণামূর্ধ্ববাহুর্হলায়ুধঃ।
কুর্বন্নার্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ ধিগ্ ভীমেত্যুবাচ হ ॥ ৪
অহো ধিগ্ যদধো নাভেঃ প্রহৃতং ধর্মবিগ্রহে।
নৈতদ্ দৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্ যদ্ বৃকোদরঃ ॥ ৫
অধো নাভ্যা ন হন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
অয়ং ত্বশাস্ত্রবিন্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাৎ সম্প্রবর্ততে ॥ ৬
তস্য তৎ তদ্ ব্রুবাণস্য রোষঃ সমভবন্মহান্।
ততো রাজানমালোক্য রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ৭
বলদেবো মহারাজ ততো বচনমব্রবীৎ।
ন চৈষ পতিতঃ কৃষ্ণ কেবলং মৎসমোঽসমঃ ॥ ৮
আশ্রিতস্য তু দৌর্বল্যাদাশ্রয়ঃ পরিভর্ৎস্যতে।
ততো লাঙ্গূলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্ বলী ॥ ৯

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ক্রুদ্ধ বলরামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেনের আলোচনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত সঞ্জয়! সেই সময় রাজা দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক হতপ্রায় করিয়া ভূপাতিত হইতে দেখিয়া মহাবল মধুবংশপ্রধান বলরাম কি বলিলেন? ১

সঞ্জয়! গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ও গদাযুদ্ধে নিপুণ রোহিনীনন্দন বলরাম যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই তুমি আমাকে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মস্তকে পদের দ্বারা আঘাত করিতে দেখিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী বলরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩

তাহার পর নরপতিগণের মধ্যে নিজ দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া হলধর বলরাম ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন,—ভীমসেন! তোমায় ধিক্! ধিক্!! ৪

অহো! এই ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির নিম্নে এই যে প্রহার হইয়াছে এবং যাহা ভীমসেন স্বয়ং করিয়াছে, ইহা গদাযুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই ॥ ৫

নাভির নিম্নে আঘাত করা উচিত নয়। ইহাই গদাযুদ্ধবিষয়ে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ভীমসেন এস্থলে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে ॥ ৬

এই সব কথা বলিতে বলিতে বলরামের ক্রোধ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর রাজা দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৭

মহারাজ! অতঃপর বলরাম বলিলেন,—কৃষ্ণ! রাজা দুর্য্যোধন আমার ন্যায় বলবান্ ছিল। গদাযুদ্ধে তাহার সমান কেহই ছিল না। এস্থলে অন্যায় করিয়া ভীমসেন কেবল দুর্য্যোধনকেই ভূপাতিত করেই নাই (পরন্তু আমারও অপমান করিয়াছে), শরণাগতের দুর্ব্বলতার জন্য শরণদাতাকেও ভর্ৎসনা করা হয় ॥ ৮২

এই কথা বলিয়া মহাবল বলরাম নিজের হল উত্তোলিত

তস্যোর্ধ্ববাহোঃ সদৃশং রূপমাসীন্মহাত্মনঃ।
বহুধাতুবিচিত্রস্য শ্বেতস্যেব মহাগিরেঃ ॥ ১০
(ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ভীমঃ সার্জুনৈরস্ত্রকোবিদৈঃ।
ন বিব্যথে মহারাজ দৃষ্ট্বা হলধরং বলী ॥)
তমুৎপতন্তং জগ্রাহ কেশবো বিনয়ান্বিতঃ।
বাহুভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রযত্নাদ্ বলবদ্ বলী ॥ ১১
সিতাসিতৌ যদুবরৌ শুশুভাতেঽধিকং তদা।
(সঙ্গতাবিব রাজেন্দ্র কৈলাসাঞ্জনপর্বতৌ ॥)
নভোগতৌ যথা রাজংশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ দিনক্ষয়ে ॥ ১২
উবাচ চৈনং সংরব্ধং শময়ন্নিব কেশবঃ।
আত্মবৃদ্ধির্মিত্রবৃদ্ধির্মিত্রমিত্রোদয়স্তথা ॥ ১৩
বিপরীতং দ্বিষৎস্বেতৎ ষড়্‌বিধা বৃদ্ধিরাত্মনঃ।
আত্মন্যপি চ মিত্রে চ বিপরীতং যদা ভবেৎ ॥১৪
তদা বিদ্যান্মনোগ্লানিমাশু শান্তিকরো ভবেৎ।
অস্মাকং সহজং মিত্রং পাণ্ডবাঃ শুদ্ধপৌরুষাঃ ॥ ১৫
স্বকাঃ পিতৃষ্বসুঃ পুত্রাস্তে পরৈর্নিকৃতা ভৃশম্।
প্রতিজ্ঞাপালনং ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেহ বেদ্ম্যহম্ ॥ ১৬
সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্‌ক্তাস্মূ্যরূ মহাহবে।
ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥ ১৭
মৈত্রেয়েণাভিশপ্তশ্চ পূর্বমেব মহর্ষিণা।
উরূ তে ভেৎস্যতে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ ॥ ১৮
অতো দোষং ন পশ্যামি মা ক্রুধ্যস্ব প্রলম্বহন্।
যৌনঃ স্বৈঃ সুখহার্দৈশ্চ সম্বন্ধঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৯
তেষাং বৃদ্ধ্যা হি বৃদ্ধির্নো মা ক্রুধঃ পুরুষর্ষভ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা সীরভৃৎ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥২০
ধর্মঃ সুচরিতঃ সদ্ভিঃ স চ দ্বাভ্যাং নিযচ্ছতি।
অর্থশ্চাত্যর্থলুব্ধস্য কামশ্চাতিপ্রসঙ্গিণঃ ॥ ২১

করিয়া ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় নিজের দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিলে পর মহাত্মা বলরামের রূপ অনেক ধাতুসমূহে বিচিত্র শোভাপ্রাপ্ত বিশাল শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৯-১০

(মহারাজ! হলধর বলরামকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জুন সহ অস্ত্রবিৎ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বলবান্ ভীমসেন অল্পও ব্যথিত হইলেন না।)

সেই সময় বিনয়শীল বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ আক্রমণকারী বলরামকে নিজের স্থূল (মোটা) ও গোলাকার দুই বাহুর দ্বারা অতিশয় যত্ন সহকারে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

রাজেন্দ্র! এই শ্যামবর্ণ ও গৌরবর্ণ যদুকুলতিলক দুই ভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া কৈলাসপর্ব্বত এবং কজ্জল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজন্! সন্ধ্যাকালে আকাশে যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইলে যে শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ শোভা রণাঙ্গনে এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ রোষাবিষ্ট বলরামকে যেন সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! নিজের উন্নতি ছয় প্রকারে হইয়া থাকে—নিজের বৃদ্ধি, মিত্রের বৃদ্ধি এবং মিত্রের মিত্রবৃদ্ধি। এইরূপ শত্রুপক্ষের ইহার বিপরীত স্থিতি হইবে—শত্রুর হানি, শত্রুর মিত্রহানি এবং শত্রুর মিত্রের মিত্রহানি ॥ ১৩½

নিজের এবং নিজের মিত্রের যদি এরূপ বিপরীত অবস্থা হয়, তবে মনে মনে গ্লানি অনুভব করা উচিত ও মিত্রগণের সেই হানির নিবারণের জন্য শীঘ্র যত্নবান্ হওয়া উচিত ১৪½

শুদ্ধ পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণকারী পাণ্ডবগণ আমাদের সহজ মিত্র। পিতৃষ্বসার (পিসিমার) পুত্র বলিয়া তাহারা আমাদের নিকট আত্মীয়। শত্রুরা ইহাদের সহিত অতিশয় ছল-কপটতা করিয়াছে ॥ ১৫½

আমি মনে করি, এই জগতে নিজের প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে সভামধ্যে ভীমসেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি মহাযুদ্ধে নিজের গদার দ্বারা দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব ॥ ১৬-১৭

শত্রুতাপন! মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, ভীমসেন নিজের গদার দ্বারা তোমার উরুদ্বয় ভঙ্গ করিবে ॥ ১৮

প্রলম্বহন্তা বলরাম! অতএব আমি এ বিষয়ে ভীমসেনের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না; সেই কারণে আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। পাণ্ডবদের সহিত আমাদের যৌন সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং আমরা আবার পরস্পর সুখকর সৌহার্দ্দ সূত্রেও আবদ্ধ আছি। পুরুষপ্রবর! এই পাণ্ডবদের বৃদ্ধিতে আমাদেরও বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ১৯½

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হলধর বলরাম বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! সৎপুরুষগণ ধর্ম্মকে উত্তমরূপে আচরণ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে অর্থ ও ধর্ম্ম—উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া যাইল ॥ ২০½

অত্যন্ত লোভী ব্যক্তির অর্থ এবং অতিশয় আসক্ত ব্যক্তির

ধর্মার্থৌ ধর্মকামৌ চ কামার্থৌ চাপ্যপীড়য়ন্।
ধর্মার্থকামান্ যোঽভ্যেতি সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২২
তদিদং ব্যাকুলং সর্বং কৃতং ধর্মস্য পীড়নাৎ।
ভীমসেনেন গোবিন্দ কামং ত্বং তু যথাঽঽত্থ মাম্ ॥২৩
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
অরোষণো হি ধর্মাত্মা সততং ধর্মবৎসলঃ।
ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥২৪
প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।
আনৃণ্যং যা তু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২৫
(গতঃ পুরুষশার্দূলো হত্বা নৈকৃতিকং রণে।
অধর্মো বিদ্যতে নাত্র যদ্ ভীমো হতবান্ রিপুম্ ॥
যুধ্যন্তং সমরে বীরং কুরু-বৃষ্ণিযশস্করম্।
অনেন কর্ণঃ সংদিষ্টঃ পৃষ্ঠতো ধনুরাচ্ছিনৎ ॥
ততঃ সংছিন্নধন্বানং বিরথং পৌরুষে স্থিতম্।
ব্যায়ুধীকৃত্য হতবান্ সৌভদ্রমপলায়িনম্ ॥
জন্মপ্রভৃতিলুব্ধশ্চ পাপশ্চৈব দুরাত্মবান্।
নিহতো ভীমসেনেন দুর্বুদ্ধিং কুলপাংসনঃ ॥
প্রতিজ্ঞাং ভীমসেনস্য ত্রয়োদশসমার্জিতাম্।
কিমর্থং নাভিজানাতি যুধ্যমানোঽপি বিশ্রুতম্ ॥
ঊর্ধ্বমুৎক্রম্য বেগেন জিঘাংসন্তং বৃকোদরঃ।
বভঞ্জ গদয়া চোরূ ন স্থানে ন চ মণ্ডলে ॥)
সঞ্জয় উবাচ।
ধর্মচ্ছলমপি শ্রুত্বা কেশবাৎ স বিশাম্পতে।
নৈব প্রীতমনা রামো বচনং প্রাহ সংসদি ॥ ২৬
হত্বাধর্মেণ রাজানং ধর্মাত্মানং সুযোধনম্
জিহ্মযোধীতি লোকেঽস্মিন্ খ্যাতিং যাস্যতি পাণ্ডবঃ ॥২৭
দুর্যোধনোঽপি ধর্মাত্মা গতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্।
ঋজুযোধী হতো রাজা ধার্তরাষ্ট্রো নরাধিপঃ ॥ ২৮

কাম—এই উভয়ই ধর্মহানিকর হইয়া থাকে। যে মানুষ কামের দ্বারা ধর্ম ও অর্থ, অর্থের দ্বারা ধর্ম ও কাম এবং ধর্মের দ্বারা অর্থ ও কামের হানি না করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের সেবা করিয়া থাকে, সেই মানুষই অতিশয় সুখভাগী হয় ॥ ২১-২২

গোবিন্দ! ভীমসেন (অর্থের লোভে) ধর্মের হানি করিয়া এ সমস্তকেই বিকৃত করিয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে যেভাবে এই কার্য্যকে ধর্মসঙ্গত বলিয়া বর্ণনা করিলে, উহা তোমার মানসিক কল্পনা ॥ ২৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনি জগতে ক্রোধহীন, ধর্মাত্মা ও নিরন্তর ধর্মের উপর অনুগ্রহকারী সৎপুরুষরূপে বিখ্যাত আছেন, অতএব আপনি শান্ত হউন, ক্রোধ করিবেন না ॥ ২৪

আপনি জানুন যে, কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করুন। আজ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত্রুতা ও প্রতিজ্ঞার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫

(পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে কপটী দুর্যোধনকে বধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে যে নিজ শত্রুকে বধ করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন অধর্ম হয় নাই।

এই দুর্যোধনই কর্ণকে আজ্ঞা দিয়াছিল, যাহার জন্য কুরু ও বৃষ্ণি উভয়কুলের যশোবর্দ্ধক, যুদ্ধপরায়ণ, বীর অভিমন্যুর ধনু সমরাঙ্গণে কর্ণ পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আসিয়া ছেদন করিয়া দিয়াছিল। এইভাবে ধনু ছিন্ন হওয়ায় ও রথহীন হইয়া পড়িলেও পুরুষার্থে তৎপর, রণাঙ্গন হইতে অপলায়িত সেই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে ইহারা অস্ত্রহীন করিয়া দিয়া হত্যা করিয়াছে।

এই দুরাত্মা, দুর্মতি ও পাপী দুর্যোধন জন্ম হইতেই লোভী এবং কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিল। তাহাকে আজ ভীমসেন বধ করিয়াছে।

ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা তের বৎসর কাল ধরিয়া চলিতেছে এবং উহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। যুদ্ধ করিবার সময় দুর্যোধন উহা স্মরণ রাখে নাই কেন?

এই দুর্যোধন সবেগে উপরে উল্লম্ফন করিয়া ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। সেই অবস্থায় ভীমসেন নিজ গদার দ্বারা তাহার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। সেই সময় সে কোন স্থানেও ছিল না এবং কোন মণ্ডলাকারেও বিচরণ করিতে ছিল না।)

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই ছলরূপ ধর্মের বিবেচনা শ্রবণ করত বলরামের মনে সন্তোষ হইল না। তিনি সেই পূর্ণ সভাতে বলিলেন ॥ ২৬

ধর্মাত্মা রাজা দুর্যোধনকে অধর্মপূর্ব্বক বধ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এ জগতে কপটপূর্ণ যুদ্ধকারী যোদ্ধারূপে বিখ্যাত হইবে ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ধর্মাত্মা রাজা দুর্যোধন সরলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, এই অবস্থায় সে নিহত হইয়াছে, অতএব সে সনাতন সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

বুদ্ধদীক্ষাং প্রবিশ্যাজৌ রণযজ্ঞং বিতত্য চ।
হুত্বাংঽত্মানমমিত্রাগ্নৌ প্রাপ চাবভৃথং যশঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্
শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥ ৩০
পাঞ্চালাশ্চ সবার্ষ্ণেয়াঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশাম্পতে।
রামে দ্বারাবতীং যাতে নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ॥ ৩১
ততো যুধিষ্ঠিরং দীনং চিন্তাপরমধোমুখম্।
শোকোপহতসঙ্কল্পং বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩২

বাসুদেব উবাচ।

ধর্ম্মরাজ কিমর্থং ত্বমধর্ম্মমনুমন্যসে।
হতবন্ধোর্যদেতস্য পতিতস্য বিচেতসঃ ॥ ৩৩
দুর্য্যোধনস্য ভীমেন মৃদ্যমানং শিরঃ পদা।
উপপ্রেক্ষসি কস্মাৎ ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্নরাধিপ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন মমৈতৎ প্রিয়ং কৃষ্ণ যদ্ রাজানং বৃকোদরঃ।

যুদ্ধরূপ দীক্ষা গ্রহণ করত রণাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া রণযজ্ঞ বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুরূপী প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দান করিয়া দুর্য্যোধন সুযশরূপী অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নানের শুভ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া শুভ্র মেঘের অগ্রভাগের ন্যায় গৌরকান্তিতে সুশোভিত প্রতাপশালী রোহিণীনন্দন বলরাম রথে আরোহণ করত দ্বারকাঅভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩০

প্রজানাথ! বলরাম এইভাবে দ্বারকায় গমন করিলে পর পাঞ্চাল, বৃষ্ণিবংশজাত ও পাণ্ডববীরগণ উদাস হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদের মনে অধিক উৎসাহ আর রহিল না ॥ ৩১

সেই সময় যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। তিনি নিম্নে মুখ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। শোকে তাঁহার মনোরথ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ॥ ৩২

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আপনি নীরবে থাকিয়া অধর্ম্মকে অনুমোদন করিতেছেন কেন? হে নরাধিপ! দুর্য্যোধনের ভ্রাতা ও সহায়কগণ নিহত হইয়াছে। সে এখন ভূতলে পতিত হইয়া অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভীমসেন ইহার মস্তক পদের দ্বারা মর্দ্দিত করিতেছে। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া নিকট হইতে এই সব কিভাবে দেখিয়া যাইতেছেন? ৩৩-৩৪

পদা মূর্দ্ধ্যস্পৃশৎ ক্রোধান্ন চ হৃষ্যে কুলক্ষয়ে। ৩৫
নিকৃত্যা নিকৃতা নিত্যং ধৃতরাষ্ট্রসুতৈর্বয়ম্।
বহূনি পরুষাণ্যুক্ত্বা বনং প্রস্থাপিতাঃ স্ম হ ॥ ৩৬
ভীমসেনস্য তদ্ দুঃখমতীব হৃদি বর্ত্ততে।
ইতি সংচিন্ত্য বার্ষ্ণেয় ময়ৈতৎ সমুপেক্ষিতম্ ॥ ৩৭
তস্মাদ্ধত্বাকৃতপ্রজ্ঞং লুব্ধং কামবশানুগম্।
লভতাং পাণ্ডবঃ কামং ধর্ম্মেঽধর্ম্মে চ বা কৃতে ॥ ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তে ধর্ম্মরাজেন বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্।
কামমস্ত্বেতদিতি বৈ কৃচ্ছ্রাদ্ যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ভীমপ্রিয়হিতৈষিণা।
অন্বমোদত তৎ সর্বং যদ্ ভীমেন কৃতং যুধি ॥ ৪০
(অর্জ্জুনোঽপি মহাবাহুরপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিদ্ ভ্রাতরং সাধ্বসাধু বা।)॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া যে দুর্য্যোধনের মস্তক পদের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে, ইহা আমার ভাল লাগে নাই এবং নিজ কুলের ক্ষয়েও আমার আনন্দ হয় নাই।

কিন্তু কি করিব? ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ছল-কপটতা করিয়া আমাদের প্রতারণা করিয়াছে এবং বহু কটুবাক্য বলিয়া আমাদের বনে পাঠাইয়াছে ॥ ৩৬

বৃষ্ণিবংশভূষণ! ভীমসেনের হৃদয়ে এই সবের জন্য অতিশয় দুঃখ ছিল। ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাহার কার্য্যকে উপেক্ষা করিয়াছি ॥ ৩৭

সেইজন্য আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, কামের বশীভূত হইয়া লোভী ও অজিতাত্মা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম করত পাণ্ডবগণ নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লউক। ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর যদুকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কষ্ট সহকারে বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হউক ॥ ৩৯

ভীমসেনের প্রিয় ও হিতকামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থলে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সব অনুমোদন করিলেন ॥ ৪০

(মহাবাহু অর্জ্জুনও অপ্রসন্ন-চিত্তে নিজের ভ্রাতা ভীমসেনের প্রতি ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না।)

ভীমসেনোঽপি হত্বাঽজৌ তব পুত্রমমর্ষণঃ।
অভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিত্বা সম্প্রহৃষ্টঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪১
প্রোবাচ সুমহাতেজা ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষাদুৎফুল্লনয়নো জিতকাশী বিশাম্পতে ॥ ৪২
তবাদ্য পৃথিবী সর্বা ক্ষেমা নিহতকণ্টকা।
তাং প্রশাধি মহারাজ স্বধর্মমনুপালয় ॥ ৪৩
যস্তু কর্তাস্য বৈরস্য নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং বিনিহতঃ শেতে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥ ৪৪
দুঃশাসনপ্রভৃতয়ঃ সর্বে তে চোগ্রবাদিনঃ।
রাধেয়ঃ শকুনিশ্চৈব হতাশ্চ তব শত্রবঃ ॥ ৪৫
সেয়ং রত্নসমাকীর্ণা মহী সবন-পর্বতা।
উপাবৃত্তা মহারাজ ত্বামদ্য নিহতদ্বিষম্ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গতো বৈরস্য নিধনং হতো রাজা সুযোধনঃ।
কৃষ্ণস্য মতমাস্থায় বিজিতেয়ং বসুন্ধরা ॥ ৪৭
দিষ্ট্যা গতস্ত্বমানৃণ্যং মাতুঃ কোপস্য চোভয়োঃ।
দিষ্ট্যা জয়তি দুর্ধর্ষ দিষ্ট্যা শত্রুর্নিপাতিতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবসান্ত্বনে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

অমর্ষশীল ভীমসেন যুদ্ধস্থলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করত অতিশয় প্রসন্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪১

প্রজানাথ! সেই সময় মহাতেজস্বী ভীমসেন বিজয়-শ্রীতে প্রকাশিত হইতেছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল! তিনি তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৪২

মহারাজ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আপনার হইয়া যাইল, ইঁহার কণ্টকস্বরূপ দুর্য্যোধনাদিকে নিহত করা হইয়াছে, অতএব এই ধরণী এখন মঙ্গলময়ী হইয়া গিয়াছে। আপনি ইঁহার শাসন ও নিজ ধর্ম্ম পালন করুন ॥ ৪৩

হে ভূপতে! যাহার ছল ও কপটতাই প্রিয় ছিল এবং যে কপটতা করিয়াই শত্রুতা করিয়াছিল, সেই এই দুর্য্যোধন আজ নিহতপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে ॥ ৪৪

ভয়ঙ্কর কটুবাক্যভাষী দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি আপনার সকল শত্রুই নিহত হইয়াছে ॥ ৪৫

মহারাজ! আপনার শত্রুরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ এই রত্নপূর্ণা এবং বন ও পর্ব্বত সকল সহ সমগ্র পৃথিবী আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীমসেন! সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুমি সকল শত্রুতার অবসান করিয়া দিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মত অবলম্বন করত আমরা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছি ॥ ৪৭

সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুমি মাতা-এবং ক্রোধ—এই উভয় ঋণ হইতেই মুক্ত হইয়া গিয়াছ। দুর্দ্ধর্ষ বীর! ভাগ্যবশতঃ তুমি জয়ী হইয়াছ ও তুমি নিজ শত্রু দুর্য্যোধকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছ ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবসৈন্যানাং ভীমসেনস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণেন দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দুর্য্যোধনস্য প্রত্যুত্তরম্, শ্রীকৃষ্ণেন পাণ্ডবানাং সমাধানং শঙ্খধ্বনিশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ ।
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।
সিংহেনেব মহারাজ মত্তং বনগজং যথা ॥ ২
প্রহৃষ্টমনসস্তত্র কৃষ্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ ।
পাঞ্চালা সৃঞ্জয়াশ্চৈব নিহতে কুরুনন্দনে ॥ ৩
আবিধ্যন্নুত্তরীয়াণি সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ।
নৈতান্ হর্ষসমাবিষ্টানিয়ং সেহে বসুন্ধরা ॥ ৪
ধনূংষ্যন্যে ব্যাক্ষিপন্ত জ্যাশ্চাপ্যন্যে তথাক্ষিপন্ ।
দধ্মুরন্যে মহাশঙ্খানন্যে জঘ্নুশ্চ দুন্দুভীন্ ॥ ৫
চিক্রীড়ুশ্চ তথৈবান্যে জহসুশ্চ তবাহিতাঃ ।
অব্রুবংশ্চাসকৃদ্ বীরা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥ ৬
দুষ্করং ভবতা কর্ম রণেঽদ্য সুমহৎ কৃতম্ ।
কৌরবেন্দ্রং রণে হত্বা গদয়াতিকৃতশ্রমম্ ॥ ৭
ইন্দ্রেণেব হি বৃত্রস্য বধং পরমসংযুগে ।
ত্বয়া কৃতমমন্যন্ত শত্রোর্বধমিমং জনাঃ ॥ ৮
চরন্তং বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ সর্বশঃ ।
দুর্য্যোধনমিমং শূরং কোঽন্যোঽহন্যাদ্ বৃকোদরাৎ ॥
বৈরস্য চ গতঃ পারং ত্বমিহান্যৈঃ সুদুর্গমম্ ।
অশক্যমেতদন্যেন সম্পাদয়িতুমীদৃশম্ ॥ ১০
কুঞ্জরেণেব মত্তেন বীর সংগ্রামমূর্ধনি ।
দুর্য্যোধনশিরো দিষ্ট্যা পাদেন মৃদিতং ত্বয়া ॥ ১১
সিংহেন মহিষস্যেব কৃত্বা সঙ্গরমুত্তমম্ ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং দিষ্ট্যা পীতং ত্বয়ানঘ ॥ ১২

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[পাণ্ডব সৈন্যগণের দ্বারা ভীমসেনের স্তুতি, দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, দুর্য্যোধনের উত্তর দান, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের সমাধান এবং শঙ্খধ্বনি ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! রণাঙ্গনে ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কি করিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যেরূপ কোন মদমত্ত বনজাত হস্তী সিংহের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের দ্বারা রণাঙ্গনে নিহত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২২

কুরুনন্দন দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিজ নিজ উত্তরীয় দুলাইতে দুলাইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন অত্যন্ত হৃষ্ট পাণ্ডব বীরগণের ভার এই পৃথিবী সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩-৪

কেহ কেহ ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, অপরে অনেকে ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিছু যোদ্ধা বড় বড় বহু শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বহু সৈন্য দুন্দুভি ধ্বনি করিতে থাকিলেন ॥ ৫

আপনার বহু শত্রু নানাবিধ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। বহু বীর ভীমের নিকটে যাইয়া এই কথা বলিতে থাকিলেন ॥ ৬

কৌরবরাজ দুর্য্যোধন গদা-যুদ্ধে অতিশয় পরিশ্রম করি... আজ রণাঙ্গনে তাহাকে বধ করত আপনি মহৎ ও দুষ্কর... করিয়া দেখাইলেন ॥ ৭

যেরূপ মহাসমরে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, ... আপনিও শত্রু দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন—ইহাই সকলে... জানে ॥ ৮

নানাপ্রকার পদ্ধতি ও বহুবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ ... করিতে গদা যুদ্ধনিরত বীরবর দুর্য্যোধনকে ভীমসেন ... অপর কোন্ বীর বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ৯

আপনি শত্রুতার পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, যাহা ... পক্ষে গমন করা অতিশয় কঠিন ছিল। অপর যে কোন ... পক্ষেই এরূপ পরাক্রম দর্শন করা অসম্ভব ছিল ॥ ১০

বীর! মদমত্ত গজরাজের ন্যায় আপনি যুদ্ধের ... দুর্য্যোধনের মস্তক পদের দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছেন—ইহা ... সৌভাগ্যের কথা ॥ ১১

হে অনঘ! যেরূপ সিংহ মহিষের রক্ত পান করিয়া ... সেইরূপ আপনি এই মহাযুদ্ধে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দুঃশাসনের ... পান করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় ॥ ১২

যে বিপ্রকুর্বন্ রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ।
মূর্দ্ধ্নি তেষাং কৃতঃ পাদো দিষ্ট্যা তে স্বেন কর্মণা ॥ ১৩
অমিত্রাণামধিষ্ঠানাদ্ বধাদ্ দুর্য্যোধনস্য চ ।
ভীম দিষ্ট্যা পৃথিব্যাং তে প্রথিতং সুমহদ্ যশঃ ॥ ১৪
এবং নূনং হতে বৃত্রে শক্রং নন্দন্তি বন্দিনঃ ।
তথা ত্বাং নিহতামিত্রং বয়ং নন্দাম ভারত ॥ ১৫
দুর্য্যোধনবধে যানি রোমাণি হৃষিতানি নঃ ।
অদ্যাপি ন বিকৃষ্যন্তে তানি তদ্ বিদ্ধি ভারত ॥ ১৬
ইত্যব্রুবন্ ভীমসেনং বাতিকাস্তত্র সঙ্গতাঃ ।
তান্ হৃষ্টান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৭
ব্রুবতোঽসদৃশং তত্র প্রোবাচ মধুসূদনঃ ।
ন ন্যায্যং নিহতং শত্রুং ভূয়ো হন্তুং নরাধিপাঃ ॥ ১৮
অসকৃদ্ বাগ্ভিরুগ্রাভির্নিহতো হ্যেষ মন্দধীঃ
তদৈবৈষ হতঃ পাপো যদৈব নিরপত্রপঃ ॥ ১৯
লুব্ধঃ পাপসহায়শ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ ।
বহুশো বিদুর-দ্রোণ-কৃপ-গাঙ্গেয়-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥২০
পাণ্ডুভ্যঃ প্রার্থ্যমানোঽপি পিত্র্যমংশং ন দত্তবান্ ।
নৈষ যোগ্যোঽদ্য মিত্রং বা শত্রুর্বা পুরুষাধমঃ ॥ ২১
কিমনেনাতিভুগ্নেন বাগ্ভিঃ কাষ্ঠসধর্মণা ।
রথেষ্বারোহত ক্ষিপ্রং গচ্ছামো বসুধাধিপাঃ ॥ ২২
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং পাপাত্মা সামাত্য-জ্ঞাতি-বান্ধবঃ ।
ইতি শ্রুত্বা ত্বধিক্ষেপং কৃষ্ণাদ্ দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ২৩
অমর্ষবশমাপন্ন উদতিষ্ঠদ্ বিশাম্পতে ।
স্ফিগ্দেশেনোপবিষ্টঃ স দোর্ভ্যাং বিষ্টভ্য মেদিনীম্ ॥২৪
দৃষ্টিং ভ্রূসঙ্কটাং কৃত্বা বাসুদেবে ন্যপাতয়ৎ ।
অর্দ্ধোন্নতশরীরস্য রূপমাসীন্নৃপস্য তু ॥ ২৫
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ।
প্রাণান্তকরিণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্ ॥ ২৬

যাহারা ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মস্তকের উপর আপনি নিজ কার্য্যপ্রভাবে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যেরই কথা ॥ ১৩

ভীম! শত্রুদের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করায় এবং দুর্য্যোধনকে বধ করায় ভাগ্যবশতঃ আপনার মহাযশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ১৪

ভারত! বৃত্রাসুর নিহত হওয়ায় বন্দীরা যেভাবে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছিল, নিশ্চয়ই আমরাও সেইরূপ আমাদের শত্রুসংহারকারী আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি ॥ ১৫

হে ভরতবংশধর! দুর্য্যোধনের বধের সময় আমাদের যে রোমাঞ্চ হইয়াছিল, উহা এখনও বিলীন হইয়া যায় নাই; আপনি স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করুন ॥ ১৬

প্রশংসাকারী বীরগণ সেখানে একত্রিত হইয়া ভীমসেনকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব যোদ্ধারা অযোগ্য কথা বলিতেছেন, তখন তিনি সেখানে তাঁহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৭½

হে নরপতিগণ! মৃত শত্রুকে পুনরায় বধ করা উচিত নহে। তোমরা এই মন্দমতি দুর্য্যোধনকে বারংবার কঠোর বাক্যের দ্বারা আঘাত করিতেছ ॥ ১৮½

এই নির্লজ্জ পাপী ত' সেই সময়েই নিহত হইয়াছিল, যখন সে লোভাকৃষ্ট হইয়া পাপী ব্যক্তিগণকে নিজের সহায়ক করত সুহৃদবর্গের শাসন অতিক্রম করিতেছিল ॥ ১৯½

বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম এবং সৃঞ্জয়গণ বারংবার প্রার্থনা করিলেও এই দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃকভাগ প্রদান করে নাই ॥ ২০½

এই নরাধম এখন কোন কিছুরই যোগ্য নহে, এখন সে কাহারও শত্রুও নহে এবং কাহারও মিত্রও নহে। নৃপগণ! এই দুর্য্যোধন শুষ্ক কাষ্ঠের তুল্য কঠিন। ইহাকে কটুবাক্যের দ্বারা অধিক আনত করিয়া কি লাভ হইবে? এখন শীঘ্র নিজ নিজ রথের উপর উপবেশন কর। আমরা এখনই শিবির অভিমুখে গমন করিব। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্মা নিজ মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও ভ্রাতা-বান্ধবগণের সহিত নিহত হইয়াছে ॥ ২১-২২½

প্রজানাথ! শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই নিন্দাসূচক বাক্য শ্রবণ করত রাজা দুর্য্যোধন অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে ভূতলকে ধারণ করিয়া পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে উপবেশন করিলেন ॥ ২৩-২৪

তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার অর্দ্ধদেহ যেন উত্থিত ছিল। এই সময় রাজা দুর্য্যোধনের রূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সেইরূপ সর্পের ন্যায় মনে হইতেছিল, যে সর্প পুচ্ছছিন্ন হওয়ায় নিজের অর্দ্ধদেহ উপরে উত্থিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে থাকে ॥ ২৫½

যদিও তখন তাঁহার প্রাণান্তকর ভয়ানক বেদনা হইতেছিল, তথাপি উহা চিন্তা না করিয়া দুর্য্যোধন নিজের কঠোর বাক্য-

দুর্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দয়ৎ।
কংসদাসস্য দায়াদ ন তে লজ্জাস্ত্যনেনে বৈ ॥ ২৭
অধর্ম্মেণ গদাযুদ্ধে যদহং বিনিপাতিতঃ।
ঊরূ ভিন্ধীতি ভীমস্য স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছতা ॥ ২৮
কিং ন বিজ্ঞাতমেতন্মে যদর্জ্জুনমবোচথাঃ।
ঘাতয়িত্বা মহীপালানৃজুযুদ্ধান্ সহস্রশঃ ॥ ২৯
জিহ্মৈরুপায়ৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা।
অহন্যহনি শূরাণাং কুর্ব্বাণঃ কদনং মহৎ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ঘাতিতস্তে পিতামহঃ।
অশ্বত্থাম্নঃ সনামানং হত্বা নাগং সুদুর্মতে ॥ ৩১
আচার্য্যো ন্যাসিতঃ শস্ত্রং কিং তন্ন বিদিতং ময়া।
স চানেন নৃশংসেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩২
পাত্যমানস্ত্বয়া দৃষ্টো ন চৈনং ত্বমবারয়ঃ।
বধার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য যাচিতাং শক্তিমেব চ ॥ ৩৩

ঘটোৎকচে ব্যংসয়তঃ কস্ত্বত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।
ছিন্নহস্তঃ প্রায়গতস্তথা ভূরিশ্রবা বলী ॥
ত্বয়াভিসৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাত্মনা।
কুর্ব্বাণশ্চোত্তমং কর্ম কর্ণঃ পার্থজিগীষয়া ॥
ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রস্য বৈ পুনঃ।
পুনশ্চ পতিতে চক্রে ব্যসনার্তঃ পরাজিতঃ ॥
পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোঽগ্রণীর্নৃণাম্।
যদি মাং চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ সংযুতৌ
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্ বিজয়ো ধ্রুবম্।
ত্বয়া পুনরনার্য্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্থিবাঃ ॥ ৩৮

বাসুদেব উবাচ।

স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ং চান্যে চ ঘাতিতাঃ।
হতস্ত্বমসি গান্ধারে সভ্রাতৃ-সুত-বান্ধবঃ ॥ ৩৯

সমূহের দ্বারা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬½

অরে কংসদাসের পুত্র! আমি যে গদাযুদ্ধে অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হইয়াছি, এই কুকৃত্যের জন্য কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? ২৭½

ভীমসেনকে আমার জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিবার জন্য যে মিথ্যা স্মরণ করাইতে করাইতে তুমি অর্জ্জুনকে যাহা কিছু বলিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই? ২৮;

সরলতার সহিত ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধরত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে বহুসংখ্যক কুটিল উপায়ের দ্বারা বিনাশ করাইয়া তোমার লজ্জা হইতেছে না এবং এই নীচ কর্ম্মের জন্য তোমার দয়াও হইতেছে না ॥ ২৯;

যিনি প্রতিদিন বীরবর যোদ্ধাগণের প্রচণ্ড ধ্বংসসাধন করিতেছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্মকে তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া বিনাশ করাইয়াছিলে ॥ ৩০½

অতিশয় দুর্মতি কৃষ্ণ! অশ্বত্থামার নামের সদৃশ এক হস্তীকে নিহত করাইয়া তোমরা দ্রোণাচার্য্যক অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছিলে, ইহা কি আমি জানিতে পারি নাই? ৩১½

এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্যকে সেই অবস্থায় ভূপাতিত করিয়াছিল; যাহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, কিন্তু তুমি উহাকে নিষেধ কর নাই ॥ ৩২½

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রার্থিত ইন্দ্রের শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়াছ। তোমা অপেক্ষা অধিক মহাপাপী আর কে আছে? ৩৩½

বলবান্ ভূরিশ্রবার হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল এবং সে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করত উপবিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহাত্মা সাত্যকি তাঁহাকে বধ করিল ॥ ৩৪

মনুষ্যগণের মধ্যে অগ্রগণ্য কর্ণ অর্জ্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছায় উত্তম পরাক্রম করিয়া যাইতেছিল। সেই সময় নাগরাজ অশ্বসেন যে কর্ণের বাণের সহিত অর্জুনকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছিল, তুমি স্বীয় প্রযত্নে উহাকে বধ করিয়াছ। তারপর যখন কর্ণের রথের চক্র ভূবিবরে পতিত হইল এবং উহাকে তুলিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত কর্ণ চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তাহাকে সঙ্কটাপন্ন ও পরাজিত জানিয়া তোমরা ভূপাতিত করিয়াছ ॥ ৩৫-৩৬;

যদি আমার সহিত এবং কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সরলভাবে তোমরা যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের পক্ষে জয়লাভ হইত না ॥ ৩৭;

তোমার ন্যায় একজন অনার্য্য ব্যক্তি কুটিল-পথের আশ্রয় গ্রহণ করত স্বধর্ম পালনে আসক্ত আমাদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিনাশ করাইয়াছে ॥ ৩৮½

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! তুমি পাপপথে বিচরণ করিতেছিলে; সেইজন্য তুমি ভ্রাতা,

সগণঃ সসুহৃচ্চৈব পাপং মার্গমনুষ্ঠিতঃ ।
তবৈব দুষ্কৃতৈর্বীরৌ ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ ॥ ৪০
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্তকঃ ।
যাচ্যমানং ময়া মূঢ় পিত্র্যমংশং ন দিৎসসি ॥ ৪১
পাণ্ডবেভ্যঃ স্বরাজ্যঞ্চ লোভাচ্ছকুনিনিশ্চয়াৎ ।
বিষং তে ভীমসেনায় দত্তং সর্বে চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৪২
প্রদীপিতা জতুগৃহে মাত্রা সহ সুদুর্মতে ।
সভায়াং যাজ্ঞসেনী চ কৃষ্টা দ্যূতে রজস্বলা ॥ ৪৩
তদৈব তাবদ্ দুষ্টাত্মন্ বধ্যস্ত্বং নিরপত্রপ ।
অনক্ষজ্ঞঞ্চ ধর্মজ্ঞং সৌবলেনাক্ষবেদিনা ॥ ৪৪
নিকৃত্যা যৎ পরাজৈষীস্তস্মাদসি হতো রণে ।
জয়দ্রথেন পাপেন যৎ কৃষ্ণা ক্লেশিতা বনে ॥ ৪৫
যাতেষু মৃগয়াং চৈব তৃণবৃন্দোরথাশ্রমম্ ।
অভিমন্যুশ্চ যদ্ বাল একো বহুভিরাহবে ॥ ৪৬

ত্বদ্‌দোষৈর্নিহতঃ পাপ তস্মাদসি হতো রণে ।
(কুর্বাণং কর্মসমরে পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণম্ ।
যচ্ছিখণ্ড্যবধীদ্ ভীষ্মং মিত্রার্থেন ব্যতিক্রমঃ ॥
স্বধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা আচার্য্যস্ত্বৎপ্রিয়েপ্সয়া ।
পার্ষতেন হতঃ সংখ্যে বর্তমানোঽসতাং পথি ॥
প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ সত্যাং চিকীর্ষন্ সমরে রিপুম্ ।
হতবান্ সাত্বতো বিদ্বান্ সৌমদত্তিং মহারথম্ ॥
অর্জুনঃ সমরে রাজন্ যুধ্যমানঃ কদাচন ।
নিন্দিতং পুরুষব্যাঘ্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥
লব্ধ্বাপি বহুশশ্ছিদ্রং বীরবৃত্তমনুস্মরন্ ।
ন জঘান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ সুদুর্মতে ॥
দেবানাং মতমাজ্ঞায় তেষাং প্রিয়হিতেপ্সয়া ।
নার্জুনস্য মহানাগং ময়া ব্যংসিতমস্ত্রজম্ ॥
ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌণিস্তথা কৃপঃ ।
বিরাটনগরে তস্য আনৃশংস্যাচ্চ জীবিতাঃ ॥

পুত্র, বান্ধব সেবক ও সুহৃদ্‌গণের সহিত নিহত হইয়াছ। বীর ভীষ্ম ও দোণাচার্য্য তোমার দুষ্কর্মের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। কর্ণও তোমারই স্বভাবের অনুসরণ করিতেছিল ; সেই কারণে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ৩৯-৪০½

অরে মূর্খ ! তুমি শকুনির পরামর্শ গ্রহণ করত আমি প্রার্থনা করিলেও পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাহাদের নিজ রাজ্য লোভবশতঃ প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলে না ॥ ৪১½

সুদুর্মতে ! তুমি যখন ভীমসেনকে বিষদান করিয়াছিলে, সমস্ত পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলে এবং নির্লজ্জ ! দুষ্টাত্মন্ ! পাশাখেলার সময় পূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যখন তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলে, তখনই তুমি বধযোগ্য হইয়াছিলে ॥৪২-৪৩½

তুমি পাশাখেলায় অভিজ্ঞ সুবলপুত্র শকুনির দ্বারা পাশাখেলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ছলনা করিয়া পরাজিত করিয়াছিলে, সেই পাপে তুমি রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছ ॥৪৪½

যখন পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিবার জন্য তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়াছিল, সেই সময় পাপী জয়দ্রথ বনের মধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়াছিল ; পাপাত্মন্ ! তোমারই অপরাধে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যে একাকী বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, এই সব কারণেই আজ তুমিও রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছ ॥ ৪৫-৪৬½

(ভীষ্ম পাণ্ডবগণের অনর্থ কামনা করিয়া রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় নিজের মিত্রগণের হিত করিবার ইচ্ছায় শিখণ্ডী যে তাহাকে বধ করিয়াছিল, ইহাতে তাহার কোন দোষ বা অপরাধ হয় নাই।

আচার্য্য দ্রোণ তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় নিজের ধর্ম্মকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া অসদ্‌গণের পথে গমন করিতেছিলেন, অতএব যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছে।

বিদ্বান্ সাত্বতবংশীয় সাত্যকি নিজের সত্য-প্রতিজ্ঞাকে পালন করিবার বাসনায় সমরাঙ্গণে স্বীয় শত্রু মহারথী ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছিল ।

রাজন্ ! সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কখনও কোনরূপ কোন কিছু নিন্দিত কর্ম্ম করে নাই।

দুর্মতে ! অর্জুন বীরোচিত সদাচার বিচার করত বহুসংখ্যক ছিদ্র (প্রহার করিবার সুযোগ) পাইয়াও যুদ্ধে কর্ণকে বধ করে নাই , অতএব তুমি তাহার বিষয়ে এই সব কথা বলিও না।

দেবগণের অভিমত জানিয়া তাঁহাদের প্রিয় ও হিত করিবার বাসনায় আমি অর্জুনের উপর মহানাগাস্ত্র প্রহার হইতে দিই নাই। আমি উহাকে বিফল করিয়া দিয়াছি।

তুমি, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য বিরাট নগরে অর্জুনের দয়ালুতার জন্যই জীবিত ছিলে।

স্মর পার্থস্য বিক্রান্তং গন্ধর্বেষু কৃতং তদা ।
অধর্মঃ কোঽত্র গান্ধারে পাণ্ডবৈর্যৎ কৃতং ত্বয়ি ॥
স্ববাহুবলমাস্থায় স্বধর্মেণ পরন্তপাঃ ।
জিতবন্তো রণে বীরা পাপোঽসি নিধনং গতঃ ॥
যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে ॥ ৪৭
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ।
বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্ত্বয়া ॥ ৪৮
বৃদ্ধা নোপাসিতাশ্চৈব হিতং বাক্যং ন তে শ্রুতম্ ।
লোভেনাতিবলেন ত্বং তৃষ্ণয়া চ বশীকৃতঃ ॥ ৪৯
দুর্য্যোধন উবাচ ।
কৃতবানস্যকার্য্যাণি বিপাকস্তস্য ভুজ্যতাম্ ।
অধীতং বিধিবদ্ দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥ ৫০
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্মমনুপশ্যতাম্ ॥ ৫১
তদিদং নিধনং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।

স্মরণ কর—অর্জ্জুনের সেই পরাক্রম ; যাহা তোমাদের জন্য সেদিন গন্ধর্ব্বদের উপর অর্জ্জুন প্রয়োগ করিয়াছিল। গান্ধারীনন্দন ! পাণ্ডবেরা এস্থানে তোমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, উহাতে কি অধর্ম্ম আছে ?

শত্রুতাপন বীর পাণ্ডবগণ নিজেদের বাহুবলের আশ্রয় করত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে জয়লাভ করিয়াছে। তুমি পাপী, সেই কারণে নিহত হইয়াছ।)

তুমি যে সব কার্য্যকে আমার পক্ষে অনুচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ, সে সমস্ত তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যই করিতে হইয়াছে ॥ ৪৭½

তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের নীতিসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ কর নাই, বৃদ্ধ পুরুষগণের (অভিজ্ঞ অথচ বয়সে প্রবীণ) সেবা কর নাই এবং তাঁহাদের হিতকর বাক্যও শ্রবণ কর নাই ॥ ৪৮½

তুমি অত্যন্ত প্রবল লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া অকার্য্যসকল করিয়াছ ; অতএব তাহার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করিলে ॥ ৪৯½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, দান করিয়াছি, সমুদ্র সহ পৃথিবীকে শাসন করিয়াছি এবং শত্রুদের মস্তকের উপর (পা রাখিয়া) অবস্থান করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম অন্ত (পরিণাম) কাহার হইয়াছে ? ৫০½

স্বধর্ম্মের প্রতি অবলোকনকারী ক্ষত্রবন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট,

দেবার্হা মানুষা ভোগা প্রাপ্তা অসুলভা নৃপৈঃ ॥ ৫২
ঐশ্বর্য্যং চোত্তমং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া
সসুহৃৎ সানুগশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত ॥ ৫৩
যূয়ং নিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তো বর্তয়িষ্যথ ।
(ন মে বিষাদো ভীমেন পাদেন শির আহতম্ ।
কাকা বা কঙ্ক-গৃধ্রা বা নিধাস্যন্তি পদং ক্ষণাৎ ॥)
সঞ্জয় উবাচ ।
অস্য বাক্যস্য নিধনে কুরুরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৫৪
অপতৎ সুমহদ্ বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ।
অবাদয়ন্ত গন্ধর্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ॥ ৫৫
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃসম্বদ্ধমেব চ ।
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ॥ ৫৬
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্বা নভো বৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ৫৭

আমি সেইরূপ মৃত্যুই লাভ করিয়াছি ; অতএব আমা অপেক্ষা উত্তম অন্ত আর কাহার হইয়াছে ? ৫১½

যাহা অপর রাজগণের পক্ষে দুর্লভ, সেই দেবগণের যোগ্য সুলভ মানবভোগ আমার লাভ হইয়াছে। আমি উত্তম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; অতএব আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্ত কাহার হইয়াছে ? ৫২½

অচ্যুত ! আমি সুহৃদ্ ও অনুগামিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিব এবং তোমরা সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া শোচনীয় ভাবে জীবন যাপন করিতে থাকিবে ॥ ৫৩½

(ভীমসেন নিজ পদের দ্বারা যে আমার মস্তকে আঘাত করিয়াছে, ইহাতে আমার কোন খেদ নাই ; কারণ, এখন আর ক্ষণকালের মধ্যেই ত' কাক, কঙ্ক অথবা শকুনিরা ইহার উপরে নিজেদের পদ রাখিবে।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ দুর্যোধন এই কথা বলা শেষ হইয়া যাইলে, তাঁহার উপর পবিত্র সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহ প্রবলভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল ॥৫৪½

গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত মনোহর বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরাদল রাজা দুর্য্যোধনের সুযশসম্বন্ধী গীত গান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫½

রাজন্ ! সেই সময় সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন,—উত্তম, উত্তম। তারপর পবিত্র গন্ধযুক্ত, মনোহর, মৃদুল এবং সুখ

অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ।
দুর্য্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥ ৫৮
হতাংশ্চাধর্মতঃ শ্রুত্বা শোকার্ত্তাঃ শুশুচুর্হি তে।
ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ৫৯
তাংস্তু চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ।
প্রোবাচেদং বচঃ কৃষ্ণো মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ৬০
নৈষ শক্যোঽতিশীঘ্রাস্ত্রস্তে চ সর্বে মহারথাঃ।
ঋজুযুদ্ধেন বিক্রান্তা হন্তুং যুষ্মাভিরাহবে ॥ ৬১
নৈষ শক্যঃ কদাচিৎ তু হন্তুং ধর্মেণ পার্থিবঃ।
তে বা ভীষ্মমুখাঃ সর্বে মহেষ্বাসা মহারথাঃ ॥ ৬২
ময়ানেকৈরুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ।
হতাস্তে সর্ব এবাজৌ ভবতাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৬৩
যদি নৈবংবিধং জাতু কুর্য্যাং জিহ্মমহং রণে।
কুতো বো বিজয়ো ভূয়ঃ কুতো রাজ্যং কুতো ধনম্ ॥৬৪

তে হি সর্বে মহাত্মানশ্চত্বারোঽতিরথা ভুবি।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং লোকপালৈরপি স্বয়ম্ ॥৬৫
তথৈবায়ং গদাপাণির্ধার্তরাষ্ট্রো গতক্লমঃ।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা ॥ ৬৬
ন চ বো হৃদি কর্তব্যং যদয়ং ঘাতিতো রিপুঃ
মিথ্যাবধ্যাস্তথাপায়ৈর্বহবঃ শত্রবোঽধিকাঃ ॥ ৬৭
পূর্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈরনুগম্যতে ॥ ৬৮
কৃতকৃত্যাশ্চ সায়াহ্নে নিবাসং রোচয়ামহে।
সাশ্ব-নাগ-রথাঃ সর্বে বিশ্রমামো নরাধিপাঃ ॥ ৬৯
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা তদানীং পাণ্ডবৈঃ সহ।
পাঞ্চালা ভৃশসংহৃষ্টা বিনেদুঃ সিংহসঙ্ঘবৎ ॥৭০
ততঃ প্রাধ্মাপয়ন্ শঙ্খান্ পাঞ্চজন্যঞ্চ মাধবঃ।
হৃষ্টা দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা নিহতং পুরুষর্ষভ ॥৭১

দায়ক বায়ু বহিতে লাগিল। সমস্ত দিক্ প্রকাশিত হইয়া উঠিল এবং আকাশ বৈদূর্য্যমণিতুল্য নীলাভ হইয়া যাইল ॥ ৫৬-৫৭

শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এই অদ্ভুত কথা ও দুর্য্যোধনের পূজা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ॥ ৫৮

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেই শোকে ব্যাকুল হইয়া খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

পাণ্ডবগণকে দীনচিত্ত এবং চিন্তামগ্ন দেখিয়া মেঘ ও দুন্দুভি সদৃশ গম্ভীর স্বরে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ॥ ৬০

এই দুর্য্যোধন অতিশয় দ্রুত অস্ত্র চালাইতে সমর্থ ছিল, অতএব ইহাকে কেহই পরাজিত করিতে পারিত না এবং এই ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহারথী বীরগণও অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। ইঁহাদিগকে ধর্ম্মানুকূল সরলতাপূর্ব্বক যুদ্ধের দ্বারা তোমরা পরাজিত করিতে পারিতে না ॥ ৬১

এই রাজা দুর্য্যোধন অথবা এই ভীষ্মাদি সকল মহারথী মহাধনুর্দ্ধরগণকে কখনও ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা বিনাশ করিতে পারিতে না ॥ ৬২

তোমাদের হিতকামী আমি বারংবার মায়া প্রয়োগ করত নানাবিধ উপায়ে যুদ্ধস্থলে ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছি ॥ ৬৩

যদি কদাচিৎ যুদ্ধে আমি এইরূপ কপটপূর্ণ কার্য্য না করিতাম, তবে তোমাদের জয়লাভ কিরূপে সম্ভব হইত, রাজ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইত এবং ধনই বা কিভাবে লাভ হইত ?৬৪

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা—এই চার মহাত্মা এই জগতে অতিরথ বীর বলিয়া বিখ্যাত। সাক্ষাৎ লোকপালগণও ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিতে পারিতেন না ॥ ৬৫

এই গদাধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনও যুদ্ধের দ্বারা পরিশ্রান্ত হইত না। ইহাকে দণ্ডধারী কালও ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিতে সমর্থ নন ॥ ৬৬

এইভাবে তোমরা যে এই শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছ, ইহার জন্য তোমরা মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিবে না। অধিক শক্তিশালী বহুসংখ্যক শত্রু নানাবিধ উপায় ও কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া বধ করিবার যোগ্য ॥ ৬৭

অসুরহন্তা পূর্ব্ববর্ত্তী দেবগণও এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথে গমন করিয়া থাকেন, উহাই সকল লোকে অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৬৮

এখন আমাদের কার্য্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইতেছে। রাজগণ! আমরা সকলে অশ্ব, হস্তী ও রথ সহ বিশ্রাম করিব ॥ ৬৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় পাণ্ডবগণসহ পাঞ্চালেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সিংহদলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

পুরুষপ্রবর! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সমস্ত লোক দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য

(দেবদত্তং প্রহৃষ্টাত্মা শঙ্খপ্রবরমর্জ্জুনঃ।
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা জৈত্রং সাত্যকির্নন্দিবর্ধনম্।
তেষাং নাদেন মহতা শঙ্খানাং ভরতর্ষভ ॥
আপুপূরে নভঃ সর্ব্বং পৃথিবী চ চচাল হ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
পাণ্ডুসৈন্যেষ্ববাদ্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥
অস্তুবন্ পাণ্ডবানন্যে গীর্ভিশ্চ স্তুতিমঙ্গলৈঃ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি কৃষ্ণপাণ্ডব-দুর্য্যোধনসংবাদে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ৭১

(প্রসন্নচিত্ত অর্জ্জুন দেবদত্তনামক শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় এবং ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন ॥

নকুল ও সহদেব ক্রমশঃ সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খবাদ্য করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন জৈত্র এবং সাত্যকি নন্দিবর্দ্ধন নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মহাশঙ্খসকলের শব্দে সম্পূর্ণ আকাশ বিস্তৃত হইল এবং ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল।

তাহার পর পাণ্ডবসৈন্যেরা শঙ্খ, পণব, আনক ও গোমুখ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ইহাদের সকলের সম্মিলিত শব্দ অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই সময় অন্য সব বহুসংখ্যক মানুষ স্তুতি ও মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা পাণ্ডবগণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবশিবিরে পাণ্ডবানাং গমনম্, অর্জুনরথভস্মীভূতস্য বর্ণনম্, পাণ্ডবৈর্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে প্রেষণঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে প্রযযুঃ সর্ব্বে নিবাসায় মহীক্ষিতঃ।
শঙ্খান্ প্রধ্মাপয়ন্তো বৈ হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ১
পাণ্ডবান্ গচ্ছতশ্চাপি শিবিরং নো বিশাম্পতে।
মহেষ্বাসোঽন্বগাৎ পশ্চাদ্ যুযুৎসুঃ সাত্যকিস্তথা ॥ ২
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে চান্যে মহেষ্বাসাঃ প্রযযুঃ শিবিরাণ্যুত ॥ ৩

ততস্তে প্রাবিশন্ পার্থা হতত্বিট্কং হতেশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্য শিবিরং রঙ্গবদ্ বিসৃতে জনে ॥ ৪
গতোৎসবং পুরমিব হৃতনাগমিব হ্রদম্।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠং বৃদ্ধামাত্যৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ৫
তত্রৈতান্ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ দুর্য্যোধনপুরঃসরাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা রাজন্ কাষায়মলিনাম্বরাঃ ॥ ৬

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[কৌরবশিবিরে পাণ্ডবগণের গমন, অর্জ্জুনের রথদগ্ধ বর্ণন এবং পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট নরপতিগণ নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য করিতে করিতে শিবিরে বিশ্রাম করিবার জন্য প্রসন্নতাপূর্ব্বক গমন করিলেন ॥ ১

প্রজানাথ! আমাদের শিবিরের দিকে গমনকারী পাণ্ডবগণের পশ্চাতে পশ্চাতে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর সকল পুত্রগণ এবং অন্য সব ধনুর্দ্ধর যোদ্ধারাও সেই শিবিরে গমন করিলেন ॥ ২-৩

তাহার পর কুন্তীপুত্রগণ প্রথমে দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করিলেন। যেরূপ দর্শকগণ চলিয়া যাইলে পর শূন্য রঙ্গমঞ্চ শোভাহীন হইয়া যায়, সেইরূপ শোভাহীন এবং যাহার প্রভু নিহত হইয়াছে, সেই শিবির, উৎসবহীন নগর এবং নাগশূন্য সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন মনে হইতেছিল। সেখানে অবস্থিত লোকসকলের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী ও নপুংসক ছিল এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীরা অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থান করত সেই শিবিরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছিল ॥ ৪-৫

রাজন্! তখন মলিন কাষায়বসন পরিহিত দুর্য্যোধনের সম্মুখবর্ত্তী বহু লোক কৃতাঞ্জলি হইয়া আসিয়া পাণ্ডবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৬

শিবিরং সমনুপ্রাপ্য কুরুরাজস্য পাণ্ডবাঃ।
অবতেরুর্মহারাজ রথেভ্যো রথসত্তমাঃ ॥ ৭
ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ।
স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যমতীব ভরতর্ষভ ॥ ৮
অবরোপয় গাণ্ডীবমক্ষয়ৌ চ মহেষুধী।
অথাহমবরোক্ষ্যামি পশ্চাদ্ ভরতসত্তম ॥ ৯
স্বয়ং চৈবাবরোহ ত্বমেতচ্ছ্রেয়স্তবানঘ।
তচ্চাকরোৎ তথা বীরঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১০
অথ পশ্চাৎ ততঃ কৃষ্ণো রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্।
অবারোহত মেধাবী রথাদ্ গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১১
অথাবতীর্ণে ভূতানামীশ্বরে সুমহাত্মনি।
কপিরন্তর্দধে দিব্যো ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১২
স দগ্ধো দ্রোণ-কর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথঃ।
অথাদীপ্তোঽগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে ॥ ১৩
সোপাসঙ্গঃ সরশ্মিশ্চ সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ।
ভস্মীভূতোঽপতদ্ ভূমৌ রথো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১৪
তং তথা ভস্মভূতং তু দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতাঃ প্রভো।
অভবন্ বিস্মিতা রাজন্নর্জুনশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
কৃতাঞ্জলিঃ সপ্রণয়ং প্রণিপত্যাভিবাদ্য হ।
গোবিন্দ কস্মাদ্ ভগবন্ রথো দগ্ধোঽয়মগ্নিনা ॥ ১৬
কিমেতন্মহদাশ্চর্য্যমভবদ্ যদুনন্দন।
তন্মে ব্রূহি মহাবাহো শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥ ১৭

বাসুদেব উবাচ।

অস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্দগ্ধঃ পূর্বমেবায়মর্জুন।
মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে ন বিশীর্ণঃ পরন্তপ ॥ ১৮
ইদানীং তু বিশীর্ণোঽয়ং দগ্ধো ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ময়া বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ত্বয়াদ্য কৃতকর্মণি ॥ ১৯
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু ভগবান্ কেশবোঽরিহা।
পরিষ্বজ্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ২০

মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধনের শিবিরে উপস্থিত হইয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা নিজ নিজ রথ হইতে নামিলেন ॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সদা অর্জুনের প্রিয় ও হিতে তৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ! তুমি গাণ্ডীব ধনু এবং এই দুইটি বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর নামাইয়া রাখ এবং তারপর স্বয়ং এই রথ হইতে অবতরণ কর। ইহার পর আমি নামিয়া যাইব। অনঘ! এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৮-৯½

বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তাহাই করিলেন। তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণের রজ্জু পরিত্যাগ করত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের রথ হইতে স্বয়ংও নামিয়া আসিলেন ॥১০-১১

সমস্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নামিয়া আসিলেই গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ধ্বজস্বরূপ দিব্য বানর সেই রথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ১২

পৃথ্বীনাথ! ইহার পর অর্জুনের যাহা পূর্ব্বেই দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহে দগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সেই বিশাল রথ অতিক্রত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৩

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সেই রথ উপাসঙ্গ, অশ্বরজ্জু, যুগ, বন্ধুর-কাষ্ঠ এবং অশ্বসকলের সহিত ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৪

প্রভো! নরেশ্বর! সেই রথকে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইলেন এবং অর্জুনও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বারংবার প্রণাম করত সপ্রেমে বলিলেন,—গোবিন্দ! এই রথ কেন অকস্মাৎ অগ্নিতে প্রজলিত হইয়া যাইল? ভগবন্! যদুনন্দন! কিহেতু এই অতিশয় আশ্চর্য্যকর ঘটনা সংঘটিত হইল? মহাবাহো! ইহা যদি আপনি শুনিবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে এই রহস্য বর্ণন করুন ॥ ১৫-১৭

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শত্রুতাপন অর্জুন! এই রথ পূর্ব্বেই নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমি রথে অবস্থান করায় এই রথ সেই সময় ভস্ম হইয়া পতিত হয় নাই ॥ ১৮

কুন্তীনন্দন! আজ যখন তুমি নিজ অভীষ্ট কার্য্য পূর্ণ করিয়াছ, তখন আমি ইহাকে ত্যাগ করিলাম; সেইজন্য পূর্ব্বেই ব্রহ্মাস্ত্র তেজে দগ্ধ এই রথ বর্ত্তমানে চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৯

ইহার পর শত্রুসংহারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সেস্থানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত বলিলেন ॥ ২০

দিষ্ট্যা জয়সি কৌন্তেয় দিষ্ট্যা তে শত্রবো জিতাঃ।
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ত্বং চাপি কুশলী রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামান্নিহতদ্বিষঃ ॥ ২২
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি ভারত।
উপাযাতমুপপ্লব্যং সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২৩
আনীয় মধুপর্কং মাং যৎ পুরা ত্বমবোচথাঃ।
এষ ভ্রাতা সখা চৈব তব কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৪
রক্ষিতব্যো মহাবাহো সর্বাস্বাপৎস্বিতি প্রভো।
তব চৈব ব্রুবাণস্য তথেত্যেবাহমব্রুবম্ ॥ ২৫
স সব্যসাচী গুপ্তস্তে বিজয়ী চ জনেশ্বর।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র শূর সত্যপরাক্রমঃ ২৬
মুক্তো বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ।
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হৃষ্টরোমা মহারাজ প্রত্যুবাচ জনার্দনম্।
প্রমুক্তং দ্রোণ কর্ণাভ্যাং ব্রহ্মাস্ত্রমরিমর্দন ॥ ২৮
কস্ত্বদন্যঃ সহেৎ সাক্ষাদপি বজ্রী পুরন্দরঃ।
ভবতস্তু প্রসাদেন সংশপ্তকগণা জিতাঃ ॥ ২৯
মহারণগতঃ পার্থো যচ্চ নাসীৎ পরাঙ্‌মুখঃ।
তথৈব চ মহাবাহো পর্য্যায়ৈর্বহুভির্ময়া ॥ ৩০
কর্মণামনুসন্তানং তেজসশ্চ গতীঃ শুভাঃ।
উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৩১
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
ইত্যেবমুক্তে তে বীরাঃ শিবিরং তব ভারত ॥ ৩২
প্রবিশ্য প্রত্যপদ্যন্ত কোশরত্নর্ধিসঞ্চয়ান্।
রজতং জাতরূপঞ্চ মণীনথ চ মৌক্তিকান্ ॥ ৩৩
ভূষণান্যথ মুখ্যানি কম্বলান্যজিনানি চ।
দাসী-দাসমসংখ্যেয়ং রাজ্যোপকরণানি চ ॥ ৩৪

কুন্তীনন্দন! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার জয়লাভ হইয়াছে এবং সমস্ত শত্রু পরাজিত হইয়াছে। রাজন্! গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, আপনি এবং মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল সহদেব—সকলেই কুশলে আছেন। যেখানে বীরগণের বিনাশ এবং আপনার সকল শত্রুর পরাজয় হইয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ॥ ২১-২২

হে ভারত! এখন যাহা সময়ানুসারে সর্বাগ্রে করণীয় হইবে, উহা শীঘ্র অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সহিত যখন আমি উপপ্লব নগরে আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমাকে মধুপর্ক অর্পিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! এই অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা এবং সখা। প্রভো! মহাবাহো! ইহাকে তুমি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে ॥ ২৩-২৪½

আপনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমি "তথাস্তু" 'তাহাই হউক' বলিয়া সেই আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। জনেশ্বর! রাজেন্দ্র! আপনার এই শৌর্য্যশালী বীর, সত্য-পরাক্রমী ভ্রাতা সব্যসাচী অর্জ্জুন আমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া জয়ী হইয়াছে এবং বীরগণের বিনাশকর এই রোমাঞ্চকারী সংগ্রামে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত জীবিত রহিয়াছে ॥ ২৫-২৬

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ! এই কথা বলিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এই ম বলিলেন ॥ ২৭½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ! দ্রোণাচার্য্য ও ক ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি ব্যতীত অপর কে ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও উহার সহ্য করিতে পারেন না ॥ ২৮½

আপনারই করুণায় সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে এবং কুমার অর্জ্জুন যে সেই মহাসমরে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না উহাও আপনার অনুগ্রহেরই ফল ॥ ২৯½

মহাবাহো! আপনার দ্বারা বহুবার আমাদের কার্য হইয়াছে এবং আমরা তেজের শুভ পরিণাম হইয়াছি ॥ ৩০½

উপপ্লব্য নগরে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে বলিয়াছিলে যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ, সেস্থানেই বিদ্যমান থাকে ॥ ৩২½

ভারত! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর পাণ্ডব-বী আপনার শিবিরে প্রবেশ করত কোশ, রত্ন ও ভাণ্ডারগৃহ অধি করিয়া লইলেন ॥ ৩২½

রজত, স্বর্ণ, মণি, মুক্তাফল, উত্তম উত্তম আভরণ, মৃগচর্ম্ম, অসংখ্য দাস-দাসী এবং রাজ্যের বহু দ্রব্য তাঁহারা করিলেন ॥৩৩-৩৪

তে প্রাপ্য ধনমক্ষয্যং ত্বদীয়ং ভরতর্ষভ।
উদক্রোশন্মহাভাগা নরেন্দ্র বিজিতারয়ঃ ॥ ৩৫
তে তু বীরাঃ সমাশ্বস্য বাহনান্যবমুচ্য চ।
অতিষ্ঠন্ত মুহুঃ সর্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ॥ ৩৬
অথাব্রবীন্মহারাজ বাসুদেবো মহাযশাঃ।
অস্মাভির্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্ বহিঃ ॥ ৩৭
তথেত্যুক্ত্বা হি তে সর্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা।
বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্যযুঃ ॥ ৩৮
তে সমাসাদ্য সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ।
ন্যবসন্নথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ ॥ ৩৯
যুধিষ্ঠিরস্ততো রাজা প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ।
তত্র তে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ॥ ৪০
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম।
হেতুকারণযুক্তৈশ্চ বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ॥ ৪১
ক্ষিপ্রমেব মহাভাগ গান্ধারীং প্রশমিষ্যসি।
পিতামহশ্চ ভগবান্ ব্যাসস্তত্র ভবিষ্যতি ॥ ৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সম্প্রেষয়ামাসুর্যাদবং নাগসাহ্বয়ম্।
স চ প্রায়াজ্জবেনাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৩
দারুকং রথমারোপ্য যেন রাজাম্বিকাসুতঃ।
তমূচুঃ সম্প্রযাস্যন্তং শৈব্য-সুগ্রীববাহনম্ ॥৪৪
প্রত্যাশ্বাসয় গান্ধারীং হতপুত্রাং যশস্বিনীম্।
স প্রায়াৎ পাণ্ডবৈরুক্তস্তৎ পুরং সাত্বতাং বরঃ ॥
আসসাদ ততঃ ক্ষিপ্রং গান্ধারীং নিহতাত্মজাম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বাসুদেবপ্রেষণে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

ভরতশ্রেষ্ঠ! নরেশ্বর! আপনার ধনের অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া শত্রুবিজয়ী মহাভাগ পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

এই সব বীরগণ নিজ নিজ বাহনদিগকে মুক্ত করিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি সেস্থানে একত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তদনন্তর মহাযশস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আজ রাত্রিতে আমাদের নিজেদের মঙ্গললাভের জন্য শিবিরের বাহিরেই অবস্থান করিতে হইবে ॥ ৩৭

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মঙ্গললাভের জন্য শিবির হইতে বাহিরে গমন করিলেন ॥ ৩৮

নরেশ্বর! যাহাদের শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই পাণ্ডবগণ সেই রাত্রিতে পুণ্যসলিলা ওঘবতী নদীর তীরে যাইয়া নিবাস করিলেন ॥ ৩৯

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেস্থানে সময়োচিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—শত্রুদমন মাধব! ক্রোধে প্রজ্জলিত গান্ধারীদেবীকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য আপনার একবার হস্তিনাপুরে যাওয়া উচিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে ॥ ৪০½

মহাভাগ! আপনি যুক্তি ও কারণসমূহের দ্বারা সময়োচিত বাক্য বলিয়া গান্ধারীদেবীকে অতি সত্বর শান্ত করিতে পারিবেন। আমাদের পিতামহ ভগবান্ বেদব্যাসও এখন হয় ত' সেস্থানেই থাকিবেন ॥ ৪১-৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণ যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপশালী বাসুদেব দারুককে সারথিরূপে রথের উপর বসাইয়া স্বয়ংও উপবেশন করিলেন এবং যেস্থানে অম্বিকা-নন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য তীব্রবেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩½

শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বগণ যাঁহার বাহক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাইবার সময় পাণ্ডবগণ পুনরায় এই কথা বলিলেন, প্রভো! যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি সেই দুঃখিনী মাতাকে ধৈর্য্য প্রদান করুন ॥৪৪½

পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে পর সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, সেই গান্ধারী-দেবীর নিকট অতিসত্বর উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বাসুদেবকে হস্তিনাপুরে প্রেরণবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রেরণয়া ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে গমনম্, ধৃতরাষ্ট্রং গান্ধারীঞ্চাশ্বাস্য পুনস্তস্য পাণ্ডবানাং সমীপে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং দ্বিজশার্দূল ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
গান্ধার্য্যাঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবং পরন্তপম্ ॥ ১
যদা পূর্ব্বং গতঃ কৃষ্ণঃ শমার্থং কৌরবান্ প্রতি।
ন চ তং লব্ধবান্ কামং ততো যুদ্ধমভূদিদম্ ॥ ২
নিহতেষু তু যোধেষু হতে দুর্য্যোধনে তদা।
পৃথিব্যাং পাণ্ডবেয়স্য নিঃসপত্নে কৃতে যুধি ॥ ৩
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে প্রাপ্তে যশসি চোত্তমে।
কিং নু তৎ কারণং ব্রহ্মন্ যেন কৃষ্ণো গতঃ পুনঃ ॥ ৪
ন চৈতৎ কারণং ব্রহ্মন্নল্পং বিপ্রতিভাতি মে।
যত্রাগমদমেয়াত্মা স্বয়মেব জনার্দনঃ ॥ ৫
তত্ত্বতো বৈ সমাচক্ষ্ব সর্বমধ্বর্য্যুসত্তম।
যচ্চাত্র কারণং ব্রহ্মন্ কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ত্বদ্যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যন্মাং পৃচ্ছসি পার্থিব।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৭
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
ব্যুৎক্রম্য সময়ং রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥ ৮
অন্যায়েন হতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধেন ভারত।
যুধিষ্ঠিরং মহারাজ মহদ্ ভয়মথাবিশৎ ॥ ৯
চিন্তয়ানো মহাভাগাং গান্ধারীং তপসান্বিতাম্।
ঘোরেণ তপসা যুক্তাং ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ ॥ ১০
তস্য চিন্তয়মানস্য বুদ্ধিঃ সমভবৎ তদা।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্ব্বং প্রশমনং ভবেৎ ॥ ১১
সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি ॥ ১২
কথং দুঃখমিদং তীব্রং গান্ধারী সা সহিষ্যতি।
শ্রুত্বা বিনিহতং পুত্রং ছলেনাজিহ্মযোধিনম্ ॥ ১৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রেরণায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাসদান করত পুনরায় তাঁহার পাণ্ডবদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুতাপন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারীদেবীর নিকট কেন পাঠাইলেন? ১

যখন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপন করাইবার জন্য কৌরবদের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, যাহার ফলে এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২

ব্রহ্মন্! যখন যুদ্ধে সমস্ত যোদ্ধারা বিনষ্ট হইলেন, ভূমণ্ডলে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যখন শত্রুগণের সর্ব্বদা অভাব হইল, কৌরবপক্ষের সকল লোক যখন শিবিরসমূহ শূন্য করিয়া পলাইয়া যাইল, তখন আবার কোন্ কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করিলেন? ৩-৪

বিপ্রবর! ইহার কোন অল্প কারণও আমার প্রতিভাত হইতেছে না, যাহার জন্য অপ্রমেয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দনকেই আবার হস্তিনাপুরে যাইতে হইল? ৫

যজুর্ব্বেদীয় বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্! এই কার্য্য নিশ্চয় করিতে যে সকল কারণ আছে, তৎ সমস্তই আপনি যথাযথরূপে বলুন ॥ ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতকুলভূষণ নরেশ! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা যথার্থই। তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা আমি তোমাকে যথাযথ ভাবে বলি। ৭

রাজন্! ভরতবংশীয় মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে ভীমসেন যুদ্ধে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া নিহত করিয়াছেন। দুর্য্যোধন অন্যায় পূর্ব্বক গদাযুদ্ধের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। এই সব বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করত যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৮-৯

তিনি উগ্র তপস্যাযুক্তা মহাভাগা তপস্বিনী গান্ধারীদেবীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এই চিন্তা করিতে থাকিলেন যে, গান্ধারীদেবী ক্রুদ্ধা হইলে ত্রিভুবনকেই প্রজ্বলিত করিয়া ভস্ম করিতে পারেন ॥ ১০

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, প্রথমে ক্রোধে প্রজ্বলিতা গান্ধারীদেবীকে শান্ত করা উচিত ॥ ১১

আমাদের দ্বারা তাঁহার পুত্রদিগকে এইভাবে বিনষ্ট হইতে শুনিয়া তিনি ক্রোধ করত নিজ সঙ্কল্পজনিত অগ্নিতে আমাদের ভস্মীভূত করিয়া দিবেন ॥ ১২

তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন সরলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু ছলনা পূর্ব্বক আমাদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। এই কথা

এবং বিচিন্ত্য বহুধা ভয়শোকসমন্বিতঃ ।
বাসুদেবমিদং বাক্যং ধর্মরাজোঽভ্যভাষত ॥ ১৪
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অপ্রাপ্যং মনসাপীদং প্রাপ্তমস্মাভিরচ্যুত ॥ ১৫
প্রত্যক্ষং মে মহাবাহো সংগ্রামে লোমহর্ষণে ।
বিমর্দঃ সুমহান্ প্রাপ্তস্ত্বয়া যাদবনন্দন ॥ ১৬
ত্বয়া দেবাসুরে যুদ্ধে বধার্থমমরদ্বিষাম্ ।
যথা সাহ্যং পুরা দত্তং হতাশ্চ বিবুধদ্বিষঃ ॥ ১৭
সাহ্যং তথা মহাবাহো দত্তমস্মাকমচ্যুত ।
সারথ্যেন চ বার্ষ্ণেয় ভবতা হি ধৃতা বয়ম্ ॥ ১৮
যদি ন ত্বং ভবের্নাথঃ ফাল্গুনস্য মহারণে ।
কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ বলার্ণবঃ ॥ ১৯
গদাপ্রহারা বিপুলাঃ পরিঘৈশ্চাপি তাড়নম্ ।
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥ ২০
অস্মৎকৃতে ত্বয়া কৃষ্ণ বাচঃ সুপরুষাঃ শ্রুতাঃ ।
শস্ত্রাণাঞ্চ নিপাতা বৈ বজ্রস্পর্শোপমা রণে ॥ ২১
তে চ তে সফলা জাতা হতে দুর্য্যোধনেঽচ্যুত ।
তৎ সর্বং ন যথা নশ্যেৎ পুনঃ কৃষ্ণ তথা কুরু ॥২২
সন্দেহদোলাং প্রাপ্তং নশ্চেতঃ কৃষ্ণ জয়ে সতি ।
গান্ধার্য্যা হি মহাবাহো ক্রোধং বুধ্যস্ব মাধব ॥২৩
সা হি নিত্যং মহাভাগা তপসোগ্রেণ কর্শিতা ।
পুত্র-পৌত্রবধং শ্রুত্বা ধ্রুবং নঃ সম্প্রধক্ষ্যতি ॥ ২৪
তস্যাঃ প্রসাদনং বীর প্রাপ্তকালং মতং মম ।
কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্শিতাম্ ॥ ২৫
বীক্ষিতুং পুরুষঃ শক্তস্ত্বমৃতে পুরুষোত্তম ।
তত্র মে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ॥ ২৬

শ্রবণ করত গান্ধারীদেবী তাদৃশ তীব্র দুঃখ কিভাবে সহ্য করিবেন ? ১৩

এইভাবে বহু কিছু চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয় ও শোকান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৪

গোবিন্দ! অচ্যুত! যাহা মনের দ্বারাও লাভ করা অসম্ভব ছিল, সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য আমরা আপনার করুণায় প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৫

যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! এই রোমাঞ্চকর সংগ্রামে যে প্রভূত বিনাশ সাধন হইয়াছে, তৎ সমস্তই আপনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৬

পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় যেরূপ আপনি দেবদ্রোহী দৈত্যগণের জন্য দেবতাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সমস্ত দেবশত্রু বিনষ্ট হইয়াছিল, মহাবাহু অচ্যুত! সেই-রূপ এই যুদ্ধেও আপনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন। বৃষ্ণিনন্দন! আপনি সারথি কার্য্য করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছেন ॥ ১৭-১৮

যদি আপনি এই মহাসমরে অর্জুনের প্রভু এবং সারথি না হইতেন, তবে কৌরব সৈন্যরূপ সমুদ্রকে জয়লাভ করা কিরূপে সম্ভব হইত ?১৯

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের জন্য বহু সদা আঘাত সহ্য করিয়াছেন, পরিঘের প্রহার লাভ করিয়াছেন, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশুর আঘাতও সহ্য করিয়াছেন এবং বহু কঠোর বাক্যও শুনিয়াছেন। আপনার উপর রণাঙ্গনে এতাদৃশ অস্ত্র-সকল আঘাত করা হইয়াছিল, তাহাদের স্পর্শ বজ্রতুল্য ছিল ॥ ২০-২১

হে অচ্যুত! দুর্য্যোধন নিহত হওয়ায় সেই সমস্ত আঘাত সফল হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এখন পুনরায় এরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে আমাদের কৃত কার্য্যসকল নষ্ট হইয়া না যায় ॥ ২২

কৃষ্ণ! আজই জয় লাভ হইলেও আমার মন সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে। মহাবাহু মাধব! আপনি গান্ধারীদেবীর ক্রোধের বিষয় চিন্তা করুন ॥ ২৩

মহাভাগা গান্ধারী দেবী প্রতিদিন উগ্র তপস্যা করিয়া নিজের দেহকে দুর্ব্বল করিতেছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধের কথা শ্রবণ করত নিশ্চয়ই আমাদের দগ্ধ করিয়া দিবেন ॥ ২৪

বীর! এখন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার কার্য্যই আমার সময়োচিত বলিয়া মনে হইতেছে। পুরুষোত্তম! আপনি ব্যতীত অপর কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি পুত্রগণের শোকে দুর্ব্বল হইয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত উপবিষ্টা গান্ধারীদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইবেন ? ২৫½

শত্রুদমনকারী মাধব! এই সময় ক্রোধে প্রজ্বলিতা গান্ধারীদেবীকে শান্ত করিবার জন্য আপনার সেস্থানে গমন করাকে আমি সময়োচিত বলিয়া মনে করি ॥ ২৬½

গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম।
ত্বং হি কর্তা বিকর্তা চ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ ॥ ২৭
হেতু-কারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ।
ক্ষিপ্রমেব মহাবাহো গান্ধারীং শময়িষ্যসি ॥ ২৮
পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি।
সর্বথা তে মহাবাহো গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধনাশনম্ ॥ ২৯
কর্তব্যং সাত্বতাং শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানাং হিতার্থিনা।
ধর্মরাজস্য বচনং শ্রুত্বা যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩০
আমন্ত্র্য দারুকং প্রাহ রথঃ সজ্জো বিধীয়তাম্।
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণোঽথ দারুকঃ ॥ ৩১
ন্যবেদয়দ্ রথং সজ্জং কেশবায় মহাত্মনে।
তং রথং যাদবশ্রেষ্ঠঃ সমারুহ্য পরন্তপঃ ॥ ৩২
জগাম হাস্তিনপুরং ত্বরিতঃ কেশবো বিভুঃ।
ততঃ প্রায়ান্মহারাজ মাধবো ভগবান্ রথী ॥ ৩৩
নাগসাহ্বয়মাসাদ্য প্রবিবেশ চ বীর্য্যবান্।
প্রবিশ্য নগরং বীরো রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥ ৩৪
বিদিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সোঽবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্ ॥ ৩৫
পূর্বং চাভিগতং তত্র সোঽপশ্যদৃষিসত্তমম্।
পাদৌ প্রপীড্য কৃষ্ণস্য রাজ্ঞশ্চাপি জনার্দনঃ ॥ ৩৬
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো গান্ধারীং চাপি কেশবঃ।
ততস্তু যাদবশ্রেষ্ঠো ধৃতরাষ্ট্রমধোক্ষজঃ ॥ ৩৭
পাণিমালম্ব্য রাজেন্দ্র সুস্বরং প্ররুরোদ হ।
স মুহূর্তাদিবোৎসৃজ্য বাষ্পং শোকসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৮
প্রক্ষাল্য বারিণা নেত্রে হ্যাচম্য চ যথাবিধি।
উবাচ প্রস্তুতং বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমঃ ॥ ৩৯
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বৃদ্ধস্য তব ভারত।
কালস্য চ যথাবৃত্তং তৎ তে সুবিদিতং প্রভো ॥ ৪০
যতিতং পাণ্ডবৈঃ সর্বৈস্তব চিত্তানুরোধিভিঃ।
কথং কুলক্ষয়ো ন স্যাত্তথা ক্ষত্রস্য ভারত ॥ ৪১

মহাবাহো! আপনি সমস্ত লোকের স্রষ্টা ও সংহারক। আপনি সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। আপনি যুক্তি ও কারণসমূহে সংযুক্ত সময়োচিত বাক্যসকলের দ্বারা গান্ধারী-দেবীকে সত্বর শান্ত করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ২৭-২৮

আমাদের পিতামহ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাসদেবও সেস্থানেই থাকিবেন। মহাবাহো! সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণের হিতৈষী। সর্ব্বপ্রকারে আপনার গান্ধারীদেবীর ক্রোধকে শান্ত করা উচিত ॥ ২৯½

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রথ প্রস্তুত কর ॥ ৩০½

কেশবের এই আদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক দারুক সত্বর রথকে সুসজ্জিত করিলেন এবং উহা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৩১½

শত্রুতাপন যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্বরা সহকারে সেই রথে আরোহণ করত হস্তিনাপুরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩২½

মহারাজ! পরাক্রমশালী ভগবান্ মাধব সেই রথে উপবেশন করত হস্তিনাপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। ৩৩½

নগরে প্রবিষ্ট হইয়া বীর শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথের গম্ভীর শব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁ[র] আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল। উদারহৃদয় শ্রী[কৃষ্ণ] তখন নিজ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্র[বেশ] করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

সেখানে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে পূর্ব্ব হইতেই উপ[স্থিত] দর্শন করিলেন। ব্যাসদেব এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়ের চর[ণ] হস্তের দ্বারা উত্তমরূপে স্পর্শ করত জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ ধীর[ে] গান্ধারীদেবীকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬½

রাজেন্দ্র! তদনন্তর যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত নি[জ] হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭½

মুহূর্ত্তকাল শোকে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে শুদ্ধ [জলে] নেত্র ধৌত করত বিধিপূর্ব্বক আচমন করিয়া শত্রুদমন শ্রী[কৃষ্ণ] রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত বাক্য বলিলেন,—ভার[ত!] আপনি বৃদ্ধ পুরুষ; অতএব কালের দ্বারা যাহা কিছু স[ম্পন্ন] হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। প্রভো[!] আপনি সব কিছুই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ॥ ৩৮-৪০

ভারত! সমস্ত পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা আপনার ইচ্ছানু[সারে] কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা বহুভাবে এই প্রচেষ্টা করি[য়াছে] যে, যাহাতে কোনরূপেই আমাদের কুলের বিনাশ এবং ক্ষ[ত্রিয়]গণের ধ্বংস না হয় ॥ ৪১

ভ্রাতৃভিঃ সময়ঃ কৃত্বা ক্ষান্তবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ।
দ্যূতচ্ছলজিতৈঃ শুদ্ধৈর্বনবাসো হ্যুপাগতঃ ॥ ৪২
অজ্ঞাতবাসচর্য্যা চ নানাবেশসমাবৃতৈঃ।
অন্যে চ বহবঃ ক্লেশাৎ ত্বশক্তৈরিব সর্বদা ॥ ৪৩
ময়া চ স্বয়মাগম্য যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
সর্বলোকস্য সান্নিধ্যে গ্রামাংস্ত্বং পঞ্চ যাচিতঃ ॥ ৪৪
ত্বয়া কালোপসৃষ্টেন লোভতো নাপবর্জিতাঃ।
তবাপরাধান্নৃপতে সর্বং ক্ষত্রং ক্ষয়ং গতম্ ॥ ৪৫
ভীষ্মেণ সোমদত্তেন বাহ্লীকেন কৃপেণ চ।
দ্রোণেন চ সপুত্রেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥ ৪৬
যাচিতস্ত্বং শমং নিত্যং ন চ তৎ কৃতবানসি।
কালোপহতচিত্তা হি সর্বে মুহ্যন্তি ভারত ॥ ৪৭
যথা মূঢ়ো ভবান্ পূর্বমস্মিন্নর্থে সমুদ্যতে।
কিমন্যৎ কালযোগাদ্ধি দিষ্টমেব পরায়ণম্ ॥ ৪৮

মা চ দোষান্ মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবেষু নিবেশয়।
অল্পোঽপ্যতিক্রমো নাস্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯
ধর্মতো ন্যায়তশ্চৈব স্নেহতশ্চ পরন্তপ।
এতৎ সর্বং তু বিজ্ঞায় হ্যাত্মদোষকৃতং ফলম্ ॥ ৫০
অসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু ন ভবান্ কর্তুমর্হতি।
কুলং বংশশ্চ পিণ্ডাশ্চ যচ্চ পুত্রশতং ফলম্ ॥ ৫১
গান্ধার্য্যাস্তব বৈ নাথ পাণ্ডবেষু প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বঞ্চৈব কুরুশার্দূল গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৫২
মা শুচো নরশার্দূল পাণ্ডবান্ প্রতি কিল্বিষম্।
এতৎ সর্বমনুধ্যায় আত্মনশ্চ ব্যতিক্রমম্ । ৫৩
শিবেন পাণ্ডবান্ পাহি নমস্তে ভরতর্ষভ।
জানাসি চ মহাবাহো ধর্মরাজস্য যা ত্বয়ি ॥ ৫৪
ভক্তির্ভরতশার্দূল স্নেহশ্চাপি স্বভাবতঃ।
এতচ্চ কদনং কৃত্বা শত্রূণামপকারিণাম্ ॥ ৫৫

ধর্মবৎসল যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সতত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা শুদ্ধ ভাবে আপনার নিকট আসিয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে কপটতার সহিত পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া বনবাসে পাঠান হইয়াছিল ॥ ৪২

তাহারা নানাবিধ বেশভূষায় নিজেদের গোপন করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিয়াছে ॥ ৪৩

যখন যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় আমিও স্বয়ং আসিয়া শান্তি স্থাপিত করিবার জন্য সকল লোকের সম্মুখে আপনার নিকট কেবল পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৪৪

কিন্তু কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বীয় লোভবশতঃ আপনি সেই পাঁচটি গ্রামও দিতে ইচ্ছুক হইলেন না। নরেশ্বর! আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ হইয়াছে ॥ ৪৫

ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং বুদ্ধিমান্ বিদুরও সদা আপনার নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি উহা স্বীকার করেন নাই ॥ ৪৬½

ভারত! যাহার চিত্ত কালের প্রভাবে দূষিত হইয়া যায়, তাহারা সকলে মোহিত হইয়া পড়ে। যেরূপ আপনার বুদ্ধি পূর্ব্বে যুদ্ধের উদ্যোগকালীন মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে কালযোগ ব্যতীত আর কি বলিব? ভাগ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥ ৪৭-৪৮

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবদের উপর দোষারোপ করিবেন না। পরন্তপ! ধর্ম, ন্যায় ও স্নেহের দৃষ্টিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের ইহাতে অল্পও দোষ নাই ॥ ৪৯½

এই সব নিজেরই দোষজাত ফল, ইহা জানিয়া আপনার পাণ্ডবদের প্রতি দোষদৃষ্টি রাখা উচিত নয় ॥ ৫০½

এখন ত আপনার কুল ও বংশ পাণ্ডবদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। নাথ! আপনার এবং গান্ধারীদেবীর পিণ্ড ও পুত্র হইতে প্রাপ্ত সমুদয় কার্য্যফল পাণ্ডবদের দ্বারা লাভ করিবেন। তাহাদের উপরেই সব কিছু অবলম্বিত রহিয়াছে ॥ ৫১½

কুরুপ্রবর! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারী কখনও পাণ্ডবদের দুঃখদানের বিষয় চিন্তা করেন নাই ॥ ৫২½

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সব কথা এবং নিজের অপরাধ সকলের বিষয় চিন্তা করত আপনি পাণ্ডবদের প্রতি কল্যাণ ভাবনা রাখিয়া তাহাদের রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৩½

মহাবাহো ভরতবংশপ্রধান! আপনি জানেন যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে আপনার প্রতি কিরূপ ভক্তি এবং কিরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে ॥ ৫৪½

নিজের অপরাধী শত্রুদিগের এই বিনাশ সাধন করিয়া তিনি দিবারাত্রি শোকের অগ্নিতে জ্বলিতেছেন, কখনও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৫৫½

দহ্যতে স দিবা রাত্রৌ ন চ শর্ম্মাধিগচ্ছতি।
ত্বাঞ্চৈব নরশার্দূল গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ৫৬
স শোচন্ নরশার্দূলঃ শান্তিং নৈবাধিগচ্ছতি।
হ্রিয়া চ পরয়াঽঽবিষ্টো ভবন্তং নাধিগচ্ছতি ॥ ৫৭
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং বুদ্ধিব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্।
এবমুক্ত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রং যদূত্তমঃ ॥ ৫৮
উবাচ পরমং বাক্যং গান্ধারীং শোককর্শিতাম্।
সৌবলেয়ি নিবোধ ত্বং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৫৯
ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নদ্য সীমন্তিনী শুভে।
জানাসি চ যথা রাজ্ঞি সভায়াং মম সন্নিধৌ ॥ ৬০
ধর্মার্থসহিতং বাক্যমুভয়োঃ পক্ষয়োর্হিতম্।
উক্তবত্যসি কল্যাণি ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্ ॥ ৬১
দুর্য্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ।
শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৬২

তদিদং সমনুপ্রাপ্তং তব বাক্যং নৃপাত্মজে।
এবং বিদিত্বা কল্যাণি মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৬৩
পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন।
শক্তা চাসি মহাভাগে পৃথিবীং সচরাচরাম্ ॥ ৬৪
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দগ্ধুং তপসো বলাৎ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫
এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি কেশব।
আধিভির্দহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চলিতা মম ॥ ৬৬
সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দন।
রাজ্ঞস্ত্বন্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কেশব ॥ ৬৭
ত্বং গতিঃ সহিতৈর্বীরৈঃ পাণ্ডবৈর্দ্বিপদাং বর।
এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ॥ ৬৮
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ।
তত এনাং মহাবাহুঃ কেশবঃ শোককর্শিতাম্ ॥ ৬৯

নরশ্রেষ্ঠ! আপনার এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর জন্য নিরন্তর শোক করিতে করিতে নরোত্তম যুধিষ্ঠির শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৫৬½

আপনি পুত্রশোকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত। আপনার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ শোকে ব্যাকুল। এরূপ অবস্থায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার সম্মুখে আসিতেছেন না ॥ ৫৭½

মহারাজ! যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকে দুর্ব্বল গান্ধারীদেবীকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন ॥৫৮½

সুবলনন্দিনি! আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। শুভে! আপনার ন্যায় তপোবলসম্পন্না স্ত্রী অপর আর একজনও নাই ॥ ৫৯½

রাজ্ঞি! আপনার স্মরণ আছে, সেই দিন সভামধ্যে আমার সম্মুখেই আপনি উভয় পক্ষের হিতকারী ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণি! সেই সময় আপনার পুত্রগণ উহা গ্রাহ্য করে নাই ॥৬০-৬১

আপনি জয়াভিলাষী দুর্য্যোধনকে সম্বোধিত করিয়া এই অতিশয় কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, অরে মূঢ়! আমার বাক্য শ্রবণ কর, যেখানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয় হইয়া থাকে ॥ ৬২

কল্যাণময়ী রাজকুমারি! আপনার সেই বাক্য আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই কথা জানিয়া আপনি মনে শোক করিবেন না ॥ ৬৩

পাণ্ডবগণের বিনাশের কথা তোমার মনে আনা উচিত হইবে না। মহাভাগে! আপনি নিজ তপস্যাবলে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা চরাচর প্রাণিগণ সহ সমুদয় পৃথিবীকে ভস্ম করিতে পারেন ॥৬৪½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধারী বলিলেন—মহাবাহু কেশব! তুমি যে কথা বলিলে, তাহা যথার্থই। এবং আমার মনে অতিশয় ব্যথা রহিয়াছে এবং এই ব্যথাবহ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে; (অতএব পাণ্ডবদের অনিষ্টের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম;) জনার্দ্দন! কিন্তু এই সময় তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে—ক্রোধের আবেশ নষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৫-৬৬½

মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ কেশব! এই রাজা অন্ধ ও বৃদ্ধ এবং ইঁহার সকল পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। এখন পাণ্ডবগণের সহিত তুমিই ইঁহার আশ্রয়দাতা ॥ ৬৭½

এই কথা বলিয়া পুত্রশোকে সন্তপ্তা গান্ধারীদেবী নিজ মুখ বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৮½

তখন মহাবাহু ভগবান্ কেশব শোকে দুর্ব্বল গান্ধারীদেবীকে বহু কিছু কারণ বর্ণনা করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে আশ্বাস দান করিলেন ॥ ৬৯,

হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়ৎ প্রভুঃ।
সমাশ্বাস্য চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ মাধবঃ ॥ ৭০
দ্রৌণিসঙ্কল্পিতং ভাবমববুধ্যত কেশবঃ।
ততস্ত্বরিত উত্থায় পাদৌ মূর্দ্ধা প্রণম্য চ ॥ ৭১
দ্বৈপায়নস্য রাজেন্দ্র ততঃ কৌরবমব্রবীৎ।
আপৃচ্ছে ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৭২
দ্রৌণেঃ পাপোঽস্ত্যভিপ্রায়স্তেনাস্মি সহসোত্থিতঃ।
পাণ্ডবানাং বধে রাত্রৌ বুদ্ধিস্তেন প্রদর্শিতা ॥ ৭৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গান্ধার্য্যা সহিতোঽব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহাবাহুঃ কেশবং কেশিসূদনম্ ॥ ৭৪
শীঘ্রং গচ্ছ মহাবাহো পাণ্ডবান্ পরিপালয়।
ভূয়স্ত্বয়া সমেষ্যামি ক্ষিপ্রমেব জনার্দন ॥ ৭৫
প্রায়াৎ ততস্তু ত্বরিতো দারুকেণ সহাচ্যুতঃ।
বাসুদেবে গতে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৭৬
আশ্বাসয়দমেয়াত্মা ব্যাসো লোকনমস্কৃতঃ।
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতকৃত্যো জগাম হ ॥ ৭৭
শিবিরং হাস্তিনপুরাদ্ দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডবান্ নৃপ।
আগম্য শিবিরং রাত্রৌ সোঽভ্যগচ্ছত পাণ্ডবান্।
তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতস্তৈঃ সমাহিতঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রগান্ধারীসমাশ্বাসনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত্বনা দান করত মাধব শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার মনে যে ভীষণ সঙ্কল্প উত্থিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেন ॥ ৭০½

রাজেন্দ্র! তদনন্তর তিনি সহসা উত্থিত হইলেন এবং ব্যাসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত কুরুবংশধর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! এখন আমি যাইবার জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বর্ত্তমানে আপনার মনকে শোকমগ্ন করিবেন না। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মনে পাপপূর্ণ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছে। এইজন্য আমি সহসা উত্থিত হইলাম। সে রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় পাণ্ডবদিগকে বধ করিবার চিন্তা করিয়াছে ॥ ৭১-৭৩

এই কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধারীসহ মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র কেশিহন্তা কেশবকে বলিলেন,—মহাবাহু জনার্দ্দন! আপনি শীঘ্র গমন করুন এবং পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করুন। আমি পুনরায় শীঘ্রই আপনার সহিত মিলিত হইব ॥ ৭৪-৭৫

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুকের সহিত সত্বর সেস্থান হইতে গমন করিলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর অপ্রমেয়স্বরূপ বিশ্ববন্দিত ভগবান্ ব্যাসদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দান করিলেন ॥ ৭৬½

হে নৃপ! এদিকে ধর্ম্মাত্মা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৃতকৃত্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭৭½

শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে তিনি পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইলেন এবং উহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া রাত্রিতে তাঁহাদের সহিত সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবীকে আশ্বাসদান-বিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়সম্মুখে দুর্য্যোধনস্য বিলাপঃ, বর্ত্তাবহৈঃ স্বসুহৃৎসমীপে সন্দেশপ্রেষণঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অধিষ্ঠিতঃ পদা মূর্ধ্নি ভগ্নসক্থো মহীং গতঃ ।
শৌটীর্য্যমানী পুত্ত্রো মে কিমভাষত সঞ্জয় ॥ ১
অত্যর্থং কোপনো রাজা জাতবৈরশ্চ পাণ্ডুষু ।
ব্যসনং পরমং প্রাপ্তঃ কিমাহ পরমাহবে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তং নরাধিপ ।
রাজ্ঞা যদুক্তং ভগ্নেন তস্মিন্ ব্যসন আগতে ॥ ৩
ভগ্নসক্থো নৃপো রাজন্ পাংশুনা সোঽবগুণ্ঠিতঃ ।
যময়ন্ মূর্দ্ধজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ ॥ ৪
কেশান্ নিয়ম্য যত্নেন নিঃশ্বসন্নুরগো যথা ।
সংরম্ভাশ্রুপরীতাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিবীক্ষ্য মাম্ ॥ ৫
বাহূ ধরণ্যাং নিষ্পিষ্য মুহুর্মত্ত ইব দ্বিপঃ ।
প্রকীর্ণান্ মূর্দ্ধজান্ ধুন্বন্ দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥ ৬
গর্হয়ন্ পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং নিঃশ্বস্যেদমথাব্রবীৎ ।
ভীষ্মে শান্তনবে নাথে কর্ণে শস্ত্রভৃতাং বরে ॥ ৭
গৌতমে শকুনৌ চাপি দ্রোণে চাস্ত্রভৃতাং বরে ।
অশ্বত্থাম্নি তথা শল্যে শূরে চ কৃতবর্ম্মণি ॥ ৮
ইমামবস্থাং প্রাপ্তোঽস্মি কালো হি দুরতিক্রমঃ ।
একাদশচমূভর্ত্তা সোঽহমেতাং দশাং গতঃ ॥ ৯
কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্ততে ।
আখ্যাতব্যং মদীয়ানাং যেঽস্মিন্ জীবন্তি সংযুগে ॥ ১০
যথাহং ভীমসেনেন ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ ।
বহূনি সুনৃশংসানি কৃতানি খলু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১১
ভূরিশ্রবসি কর্ণে চ ভীষ্মে দ্রোণে চ শ্রীমতি ।
ইদঞ্চাকীর্তিজং কর্ম নৃশংসৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতম্ ॥ ১২

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

[সঞ্জয়ের সম্মুখে দুর্য্যোধনের বিলাপ এবং বার্ত্তাবহগণের দ্বারা নিজের সুহৃদদের নিকট সংবাদ প্রেরণ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন জঙ্ঘা বিদীর্ণ হওয়ায় আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইল এবং ভীমসেন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিল, তখন সে কি বলিল? তাহার নিজ বলের উপর অতিশয় অভিমান ছিল। রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রোধী ছিল এবং পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা করিত। যখন সে যুদ্ধভূমিতে গুরুতর বিপদে পতিত হইল, তখন সে কি বলিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! সেই গুরুতর বিপদে পতিত হইয়া জঙ্ঘা বিদীর্ণ হওয়ায় রাজা দুর্য্যোধন যা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সব বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিতেছি ॥৩

রাজন্! যখন কৌরব-নরপতি দুর্য্যোধনের জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইল, তখন তিনি ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন। তারপর বিকীর্ণ কেশসমূহ সংযত করিয়া (বাঁধিয়া) সেখানে দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে নিজ কেশগুচ্ছকে বন্ধন করত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তিনি রোষ ও অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ইহার পর দুই বাহু ভূমিতে ঘর্ষণ করিয়া মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় নিজ বিকীর্ণ কেশগুচ্ছকে আন্দোলিত করিতে করিতে দ… দন্ত পেষণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিতে করি… তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪-৬½

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক… কৃপাচার্য্য, শকুনি, অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচা… অশ্বত্থামা, বীরবর শল্য এবং কৃতবর্ম্মা আমার রক্ষক ছিলে… তথাপি আমি আজ এরূপ দশা প্রাপ্ত হইলাম। কালকে উল্ল… করা নিশ্চয়ই অতিশয় কঠিন ॥ ৭-৮½

মহাবাহো! আমি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য… অধিপতি ছিলাম; কিন্তু আজ আমি এরূপ দশায় পতি… হইলাম। প্রকৃতপক্ষে কালকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই উহাকে লঙ্… করিতে পারে না ॥ ৯½

আমার পক্ষের বীরগণের মধ্যে যাহারা এই যুদ্ধে জীবি… রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই কথা বলিবে যে, ভীমসেন … যুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে ॥ ১০½

পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্যের প্র… বহু জঘন্য নৃশংস কার্য্য করিয়াছে ॥ ১১½

ক্রূরকর্ম্মা পাণ্ডবগণ নিজেদের এইরূপ অকীর্ত্তি বিস্তারকারী কার্য্য করিয়াছে যে, তাহারা সাধু পুরুষগণের সভায় পরে অনু… তাপ করিতে থাকিবে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ১২½

যেন তে সৎসু নির্বেদং গমিষ্যন্তি হি মে মতিঃ।
কা প্রীতিঃ সত্ত্বযুক্তস্য কৃত্বোপধিকৃতং জয়ম্ ॥ ১৩
কো বা সময়ভেত্তারং বুধঃ সম্মন্তুমর্হতি।
অধর্মেণ জয়ং লব্ধ্বা কো নু হৃষ্যেত পণ্ডিতঃ ॥ ১৪
যথা সংহৃষ্যতে পাপঃ পাণ্ডুপুত্রো বৃকোদরঃ।
কিন্নু চিত্রমিতস্ত্বদ্য ভগ্নসক্থস্য যন্মম ॥ ১৫
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন পাদেন মৃদিতং শিরঃ।
প্রতপন্তং শ্রিয়া জুষ্টং বর্তমানঞ্চ বন্ধুষু ॥ ১৬
এবং কুর্য্যান্নরো যো হি স বৈ সঞ্জয় পূজিতঃ।
অভিজ্ঞৌ যুদ্ধধর্মস্য মম মাতা পিতা চ মে ॥ ১৭
তৌ হি সঞ্জয় দুঃখার্ত্তৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাদ্ধি মে।
ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সম্যগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥ ১৮
মূর্দ্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয়।
দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাঞ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১৯
অমিত্রা বাধিতাঃ সর্বে কো নু স্বন্ততরো ময়া।
মানিতা বান্ধবাঃ সর্বে বশ্যঃ সম্পূজিতো জনঃ ॥ ২০
ত্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো নু স্বন্ততরো ময়া।
আজ্ঞপ্তং নৃপমুখ্যেষু মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ ॥ ২১
আজানেয়ৈস্তথা যাতং কো নু স্বন্ততরো ময়া।
যাতানি পররাষ্ট্রাণি নৃপা ভুক্তাশ্চ দাসবৎ ॥ ২২
প্রিয়েভ্যঃ প্রকৃতং সাধু কো নু স্বন্ততরো ময়া।
অধীতং বিধিবদ্ দত্তং প্রাপ্তমায়ুর্নিরাময়ম্ ॥ ২৩
স্বধর্মেণ জিতা লোকাঃ কো নু স্বন্ততরো ময়া।
দিষ্ট্যা নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাশ্রিতঃ ॥ ২৪
দিষ্ট্যা মে বিপুলা লক্ষ্মীর্মৃতে ত্বন্যগতা বিভো।
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৫

ছলের দ্বারা জয়লাভ করিয়া কোন্ সত্ত্বগুণী বা শক্তিশালী পুরুষের প্রসন্নতা লাভ হইবে? অথবা যে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহার সম্মান কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ করিবেন? ১৩½

অধর্মের দ্বারা জয় লাভ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হৃষ্ট হইবে, যেরূপ পাপী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের হইতেছে? ১৪½

আজ যখন আমার জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া যাইল, এরূপ অবস্থায় কুপিত হইয়া ভীমসেন আমার মস্তকে যে পদাঘাত করিল, ইহা হইতে অধিক আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৫½

সঞ্জয়! যে নিজ তেজে তেজস্বী, রাজলক্ষ্মী-সেবিত এবং নিজের সহায়ক বন্ধুগণের মধ্যে বিদ্যমান, এরূপ শত্রুর সহিত যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিতে পারে, সেই বীর পুরুষই সম্মানিত হইয়া থাকে ॥১৬½

আমার মাতা ও পিতা যুদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাঁহারা-উভয়ে আমার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখে পীড়িত হইয়া উঠিবেন। তুমি আমার কথায় তাঁহাদিগকে আমার এই সংবাদ জানাইবে যে, আমি যজ্ঞ করিয়াছি, যাহারা আমার ভরণ-পোষণ-যোগ্য ছিল, তাহাদের ভরণ-পোষণ করিয়াছি এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে উত্তমরূপে শাসন করিয়াছি ॥ ১৭-১৮

সঞ্জয়! আমি জীবিত শত্রুদেরই মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি। যথাশক্তি ধনদান ও মিত্রদের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই সঙ্গে সমস্ত শত্রুদিগকে সর্ব্বদা ক্লেশদান করিয়াছি। জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে যে, যাহার বিনাশ আমার ন্যায় সুন্দরভাবে হইয়াছে? ১৯½

আমি সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণকে সম্মানদান করিয়াছি। স্বীয় বশীভূত লোকসকলের সৎকার করিয়াছি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সবেরই সেবা করিয়াছি। আমার তুল্য সুন্দর মৃত্যু কাহার হইয়াছে? ২০½

আমি নৃপশ্রেষ্ঠগণকেও আজ্ঞাদান করিয়াছি, অত্যন্ত দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আজানের (আরবদেশজাত) অশ্বগণের উপর আরোহণ করত গমনাগমন করিয়াছি, সুতরাং আমার ন্যায় উত্তম মৃত্যু আর কাহার হইয়াছে? ২১½

শত্রুদের রাষ্ট্রসকলের উপর আক্রমণ করিয়াছি এবং বহু রাজাকে দাসের ন্যায় সেবা করাইয়াছি, যাহারা আমার প্রিয় ছিল, তাহাদের সর্ব্বদা উন্নতিবিধান করিয়াছি, সুতরাং আমার সদৃশ আর কাহার সুন্দর মৃত্যু হইয়াছে? ২২½

বিধি অনুসারে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়াছি, নানাপ্রকার বস্তু দান করিয়াছি এবং রোগহীন আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমি নিজ ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্যলোক জয় করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম বিনাশ কাহার হইয়াছে? সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হই নাই এবং দাসবৎ কখনও শত্রুর শরণ গ্রহণ করি নাই। সঞ্জয়! সৌভাগ্যবলে আমার অধিকারে বিশাল রাজলক্ষ্মী বিদ্যমান ছিল, যাহা আমার মৃত্যুর পর অপরের অধিকারে চলিয়া গিয়াছে ॥ ২৩-২৪½

স্বধর্ম্মপালনকারী ক্ষত্রিয়-বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট ছিল, সেইরূপ

নিধনং তন্ময়া প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো বৈরাৎ প্রাকৃতবজ্জিতঃ ॥ ২৬
দিষ্ট্যা ন বিমতিং কাঞ্চিদ্ ভজিত্বা তু পরাজিতঃ ।
সুপ্তং বাথ প্রমত্তং বা যথা হন্যাদ্ বিষেণ বা ॥ ২৭
এবং ব্যুৎক্রান্তধর্মে'ণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হত ।
অশ্বত্থামা মহাভাগঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ২৮
কৃপঃ শারদ্বতশ্চৈব বক্তব্যা বচনান্মম ।
অধর্মে'ণ প্রবৃত্তানাং পাণ্ডবানামনেকশঃ ॥ ২৯
বিশ্বাসং সময়ঘ্নানাং ন যূয়ং গন্তুমর্হথ ।
বার্তিকাংশ্চাব্রবীদ্ রাজা পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩০
অধর্মাদ্ ভীমসেনেন নিহতোঽহং যথা রণে ।
সোঽহং দ্রোণঃ স্বর্গগতং কর্ণ-শল্যাবুভৌ তথা ॥ ৩১
বৃষসেনং মহাবীর্য্যং শকুনিং চাপি সৌবলম্ ।
জলসন্ধং মহাবীর্য্যং ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩২

নিধনই আমার হইয়াছে ; অতএব আমার তুল্য সর্ব্বোত্তম মৃত্যু কাহার হইয়াছে ? ২৫½

আনন্দের কথা এই যে, আমি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করি নাই। নিম্নশ্রেণীর মানুষের ন্যায় পরাজয়বরণ করিয়া আমি শত্রুতা হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করি নাই এবং কখনও কোনরূপ দুর্বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত পরাজিত হই নাই—ইহাও আমার পক্ষে গৌরবের কথা ॥ ২৬½

যেরূপ কোন নিদ্রিত অথবা উন্মত্ত মনুষ্যকে বধ করা হয় কিংবা বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকারী পাপী ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে ॥ ২৭½

মহাভাগ অশ্বত্থামা, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য—ইঁহাদের সকলকে আমার এই কথা শুনাইয়া দিবে ॥ ২৮½

পাণ্ডবেরা অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবার যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে ; অতএব আপনারা কখনও তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না ॥ ২৯½

ইহার পর আপনার সত্যপরাক্রমশালী পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সংবাদবাহক দূতগণকে এই সংবাদ দিলেন যে, ভীমসেন রণাঙ্গনে আমাকে অধর্ম্মপূর্ব্বক বধ করিয়াছে। এখন আমি স্বর্গগত দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, শল্য, মহাপরাক্রমী বৃষসেন, সুবলপুত্র শকুনি, মহাবল জরাসন্ধ, রাজা ভগদত্ত, মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্ত, সিন্ধুরাজ

সোমদত্তং মহেষ্বাসং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্ ।
দুঃশাসনপুরোগাংশ্চ ভ্রাতৄনাত্মসমাংস্তথা । ৩৩
দৌঃশাসনিঞ্চ বিক্রান্তং লক্ষ্মণং চাত্মজাবুভৌ ।
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ মদীয়াংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৩৪
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সার্থহীনো যথাধ্বগঃ ।
কথং ভ্রাতৄন্ হতান্ শ্রুত্বা ভর্তারঞ্চ স্বসা মম ।৩৫
রোরূয়মাণা দুঃখার্তা দুঃশলা সা ভবিষ্যতি ।
স্নুষাভিঃ প্রস্নুষাভিশ্চ বৃদ্ধো রাজা পিতা মম ॥ ৩৬
গান্ধারীসহিতশ্চৈব কাং গতিং প্রতিপৎস্যতি ।
নূনং লক্ষ্মণমাতাপি হতপুত্রা হতেশ্বরা ॥ ৩৭
বিনাশং যাস্যতি ক্ষিপ্রং কল্যাণী পৃথুলোচনা ।
যদি জানাতি চার্বাকঃ পরিব্রাড্ বাগ্‌বিশারদঃ ॥ ৩
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং চাপচিতিং মম ।
সমন্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতে ॥ ৩৯

জয়দ্রথ, নিজেরই তুল্য পরাক্রমশালী দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃ বিক্রমশালী দুঃশাসন-পুত্র এবং স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ—এই সকল এ আরও আমার পক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছে ইঁহাদের সকলের পশ্চাতে আমি গমন করিব। আমার ন সেইরূপ পথিকের ন্যায় হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গীদের নি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ॥ ৩০-৩৪½

হায় ! নিজের ভ্রাতৃগণ ও পতি জয়দ্রথকে নিহত হই শুনিয়া দুঃখে আতুর হইয়া রোদনপরায়ণা আমার ভগিনী দুঃশ কি অবস্থা হইবে ? ৩৫½

পুত্রবধূ ও পৌত্র-বধূগণের সহিত আমার বৃদ্ধ পিতা রা ধৃতরাষ্ট্র মাতা গান্ধারীদেবী সহ কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ? ৩

যাহার পতি এবং পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই কল্যাণী বিশাললোচনা লক্ষ্মণের জননীও সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর অতিক্রুত নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৭½

সন্ন্যাসীর বেশে চারিদিকে বিচরণকারী ভাষণদানে নি চার্ব্বাক (আচার্য্য নীলকণ্ঠের মতে চার্ব্বাক একজন মুনি বে বিচরণকারী এক নাস্তিক রাক্ষস ছিল।) যদি জানিতে পা তবে সেই মহাভাগ নিশ্চয়ই আমার শত্রুতার প্রতিশোধ গ্র করিবে ॥ ৩৮½

ত্রিভুবনে বিখ্যাত পুণ্যময় সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে মৃত্যু হইয়া এখন আমি সনাতন লোকসমূহে গমন করিব ॥ ৩৯½

অহং নিধনমাসাদ্য লোকান্ প্রাপ্স্যামি শাশ্বতান্।
ততো জনসহস্রাণি বাষ্পপূর্ণানি মারিষ ॥ ৪০
প্রলাপং নৃপতেঃ শ্রুত্বা ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ।
সসাগর-বনা ঘোরা পৃথিবী সচরাচরা ॥ ৪১
চচালাথ সনির্হ্রাদা দিশশ্চৈবাবিলাভবন্।
তে দ্রোণপুত্রমাসাদ্য যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪২
ব্যবহারং গদাযুদ্ধে পার্থিবস্য চ পাতনম্।
তদাখ্যায় ততঃ সর্বে দ্রোণপুত্রস্য ভারত ॥
(বার্তিকা দুঃখসন্তপ্তাঃ শোকোপহতচেতসঃ।)
ধ্যাত্বা চ সুচিরং কালং জগ্মুর্বার্তা যথাগতম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি দুর্যোধনবিলাপে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

মান্যবর! রাজা দুর্যোধনের এই বিলাপ শ্রবণ করত সহস্র সহস্র মনুষ্যের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহারা দশদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৪০½

সেই সময় সমুদ্র, বন ও চরাচর প্রাণী সহ এই পৃথিবী প্রচণ্ডরূপে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বদিকেই বজ্রের গর্জনধ্বনি হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল ॥ ৪১½

সেই সংবাদবাহকগণ আসিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে যথাযথভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়াছিল। ভারত! গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ আচরণ করিয়াছিল এবং রাজা দুর্যোধনের যেভাবে মৃত্যু হইয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্তই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বলিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বহুকাল চিন্তামগ্ন রহিল। তারপর শোকে ব্যাকুল চিত্ত ও আর্ত্ত হইয়া যেরূপে আসিয়াছিল, সেইরূপে তাহারা চলিয়া যাইল ॥ ৪২-৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্যোধনের বিলাপবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্যোধনস্য দুরবস্থামবলোক্য অশ্বত্থাম্নো বিষাদঃ, প্রতিজ্ঞা, সৈনাপত্যেঽভিষেকশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ :
বার্তিকানাং সকাশাৎ তু শ্রুত্বা দুর্যোধনং হতম্।
হতশিষ্টাস্ততো রাজন্ কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥ ১
বিনির্ভিন্নাঃ শিতৈর্বাণৈর্গদা-তোমর-শক্তিভিঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ২
ত্বরিতা জবনৈরশ্বৈরায়োধনমুপাগমন্।
তত্রাপশ্যন্ মহাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং নিপাতিতম্ ॥ ৩
প্রভগ্নং বায়ুবেগেন মহাশালং যথা বনে।
ভূমৌ বিচেষ্টমানং তং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥ ৪
মহাগজমিবারণ্যে ব্যাধেন বিনিপাতিতম্।
বিবর্তমানং বহুশো রুধিরৌঘপরিপ্লুতম্ ॥ ৫
যদৃচ্ছয়া নিপতিতং চক্রমাদিত্যগোচরম্।
মহাবাতসমুত্থেন সংশুষ্কমিব সাগরম্ ॥ ৬

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্বত্থামার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও সেনাপতিপদে তাঁহার অভিষেক।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সংবাদবাহকগণের নিকট হইতে দুর্যোধনের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত হতাবশিষ্ট কৌরব-মহারথী অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা—ইঁহারা তীক্ষ্ণবাণ, গদা, তোমর ও শক্তিসকলের প্রহারে অত্যন্ত আহত থাকিলেও অতিত্বরাসহকারে বেগগামী অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধভূমিতে আসিলেন ॥ ১-২½

সেখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাত্মা দুর্যোধন ভূপাতিত আছেন। ইহাতে তখন তাঁহারা মনে করিলেন, কোন এক বিশাল বৃক্ষ বায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। রক্তে আপ্লুত দুর্যোধন ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—বনমধ্যে কোন ব্যাধ বিশালদেহ এক হাতীকে ভূপাতিত করিয়াছে। তখন দুর্যোধন রক্তের ধারায় আপ্লুত হইয়া বারংবার পরিবর্ত্তিত হইতেছিলেন ॥ ৩-৫

যেরূপ দৈবেচ্ছায় সূর্য্যের রথচক্র ভগ্ন হইয়া যাইলে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু সমুত্থিত হওয়ায় সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইলে এবং

পূর্ণচন্দ্রমিব ব্যোম্নি তুষারাবৃতমণ্ডলম্ ।
রেণুধ্বস্তং দীর্ঘভুজং মাতঙ্গমিব বিক্রমে ॥ ৭
বৃতং ভূতগণৈর্ঘোরৈঃ ক্রব্যাদৈশ্চ সমন্ততঃ ।
যথা ধনং লিপ্সমানৈর্ভৃত্যৈর্নৃপতিসত্তমম্ ॥ ৮
ভ্রুকুটীকৃতবক্ত্রান্তং ক্রোধাদুদ্‌বৃত্তচক্ষুষম্ ।
সামর্ষং তং নরব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রং নিপতিতং যথা ॥ ৯
তে তং দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসং ভূতলে পতিতং নৃপম্ ।
মোহমভ্যাগমন্ সর্বে কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ১০
অবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ প্রাদ্রবন্ রাজসন্নিধৌ ।
দুর্য্যোধনঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সর্বে ভূমাবুপাবিশন্ ॥ ১১
ততো দ্রৌণির্মহারাজ বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্ ।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ১২
ন নূনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিঞ্চিদেব হি ।
যত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥ ১৩

আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলমধ্যে কুয়াশায় আবৃত হইয়া যাইলে যে দৃশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থা সেই সময় দুর্য্যোধনের হইয়াছিল। মদমত্ত হস্তীসদৃশ পরাক্রমশালী ও বিশালবাহু এই বীর দুর্য্যোধন তখন ধূলিতে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৬-৭

যেরূপ ধনাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ কোন শ্রেষ্ঠ রাজাকে পরিবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ মাংসভক্ষী ভয়ঙ্কর ভূতগণ চারিদিকে দুর্য্যোধনকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৮

তাঁহার ভ্রুকুটীতে তাঁহার মুখভাগ পূর্ণ ছিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল এবং পতিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই নরশ্রেষ্ঠ বীর দুর্য্যোধন তখন অমর্ষে পূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৯

মহাধনুর্দ্ধর রাজা দুর্য্যোধনকে ভূতলে পতিত থাকিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্যাদি সমস্ত মহারথীগণ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১০

তাঁহারা নিজ নিজ রথ হইতে নামিয়া রাজার নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন এবং দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সকলে তাঁহার পার্শ্বে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন ॥ ১১

মহারাজ! সেই সময় অশ্বত্থামার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ- শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সম্পূর্ণ জগতের রাজাধিরাজ ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই মনুষ্যলোকে নিশ্চয়ই কিছুই সত্য নহে, সবই নাশশীল; যেহেতু তোমার ন্যায় একজন রাজা ধূলিতে ধূসরিত হইয়া পতিত রহিয়াছে ॥ ১৩

ভূত্বা হি নৃপতিঃ পূর্বং সমাজ্ঞাপ্য চ মেদিনীম্ ।
কথমেকোঽদ্য রাজেন্দ্র তিষ্ঠসে নির্জনে বনে ॥ ১৪
দুঃশাসনং ন পশ্যামি নাপি কর্ণং মহারথম্ ।
নাপি তান্ সুহৃদঃ সর্বান্ কিমিদং ভরতর্ষভ ॥ ১৫
দুঃখং নূনং কৃতান্তস্য গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন ।
লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥ ১৬
এষ মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে গত্বা পরন্তপঃ ।
সতৃণং গ্রসতে পাংশুং পশ্য কালস্য পর্যয়ম্ ॥ ১৭
ক্ব তে তদমলং ছত্রং ব্যজনং ক্ব চ পার্থিব ।
সা চ তে মহতী সেনা ক্ব গতা পার্থিবোত্তম ॥ ১৮
দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্নূনং কার্য্যাণাং কারণান্তরে ।
যদ্ বৈ লোকগুরুর্ভূত্বা ভবানেতাং দশাং গতঃ ॥ ১৯
অধ্রুবা সর্বমর্ত্যেষু শ্রীরুপালক্ষ্যতে ভৃশম্
ভবতো ব্যসনং দৃষ্ট্বা শক্রবিস্পর্ধিনো ভৃশম্ ॥ ২০

রাজেন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ জগতের মনুষ্যগণের উপর আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের উপরেই আজ্ঞা প্রদান করিতে। সেই তুমি আজ একাকী এই নির্জন বনে কিরূপে পতিত রহিয়াছ? ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি দুঃশাসনকেও দেখিতেছি না এবং মহারথী কর্ণকে দেখিতেছি না। অন্য সব সুহৃদ্‌বর্গকেও দেখিতেছি না—ইহার কারণ কি? ১৫

নিশ্চয়ই কাল ও লোকসকলের গতি জানা অতিশয় কঠিন; যাহার ফলে তুমি আজ কালের অধীনস্থ হইয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ ॥ ১৬

অহো! মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের অগ্রে অগ্রে গমনকারী শত্রুতাপন মহারাজ দুর্য্যোধন তৃণসহ ধূলি গ্রাস করিতেছেন; ইহা কালেরই বিপরীত গতি পর্য্যবেক্ষণ কর ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! কোথায় আপনার সেই নির্মল ছত্র, কোথায় ব্যজন এবং কোথায় গেল আপনার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী? ১৮

কোন্ কারণে কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা জানা অতিশয় কঠিন; কারণ, সম্পূর্ণ জগতের আদরণীয় নরপতি হইয়াও আজ তুমি এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ ॥ ১৯

তুমি ত' নিজের সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর দ্বারা ইন্দ্রের সদৃশ ছিলে। আজ তোমারও উপর এরূপ সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোনও মানুষেরই সম্পত্তি সর্ব্বদা স্থির থাকে না ॥ ২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দুঃখিতস্য বিশেষতঃ ।
উবাচ রাজন্ পুত্রস্তে প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥ ২১
বিমৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং শোকজং বাষ্পমুৎসৃজন্ ।
কৃপাদীন্ স তদা বীরান্ সর্বানেব নরাধিপঃ ॥ ২২
ঈদৃশো লোকধর্মোঽয়ং ধাত্রা নির্দিষ্ট উচ্যতে ।
বিনাশঃ সর্বভূতানাং কালপর্য্যায়মাগতঃ ॥ ২৩
সোঽয়ং মাং সমনুপ্রাপ্তঃ প্রত্যক্ষং ভবতাং হি যঃ ।
পৃথিবী পালয়িত্বাহমেতাং নিষ্ঠামুপাগতঃ ॥ ২৪
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো যুদ্ধে কস্যাঞ্চিদাপদি ।
দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাপৈশ্ছলেনৈব বিশেষতঃ ॥ ২৫
উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্ট্যা যুযুৎসতা ।
দিষ্ট্যা চাস্মিন্ হতে যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতি-বান্ধবাঃ ॥ ২৬
দিষ্ট্যা চ বোঽহং পশ্যামি মুক্তানস্মাজ্জনক্ষয়াৎ ।
স্বস্তিযুক্তাংশ্চ কল্যাংশ্চ তন্মে প্রিয়মনুত্তমম্ ॥ ২৭
মা ভবন্তোঽত্র তপ্যন্তাং সৌহৃদান্নিধনেন মে ।
যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ ॥২৮
মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।
তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ॥ ২৯
স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি শোচ্যঃ কথঞ্চন ।
কৃতং ভবদ্ভিঃ সদৃশমনুরূপমিবাত্মনঃ ॥ ৩০
যতিতং বিজয়ে নিত্যং দৈবং তু দুরতিক্রমম্ ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পব্যাকুললোচনঃ ॥ ৩১
তূষ্ণীং বভূব রাজেন্দ্র রুজাসৌ বিহ্বলো ভৃশম্ ।
তথা দৃষ্ট্বা তু রাজানং বাষ্পশোকসমন্বিতম্ ॥ ৩২
দ্রৌণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহ্নির্জগৎক্ষয়ে ।
স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ পাণৌ পাণিং নিপীড্য চ ॥ ৩৩
বাষ্পবিহ্বলয়া বাচা রাজানমিদমব্রবীৎ ।
পিতা মে নিহতঃ ক্ষুদ্রৈঃ সুনৃশংসেন কর্মণা ॥ ৩৪

অত্যন্ত দুঃখিত অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করত আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের নেত্রদ্বয় হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তারপর নিজ দুই হস্তের দ্বারা শোকাশ্রু মুছিয়া কৃপাচার্য্যাদি সমস্ত বীরগণকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন ॥ ২১-২২

বীরগণ! এই মর্ত্ত্যলোকের এইরূপই ধর্ম্ম (নিয়ম)। বিধাতাই ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এরূপ বলা হইয়াছে; সেইজন্য কালক্রমে একদিন না একদিন সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ২৩

সেই এই বিনাশের সময় এখন আমারও উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। একদিন আমি সমগ্র পৃথিবীকে পালন করিয়াছি এবং আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি ॥ ২৪

তথাপি এই বিষয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত যে, যে কোন বিপদের সময় আমি কখনও পশ্চাদপসরণ করি নাই। বিশেষতঃ পাপীরাই আমাকে ছলনা করিয়া বধ করিয়াছে ॥ ২৫

সৌভাগ্যবশতঃ আমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সর্ব্বদা উৎসাহ দেখাইয়াছি এবং জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইবার পর আমি স্বয়ংও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছি; ইহাতে আমার অতিশয় হর্ষ হইতেছে ॥ ২৬

সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমি আপনাদের এই নরসংহার হইতে মুক্ত দেখিতেছি। এই সঙ্গে আপনারা কুশলেই আছেন এবং কিছু করিতে সমর্থ—ইহাও আমার পক্ষে আরও উত্তম ও প্রসন্নতারই বিষয় ॥ ২৭

আপনাদের আমার উপর স্বাভাবিক স্নেহ আছে, সেইজন্য আমার মৃত্যুতে এস্থলে আপনারা দুঃখ ও সন্তাপ করিবেন না। যদি আপনাদের দৃষ্টিতে বেদশাস্ত্র প্রামাণিক হইয়া থাকে, তবে আমি অক্ষয়লোক অধিকার করিয়াছি ॥ ২৮

আমি অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাবকে মানি এবং কখনও তাহার প্রেরণায় উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই। আমি সেই ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব কোনরূপেই আমি শোকের যোগ্য নহি ॥ ২৯½

আপনারা সকলে নিজ নিজ স্বরূপের অনুরূপ যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা আমাকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তথাপি দৈবের বিধান উল্লঙ্ঘন করা সকলেরই পক্ষে অতিশয় কঠিন ॥ ৩০½

রাজেন্দ্র! এই কথা বলিতে বলিতে দুর্য্যোধনের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল এবং তিনি বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নীরব হইলেন ॥ ৩১½

রাজা দুর্য্যোধনকে শোকাশ্রু প্রবাহিত করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥৩২½

রোষের আবেশে তিনি হস্তের দ্বারা হস্ত ঘসিতে থাকিলেন এবং অশ্রুগদ্গদ বাক্যে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩½

রাজন্! নীচ পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্মের দ্বারা

ন তথা তেন তপ্যামি যথা রাজংস্ত্বয়াদ্য বৈ।
শৃণু চেদং বচো মহ্যং সত্যেন বদতঃ প্রভো ॥ ৩৫
ইষ্টাপূর্তেন দানেন ধর্মেণ সুকৃতেন চ।
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান্ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৬
সর্বোপায়ৈর্হি নেষ্যামি প্রেতরাজনিবেশনম্।
অনুজ্ঞাং তু মহারাজ ভবান্ মে দাতুমর্হতি ॥ ৩৭
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং দ্রোণপুত্রস্য কৌরবঃ।
মনসঃ প্রীতিজননং কৃপং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮
আচার্য্য শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয়।
স তদ্ বচনমাজ্ঞায় রাজ্ঞো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৩৯
কলসং পূর্ণমাদায় রাজ্ঞোঽন্তিকমুপাগমৎ।
তমব্রবীন্মহারাজ পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ৪০
মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণপুত্রোঽভিষিচ্যতাম্।
সৈনাপত্যেন ভদ্রং তে মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৪১
রাজ্ঞো নিয়োগাদ্ যোদ্ধব্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
বর্ততা ক্ষত্রধর্মেণ হ্যেবং ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ৪২
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
দ্রৌণিং রাজ্ঞো নিয়োগেন সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৪৩
সোঽভিষিক্তো মহারাজ পরিষ্বজ্য নৃপোত্তমম্।
প্রযযৌ সিংহনাদেন দিশঃ সর্বা বিনাদয়ন্ ॥ ৪৪
দুর্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র শোণিতেন পরিপ্লুতঃ।
তাং নিশাং প্রতিপেদেঽথ সর্বভূতভয়াবহাম্ ॥ ৪৫
অপক্রম্য তু তে তূর্ণং তস্মাদায়োধনান্নৃপ।
শোকসংবিগ্নমনসশ্চিন্তাধ্যানপরাভবন্ ॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

আমার পিতাকে বধ করিয়াছে; কিন্তু আমি সেই কারণেও তাদৃশ সন্তপ্ত হই নাই, যেরূপ আজ তোমার মৃত্যুতে আমার কষ্ট হইতেছে ॥ ৩৪½

প্রভো! আমি সত্যের শপথ লইয়া যাহা বলিতেছি, আমার সেই কথা শ্রবণ কর। আমি নিজ ইষ্ট (যাগ-যজ্ঞ), আপূর্ত্ত (কূপাদি খনন), দান, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য শুভ কর্ম্মসকলের শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে যমভবনে প্রেরণ করিব। মহারাজ! ইহার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥৩৫-৩৭

মনের প্রীতিজনক অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন কৃপাচার্য্যকে বলিলেন,—আচার্য্য! আপনি অতিসত্বর জলপূর্ণ কলস লইয়া আসুন ॥ ৩৮½

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন ॥ ৩৯½

মহারাজ! প্রজানাথ! তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাকে বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে অভিলাষী হন, তবে আপনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন ॥ ৪০-৪১

ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ রাজার আজ্ঞায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করা উচিত—ইহাই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৪২

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৪৩

মহারাজ! অভিষেক হইয়া যাইলে পর অশ্বত্থামা নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজ সিংহধ্বনিতে সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪

রাজেন্দ্র! রক্তে নিমগ্ন দুর্য্যোধনও সমস্ত ভূতগণের মনে ভয় উৎপাদনকারী সেই রাত্রি সে-স্থানেই অতিবাহিত করিলেন। ৪৫

হে নৃপ! শোকে ব্যাকুলচিত্ত সেই তিন মহারথী সেই যুদ্ধভূমি হইতে অতিসত্বর দূরে চলিয়া যাইলেন এবং চিন্তা ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে অশ্বত্থামার সেনাপতিপদে অভিষেক-বিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
তৎকৃপাবলশক্ত্যাহং দ্বিজঃ শ্রীরামরঞ্জনঃ ॥
শল্যপর্ব্বানুবাদঞ্চ কৃতবান্ বঙ্গভাষয়া ॥

শ্রীমহাভারত

শল্যপর্ব্ব

সূচীপত্র

আর্য্যশাস্ত্র

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রিয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশন স্থান—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
২। প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩। মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৪। প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৫। সম্পাদকের নাম—	শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য ন্যায়তীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ—	শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়) ৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি, শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্‌দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—*শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ*
প্রকাশক
২৮।৪।৭৩

মঙ্গলস্বরূপ, সুরগণেরও দেবতা এবং ভূতগণের অব্যয় পিতা যা হ'তে আদিযুগে উৎপত্তিকালে সমস্ত ভূতসকল সমুৎপন্ন হয়, পুনরায় প্রলয়সময়ে যাতেই নিখিল প্রাণীবিলীন হ'য়ে যায়, সেই লোক-সমূহের প্রধান জগন্নাথ বিষ্ণুর পাপ ও ভয়নাশকারী সহস্র নাম শ্রবণ কর। বিশেষ বিশেষ গুণযোগে যে নামসকল প্রবৃত্ত হ'য়েছে, সেই বিখ্যাত ঋষিসমূহ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত নামসমূহ আমি তোমায় বল্‌ছি—এই কথা ব'লে ভীষ্ম, আমার সহস্র নাম যুধিষ্ঠিরকে ব'লে ফলশ্রুতি শুনিয়েছিল। মহাত্মা কেশবের সহস্র নাম তোমায় অশেষ ভাবে ব'ল্‌লাম, যিনি ইহা নিত্য শ্রবণ করেন বা যিনি নিত্য কীর্ত্তন ক'রে থাকেন, তিনি ইহ ও পরলোক কোনরূপ অমঙ্গল প্রাপ্ত হন্‌না, এর শ্রবণে কীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ বেদান্তের পারগামী হন্, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনসম্পন্ন ও শূদ্র ধনসম্পন্ন হন, সহস্রনাম পাঠে বা শ্রবণে যিনি যা ইচ্ছা করেন। তিনি তা লাভে সমর্থ হ'য়ে থাকেন। বাসুদেবে অনন্য শরণ ও বাসুদেবপরায়ণ মানব সর্ব্বপাপ হ'তে বিশুদ্ধচিত্ত হ'য়ে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। বাসুদেবভক্তগণের কোথাও অশুভ সঙ্ঘটন হয়না, জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি ভয়ও হয়না। শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হয়ে এই স্তব ক'র্‌লে স্তাবক আত্মসুখ ক্ষান্তি ক্ষমা ধৈর্য্য স্মৃতি (পরম স্মৃতি) ও কীর্ত্তি লাভ করেন, পুরুষোত্তমে পুণ্যশীল ভক্তগণের ক্রোধ মাৎসর্য্য লোভ ও অশুভ বুদ্ধি হয় না। মহাত্মা বাসুদেবের বীর্য্যবলে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাগণের সহিত দ্যুলোক, আকাশ দিক্-সমূহ পৃথিবী ও মহাসমুদ্র বিশেষভাবে ধরা হ'য়ে আছে। সুর অসুর গন্ধর্ব যক্ষ সর্প ও রাক্ষসসকল সচরাচর এই জগৎ কৃষ্ণের বশে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়সমূহ মন বুদ্ধি সত্ত্ব তেজ বল ধৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এ সমুদয়ই বাসুদেবাত্মক অর্থাৎ সমস্তের আত্মাই বাসুদেব

এ কথা তত্ত্বজ্ঞগণ ব'লে থাকেন। নিখিল বেদের মধ্যে সদাচারই প্রথম ব'লে কল্পিত হ'য়েছে, ধর্ম্ম আচার হ'তে উৎপন্ন হয়, ধর্ম্মের প্রভু অচ্যুত, ঋষিগণ পিতৃসমূহ চতুর্ব্বেদ মহাভূতপঞ্চক ধাতুসকল চরাচর সমস্ত জগৎ নারায়ণ হ'তে সঞ্জাত হ'য়েছে। যোগ জ্ঞান সাংখ্য অষ্টাদশবিদ্যা শিল্পকর্ম্ম বেদসমূহ ও বিজ্ঞান—এ সমস্তই জনার্দ্দন হ'তেই সমুদ্ভূত হ'য়েছে, সকলপ্রাণীর আত্মস্বরূপ বিশ্বের ভোক্তা অব্যয় ক্ষয়োদয়হীন একমাত্র বিষ্ণুই নিরতিশয় মহত্তম, বহুপ্রকার পৃথক্ ভূতগণকে ও তিনলোক আচ্ছন্ন ক'রে তিনি ভোগ ক'চ্ছেন ; অবস্থান বা পালন কর্‌ছেন, তাঁকে আশ্রয় ক'র্‌লে মানুষ পরাভূত হয় না। এই পরমধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিক দেহ ধারণ করি।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।







আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৫।৩৬৬ স্নানযাত্রা

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

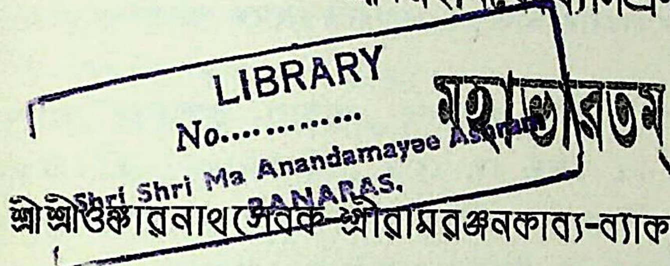
ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয়, লীলাতনুধরে ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বর্দ্ধন নাশ করি। পরমভক্ত বলি আমার ভাগবতধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা। বলির যজ্ঞে গিয়ে ত্রিপাদ-ভূমি দান প্রার্থনা করি, বলি দিতে স্বীকৃত হয়। গুরু শুক্রাচার্য্যের নিষেধ না শুনে বলি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করে, আমি এক পদের দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গ, শরীরের দ্বারা আকাশমণ্ডল, বাহুর দ্বারা দিক্‌সকল অধিকার করি। তৃতীয় পদের স্থান দাও ব'ললে, বলি বলে—আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করুন। আমি বলির মস্তকে তৃতীয় পদ রক্ষা করি। বলি গুরু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও শপ্ত হ'য়েও সত্য ত্যাগ করে নাই, সেজন্য তাকে দেবগণেরও দুর্লভ স্থান দান ক'রেছিলাম। সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবে এ কথা ব'লে তাকে সুতলে প্রেরণ করি, বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে কোন সময় বলে—কালই সকলের উৎপত্তি এবং সংহারের কর্ত্তা, অন্য সমস্ত বস্তু এর কারণ নয়,—এ

মহাভারত—৫৮
১১শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৭৯]
[দশমসংখ্যা মদনভঞ্জিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—



মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ .আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]
বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৪-৩৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড.
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২·৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫·০০

সৌপ্তিকপর্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[কৃপাচার্য্যঃ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা চেতি ত্রয়াণাং মহারথানাম্ একস্মিন্ বনে বিশ্রামঃ, কাকানামুপরি উলূকস্যাক্রমণং দৃষ্ট্বাশ্বত্থাম্নো হৃদয়ে ক্রূর-ভাবোদয়ঃ, তদর্থং দ্বাভ্যাং স্বসুহৃদ্‌ভ্যাং সহ পরামর্শশ্চ ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে সহিতা বীরাঃ প্রযাতা দক্ষিণামুখাঃ ।
উপাস্তমনবেলায়াং শিবিরাভ্যাসমাগতাঃ ॥ ১
বিমুচ্য বাহাংস্ত্বরিতা ভীতা সমভবংস্তদা ।
গহনং দেশমাসাদ্য প্রচ্ছন্না ন্যবিশন্ত তে ॥ ২
সেনানিবেশমভিতো নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।
নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সমন্তাৎ ক্ষতবিক্ষতাঃ ॥ ৩
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য পাণ্ডবানেব চিন্তয়ন্ ।
শ্রুত্বা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥ ৪
অনুসারভয়াদ্ ভীতাঃ প্রাঙ্‌মুখাঃ প্রাদ্রবন্ পুনঃ ।
তে মুহূর্তাৎ ততো গত্বা শ্রান্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ ॥৫
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ ক্রোধামর্ষবশং গতাঃ ।
রাজ্ঞো বধেন সন্তপ্তা মুহূর্তং সমবস্থিতাঃ ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অশ্রদ্ধেয়মিদং কর্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয় ।
যৎ স নাগাযুতপ্রাণঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥ ৭

॥ শ্রীভগবতে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা—এই তিন মহারথীর এক বনে বিশ্রাম, কাকগণের উপর উলূকের আক্রমণ দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে ক্রূর ভাবের উদয় এবং তাহার জন্য স্বীয় দুই সুহৃদের সহিত পরামর্শ ।]

(অন্তর্য্যামী নারায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরশ্রেষ্ঠ নরস্বরূপ অর্জ্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) ভগবতী সরস্বতী দেবী এবং তাঁহার লীলা সঙ্কলনকারী মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র (মহাভারতাদি) পাঠ করা উচিত ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! দুর্য্যোধনের অনুমতি অনুসারে কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার সেনাপতিপদে অভিষেক হইয়া যাইলে পর সেই তিন বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা একত্রে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তারপর সূর্য্যাস্তের সময় সৈন্য-শিবিরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

শত্রুরা যাহাতে জানিতে না পারে, সেই কারণে তাঁহারা ভীত ছিলেন, অতএব অতিসত্বর বনের গহন প্রদেশে যাইয়া তাঁহারা অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গুপ্ত ভাবে যাইয়া একস্থানে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২

যেখানে সৈন্যদের শিবির ছিল, সেই স্থানেরই নিকট অল্প কিছু দূরে এই তিন জন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের দেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের আঘাতে আহত হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্বদিকেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩

ইঁহারা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পাণ্ডবদেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণ করত তাঁহাদের ভয় হইল যে, পাণ্ডবেরা যাহাতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারে ; অতএব তাঁহারা পুনরায় রথে অশ্বযোজনা করিয়া পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪½

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সেই স্থান হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া ক্রোধ ও অমর্ষের বশীভূত এই তিন মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধা পিপাসায় পীড়িত হইলেন। ইঁহাদের অশ্বগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের নিকট এই অবস্থা তখন অসহ্য হইয়া উঠিল। ইঁহারা রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত সেস্থানে নীরবে অবস্থান করিলেন ॥ ৫-৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্য্যোধনের মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, তথাপি ভীমসেন তাহাকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিল। তাহার দ্বারা সহসা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না ॥ ৭ .

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বজ্রসংহননো যুবা ।
পাণ্ডবৈঃ সমরে পুত্রো নিহতো মম সঞ্জয় ॥ ৮

ন দিষ্টমভ্যতিক্রান্তুং শক্যং গাবল্গণে নরৈঃ ।
যৎ সমেত্য রণে পার্থৈঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥ ৯

অদ্রিসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় ।
হতং পুত্রশতং শ্রুত্বা যন্ন দীর্ণং সহস্রধা ॥ ১০

কথং হি বৃদ্ধমিথুনং হতপুত্রং ভবিষ্যতি ।
ন হ্যহং পাণ্ডবেয়স্য বিষয়ে বস্তুমুৎসহে ॥ ১১

কথং রাজ্ঞঃ পিতা ভূত্বা স্বয়ং রাজা চ সঞ্জয় ।
প্রেষ্যভূতঃ প্রবর্তেয়ং পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ ॥ ১২

আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং সর্বাং স্থিত্বা মূর্ধ্নি চ সঞ্জয় ।
কথমদ্য ভবিষ্যামি প্রেষ্যভূতো দুরন্তকৃৎ ॥ ১৩

কথং ভীমস্য বাক্যানি শ্রোতুং শক্ষ্যামি সঞ্জয় ।
যেন পুত্রশতং পূর্ণমেকেন নিহতং মম ॥ ১৪

কৃতং সত্যং বচস্তস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ ।
অকুর্বতা বচস্তেন মম পুত্রেণ সঞ্জয় ॥ ১৫

অধর্মেণ হতে তাত পুত্রে দুর্য্যোধনে মম ।
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণিঃ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১৬

সঞ্জয় উবাচ ।

গত্বা তু তাবকা রাজন্ নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।
অপশ্যন্ত বনং ঘোরং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥ ১৭

তে মুহূর্তং তু বিশ্রম্য লব্ধতোয়ৈর্হয়োত্তমৈঃ ।
সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং সমাসেদুর্মহদ্ বনম্ ॥ ১৮

নানামৃগগণৈর্জুষ্টং নানাপক্ষিগণাবৃতম্ ।
নানাদ্রুমলতাচ্ছন্নং নানাব্যালনিষেবিতম্ ॥ ১৯

নানাতোয়ৈঃ সমাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।
পদ্মিনীশতসঞ্ছন্নং নীলোৎপলসমাযুতম্ ॥ ২০

প্রবিশ্য তদ্ বনং ঘোরং বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ।
শাখাসহস্রসঞ্ছন্নং ন্যগ্রোধং দদৃশুস্ততঃ ॥ ২১

সঞ্জয়! আমার পুত্র নব যুবক ছিল। তাহার শরীরও বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং সেইজন্য সে সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই অবধ্য ছিল, তথাপি পাণ্ডবগণ তাহাকে বধ করিল ॥ ৮

গবল্গণকুমার! কুন্তীর পুত্রগণ যে মিলিত হইয়া রণাঙ্গনে আমার পুত্রদিগকে ধরাশায়ী করিল, ইহাতে মনে হয়—কোনও মানুষই দৈবের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ৯

সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের সারতত্ত্ব দিয়া নির্মিত, আমার শত পুত্র নিহত হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়াও উহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না ॥ ১০

হায়, এখন আমরা উভয় বৃদ্ধ পতি-পত্নী আমাদের পুত্রগণ নিহত হওয়ায় কিভাবে জীবিত থাকিব? আমি পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে থাকিতে পারিব না ॥ ১১

সঞ্জয়! আমি রাজার পিতা এবং স্বয়ংই রাজা ছিলাম। এখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞার অধীনস্থ হইয়া দাসের ন্যায় কিরূপে জীবন যাপন করিব? ১২

সঞ্জয়! প্রথমে সমস্ত ভূমণ্ডলের উপর আজ্ঞা চলিত এবং আমি সকলের মস্তকোপরি ছিলাম; এরূপ হইয়া এখন আমি অপরের দাস হইয়া কিভাবে অবস্থান করিব? আমি স্বয়ংই নিজের জীবনের অন্তিম ভাগকে দুঃখময় করিয়া দিয়াছি ॥ ১৩

অহো! যে একাকীই আমার পূর্ণ একশত পুত্রকে বধ করিয়াছে, সেই ভীমসেনের বাক্য আমি কিভাবে শ্রবণ করিব? ১৪

সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন আমার কথা না মানিয়া মহাত্মা বিদুর-কথিত বাক্যকে সত্য করিয়া দেখাইল ॥ ১৫

তাত সঞ্জয়! এখন এই কথা বল যে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্ম পূর্ব্বক নিহত হইলে পর কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন? ১৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পক্ষের সেই তিন বীর সে-স্থান হইতে অল্প দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহারা নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে পূর্ণ এক ভয়ঙ্কর বন দেখিলেন ॥ ১৭

সে স্থানে অল্পক্ষণ অবস্থান করত তাঁহারা সকলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে জলপান করাইলেন এবং সূর্য্যাস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সেই বিশাল বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে নানাপ্রকার মৃগ ও বিবিধ পক্ষিসকল বাস করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে বৃক্ষ ও লতাসমূহে এই বন ব্যাপ্ত ছিল এবং অনেক জাতির হিংস্র জন্তুরা ইহার সেবা করিয়া থাকে। ১৮-১৯

ইহার মধ্যে যেখানে সেখানে অনেকপ্রকার জলাশয় ছিল। নানাবিধ পুষ্প এই বনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল, শত শত রক্ত পদ্ম ও অসংখ্য নীল কমল সেখানকার জলাশয়ের চারিদিকে বিস্তৃত ছিল ॥ ২০

সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করত সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহারা দেখিলেন যে, সহস্র সহস্র শাখায় আচ্ছাদিত একটি বট বৃক্ষ রহিয়াছে ॥ ২১

উপেত্য তু তদা রাজন্ ন্যগ্রোধং তে মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠং তং বৈ বনস্পতিম্ ॥ ২২
তেঽবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ বিপ্রমুচ্য চ বাজিনঃ।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং সন্ধ্যামন্বাসত প্রভো ॥ ২৩
ততোঽস্তং পর্বতশ্রেষ্ঠমনুপ্রাপ্তে দিবাকরে।
সর্বস্য জগতো ধাত্রী শর্বরী সমপদ্যত ॥ ২৪
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিঃ সম্পূর্ণাভিরলঙ্কৃতম্।
নভোঽংশুকমিবাভাতি প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥ ২৫
ইচ্ছয়া তে প্রবল্গন্তি যে সত্ত্বা রাত্রিচারিণঃ।
দিবাচরাশ্চ যে সত্ত্বাস্তে নিদ্রাবশমাগতাঃ ॥ ২৬
রাত্রিঞ্চরাণাং সত্ত্বানাং নির্ঘোষোঽভূৎ সুদারুণঃ।
ক্রব্যাদাশ্চ প্রমুদিতা ঘোরা প্রাপ্তা চ শর্বরী ॥ ২৭
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণিরুপোপবিবিশুঃ সমম্ ॥ ২৮

রাজন্! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই মহারথীরা নিকটে যাইয়া এই উত্তম বনস্পতি বট বৃক্ষকে দর্শন করিলেন ॥ ২২

প্রভো! সেস্থানে রথ হইতে নামিয়া সেই তিন বীর নিজেদের অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যথারীতি স্নানাদি করত সন্ধ্যোপাসনা করিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর সূর্য্যদেব পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচলে গমন করিলে পর সম্পূর্ণ জগতের ধাত্রীর ন্যায় রাত্রিদেবী স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিলেন ॥ ২৪

সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাসকলে অলঙ্কৃত আকাশ জরী-পাড়ের বিচিত্র শাড়ীর ন্যায় সর্ব্বদিকে দর্শনীয় হইয়া উঠিল ॥ ২৫

রাত্রিতে বিচরণকারী প্রাণীরা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে লাফালাফি করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা দিবসে বিচরণকারী প্রাণী ছিল, তাহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল ॥ ২৬

রাত্রিতে বিহরণপরায়ণ জীবগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। মাংসভক্ষী প্রাণীরা অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ২৭

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইল। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া কৃতকর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা একসঙ্গে (পাশাপাশি) উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২৮

তত্রোপবিষ্টাঃ শোচন্তো ন্যগ্রোধস্য সমীপতঃ।
তমেবার্থমতিক্রান্তং কুরু-পাণ্ডবয়োঃ ক্ষয়ম্ ॥২৯
নিদ্রয়া চ পরীতাঙ্গা নিষেদুর্ধরণীতলে।
শ্রমেণ সুদৃঢ়ং যুক্তা বিক্ষতা বিবিধৈঃ শরৈঃ ॥ ৩০
ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপ-ভোজৌ মহারথৌ।
সুখোচিতাবদুঃখার্হৌ নিষণ্ণৌ ধরণীতলে ॥ ৩১
তৌ তু সুপ্তৌ মহারাজ শ্রমশোকসমন্বিতৌ।
মহার্হশয়নোপেতৌ ভূমাবেব হ্যনাথবৎ ॥ ৩২
ক্রোধামর্ষবশং প্রাপ্তো দ্রোণপুত্রস্তু ভারত।
ন বৈ স্ম স জগামাথ নিদ্রাং সর্প ইব শ্বসন্ ॥ ৩৩
ন লেভে স তু নিদ্রাং বৈ দহ্যমানো হি মন্যুনা।
বীক্ষাঞ্চক্রে মহাবাহুস্তদ্ বনং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৪
বীক্ষমাণো বনোদ্দেশং নানাসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্।
অপশ্যত মহাবাহুর্ন্যগ্রোধং বায়সৈর্যুতম্ ॥ ৩৫

বটবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করত কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের সেই বিনাশের অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক করিতে করিতে সেই তিন বীর নিদ্রায় সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাওয়ায় ধরাতলে শুইয়া পড়িলেন। এই সময় ইঁহারা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানাবিধ বাণসমূহে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ২৯-৩০

তদনন্তর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই দুই মহারথী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইঁহারা সর্ব্বথা সুখভোগেরই যোগ্য ছিলেন, দুঃখ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য কদাপি ছিলেন না, তথাপি ধরাতলেই শয়ন করিলেন ॥ ৩১

মহারাজ! বহুমূল্য শয্যা ও সুখসামগ্রী সম্পন্ন হইলেও এই দুই বীরকে পরিশ্রম ও শোকে পীড়িত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে পতিত দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধ এবং অমর্ষের বশীভূত হইলেন। ভারত! সেই সময় তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৩

তিনি ক্রোধে জলিতে থাকায় নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না। সেই মহাবাহু বীর দেখিতে ভয়ঙ্কর বনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

নানাবিধ জীবজন্তুতে সেবিত বনস্থল নিরীক্ষণ করিয়া মহাবাহু অশ্বত্থামা কাকে পরিপূর্ণ বটবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৫

তত্র কাকসহস্রাণি তাং নিশাং পর্য্যণাময়ন্ ।
সুখং স্বপন্তি কৌরব্য পৃথক্ পৃথগুপাশ্রয়াঃ ॥ ৩৬
সুপ্তেষু তেষু কাকেষু বিশ্রব্ধেষু সমন্ততঃ ।
সোঽপশ্যৎ সহসা যান্তমুলূকং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৭
মহাস্বনং মহাকায়ং হর্য্যক্ষং বভ্রুপিঙ্গলম্ ।
সুদীর্ঘঘোণানখরং সুপর্ণমিব বেগিতম্ ॥ ৩৮
সোঽথ শব্দং মৃদুং কৃত্বা লীয়মান ইবাণ্ডজঃ ।
ন্যগ্রোধস্য ততঃ শাখাং প্রার্থয়ামাস ভারত ॥ ৩৯
সন্নিপত্য তু শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিহঙ্গমঃ ।
সুপ্তান্ জঘান সবহূন্ বায়সান্ বায়সান্তকঃ ॥ ৪০
কেশাঞ্চিদচ্ছিনৎ পক্ষান্ শিরাংসি চ চকর্ত হ ।
চরণাংশ্চৈব কেষাঞ্চিদ্ বভঞ্জ চরণায়ুধঃ ॥ ৪১
ক্ষণেনাহন্ স বলবান্ যেঽস্য দৃষ্টিপথে স্থিতাঃ ।
তেষাং শরীরাবয়বৈঃ শরীরৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪২
ন্যগ্রোধমণ্ডলং সর্বং সঞ্ছন্নং সর্বতোঽভবৎ ।
তাংস্তু হত্বা ততঃ কাকান্ কৌশিকো মুদিতোঽভবৎ ॥৪৩
প্রতিকৃত্য যথাকামং শত্রূণাং শত্রুসূদনঃ ।
তদ্ দৃষ্ট্বা সোপধং কর্ম কৌশিকেন কৃতং নিশি ॥ ৪৪
তদ্ভাবকৃতসঙ্কল্পো দ্রৌণিরেকোঽন্বচিন্তয়ৎ ।
উপদেশঃ কৃতোঽনেন পক্ষিণা মম সংযুগে ॥ ৪৫
শত্রূণাং ক্ষপণে যুক্তঃ প্রাপ্তঃ কালশ্চ মে মতঃ ।
নাদ্য শক্যা ময়া হন্তুং পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ॥ ৪৬
বলবন্তঃ কৃতোৎসাহাঃ প্রাপ্তলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ ।
রাজ্ঞঃ সকাশাৎ তেষাং তু প্রতিজ্ঞাতো বধো ময়া ॥৪৭
পতঙ্গাগ্নিসমাং বৃত্তিমাস্থায়াত্মবিনাশিনীম্ ।
ন্যায়তো যুধ্যমানস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
ছদ্মনা চ ভবেৎ সিদ্ধি শত্রূণাঞ্চ ক্ষয়ো মহান্ ।
তত্র সংশয়িতাদর্থাদ্ যোঽর্থো নিঃসংশয়ো ভবেৎ ॥৪৯

কুরুনন্দন ! সেই বৃক্ষের উপর সহস্র সহস্র কাক রাত্রিতে বাস করিয়া থাকে। তাহারা পৃথক্ পৃথক্ বাসা নির্ম্মাণ করত তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সুখের সহিত নিদ্রা যাইল ॥৩৬

এই সকল কাক নির্ভয় হইয়া নিদ্রিত হইলে পর অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, সহসা একটি ভয়ানক উলূক (পেচক) আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৭

ইহার রব ভয়ঙ্কর ছিল, দেহ বিশাল, বর্ণ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল ছিল। ইহার চঞ্চু ও নখর অতিশয় বৃহৎ এবং এই পক্ষী গরুড়ের ন্যায় বেগশালী ছিল ॥ ৩৮

হে ভারত ! এই পক্ষী ধীরে ধীরে নিজের রব করিয়া যেন আত্মগোপন করিয়াই বটবৃক্ষের সেই শাখায় আসিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল ॥ ৩৯

কাকসকলের পক্ষে কালস্বরূপ সেই পক্ষী বটবৃক্ষের শাখার উপর তীব্র বেগে আক্রমণ করিল এবং নিদ্রিত বহু সংখ্যক কাককে বিনাশ করিল ॥ ৪০

এই পক্ষী নিজের চরণকেই অস্ত্রে পরিণত করিয়া বহু কাকের পক্ষ ছেদন করিল, বহু কাকের শিরশ্ছেদ করিল এবং বহু কাকের পা ভাঙ্গিয়া দিল ॥ ৪১

প্রজানাথ ! এই বলবান্ পেচক যে যে কাককে তখন দেখিতে পাইল, তাহাদের সকলকেই ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট করিল। ইহাতে সেই সম্পূর্ণ বটবৃক্ষ কাকসকলের দেহ ও বিভিন্ন অবয়বসকলের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ৪২½

সেই শত্রুসংহারকারী উলূক এই কাকসকলকে বিনাশ করত নিজের ইচ্ছানুসারে শত্রুগণের উপর পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতি লাভ করিল ॥ ৪৩½

রাত্রিকালে উলূক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কপটতাপূর্ণ ক্রূর কর্ম অবলোকন করত স্বয়ংও তাদৃশ কার্য্য করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামা একাকীই পরামর্শ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪½

এই পক্ষী আমাকে 'যুদ্ধে কি করিতে হইবে' সেই উপদেশ প্রদান করিল। আমি মনে করি, আমার পক্ষেও বর্ত্তমানে এইরূপ কার্য্য করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৫½

পাণ্ডবেরা এই সময় জয়লাভে উল্লসিত আছে। তাহারা বলবান্, উৎসাহী এবং প্রহার করিতে কুশল। তাহারা নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আজ আমি নিজ শক্তির দ্বারা উহাদের বধ করিতে সমর্থ হইব না ॥ ৪৬½

এদিকে আমি রাজা দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু এই কার্য্য আমার সেরূপ বোধ হইতেছে, যেরূপ পতঙ্গসকলের অগ্নিতে লম্ফ প্রদান করা। আমি যে বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, উহা আমারই বিনাশকর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি আমি ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করি, তবে আমাকে অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৪৭-৪৮½

যদি আমি ছলনা করিয়া কার্য্য করি, তবে অবশ্যই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে এবং শত্রুগণের সম্যক্ সংহারও হইবে। যে

তং জনা বহু মন্যন্তে যে চ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
যচ্চাপ্যত্র ভবেদ্ বাচ্যং গর্হিতং লোকনিন্দিতম্ ॥ ৫০
কর্তব্যং তন্মনুষ্যেণ ক্ষত্রধর্মেণ বর্ততা।
নিন্দিতানি চ সর্বাণি কুৎসিতানি পদে পদে ॥ ৫১
সোপধানি কৃতান্যেব পাণ্ডবৈরকৃতাত্মভিঃ।
অস্মিন্নর্থে পুরা গীতা শ্রূয়ন্তে ধর্মচিন্তকৈঃ ॥ ৫২
শ্লোকা ন্যায়মবেক্ষদ্ভিস্তত্ত্বার্থাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে বা ভুঞ্জানে বাপি শত্রুভিঃ ॥ ৫৩
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রহর্তব্যং রিপোর্বলম্।
নিদ্রার্তমর্ধরাত্রে চ তথা নষ্টপ্রণায়কম্ ॥ ৫৪
ভিন্নযোধং বলং যচ্চ দ্বিধা যুক্তঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে সুপ্তানাং নিশি মারণে ॥ ৫৫
পাণ্ডূনাং সহ পাঞ্চালৈর্দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
স ক্রূরাং মতিমাস্থায় বিনিশ্চিত্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৬
সুপ্তৌ প্রাবোধয়ৎ তৌ তু মাতুলং ভোজমেব চ।
তৌ প্রবুদ্ধৌ মহাত্মানৌ কৃপ-ভোজৌ মহাবলৌ ॥৫৭
নোত্তরং প্রতিপদ্যেতাং তত্র যুক্তং হ্রিয়া বৃতৌ।
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পবিহ্বলমব্রবীৎ ॥ ৫৮
হতো দুর্য্যোধনো রাজা একবীরো মহাবলঃ।
যস্যার্থে বৈরমস্মাভিরাসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৫৯
একাকী বহুভিঃ ক্ষুদ্রৈরাহবে শুদ্ধবিক্রমঃ।
পাতিতো ভীমসেনেন একাদশচমূপতিঃ ॥ ৬০
বৃকোদরেণ ক্ষুদ্রেণ সুনৃশংসমিদং কৃতম্।
মূর্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ পাদেন পরিমৃদ্নতা ॥ ৬১
বিনর্দন্তি চ পাঞ্চালাঃ ক্ষ্বেলন্তি চ হসন্তি চ।
ধমন্তি শঙ্খান্ শতশো দৃষ্টা ঘ্নন্তি চ দুন্দুভীন্ ॥৬২

স্থলে সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে স্থলে সন্দিগ্ধ বস্তু অপেক্ষা সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা সংশয়পূর্ণ নহে। সাধারণ মানুষ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণও তাহারই অধিক সমাদর করিয়া থাকেন্ ॥ ৪৯½

এ জগতে যে কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবে, যাহাকে সকল লোকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়া থাকে, উহাও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে আচরণকারী মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ॥ ৫০½

অপবিত্রচিত্ত পাণ্ডবগণও পদে পদে এরূপ বহু কার্য্য করিয়াছে. যে সমস্ত কার্য্য সর্ব্বথা নিন্দা ও ঘৃণার যোগ্য। তাহাদের দ্বারা বহু কপটতাপূর্ণ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৫১½

এই বিষয়ে ন্যায়দৃষ্টিসম্পন্ন ধর্ম্মচিন্তক ও তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ প্রাচীনকালে এরূপ শ্লোক গান করিয়াছেন, যাহা তাত্ত্বিক অর্থের প্রতিপাদক ছিল। সেই শ্লোক এইভাবে শুনা যায় ॥ ৫২½

শত্রুদের সৈন্যরা যদি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভোজন করিতে থাকে, কোথাও গমন করিয়া থাকে অথবা কোন বিশেষ স্থানে প্রবেশ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহাদের উপর প্রহার করা উচিত ॥ ৫৩½

যে সৈন্য অর্দ্ধরাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন হইয়া যায়, যাহার নেতা নিহত হইয়াছে, যে যোদ্ধা বিভেদ ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহার উপরও শত্রু প্রহার করা উচিত ॥ ৫৪½

এইরূপে বিচার করত প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় পাঞ্চালগণ সহ পাণ্ডবদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৫৫½

ক্রূরতাপূর্ণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বারংবার এরূপে সিদ্ধান্ত করত অশ্বত্থামা নিদ্রিত নিজ মাতুল কৃপাচার্য্যকে এবং ভোজবংশ-জাত কৃতবর্ম্মাকে জাগাইলেন। ৫৬½

জাগরিত মহাত্মা মহাবল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা যখন অশ্বত্থামার সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৫৭

তখন অশ্বত্থামা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত অশ্রুগদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলেন,—জগতের অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন, যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছিলাম ॥ ৫৮-৫৯

যে একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল, সেই রাজা দুর্য্যোধন বিশুদ্ধ পরাক্রমের পরিচয় দান করিতে করিতে একাকীই যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু বহুসংখ্যক নীচ পুরুষ মিলিত হইয়া যুদ্ধস্থলে তাহাকে ভীমসেনের দ্বারা ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছে ॥ ৬০

এক মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্রাটের মস্তকে পাদ প্রহার করিতে করিতে নীচ ভীমসেন এই অতিশয় ভয়ানক ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিয়াছে ॥ ৬১

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া গর্জন ও সিংহনাদ করিতেছে,

বাদিত্রঘোষস্তুমুলো বিমিশ্রঃ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
অনিলেনেরিতো ঘোরো দিশঃ পূরয়তীব হ ॥ ৬৩
অশ্বানাং হেষমাণানাং গজনাঞ্চৈব বৃংহতাম্।
সিংহনাদশ্চ শূরাণাং শ্রূয়তে সুমহানয়ম্ ॥ ৬৪
দিশং প্রাচীং সমাশ্রিত্য হৃষ্টানাং গচ্ছতাং ভৃশম্।
রথনেমিস্বনাশ্চৈব শ্রূয়ন্তে লোমহর্ষণাঃ ॥ ৬৫
পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং যদিদং কদনং কৃতম্।
বয়মেব ত্রয়ঃ শিষ্টা অস্মিন্ মহতি বৈশসে ॥ ৬৬
কেচিন্নাগশতপ্রাণাঃ কেচিৎ সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।
নিহতাঃ পাণ্ডবেয়ৈস্তে মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৬৭
এবমেতেন ভাব্যং হি নূনং কার্য্যেণ তত্ত্বতঃ।
যথা হ্যস্যেদৃশী নিষ্ঠা কৃতকার্য্যেঽপি দুষ্করে ॥৬৮
ভবতোঃস্তু যদি প্রজ্ঞা ন মোহাদপনীয়তে।
ব্যাপন্নেঽস্মিন্ মহত্যর্থে যন্নঃ শ্রেয়স্তদুচ্যতাম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

হাস্য উপহাস করিতেছে, শত শত শঙ্খ বাজাইতেছে এবং বহু দুন্দুভিও বাজাইতেছে ॥ ৬২

শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যের গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর ধ্বনি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে যেন পরিপূর্ণ করিতেছে ॥ ৬৩

হ্রেষাধ্বনিকারী অশ্বগণ ও চীৎকারকারী হস্তীদিগের শব্দের সহিত বীরবর যোদ্ধাদের এই প্রচণ্ড সিংহনাদ শুনা যাইতেছে ॥৬৪

আনন্দসহকারে পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে সবেগে গমনকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের রথসমূহের চক্রসকলের এই রোমাঞ্চজনক শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ৬৫

হায়, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও সৈন্যদের যে এই বিনাশ-সাধন করিয়াছে, ঐ সর্ব্বাত্মক ধ্বংস হইতে আমরা তিন জনই মাত্র জীবিত রহিয়াছি ॥ ৬৬

কত বীর শত শত হস্তিতুল্য বলশালী ছিল এবং বহু লোক অস্ত্র-সঞ্চালনে কুশল ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছে। আমি ইহাকে কালেরই বিপরীত গতি বলিয়া মনে করি ॥ ৬৭

নিশ্চয় এই কার্য্যের এরূপই পরিণাম ছিল। যদিও এই যুদ্ধে আমরা অতিশয় দুষ্কর কার্য্যসকল করিয়াছি, তথাপি এই যুদ্ধের অন্তিম ফল এইরূপেই হইয়াছে। ৬৮

যদি আপনাদের উভয়ের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত না হইয়া থাকে, তবে এই মহাসঙ্কটকালে অনিষ্পন্ন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আমাদের পক্ষে কি করা উচিত হইবে উহা বলুন ॥ ৬৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দৈবস্য প্রবলতাং বর্ণয়তঃ কৃপাচার্য্যস্য কর্ত্তব্যবিষয়ে সতাং পরামর্শং গ্রহীতুমশ্বত্থাম্নে প্রেরণাদানম্ ।]

কৃপ উবাচ।

শ্রুতং তে বচনং সর্বং যদ্ যদুক্তং ত্বয়া বিভো।
মমাপি তু বচঃ কিঞ্চিচ্ছৃণুষ্বাদ্য মহাভুজ ॥ ১
আবদ্ধা মানুষাঃ সর্বে নিবদ্ধাঃ কর্মণোর্দ্বয়োঃ।
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে ॥ ২
ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণ্যেকেন সত্তম।
ন চাপি কর্মণৈকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধস্তু যোগতঃ ॥ ৩
তাভ্যামুভাভ্যাং সর্বার্থা নিবদ্ধা অধমোত্তমাঃ।
প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৪
পর্জন্যঃ পর্বতে বর্ষন্ কিন্নু সাধয়তে ফলম্।
কৃষ্টে ক্ষেত্রে তথা বর্ষন্ কিন্ন সাধয়তে ফলম্ ॥ ৫
উত্থানং চাপ্যদৈবস্য হ্যনুত্থানঞ্চ দৈবতম্।
ব্যর্থং ভবতি সর্বত্র পূর্বস্তত্র বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬
সুবৃষ্টে চ যথা দেবে সম্যক্ ক্ষেত্রে চ কর্ষিতে।
বীজং মহাগুণং ভূয়াৎ তথা সিদ্ধির্হি মানুষী ॥ ৭
তয়োর্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং চৈব প্রবর্ততে।
প্রাজ্ঞাঃ পুরুষকারেষু বর্তন্তে দাক্ষ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮
তাভ্যাং সর্বে হি কার্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্ষভ।
বিচেষ্টন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাস্তু তথৈব চ ॥ ৯
কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোঽপি দৈবেন সিধ্যতি।
তথাস্য কর্মণঃ কর্তুরভিনির্বর্ততে ফলম্ ॥ ১০
উত্থানঞ্চ মনুষ্যাণাং দক্ষাণাং দৈববর্জ্জিতম্।
অফলং দৃশ্যতে লোকে সম্যগপ্যুপপাদিতম্ ॥ ১১
তত্রালসা মনুষ্যাণাং যে ভবন্ত্যমনস্বিনঃ।
উত্থানং তে বিগর্হন্তি প্রাজ্ঞানাং তন্ন রোচতে ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[দৈবের প্রবলতার কথা বলিয়া কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক অশ্বত্থামাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সৎপুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রেরণাদান।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,— শক্তিশালী মহাবাহো! তুমি যে যে কথা বলিলে, সে সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। এখন তুমি আমার কিছু কথা শ্রবণ কর ॥ ১

সকল মানুষই প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ উভয় প্রকার কর্ম্মে বদ্ধ। এই দুইটি ব্যতীত অপর আর কিছুই নাই ॥ ২

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামন্! কেবল দৈব বা প্রারব্ধের দ্বারা অথবা একক পুরুষার্থের দ্বারাও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। উভয়ের সম্মিলনেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩

এই উভয়ের দ্বারাতেই উত্তম-অধম সকল কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত আছে। এই সব কার্য্যের মধ্যে কোন কোন কার্য্য প্রবৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত এবং কোন কোন কার্য্য নিবৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত। (চতুর্থ শ্লোকের শেষ পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা নিম্নরূপও হইয়া থাকে, উত্তম ও অধম (ভাল-মন্দ) সমস্ত কার্য্যই দৈব এবং পুরষকার উভয় থাকিলে সিদ্ধ হয় ও না থাকিলে নিষ্ফল হয়) ॥ ৪

মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া কোন্ ফলের সাধন করিয়া থাকে? এই মেঘ যদি কর্ষণ করা ক্ষেত্রে (জমিতে) বর্ষণ করিয়া থাকে, তবে কোন্ ফল না সাধিত হইয়া থাকে? ৫

দৈবরহিত পুরুষের পুরুষার্থ ব্যর্থ হয় এবং পুরুষার্থ-শূন্য দৈবও ব্যর্থ হইয়া যায়। সর্ব্বত্র এই উভয় পক্ষকেই উদ্যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষই (দৈবই) স্থির সিদ্ধান্ত ও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ দৈবের সহায়তা ব্যতীত পুরুষার্থ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ৬

যেরূপ (দৈব) মেঘ প্রচুর জল বর্ষণ করিলে এবং ক্ষেত্র (জমি) ভালভাবে কর্ষণ করিলে পর উহাতে রোপিত বীজ অধিক ফল দান করিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের সকল কার্য্য-সিদ্ধিও দৈব এবং পুরুষার্থের সহায়তায় লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭

এই উভয়ের মধ্যে দৈবই বলবান্; কারণ, সে নিজেই সিদ্ধান্ত করত পুরুষার্থের অপেক্ষা না করিয়াই ফলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তথাপি বিদ্বান্ পুরুষ দক্ষতা অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষার্থেই প্রবৃত্ত হন্ ॥ ৮

নরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক সকল কার্য্যই দৈব এবং পুরুষার্থ এই উভয়েরই সহায়তায় সিদ্ধ হইতে দেখা যায় ॥ ৯

কৃত পুরুষার্থও দৈবের সহযোগেই সফল হইয়া থাকে এবং দৈবের অনুকূলে কর্ত্তা সেই কর্ম্মের ফল লাভ করে ॥ ১০

চতুর মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে সম্পাদিত পুরুষার্থও যদি দৈবের সহযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে এ-জগতে উহাকে নিষ্ফল হইতে দেখা যায় ॥ ১১

মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা অলস এবং নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রিত

প্রায়শো হি কৃতং কর্ম নাফলং দৃশ্যতে ভুবি।
অকৃত্বা চ পুনর্দুঃখং কর্ম পশ্যেন্মহাফলম্ ॥ ১৩
চেষ্টামকুর্বল্লঁভতে যদি কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
যো বা ন লভতে কৃত্বা দুর্দর্শৌ তাবুভাবপি ॥ ১৪
শক্নোতি জীবিতুং দক্ষো নালসঃ সুখমেধতে।
দৃশ্যন্তে জীবলোকেঽস্মিন্ দক্ষাঃ প্রায়ো হিতৈষিণঃ ॥ ১৫
যদি দক্ষঃ সমারম্ভাৎ কর্মণো নাশ্নুতে ফলম্।
নাস্য বাচ্যং ভবেৎ কিঞ্চিল্লব্ধব্যং বাধিগচ্ছতি ॥ ১৬
অকৃত্বা কর্ম যো লোকে ফলং বিন্দতি ধিষ্ঠিতঃ।
স তু বক্তব্যতাং যাতি দ্বেষ্যো ভবতি ভূয়শঃ ॥ ১৭
এবমেতদনাদৃত্য বর্ততে যস্তুতোঽন্যথা।
স করোত্যাত্মনোঽনর্থানেষ বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ১৮
হীনং পুরুষকারেণ যদি দৈবেন বা পুনঃ।
কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুত্থানমফলং ভবেৎ ॥ ১৯
হীনং পুরুষকারেণ কর্ম ত্বিহ ন সিধ্যতি।
দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য যস্ত্বর্থান্ সম্যগীহতে ॥ ২০
দক্ষো দাক্ষিণ্যসম্পন্নো ন স মোঘৈর্বিহন্যতে।
সম্যগীহা পুনরিয়ং যো বৃদ্ধানুপসেবতে ॥ ২১
আপৃচ্ছতি চ যচ্ছ্রেয়ঃ করোতি চ হিতং বচঃ।
উত্থায়োত্থায় হি সদা প্রষ্টব্যা বৃদ্ধসম্মতাঃ ॥ ২২
তে স্ম যোগে পরং মূলং তন্মূলা সিদ্ধিরুচ্যতে।
বৃদ্ধানাং বচনং শ্রুত্বা যোঽভ্যুত্থানং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৩
উত্থানস্য ফলং সম্যক্ তদা স লভতেঽচিরাৎ।
রাগাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াল্লোভাদ্ যোঽর্থানীহতি মানবঃ ॥ ২৪

করিয়া রাখিতে পারে না, উহারা পুরুষার্থের নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেরূপ কথা ভাল লাগে না ॥ ১২

এ জগতে সম্পাদিত প্রায়শঃ সকল কর্ম্মই কখনও নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না; কিন্তু কর্ম্ম না করিলে দুঃখ লাভ করিতেই দেখা যায়, অতএব কর্ম্মকেই মহাফলদায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

যদি কেহ পুরুষার্থ না করিয়া দৈবেচ্ছায় কিছু লাভ করিয়া থাকে অথবা পুরুষার্থ করিয়াও কিছুই না পাইয়া থাকে, তবে এরূপ পুরুষকে জগতে অতিশয় দুর্লভ বলিয়াই মনে করিবে ॥ ১৪

পুরুষার্থে নিরত নিপুণ ব্যক্তি সুখে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু অলস ব্যক্তি কখনও সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জীব-জগতে প্রায়শঃ তৎপরতা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকেই নিজের হিতসাধন করিতে দেখা যায় ॥ ১৫

যদি কার্য্যদক্ষ মানুষ কার্য্য আরম্ভ করিয়াই উহার ফল না পাইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য উহার কোনরূপ নিন্দা করা উচিত নহে অথবা নিজের প্রাপ্তব্য লক্ষ্য সে লাভ করিয়াই থাকে ॥ ১৬

কিন্তু যে ব্যক্তি এ জগতে কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া ফল ভোগ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি প্রায়শঃই নিন্দিত হইয়া থাকে এবং অপরের দ্বেষের পাত্র হয় ॥ ১৭

এইরূপ যে মানুষই এই মত অনাদর করত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ের সহায়তা না মানিয়া কেবল একেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি নিজের অনর্থই করিতে থাকে—ইহাই বুদ্ধিমান্‌গণের নীতি ॥ ১৮

পুরুষার্থহীন দৈব অথবা দৈবহীন পুরুষার্থ—এই দুইটি কারণেই মানুষের উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৯

পুরুষার্থ ব্যতীত এই জগতে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দৈবকে নমস্কার করিয়া সকল কার্য্য ভালভাবে সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এই দক্ষ ও উদার ব্যক্তি অসাফল্যে উদ্বিগ্ন হয় না ॥ ২০½

যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের সেবা করে, তাঁহাদের নিকট নিজের কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁহাদের কথিত হিতকারক বাক্য পালন করে, এইরূপ সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা সেই ব্যক্তিকে পুনরায় কল্যাণ পথে লইয়া যায় ॥ ২১½

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া উঠিয়া বৃদ্ধজনগণের দ্বারা সম্মানিত পুরুষসকলের নিকট নিজের হিতকথা জিজ্ঞাসা করা উচিত; কারণ, ইহা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি-সম্বন্ধে মুখ্য হেতু। তাঁহাদের কথিত এই উপায়ই সিদ্ধির মূল কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২২½

যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পুরুষগণের বচন শ্রবণ করত তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উত্তম ফল শীঘ্র লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৩½

নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ এবং অপরের অবহেলা করিতে উৎসুক যে মানব রাগ, ক্রোধ, ভয় ও লোভ বশতঃ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই মানব অতি সত্বর নিজ ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪½

অনীশশ্চাবমানী চ স শীঘ্রং ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং দুর্য্যোধনেনার্থো লুব্ধেনাদীর্ঘদর্শিনা ॥ ২৫
অসমর্থ্য সমারব্ধো মূঢ়ত্বাদবিচিন্তিতঃ।
হিতবুদ্ধীননাদৃত্য সম্মন্ত্র্যাসাধুভিঃ সহ ॥ ২৬
বার্য্যমাণোঽকরোদ্ বৈরং পাণ্ডবৈর্গুণবত্তরৈঃ।
পূর্বমপ্যতিদুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কর্তুমর্হতি ॥ ২৭
তপত্যর্থে বিপন্নে হি মিত্রাণাং ন কৃতং বচঃ।
অনুবর্তামহে যত্তু তং বয়ং পাপপূরুষম্ ॥ ২৮
অস্মানপ্যনয়স্তস্মাৎ প্রাপ্তোঽয়ং দারুণো মহান্।
অনেন তু মমাদ্যাপি ব্যসনেনোপতাপিতা ॥ ২৯
বুদ্ধিশ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেয়ো নাববুধ্যতে।
মুহ্যতা তু মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যাঃ সুহৃদো জনাঃ ॥ ৩০
তত্রাস্য বুদ্ধির্বিনয়স্তত্র শ্রেয়শ্চ পশ্যতি।
ততোঽস্য মূলং কার্য্যাণাং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বৈ বুধাঃ॥৩১
তেঽত্র পৃষ্টা যথা ব্রূয়ুস্তৎ কর্তব্যং তথা ভবেৎ।
তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীঞ্চ সমেত্য হ ॥ ৩২
উপপৃচ্ছামহে গত্বা বিদুরঞ্চ মহামতিম্।
তে পৃষ্টাস্তু বদেয়ুর্যচ্ছ্রেয়ো নঃ সমনন্তরম্ ॥ ৩৩
তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
অনারম্ভাৎ তু কার্য্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৪
কৃতে পুরুষকারে তু যেষাং কার্য্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণি-কৃপসংবাদে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

দুর্য্যোধন লোভী ও অদূরদর্শী ছিল। সে মূর্খতাবশতঃ কাহারও নিকট নিজের কার্য্যের সমর্থন পায় নাই এবং সে নিজেও এ-বিষয়ে ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে নাই। সে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে অনাদর করত দুষ্টদের সহিত পরামর্শ করিয়াছে ও সকলে নিষেধ করিলেও অধিক গুণবান্ পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে ॥ ২৫-২৬½

প্রথমে সে অতিশয় দুষ্টস্বভাব ছিল, সে ত কখনও ধৈর্য্য ধারণ করিত না, সে মিত্রগণের কথা মানিত না; সেইজন্য এখন কার্য্যহানি হওয়ায় অনুতাপ করিতেছে ॥ ২৭½

আমরা যেহেতু সেই পাপী দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতেছি, সেইহেতু আমাদেরও অতিশয় দারুণ অনর্থ প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ২৮½

এই সঙ্কটে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হওয়ায় আমার বুদ্ধি আজ ভালভাবে চিন্তা করিয়াও নিজের পক্ষে হিতকর কোন কার্য্য নির্ণয় করিতে পারিতেছে না ॥২৯½

যখন মানুষ মোহের বশীভূত হইয়া হিতাহিত নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহার পক্ষে নিজের সুহৃদ্‌গণের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে তাহার বুদ্ধি ও বিনয় লাভ হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারা সে নিজের হিতসাধনও দেখিতে পায় ॥ ৩০½

জিজ্ঞাসা করিবার পর বিদ্বান্ পুরুষগণ নিজ বুদ্ধিতে তাহার কার্য্যের মূল কারণ নিশ্চয় করত যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই উহার পালন করা উচিত ॥ ৩১½

অতএব আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী দেবী এবং মহামতি বিদুরের নিকট যাইয়া কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৩২½

আমরা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহারা আমাদের পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর কার্য্যরূপে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমাদের করণীয় হইবে। আমার ত ইহাই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ॥ ৩৩½

কার্য্য আরম্ভ না করিলে পর কোথাও কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু পুরুষার্থ করিলেও যাহার কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহা দৈবেরই প্রতিবন্ধক বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়ে আর অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৪-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের সংবাদবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[কৃপং কৃতবর্ম্মাণঞ্চোত্তরয়তাশ্বত্থাম্না স্বস্য ক্রূরতাপূর্ণসিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃপস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং শুভম্ ।
অশ্বত্থামা মহারাজ দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১
দহ্যমানস্তু শোকেন প্রদীপ্তেনাগ্নিনা যথা ।
ক্রূরং মনস্ততঃ কৃত্বা তাবুভৌ প্রত্যভাষত ॥ ২
পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা ।
তুষ্যন্তি চ পৃথক্ সর্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া ॥ ৩
সর্বো হি মন্যতে লোক আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্ ।
সর্বস্যাত্মা বহুমতঃ সর্বাত্মানং প্রশংসতি ॥ ৪
সর্বস্য হি স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা ।
পরবুদ্ধিঞ্চ নিন্দন্তি স্বাং প্রশংসন্তি চাসকৃৎ ॥ ৫
কারণান্তরযোগেন যোগে যেষাং সমাগতিঃ ।
অন্যোন্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃৎ ॥ ৬
তস্যৈব তু মনুষ্যস্য সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।
কালযোগে বিপর্য্যাসং প্রাপ্যান্যোন্যং বিপদ্যতে ॥ ৭
বিচিত্রত্বাৎ তু চিত্তানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ ।
চিত্তবৈক্লব্যমাসাদ্য সা সা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮
যথা হি বৈদ্যঃ কুশলো জ্ঞাত্বা ব্যাধিং যথাবিধি ।
ভৈষজ্যং কুরুতে যোগাৎ প্রশমার্থমিতি প্রভো ॥ ৯
এবং কার্য্যস্য যোগার্থং বুদ্ধিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্তাস্তাঞ্চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥ ১০
অন্যয়া যৌবনে মর্ত্যো বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ ।
মধ্যেঽন্যয়া জরায়াং তু সোঽন্যাং রোচয়তে মতিম্ ॥ ১১
ব্যসনং বা মহাঘোরং সমৃদ্ধিং চাপি তাদৃশীম্ ।
অবাপ্য পুরুষো ভোজ কুরুতে বুদ্ধিবৈকৃতম্ ॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে উত্তরদান করিতে করিতে অশ্বত্থামা কর্তৃক নিজের ক্রূরতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! কৃপাচার্য্যের বাক্য ধর্ম্ম ও অর্থপূর্ণ এবং মঙ্গলকর ছিল । উহা শ্রবণ করত অশ্বত্থামা দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ১

তাঁহার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । ইহাতে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন এবং নিজের মনকে কঠোর করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা উভয়কেই বলিলেন ॥ ২

প্রত্যেক মানুষে যে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাই তাহার সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । নিজ নিজ সেই বুদ্ধিতে সকল মানুষই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্তোষ লাভ করে ॥ ৩

সকল ব্যক্তিই নিজেকে নিজেই অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে । সকলেরই নিজ নিজ বুদ্ধিকে সর্ব্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৪

সকলেরই দৃষ্টিতে নিজ নিজ বুদ্ধিকে ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় । সকল মানুষই অপরের বুদ্ধির নিন্দা ও নিজ বুদ্ধির প্রশংসা বার বার করিয়া থাকে ॥ ৫

যদি কোন পৃথক্ পৃথক্ কারণের সংযোগে একই সঙ্গে মধ্যে যাহাদের বিচার পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট থাকে এবং বারংবার পরস্পরের প্রতি অধিক সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৬

কিন্তু কালের কুটিলচক্রে সেই মানুষেরই সেই সেই বুদ্ধি বিপরীতগামী হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া যায় ॥ ৭

সকল প্রাণীর বিশেষতঃ মনুষ্যগণের চিত্ত পরস্পর হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে ; অতএব নানাবিধ ঘটনাসমূহের কারণে চিত্তের যে ব্যাকুলতা হয়, তাহার অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৮

প্রভো ! যেরূপ নিপুণ বৈদ্য বিধি অনুসারে রোগসম্বন্ধে সব কিছু অবগত হইয়া উহার উপশমের জন্য যোগ্যতানুরূপ ঔষধ প্রদান করেন, সেইরূপ মানুষ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিজের জন্য নিজের বিবেক শক্তি অনুসারে বিচার করত কোন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে ; কিন্তু অপর মানুষেরা উহার নিন্দা করে ॥ ৯-১০

মানুষ যৌবনে একপ্রকার বুদ্ধিতে মোহিত হয়, মধ্যম অবস্থায় অন্য এক বুদ্ধিতে প্রভাবিত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে অপর কোন বুদ্ধি ভাল লাগে ॥ ১১

ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মন্ ! মনুষ্য যখন কোন এক নিদারুণ মহাসঙ্কটে পতিত হয় অথবা তাহার কোন প্রকার

একস্মিন্নেব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
ভবত্যকৃতধর্মত্বাৎ সা তস্যৈব ন রোচতে ॥ ১৩
নিশ্চিত্য তু যথাপ্রজ্ঞং যাং মতিং সাধু পশ্যতি।
তয়া প্রকুরুতে ভাবং সা তস্যোদ্যোগকারিকা ॥ ১৪
সর্বো হি পুরুষো ভোজ-সাধ্বেতদিতি নিশ্চিতঃ।
কর্তুমারভতে প্রীতো মারণাদিষু কর্মসু ॥ ১৫
সর্বে হি বুদ্ধিমাজ্ঞায় প্রজ্ঞাং বাপি স্বকাং নরাঃ।
চেষ্টন্তে বিবিধাং চেষ্টাং হিতমিত্যেব জানতে ॥ ১৬
উপজাতা ব্যসনজা যেয়মদ্য মতির্মম।
যুবয়োস্তাং প্রবক্ষ্যামি মম শোকবিনাশিনীম্ ॥ ১৭
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম তাসু বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্তে হ্যেকৈকং গুণভাগ্ গুণম্ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যং তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্।
দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে চ সর্ববর্ণানুকূলতাম্ ॥১৯
অদান্তো ব্রাহ্মণোঽসাধুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োঽধমঃ।
অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্ ॥ ২০
সোঽস্মি জাতঃ কুলে শ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে।
মন্দভাগ্যতয়াস্ম্যেতং ক্ষত্রধর্মমনুষ্ঠিতঃ ॥ ২১
ক্ষত্রধর্মং বিদিত্বাহং যদি ব্রাহ্মণ্যমাশ্রিতঃ।
প্রকুর্য্যাং সুমহৎ কর্ম ন মে তৎ সাধুসম্মতম্ ॥২২
ধারয়ংশ্চ ধনুর্দিব্যং দিব্যান্যস্ত্রাণি চাহবে।
পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি ॥ ২৩
সোঽহমদ্য যথাকামং ক্ষত্রধর্মমুপাস্য তম্।
গন্তাস্মি পদবীং রাজ্ঞঃ পিতুশ্চাপি মহাত্মনঃ ॥ ২৪
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিশ্বস্তা জিতকাশিনঃ।
বিমুক্তযুগ্যকবচা হর্ষেণ চ সমন্বিতাঃ ॥ ২৫

ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তখন সেই সঙ্কট ও সমৃদ্ধি লাভ করত উহার বৃত্তিতে ক্রমশঃ শোক এবং হর্ষরূপ বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২

এই বিকারবশতঃ একই পুরুষের মধ্যে সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি (বিচারধারা) উদ্ভূত হয়; কিন্তু সময়ের অনুরূপ না হইলে পর তাহার সেই নিজ বুদ্ধিই তাহার অরুচিকর হইয়া যায় ॥ ১৩

মানুষ নিজ বিবেক অনুসারে কোন নিশ্চয়ের উপর উপস্থিত হইয়া যে বুদ্ধিকে উত্তম বলিয়া মনে করে, তাহারই দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। এই বুদ্ধিই তাহার উদ্যোগের সাফল্য আনিয়া দেয় ॥ ১৪

কৃতবর্মন্! সকল মানুষই 'এই কার্য্য উত্তম' ইহা নিশ্চয় করত প্রীতি সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে এবং হিংসাদি কর্মেও প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৫

সকল মানুষ নিজ বুদ্ধি অথবা বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করত নানাবিধ চেষ্টা করে এবং উহাই নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে ॥ ১৬

আজ সঙ্কটে পতিত হওয়ায় আমার অন্তরে যে বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, উহা আমি আপনাদের উভয়কে বলিতেছি। উহাই আমার শোকের বিনাশকারী ॥ ১৭

গুণবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণকে সৃষ্টি করত তাহাদের জন্য কর্মের বিধান করিলেন এবং প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে এক এক গুণের স্থাপনা করিলেন ॥ ১৮

তিনি ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বেদ, ক্ষত্রিয়ে উত্তম তেজ (প্রতাপ), বৈশ্যে বাণিজ্যদক্ষতা এবং শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলে চলিবার বৃত্তি স্থাপিত করিলেন ॥ ১৯

মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। তেজোহীন ক্ষত্রিয় অধম বলিয়া পরিচিত। যে বাণিজ্যে নিপুণ নহে, এরূপ বৈশ্যের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে এবং অন্য বর্ণসকলের প্রতিকূল আচরণকারী শূদ্রও নিন্দনীয় ॥ ২০

আমি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরম সম্মানিত বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, তথাপি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২১

যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম জানিয়াও আমি ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় গ্রহণ করত অন্য কোন প্রকৃষ্ট কর্ম করিতে উদ্যোগী হই, তথাপি সৎ-পুরুষগণের সমাজে আমার সেই কার্য্য অনুমোদিত হইবে না ॥২২

আমি দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করি, তথাপি যুদ্ধে নিজের পিতাকে অন্যায়ভাবে নিহত হইতে দেখিয়া যদি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করি, তবে বীরগণের সভায় কি বলিব? ২৩

অতএব আজ আমি নিজ রুচি অনুসারে সেই ক্ষত্রিয়ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের মহাত্মা পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পথের অনুসরণ করিব ॥ ২৪

আজ জয়লাভে উল্লসিত পাঞ্চালগণ কবচ মুক্ত করিয়া এবং যুগ হইতে অশ্বগণকে মোচন করিয়া বিশ্বাস সহকারে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা শ্রান্ত ও অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৫½

জয়ং মত্বাঽঽত্মনশ্চৈব শ্রান্তা ব্যায়ামকর্শিতাঃ।
তেষাং নিশি প্রসুপ্তানাং সুস্থানাং শিবিরে স্বকে ॥ ২৬
অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্যাদ্য দুষ্করম্।
তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতবিচেতসঃ ॥ ২৭
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্।
অদ্য তান্ সহিতান্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্ ॥ ২৮
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য কক্ষং দীপ্ত ইবানলঃ।
নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শান্তিং লব্ধাস্মি সত্তম ॥২৯
পঞ্চালেষু ভবিষ্যামি সূদয়ন্নদ্য সংযুগে।
পিনাকপাণিঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বয়ং রুদ্রঃ পশুষ্বিব ॥ ৩০
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান্ নিহত্য চ নিকৃত্য চ।
অর্দয়িষ্যামি সংহৃষ্টো রণে পাণ্ডুসুতাংস্তথা ॥ ৩১
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালৈঃ কৃত্বা ভূমিং শরীরিণীম্।
প্রহৃত্যৈকৈকশস্তেষু ভবিষ্যাম্যনৃণঃ পিতুঃ ॥ ৩২
দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য ভীষ্ম-সৈন্ধবয়োরপি।
গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমদ্য দুর্গমাম্ ॥৩৩
অদ্য পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বৈ নিশি।
নচিরাৎ প্রমথিষ্যামি পশোরিব শিরো বলাৎ ॥ ৩৪
অদ্য পাঞ্চাল-পাণ্ডূনাং শয়িতানাত্মজান্ নিশি।
খড়্গেন নিশিতেনাজৌ প্রমথিষ্যামি গৌতম ॥ ৩৫
অদ্য পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি সৌপ্তিকে।
কৃতকৃত্যঃ সুখী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নিজেদের জয়লাভ হইয়াছে জানিয়া রাত্রিতে সুস্থির চিত্তে নিদ্রিত পাঞ্চালগণের নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক আমি তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব। সমস্ত শিবিরকে এরূপভাবে ধ্বংস করিয়া দিব, যাহা অপরের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর ॥ ২৬½

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণের উপর আক্রমণ করেন, সেইরূপ আমিও শিবিরে মৃতের স্থায় অচৈতন্য হইয়া নিদ্রিত পাঞ্চালগণের বক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদের পরাক্রম সহকারে বিনাশ করিব ॥ ২৭½

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক বনকে এবং তৃণ-রাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি আজ একত্রে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণের উপর আক্রমণ করত সংহার করিব। ইহাদের সংহার করিলে পর আমার শান্তি লাভ হইবে ॥ ২৮-২৯

যেরূপ প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ পিনাকধারী রুদ্র সমস্ত পশুগণকে (জীবগণকে) আক্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ যুদ্ধে পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের পক্ষে কালস্বরূপ হইব ॥ ৩০

আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করত উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে পাণ্ডু-দিগকেও পীড়িত করিব ॥ ৩১

আজ সমস্ত পাঞ্চালগণের দেহসকলের দ্বারা রণভূমিকে দেহধারিণী করিয়া এক এক পাঞ্চালের প্রতি প্রচণ্ড প্রহার করত আমি নিজের পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ৩২

আজ পাঞ্চালদিগকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম এবং জয়দ্রথের দুর্গম মার্গের দিকে প্রেরণ করিব ॥ ৩৩

আজ রাত্রিতে আমি অতি সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক পশুর মস্তকের স্থায় বলপূর্ব্বক মথিত করিয়া দিব। ৩৪

গৌতম! আজ রাত্রিতে যুদ্ধে নিদ্রিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডু-গণের পুত্রদিগকেও আমি স্বীয় তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব ॥ ৩৫

মহামতে! আজ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় সেই পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বধ করত আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব। ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বঃ প্রভাতে যুদ্ধায় কৃপাচার্য্যস্য পরামর্শদানম্, রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাণ্ডব-যোদ্ধৄণাং বধায়াশ্বত্থাম্ন আগ্রহপ্রকাশশ্চ]

কৃপ উবাচ।

দিষ্ট্যা তে প্রতিকর্তব্যে মতির্জাতেয়মচ্যুত।
ন ত্বাং বারয়িতুং শক্তো বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১
অনুযাস্যাবহে ত্বাং তু প্রভাতে সহিতাবুভৌ।
অদ্য রাত্রৌ বিশ্রমস্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥ ২
অহং ত্বামনুযাস্যামি কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
পরানভিমুখং যান্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥ ৩
আবাভ্যাং সহিতঃ শত্রূন্ শ্বো নিহন্তা সমাগমে।
বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ পাঞ্চালান্ সপদানুগান্ ॥৪
শক্তস্ত্বমসি বিক্রম্য বিশ্রমস্ব নিশামিমাম্।
চিরং তে জাগ্রতস্তাত স্বপ তাবন্নিশামিমাম্ ॥ ৫
বিশ্রান্তশ্চ বিনিদ্রশ্চ স্বস্থচিত্তশ্চ মানদ।
সমেত্য সমরে শত্রূন্ বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
ন হি ত্বাং রথিনাং শ্রেষ্ঠং প্রগৃহীতবরায়ুধম্।
জেতুমুৎসহতে শশ্বদপি দেবেষু বাসবঃ ॥ ৭
কৃপেণ সহিতং যান্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবর্মণা।
কো দ্রৌণিং যুধি সংরব্ধং যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥ ৮
তে বয়ং নিশি বিশ্রান্তা বিনিদ্রা বিগতজ্বরাঃ।
প্রভাতায়াং রজন্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাত্রবান্ ॥ ৯
তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি মম চৈব ন সংশয়ঃ।
সাত্বতোঽপি মহেষ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেষু কোবিদঃ ॥ ১০
তে বয়ং সহিতাস্তাত সর্বান্ শত্রূন্ সমাগতান্।
প্রসহ্য সমরে হত্বা প্রীতিং প্রাপ্স্যাম পুষ্কলাম্ ॥ ১১

চতুর্থ অধ্যায়।

[আগামী কাল প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবার জন্য কৃপাচার্য্যের পরামর্শদান এবং রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময়েই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে অশ্বত্থামার আগ্রহ প্রকাশ।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—তাত! তুমি নিজ সত্য হইতে কখনও চ্যুত হও নাই। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তোমার মনে এখন প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা জাগিয়াছে। তোমাকে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১

আজ রাত্রিতে কবচ ও ধ্বজ মুক্ত করিয়া বিশ্রাম কর। কাল প্রাতঃকালে আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২

যখন তুমি শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইবে, সেই সময় আমি এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা উভয়েই কবচ ধারণ করত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব ॥ ৩

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আগামী কালের প্রভাতে সংগ্রামে আমাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া তুমি নিজের শত্রু পাঞ্চালগণ ও তাহাদের সেবকদিগকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে ॥ ৪

তাত! তুমি পরাক্রম দেখাইয়া শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ, অতএব এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর। তুমি বহুক্ষণ যাবৎ জাগিয়া আছ, সুতরাং এই রাত্রিতে নিদ্রিত হও ॥ ৫

মানদ! শ্রান্তি দূর করিয়া ও নিদ্রা যাইয়া তুমি স্বস্থচিত্তে সমরাঙ্গণে গমন করত শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬

তুমি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও কখনও জয় করিবার সাহস করিবেন না ॥ ৭

যখন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কৃপাচার্য্য আমার সহিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইবে, সেই সময় কোন বীর; এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না ॥ ৮

অতএব আমরা সকলে রাত্রিতে বিশ্রাম করত নিদ্রাহীন ও উদ্বেগরহিত হইয়া প্রাতঃকালেই নিজের শত্রুদের বিনাশ সাধন করিব ॥ ৯

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, তোমার এবং আমার নিকটেও দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও যুদ্ধ-বিষয়ে সর্ব্বদা অতিশয় অভিজ্ঞ ॥ ১০

তাত! আমরা সকলে একসঙ্গে থাকিয়া সমরাঙ্গণে সম্মুখে আগত সমস্ত শত্রুদিগকে সবলে বধ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিব ॥ ১১

জয়ং মত্বাঽঽত্মনশ্চৈব শ্রান্তা ব্যায়ামকর্শিতাঃ।
তেষাং নিশি প্রসুপ্তানাং সুস্থানাং শিবিরে স্বকে ॥ ২৬
অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্যাস্য দুষ্করম্।
তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতবিচেতসঃ ॥ ২৭
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্।
অদ্য তান্ সহিতান্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্ ॥ ২৮
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য কক্ষং দীপ্ত ইবানলঃ।
নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শান্তিং লব্ধাস্মি সত্তম ॥২৯
পঞ্চালেষু ভবিষ্যামি সূদয়নদ্য সংযুগে।
পিনাকপাণিঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বয়ং রুদ্রঃ পশুম্বিব ॥ ৩০
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান্ নিহত্য চ নিকৃত্য চ।
অর্দয়িষ্যামি সংহৃষ্টো রণে পাণ্ডুসুতাংস্তথা ॥ ৩১
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালৈঃ কৃত্বা ভূমিং শরীরিণীম্।
প্রহৃত্যৈকৈকশস্তেষু ভবিষ্যাম্যনৃণঃ পিতুঃ ॥ ৩২
দুর্যোধনস্য কর্ণস্য ভীষ্ম-সৈন্ধবয়োরপি।
গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমদ্য দুর্গমাম্ ॥৩৩
অদ্য পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বৈ নিশি।
নচিরাৎ প্রমথিষ্যামি পশোরিব শিরো বলাৎ ॥ ৩৪
অদ্য পাঞ্চাল-পাণ্ডূনাং শয়িতানাত্মজান্ নিশি।
খড়্গেন নিশিতেনাজৌ প্রমথিষ্যামি গৌতম ॥ ৩৫
অদ্য পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি সৌপ্তিকে।
কৃতকৃত্যঃ সুখী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নিজেদের জয়লাভ হইয়াছে জানিয়া রাত্রিতে সুস্থির চিত্তে নিদ্রিত পাঞ্চালগণের নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক আমি তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব। সমস্ত শিবিরকে এরূপভাবে ধ্বংস করিয়া দিব, যাহা অপরের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর ॥ ২৬½

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণের উপর আক্রমণ করেন, সেইরূপ আমিও শিবিরে মৃতের ন্যায় অচৈতন্য হইয়া নিদ্রিত পাঞ্চালগণের বক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদের পরাক্রম সহকারে বিনাশ করিব ॥ ২৭½

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক বনকে এবং তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি আজ একত্রে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণের উপর আক্রমণ করত সংহার করিব। ইহাদের সংহার করিলে পর আমার শান্তি লাভ হইবে ॥ ২৮-২৯

যেরূপ প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ পিনাকধারী রুদ্র সমস্ত পশুগণকে (জীবগণকে) আক্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ যুদ্ধে পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের পক্ষে কালস্বরূপ হইব ॥ ৩০

আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করত উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে পাণ্ডবদিগকেও পীড়িত করিব ॥ ৩১

আজ সমস্ত পাঞ্চালগণের দেহসকলের দ্বারা রণভূমিকে দেহধারিণী করিয়া এক এক পাঞ্চালের প্রতি প্রচণ্ড প্রহার করত আমি নিজের পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ৩২

আজ পাঞ্চালদিগকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম এবং জয়দ্রথের দুর্গম মার্গের দিকে প্রেরণ করিব ॥ ৩৩

আজ রাত্রিতে আমি অতি সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক পশুর মস্তকের ন্যায় বলপূর্ব্বক মথিত করিয়া দিব। ৩৪

গৌতম! আজ রাত্রিতে যুদ্ধে নিদ্রিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের পুত্রদিগকেও আমি স্বীয় তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব ॥ ৩৫

মহামতে! আজ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় সেই পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বধ করত আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব। ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বঃ প্রভাতে যুদ্ধায় কৃপাচার্য্যস্য পরামর্শদানম্, রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাণ্ডব-যোদ্ধৄণাং বধায়াশ্বত্থাম্ন আগ্রহপ্রকাশশ্চ]

কৃপ উবাচ।

দিষ্ট্যা তে প্রতিকর্তব্যে মতির্জাতেয়মচ্যুত।
ন ত্বাং বারয়িতুং শক্তো বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১
অনুযাস্যাবহে ত্বাং তু প্রভাতে সহিতাবুভৌ।
অদ্য রাত্রৌ বিশ্রমস্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥ ২
অহং ত্বামনুযাস্যামি কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
পরানভিমুখং যান্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥ ৩
আবাভ্যাং সহিতঃ শত্রূন্ শ্বো নিহন্তা সমাগমে।
বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ পাঞ্চালান্ সপদানুগান্ ॥৪
শক্তস্ত্বমসি বিক্রম্য বিশ্রমস্ব নিশামিমাম্।
চিরং তে জাগ্রতস্তাত স্বপ তাবন্নিশামিমাম্ ॥ ৫
বিশ্রান্তশ্চ বিনিদ্রশ্চ স্বস্থচিত্তশ্চ মানদ।
সমেত্য সমরে শত্রূন্ বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
ন হি ত্বাং রথিনাং শ্রেষ্ঠং প্রগৃহীতবরায়ুধম্।
জেতুমুৎসহতে শশ্বদপি দেবেষু বাসবঃ ॥ ৭
কৃপেণ সহিতং যান্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবর্মণা।
কো দ্রৌণিং যুধি সংরব্ধং যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥ ৮
তে বয়ং নিশি বিশ্রান্তা বিনিদ্রা বিগতজ্বরাঃ।
প্রভাতায়াং রজন্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাত্রবান্ ॥ ৯
তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি মম চৈব ন সংশয়ঃ।
সাত্বতোঽপি মহেষ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেষু কোবিদঃ ॥ ১০
তে বয়ং সহিতাস্তাত সর্বান্ শত্রূন্ সমাগতান্।
প্রসহ্য সমরে হত্বা প্রীতিং প্রাপ্স্যাম পুষ্কলাম্ ॥ ১১

চতুর্থ অধ্যায়।

[আগামী কাল প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবার জন্ম কৃপাচার্য্যের পরামর্শদান এবং রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময়েই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে অশ্বত্থামার আগ্রহ প্রকাশ।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—তাত! তুমি নিজ সত্য হইতে কখনও চ্যুত হও নাই। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তোমার মনে এখন প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা জাগিয়াছে। তোমাকে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না॥ ১

আজ রাত্রিতে কবচ ও ধ্বজ মুক্ত করিয়া বিশ্রাম কর। কাল প্রাতঃকালে আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব॥ ২

যখন তুমি শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইবে, সেই সময় আমি এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা উভয়েই কবচ ধারণ করত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব॥ ৩

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আগামী কালের প্রভাতে সংগ্রামে আমাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া তুমি নিজের শত্রু পাঞ্চালগণ ও তাহাদের সেবকদিগকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে। ৪

তাত! তুমি পরাক্রম দেখাইয়া শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ, অতএব এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর। তুমি বহুক্ষণ যাবৎ জাগিয়া আছ, সুতরাং এই রাত্রিতে নিদ্রিত হও॥ ৫

মানদ! শ্রান্তি দূর করিয়া ও নিদ্রা যাইয়া তুমি স্বস্থচিত্তে সমরাঙ্গণে গমন করত শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৬

তুমি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও কখনও জয় করিবার সাহস করিবেন না॥ ৭

যখন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কৃপাচার্য্য আমার সহিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইবে, সেই সময় কোন বীর; এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না॥ ৮

অতএব আমরা সকলে রাত্রিতে বিশ্রাম করত নিদ্রাহীন ও উদ্বেগরহিত হইয়া প্রাতঃকালেই নিজের শত্রুদের বিনাশ সাধন করিব॥ ৯

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, তোমার এবং আমার নিকটেও দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও যুদ্ধ-বিষয়ে সর্ব্বদা অতিশয় অভিজ্ঞ॥ ১০

তাত! আমরা সকলে একসঙ্গে থাকিয়া সমরাঙ্গণে সম্মুখে আগত সমস্ত শত্রুদিগকে সবলে বধ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিব॥ ১১

বিশ্রমস্ব ত্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং সুখম্ ।
অহঞ্চ কৃতবর্মা চ ত্বাং প্রযান্তং নরোত্তমম্ ॥ ১২
অনুযাস্যাব সহিতৌ ধন্বিনৌ পরতাপনৌ ।
রথিনং ত্বরয়া যান্তং রথমাস্থায় দংশিতৌ ॥ ১৩
স গত্বা শিবিরং তেষাং নাম বিশ্রাব্য চাহবে ।
ততঃ কর্তাসি শত্রূণাং যুধ্যতাং কদনং মহৎ ॥ ১৪
কৃত্বা চ কদনং তেষাং প্রভাতে বিমলেঽহনি ।
বিহরস্ব যথা শক্রঃ সূদয়িত্বা মহাসুরান্ ॥ ১৫
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং পাঞ্চালানাং বরূথিনীম্ ।
দৈত্যসেনামিব ক্রুদ্ধঃ সর্বদানবসূদনঃ ॥ ১৬
ময়া ত্বাং সহিতং সংখ্যে গুপ্তঞ্চ কৃতবর্মণা ।
ন সহেত বিভুঃ সাক্ষাদ্ বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১৭
ন চাহং সমরে তাত কৃতবর্মা ন চৈব হি ।
অনির্জিত্য রণে পাণ্ডূন্ ন চ যাস্যামি কর্হিচিৎ ॥ ১৮
হত্বা চ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ ।
নিবর্তিষ্যামহে সর্বে হতা বা স্বর্গগা বয়ম্ ॥ ১৯
সর্বোপায়ৈঃ সহায়াস্তে প্রভাতে বয়মাহবে ।
সত্যমেতন্মহাবাহো প্রব্রবীমি তবানঘ ॥ ২০
এবমুক্তস্ততো দ্রৌণির্মাতুলেন হিতং বচঃ ।
অব্রবীন্মাতুলং রাজন্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২১
আতুরস্য কুতো নিদ্রা নরস্যামর্ষিতস্য চ ।
অর্থাংশ্চিন্তয়তশ্চাপি কাময়ানস্য বা পুনঃ ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং পশ্য মেঽদ্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২
যস্য ভাগশ্চতুর্থো মে স্বপ্নমহ্নায় নাশয়েৎ ।
কিং নাম দুঃখং লোকেঽস্মিন্ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ২৩

তুমি ব্যগ্রতা পরিহার করিয়া বিশ্রাম কর এবং এই রাত্রিতে সুখের সহিত নিদ্রা যাও। কাল সকালে যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিবার সময় তোমার ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ বীরের অনুগমনকারী আমি ও কৃতবর্ম্মা ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক একত্রে গমন করিব। অতিশয় ত্বরাসহকারে অগ্রে অগ্রে গমনকারী রথী বীর অশ্বত্থামার সহিত আমরা উভয়েই কবচধারণ করত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিব ॥ ১২-১৩

সেই অবস্থায় শত্রুদের শিবিরে গমন করত যুদ্ধের জন্য নিজের নাম ঘোষণাপূর্ব্বক সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধরত সেই শত্রুদিগের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করিব ॥ ১৪

যেরূপ ইন্দ্র মহাসুরগণকে বিনাশ করত সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও কাল প্রাতঃকালে নির্ম্মল দিন আসিলে পর সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে ॥ ১৫

যেরূপ সমস্ত দানবগণের বিনাশক ইন্দ্র কুপিত হইলে পর দৈত্যদের সৈন্যবাহিনীকে জয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও রণাঙ্গনে পাঞ্চালদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৬

যুদ্ধস্থলে যখন তুমি আমার সহিত অবস্থান করিবে এবং কৃতবর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করিতে থাকিবে, তখন হস্তে বজ্রধারণকারী সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না ॥ ১৭

তাত! সমরাঙ্গণে আমি ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবদিগকে পরাজিত না করিয়া কখনও পশ্চাদপসরণ করিব না ॥১৮

সমরাঙ্গণে কুপিত পাঞ্চালগণকে পাণ্ডবদের সহিত বিনাশ করত আমরা সকলে পশ্চাদপসরণ করিব অথবা স্বয়ংই নিহত হইয়া স্বর্গলোকের পথে গমন করিব ॥ ১৯

নিষ্পাপ মহাবাহু বীর! কাল প্রাতঃকালে আমরা সর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করত যুদ্ধে তোমার সহায়ক হইব। আমি এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ২০

রাজন্! মাতুল কৃপাচার্য্যের এইরূপ হিতকারক বাক্য বলা শেষ হইলে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২১

মাতুল! যে মানুষ শোকে অভিভূত, অমর্ষে পরিপূর্ণ, নানা প্রকার কার্য্যসকলের চিন্তায় আবিষ্ট অথবা কোন বিশেষ কামনায় আসক্ত, তাহার নিদ্রা কিরূপে আসিবে? দেখুন, এই চারিটি বস্তুই একসঙ্গে আমার উপর আসিয়া পতিত হইয়াছে ॥ ২২

এই চারিটির চারভাগের একভাগ যে ক্রোধ, উহাই আমার নিদ্রা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। নিজের পিতার মৃত্যু ঘটনা বারংবার স্মরণ করত এ-জগতে এরূপ কোন দুঃখ নাই যাহা আমার অনুভব হইতেছে না। এই দুঃখের অগ্নি দিবারাত্র আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিয়াও এখনও শান্ত হইতেছে না ॥ ২৩½

হৃদয়ং নির্দহন্মেঽদ্য রাত্র্যহানি ন শাম্যতি।
যথা চ নিহতঃ পাপৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ ॥ ২৪
প্রত্যক্ষমপি তে সর্বং তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি।
কথং হি মাদৃশো লোকে মুহূর্তমপি জীবতি ॥ ২৫
দ্রোণো হতেতি যদ্ বাচঃ পাঞ্চালানাং শৃণোম্যহম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বা তু নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ২৬
স মে পিতুর্বধাদ্ বধ্যঃ পাঞ্চালা যে চ সঙ্গতাঃ।
বিলাপো ভগ্নসক্থস্য যস্তু রাজ্ঞো ময়া শ্রুতঃ ॥২৭
স পুনর্হৃদয়ং কস্য ক্রূরস্যাপি ন নির্দহেৎ।
কস্য হ্যকরুণস্যাপি নেত্রাভ্যামশ্রু নাব্রজেৎ ॥ ২৮
নৃপতের্ভগ্নসক্থস্য শ্রুত্বা তাদৃগ্ বচঃ পুনঃ।
যশ্চায়ং মিত্রপক্ষো মে ময়ি জীবতি নির্জিতঃ ॥ ২৯
শোকং মে বর্ধয়ত্যেষ বারিবেগ ইবার্ণবম্।
একাগ্রমনসো মেঽদ্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥ ৩০
বাসুদেবার্জুনাভ্যাঞ্চ তানহং পরিরক্ষিতান্।
অবিষহ্যতমান্ মন্যে মহেন্দ্রেণাপি সত্তম ॥ ৩১
ন চাপি শক্তঃ সংযন্তুং কোপমেতং সমুত্থিতম্।
তং ন পশ্যামি লোকেঽস্মিন্ যো মাং কোপান্নিবর্তয়েৎ॥৩২
তথৈব নিশ্চিতা বুদ্ধিরেষা সাধু মতা মম।
বার্তিকৈঃ কথ্যমানস্তু মিত্রাণাং মে পরাভবঃ ॥ ৩৩
পাণ্ডবানাঞ্চ বিজয়ো হৃদয়ং দহতীব মে।
অহং তু কদনং কৃত্বা শত্রূণামদ্য সৌপ্তিকে।
ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রোণিমন্ত্রণায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

এই সব পাপীরা বিশেষতঃ আমার পিতাকে যেভাবে বিনাশ করিয়াছিল, তৎসমস্তই আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। সেই সব ঘটনা আমার মর্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় একজন বীর মুহূর্তকালই বা কিভাবে জীবিত থাকিতে পারে? ২৪-২৫

'দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা নিহত হইয়াছেন' এই কথা যখন আমি পাঞ্চালগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম, তখন হইতেই আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করিয়া জীবিত থাকিতে পারিতেছি না। ২৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে বধ করায় আমার বধ্য হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গী যে সব পাঞ্চাল রহিয়াছে, তাহাদিগকেও আমি ইহার সঙ্গী বলিয়া বধ করিব। অন্যদিকে, যাঁহার জঙ্ঘা বিদীর্ণ করা হইয়াছে, সেই রাজা দুর্য্যোধনের যে বিলাপ আমি নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাও কোন্ ক্রূর মানুষের হৃদয়ও শোকদগ্ধ না করিবে? ২৭½

ভগ্নজঙ্ঘ রাজা দুর্য্যোধনের এরূপ বাক্য পুনরায় শ্রবণ করত কোন্ নিষ্ঠুরেরও নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পতিত না হইবে? ২৮½

আমি জীবিত থাকিতেই আমার যে এই মিত্রপক্ষের পরাভব হইল, উহা আমার শোককে সেইভাবে বর্দ্ধিত করিতেছে, যেরূপ জলের বেগ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। আজ আমার মন একই বিষয়ে নিবিষ্ট আছে, সুতরাং আমার নিদ্রাই বা কিরূপে হইবে এবং কিরূপে সুখলাভ হইবে? ২৯-৩০

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতুল! পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিবে, ততক্ষণ আমি উহাদিগকে দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও অত্যন্ত অসহ্য এবং অজেয় বলিয়া মনে করি ॥ ৩১

বর্ত্তমানে আমার যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে আমি স্বয়ংও নিবৃত্ত হইতে পারিব না। এ জগতে আমি এরূপ কোন মানুষকে দেখিতে পাই না, যিনি আমাকে ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করাইবেন ॥ ৩২

এইভাবে আমি যে এখন নিজ বুদ্ধিতে শত্রুদিগকে সংহার করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। যখন সংবাদবাহী দূতগণ আমার মিত্রপক্ষের পরাজয় এবং পাণ্ডবদের বিজয়বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই আমার হৃদয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ॥ ৩৩½

আমি ত' আজ নিদ্রিত অবস্থায় শত্রুদিগকে সংহার করত নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিব এবং নিদ্রিত হইব ॥ ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

[কৃপাচার্য্যাশ্বত্থাম্নোঃ কথোপকথনম্, কৃপাচার্য্যঃ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা চেতি ত্রয়াণাং পাণ্ডবশিবিরমভি প্রস্থানঞ্চ।]

কৃপ উবাচ।

শুশ্রূষুরপি দুর্মেধাঃ পুরুষোঽনিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
নালং বেদয়িতুং কৃৎস্নৌ ধর্মার্থাবিতি মে মতিঃ॥ ১
তথৈব তাবন্মেধাবী বিনয়ং যো ন শিক্ষতে।
ন চ কিঞ্চন জানাতি সোঽপি ধর্মার্থনিশ্চয়ম্॥ ২
চিরং হ্যপি জড়ঃ শূরঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হি।
ন স ধর্মান্ বিজানাতি দর্বী সূপরসানিব॥ ৩
মুহূর্তমপি তং প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হি।
ক্ষিপ্রং ধর্মান্ বিজানাতি জিহ্বা সূপরসানিব॥ ৪
শুশ্রূষুস্ত্বেব মেধাবী পুরুষো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
জানীয়াদাগমান্ সর্বান্ গ্রাহ্যঞ্চ ন বিরোধয়েৎ॥ ৫
অনেয়স্ত্ববমানী যো দুরাত্মা পাপপূরুষঃ।
দিষ্টমুৎসৃজ্য কল্যাণং করোতি বহুপাপকম্॥ ৬
নাথবন্তং তু সুহৃদঃ প্রতিষেধন্তি পাতকাৎ।
নিবর্ততে তু লক্ষ্মীবান্ নালক্ষ্মীবান্ নিবর্ততে॥ ৭
যথা হ্যুচ্চাবচৈর্বাক্যৈঃ ক্ষিপ্তচিত্তো নিয়ম্যতে।
তথৈব সুহৃদা শক্যো ন শক্যস্ত্ববসীদতি॥ ৮
তথৈব সুহৃদং প্রাজ্ঞং কুর্বাণং কর্ম পাপকম্।
প্রাজ্ঞাঃ সম্প্রতিষেধন্তি যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ॥ ৯
স কল্যাণে মনঃ কৃত্বা নিয়ম্যাত্মানমাত্মনা।
কুরু মে বচনং তাত যেন পশ্চান্ন তপ্যসে॥ ১০
ন বধঃ পূজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্মতঃ।
তথৈবাপাস্তশস্ত্রাণাং বিমুক্তরথ-বাজিনাম্॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার কথোপকথন এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিনজনের পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে প্রস্থান।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—অশ্বত্থামন্! আমার পরামর্শ হইল এরূপ যে, যে মানুষের বুদ্ধি দুর্ভাবানাযুক্ত এবং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-বর্গকে বশীভূত রাখিতে পারে না, সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থনীতি-সম্পৃক্ত বাক্য শুনিবার ইচ্ছা করিলেও তাহার পূর্ণরূপে বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না॥ ১

এইরূপ মেধাবী হইয়া যে মানুষ বিনয়-শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তিও ধর্ম্ম এবং অর্থের নির্ণয়কে অল্পও বুঝিতে পারিবে না॥ ২

যাহার বুদ্ধিতে জড়তা রহিয়াছে, সেই বীরবর যোদ্ধা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্বান্ পুরুষের সেবায় নিরত থাকিলেও সেইরূপে ধর্ম্মের রহস্য জানিতে পারে না, যেরূপ হাতা বা খুন্তী ডালে ডুবিয়া থাকিলেও ডালের রস আস্বাদ করিতে পারে না॥ ৩

যেরূপ জিহ্বা ডালের স্বাদ জানে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ পুরুষ যদি মুহূর্ত্তকালও বিবেকবান্ ব্যক্তির সেবায় নিরত থাকেন, তবে তিনি অতিসত্বর ধর্ম্মের রহস্য জানিতে সমর্থ হন॥ ৪

নিজের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ মেধাবী পুরুষ যদি বিদ্বান্‌গণের সেবায় নিরত থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সমস্ত শাস্ত্র বুঝিতে সমর্থ হন এবং গ্রহণযোগ্য বিষয়ে কোনরূপ বিরোধিতা করেন না॥ ৫

কিন্তু যাহাকে সৎপথে আনা যাইবে না, যে অপরকে অবহেলা করে এবং যাহার অন্তঃকরণ দূষিত, সেই পাপাত্মা পুরুষ উপদিষ্ট কল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করিয়া বহু পাপকর্ম করিয়া থাকে॥ ৬

যে ব্যক্তি সহায়কসমন্বিত, তাহাকে তাহার হিতৈষী সুহৃদ্গণ পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্—যাহার ভাগ্যে কেবল সুখভোগই রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিও নিষেধ করিলে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাগ্যহীন, সে সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে (নিষেধ করিলেও) নিবৃত্ত হয় না॥ ৭

যেরূপ মানুষ বিক্ষিপ্তচিত্ত পাগলকে নানা প্রকার ভাল-মন্দ কথা দ্বারা বুঝাইয়া বা ভীত করাইয়া আয়ত্তে আনিয়া থাকে, সেইরূপ সুহৃদ্‌গণও নিজ স্বজনকে বুঝাইয়া বা ভীত করিয়া বশে রাখিবাব চেষ্টা করে। যে বশে আসে, সে সুখলাভ করে এবং যে কোনরূপেই বশে আসে না, সে-ই দুঃখভাগী হয়॥ ৮

এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত নিজ বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্ ব্যক্তিকেও যথাশক্তি বারংবার নিষেধ করিয়া থাকে॥ ৯

তাত! তুমিও স্বয়ংই নিজ মনকে বশীভূত করিয়া তাহাকে কল্যাণকর পথে নিবিষ্ট করত আমার কথা পালন কর, যাহাতে তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে না হয়॥ ১০

যাহারা নিদ্রিত, অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়াছে, রথ ও অশ্ব-গণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, 'আমি তোমার' এই কথা বলিয়া যাহারা শরণাগত হইয়াছে, যাহাদের কেশ মুক্ত হইয়াছে এবং

যে চ ব্রূয়ুস্তবাস্মীতি যে চ স্যুঃ শরণাগতাঃ।
বিমুক্তমূর্ধজা যে চ যে চাপি হতবাহনাঃ ॥ ১২

অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিমুক্তকবচা বিভো।
বিশ্বস্তা রজনীং সর্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ ॥ ১৩

যস্তেষাং তদবস্থানাং দ্রুহ্যেত পুরুষোঽনৃজুঃ।
ব্যক্তং স নরকে মজ্জেদগাধে বিপুলেঽপ্লবে ॥ ১৪

সর্বাস্ত্রবিদুষাং লোকে শ্রেষ্ঠস্ত্বমসি বিশ্রুতঃ।
ন চ তে জাতু লোকেঽস্মিন্ সুসূক্ষ্মমপি কিল্বিষম্ ॥১৫

ত্বং পুনঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ শ্বোভূত উদিতে রবৌ।
প্রকাশে সর্বভূতানাং বিজেতা যুধি শাত্রবান্ ॥ ১৬

অসম্ভাবিতরূপং হি ত্বয়ি কর্ম বিগর্হিতম্।
শুক্লে রক্তমিব ন্যস্তং ভবেদিতি মতির্মম ॥ ১৭

অশ্বত্থামোবাচ।

এবমেব যথাঽঽত্থ ত্বং মাতুলেহ ন সংশয়ঃ।
তৈস্তু পূর্বময়ং সেতুঃ শতধা বিদলীকৃতঃ ॥ ১৮

প্রত্যক্ষং ভূমিপালানাং ভবতাঞ্চাপি সন্নিধৌ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ১৯

কর্ণশ্চ পতিতে চক্রে রথস্য রথিনাং বরঃ।
উত্তমে ব্যসনে মগ্নো হতে গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২০

তথা শান্তনবো ভীষ্মো ন্যস্তশস্ত্রো নিরায়ুধঃ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২১

ভূরিশ্রবা মহেষ্বাসস্তথা প্রায়গতো রণে।
ক্রোশতাং ভূমিপালানাং যুযুধানেন পাতিতঃ ॥ ২২

দুর্যোধনশ্চ ভীমেন সমেত্য গদয়া রণে।
পশ্যতাং ভূমিপালানামধর্মেণ নিপাতিতঃ ॥ ২৩

একাকী বহুভিস্তত্র পরিবার্য্য মহারথৈঃ।
অধর্মেণ নরব্যাঘ্রো ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ২৪

বিলাপো ভগ্নসক্থস্য যো মে রাজ্ঞঃ পরিশ্রুতঃ।
বার্তিকানাং কথয়তাং স মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥ ২৫

যাহাদের বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ-জগতে সেরূপ ব্যক্তিদিগকে বধ করাকে ধর্ম্মের দৃষ্টিতে কেহই সমাদর করে না ॥ ১১-১২

প্রভো! আজ রাত্রিতে সমস্ত পাঞ্চালগণ কবচ উন্মুক্ত করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃতের ন্যায় অচেতন হইয়া শয়ন করিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় যে ক্রূর মানুষ তাহাদিগকে দ্রোহ করিবে, সে নিশ্চয়ই নৌকারহিত অগাধ এবং বিশাল নরক-সাগরে নিমগ্ন হইবে ॥ ১৩-১৪

জগতে সমস্ত অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমার সর্ব্বত্র খ্যাতি রহিয়াছে। ইহলোকে এখন পর্য্যন্ত তোমার অল্প হইতেও অতি অল্প কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৫

আগামী কাল সূর্য্যোদয় হইলে পর তুমি সূর্য্যতুল্য প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যালোকে উদ্‌ভাসিত অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পুনরায় শত্রুদিগকে জয়লাভ করিবে ॥ ১৬

যেরূপ শুভ্র বস্ত্রে রক্ত বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার মধ্যে নিন্দিত কর্ম্ম হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই; এরূপই আমার বিশ্বাস ॥ ১৭

অশ্বত্থামা বলিলেন,—মাতুল! আপনি যে কথা বলিলেন, উহাই নিঃসন্দেহে যথার্থ; কিন্তু পাণ্ডবেরাই প্রথমে ধর্ম্মসীমাকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত রাজাদের সম্মুখে এবং আপনাদের সকলেরই নিকটে আমার সেই পিতাকে ভূপাতিত করিয়াছে, যিনি অস্ত্র-সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণকেও গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেইরূপ এক অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছে, যখন তাহার রথের চক্রসকল ভূমিতে পোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই কারণে কর্ণ অতিশয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল ॥ ২০

এইরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত অস্ত্রহীন হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ এক অবস্থায় শিখণ্ডীকে অগ্রে করত গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাঁহাকে বধ করে ॥ ২১

মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা ত' রণাঙ্গনে অনশন ব্রত ধারণ করত উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অবস্থায় সমস্ত ভূমিপতিগণ চীৎকার করিয়া নিষেধ করিলেও সাত্যকি তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া দেয় ॥ ২২

ভীমসেনও সমস্ত রাজাদের সম্মুখেই গদাযুদ্ধ করিবার সময় দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মসহকারে ভূতলে পাতিত করিয়াছে ॥ ২৩

নরশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন একাকী ছিলেন এবং বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল. এরূপ অবস্থায় ভীমসেন তাঁহাকে ধরাশায়ী করে ॥ ২৪

ভগ্নজানু রাজা দুর্য্যোধনের যে বিলাপ আমি স্ব-কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি এবং বার্ত্তাবহ দূতগণের মুখে যে সব বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি, সে সমস্তই আমার মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ২৫

এবং চাধার্মিকাঃ পাপাঃ পাঞ্চালা ভিন্নসেতবঃ।
তানেবং ভিন্নমর্য্যাদান্ কিং ভবান্ ন নিগর্হতি ॥ ২৬
পিতৃহন্তৄনহং হত্বা পাঞ্চালান্ নিশি সৌপ্তকে।
কামং কীটঃ পতঙ্গো বা জন্ম প্রাপ্য ভবামি বৈ ॥ ২৭
ত্বরে চাহমনেনাদ্য যদিদং মে চিকীর্ষিতম্।
তস্য মে ত্বরমাণস্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥ ২৮
ন স জাতঃ পুমাঁল্লোকে কশ্চিন্ন স ভবিষ্যতি।
যো মে ব্যাবর্ত্তয়েদেতাং বধে তেষাং কৃতাং মতিম্ ॥ ২৯
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
একান্তে যোজয়িত্বাশ্বান্ প্রায়াদভিমুখঃ পরান্ ॥ ৩০
তমব্রূতাং মহাত্মানৌ ভোজ-শারদ্বতাবুভৌ।
কিমর্থং স্যন্দনো যুক্তঃ কিঞ্চঃ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩১
একসার্থপ্রয়াতৌ স্বস্ত্বয়া সহ নরর্ষভ।
সমদুঃখ-সুখৌ চাপি নাবাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৩২
অশ্বত্থামা তু সংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্।
তাভ্যাং তথ্যং তথাঽচখ্যৌ যদস্যাত্মচিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৩
হত্বা শতসহস্রাণি যোধানাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ৩৪
তং তথৈব হনিষ্যামি ন্যস্তধর্ম্মাণমদ্য বৈ।
পুত্রং পাঞ্চালরাজস্য পাপং পাপেন কর্ম্মণা ॥ ৩৫
কথঞ্চ নিহতঃ পাপঃ পাঞ্চাল্যঃ পশুবন্ময়া।
শস্ত্রেণ বিজিতাঁল্লোকান্ নাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥ ৩৬
ক্ষিপ্রং সন্নদ্ধকবচৌ সখড়্গাবাত্তকার্ম্মুকৌ।
মামাস্থায় প্রতীক্ষেতাং রথবর্য্যৌ পরন্তপৌ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় প্রায়াদভিমুখঃ পরান্।
তমন্বগাৎ কৃপো রাজন্ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৩৮

এইভাবে তাহারা সকলেই (পাণ্ডবেরা) পাপী ও অধার্ম্মিক। পাঞ্চালগণও ধর্ম্মসীমা অতিক্রম করিয়াছে। এইরূপ মর্য্যাদাভঙ্গকারী সেই পাণ্ডা ও পাঞ্চালগণকে আপনি নিন্দা করিতেছেন না কেন? ২৬

পিতৃহত্যাকারী পাঞ্চালগণকে রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিবার সময় আমি বধ করত যদি পর জন্মে কীট বা পতঙ্গ জন্ম লাভ করিতে হয়, তবে উহাও আমি স্বীকার করিয়া লইব ॥ ২৭

এই সময় আমি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছুক, উহা পূর্ণ করিতে অতিশয় উদ্গ্রীব হইয়াছি। এইরূপ উদ্গ্রীব থাকায় আমার নিদ্রাই বা কোথায় এবং সুখই বা কোথায়? ২৮

এ জগতে এরূপ কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করে নাই এবং জন্মগ্রহণ করিবেও না, যে ব্যক্তি পাঞ্চালগণকে বধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় আমার সিদ্ধান্তকে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা একান্তে অশ্বগণকে রথে যোজিত করিয়া শত্রুদের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩০

সেই সময় ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই দুই মহাত্মা বীর তাঁহাকে বলিলেন—তুমি কিজন্য রথ যোজিত করিলে? তুমি এখন কোন্ কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! আমরাও দুই জনে একসঙ্গে তোমার সহায়তার জন্য গমন করিতেছি। তোমার সুখ-দুঃখে আমাদেরও সমানভাগ জানিবে, আমাদের উপর তোমার সন্দেহ করা উচিত নয় ॥ ৩২

সেই সময় অশ্বত্থামা পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে যাহা কিছু করিবার সঙ্কল্প ছিল, তিনি সেই সময় এই দুই জনকে যথাযথভাবে সব কিছু বলিলেন ॥ ৩৩

তিনি বলিলেন,—আমার পিতা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা লক্ষ যোদ্ধাদিগকে বধ করত যখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করে ॥ ৩৪

অতএব ধর্ম্মপরিত্যাগী সেই পাপী পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকেও আমি সেইরূপ পাপকর্ম্মের দ্বারা বধ করিব ॥ ৩৫

আমার ইহা মনে হয় যে, আমার দ্বারা পশুর ন্যায় নিহত হইয়া পাপী পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন রূপেই অস্ত্রের দ্বারা নিহত ব্যক্তির পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৬

আপনারা উভয়ে রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুসন্তাপক। অতএব আপনারা অতি সত্বর কবচ বন্ধন করত খড়্গ ও ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রথে উপবেশন করুন এবং আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন ॥ ৩৭

রাজন্! এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা রথে আরোহণ করত শত্রুদের অভিমুখে গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

তে প্রযাতা ব্যরোচন্ত পরানভিমুখাস্ত্রয়ঃ।
হূয়মানা যথা যজ্ঞে সমিদ্ধা হব্যবাহনাঃ ॥ ৩৯
যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সম্প্রসুপ্তজনং বিভো।
দ্বারদেশং তু সম্প্রাপ্য দ্রৌণিস্তস্থৌ মহারথঃ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিগমনে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

শত্রুদের অভিমুখে গমন করিবার সময় এই তিন তেজস্বী বীর যজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ॥ ৩৯

প্রভো! এই তিন বীর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সেই শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, যেখানে তাঁহারা সকলে নিদ্রিত ছিলেন। শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মহারথী অশ্বত্থামা দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার গমনবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিবিরদ্বারে স্থিতং কঞ্চনাদ্ভুতং পুরুষং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি অশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রপ্রহারঃ, অস্ত্রাণামভাবে চিন্তিতেনাশ্বত্থাম্না ভগবতঃ শিবস্য শরণগ্রহণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দ্বারদেশে ততো দ্রৌণিমবস্থিতমবেক্ষ্য তৌ।
অকুর্বাতাং ভোজ-কৃপৌ কিং সঞ্জয় বদস্ব মে ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
কৃতবর্মাণমামন্ত্র্য কৃপঞ্চ স মহারথঃ।
দ্রৌণির্মন্যুপরীতাত্মা শিবিরদ্বারমাগমৎ ॥ ২
তত্র ভূতং মহাকায়ং চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
সোঽপশ্যদ্ দ্বারমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩
বসানং চর্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরবিস্রবম্।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৪
বাহুভিঃ স্বায়তৈঃ পীনৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
বদ্ধাঙ্গদমহাসর্পং জ্বালামালাকুলাননম্ ॥ ৫
দংষ্ট্রাকরালবদনং ব্যাদিতাস্যং ভয়ানকম্।
নয়নানাং সহস্রৈশ্চ বিচিত্রৈরভিভূষিতম্ ॥ ৬
নৈব তস্য বপুঃ শক্যং প্রবক্তুং বেশ এব চ।
সর্বথা তু তদালক্ষ্য স্ফুটেয়ুরপি পর্বতাঃ ॥ ৭
তস্যাস্যান্নাসিকাভ্যাঞ্চ শ্রবণাভ্যাঞ্চ সর্বশঃ।
তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্রেভ্যঃ প্রাদুরাসন্ মহার্চিষঃ ॥ ৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শিবিরের দ্বারে স্থিত কোন এক অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার উপর অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রহার এবং অস্ত্রসকলের অভাবে চিন্তিত হইয়া অশ্বত্থামার ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অশ্বত্থামাকে শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য কি করিলেন? উহা আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আমন্ত্রিত করিয়া মহারথী অশ্বত্থামা ক্রোধপূর্ণ চিত্তে শিবিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২

সেখানে তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক বিশালকায় অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিলেন। ইনি শিবিরের দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং ইঁহাকে দেখিলেই সকলেরই রোমাঞ্চ হয়।

এই মহাপুরুষ এরূপ এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন; যাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল। ইনি কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম উত্তরীয়রূপে (চাদররূপে) ও সর্পকে যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বিশাল ও স্থূল (মোটা) বাহুসকলে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধৃত হইয়া প্রহারের জন্য উদ্যত ছিল। ইঁহার বাহুসকলে অঙ্গদরূপে বিশালদেহ সর্পগণ বদ্ধ ছিল এবং ইঁহার বদন অগ্নি-শিখাতে যেন পরিব্যাপ্ত ছিল। ইনি তখন মুখ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দন্তপঙ্‌ক্তিতে তাঁহার বদন মহাভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। এই ভয়ানক পুরুষ সহস্র সহস্র বিচিত্র নেত্রসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ৩-৬

ইঁহার শরীর ও বেশের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইঁহাকে দেখিলেই পর্ব্বতসকলও সর্ব্বতোভাবে বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ৭

ইঁহার মুখ হইতে, নাসিকাদ্বয় হইতে, কর্ণযুগল হইতে

তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরাঃ।
প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯
তদত্যদ্ভুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্।
দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈরস্ত্রবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১০
দ্রৌণিমুক্তাঞ্চরাংস্তাংস্ত তদ্ ভূতং মহদগ্রসৎ।
উদধেরিব বার্যোঘান্ পাবকো বড়বামুখঃ ॥ ১১
অগ্রসৎ তাংস্তথাভূতং দ্রৌণিনা প্রহিতান্ শরান্।
অশ্বত্থামা তু সম্প্রেক্ষ্য শরৌঘাংস্তান্ নিরর্থকান্ ॥ ১২
রথশক্তিং মুমোচাসৌ দীপ্তামগ্নিশিখামিব।
সা তমাহত্য দীপ্তাগ্রা রথশক্তিরদীর্য্যত ॥ ১৩
যুগান্তে সূর্য্যমাহত্য মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা।
অথ হেমৎসরুং দিব্যং খড়্গমাকাশবর্চসম্ ॥ ১৪
কোশাৎ সমুদ্ববর্হাশু বিলাদ্ দীপ্তমিবোরগম্।
ততঃ খড়্গবরং ধীমান্ ভূতায় প্রাহিণোৎ তদা ॥ ১৫
স তদাসাদ্য ভূতং বৈ বিলং নকুলবদ্ যযৌ।
ততঃ স কুপিতো দ্রৌণিরিন্দ্রকেতুনিভাং গদাম্ ॥ ১৬
জ্বলন্তীং প্রাহিণোৎ তস্মৈ ভূতং তামপি চাগ্রসৎ।
ততঃ সর্বায়ুধাভাবে বীক্ষমাণস্ততস্ততঃ ॥ ১৭
অপশ্যৎ কৃতমাকাশমনাকাশং জনার্দনৈঃ।
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রো নিরায়ুধঃ ॥ ১৮
অব্রবীদতিসন্তপ্তঃ কৃপবাক্যমনুস্মরন্।
ব্রুবতামপ্রিয়ং পথ্যং সুহৃদাং ন শৃণোতি যঃ ॥ ১৯
স শোচত্যাপদং প্রাপ্য যথাহমতিবর্ত্য তৌ।
শাস্ত্রদৃষ্টানবিদ্বান্ যঃ সমতীত্য জিঘাংসতি ॥ ২০
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্মাৎ কুপথে প্রতিহন্যতে।
গোব্রাহ্মণনৃপস্ত্রীষু সখ্যুর্মাতুর্গুরোস্তথা ॥ ২১

এবং সহস্র সহস্র চক্ষু হইতে সর্ব্বদিক্ দিয়া বিশালাকার অগ্নিশিখাসমূহ নিক্রান্ত হইতেছিল ॥ ৮

ইঁহার তেজের কিরণাবলি হইতে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী শত শত এবং সহস্র সহস্র বিষ্ণু আবির্ভূত হইতেছিলেন ॥ ৯

সম্পূর্ণ জগৎকে ভয়ভীতকারী সেই অদ্ভুত প্রাণীকে দর্শন করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভীত হইলেন না, উপরন্তু তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

কিন্তু যেরূপ বড়বানল সমুদ্রের জলরাশিকে পান করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাভূত অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণসমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

অশ্বত্থামা যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই সব বাণকেই এই মহাভূত গ্রাস করিয়া লইলেন। নিজের বাণসকলকে ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রজলিত অগ্নিশিখাতুল্য রথশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২½

এই শক্তির অগ্রভাগ তেজে প্রকাশিত হইতেছিল। এই রথশক্তি সেই মহাপুরুষকে আঘাত করত সেইভাবে বিদীর্ণ হইয়া যাইল, যেরূপ প্রলয়কালে আকাশ হইতে পতিত বিশাল উল্কা সূর্য্যকে আঘাত করিয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩½

তখন অশ্বত্থামা স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত ও আকাশসদৃশ নির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট নিজ দিব্য তরবারি অতিক্রুত কোশ হইতে বাহির করিলেন। ইহাতে মনে হইল—যেন এক প্রজ্বলিত সর্পকে তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির করিলেন ॥ ১৪½

তারপর বুদ্ধিমান্ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বোত্ত তরবারি তৎক্ষণাৎ সেই মহাভূতের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু এই অস্ত্রও তাঁহার দেহে লাগিয়া সেইভাবে বিলীন হইয়া যাইল, যেরূপ কোন নকুল গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৫½

তাহার পর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা তাঁহার উপর ইন্দ্রধ্বজতুল্য প্রকাশিত স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ইহাও সেই ভূতের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইল ॥ ১৬½

এইভাবে যখন তাঁহার সমস্ত অস্ত্রসম্ভার শেষ হইয়া যাইল, তখন তিনি এদিক্ ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে অসংখ্য বিষ্ণুতে পরিপূর্ণ হইয়া নিরবকাশ দেখিলেন ॥ ১৭½

অস্ত্রহীন অশ্বত্থামা এই অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কৃপাচার্য্যের বচন বারংবার স্মরণ করত অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮½

যে ব্যক্তি অপ্রিয় কিন্তু হিতকর বাক্যভাষী নিজের সুহৃদ্‌গণের উপদেশ গ্রহণ করে না, সেই ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া সেইভাবে শোক করিতে থাকে, যেরূপ আমি নিজ এই দুই সুহৃদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া কষ্ট পাইতেছি ॥ ১৯½

যে মূর্খ পুরুষ শাস্ত্রদর্শী পুরুষগণের আজ্ঞা অতিক্রম করত অপরকে হিংসা করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত কুপথে পতিত হইয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হয় ॥ ২০½

গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রী, মিত্র, মাতা, গুরু, দুর্বল,

হীন-প্রাণ-জড়ান্ধেষু সুপ্ত-ভীতোত্থিতেষু চ।
মত্তোন্মত্ত-প্রমত্তেষু ন শস্ত্রাণি চ পাতয়েৎ ॥২২
ইত্যেবং গুরুভিঃ পূর্ব্বমুপদিষ্টং নৃণাং সদা।
সোঽহমুৎক্রম্য পন্থানং শাস্ত্রদিষ্টং সনাতনম্ ॥ ২৩
অমার্গেণৈবমারভ্য ঘোরামাপদমাগতঃ।
তাং চাপদং ঘোরতরাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪
যদুদ্যম্য মহৎ কৃত্যং ভয়াদপি নিবর্ত্ততে।
অশক্তশ্চৈব তৎকর্ত্তুং কর্ম শক্তিবলাদিহ ॥ ২৫
ন হি দৈবাদ্ গরীয়ো বৈ মানুষং কর্ম কথ্যতে ;
মানুষ্যং কুর্বতঃ কর্ম যদি দৈবান্ন সিধ্যতি ॥ ২৬
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্মাদ্ বিপদং প্রতিপদ্যতে।
প্রতিজ্ঞানং হ্যবিজ্ঞানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৭
যদারভ্য ক্রিয়াং কাঞ্চিদ্ ভয়াদিহ নিবর্ত্ততে।
তদিদং দুষ্প্রণীতেন ভয়ং মাং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮
ন হি দ্রোণসুতঃ সংখ্যে নিবর্ত্তেত কথঞ্চন।
ইদঞ্চ সুমহদ্ ভূতং দৈবদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥ ২৯
ন চৈতদভিজানামি চিন্তয়ন্নপি সর্বথা।
ধ্রুবং যেয়মধর্মে মে প্রবৃত্তা কলুষা মতিঃ ॥ ৩০
তস্যাঃ ফলমিদং ঘোরং প্রতিঘাতায় কল্পতে।
তদিদং দৈববিহিতং মম সংখ্যে নিবর্তনম্ ॥ ৩১
নান্যত্র দৈবাদুদ্যন্তুমিহ শক্যং কথঞ্চন।
সোঽহমদ্য মহাদেবং প্রপদ্যে শরণং বিভুম্ ॥ ৩২
দৈবদণ্ডমিমং ঘোরং স হি মে নাশয়িষ্যতি।
কপর্দিনং দেবদেবমুমাপতিমনাময়ম্ ॥ ৩৩
কপালমালিনং রুদ্রং ভগনেত্রহরং হরম্।
স হি দেবোঽত্যগাদ্ দেবাংস্তপসা বিক্রমেণ চ।
তস্মাচ্ছরণমভ্যেমি গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিচিন্তায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মত্ত, উন্মত্ত ও অসাবধান ব্যক্তিবর্গের উপর কোন মানুষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না ॥ ২১-২২

গুরুজনগণ এইরূপ উপদেশ পূর্ব্ব হইতেই সকলের প্রতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই শাস্ত্রোক্ত সনাতন পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপথে পরিচালিত হইয়া এইরূপ অনুচিত কার্য্য আরম্ভ করত গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ২৩½

মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বিপদ বলিয়া বর্ণনা করেন, যখন কি কোন মানুষ কোন এক মহৎ কার্য্য আরম্ভ করত ভীত হইয়া উহা হইতে পশ্চাদপসরণ করে এবং শক্তিবলে যখন কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে ॥ ২৪-২৫

মানবকর্ম্ম (পুরুষার্থ) দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে বলিয়া বলা হইয়াছে। পুরুষার্থ করিবার সময় যদি দৈববশতঃ সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে মানুষ ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপদে পতিত হয়। ২৬½

যদি মানুষ কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সেখানে ভয়বশতঃ উহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে জ্ঞানী পুরুষ সেই প্রতিজ্ঞাকে অজ্ঞানকৃত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২৭½

এই সময় নিজেরই দুষ্কর্ম্মবশতঃ আমার উপর এই ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র কোনরূপেই আমার যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করা উচিত হইবে না ; কিন্তু আমি এখন কি করি? এই মহাভূত আমার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য দৈবদণ্ড-সদৃশ উদ্যত রহিয়াছেন ॥ ২৮-২৯

আমি সর্ব্বতোভাবে বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, ইনি কোন্ পুরুষ? আমার বুদ্ধি যে আজ নিশ্চয়রূপে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহারই বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য এই মহাভয়ঙ্কর পরিণাম আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া দৈবের বিধানেই সম্ভব হইয়াছে ॥ ৩০-৩১

দৈবের অনুকূলতা ব্যতীত অপর কোন উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা এইরূপ পুনরায় যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগ আরম্ভ করিতে পারি ; সেইজন্য আজ আমি সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি। তিনিই আজ আমার সম্মুখে আগত এই ভয়ানক দৈবদণ্ডকে নাশ করিবেন ॥ ৩২½

ভগবান্ শঙ্কর তপস্যা ও পরাক্রমে সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অতএব আমি সেই রোগ-শোকহীন, জটাজুটধারী, দেবতাগণের দেবতা, ভগবতী উমাদেবীর প্রাণবল্লভ, কপাল-(নরমুণ্ড-) মালাধারী, ভগনেত্রবিনাশক, পাপহারী, ত্রিশূলধারী এবং পর্ব্বতের উপর শয়নকারী রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার চিন্তাবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম্না শিবস্য স্তুতিঃ, তৎসমীপে অগ্নিবেদ্যা ভূতানাঞ্চাবির্ভাবঃ, আত্মসমর্পণকারিণোঽশ্বত্থাম্নঃ শিবতঃ খড়্গপ্রাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
এবং সঞ্চিন্তয়িত্বা তু দ্রোণপুত্রো বিশাম্পতে।
অবতীর্য্য রথোপস্থাদ্ দেবেশং প্রণতঃ স্থিতঃ ॥১
দ্রোণিরুবাচ।
উগ্রং স্থাণুং শিবং রুদ্রং শর্ব্বমীশানমীশ্বরম্।
গিরিশং বরদং দেবং ভবভাবনমীশ্বরম্ ॥ ২
শিতিকণ্ঠমজং শুক্রং দক্ষক্রতুহরং হরম্।
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥ ৩
শ্মশানবাসিনং দৃপ্তং মহাগণপতিং বিভুম্।
খট্বাঙ্গধারিণং রুদ্রং জটিলং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৪
মনসা সুবিশুদ্ধেন দুষ্করেণাল্পচেতসা।
সোঽহমাত্মোপহারেণ যক্ষ্যে ত্রিপুরঘাতিনম্ ॥ ৫
স্তুতং স্তুত্যং স্তূয়মানমমোঘং কৃত্তিবাসসম্।
বিলোহিতং নীলকণ্ঠমসহ্যং দুর্নিবারণম্ ॥ ৬
শুক্রং ব্রহ্মসৃজং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিণমেব চ।
ব্রতবন্তং তপোনিষ্ঠমনন্তং তপতাং গতিম্ ॥ ৭
বহুরূপং গণাধ্যক্ষং ত্র্যক্ষং পারিষদপ্রিয়ম্।
ধনাধ্যক্ষেক্ষিতমুখং গৌরীহৃদয়বল্লভম্ ॥ ৮
কুমারপিতরং পিঙ্গং গোবৃষোত্তমবাহনম্।
তনুবাসসমত্যুগ্রমুমাভূষণতৎপরম্ ॥ ৯
পরং পরেভ্যঃ পরমং পরং যস্মান্ন বিদ্যতে।
ইম্বস্ত্রোত্তমভর্ত্তারং দিগন্তং দেশরক্ষিণম্ ॥ ১০
হিরণ্যকবচং দেবং চন্দ্রমৌলিবিভূষণম্।
প্রপদ্যে শরণং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥ ১১
ইমাং চেদাপদং ঘোরাং তরাম্যদ্য সুদুষ্করাম্।
সর্ব্বভূতোপহারেণ যক্ষ্যেঽহং শুচিনা শুচিম্ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামা কর্তৃক শিবের স্তুতি, তাঁহার সম্মুখে এক অগ্নিবেদী ও ভূতগণের আবির্ভাব এবং আত্মসমর্পণকারী অশ্বত্থামার শিবের নিকট হইতে খড়্গ প্রাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! এইরূপ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া দেবেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। (এবং তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন)॥ ১

অশ্বত্থামা বলিলেন,—প্রভো! আপনি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, ঈশান, ঈশ্বর ও গিরিশাদি নামসমূহে প্রসিদ্ধ বরদায়ক দেবতা এবং সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকারী পরমেশ্বর। আপনার কণ্ঠে নীল চিহ্ন আছে। আপনি অজন্মা এবং শুদ্ধাত্মা। আপনি দক্ষের যজ্ঞ বিনাশকারী ও সর্ব্বসংহারক। আপনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী ও উমাদেবীর প্রাণনাথ। আপনি শ্মশানে বাস করেন, নিজের শক্তির উপর আপনার গর্ব্ব আছে, আপনি স্বীয় মহান্‌গণের অধিপতি, সর্ব্বব্যাপী ও খট্বাঙ্গধারী। আপনি ভক্তগণের দুঃখনাশী রুদ্র এবং মস্তকে জটাধারণকারী ব্রহ্মচারী। আপনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। আমি বিশুদ্ধ হৃদয়ে নিজেকে নিজে বলিরূপে (উপহাররূপে) প্রদান করত মন্দমতি মানবগণের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর আপনার যজন করিব॥ ২-৫

অতীতে সকলেই আপনার স্তব করিয়াছে, ভবিষ্যতে সকলে আপনারই স্তুতি করিবে এবং বর্ত্তমান কালেও আপনার স্তুতিই সকলে করিয়া থাকে। আপনার কোন সঙ্কল্প বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। আপনি ব্যাঘ্র চর্ম্মময় বস্ত্র ধারণ করেন, আপনার বর্ণ লোহিত ও কণ্ঠ নীল। আপনার বেগ সহ্য করা অসম্ভব এবং আপনাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। আপনি শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম। আপনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী ও তপোনিষ্ঠ এবং আপনার কেহ অন্ত পায় না। আপনি তাপসগণের আশ্রয়, বহুরূপধারী এবং গণপতি। আপনার তিনটি নেত্র আছে। স্বীয় পারিষদগণের আপনি অতিশয় প্রিয় এবং ধনাধিপতি কুবের সর্ব্বদা আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি গৌরাঙ্গিনী গিরিরাজতনয়ার হৃদয়বল্লভ। কুমার কার্তিকেয়ের জন্মদাতা পিতা আপনিই। আপনার বর্ণ পিঙ্গল ও বৃষভ আপনার শ্রেষ্ঠ বাহন। আপনি অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্রধারী ও অত্যন্ত উগ্র। আপনি উমাদেবীকে বিভূষিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরাৎপর। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আপনি উত্তম ধনুধারণকারী, দিগন্তব্যাপী এবং সকল দেশের রক্ষক। আপনার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণময় কবচ শোভা পাইতেছে। আপনার স্বরূপ দিব্য ও আপনি চন্দ্রময় মুকুটে বিভূষিত

ইতি তস্য ব্যবসিতং জ্ঞাত্বা যোগাৎ সুকর্মণঃ।
পুরস্তাৎ কাঞ্চনী বেদী প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ১৩
তস্যাং বেদ্যাং তদা রাজংশ্চিত্রভানুরজায়ত।
স দিশো বিদিশঃ খঞ্চ জ্বালাভিরিব পূরয়ন্ ॥ ১৪
দীপ্তাস্যনয়নাশ্চাত্র নৈকপাদশিরোভুজাঃ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা ॥ ১৫
দ্বীপশৈলপ্রতীকাশাঃ প্রাদুরাসন্ মহাগণাঃ।
শ্ব-বরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ হয়-গোমায়ু-গোমুখাঃ ॥ ১৬
ঋক্ষ-মার্জারবদনা ব্যাঘ্র-দ্বীপিমুখাস্তথা।
কাকবক্ত্রাঃ প্লবমুখাঃ শুকবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৭
মহাজগরবক্ত্রাশ্চ হংসবক্ত্রাঃ সিতপ্রভাঃ।
দার্বাঘাটমুখাশ্চাপি চাষবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ১৮
কূর্ম-নক্রমুখাশ্চৈব শিশুমারমুখাস্তথা।
মহামকরবক্ত্রাশ্চ তিমিবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৯
হরিবক্ত্রাঃ ক্রৌঞ্চমুখাঃ কপোতেভমুখাস্তথা।
পারাবতমুখাশ্চৈব মদ্গুবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ২০
পানিকর্ণাঃ সহস্রাক্ষাস্তথৈব চ মহোদরাঃ।
নির্মাংসাঃ কাকবক্ত্রাশ্চ শ্যেনবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ২১
তথৈবাশিরসো রাজন্নৃক্ষবক্ত্রাশ্চ ভারত।
প্রদীপ্তনেত্রজিহ্বাশ্চ জ্বালাবর্ণাস্তথৈব চ ॥ ২২
জ্বালাকেশাশ্চ রাজেন্দ্র জ্বলদ্রোমচতুর্ভুজাঃ
মেষবক্ত্রাস্তথৈবান্যে তথা ছাগমুখা নৃপ ॥ ২৩
শঙ্খাভাঃ শঙ্খবক্ত্রাশ্চ শঙ্খবর্ণাস্তথৈব চ।
শঙ্খমালাপরিকরাঃ শঙ্খধ্বনিসমস্বনাঃ ॥ ২৪
জটাধরাঃ পঞ্চশিখাস্তথা মুণ্ডাঃ কৃশোদরাঃ।
চতুর্দংষ্ট্রাশ্চতুর্জিহ্বাঃ শঙ্কুকর্ণাঃ কিরীটিনঃ ॥ ২৫

আমি নিজের চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে একাগ্র করত পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৬-১১

যদি আমি আজ এই অত্যন্ত দুষ্কর ও ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই, তবে আমি সর্ব্বভূতময় পবিত্র উপহার সমর্পণ করত পরমপাবন পরমেশ্বর আপনার পূজা করিব ॥ ১২

এইরূপ অশ্বত্থামার দৃঢ়নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার শুভকর্ম্মের যোগে সেই মহামনস্বী বীরের অগ্রে একটি স্বর্ণময়ী বেদী প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৩

রাজন্! সেই বেদীর উপর তৎক্ষণাৎ অগ্নিদেব প্রকটিত হইলেন। তিনি তখন স্বীয় শিখাসমূহে সমস্ত দিক্ ও বিদিঙ্-মণ্ডলকে এবং আকাশকে যেন পরিপূর্ণ করিতেছিলেন ॥ ১৪

তারপর সেখানে মহাগণসকল (শিবের পার্ষদগণ) প্রকটিত হইলেন। ইঁহারা দ্বীপবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এবং ইঁহাদের মুখ ও নাসিকা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই সকল গণের (পার্ষদের) পদ, মস্তক ও বাহু বহু ছিল। ইঁহারা নিজ নিজ বাহুতে বাহুতে রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন এবং হস্ত উপরে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৫½

ইঁহাদের রূপ কুকুর, শূকর ও উটের ন্যায় ছিল এবং মুখ অশ্ব, গর্দ্দভ ও গরুর ন্যায় ছিল। অনেকের বদন আবার ভালুক ও বিড়ালের তুল্য ছিল। কেহ কেহ সাধারণ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখ-বিশিষ্ট, কেহ কেহ আবার চিতাবাঘের ন্যায় মুখযুক্ত! বহুগণের মুখ কাক, বানর, শুক, বিশাল বিশাল অজগর সর্প এবং হংসের ন্যায় ছিল। ভারত! বহুর অঙ্গকান্তি হংসের সদৃশ শুভ্র বর্ণ এবং বহু গণের মুখ আবার কাঠঠোকরা পাখীর ন্যায় ও অনেকের মুখ নীলকণ্ঠ পক্ষীর ন্যায় ছিল ॥ ১৬-১৮

এইরূপ বহুগণের মুখ কচ্ছপ, কুমীর, শিশুমার, বড় বড় মকর, তিমি মৎস্য, ভেক, ক্রৌঞ্চ (কুরর), কপোত (পায়রা), হস্তী এবং মদ্গু নামক জলপক্ষীর ন্যায় ছিল ॥ ১৯-২০

কাঁহাদের হস্তে কর্ণ, কাঁহাদের হাজার হাজার নেত্র আছে, কাঁহাদের উদর অতিশয় বৃহৎ এবং কাঁহাদের শরীর মাংসহীন কেবল অস্থিমাত্রসার ছিল। হে ভারত! ইঁহাদের মধ্যে অনেকের মুখ কাক ও অনেকের মুখ শ্যেন পক্ষীর (বাজপাখীর) ন্যায় ছিল। রাজন্! ইঁহাদের মধ্যে অনেকের আবার মস্তকই ছিল না। ভারত! অনেকের মুখ ভল্লুকের মুখতুল্য ছিল। ইঁহাদের সকলের নেত্র ও জিহ্বা তেজে যেন প্রজ্জলিত হইতেছিল এবং অঙ্গকান্তি অগ্নিশিখা-সদৃশ মনে হইতেছিল ॥ ২১-২২

হে রাজেন্দ্র! ইঁহাদের কেশসকলও অগ্নিশিখাতুল্য ছিল এবং প্রতিটি লোম জ্বলিতেছিল। ইঁহাদের সকলেরই চারিটি করিয়া হস্ত ছিল। হে নৃপ! বহু গণেরই মুখ মেষ ও ছাগ-মুখসদৃশ ছিল ॥ ২৩

বহুর মুখ, বর্ণ ও কান্তি শঙ্খতুল্য ছিল। ইঁহারা শঙ্খের মাল্যে অলঙ্কৃত ও ইঁহাদের মুখ হইতে শঙ্খধ্বনিতুল্য শব্দ নির্গত হইতেছিল ॥ ২৪

কেহ কেহ জটা ধারণ করিয়াছিলেন, কেহ পাঁচটি শিখা রাখিয়াছিলেন এবং কেহ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন। অনেকের উদর অতিশয় কৃশ ছিল, কাঁহাদের চারিটি দন্ত ছিল, কাঁহাদের

মৌঞ্জীধরাশ্চ রাজেন্দ্র তথা কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
উষ্ণীষিণো মুকুটিনশ্চারুবক্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ২৬
পদ্মোৎপলাপীড়ধরাস্তথা মুকুটধারিণঃ।
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৭
শতঘ্নীবজ্রহস্তাশ্চ তথা মুসলপাণয়ঃ।
ভুশুণ্ডীপাশহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত॥ ২৮
পৃষ্ঠেষু বদ্ধেষুধয়শ্চিত্রবাণোৎকটাস্তথা।
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ সঘণ্টাঃ সপরশ্বধাঃ॥ ২৯
মহাপাশোদ্যতকরাস্তথা লগুড়পাণয়ঃ।
স্থূণাহস্তাঃ খড়্গহস্তাঃ সর্পোচ্ছ্রিতকিরীটিনঃ॥ ৩০
মহাসর্পাঙ্গদধরাশ্চিত্রাভরণধারিণঃ।
রজোধ্বস্তাঃ পঙ্কদিগ্ধাঃ সর্বে শুক্লাম্বরস্রজঃ॥ ৩১

নীলাঙ্গাঃ পিঙ্গলাঙ্গাশ্চ মুণ্ডবক্ত্রাস্তথৈব চ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গাংশ্চ ঝর্ঝরানকগোমুখান্॥ ৩২
অবাদয়ন্ পারিষদাঃ প্রহৃষ্টাঃ কনকপ্রভাঃ।
গায়মানাস্তথৈবান্যে নৃত্যমানাস্তথা পরে॥ ৩৩
লঙ্ঘয়ন্তঃ প্লবন্তশ্চ বল্গন্তশ্চ মহারথাঃ।
ধাবন্তো জবনা মুণ্ডাঃ পবনোদ্ধূতমূর্দ্ধজাঃ॥ ৩৪
মত্তা ইব মহানাগা বিনদন্তো মুহুর্মুহুঃ।
সুভীমা ঘোররূপাশ্চ শূল-পট্টিশপাণয়ঃ॥ ৩৫
নানাবিরাগবসনাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা॥ ৩৬
হন্তারো দ্বিষতাং শূরাঃ প্রসহ্যাসহ্যবিক্রমাঃ।
পাতারোঽসৃগ্বসৌঘানাং মাংসান্ত্রকৃতভোজনাঃ॥ ৩৭

চারিটি জিহ্বা ছিল, কাঁহাদের কর্ণ শঙ্কুর (খুঁটির) ন্যায় ছিল এবং অনেক পার্ষদ নিজ নিজ মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন॥ ২৫

হে রাজেন্দ্র! কেহ কেহ মঞ্জুমেখলা ধারণ করিয়াছিলেন, অনেকের মস্তকের কেশসকল কুঞ্চিত ছিল, বহু পার্ষদ মস্তকে উষ্ণীষ (পাগ্ড়ী) বন্ধন করিয়াছিলেন এবং অনেকে আবার মস্তকে মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। বহু পার্ষদের মুখ অতিশয় মনোহর ছিল ও বহু পার্ষদ সুন্দর আভরণে বিভূষিত ছিলেন॥ ২৬

কেহ কেহ নিজ নিজ মস্তকে পদ্মের ও কুমুদের কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে বিশুদ্ধ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। এই ভূতগণ শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপস্থিত এবং সকলেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যসম্পন্ন ছিলেন॥ ২৭

ভারত! ইঁহাদের হস্তে শতঘ্নী, বজ্র, মুসল, ভুশুণ্ডী, পাশ ও দণ্ড শোভা পাইতেছিল॥ ২৮

ইঁহাদের পৃষ্ঠে তূণীর বদ্ধ ছিল, ইঁহারা বিচিত্র বাণ ধারণ করিয়া অতিশয় উন্মত্তের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহাদের নিকট ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা ও পরশু ছিল॥ ২৯

ইঁহারা নিজ নিজ হস্তে বড় বড় পাশ অস্ত্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অনেকের হস্তে দন্ত ছিল, অনেকের হস্তে স্তম্ভ এবং অনেকের হস্তে খড়্গ শোভা পাইতেছিল। বহু পার্ষদের মস্তকে সর্পের উন্নত কিরীট সুশোভিত ছিল॥ ৩০

বহু পার্ষদ বাহুতে অঙ্গদের স্থলে বড় বড় সর্প ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে বিচিত্র আভরণসকলে বিভূষিত ছিলেন, অনেকের শরীর ধূলিধূসরিত ছিল। বহু পার্ষদ নিজ নিজ অঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেতপুষ্পের মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন॥ ৩১

অনেকের অঙ্গ নীল ও পিঙ্গল বর্ণের ছিল। অনেকে নিজ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেকে স্বর্ণের প্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এই সব পার্ষদগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ, ঢোল ও গোমুখ বাদ্য বাজাইতে ছিলেন। অনেকে গান করিতেছিলেন এবং অপর বহু পার্ষদ নৃত্য করিতেছিলেন॥ ৩২-৩৩

এই মহারথী ভূতগণ উল্লম্ফন, লম্ফপ্রদান ও উৎক্রমণ করিতে করিতে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বহু পার্ষদের মস্তকে কেশসকল বায়ুর তাড়নায় উপরের দিকে উড়িতেছিল॥ ৩৪

ইঁহারা মত্ত গজরাজগণের ন্যায় বারংবার গর্জন করিতে ছিলেন। ইঁহাদের হস্তে শূল ও পট্টিশ ধৃত ছিল। ইঁহারা ভয়ঙ্কররূপ-ধারী এবং দেখিতে ভয়ানক ছিলেন॥ ৩৫

ইঁহাদের বস্ত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত ছিল। ইঁহারা বিচিত্র মাল্য ও চন্দনে ভূষিত ছিলেন এবং রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের হস্ত উপরে উত্তোলিত ছিল॥ ৩৬

এই সব বীরবর পার্ষদগণ সহসা শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন। ইঁহাদের পরাক্রম ছিল অসহ্য। ইঁহারা রক্ত ও বসা পান করিতে এবং অন্ত্র ও মাংস ভক্ষণ করিতে ছিলেন॥ ৩৭

চূড়ালাঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ পিঠরোদরাঃ।
অতিহ্রস্বাতিদীর্ঘাশ্চ প্রলম্বাশ্চাতিভৈরবাঃ ॥ ৩৮
বিকটাঃ কাললম্বোষ্ঠা বৃহচ্ছেফাণ্ডপিণ্ডিকাঃ।
মহার্হনানামুকুটা মুণ্ডাশ্চ জটিলাঃ পরে ॥ ৩৯
সার্কেন্দুগ্রহনক্ষত্রাং দ্যাং কুর্য্যুস্তে মহীতলে।
উৎসহেরংশ্চ যে হন্তুং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥ ৪০
যে চ বীতভয়া নিত্যং হরস্য ভ্রূকুটীসহাঃ।
কামকারকরা নিত্যং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরেশ্বরাঃ ॥ ৪১
নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীশা বীতমৎসরাঃ।
প্রাপ্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যে ন যান্তি বৈ স্ময়ম্ ॥ ৪২
যেষাং বিস্ময়তে নিত্যং ভগবান্ কর্মভির্হরঃ।
মনোবাক্কর্মভির্যুক্তৈর্নিত্যমারাধিতশ্চ যৈঃ ॥ ৪৩

বহু পার্ষদের মস্তকে শিখা ছিল। অনেকে কর্ণিকার পুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন। বহু পার্ষদ অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন। অনেকের উদর পিঠরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কেহ অতিশয় লম্বা এবং কেহ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিলেন ॥ ৩৮

অনেকের আকার অতিশয় বিকট ছিল, অনেকের কাল বর্ণ ও লম্বা ওষ্ঠ ছিল, কাঁহাদের লিঙ্গ অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং কাঁহাদের অণ্ডকোষ অতিশয় বৃহৎ ছিল। কাঁহাদের মস্তকে নানাপ্রকার বহুমূল্য মুকুট শোভা পাইতেছিল, কাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল এবং বহুপার্ষদ আবার জটাধারী ছিলেন ॥ ৩৯

ইঁহারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ ছিলেন এবং চারিপ্রকার সমুদয় প্রাণিগণকে সংহার করিতে পারিতেন ॥ ৪০

ইঁহারা সর্ব্বদা নির্ভয় হইয়া ভগবান্ শঙ্করের ভ্রূভঙ্গকে সহ্য করিতে সমর্থ ছিলেন। প্রতিদিন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে এবং ত্রিভুবনের ঈশ্বরগণকেও শাসন করিতে সক্ষম ছিলেন ॥ ৪১

এই পার্ষদগণ নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্যের উপর ইঁহাদের অধিকার ছিল। ইঁহাদের মনে কাহার প্রতি কোনরূপ ঈর্ষা ও দ্বেষ ছিল না। ইঁহারা অণিমা-মহিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও কখনও অভিমান করিতেন না ॥ ৪২

সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করও প্রতিদিন ইঁহাদের কর্ম্মসকল দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ইঁহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়াসকলের দ্বারা সাবধান হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন ॥ ৪৩

মনোবাক্কর্মভির্ভক্তান্ পাতি পুত্রানিবৌরসান্।
পিবন্তোঽসৃগ্বসাশ্চান্যে ক্রুদ্ধা ব্রহ্মদ্বিষাং সদা ॥ ৪৪
চতুর্বিধাত্মকং সোমং যে পিবন্তি চ সর্বদা।
শ্রুতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা চ দমেন চ ॥ ৪৫
যে সমারাধ্য শূলাঙ্কং ভবসাযুজ্যমাগতাঃ।
যৈরাত্মভূতৈর্ভগবান্ পার্বত্যা চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪৬
মহাভূতগণৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ।
নানাবাদিত্রহসিতক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টগর্জিতৈঃ ॥ ৪৭
সন্ত্রাসয়ন্তস্তে বিশ্বমশ্বত্থামানমভ্যয়ুঃ।
সংস্তুবন্তো মহাদেবং ভাঃ কুর্বাণাঃ সুবর্চসঃ ॥ ৪৮
বিবর্ধয়িষবো দ্রৌণের্মহিমানং মহাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসমানাস্তত্তেজঃ সৌপ্তিকঞ্চ দিদৃক্ষবঃ ॥ ৪৯

মন, বাক্য ও কর্ম্মসমূহের দ্বারা নিজের প্রতি ভক্তিমান্ এই সব ভক্তগণকে ভগবান্ শঙ্কর ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। বহু পার্ষদ রক্ত ও বসা পান করেন। ইঁহারা ব্রহ্মদ্রোহিগণের উপর সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করেন ॥ ৪৪

অন্ন, সোমলতার রস, অমৃত ও চন্দ্রমণ্ডল—এই চারি প্রকার সোম এই পার্ষদগণ সদা পান করেন। ইঁহারা বেদসমূহের স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্যপালন, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা ত্রিশূলচিহ্নিত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করত তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৫½

এই মহাভূতগণ ভগবান্ শঙ্করের আত্মস্বরূপ, ইঁহাদের ও পার্ব্বতীদেবীর সহিত ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অধিপতি মহেশ্বর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬½

ভগবান্ শঙ্করের এই সব পার্ষদগণ নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করিতেছিলেন। ইঁহারা হাস্য, সিংহনাদ, চীৎকার ও গর্জন প্রভৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে ভীত করিতে করিতে অশ্বত্থামার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭½

ভূতগণের এই দল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তেজস্বী ছিলেন এবং নিজেদের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। অশ্বত্থামার মধ্যে কিরূপ তেজ আছে, উহা তাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং নিদ্রিত থাকিবার সময় যে ভয়ঙ্কর সংহার হইবে, উহাও ইঁহারা দেখিতে অভিলাষী ছিলেন। সেই সঙ্গে ইঁহারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার মহিমা বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে চারিদিক্

ভীমোগ্রপরিঘালাতশূলপট্টিশপাণয়ঃ।
ঘোররূপাঃ সমাজগ্মুর্ভূতসঙ্ঘাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫০
জনয়েয়ুর্ভয়ং যে স্ম ত্রৈলোক্যস্যাপি দর্শনাৎ।
তান্ প্রেক্ষমাণোঽপি ব্যথাং ন চকার মহাবলঃ ॥ ৫১
অথ দ্রৌণির্ধনুষ্পাণির্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানমুপহারমুপাহরৎ ॥ ৫২
ধনূংষি সমিধস্তত্র পবিত্রাণি শিতাঃ শরাঃ।
হবিরাত্মবতশ্চাত্মা তস্মিন্ ভারত কর্মণি ॥ ৫৩
ততঃ সৌম্যেন মন্ত্রেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উপহারং মহামন্যুরথাত্মানমুপাহরৎ ॥ ৫৪
তং রুদ্রং রৌদ্রকর্মাণং রৌদ্রৈঃ কর্মভিরচ্যুতম্।
অভিষ্টুত্য মহাত্মানমিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫

দ্রৌণিরুবাচ।

ইমমাত্মানমদ্যাহং জাতমাঙ্গিরসে কুলে।
স্বগ্নৌ জুহোমি ভগবন্ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মাং বলিম্ ॥ ৫৬

দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের হস্তে তখন ভয়ঙ্কর পরিঘ, প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড, ত্রিশূল ও পট্টিশ ধৃত ছিল ॥ ৪৮-৫০

ভগবান্ ভূতনাথের এই গণ দর্শনদানমাত্রেই ত্রিভুবনের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। তথাপি মহাবল অশ্বত্থামা ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অল্পও ব্যথিত হইলেন না ॥ ৫১

তদনন্তর হস্তে ধনু ধারণ ও গোধাচর্ম্ম-নির্ম্মিত দস্তানা ধারণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা স্বয়ংই নিজেকে নিজেই ভগবান্ শঙ্করের চরণে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫২

ভারত! এই আত্মসমর্পণরূপ যজ্ঞকর্ম্মে আত্মবলসম্পন্ন অশ্বত্থামার ধনুই ছিল সমিধ, তীক্ষ্ণবাণসকল ছিল কুশ এবং দেহই হবিষ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৫৩

তারপর মহাক্রোধী প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সোম-দেবতা সম্বন্ধী মন্ত্রের দ্বারা (আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম-বৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে—এই মন্ত্রের দ্বারা) নিজের দেহকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন ॥ ৫৪

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী এবং নিজ মহিমা হইতে অবিচ্যুত মহাত্মা রুদ্রদেবের রৌদ্রকর্ম্মসকলের দ্বারা স্তুতি করত অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই প্রকার বলিলেন ॥ ৫৫

অশ্বত্থামা বলিলেন,—ভগবন্! আজ আমি আঙ্গিরসকুলে উৎপন্ন এই নিজের দেহকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতিদান

ভবদ্ভক্ত্যা মহাদেব পরমেণ সমাধিনা।
অস্যামাপদি বিশ্বাত্মন্নুপাকুর্মি তবাগ্রতঃ ॥ ৫৭
ত্বয়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাসি বৈ।
গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥ ৫৮
সর্বভূতাশ্রয় বিভো হবির্ভূতমবস্থিতম্।
প্রতিগৃহাণ মাং দেব যদ্যশক্যাঃ পরে ময়া ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা দ্রৌণিরাস্থায় তাং বেদীং দীপ্তপাবকাম্।
সন্ত্যজ্যাত্মানমারুহ্য কৃষ্ণবর্ত্মন্যুপাবিশৎ ॥ ৬০
তমূর্ধ্ববাহুং নিশ্চেষ্টং দৃষ্ট্বা হবিরুপস্থিতম্।
অব্রবীদ্ ভগবান্ সাক্ষান্মহাদেবো হসন্নিব ॥ ৬১
সত্যশৌচার্জবত্যাগৈস্তপসা নিয়মেন চ।
ক্ষান্ত্যা ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ বচসা তথা ॥ ৬২
যথাবদহমারাদ্ধঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা।
তস্মাদিষ্টতমঃ কৃষ্ণাদন্যো মম ন বিদ্যতে ॥ ৬৩

করিতেছি। আপনি আমাকে হবিষ্যরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৫৬

বিশ্বাত্মন্! মহাদেব! এই বিপদের সময় আপনার প্রতি ভক্তিভাবে নিজের চিত্তকে একাগ্র করত আপনার সমক্ষে এই উপহার সমর্পণ করিতেছি (আপনি ইহা গ্রহণ করুন)॥ ৫৭

প্রভো! আপনার মধ্যে সমস্ত ভূতগণ অবস্থিত আছে এবং আপনি সমস্ত ভূতমধ্যে বিরাজমান আছেন। আপনার মধ্যে মুখ্য মুখ্য গুণসকলের একত্ব হইয়া থাকে ॥ ৫৮

বিভো! আপনি সকল ভূতগণের আশ্রয়। দেব! যদি শত্রুগণ আমার দ্বারা পরাভূত না হয়, তবে আপনি হবিষ্যরূপে সম্মুখে অবস্থিত অশ্বত্থামা আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৫৯

এই কথা বলিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা প্রকাশিত সেই বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত অগ্নিমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬০

হবিষ্যরূপে দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ইঁহাকে থাকিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৬১

অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, ত্যাগ, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা আমার যথাযথভাবে আরাধনা করিয়াছেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কেহই আমার পরম প্রিয় নহে ॥৬২-৬৩

কুর্ব্বতা তাত সম্মানং ত্বাঞ্চ জিজ্ঞাসতা ময়া।
পাঞ্চালাঃ সহসা গুপ্তা মায়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥ ৬৪
কৃতস্তস্যৈব সম্মানঃ পাঞ্চালান্ রক্ষতা ময়া।
অভিভূতাস্তু কালেন নৈষামদ্যাস্তি জীবিতম্ ॥ ৬৫
এবমুক্ত্বা মহাত্মানং ভগবানাত্মনস্তনুম্।
আবিবেশ দদৌ চাস্মৈ বিমলং খড়্গমুত্তমম্ ॥ ৬৬

তাত! তাঁহাকে সম্মান এবং তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি পাঞ্চালদিগকে সহসা রক্ষা করিয়াছি ও বারংবার মায়া প্রয়োগ করিয়াছি ॥ ৬৪

পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করিয়াছি; কিন্তু তাহারা এখন কালের দ্বারা পরাভূত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের আর জীবন অবশিষ্ট নাই ॥ ৬৫

মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর নিজ স্বরূপভূত তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে একটি নির্ম্মল ও উত্তম খড়্গ প্রদান করিলেন ॥ ৬৬

অথাবিষ্টো ভগবতা ভূয়ো জজ্বাল তেজসা।
বেগবাংশ্চাভবদ্ যুদ্ধে দেবসৃষ্টেন তেজসা ॥ ৬৭
তমদৃশ্যানি ভূতানি রক্ষাংসি চ সমাদ্রবন্।
অভিতঃ শত্রুশিবিরং যান্তং সাক্ষাদিবেশ্বরম্ ॥ ৬৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি দ্রৌণিকৃতশিবার্চনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

ভগবান্ শঙ্কর আবিষ্ট হইলে পর অশ্বত্থামা পুনরায় অত্যন্ত তেজে প্রজলিত হইয়া উঠিলেন। সেই দেবপ্রদত্ত তেজে তেজস্বী হইয়া অশ্বত্থামা যুদ্ধে আরও বেগশালী হইলেন ॥ ৬৭

সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শত্রুশিবিরের দিকে গমনকারী অশ্বত্থামার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক অদৃশ্য ভূত ও রাক্ষসগণও ধাবিত হইলেন ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক শিবের পূজাবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[অশ্বত্থাম্না রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাঞ্চালাদীনাং বীরাণাং সংহারঃ, তোরণদ্বারেণ নির্গত্য পলায়মানানাং যোধানাং কৃতবর্ম্মণা কৃপাচার্য্যেণ চ বিনাশশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথা প্রযাতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহারথে।
কচ্চিৎ কৃপশ্চ ভোজশ্চ ভয়ার্ত্তৌ ন ব্যবর্ত্ততাম্ ॥ ১
কচ্চিন্ন বারিতৌ ক্ষুদ্রৈ রক্ষিভির্নোপলক্ষিতৌ।
অসহ্যমিতি মন্বানৌ ন নিবৃত্তৌ মহারথৌ ॥ ২
কচ্চিদুন্মথ্য শিবিরং হত্বা সোমক-পাণ্ডবান্।
(কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা কচ্চিৎ সঞ্জয় সা নিশি।)
দুর্য্যোধনস্য পদবীং গতৌ পরমিকাং রণে ॥ ৩
পঞ্চালৈর্নিহতৌ বীরৌ কচ্চিন্নাস্বপতাং ক্ষিতৌ।
কচ্চিৎ তাভ্যাং কৃতং কর্ম্ম তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৪
সঞ্জয় উবাচ।
তস্মিন্ প্রযাতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহাত্মনি।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ শিবিরদ্বার্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫

অষ্টম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক রাত্রিতে নিদ্রিত পাঞ্চালাদি সমস্ত বীরগণকে সংহার এবং তোরণদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের দ্বারা বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেইভাবে পাণ্ডবশিবির অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভয়পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই ত'?১

কোন নীচ দ্বাররক্ষক ইঁহাদের উভয়কে নিবারণ করে নাই ত'? কেহ ত' তাঁহাদের দর্শন করে নাই? এরূপ হয় নাই ত' যে, এই দুই মহারথী বীর সেই কার্য্যকে অসহ্য মনে করত ফিরিয়া যাইলেন? (সঞ্জয়! অশ্বত্থামা সেই শিবিরকে মথিত করিয়া সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ পূর্ব্বক রাত্রিতে নিজের প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছে ত?') ২ঃ

এই দুই বীর পাঞ্চালগণের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য ধরাশায়ী হন নাই ত?' রণাঙ্গনে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত দুর্য্যোধনেরই উত্তম পথে গমন করেন নাই ত'? এই দুই জনে কি সেই স্থানে কোন কিছু পরাক্রম করিয়াছিলেন? সঞ্জয়! এই সব বিষয় আমাকে বল ॥ ৩-৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন শিবিরের মধ্যে যাইতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও এই শিবিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

অশ্বত্থামা তু তৌ দৃষ্ট্বা যত্নবন্তৌ মহারথৌ।
প্রহৃষ্টঃ শনকৈ রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬
যত্তৌ ভবন্তৌ পর্য্যাপ্তৌ সর্বক্ষত্রস্য নাশনে।
কিং পুনর্যোধশেষস্য প্রসুপ্তস্য বিশেষতঃ ॥ ৭
অহং প্রবেক্ষ্যে শিবিরং চরিষ্যামি চ কালবৎ।
যথা ন কশ্চিদপি বা জীবন্ মুচ্যেত মানবঃ ॥ ৮
তথা ভবদ্ভ্যাং কার্য্যং স্যাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্ দ্রৌণিঃ পার্থানাং শিবিরং মহৎ ॥ ৯
অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য বিহায় ভয়মাত্মনঃ।
স প্রবিশ্য মহাবাহুরুদ্দেশজ্ঞশ্চ তস্য হ ॥ ১০
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য নিলয়ং শনকৈরভ্যুপাগমৎ।
তে তু কৃত্বা মহৎ কর্ম শ্রান্তাশ্চ বলবদ্ রণে ॥ ১১
প্রসুপ্তাশ্চৈব বিশ্বস্তাঃ স্বসৈন্যপরিবারিতাঃ।
অথ প্রবিশ্য তদ্ বেশ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত ॥ ১২
পাঞ্চাল্যং শয়নে দ্রৌণিরপশ্যৎ সুপ্তমন্তিকাৎ।
ক্ষৌমাবদাতে মহতি স্পর্ধ্যাস্তরণসংবৃতে ॥ ১৩
মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপৈশ্চূর্ণৈশ্চ বাসিতে।
তং শয়ানং মহাত্মানং বিশ্রব্ধমকুতোভয়ম্ ॥ ১৪
প্রাবোধয়ত পাদেন শয়নস্থং মহীপতে।
সম্বুধ্য চরণস্পর্শাদুত্থায় রণদুর্মদঃ ॥ ১৫
অভ্যজানাদমেয়াত্মা দ্রোণপুত্রং মহারথম্।
তমুৎপতন্তং শয়নাদশ্বত্থামা মহাবলঃ ॥ ১৬
কেশেষ্বালভ্য পাণিভ্যাং নিষ্পিপেষ মহীতলে।
সবলং তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধ্বসেন চ ভারত ॥ ১৭
নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচ্চেষ্টিতুং তদা।
তমাক্রম্য পদা রাজন্ কণ্ঠে চোরসি চোভয়োঃ ॥ ১৮

রাজন্! এই দুই মহারথী বীরকে নিজের সাহায্য করিতে যত্নবান্ দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের দুই জনকে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

যদি আপনারা দুই জনে সাবধান থাকিয়া চেষ্টা করেন, তবে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়দিগকেও বিনাশ করিতে যথেষ্ট হইবে। সে স্থলে এই অবশিষ্ট সৈন্য বিশেষতঃ যাহারা নিদ্রিত, তাহাদের বিনাশ করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৭

আমি ত' এই শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব এবং সেখানে কালের ন্যায় বিচরণ করিব। আপনারা উভয়ে এই কার্য্য করুন যেন কোন মানুষ আপনাদের নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করিতে না পারে—আমার ইহাই সিদ্ধান্ত ।৮½

এই কথা বলিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের বিশাল শিবিরের দ্বার দিয়া না যাইয়া অন্যদিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি নিজের ভয় পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ৯½

এই মহাবাহু বীর শিবিরের প্রত্যেক স্থানের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন; অতএব ধীরে ধীরে ধৃষ্টদ্যুম্নের আবাসে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০½

সে স্থানে এই পাঞ্চাল বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিজ সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন ॥ ১১½

হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই আবাসে প্রবেশ করিয়া দ্রোণকুমার দেখিলেন যে, পাঞ্চালরাজপুত্র পার্শ্বেই বহুমূল্য রেশমী আস্তরণে (চাদরে) আবৃত এক বিশাল শয্যায় শয়িত আছেন। এই শয্যা শ্রেষ্ঠ মাল্যসমূহে সুসজ্জিত ও ধূপ-চন্দন চূর্ণে সুবাসিত ছিল ॥ ১২-১৩½

হে মহীপতে! অশ্বত্থামা নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হইয়া শয্যায় শয়ান মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পদের দ্বারা আঘাত করিয়া জাগাইলেন ॥ ১৪½

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন রণদুর্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার পদস্পর্শেই জাগিয়া উঠিলেন এবং তিনি মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে চিনিতে পারিলেন ॥ ১৫,

তারপর তিনি যখন শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময়েই মহাবল অশ্বত্থামা দুই হাতে তাঁহার কেশসকল ধারণ করিয়া ভূতলে টানিয়া ফেলিলেন এবং সেস্থলে পেষণ করিতে (রগড়াইতে) লাগিলেন ॥ ১৬½

ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় ও নিদ্রাতে অভিভূত ছিলেন। সেই অবস্থায় যখন অশ্বত্থামা তাঁহাকে সবলে ভূতলে পাতিত করত পেষণ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি (আত্মরক্ষার) কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না ॥ ১৭,

রাজন্! তিনি পদের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষ ও কণ্ঠ উভয়ই চাপিয়া ধরিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পশুর ন্যায় মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন চীৎকার ও ছটফট করিতে লাগিলেন ॥ ১৮½

নদন্তং বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুমারমমারয়ৎ ।
তুদন্নখৈস্তু স দ্রৌণিং নাতিব্যক্তমুদাহরৎ ॥ ১৯
আচার্য্যপুত্র শস্ত্রেণ জহি মাং মা চিরং কৃথাঃ ।
ত্বৎকৃতে সুকৃতাঁল্লোকান্ গচ্ছেয়ং দ্বিপদাং বর ॥ ২০
এবমুক্ত্বা তু বচনং বিররাম পরন্তপঃ ।
সুতঃ পাঞ্চালরাজস্য আক্রান্তো বলিনা ভৃশম্ ॥ ২১
তস্যাব্যক্তাং তু তাং বাচং সংশ্রুত্য দ্রৌণিরব্রবীৎ ।
আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংশন ॥২২
তস্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন ত্বমর্হসি দুর্মতে ।
এবং ব্রুবাণস্তং বীরং সিংহো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ২৩
মর্মস্বভ্যবধীৎ ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্ঠীলৈঃ সুদারুণৈঃ ।
তস্য বীরস্য শব্দেন মার্য্যমাণস্য বেশ্মনি ॥ ২৪
অবুধ্যন্ত মহারাজ স্ত্রিয়ো যে চাস্য রক্ষিণঃ ।
তে দৃষ্ট্বা ধর্ষয়ন্তং তমতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ২৫
ভূতমেবাধ্যবস্যন্তো ন স্ম প্রব্যাহরন্ ভয়াৎ ।
তং তু তেনাভ্যুপায়েন গময়িত্বা যমক্ষয়ম্ ॥ ২৬
অধ্যতিষ্ঠত তেজস্বী রথং প্রাপ্য সুদর্শনম্ ।
স তস্য ভবনাদ্ রাজন্ নিষ্ক্রম্যানাদয়ন্ দিশঃ ॥ ২৭
রথেন শিবিরং প্রায়াজ্জিঘাংসুর্দ্বিষতো বলী ।
অপক্রান্তে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে মহারথে ॥ ২৮
সহিতৈ রক্ষিভিঃ সর্বৈঃ প্রাণেদুর্যোষিতস্তদা ।
রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ॥ ২৯
ব্যাক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত ।
তাসাং তু তেন শব্দেন সমীপে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রঞ্চ সমনহ্যন্ত কিমেতদিতি চাব্রুবন্ ।
স্ত্রিয়স্তু রাজন্ বিত্রস্তা ভারদ্বাজং নিরীক্ষ্য তাঃ ॥ ৩১
অব্রুবন্ দীনকণ্ঠেন ক্ষিপ্রমাদ্রবতেতি বৈ ।
রাক্ষসো বা মনুষ্যো বা নৈনং জানীমহে বয়ম্ ॥ ৩২

এই সময় তিনি স্বীয় নখসকলের দ্বারা দ্রোণপুত্রকে পীড়িত করিতে করিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যপুত্র! এখন আর বিলম্ব করিও না। আমাকে কোন অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ কর, যাহার দ্বারা আমি তোমার জন্য পুণ্যলোকে গমন করিতে পারি ॥ ১৯-২০

এই কথা বলিয়া বলবান্ শত্রু কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন নীরব হইলেন ॥ ২১

তাঁহার সেই অস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বলিলেন,—রে কুলকলঙ্ক! নিজের আচার্য্যকে হত্যাকারী মানুষের কোন পুণ্যলোক লাভ হয় না; অতএব দুর্মতে! তুমি অস্ত্রের দ্বারা বধের যোগ্য নও ॥ ২২২

সেই বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধী অশ্বত্থামা মদমত্ত হস্তীর উপর আঘাতকারী সিংহের ন্যায় নিজের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাদাষ্ঠীলের (পায়ের গোড়ালির) দ্বারা তাঁহার মর্মস্থানসমূহে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩২

মহারাজ! এই সময় মৃতপ্রায় বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের আর্তনাদে সেই শিবিরের স্ত্রীগণ ও সমস্ত রক্ষকবৃন্দ জাগিয়া উঠিলেন ॥ ২৪২

তাঁহারা এই অলৌকিক পরাক্রমশালী পুরুষকে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর প্রহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সকলে ভূত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন; সেই কারণে ভীত হইয়া তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৫২

রাজন্! এই উপায়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমলোকে প্রেরণ করত তেজস্বী অশ্বত্থামা তাঁহার নিবাসগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর নিজ রথের নিকট গমন করত তাহাতে আরোহণ করিলেন। তাহার পর এই বলবান্ বীর অশ্বত্থামা অন্য সব শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় গর্জনে সমস্ত দিক্‌কে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রথের দ্বারা প্রত্যেক শিবিরের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭২

মহারথী দ্রোণপুত্র সেখান হইতে চলিয়া যাইলে পর সমবেত হইয়া সমস্ত রক্ষকবৃন্দের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮২

হে ভারত! রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের মধ্যে সকল ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত শোকে মগ্ন হইয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে থাকিলেন ॥ ২৯২

স্ত্রীগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত নিকটস্থ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ অতি সত্বর কবচ বন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন,—আরে, কি হইল? ৩০২

রাজন্! সেই স্ত্রীগণ অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা দীন কণ্ঠে বলিলেন—তোমরা সত্বর ধাবিত হও। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, এ কোন রাক্ষস বা মানুষ। দেখ, এই পাঞ্চালরাজকে হত্যা করিয়া সে ঐ রথে আরোহণ করিয়াছে ॥ ৩১-৩২২

হত্বা পাঞ্চালরাজনং রথমারুহ্য তিষ্ঠতি।
ততস্তে যোধমুখ্যাশ্চ সহসা পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩৩
স তানাপততঃ সর্বান্ রুদ্রাস্ত্রেণ ব্যপোথয়ৎ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ হত্বা স তাংশ্চৈবাস্য পদানুগান্ ॥ ৩৪
অপশ্যচ্ছয়নে সুপ্তমুত্তমৌজসমন্তিকে।
তমপ্যাক্রম্য পাদেন কণ্ঠে চোরসি তেজসা ॥ ৩৫
তথৈব মারয়ামাস বিনর্দন্তমরিন্দমম্।
যুধামন্যুশ্চ সম্প্রাপ্তো মত্বা তং রক্ষসা হতম্ ॥ ৩৬
গদামুদ্যম্য বেগেন হৃদি দ্রৌণিমতাড়য়ৎ।
তমভিদ্রুত্য জগ্রাহ ক্ষিতৌ চৈনমপাতয়ৎ ॥ ৩৭
বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুবৎ তথৈবৈনমমারয়ৎ।
তথা স বীরো হত্বা তং ততোঽন্যান্ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮

সংসুপ্তানেব রাজেন্দ্র তত্র তত্র মহারথান্।
স্ফুরতো বেপমানাংশ্চ শমিতেব পশূন্ মখে ॥ ৩৯
ততো নিস্ত্রিংশমাদায় জঘানান্যান্ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগশো বিচরন্ মার্গানসিযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৪০
তথৈব গুল্মে সম্প্রেক্ষ্য শয়ানান্ মধ্যগৌল্মিকান্।
শ্রান্তান্ ব্যস্তায়ুধান্ সর্বান্ ক্ষণেনৈব ব্যপোথয়ৎ ॥ ৪১
যোধানশ্বান্ দ্বিপাংশ্চৈব প্রাচ্ছিনৎ স বরাসিনা।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৪২
বিস্ফুরদ্‌ভিশ্চ তৈর্দ্রৌণির্নিস্ত্রিংশস্যোদ্যমেন চ।
আক্ষেপণেন চৈবাসেস্ত্রিধা রক্তোক্ষিতোঽভবৎ ॥ ৪৩
তস্য লোহিতরক্তস্য দীপ্তখড়্গস্য যুধ্যতঃ।
অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥ ৪৪

তখন সেই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সহসা উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা নিকটে আসিতেই তাঁহাদের সকলকেই রুদ্রাস্ত্রে সংহার করিলেন ॥ ৩৩½

এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার সেবকগণকে বিনাশ করত অশ্বত্থামা নিকটেই শয়নাগারে পালঙ্কের উপর নিদ্রিত উত্তমৌজাকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৪½

তারপর শত্রুদমন উত্তমৌজাকেও কণ্ঠ এবং বক্ষে পদের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকেও সেইভাবেই পশুর মত মারিয়া ফেলিলেন। তখন সেই উত্তমৌজাও ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

উত্তমৌজা রাক্ষসের দ্বারা নিহত হইয়াছে মনে করিয়া যুধামন্যুও সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তীব্র বেগে গদা উত্তোলিত করিয়া অশ্বত্থামার বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ৩৬½

অশ্বত্থামা অভিদ্রুত তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ভূতলে পাতিত করিলেন। তারপর তিনি অশ্বত্থামার নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা ইঁহাকেও পশুর তুল্য মারিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭½

রাজেন্দ্র! এইভাবে যুধামন্যুকে বধ করত বীর অশ্বত্থামা অন্য মহারথীদিগকেও সেখানে শয়ন করিয়া থাকিবার সময়েই আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সকলে তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু যেরূপ হিংসাপ্রধান যজ্ঞে বধের জন্য নিযুক্ত পুরুষ পশুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও (অশ্বত্থামাও) তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

তদনন্তর অসিযুদ্ধ করিতে নিপুণ অশ্বত্থামা হস্তে খড়্গ লইয়া প্রত্যেক ভাগে বিভিন্ন মার্গে বিচরণ করিতে করিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্য বীরগণকেও বধ করিলেন ॥ ৪০

এইরূপ শিবিরের মধ্যভাগের রক্ষক সৈন্যগণ শুইয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের অস্ত্রসকল ব্যস্তভাবে পতিত ছিল। ইঁহাদের সকলকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্বত্থামা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৪১

তিনি নিজ শ্রেষ্ঠ তরবারির দ্বারা যোদ্ধা, অশ্ব ও হস্তিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়াছিল, তিনি যেন কালপ্রেরিত যমরাজের ন্যায় এই সময় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৪২

নিহত সৈন্যদের হস্ত ও পদ সকল ছট্‌ফট্ করিতে থাকায়, তাঁহাদিগকে বধ করিতে তরবারি উত্তোলিত করায় এবং ইহার দ্বারা সর্ব্বদিকে প্রহার করিতে থাকায়—এই তিন কারণেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৩

তিনি রক্তে লোহিতবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধরত এই বীরের তরবারি চমকিত হইতেছিল। সেই সময় ইঁহার আকার মানবেতর প্রাণীর ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৪

যে ত্বজাগ্রন্ত কৌরব্য তেঽপি শব্দেন মোহিতাঃ।
নিরীক্ষ্যমাণা অন্যোন্যং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা প্রবিব্যথুঃ ॥ ৪৫

তদ্ রূপং তস্য তে দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষিণঃ।
রাক্ষসং মন্যমানাস্তং নয়নানি ন্যমীলয়ন্ ॥ ৪৬

স ঘোররূপো ব্যচরৎ কালবচ্ছিবিরে ততঃ।
অপশ্যদ্ দ্রৌপদীপুত্রানবশিষ্টাংশ্চ সোমকান্ ॥ ৪৭

তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধনুর্হস্তা মহারথাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং হতং শ্রুত্বা দ্রৌপদেয়া বিশাম্পতে ॥ ৪৮

অবাকিরন্ শরব্রাতৈর্ভারদ্বাজমভীতবৎ।
ততস্তেন নিনাদেন সম্প্রবুদ্ধাঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৪৯

শিলীমুখৈঃ শিখণ্ডী চ দ্রোণপুত্রং সমার্দয়ন্।
ভারদ্বাজঃ স তান্ দৃষ্ট্বা শরবর্ষাণি বর্ষতঃ ॥ ৫০

ননাদ বলবন্নাদং জিঘাংসুস্তান্ মহারথান্।
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৫১

অবরুহ্য রথোপস্থাৎ ত্বরমাণোঽভিদুদ্রুবে।
সহস্রচন্দ্রবিমলং গৃহীত্বা চর্ম সংযুগে ॥ ৫২

খড়্গঞ্চ বিমলং দিব্যং জাতরূপ-পরিষ্কৃতম্।
দ্রৌপদেয়ানভিদ্রুত্য খড়্গেন ব্যধমদ্ বলী ॥ ৫৩

ততঃ স নরশার্দূলঃ প্রতিবিন্ধ্যং মহাহবে।
কুক্ষিদেশেঽবধীদ্ রাজন্ স হতো ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৫৪

প্রাসেন বিদ্ধ্বা দ্রৌণিং তু সুতসোমঃ প্রতাপবান্।
পুনশ্চাসিং সমুদ্যম্য দ্রোণপুত্রমুপাদ্রবৎ ॥ ৫৫

সুতসোমস্য সাসিং তং বাহুং ছিত্ত্বা নরর্ষভ।
পুনরপ্যাহনৎ পার্শ্বে স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥ ৫৬

নাকুলিস্তু শতানীকো রথচক্রেণ বীর্য্যবান্।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন বক্ষস্যেনমতাড়য়ৎ ॥ ৫৭

অতাড়য়চ্ছতানীকং মুক্তচক্রং দ্বিজস্তু সঃ।
স বিহ্বলো যযৌ ভূমিং ততোঽস্যাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৫৮

কুরুনন্দন! যাঁহারা জাগরিত হইতেছিলেন, তাঁহারাও সেই কোলাহলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে দেখিয়া দেখিয়াই অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৫

এই সব শত্রুনাশন ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার সেই রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষস মনে করত চক্ষু মুদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

এই ভয়ানক রূপধারী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমস্ত শিবিরে কালের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলেন। তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অবশিষ্ট সোমকগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৭

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত হইতে শুনিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র সেই শব্দে ভীত হইয়া হস্তে ধনু ধারণ করত অগ্রসর হইলেন ॥ ৪৮

তারপর নির্ভর হইয়া তাঁহারা অশ্বত্থামার উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তদনন্তর এই কোলাহলে বীর প্রভদ্রকগণ জাগিয়া উঠিলেন। শিখণ্ডীও ইঁহাদেরই সহিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে দ্রোণপুত্রকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৯;

এই সব মহারথীদিগকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা ইঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০½

তারপর পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি অতিশয় কুপিত হইলেন এবং রথের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া শত চন্দ্রাকার চিহ্ন সুশোভিত ও প্রদীপ্ত ঢাল এবং স্বর্ণভূষিত দিব্য নির্মল খড়্গ ধারণ করত অতিশয় ত্বরা সহকারে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫১-৫২½

এই বলবান্ বীর দ্রৌপদীর পুত্রগণের উপর আক্রমণ করত খড়্গের দ্বারা তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। রাজন্! এই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা সেই মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশে (উদরে) তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিনাশ করিলেন। তিনি নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৫৩-৫৪

তাহার পর প্রতাপশালী সুতসোম প্রথমে দ্রোণপুত্রকে প্রাসের দ্বারা বিদ্ধ করত পুনরায় তরবারি উত্তোলিত করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৫

নরশ্রেষ্ঠ! তখন অশ্বত্থামা তরবারি সহ সুতসোমের বাহু ছেদন করত পুনরায় তাঁহার পার্শ্বভাগে তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি ধরাশায়ী হইলেন ॥ ৫৬

ইহার পর নকুলের পরাক্রমশালী পুত্র শতানীক নিজ দুই বাহু দ্বারা রথচক্র উত্তোলিত করত তাহার দ্বারা তীব্রবেগে অশ্বত্থামার বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ৫৭

শতানীক যখন চক্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামাও তাঁহার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ইহাতে ব্যাকুল হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় অশ্বত্থামা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৫৮

শ্রুতকর্ম্মা তু পরিঘং গৃহীত্বা সমতাড়য়ৎ।
অভিদ্রুত্য যযৌ দ্রৌণিং সব্যে সফলকে ভৃশম্ ॥ ৫৯
স তু তং শ্রুতকর্ম্মাণমাস্যে জঘ্নে বরাসিনা।
স হতো ন্যপতদ্ ভূমৌ বিমূঢ়ো বিকৃতাননঃ ॥ ৬০
তেন শব্দেন বীরস্তু শ্রুতকীর্ত্তির্মহারথঃ।
অশ্বত্থামানমাসাদ্য শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৬১
তস্যাপি শরবর্ষাণি চর্ম্মণা প্রতিবার্য্য সঃ।
সকুণ্ডলং শিরঃ কায়াদ্ ভ্রাজমানমুপাহরৎ ॥ ৬২
ততো ভীষ্ম নিহন্তা তং সহ সর্ব্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ।
অহনৎ সর্ব্বতো বীরং নানাপ্রহরণৈর্ব্বলী ॥ ৬৩
শিলীমুখেন চান্যেন ভ্রুবোর্মধ্যে সমার্পয়ৎ।
স তু ক্রোধসমাবিষ্টো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৬৪
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য দ্বিধা চিচ্ছেদ সোঽসিনা।
শিখণ্ডিনং ততো হত্বা ক্রোধাবিষ্টঃ পরন্তপঃ ॥ ৬৫
প্রভদ্রকগণান্ সর্ব্বানভিদুদ্রাব বেগবান্।
যচ্চ শিষ্টং বিরাটস্য বলং তু ভৃশমাদ্রবৎ ॥ ৬৬
দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং পৌত্রাণাং সুহৃদামপি।
চকার কদনং ঘোরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মহাবলঃ ॥ ৬৭
অন্যানন্যাংশ্চ পুরুষানভিসৃত্যাভিসৃত্য চ।
ন্যকৃন্তদসিনা দ্রৌণিরসিমার্গবিশারদঃ ॥ ৬৮
কালীং রক্তাস্যনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্।
রক্তাম্বরধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্ ॥৬৯
দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামবস্থিতাম্।
নরাশ্ব-কুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধ্বা ঘোরৈঃ প্রতস্থুষীম্ ॥ ৭০
বহন্তীং বিবিধান্ প্রেতান্ পাশবদ্ধান্ বিমূর্দ্ধজান্।
তথৈব চ সদা রাজন্ ন্যস্তশস্ত্রান্ মহারথান্ ॥ ৭১
স্বপ্নে সুপ্তান্নয়ন্তীং তাং রাত্রিষন্যাসু মারিষ।
দদৃশুর্যোধমুখ্যাস্তে ঘ্নন্তং দ্রৌণিঞ্চ সর্ব্বদা ॥ ৭২

তারপর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ গ্রহণ করত অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি অশ্বত্থামার ঢালযুক্ত বাম বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৫৯

তখন অশ্বত্থামা শ্রেষ্ঠ তরবারির দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার মুখের উপরে আঘাত করিলেন। সেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য শ্রুতকর্ম্মা ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬০

এই কোলাহল শ্রবণ করত বীর শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার নিকটে গিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ইঁহার বাণবর্ষণ ঢালের দ্বারা নিবারণ করত অশ্বত্থামা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তককে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত বলবান্ ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী নানাপ্রকার অস্ত্রসকলের দ্বারা অশ্বত্থামার উপর চারিদিকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং অন্য একটি বাণের দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন ॥ ৬৩½

তখন মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধে অতিশয় আবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর নিকট গমন করত তাঁহাকে নিজের তরবারির দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪½

ক্রোধাবিষ্ট শত্রুতাপন অশ্বত্থামা এইভাবে শিখণ্ডীকে বিনাশ করত সমস্ত প্রভদ্রকগণের উপর তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন। এই সঙ্গে রাজা বিরাটের যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাঁহাদের দিকেও প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫-৬৬

সেই মহাবল বীর অশ্বত্থামা দ্রুপদের পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্গণকে অন্বেষণ করিয়া করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ সাধন করিলেন ॥ ৬৭

তরবারি চালনায় নিপুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অন্যান্য পুরুষদিগেরও নিকটে যাইয়া তরবারির দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৬৮

সেই সময় পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা মূর্ত্তিমতী কালরাত্রিকে দর্শন করিলেন, যাঁহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ ও নেত্র রক্তবর্ণের ছিল। ইনি রক্তপুষ্পের মাল্য পরিধান এবং রক্তচন্দন লেপন করিয়াছিলেন। ইনি রক্তবর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়াছিলেন, একাকিনী ছিলেন এবং হস্তে পাশধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার সখীগণও এই সময় ইঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইনি গান করিতে করিতে অবস্থিত ছিলেন এবং ভয়ঙ্কর পাশ অস্ত্রের দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে বন্ধন করত লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৬৯-৭০

মাননীয় রাজন্! মুখ্য মুখ্য অন্যান্য যোদ্ধারাও অন্য বহু রাত্রিমধ্যে স্বপ্নে সেই কালরাত্রিকে দর্শন করিলেন। তিনি সর্ব্বদা নানাপ্রকার কেশহীন প্রেতগণকে নিজের পাশের দ্বারা বন্ধন করত লইয়া যাইতে লাগিলেন, এইরূপ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রিত মহারথী বীরগণকেও লইয়া যাইতে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাও সংহারকারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেই সময় স্বপ্নে দর্শন করিতেছিলেন ॥ ৭১-৭২

যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ।
ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশ্যন্ দ্রৌণিমেব চ ॥ ৭৩
তাংস্তু দৈবহতান্ পূর্বং পশ্চাদ্ দ্রৌণির্ব্যপাতয়ৎ ।
ত্রাসয়ন্ সর্বভূতানি বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৭৪
তদনুস্মৃত্য তে বীরা দর্শনং পূর্বকালিকম্ ।
ইদং তদিত্যমন্যন্ত দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥ ৭৫
ততস্তেন নিনাদেন প্রত্যবুধ্যন্ত ধন্বিনঃ ।
শিবিরে পাণ্ডবেয়ানাং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৭৬
সোহচ্ছিনৎ কস্যচিৎ পাদৌ জঘনঞ্চৈব কস্যচিৎ ।
কাংশ্চিদ্ বিভেদ পার্শ্বেষু কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৭৭
অত্যুগ্রপ্রতিপিষ্টৈশ্চ নদদ্ভিশ্চ ভৃশোৎকটৈঃ ।
গজাশ্বমথিতৈশ্চান্যৈর্মহী কীর্ণাভবৎ প্রভো ॥ ৭৮
ক্রোশতাং কিমিদং কোহয়ং কঃ শব্দঃ কিং নু কিং কৃতম্ ।
এবং তেষাং তথা দ্রৌণিরন্তকঃ সমপদ্যত ॥ ৭৯
অপেতশস্ত্রসন্নাহান্ সন্নদ্ধান পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ান্ ।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় দ্রৌণিঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৮০
ততস্তচ্ছব্দবিত্রস্তা উৎপতন্তো ভয়াতুরাঃ ।
নিদ্রান্ধা নষ্টসংজ্ঞাশ্চ তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥ ৮১
উরুস্তম্ভগৃহীতাশ্চ কশ্মলাভিহতৌজসঃ ।
বিনদন্তো ভৃশং ত্রস্তাঃ সমাসীদন্ পরস্পরম্ ॥ ৮২
ততো রথং পুনর্দ্রৌণিরাস্থিতো ভীমনিঃস্বনম্ ।
ধনুষ্পাণিঃ শরৈরন্যান্ প্রৈষয়দ্ বৈ যমক্ষয়ম্ ॥ ৮৩
পুনরুৎপততশ্চাপি দূরাদপি নরোত্তমান্ ।
শূরান্ সম্পততশ্চান্যান্ কালরাত্র্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮৪
তথৈব স্যন্দনাগ্রেণ প্রমথন্ স বিধাবতি ।
শরবর্ষৈশ্চ বিবিধৈরবর্ষচ্ছাত্রবাংস্ততঃ ॥ ৮৫

যখন হইতে কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হইতেই এই সব যোদ্ধারা কন্যারূপিনী কালরাত্রিকে এবং কালরূপধারী অশ্বত্থামাকে দর্শন করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই দৈব কর্ত্তৃক নিহত এই সব বীরবৃন্দকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পরে বিনাশ করিলেন। এই অশ্বত্থামা ভয়ানক স্বরে গর্জন করিতে করিতে সমস্ত প্রাণীদিগকে ভীত করিতেছিলেন ॥ ৭৩-৭৪

এই দৈবপীড়িত বীরগণ পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, এই সেই স্বপ্ন আজ এইরূপে সত্যে পরিণত হইল ॥ ৭৫

তদনন্তর অশ্বত্থামার সেই সিংহনাদে পাণ্ডবগণের শিবিরে শত শত ও সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৭৬

সেই সময় কালপ্রেরিত যমরাজের ন্যায় তিনি কাঁহার পাদদ্বয় কাটিয়া দিলেন, কাঁহারও কোমর ছেদন করিলেন এবং কাঁহারও পার্শ্বভাগে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৭

ইঁহারা সকলেই তখন গুরুতররূপে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা অত্যন্ত উৎকট স্বরে চীৎকার করিতেছিলেন। এইভাবে মুক্ত অশ্ব ও হস্তিগণ অন্য বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে পিষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রভো! এই সব যোদ্ধাদের মৃতদেহে ধরণী তখন পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৭৮

আহত বীরগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইহা কি হইতেছে। এ কোন্ ব্যক্তি? এই কেন কোলাহল হইতেছে? এই ব্যক্তি কি করিয়াছে? এইভাবে চীৎকারকারী বীরগণের পক্ষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কালস্বরূপ হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৯

পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণের মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং যাঁহারা পুনরায় কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন; ইঁহাদের সকলকে যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রহার করিতে নিপুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮০

যাঁহারা নিদ্রাবশতঃ অন্ধ ও প্রায় অচৈতন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইঁহার শব্দে ভীত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন; কিন্তু পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যেখানে সেখানে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৮১

ইঁহাদের জঙ্ঘা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মোহবশতঃ ইঁহাদের বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইল। ইঁহারা ভীত হইয়া তীব্রস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮২

ইহার পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পুনরায় ভয়ানক শব্দকারী নিজ রথের উপর আরোহণ করত হস্তে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক বাণসমূহের দ্বারা অপর যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩

অশ্বত্থামা পুনরায় উত্থিত ও নিজের উপর আক্রমণকারী অপরাপর নরশ্রেষ্ঠ বীরবর যোদ্ধাদিগকে এবং অন্য বীরগণকেও বিনাশ করত কালরাত্রিকে নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪

তিনি স্বীয় রথাগ্রভাগের দ্বারা শত্রুদিগকে মথিত করিতে

পুনশ্চ সুবিচিত্রেণ শতচন্দ্রেণ চর্ম্মণা।
তেন চাকাশবর্ণেন তথাচরত সোঽসিনা ॥ ৮৬
তথা চ শিবিরং তেষাং দ্রৌণিরাহবদুর্ম্মদঃ।
ব্যক্ষোভয়ত রাজেন্দ্র মহাহ্রদমিব দ্বিপঃ ॥ ৮৭
উৎপেতুস্তেন শব্দেন যোধা রাজন্ বিচেতসঃ।
নিদ্রার্তাশ্চ ভয়ার্তাশ্চ ব্যধাবন্ত ততস্ততঃ ॥ ৮৮
বিস্বরং চুক্রুশুশ্চান্যে বহ্ববদ্ধং তথা বদন্।
ন চ স্ম প্রত্যপদ্যন্ত শস্ত্রাণি বসনানি চ ॥ ৮৯
বিমুক্তকেশাশ্চাপ্যন্যে নাভ্যজানন্ পরস্পরম্।
উৎপতন্তোঽপতন্ শ্রান্তাঃ কেচিৎ তত্রাভ্রমংস্তদা ॥৯০
পুরীষমসৃজন্ কেচিৎ কেচিন্মূত্রং প্রসুস্রবুঃ।
বন্ধনানি চ রাজেন্দ্র সংচ্ছিদ্য তুরগা দ্বিপাঃ ॥ ৯১
সমং পর্য্যপতংশ্চান্যে কুর্ব্বন্তো মহদাকুলম্।
তত্র কেচিন্নরা ভীতা ব্যলীয়ন্ত মহীতলে ॥৯২
তথৈব তান্ নিপতিতানপিংষন্ গজবাজিনঃ।
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রক্ষাংসি পুরুষর্ষভ ॥ ৯৩
হৃষ্টানি ব্যনদমুচ্চৈর্মুদা ভরতসত্তম।
স শব্দঃ পূরিতো রাজন্ ভূতসঙ্ঘৈর্মুদাযুতৈঃ ॥ ৯৪
অপূরয়দ্ দিশঃ সর্বা দিবং চাপিমহান্ স্বনঃ।
তেষামার্তবরং শ্রুত্বা বিত্রস্তা গজবাজিনঃ ॥ ৯৫
মুক্তাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ মৃদনন্তঃ শিবিরে জনম্।
তৈস্তত্র পরিধাবদ্ভিশ্চরণোদীরিতং রজঃ ॥ ৯৬
অকরোচ্ছিবিরে তেষাং রজন্যাং দ্বিগুণং তমঃ।
তস্মিংস্তমসি সঞ্জাতে প্রমূঢ়াঃ সর্বতো জনাঃ ॥ ৯৭
নাজানন্ পিতরঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ ভ্রাতর এব চ।
গজা গজানতিক্রম্য নির্মনুষ্যা হয়া হয়ান্ ॥ ৯৮

করিতে সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতেছিলেন এবং নানাপ্রকার বাণসকল বর্ষণ করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে আহত করিতেছিলেন ॥ ৮৫

পুনরায় তিনি শত চন্দ্রাকার চিহ্নে যুক্ত ঢাল এবং আকাশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট প্রদীপ্ত তরবারি গ্রহণ করত সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬

রাজেন্দ্র! রণদুর্ম্মদ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদের শিবির সকলকে সেইভাবে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন, যেরূপ কোন গজরাজ বিশাল এক সরোবরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮৭

রাজন্! এই হানাহানির কোলাহলে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পতিত যোদ্ধারা উঠিয়া পড়িলেন এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮

বহু যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেন এবং বহু প্রকার অসংলগ্ন বাক্য বলিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন নিজেদের অস্ত্র এবং বস্ত্রসকল অন্বেষণ করিয়া পাইতেছিলেন না ॥ ৮৯

অন্য বহু যোদ্ধা কেশ মুক্ত করত ধাবিত হইতেছিলেন। এই অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। কেহ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে পলাইতেছিলেন ও পরিশ্রান্ত হইয়া পতিত হইতেছিলেন এবং কেহ কেহ সেস্থানেই ঘুরিতে লাগিলেন ॥ ৯০

বহু যোদ্ধা মলত্যাগ করিতেছিলেন এবং বহু যোদ্ধা প্রস্রাব করিয়া ফেলিলেন। রাজেন্দ্র! অন্য বহু সংখ্যক অশ্ব ও হস্তী বন্ধন ছিন্ন করত এক সঙ্গেই সর্ব্বদিকে দৌড়াইতে এবং সকল লোককে অতিশয় ব্যাকুল করিতে লাগিল ॥ ৯১½

বহু মানুষ ভীত হইয়া ভূতলে লুকাইয়া পড়িলেন। ইঁহাদিগকে এই অবস্থায় পলায়মান অশ্ব এবং হস্তীরা নিজেদের পায়ের চাপে পেষণ করিয়া দিল ॥ ৯২½

পুরুষপ্রবর! ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ যখন এই হানাহানি চলিতেছিল, সেই সময় রাক্ষসগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৯৩½

রাজন্! আনন্দমগ্ন ভূতসঙ্ঘ দ্বারা কৃত সেই প্রচণ্ড কোলাহলে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল এবং আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৯৪½

রাজন্! ম্রিয়মাণ যোদ্ধাগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত হস্তী ও অশ্বগণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়া শিবিরে অবস্থিত মনুষ্যদিগকে পেষণ করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল ॥ ৯৫½

এই সব ধাবমান অশ্ব ও হস্তিগণ নিজেদের পায়ের চাপে যে ধূলিজাল উড়াইতে থাকিল, উহা পাণ্ডবদের শিবিরে রাত্রির অন্ধকারকে দ্বিগুণ করিয়া দিল ॥ ৯৬½

এই ঘোর অন্ধকার বিস্তৃত হইলে পর সেখানে স্থিত সমস্ত মানুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই সময় পিতারা পুত্রদিগকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতৃবৃন্দকে চিনিতে পারিতেছিলেন না ॥ ৯৭½

ভারত! হাতীরা হাতীদের উপর এবং আরোহিহীন অশ্বসকল অশ্বদের উপর আক্রমণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া পরস্পরকে মৃত্তিকায় পোথিত করিয়া দিল ॥৯৮½

অতাড়য়ংস্তথাভঞ্জংস্তথামৃদ্নংশ্চ ভারত
তে ভগ্নাঃ প্রপতন্তি স্ম নিঘ্নন্তশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৯৯
ন্যপাতয়ংস্তথা চান্যান্ পাতয়িত্বা তদাপিষন্।
বিচেতসঃ সনিদ্রাশ্চ তমসা চাবৃতা নরাঃ ॥ ১০০
জঘ্নুঃ স্বানেব তত্রাথ কালেনৈব প্রচোদিতাঃ।
ত্যক্ত্বা দ্বারাণি চ দ্বাঃস্থাস্তথা গুল্মানি গৌল্মিকাঃ ॥ ১০১
প্রাদ্রবন্ত যথাশক্তি কান্দিশীকা বিচেতসঃ।
বিপ্রণষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং নাজানন্ত তথা বিভো ॥ ১০২
ক্রোশন্তস্তাত পুত্রেতি দৈবোপহতচেতসঃ।
পলায়তাং দিশস্তেষাং স্বানপ্যুৎসৃজ্য বান্ধবান্ ॥ ১০৩
গোত্রনামভিরন্যোন্যমাক্রন্দন্ত ততো জনাঃ।
হাহাকারঞ্চ কুর্বাণাঃ পৃথিব্যাং শেরতে পরে ॥ ১০৪
তান্ বুদ্ধ্বা রণমত্তোঽসৌ দ্রোণপুত্রো ব্যপোথয়ৎ।
তত্রাপরে বধ্যমানা মুহুর্মুহুরচেতসঃ ॥ ১০৫
শিবিরান্ নিষ্পতন্তি স্ম ক্ষত্রিয়া ভয়পীড়িতাঃ।
তাংস্তু নিষ্পতিতাংস্ত্রস্তান্ শিবিরাজ্জীবিতৈষিণঃ ॥ ১০৬
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ।
বিস্রস্তযন্ত্রকবচান্ মুক্তকেশান্ কৃতাঞ্জলীন্ ॥ ১০৭
বেপমানান্ ক্ষিতৌ ভীতান্ নৈব কাংশ্চিদমুঞ্চতাম্।
নামুচ্যত তয়ো কশ্চিন্নিষ্ক্রান্তঃ শিবিরাদ্ বহিঃ ॥ ১০৮
কৃপশ্চৈব মহারাজ হার্দিক্যশ্চৈব দুর্মতিঃ।
ভূয়শ্চৈব চিকীর্ষন্তৌ দ্রোণপুত্রস্য তৌ প্রিয়ম্ ॥ ১০৯
ত্রিষু দেশেষু দদতুঃ শিবিরস্য হুতাশনম্।
ততঃ প্রকাশে শিবিরে খড়্গেন পিতৃনন্দনঃ ॥ ১১০
অশ্বত্থামা মহারাজ ব্যচরৎ কৃতহস্তবৎ।
কাংশ্চিদাপততো বীরানপরাংশ্চৈব ধাবতঃ ॥ ১১১
ব্যযোজয়ত খড়্গেন প্রাণৈর্দ্বিজবরোত্তমঃ।
কাংশ্চিদ্ যোধান্ স খড়্গেন মধ্যে সংছিদ্য বীর্য্যবান্ ॥ ১১২

পরস্পর আঘাত করিতে করিতে হস্তী ও অশ্বগণ নিজেরাও অত্যন্ত আহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং অন্য সকলকেও পতিত করিয়া তাহাদের পেষণ করিয়া ফেলিল ॥ ৯৯ ॥

বহু মানুষ নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিলেন এবং ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহারা সহসা উত্থিত হইয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মীয়স্বজনদিগকেই বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

দ্বারপালগণ দ্বারসমূহ এবং শিবির রক্ষাকারী সৈন্যরা শিবির-সকল পরিত্যাগ করত যথাশক্তি পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই তখন চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং নিজেরাও তখন বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, তাঁহাদের কোন্ দিকে পলায়ন করিতে হইবে ॥ ১০১ ॥

প্রভো! এই সব পলায়মান সৈন্যরা পরস্পরকে তখন চিনিতে পারিতেছিলেন না। দৈববশতঃ ইঁহাদের বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা 'হে তাত! হা পুত্র!' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্বজনগণকে আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ১০২ ॥

নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণকেও পরিত্যাগ করত নানাদিকে পলায়নরত যোদ্ধাগণের নাম ও গোত্র চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বহু মানুষ এই সময় হাহাকার করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১০৩-১০৪

যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ইঁহাদের সকলকে জানিয়া শুনিয়াই বিনাশ করত পোথিত করিয়া দিলেন। বারংবার তাঁহার প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অপর বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ভয়পীড়িত অবস্থায় শিবির হইতে বাহিরে নির্গত হইতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীত হইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রমণকারী এই সব ক্ষত্রিয়দিগকে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বার-মধ্যেই বিনাশ করিয়া দিলেন ॥ ১০৬ ॥

ইঁহাদের যন্ত্র ও কবচ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহাদের কেশ উন্মুক্ত ছিল। ইঁহারা কৃতাঞ্জলি ও ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়ে ইঁহাদের কাহাকেও, জীবিত পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ১০৭-১০৮

মহারাজ! কৃপাচার্য্য ও দুর্মতি কৃতবর্ম্মা—এই উভয়েই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অধিক প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; অতএব ইঁহারা সেই সব শিবিরের তিন দিকে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন ॥ ১০৯ ॥

মহারাজ! ইহাতে সমস্ত শিবির আলোকিত হইয়া উঠিল এবং এই অবস্থায় পিতার আনন্দবর্দ্ধনকারী অশ্বত্থামা হস্তে খড়্গ ধারণ করত একজন সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

এই সময় কিছু ক্ষত্রিয় বীর তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে-ছিলেন এবং অপর ক্ষত্রিয়গণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই দ্বিবিধ যোদ্ধাগণকেই তরবারির আঘাতে প্রাণহীন করিয়া দিলেন ॥ ১১১ ॥

অতিশয় ক্রুদ্ধ শক্তিশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কিছু যোদ্ধাকে

অপাতয়দ্ দ্রোণপুত্রঃ সংরব্ধস্তিলকাণ্ডবৎ।
নিনদদ্ভির্ভৃশায়স্তৈর্নরাশ্বদ্বিরদোত্তমৈঃ ॥ ১১৩
পতিতৈরভবৎ কীর্ণা মেদিনী ভরতর্ষভ।
মানুষাণাং সহস্রেষু হতেষু পতিতেষু চ ॥ ১১৪
উদতিষ্ঠন্ কবন্ধানি বহূন্যুত্থায় চাপতন্।
সায়ুধান্ সাঙ্গদান্ বাহূন্ বিচকর্ত শিরাংসি চ ॥ ১১৫
হস্তিহস্তোপমানূরূন্ হস্তান্ পাদাংশ্চ ভারত।
পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ পার্শ্বচ্ছিন্নান্ শিরশ্ছিন্নাংস্তথা পরান্ ॥১১৬
স মহাত্মাকরোদ্ দ্রৌণিঃ কাংশ্চিচ্চাপি পরাঙ্মুখান্।
মধ্যদেশে নরানন্যাংশ্চিচ্ছেদান্যাংশ্চ কর্ণতঃ ॥ ১১৭
অংসদেশে নিহত্যান্যান্ কায়ে প্রাবেশয়চ্ছিরঃ।
এবং বিচরতস্তস্য নিঘ্নতঃ সুবহূন্ নরান্ ॥ ১১৮
তমসা রজনী ঘোরা বভৌ দারুণদর্শনা।
কিঞ্চিৎপ্রাণৈশ্চ পুরুষৈর্হতৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১১৯
বহুনা চ গজাশ্বেন ভূরভূদ্ ভীমদর্শনা।
যক্ষরক্ষঃসমাকীর্ণে রথাশ্বদ্বিপদারুণে ॥ ১২০
ক্রুদ্ধেন দ্রোণপুত্রেণ সংছন্নাঃ প্রাপতন্ ভুবি।
ভ্রাতৄনন্যে পিতৄনন্যে পুত্রানন্যে বিচুক্রুশুঃ ॥ ১২১
কেচিদূচুর্ন তৎ ক্রুদ্ধৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতং রণে।
যৎ কৃতং নঃ প্রসুপ্তানাং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥ ১২২
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানামিদং নঃ কদনং কৃতম্।
ন চাসুরৈর্ন গন্ধর্বৈর্ন চ যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ১২৩
শক্যো বিজেতুং কৌন্তেয়ো গোপ্তা যস্য জনার্দনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্ দান্তঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১২৪
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ন্যস্তশস্ত্রং কৃতাঞ্জলিম্।
ধাবন্তং মুক্তকেশং বা হন্তি পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৫

তিলকাণ্ডের ন্যায় মধ্যভাগেই তরবারির দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১১২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত আহত অবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদকারী মনুষ্য, অশ্ব ও বিশালদেহ হস্তিগণের দ্বারা সেখানকার ভূমি আবৃত হইয়া যাইল ॥ ১১৩½

সহস্র সহস্র মানুষ নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইহাদের মধ্যে বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) উত্থিত হইতেছিল এবং পুনরায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ১১৪½

ভারত! অশ্বত্থামা অস্ত্র ও অঙ্গদসহ বহু মানুষের হস্ত এবং মস্তক ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। হস্তি-শুণ্ডসদৃশ দৃশ্যমান জঙ্ঘা, হস্ত ও পদসমূহও তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১১৫½

মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কাহাদের পৃষ্ঠভাগ ছেদন করিলেন, কাহাদের পার্শ্বভাগ উড়াইয়া দিলেন, কাহাদের শিরশ্ছেদ করিলেন এবং কাহাদিগকে তিনি বিতাড়িত করিলেন ॥ ১১৬½

অশ্বত্থামা এই সময় বহুসংখ্যক মানুষের কটিভাগই ছেদন করিয়া দিলেন এবং বহু মানুষকে কর্ণহীন করিয়া দিলেন। অন্যান্য যোদ্ধাদের স্কন্ধদেশে আঘাত করত তাঁহাদের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১৭½

এইভাবে বহু মানুষকে সংহার করিতে করিতে তিনি শিবিরের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাত্রি অন্ধকারবশতঃ আরও ঘোরতর এবং ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১১৮½

মৃত ও অর্দ্ধমৃত সহস্র সহস্র মানুষ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বে আচ্ছাদিত সেই ভূমি দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১১৯½

যক্ষ ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং রথ, অশ্ব ও হস্তীতে দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রণক্ষেত্রে কুপিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বহু ক্ষত্রিয় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ১২০½

কিছু মানুষ ভ্রাতৃগণকে, কিছু পিতৃদিগকে এবং অপর কিছু মানুষ পুত্রসকলকে আহ্বান করিতেছিলেন। কিছু মানুষ বলিতে লাগিলেন—ভ্রাতৃগণ রোষাবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও আমাদের রণাঙ্গনে সেরূপ দুর্গতি করেন নাই, যেরূপ আজ এই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় দুর্গতি করিল ॥ ১২১-১২২

আজ কুন্তীদেবীর পুত্রগণ আমাদের নিকট নাই, সেইজন্য আমাদের এই সংহার হইতেছে। কুন্তীনন্দন অর্জুনকে ত' অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসগণ কেহই জয় করিতে সমর্থ হন্ না; কারণ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার রক্ষক। ইনি ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত ভূতগণের প্রতি দয়াবান্ ॥ ১২৩-১২৪

কুন্তীনন্দন অর্জুন নিদ্রিত, অসাবধান, অস্ত্রহীন, কৃতাঞ্জলি, পলায়নপর অথবা মুক্তকেশে দীনতা প্রকাশকারী মনুষ্যকে কখনও বধ করেন না ॥ ১২৫

তদিদং নঃ কৃতং ঘোরং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্মভিঃ।
ইতি লালপ্যমানাঃ স্ম শেরতে বহবো জনাঃ ॥ ১২৬
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণামপরেষাঞ্চ চ কূজতাম্।
ততো মুহূর্তাৎ প্রাশাম্যৎ স শব্দস্তুমুলো মহান্ ॥ ১২৭
শোণিতব্যতিষিক্তায়াং বসুধায়াঞ্চ ভূমিপ।
তদ্রজস্তুমুলং ঘোরং ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥ ১২৮
স চেষ্টমানানুদ্বিগ্নান্ নিরুৎসাহান্ সহস্রশঃ।
ন্যপাতয়ন্নরান্ ক্রুদ্ধঃ পশূন্ পশুপতির্যথা ॥ ১২৯
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য শয়ানান্ দ্রবতোঽপরান্।
সংলীনান্ যুধ্যমানাংশ্চ সর্বান্ দ্রৌণিরপোথয়ৎ ॥ ১৩০
দহ্যমানা হুতাশেন বধ্যমানাশ্চ তেন তে।
পরস্পরং তদা যোধা অনয়ন্ যমসাদনম্ ॥ ১৩১
তস্যা রজন্যাস্ত্বর্ধেন পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
গময়ামাস রাজেন্দ্র দ্রৌণির্যমনিবেশনম্ ॥ ১৩২
নিশাচরাণাং সত্ত্বানাং রাত্রিঃ সা হর্ষবর্ধিনী।
আসীন্নরগজাশ্বানাং রৌদ্রী ক্ষয়করী ভৃশম্ ॥ ১৩৩
তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোণিতানি চ ॥ ১৩৪
করালাঃ পিঙ্গলাশ্চৈব শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘশঙ্খাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ ॥ ১৩৫
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রূক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাবসক্তাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ ॥ ১৩৬
সপুত্রদারাঃ সক্রূরাঃ সুদুর্দর্শাঃ সুনির্ঘৃণাঃ।
বিবিধানি চ রূপাণি তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষসাম্ ॥ ১৩৭
পীত্বা চ শোণিতং হৃষ্টাঃ প্রানৃত্যন্ গণশোঽপরে।
ইদং পরমিদং মেধ্যমিদং স্বাদিতি চাব্রুবন্ ॥ ১৩৮

আজ ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণের দ্বারা আমাদের এই ভয়ঙ্কর দুর্দশা হইয়াছে। এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে বহু মানুষ রণাঙ্গনে শয়ন করিল ॥ ১২৬

তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া আর্ত্তনাদ ও বিলাপকারী মনুষ্যগণের সেই ভয়ঙ্কর কোলাহল শান্ত হইয়া যাইল ॥ ১২৭

রাজন্! রক্তে অভিষিক্ত ধরাতলে পতিত সেই ভয়ানক ধূলি ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইল ॥ ১২৮

যেরূপ প্রলয়কালের সময় ক্রুদ্ধ পশুপতি রুদ্র সমস্ত পশুদিগকে (প্রাণিগণকে) সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুপিত অশ্বত্থামা এইরূপ সহস্র সহস্র মানুষকে বিনাশ করিলেন, যাঁহারা কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতে তৎপর ছিলেন এবং যাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ায় উৎসাহহীন হইয়াছিলেন ॥ ১২৯

কিছু মানুষ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, অপর কিছু মানুষ পলায়ন করিতেছিল, অন্য কিছু যোদ্ধা আত্মগোপন করিয়া রহিলেন এবং অপর শ্রেণীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই সকল যোদ্ধাকেই দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেস্থলে বিনাশ করিলেন ॥ ১৩০

একদিকে লোকসকল অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং অপর দিকে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হইতেছিল; এরূপ অবস্থায় ঐ সব যোদ্ধারা স্বয়ংই পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩১

রাজেন্দ্র সেই রাত্রির অর্দ্ধভাগ সময়ের মধ্যে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সেই বিশাল সৈন্যকে যমভবনে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩২

এই ভয়ানক রাত্রি নিশাচর প্রাণীদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের পক্ষে অত্যন্ত বিনাশকারী হইয়াছিল ॥ ১৩৩

সেখানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট বহুসংখ্যক রাক্ষস এবং পিশাচ মনুষ্যগণের মাংস ও রক্ত পান করিতেছিল ॥ ১৩৪

ইহারা অতিশয় করাল এবং পিঙ্গল বর্ণের ছিল। ইহাদের দন্তসকল পর্ব্বততুল্য ছিল। ইহারা সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লেপন করিয়াছিল এবং মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের মস্তকের অস্থি বৃহৎ ছিল। ইহাদের পাঁচটি করিয়া পদ এবং উদর অত্যন্ত বৃহৎ ছিল ॥ ১৩৫

ইহাদের অঙ্গুলিসকল পশ্চাদ্‌ভাগে ছিল। ইহারা কর্কশ, কুরূপ ও ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ইহারা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টিকার মাল্য পরিধান করিয়াছিল। ইহাদের কণ্ঠ নীল ছিল। ইহারা অতিশয় ভয়ানক দেখাইতে ছিল। ইহাদের স্ত্রী ও পুত্রগণও সঙ্গে ছিল। ইহারা অত্যন্ত ক্রূর ও নির্দ্দয় ছিল। ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল। এইভাবে সেখানে রাক্ষসগণের নানাপ্রকার রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ১৩৬-১৩৭।

কাহারা রক্ত পান করত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অপরে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পর আলাপ করিতেছিল—ইহা উত্তম, ইহা পবিত্র এবং ইহা বহু স্বাদিষ্ট ॥ ১৩৮

মেদোমজ্জাস্থিরক্তানাং বসানাঞ্চ ভৃশাশিতাঃ।
পরমাংসানি খাদন্তঃ ক্রব্যাদা মাংসজীবিনঃ ॥ ১৩৯
বসাশ্চৈবাপরে পীত্বা পর্য্যধাবন্ বিকুক্ষিকাঃ।
নানাবক্ত্রাস্তথা রৌদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পিশিতাশনাঃ ॥ ১৪০
অযুতানি চ তত্রাসন্ প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
রক্ষসাং ঘোররূপাণাং মহতাং ক্রূরকর্ম্মণাম্ ॥ ১৪১
মুদিতানাং বিতৃপ্তানাং তস্মিন্ মহতি বৈশসে।
সমেতানি বহূন্যাসন্ ভূতানি চ জনাধিপ ॥ ১৪২
প্রত্যূষকালে শিবিরাৎ প্রতিগন্তুমিয়েষ সঃ।
নৃশোণিতাবসিক্তস্য দ্রৌণেরাসীদসিৎসরুঃ ॥ ১৪৩
পাণিনা সহ সংশ্লিষ্ট একীভূত ইব প্রভো।
দুর্গমাং পদবীং গত্বা বিররাজ জনক্ষয়ে। ১৪৪
যুগান্তে সর্বভূতানি ভস্ম কৃত্বেব পাবকঃ।

মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ও চর্বীসকলের বিশেষ আহারকারী মাংসজীবী রাক্ষস এবং হিংস্র জন্তুগণ অপরের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল ॥ ১৩৯

অন্য কুক্ষিহীন রাক্ষসগণ চর্বীসকল পান করত চারিদিকে ধাবিত হইতেছিল। অপক্ব (কাঁচা) মাংসভোজী সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণের অনেক মুখ ছিল ॥ ১৪০

এ স্থানে এতাদৃশ প্রভূত জনসংহারে তৃপ্ত ও আনন্দিত ক্রূরকর্ম্মা ঘোররূপধারী বিশালদেহ রাক্ষসগণের কয়েকটি দল ছিল। এই দলের মধ্যে কোন কোন দলে দশ হাজার, কোন দলে এক লক্ষ এবং কোন দলে এক অর্বুদ (দশ লক্ষ) রাক্ষস ছিল। হে রাজন্! এখানে আরও বহুসংখ্যক মাংসভক্ষী প্রাণী একত্রে সমবেত হইয়াছিল ॥ ১৪১-১৪২

প্রাতঃকালের সূচনা পাইয়াই অশ্বত্থামা শিবির হইতে বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভো! সেই সময় নররক্তে সিক্ত অশ্বত্থামার হস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহার মুষ্টি তরবারির মধ্যে যেন একীভূত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৪৩;

যেরূপ প্রলয়কালে অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণকে ভস্ম করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই নরসংহার হইয়া যাইলে পর নিজের দুর্গম লক্ষ্য পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামা অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৪৪২

হে প্রভো! নিজ পিতার দুর্গম পথে গমন করিতে করিতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শোক ও চিন্তাশূন্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৪৫২

যথাপ্রতিজ্ঞং তৎ কর্ম কৃত্বা দ্রৌণায়নিঃ প্রভো ॥ ১৪৫
দুর্গমাং পদবীং গচ্ছন্ পিতুরাসীদ্ গতজ্বরঃ।
যথৈব সংসুপ্তজনে শিবিরে প্রাবিশন্নিশি ॥ ১৪৬
তথৈব হত্বা নিঃশব্দে নিশ্চক্রাম নরর্ষভঃ।
নিষ্ক্রম্য শিবিরাৎ তস্মাৎ তাভ্যাং সংগম্য বীর্য্যবান্ ১৪৭
আচখ্যৌ কর্ম তৎ সর্বং হৃষ্টঃ সংহর্ষয়ন্ বিভো।
তাবথাচখ্যতুস্তস্মৈ প্রিয়ং প্রিয়করৌ তদা ॥ ১৪৮
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব বিনিকৃত্তান্ সহস্রশঃ।
প্রীত্যা চোচ্চৈরুদক্রোশংস্তথৈবাস্ফোটয়ংস্তলান্ ॥ ১৪৯
এবংবিধা হি সা রাত্রিঃ সোমকানাং জনক্ষয়ে।
প্রসুপ্তানাং প্রমত্তানামাসীৎ সুভৃশদারুণা ॥ ১৫০
অসংশয়ং হি কালস্য পর্য্যায়ো দুরতিক্রমঃ।
তাদৃশা নিহতা যত্র কৃত্বাস্মাকং জনক্ষয়ম্ ॥ ১৫১

যেরূপ রাত্রিকালে সকলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে শান্ত শিবিরমধ্যে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই নরশ্রেষ্ঠ বীর অশ্বত্থামা সকলকে বিনাশ করিয়া কোলাহলশূন্য শিবির হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৪৬২

প্রভো! সেই শিবির হইতে নির্গমন করত শক্তিশালী অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে সমস্ত বীর কর্ম্ম বর্ণনা করিলেন ॥ ১৪৭২

অশ্বত্থামার প্রিয়কারী এই দুই বীর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাও সেই সময় তাঁহাকে প্রিয় সংবাদ জানাইতে জানাইতে বলিলেন যে, আমরাও উভয়ে সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছি ॥ ১৪৮২

তাহার পর ইঁহারা তিনজনে প্রীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন ও তালদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই রাত্রি এই জনসংহার সময়ে অসাবধান হইয়া নিদ্রিত সোমকগণের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৪৯-১৫০

রাজন্! ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, কালের গতি উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন। যেখানে আমাদের পক্ষের যোদ্ধাদিগকে সংহার করা হইয়াছিল, সেই স্থানেই এই সব বীরগণেকও বিনাশ করা হইল ॥ ১৫১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
প্রাগেব সুমহৎ কর্ম দ্রৌণিরেতন্মহারথঃ।
নাকরোদীদৃশং কস্মান্মৎপুত্রবিজয়ে ধৃতঃ॥ ১৫২
অথ কস্মাদ্ধতে ক্ষুদ্রং কর্মেদং কৃতবানসৌ।
দ্রোণপুত্রো মহাত্মা স তন্মে শংসিতুমর্হসি॥১৫৩
সঞ্জয় উবাচ।
তেষাং নূনং ভয়ান্নাসৌ কৃতবান্ কুরুনন্দন।
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানাং কেশবস্য চ ধীমতঃ॥ ১৫৪
সাত্যকেশ্চাপি কর্মেদং দ্রোণপুত্রেণ সাধিতম্।
কো হি তেষাং সমক্ষং তান্ হন্যাদপি মরুৎপতিঃ॥১৫৫
এতদীদৃশকং বৃত্তং রাজন্ সুপ্তজনে বিভো।
ততো জনক্ষয়ং কৃত্বা পাণ্ডবানাং মহাত্যয়ম্॥ ১৫৬
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেব চান্যোন্যং সমেত্যোচুর্মহারথাঃ।
পর্য্যষ্বজৎ ততো দ্রৌণিস্তাভ্যাং সম্প্রতিনন্দিতঃ॥১৫৭
ইদং হর্ষাৎ তু সুমহদাদদে বাক্যমুত্তমম্।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ॥ ১৫৮
সোমকা মৎস্যশেষাশ্চ সর্বে বিনিহতা ময়া।
ইদানীং কৃতকৃত্যাঃ স্ম যাম তত্রৈব মা চিরম্।
যদি জীবতি নো রাজা তস্মৈ শংসমহে বয়ম্॥ ১৫৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে পাঞ্চালাদিবধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অশ্বত্থামা ত' আমার পুত্রের জয়লাভের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এই মহারথী বীর প্রথমেই কেন এরূপ পরাক্রম করেন নাই? ১৫২

যখন দুর্য্যোধন নিহত হইল, তখন সেই মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এরূপ নীচ কর্ম কেন করিলেন? এ সমস্তই তুমি আমাকে বল॥ ১৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি হইতে সর্ব্বদা ভীত হইতেন; সেই কারণে তিনি প্রথমে এই কার্য্য করেন নাই। এই সময় কুন্তীদেবীর পুত্রগণ, বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি দূরে সরিয়া যাইলে অশ্বত্থামা নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন॥ ১৫৪;

সেই পাণ্ডবাদির সম্মুখে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন? সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও এই অবস্থায় কিছুই করিতে পারিতেন না। প্রভো! রাজন্! সেই রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে পর এরূপ এক ঘটনা ঘটিয়া যাইল॥ ১৫৫½

সেই সময় পাণ্ডবগণের পক্ষে প্রভূত বিধ্বংসিকর জনসংহার করত সেই তিন মহারথী যখন পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—অতিশয় সৌভাগ্যবশতই এই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৫৬½

তদনন্তর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই দুইজনের অভিনন্দন গ্রহণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অতিশয় হর্ষের সহিত এই মহত্ত্বপূর্ণ উত্তম বাক্য বলিলেন॥ ১৫৭½

সমস্ত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, সোমকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং মৎস্যদেশের অবশিষ্ট সৈন্যরা—এ সমস্তই আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে॥ ১৫৮½

এই সময় আমরা কৃতকৃত্য হইয়া যাইলাম। এখন আমাদের শীঘ্র সে স্থানে যাইতে হইবে, যদি আমাদের রাজা দুর্য্যোধন জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আমাদের এই সংবাদ শুনাইতে হইবে॥ ১৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে পাঞ্চালাদির বধবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দুর্য্যোধনস্যাবস্থাং দৃষ্ট্বা কৃপাচার্য্যাশ্বত্থাম্নোর্বিলাপঃ, তেষাং সমীপতঃ পাঞ্চালানাং বধবৃত্তান্তং শ্রুত্বা প্রীতস্য দুর্য্যোধনস্য প্রাণত্যাগশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তে হত্বা সর্বপাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ ।
আগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র যত্র দুর্য্যোধনো হতঃ ॥১
গত্বা চৈনমপশ্যন্ত কিঞ্চিৎপ্রাণং জনাধিপম্ ।
ততো রথেভ্যঃ প্রস্কন্দ্য পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥ ২
তং ভগ্নসক্থং রাজেন্দ্র কৃচ্ছ্রপ্রাণমচেতসম্ ।
বমন্তং রুধিরং বক্ত্রাদপশ্যন্ বসুধাতলে ॥ ৩
বৃতং সমন্তাদ্ বহুভিঃ শ্বাপদৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ।
শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যদ্ভিরন্তিকাৎ ॥ ৪
নিবারয়ন্তং কৃচ্ছ্রাত্তান্ শ্বাপদাংশ্চ চিখাদিষ ন
বিচেষ্টমানং মহ্যাঞ্চ সুভৃশং গাঢ়বেদনম্ ॥ ৫
তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ সুরুধিরোক্ষিতম্ ।
হতশিষ্টাস্ত্রয়ো বীরাঃ শোকার্তাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৬
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ।
তৈস্ত্রিভিঃ শোণিতাদিগ্ধৈর্নিঃশসদ্ভির্মহারথৈঃ ॥ ৭
শুশুভে স বৃতো রাজা দেবী ত্রিভিরিবাগ্নিভিঃ ।
তে তং শয়ানং সম্প্রেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্ ॥ ৮
অবিষহ্যেন দুঃখেন ততস্তে রুরুদুস্ত্রয়ঃ ।
ততস্তু রুধিরং হস্তৈর্মুখান্নির্মৃজ্য তস্য হি ।
রণে রাজ্ঞঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৯

কৃপ উবাচ ।

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি যদয়ং রুধিরোক্ষিতঃ ।
একাদশচমূভর্তা শেতে দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ১০

নবম অধ্যায় ।

[দুর্য্যোধনের দশা দেখিয়া কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার বিলাপ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাঞ্চালগণের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীত দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই তিন মহারথী সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রকে বধ করত একসঙ্গে সে স্থানে আসিলেন, যে স্থানে রাজা নিহতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত আছেন ॥ ১

সে স্থানে যাইয়া তাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন, তখনও তাঁহার কিছু কিছু শ্বাস চলিতেছিল। তারপর তাঁহারা রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত ভূতলে নামিয়া আসিলেন এবং আপনার পুত্রের নিকট গমন করত তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র! তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধনের জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চেতনা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং নিজ মুখ দিয়া তিনি ভূতলে রক্তবমন করিতেছেন। ইঁহার নিকট গমন করিবার জন্য দেখিতে ভয়ঙ্কর বহুসংখ্যক হিংস্র প্রাণী ও কুকুর চারিদিকে পরিবেষ্টিত করত কিছু দূরে অবস্থান করিতেছে। দুর্য্যোধন তখন নিজেকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক সেই সব হিংস্র প্রাণী হইতে কোনরূপ অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এই সময় তাঁহার অতিশয় পীড়া হইতেছিল, যাহার জন্য তিনি ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন ।৩-৫

দুর্য্যোধনকে এইভাবে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হতাবশিষ্ট সেই তিন বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা শোকে ব্যাকুল হইয়া তিনদিকে ঘিরিয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬½

এই তিন মহারথী বীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নিতে পরিবেষ্টিত বেদীর ন্যায় সুশোভিত হইতেছিলেন ॥ ৭½

রাজা দুর্য্যোধনকে সেইভাবে অযোগ্য অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া এই তিন মহারথী বীর অসহ্য দুঃখে পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

তাহার পর রণাঙ্গনে শয়ান রাজা দুর্য্যোধনের মুখ হইতে নিঃসৃত রক্তকে হস্তের দ্বারা মার্জনপূর্ব্বক এই তিন বীর দীন বাক্যে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—হায়! বিধাতার পক্ষে কোন কিছুই করা কঠিন নয়। যিনি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, এই সেই রাজা দুর্য্যোধন এস্থানে নিহতপ্রায় হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পতিত আছেন ॥ ১০

পশ্য চামীকরাভস্য চামীকরবিভূষিতাম্ ।
গদাং গদাপ্রিয়স্যেমাং সমীপে পতিতাং ভুবি ॥ ১১
ইয়মেনং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে ।
স্বর্গায়াপি ব্রজন্তং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥ ১২
পশ্যেমাং সহ বীরেণ জাম্বূনদবিভূষিতাম্ ।
শয়ানাং শয়নে হর্ম্ম্যে ভার্য্যাং প্রীতিমতীমিব ॥ ১৩
যোঽয়ং মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতঃ পরন্তপঃ ।
স হতো গ্রসতে পাংশূন্ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ১৪
যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেরত পুরা দ্বিষঃ ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পরৈরয়ম্ ॥ ১৫
ভয়ান্নমন্তি রাজানো যস্য স্ম শতসঙ্ঘশঃ ।
স বীরশয়নে শেতে ক্রব্যাদ্ভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬
উপাসত দ্বিজাঃ পূর্বমর্থহেতোর্যমীশ্বরম্ ।
উপাসতে চ তং হ্যদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥ ১৭

সঞ্জয় উবাচ ।
তং শয়ানং কুরুশ্রেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম ।
অশ্বত্থামা সমালোক্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ১৮
আহুস্ত্বাং রাজশার্দূল মুখ্যং সর্বধনুষ্মতাম্ ।
ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ ১৯
কথং বিবরমদ্রাক্ষীদ্ ভীমসেনস্তবানঘ ।
বলিনং কৃতিনং নিত্যং স চ পাপাত্মবান্ নৃপ ॥ ২০
কালো নূনং মহারাজ লোকেঽস্মিন্ বলবত্তরঃ ।
পশ্যামো নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ২১
কথং ত্বাং সর্বধর্মজ্ঞং ক্ষুদ্রঃ পাপো বৃকোদরঃ ।
নিকৃত্যা হতবান্ মন্দো নূনং কালো দুরত্যয়ঃ ॥ ২২
ধর্মযুদ্ধে হ্যধর্মেণ সমাহূয়ৌজসা মৃধে ।
গদয়া ভীমসেনেন নির্ভগ্নে সক্থিনী তব ॥ ২৩
অধর্মেণ হতস্যাজৌ মৃদ্যমানং পদা শিরঃ ।
য উপেক্ষিতবান্ ক্ষুদ্রং ধিক্ কৃষ্ণং ধিগ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৪

দেখ, সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ গদাপ্রেমী এই রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে সুবর্ণভূষিত সেই গদাও ভূতলে পতিত রহিয়াছে ॥ ১১

এই গদা বীরবর ভূপালকে কখনও ত্যাগ করে নাই এবং আজ স্বর্গলোক গমন করিবার সময়েও এই গদা যশস্বী নরপতিকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ১২

দেখ, এই সুবর্ণভূষিত গদা এই বীর ভূপালের সহিত রণশয্যায় শয়ন করিয়া আছে, যেরূপ অন্তঃপুরে প্রীতিমতী পত্নী ইঁহার সহিত শয়ন করিয়া থাকিতেন ॥ ১৩

এই যে শত্রুসন্তাপী নরেশ সমস্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনিই আজ নিহত ও ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলি গ্রাস করিতেছেন। অহো! কালের বিপরীত পরিবর্ত্তন দেখ ॥ ১৪

পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা নিহত শত্রুগণ যুদ্ধে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকে, সেই এই কুরুরাজ আজ শত্রুদের দ্বারা স্বয়ংই নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৫

যাঁহার অগ্রে অগ্রে শত শত রাজা ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন, তিনিই আজ হিংস্র জন্তুগণে পরিবৃত হইয়া বীর শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৬

পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণ ধনের প্রাপ্তির জন্য যে নরপতির নিকট বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার নিকটে আজ মাংসের জন্য মাংসাহারী জন্তুরা বসিয়া আছে ॥ ১৭

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কুরুকুলভূষণ দুর্য্যোধনকে রণশয্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা এইভাবে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

নিষ্পাপ রাজসিংহ! আপনাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপনি গদাযুদ্ধে ধনপতি কুবেরের সদৃশ এবং আপনি সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ বলরামের শিষ্য ছিলেন, তথাপি ভীমসেন কিভাবে আপনার উপর প্রহার করিবার সুযোগ পাইল? নৃপ! আপনি ত' সদা বলবান্ ও গদাযুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং সেই পাপাত্মা ভীমসেন আপনাকে কিরূপে প্রহার করিল ॥ ১৯-২০

মহারাজ! নিশ্চয়ই এ সংসারে কালই সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলবান্, তথাপি যুদ্ধস্থলে আমরা আপনাকে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করিতেছি ॥ ২১

আপনি সর্ব্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই অভিজ্ঞ, তথাপি মূর্খ, নীচ ও পাপী ভীমসেন আপনাকে কিভাবে প্রতারণা করিয়া বিনাশ করিল? অবশ্য কালকে উল্লঙ্ঘন করা সর্ব্বথা কঠিন ॥ ২২

ভীমসেন আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া রণাঙ্গনে অধর্ম্ম পূর্ব্বক সবলে গদা দ্বারা আপনার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ॥ ২৩

এক ত' আপনি রণাঙ্গনে অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন, তাহার উপর ভীমসেন আপনার মস্তকে পাদপ্রহার করিয়াছে।

যুদ্ধেষ্বপবদিষ্যন্তি যোধা নূনং বৃকোদরম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি ভূতানি নিকৃত্যা হ্যসি পাতিতঃ ॥২৫
ননু রামোঽব্রবীদ্ রাজংস্ত্বাং সদা যদুনন্দনঃ।
দুর্য্যোধনসমো নাস্তি গদয়া ইতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৬
শ্লাঘতে ত্বাং হি বার্ষ্ণেয়ো রাজসংসৎসু ভারত।
স শিষ্যো মম কৌরব্যো গদাযুদ্ধে ইতি প্রভো ॥ ২৭
যাং গতিং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ।
হতস্যাভিমুখস্যাজৌ প্রাপ্তস্ত্বমসি তাং গতিম্ ॥ ২৮
দুর্য্যোধন ন শোচামি ত্বামহং পুরুষর্ষভ।
হতপুত্রৌ তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ॥ ২৯
ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্।
ধিগস্তু কৃষ্ণং বার্ষ্ণেয়মর্জ্জুনঞ্চাপি দুর্মতিম্ ॥ ৩০
ধর্মজ্ঞমানিনৌ যৌ ত্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাম্।

পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ॥ ৩১
কথং দুর্য্যোধনোঽস্মাভির্হত ইত্যনপত্রপাঃ।
ধন্যস্ত্বমসি গান্ধারে যস্ত্বমায়োধনে হতঃ ॥ ৩২
প্রায়শোঽভিমুখঃ শত্রূন্ ধর্মেণ পুরুষর্ষভ।
হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা ॥ ৩৩
প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্ধর্ষঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্যতে।
ধিগস্তু কৃতবর্মাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্ ॥ ৩৪
যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরস্কৃত্য পার্থিবম্।
দাতারং সর্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্ ॥ ৩৫
যদ্ বয়ং নানুগচ্ছাম ত্বাং ধিগস্মান্ নরাধমান্।
কৃপস্য তব বীর্য্যেণ মম চৈব পিতুশ্চ মে ॥ ৩৬
সভৃত্যানাং নরব্যাঘ্র রত্নবন্তি গৃহাণি চ।
তব প্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৩৭

ইহাতেও যাঁহারা সেই নীচ ভীমসেনকে উপেক্ষা করত কোন দণ্ডদান করেন নাই, সেই যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্ ॥ ২৪

আপনি প্রতারিত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন, অতএব যে পর্য্যন্ত এ জগতে প্রাণিগণের স্থিতি থাকিবে, ততকাল সকল যুদ্ধেই যোদ্ধারা ভীমসেনের নিন্দা করিবেন ॥ ২৫

রাজন্! পরাক্রমশালী যদুনন্দন বলরাম আপনার সম্বন্ধে সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন যে, গদাযুদ্ধ শিক্ষাবিষয়ে দুর্য্যোধনের তুল্য অপর কেহই নাই ॥ ২৬

প্রভো! ভারত! এই বৃষ্ণিকুলভূষণ বলরাম রাজগণের সভায় সদা আপনার প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে আমার শিষ্য ॥ ২৭

মহর্ষিগণ যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে উত্তম গতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনি সেই গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ২৮.

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন! আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি না। আমার ত' মাতা গান্ধারী ও আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোক হইতেছে; যাঁহাদের সকল পুত্রই নিহত হইয়াছেন ॥ ২৯

এখন তাঁহারা শোকমগ্ন ও ভিক্ষুক হইয়া এই ভূতলে ভিক্ষা করিয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন। সেই বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্মতি অর্জুনকেও ধিক্, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মজ্ঞ মনে করিয়াও আপনার এই অন্যায় পূর্ব্বক বধকে উপেক্ষা করিয়াছে ॥ ৩০½

হে নরাধিপ! সেই সমস্ত পাণ্ডবেরাও কি নির্লজ্জ হইয়া সকলের সম্মুখে বলিতে পারিবে যে, আমরা দুর্য্যোধনকে কিভাবে বিনাশ করিয়াছি? ৩১½

পুরুষপ্রবর গান্ধারীনন্দন! আপনি ধন্য; কারণ, যুদ্ধে প্রায় ধর্ম্মপূর্ব্বক শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া আপনি নিহত হইয়াছেন। ৩২½

যাঁহার সকল পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই মাতা গান্ধারী দেবী এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দুর্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র এখন কি দশাপ্রাপ্ত হইবেন? ৩৩½

আমাকে, কৃতবর্ম্মাকে ও মহারথী কৃতবর্ম্মাকেও ধিক্; কারণ, আপনার ন্যায় মহারাজকে অগ্রে করত আমরা স্বর্গলোকে গমন করিতে পারিলাম না ॥ ৩৪½

আপনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু দান করিতেন এবং প্রজাদের হিতরক্ষা করিতেন। তথাপি আমরা যে আপনার অনুসরণ করিলাম না, সেইজন্য আমাদের ন্যায় নরাধমগণকে ধিক্ ॥ ৩৫½

নরশ্রেষ্ঠ! আপনারই বল-পরাক্রমে সেবকগণের সহিত কৃপাচার্য্যের, আমার এবং পিতৃদেবের রত্নসমূহে পূর্ণ সুন্দর ভবন লাভ হইয়াছিল ॥ ৩৬½

আপনার প্রসাদে মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমরা প্রচুর দক্ষিণাসমূহে সুসম্পন্ন বহু মুখ্য মুখ্য যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥ ৩৭½

অবাপ্তাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ।
কৃতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্তিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ৩৮
যাদৃশেন পুরস্কৃত্য ত্বং গতঃ সর্বপার্থিবান্।
বয়মেব ত্রয়ো রাজন্ গচ্ছন্তং পরমাং গতিম্ ॥ ৩৯
যদ্ বৈ ত্বাং নানুগচ্ছামস্তেন ধক্ষ্যামহে বয়ম্।
তৎ স্বর্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ সুকৃতস্য তে ॥ ৪০
কিং নাম তদ্ ভবেৎ কর্ম যেন ত্বাং ন ব্রজাম বৈ।
দুঃখং নূনং কুরুশ্রেষ্ঠ চরিষ্যাম মহীমিমাম্ ॥ ৪১
হীনানাং নস্ত্বয়া রাজন্ কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ সুখম্।
গত্বৈব তু মহারাজ সমেত্য চ মহারথান্ ॥ ৪২
যথাজ্যেষ্ঠং যথাশ্রেষ্ঠং পূজয়ের্বচনান্মম।
আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৪৩
হতং ময়াদ্য শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাধিপ।
পরিষ্বজেথা রাজানং বাহ্লিকং সুমহারথম্ ॥ ৪৪

মহারাজ! আপনি যেভাবে সমস্ত রাজাদিগকে অগ্রে করিয়া স্বর্গ অভিমুখে গমন করিতেছেন, পাপী আমরা সেইভাবে কোথা হইতে এই গতি লাভ করিব? ৩৮৷

রাজন্! পরম গতি লাভ করিবার জন্য গমনকারী আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আমরা তিনজনে যে যাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমরা স্বর্গ ও অর্থ এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া আপনার সুকৃতসমূহ স্মরণ করিতে করিতে দিবারাত্র শোকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকিব ॥ ৩৯-৪০৷

কুরুশ্রেষ্ঠ! জানি না ইহা কোন কর্ম্ম, যাহার দ্বারা অবশ হইয়া আমরা আপনার সহিত যাইতে পারিলাম না। নিশ্চয়ই এই ভূতলে আমাদের নিরন্তর দুঃখভোগই করিতে হইবে ॥ ৪১

মহারাজ! আপনাকে পরিত্যাগ করিলে পর আমাদের শান্তি ও সুখ কিভাবে লাভ হইবে? রাজন্! স্বর্গে গমন করত সকল মহারথী যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইলে পর আপনি আমার বাক্যানুসারে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে তাঁহাদের সকলকে সম্মান করিবেন। ৪২৷

হে নরাধিপ! তারপর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের ধ্বজস্বরূপ আচার্য্যদেবের (পিতা দ্রোণাচার্য্যের) পূজা করত তাঁহাকে বলিবেন যে, আজ অশ্বত্থামা কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্ন নিহত হইয়াছে। ৪৩৷

মহাবীর রাজা বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং ভূরিশ্রবাকেও আপনি আমার পক্ষে আলিঙ্গন করিবেন ॥ ৪৪½

সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ।
তথা পূর্বগতানন্যান্ স্বর্গে পার্থিবসত্তমান্ ॥ ৪৫
অস্মদ্বাক্যাৎ পরিষ্বজ্য সম্পৃচ্ছেস্ত্বমনাময়ম্ ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্থমচেতনম্।
অশ্বত্থামা সমুদ্বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
দুর্য্যোধন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ম্ ॥ ৪৮
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
অহঞ্চ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ ৪৯
দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজাঃ।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে মৎস্যশেষঞ্চ ভারত ॥ ৫০
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ
সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্ ॥ ৫১

অন্যান্য যে সমস্ত নৃপশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বেই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার কথানুসারে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ৪৫-৪৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, সেই অচৈতন্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা পুনরায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ইহা বলিলেন ॥ ৪৭

রাজা দুর্য্যোধন! যদি আপনি জীবিত থাকেন, তবে এই কর্ণসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। পাণ্ডবপক্ষের সাত (পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং আমাদের পক্ষে তিন (কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জনই জীবিত আছেন ॥ ৪৮

পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি জীবিত আছেন; আর আমাদের পক্ষে আমি, কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই তিন জন অবশিষ্ট আছি ॥ ৪৯.

হে ভরতবংশধর দুর্য্যোধন! দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে। সমস্ত পাঞ্চালগণকে আমি সংহার করিয়াছি এবং মৎস্যদেশের অবশিষ্ট সৈন্যরাও বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৫০

রাজন্! আপনি দেখুন; শত্রুকৃত কর্ম্মের কিরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পাণ্ডবদেরও সমস্ত পুত্রদিগকে বধ করা হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় মনুষ্য ও বাহনগণের সহিত তাঁহাদের সমস্ত শিবিরকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে ॥ ৫১

ময়া চ পাপকর্মাসৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে।
প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ॥ ৫২
দুর্য্যোধনস্তু তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্।
প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৫৩
ন মেঽকরোৎ তদ্ গাঙ্গেয়ো ন কর্ণো ন চ তে পিতা।
যৎ ত্বয়া কৃপ-ভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতম্॥৫৪
স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্ধং শিখণ্ডিনা।
তেন মন্যে মঘবতা সমমাত্মানমদ্য বৈ॥ ৫৫
স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা তূষ্ণীং স কুরুরাজো মহামনাঃ॥ ৫৬
প্রাণানুপাসৃজদ্ বীরঃ সুহৃদাং দুঃখমুৎসৃজন্।
অপাক্রামদ্ দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ॥ ৫৭
এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো নৃপ।
অগ্রে যাত্বা রণে শূরঃ পশ্চাদ্ বিনিহতঃ পরৈঃ॥ ৫৮
তথৈব তে পরিষ্বক্তাঃ পরিষ্বজ্য চ তে নৃপম্।
পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুরুহূ রথান্॥ ৫৯
ইত্যেবং দ্রোণপুত্রস্য নিশম্য করুণাং গিরম্।
প্রত্যূষকালে শোকার্তঃ প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি। ৬০
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব॥৬১
তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্তস্য মমানঘ।
ঋষিদত্তং প্রণষ্টং তদ্ দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্রস্য নিধনং তদা।
নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দুর্য্যোধনপ্রাণত্যাগে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

ভূপাল! আমি স্বয়ং রাত্রির সময় শিবিরে প্রবেশ করত পাপাচারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় কণ্ঠ চাপিয়া বধ করিয়াছি॥ ৫২

মনের প্রিয়কর এই বাক্য শ্রবণ করত দুর্য্যোধনের পুনরায় চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি এইরূপ বলিলেন॥ ৫৩

মিত্রবর! আজ আচার্য্য কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত তুমি যে কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছ, তাহা না গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, না কর্ণ এবং না তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্যও করিয়া দেখাইতে পারে নাই॥ ৫৪

শিখণ্ডী সহ এই নীচ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আজ আমি নিশ্চয়ই নিজেকে ইন্দ্রতুল্য বলিয়া মনে করিতেছি॥ ৫৫

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক। এখন স্বর্গেই আমাদের পুনর্মিলন হইবে। এই কথা বলিয়া মহাত্মা বীর কুরুরাজ দুর্য্যোধন নীরব হইয়া যাইলেন এবং নিজ সুহৃদ্গণের জন্য দুঃখ পরিহার করত নিজের প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বয়ংই পুণ্যধাম স্বর্গলোকে গমন করিলেন; কিন্তু তাহার পার্থিব দেহ এই ভূতলে পড়িয়া রহিল॥ ৫৬-৫৭

হে নৃপ! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। এই সমরাঙ্গণে সর্ব্ব প্রথমে বীরবর দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতে তিনি শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইলেন॥ ৫৮

মরিবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন সেই তিন বীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই তিনজনও রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর তাঁহারা বারংবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিজ নিজ রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ৫৯

এইরূপ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মুখ হইতে এই করুণাজনক সংবাদ শ্রবণ করত আমি শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং প্রাতঃকালে নগরের দিকে ধাবিত হইলাম॥ ৬০

রাজন্! এইরূপ আপনার কুমন্ত্রণা অনুসারে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের এই ঘোর এবং ভয়ঙ্কর বিনাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে॥ ৬১

নিষ্পাপ নরেশ! আপনার পুত্র স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলে পর আমি শোকে আতুর হইয়া পড়িলাম এবং মহর্ষি ব্যাসদেব প্রদত্ত আমার এই দিব্য দৃষ্টিও এখন নষ্ট হইয়া যাইল॥ ৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ নিজের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিমুখতঃ পুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ বধ-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ, দ্রৌপদীমানয়িতুং নকুলস্য প্রেষণম্, সুহৃদ্ভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শিবিরে গমনম্, মৃত-পুত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শোকশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিঃ।
শশংস ধর্মরাজায় সৌপ্তিকে কদনং কৃতম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

দ্রৌপদেয়া হতা রাজন্ দ্রুপদস্যাত্মজৈঃ সহ।
প্রমত্তা নিশি বিশ্বস্তাঃ স্বপন্তঃ শিবিরে স্বকে ॥ ২
কৃতবর্ম্মণা নৃশংসেন গৌতমেন কৃপেণ চ।
অশ্বত্থাম্না চ পাপেন হতং বঃ শিবিরং নিশি ॥ ৩
এতৈর্নর-গজাশ্বানাং প্রাস-শক্তি-পরশ্বধৈঃ।
সহস্রাণি নিকৃন্তদ্ভির্নিঃশেষং তে বলং কৃতম্ ॥ ৪
ছিদ্যমানস্য মহতো বনস্যেব পরশ্বধৈঃ।
শুশ্রুবে সুমহান্ শব্দো বলস্য তব ভারত ॥ ৫
অহমেকোঽবশিষ্টস্তু তস্মাৎ সৈন্যান্মহামতে।
মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ ধর্মাত্মন্ ব্যগ্রাচ্চ কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পপাত মহ্যাং দুর্দ্ধর্ষঃ পুত্রশোকসমন্বিতঃ ॥ ৭
পতন্তং তমতিক্রম্য পরিজগ্রাহ সাত্যকিঃ।
ভীমসেনোঽর্জ্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৮
লব্ধচেতাস্তু কৌন্তেয়ঃ শোকবিহ্বলয়া গিরা।
জিত্বা শত্রূন্ জিতঃ পশ্চাৎ পর্য্যদেবয়দার্তবৎ ॥ ৯
দুর্বিদা গতিরর্থানামপি যে দিব্যচক্ষুষঃ।
জীয়মানা জয়ন্ত্যন্যে জয়মানা বয়ং জিতাঃ ॥ ১০
হত্বা ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পিতৄন্ পুত্রান্ সুহৃদ্গণান্।
বন্ধূনমাত্যান্ পৌত্রাংশ্চ জিত্বা সর্বান্ জিতা বয়ম্ ॥ ১১
অনর্থো হ্যর্থসঙ্কাশস্তথানর্থোঽর্থদর্শনঃ।
জয়োঽয়মজয়াকারো জয়স্তস্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২

(ঐষীক-পর্ব্ব)

দশম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখ হইতে পুত্রগণ ও পাঞ্চালদের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য নকুলকে প্রেরণ, সুহৃদ্বৃন্দের সহিত শিবিরে গমন এবং মৃত পুত্রাদিকে দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শোক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় যে প্রবৃত্ত জনসংহার হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিল ॥ ১

সূত বলিল, রাজন্! দ্রুপদের পুত্রগণের সহিত দ্রৌপদী-দেবীর সকল পুত্র নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিতে নিজ শিবিরে নিশ্চিন্ত ও অসাবধান হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। ২

নৃশংস কৃতবর্ম্মা, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য এবং পাপী অশ্বত্থামা রাত্রিকালে আপনাদের শিবির নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ৩

এই তিন জনে প্রাস, শক্তি ও পরশুসকলের দ্বারা সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করত আপনার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৪

ভারত! যেরূপ পরশুসকলের দ্বারা বিশাল বনকে ছেদন করা হইলে প্রচণ্ড শব্দ হইয়া থাকে সেইরূপ তাহাদের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ শুনা গিয়াছিল ॥ ৫

মহামতে! ধর্ম্মাত্মন্! সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে একাকী আমিই কোনরূপে জীবিত থাকিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। কৃতবর্ম্মা অপরসকলকে বধ করিতে ব্যগ্র ছিল, সেই কারণে আমি সেই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়াছি ॥ ৬

এই অমঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করত দুর্দ্ধর্ষ রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৭

পতিত হইবার সময় সাত্যকি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবও তাঁহাকে ধরিলেন ॥ ৮

অনন্তর চৈতন্য আসিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শোকাকুল বাক্যে আর্ত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায়, আমি শত্রুকে প্রথমে জয় করিয়া পরে আমি শত্রুর দ্বারা পরাজিত হইলাম ॥ ৯

যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষেও পদার্থসকলে গতি বুঝা অত্যন্ত দুষ্কর। হায়, অন্য লোকেরা জিত হইয়া জয়লাভ করে; আর আমরা জয়লাভ করিয়া পরে পরাজিত হইলাম ॥ ১০

আমরা ভ্রাতা, সমবয়স্ক মিত্র, পিতৃতুল্য পুরুষ ও পুত্রবৃন্দ এবং সুহৃদ্গণ, বন্ধু, মন্ত্রী ও পৌত্রদিগকে হত্যা করত সেই সকলকে জয় করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আমরাই শত্রু দ্বারা পরাজিত হইলাম ॥ ১১

কখনও কখনও অনর্থও অর্থসদৃশ হইয়া যায় এবং অর্থরূপে

যজ্জিত্বা তপ্যতে পশ্চাদাপন্ন ইব দুর্মতিঃ।
কথং মন্যেত বিজয়ং ততো জিততরঃ পরৈঃ॥ ১৩
যেষামর্থায় পাপং স্যাদ্ বিজয়স্য সুহৃদ্‌বধৈঃ।
নির্জিতৈরপ্রমত্তৈর্হি বিজিতা জিতকাশিনঃ॥ ১৪
কর্ণি-নালীকদংষ্ট্রস্য খড়্গজিহ্বস্য সংযুগে।
চাপব্যাত্তস্য রৌদ্রস্য জ্যাতলস্বননাদিনঃ॥ ১৫
ক্রুদ্ধস্য নরসিংহস্য সংগ্রামেম্বপলায়িনঃ।
যে ব্যমুঞ্চন্ত কর্ণস্য প্রমাদাৎ ত ইমে হতাঃ॥ ১৬
রথহ্রদং শরবর্ষোর্মিমন্তং
রত্নাচিতং বাহন-বাজিযুক্তম্।
শক্ত্যৃষ্টিমীনধ্বজনাগনক্রং
শরাসনাবর্তমহেষুফেনম্॥ ১৭
সংগ্রামচন্দ্রোদয়বেগবেলং
দ্রোণার্ণবং জ্যাতলনেমিঘোষম্।
যে তেরুরুচ্চাবচশস্ত্রনৌভি-
স্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ॥ ১৮
ন হি প্রমাদাৎ পরমস্তি কশ্চিদ্
বধো নারাণামিহ জীবলোকে।
প্রমত্তমর্থা হি নরং সমন্তাৎ
ত্যজন্ত্যনর্থাশ্চ সমাবিশন্তি॥ ১৯
ধ্বজোত্তমাগ্রোচ্ছ্রিতধূমকেতুং
শরার্চিষং কোপমহাসমীরম্।
মহাধনুর্জ্যাতলনেমিঘোষং
তনুত্রনানাবিধশস্ত্রহোমম্। ২০
মহাচমূকক্ষদবাভিপন্নং
মহাহবে ভীষ্মময়াগ্নিদাহম্।
যে সেহুরাত্তায়ুধতীক্ষ্ণবেগং
তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ২১

পরিদৃশ্যমান বস্তুও অর্থরূপে পরিণত হইয়া যায়; সেইরূপ আমাদের এই জয়লাভও পরাজয়রূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণে আমাদের জয়ও পরাজয়ে পরিণত হইয়াছে॥ ১২

দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ যদি জয়লাভের পর বিপন্ন ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই জয়লাভকে 'জয়' বলিয়া কিরূপে মনে করিবে? কারণ, সেই অবস্থায় ত' সে শত্রুদের দ্বারা পূর্ণতঃ পরাজিতই হইয়াছে॥ ১৩

জয়লাভের জন্য যাহাদের সুহৃদ্‌গণবধরূপ পাপ করিতে হইয়াছে, তাহারা জয়লাভে উল্লসিত থাকিলেও শেষে পরাজিত হইয়া সতত সাবধানে অবস্থিত শত্রুদের দ্বারা তাহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়॥ ১৪

ক্রুদ্ধ কর্ণ মনুষ্যগণমধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। কর্ণি ও নালীক নামক বাণসকল তাঁহার দন্ত এবং যুদ্ধে উপরে উত্তোলিত তরবারি তাঁহার জিহ্বা ছিল। ধনু আকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার মুখের বিস্তার। গুণের টঙ্কার ধ্বনি তাঁহার পক্ষে গর্জনসদৃশ ছিল। যুদ্ধে অপলায়িত সেই ভয়ঙ্কর পুরুষসিংহ হইতে যাহারা মুক্তি পাইয়াছিল, সেই সব আমার বন্ধু-বান্ধবগণ নিজেদের অসাবধানতার জন্য নিহত হইয়াছে॥ ১৫-১৬

দ্রোণাচার্য্য মহাসাগরসদৃশ ছিলেন, রথই ছিল সেই মহাসাগরে জলকুণ্ড, বাণসকলের বর্ষণ ছিল তরঙ্গমালাসদৃশ, রত্নময় আভরণসমূহ দ্রোণরূপী সমুদ্রের রত্ন ছিল, রথের বাহন অশ্বসকল সমুদ্রের অশ্বগণের ন্যায় মনে হইতেছিল, শক্তি ও ঋষ্টি মৎস্যতুল্য ছিল, ধ্বজ, নাগ ও মকর, ধনু জলের আবর্ত্ত, বড় বড় বাণসকল ফেন, যুদ্ধই চন্দ্রোদয় হইয়া সেই সমুদ্রের বেগকে চরম সীমা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতেছিল, গুণ ও রথচক্রসমূহের ধ্বনি সেই মহাসাগরের গর্জন ছিল; এইরূপ দ্রোণরূপী সাগরকে যাহারা ছোট নানাপ্রকার অস্ত্ররূপ নৌকা দ্বারা পার হইয়া গিয়াছিল, সেই এই সব রাজকুমারগণ অসাবধানতাবশতঃ নিহত হইল॥ ১৭-১৮

প্রমাদ (অনবধানতা) হইতে অধিক এ সংসারে মনুষ্যগণের পক্ষে আর কোন মৃত্যু নাই। প্রমাদী মানুষকে সমুদয় অর্থই সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া যায় এবং অনর্থ না জানাইয়াই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ১৯

মহাসমরে ভীষ্মরূপী অগ্নি যখন পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রজ্বলিত করিতেছিলেন, তখন উচ্চ ধ্বজরূপ শিখরের উপর উড্ডীয়মান পতাকাবলিই ধূমের ন্যায় মনে হইতেছিল। বাণবর্ষণই অগ্নির শিখা, ক্রোধ প্রচণ্ড বায়ুরূপ ধারণ করত সেই অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিতেছিল, বিশাল ধনুর গুণ, হস্ততল এবং রথচক্রসকলের শব্দই সেই অগ্নিদাহ হইতে চট্ চট্ ধ্বনি, কবচ ও নানাপ্রকার অস্ত্রসকল সেই অগ্নির আহুতি ছিল, বিশাল সৈন্যরূপ শুষ্ক বনে দাবানলতুল্য সেই অগ্নি জলিতেছিল, হস্তে ধৃত অস্ত্রসকলই সেই অগ্নির বেগ ছিল, এরূপ অগ্নিদাহ কাষ্ঠকে যাহারা সহ্য করিয়াছে, এই সেই রাজপুত্রগণ প্রমাদবশতঃ নিহত হইয়াছে॥ ২০-২১

ন হি প্রমত্তেন নরেণ শক্যং
বিদ্যা তপঃ শ্রীর্বিপুলং যশো বা।
পশ্যাপ্রমাদেন নিহত্য শত্রূন্
সর্বান্ মহেন্দ্রং সুখমেধমানম্ ॥ ২২

ইন্দ্রোপমান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
পশ্যাবিশেষেণ হতান্ প্রমাদাৎ।
তীর্ত্বা সমুদ্রং বণিজঃ সমৃদ্ধা
মগ্নাঃ কুনদ্যামিব হেলমানাঃ ॥ ২৩

অমর্ষিতৈর্যৈ নিহতাঃ শয়ানা
নিঃসংশয়ং তে ত্রিদিবং প্রপন্নাঃ।
কৃষ্ণাং তু শোচামি কথং নু সাধ্বী
শোকার্ণবে সাদ্য বিনঙ্‌ক্ষ্যতীতি ॥ ২৪

ভ্রাতৄংশ্চ পুত্রাংশ্চ হতান্ নিশম্য
পাঞ্চালরাজং পিতরঞ্চ বৃদ্ধম্।
ধ্রুবং বিসংজ্ঞা পতিতা পৃথিব্যাং
সা শোষ্যতে শোককৃশাঙ্গযষ্টিঃ ॥ ২৫

তচ্ছোকজং দুঃখমপারয়ন্তী
কথং ভবিষ্যত্যুচিতা সুখানাম্।
পুত্রক্ষয়ভ্রাতৃবধপ্রণুন্না
প্রদহ্যমানেন হুতাশনেন ॥ ২৬

ইত্যেবমার্তঃ পরিদেবয়ন্ স
রাজা কুরূণাং নকুলং বভাষে।
গচ্ছানয়ৈনামিহ মন্দভাগ্যাং
সমাতৃপক্ষামিতি রাজপুত্রীম্ ॥ ২৭

মাদ্রীসুতস্তৎ পরিগৃহ্য বাক্যং
ধর্মেণ ধর্মপ্রতিমস্য রাজ্ঞঃ।
যযৌ রথেনালয়মাশু দেব্যাঃ
পাঞ্চালরাজস্য চ যত্র দারাঃ ॥ ২৮

প্রস্থাপ্য মাদ্রীসুতমাজমীঢঃ
শোকার্দিতস্তৈঃ সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
রোরূয়মাণঃ প্রযযৌ সুতানা-
মাযোধনং ভূতগণানুকীর্ণম্ ॥ ২৯

প্রমাদী (অসাবধান) মানুষ কখনও বিদ্যা, তপ, বৈভব অথবা বৃহৎ যশ লাভ করিতে পারে না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদ পরিত্যাগ করায় নিজের সকল শত্রুকে সংহার করত সুখপূর্ব্বক উন্নতি করিতেছেন ॥ ২২

দেখ, প্রমাদবশতই এই ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী রাজাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে সেরূপ সামান্যভাবে বিনাশ করা হইয়াছে, যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বণিক্‌গণ সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া প্রমাদবশতঃ অবহেলা করিতে থাকায় ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ২৩

শত্রুরা অমর্ষের বশীভূত হইয়া যাহাদিগকে রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় বিনাশ করিয়াছে, তাহারা ত' নিঃসন্দেহে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়াছে। আমার ত' সেই সতী সাধ্বী কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) জন্য চিন্তা হইতেছে। হায়, সে আজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হইবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ॥ ২৪

একে ত' পূর্ব্ব হইতেই শোকের জন্য ক্ষীণ হইয়া তাহার দেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর যখন এই নিজের ভ্রাতা ও পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মৃত্যুর সংবাদ শুনিবে, তখন সে আরও শুকাইয়া যাইবে ও অবশ্যই অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইবে ॥ ২৫

যে সর্ব্বদা সুখভোগের যোগ্যা, সে এই শোকজনিত দুঃখকে সহ্য করিতে না পারিয়া জানি না কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হইবে? পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশে ব্যথিত হইয়া তাহার হৃদয়ে যে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে তাহার অতিশয় শোচনীয় অবস্থা আসিবে ॥ ২৬

এইভাবে আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃপক্ষের স্ত্রীগণের সহিত এস্থানে লইয়া এস ॥ ২৭

মাদ্রীনন্দন নকুল ধর্ম্মাচরণের দ্বারা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের তুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত অতিসত্বর মহারাণী দ্রৌপদীর সেই ভবনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন, যেখানে পাঞ্চালরাজেরও স্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৮

মাদ্রীপুত্র নকুলকে সে স্থানে প্রেরণ করত অজমীঢ়কুলনন্দন যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া সেই সব সুহৃদ্‌গণের সহিত বারংবার রোদন করিতে করিতে ভূতগণে পরিব্যাপ্ত পুত্রসকলের সেই যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন ॥ ২৯

স তৎ প্রবিশ্যাশিবমুগ্ররূপং
দদর্শ পুত্রান্ সুহৃদঃ সখীংশ্চ ।
ভূমৌ শয়ানান্ রুধিরার্দ্রগাত্রান্
বিভিন্নদেহান্ প্রহৃতোত্তমাঙ্গান্ ॥ ৩০
স তাংস্তু দৃষ্ট্বা ভৃশমার্তরূপো
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
উচ্চৈঃ প্রচুক্রোশ চ কৌরবাগ্র্যঃ
পপাত চোর্ব্যাং সগণো বিসংজ্ঞঃ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠিরশিবিরপ্রবেশে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

সেই ভয়ঙ্কর ও অমঙ্গলময় স্থানে প্রবেশ করত তিনি নিজ পুত্র, সুহৃদ্ ও বন্ধুবর্গকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূতলে পতিত থাকিতে দর্শন করিলেন। তখন ইঁহাদের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মস্তকও ছিন্ন ছিল ॥ ৩০

ইঁহাদিগকে দেখিয়া কুরুকুলশিরোমণি ও ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে ইঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইল। তিনি নিজ সঙ্গীদের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে প্রবেশবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

[শোকেন যুধিষ্ঠিরস্য ব্যাকুলতা, দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, দ্রোণপুত্রবধায়াগ্রহপ্রকাশশ্চ, তং হন্তুং ভীমসেনস্য প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
স দৃষ্ট্বা নিহতান্ সংখ্যে পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
মহাদুঃখপরীতাত্মা বভূব জনমেজয় ॥ ১
ততস্তস্য মহান্ শোকঃ প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ ।
স্মরতঃ পুত্র-পৌত্রাণাং ভ্রাতৃণাং স্বজনস্য হ ॥ ২
তমশ্রুপরিপূর্ণাক্ষং বেপমানমচেতসম্ ।
সুহৃদো ভৃশসংবিগ্নাঃ সান্ত্বয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৩
ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কল্যো রথেনাদিত্যবর্চসা ।
নকুলঃ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধমুপায়াৎ পরমার্তয়া ॥ ৪
উপপ্লব্যং গতা সা তু শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্ ।
তদা বিনাশং সর্বেষাং পুত্রাণাং ব্যথিতাভবৎ ॥ ৫
কম্পমানেব কদলী বাতেনাভিসমীরিতা ।
কৃষ্ণা রাজানমাসাদ্য শোকার্তা ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৬
বভূব বদনং তস্যাঃ সহসা শোককর্ষিতম্ ।
ফুল্লপদ্মপলাশাক্ষ্যাস্তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্ ॥ ৭

একাদশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের শোকে ব্যাকুলতা, দ্রৌপদীর বিলাপ ও দ্রোণ-পুত্রকে বধের জন্য আগ্রহপ্রকাশ এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ভীমসেনের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের পুত্র, পৌত্র ও মিত্রবর্গকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় গুরুতর দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ১

সেই সময় পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনগণকে স্মরণ করত এই মহাত্মার মনে মহাশোক উৎপন্ন হইল ॥ ২

তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইল। তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শন করত তাঁহার সুহৃদ্গণ সেই সময় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সময় সামর্থ্যশালী নকুল সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথের দ্বারা শোকে অত্যন্ত পীড়িতা দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

এই সময় দ্রৌপদী উপপ্লব্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিজের সমস্ত পুত্রদিগের নিধনরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত শোকে ব্যাকুলা হইয়া দ্রৌপদী বায়ু দ্বারা আন্দোলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৬

প্রফুল্ল কমলদলতুল্য বিশাল ও মনোহর নেত্রসুশোভিত দ্রৌপদীর মুখ সহসা শোকে পীড়িত হইয়া রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজোহীন হইয়া যাইল ॥ ৭

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা সংরব্ধো সত্যবিক্রমঃ।
বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ॥ ৮
সা সমাশ্বাসিতা তেন ভীমসেনেন ভামিনী।
রুদতী পাণ্ডবং কৃষ্ণা সা হি ভারতমব্রবীৎ॥ ৯
দিষ্ট্যা রাজন্নবাপ্যেমামখিলাং ভোক্ষ্যসে মহীম্।
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্মেণ সম্প্রদায় যমায় বৈ॥ ১০
দিষ্ট্যা ত্বং কুশলী পার্থ মত্তমাতঙ্গগামিনীম্।
অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিষ্যসি॥ ১১
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্মেণ শ্রুত্বা শূরান্ নিপাতিতান্।
উপপ্লব্যে ময়া সার্ধং দিষ্ট্যা ত্বং ন স্মরিষ্যসি॥ ১২
প্রসুপ্তানাং বধং শ্রুত্বা দ্রৌণিনা পাপকর্মণা।
শোকস্তপতি মাং পার্থ হুতাশন ইবাশ্রয়ম্॥ ১৩
তস্য পাপকৃতো দ্রৌণের্ন চেদদ্য ত্বয়া রণে।
হ্রিয়তে সানুবন্ধস্য যুধি বিক্রম্য জীবিতম্॥ ১৪
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে তন্নিবোধত পাণ্ডবাঃ।
ন চেৎ ফলমবাপ্নোতি দ্রৌণিঃ পাপস্য কর্মণঃ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণা পাণ্ডবং প্রত্যুপাবিশৎ।
যুধিষ্ঠিরং যাজ্ঞসেনী ধর্মরাজং যশস্বিনী॥ ১৬
দৃষ্ট্বোপবিষ্টাং রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো মহিষীং প্রিয়াম্।
প্রত্যুবাচ স ধর্মাত্মা দ্রৌপদীং চারুদর্শনাম্॥ ১৭
ধর্ম্যং ধর্মেণ ধর্মজ্ঞে প্রাপ্তাস্তে নিধনং শুভে।
পুত্রাস্তে ভ্রাতরশ্চৈব তান্ন শোচিতুমর্হসি॥ ১৮
স কল্যাণি বনং দুর্গং দূরং দ্রৌণিরিতো গতঃ।
তস্য ত্বং পাতনং সংখ্যে কথং জ্ঞাস্যসি শোভনে॥ ১৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

দ্রোণপুত্রস্য সহজো মণিঃ শিরসি মে শ্রুতঃ।
নিহত্য সংখ্যে তং পাপং পশ্যেয়ং মণিমাহৃতম্॥ ২০

তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সত্যপরাক্রমী ভীমসেন লাফাইয়া উঠিয়া দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিলেন এবং সেই মানিনী পত্নী দ্রৌপদীকে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন॥ ৮½

সেই সময় রোদন করিতে করিতে দ্রৌপদী ভরতনন্দন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—রাজন্! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্বীয় পুত্রগণকে যমরাজের উদ্দেশ্যে উপহাররূপে প্রদান করত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এখন ইহা উপভোগ করিবেন॥ ৯-১০

কুন্তীনন্দন! সৌভাগ্যবশতই আপনি সকুশলে থাকিয়া এই মত্তমাতঙ্গগামিনী সমুদয় পৃথিবীর রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এখন ত' আপনার সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুরও কথা স্মরণ হইবে না॥ ১১

নিজের বীর পুত্রদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে নিহত শুনিয়াও আপনি উপপ্লব্য নগরে আমার সহিত বাস করত তাহাদিগকে সর্ব্বথা বিস্মৃত হইবেন—ইহাও ভাগ্যের কথা॥ ১২

পার্থ! পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক আমার নিদ্রিত পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করত শোক আমাকে সেইরূপে দগ্ধ করিতেছে, যেরূপ অগ্নি নিজের আধারভূত কাষ্ঠকেই দগ্ধ করিয়া থাকে॥ ১৩

যদি আজ আপনি রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করত অনুগামীদিগের সহিত পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার প্রাণহরণ না করেন, তবে আমি এ স্থানেই অনশন করিয়া নিজের প্রাণত্যাগ করিব। পাণ্ডবগণ! ইহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। যদি অশ্বত্থামা নিজের পাপকর্ম্মের ফললাভ না করে, তবে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব॥ ১৪-১৫

এই কথা বলিয়া যশস্বিনী দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই অনশনের জন্য উপবেশন করিলেন। ১৬

স্বীয় প্রিয় মহারাণী পরমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে উপবাসের জন্য উপবেশন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন॥ ১৭

শুভে! তুমি ধর্ম্ম কি তাহা জান। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করত ধর্ম্মানুকূল মৃত্যুলাভ করিয়াছে; অতএব তাহাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ১৮

কল্যাণি! দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা এখান হইতে পলায়ন করত দুর্গম বনে চলিয়া গিয়াছে। শোভনে! যদি তাহাকে বিনাশ করত যুদ্ধে ভূপাতিত করাও হয়, তবে তোমার বিশ্বাস কিভাবে জন্মিবে? ১৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—মহারাজ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মস্তকে একটি মণি আছে; যাহা সে জন্মেরই সহিত লাভ করিয়াছে। সেই পাপীকে যুদ্ধে বিনাশ করত সেই মণিকে আপনি যদি আনিয়া দেন, তবে আমি উহা দেখিব। রাজন্! সেই মণিকে আপনার মস্তকে ধারণ করাইয়া আমি জীবন ধারণ করিব; ইহাই আমার অভিমত॥ ২০½

রাজন্ শিরসি তে কৃত্বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবং কৃষ্ণা রাজানং চারুদর্শনা ॥ ২১
ভীমসেনমথাগত্য পরমং বাক্যমব্রবীৎ।
ত্রাতুমর্হসি মাং ভীম ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ২২
জহি তং পাপকর্মাণং শম্বরং মঘবানিব।
ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ পুমানস্তীহ কশ্চন ॥ ২৩
শ্রুতং তৎ সর্বলোকেষু পরমব্যসনে যথা।
দ্বীপোঽভূস্ত্বং হি পার্থানাং নগরে বারণাবতে ॥ ২৪
হিড়িম্বদর্শনে চৈব তথা ত্বমভবো গতিঃ।
তথা বিরাটনগরে কীচকেন ভৃশার্দিতাম্ ॥ ২৫
মামপ্যুদ্ধৃতবান্ কৃচ্ছ্রাৎ পৌলোমীং মঘবানিব।
যথৈতান্যকৃথাঃ পার্থ মহাকর্মাণি বৈ পুরা ॥ ২৬
তথা দ্রৌণিমমিত্রঘ্ন বিনিহত্য সুখী ভব।
তস্যা বহুবিধং দুঃখান্নিশম্য পরিদেবিতম্ ॥ ২৭
নামর্ষয়ত কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ।
স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গমারুরোহ মহারথম্ ॥ ২৮
আদায় রুচিরং চিত্রং সমার্গণগুণং ধনুঃ।
নকুলং সারথিং কৃত্বা দ্রোণপুত্রবধে ধৃতঃ ॥ ২৯
বিস্ফার্য্য সশরং চাপং তূর্ণমশ্বানচোদয়ৎ।
তে হয়াঃ পুরুষব্যাঘ্র চোদিতা বাতরংহসঃ ॥ ৩০
বেগেন ত্বরিতা জগ্মুর্হরয়ঃ শীঘ্রগামিনঃ।
শিবিরাৎ স্বাদ্ গৃহীত্বা স রথস্য পদমচ্যুতঃ ॥ ৩১
(দ্রোণপুত্রগতেনাশু যযৌ মার্গেণ ভারত।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি দ্রৌণিবধার্থং ভীমসেনগমনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সুন্দরী কৃষ্ণা ভীমসেনের নিকট আসিলেন এবং এই উত্তম কথা বলিলেন,—প্রিয় ভীমসেন! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসরণ করত আমার জীবন রক্ষা করিতে পারেন ॥ ২১-২২

বীর! যেরূপ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও এই পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামাকে বধ করুন। এ জগতে কোনও পুরুষ আপনার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ২৩

এই কথা সম্পূর্ণ জগতে প্রসিদ্ধ আছে যে, বারণাবতনগরে যখন কুন্তীপুত্রগণের উপর গুরুতর বিপদ পতিত হয়, তখন আপনিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৪

এইরূপ হিড়িম্বাসুরের দর্শনসময়েও আপনি তাঁহাদের আশ্রয়-দাতা হইয়াছিলেন। বিরাটনগরে কীচক যখন আমাকে ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়াছিল, তখন সেই মহাসঙ্কটেও আপনি আমাকে সেইভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র শচীদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ২৫½

শত্রুসূদন পার্থ! যেরূপ পূর্ব্বকালে আপনি এইরূপ মহৎ কার্য্যসকল করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকেও বিনাশ করত আপনি সুখী হউন ॥ ২৬½

দুঃখবশতঃ দ্রৌপদীর এইরূপ বহুবিধ বিলাপ শ্রবণ করত মহাবল কুন্তীকুমার ভীমসেন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ২৭½

তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিতে নিশ্চয় করিয়া স্বর্ণ-ভূষিত বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। তিনি বাণ ও গুণসহ এক সুন্দর এবং বিচিত্র ধনু হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নকুলকে সারথি করিলেন। তারপর বাণসহ ধনুটিকে বিস্ফারিত করিয়া অতিদ্রুত অশ্বগণকে চালনা করিলেন ॥ ২৮-২৯½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নকুলকর্ত্তৃক প্রেরিত সেই বায়ুতুল্য বেগশালী ও দ্রুতগামী অশ্বগণ ত্বরাসহকারে সবেগে যাইতে লাগিল। ৩০

হে ভারত! শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত ভীমসেন অশ্বত্থামার রথের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে সেই পথ দিয়াই অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন, যে পথ দিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা গমন করিয়াছেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্য ভীমসেনের গমনবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেনাশ্বত্থাম্নশ্চাঞ্চল্যস্য ক্রূরতায়াশ্চ প্রসঙ্গমুত্থাপ্য সুদর্শনচক্রস্য প্রার্থনাবিষয়ঞ্চ শ্রাবয়তা ভীমসেনং রক্ষিতুমুদ্যোগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ প্রযাতে দুর্দ্ধর্ষে যদূনামৃষভস্ততঃ।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১
এষ পাণ্ডব তে ভ্রাতা পুত্রশোকপরায়ণঃ।
জিঘাংসুর্দ্রৌণিমাক্রন্দে এক এবাভিধাবতি ॥ ২
ভীমঃ প্রিয়স্তে সর্ব্বেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভরতর্ষভ।
তং কৃচ্ছ্রগতমদ্য ত্বং কস্মান্নাভ্যুপপদ্যসে ॥ ৩
যৎ তদাচষ্ট পুত্রায় দ্রোণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দহেত পৃথিবীমপি ॥ ৪
তন্মহাত্মা মহাভাগঃ কেতুঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
প্রত্যপাদয়দাচার্য্যঃ প্রীয়মাণো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৫
তং পুত্রোঽপ্যেক এবৈনমন্বযাচদমর্ষণঃ।
ততঃ প্রোবাচ পুত্রায় নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৬
বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাত্মজস্য দুরাত্মনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদাচার্য্যঃ সোঽন্বশাৎ স্বসুতং ততঃ ॥ ৭
পরমাপদ্‌গতেনাপি ন স্ম তাত ত্বয়া রণে।
ইদমস্ত্রং প্রযোক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ॥ ৮
ইত্যুক্তবান্ গুরুঃ পুত্রং দ্রোণঃ পশ্চাদথোক্তবান্।
ন ত্বং জাতু সতাং মার্গে স্থাতেতি পুরুষর্ষভ ॥ ৯
স তদাজ্ঞায় দুষ্টাত্মা পিতুর্ব্বচনমপ্রিয়ম্।
নিরাশঃ সর্ব্বকল্যাণৈঃ শোকাৎ পর্য্যচরন্মহীম্ ॥ ১০
ততস্তদা কুরুশ্রেষ্ঠ বনস্থে ত্বয়ি ভারত।
অবসদ্ দ্বারকামেত্য বৃষ্ণিভিঃ পরমার্চ্চিতঃ ॥ ১১
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বসন্ দ্বারবতীমনু।
এক একং সমাগম্য মামুবাচ হসন্নিব ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার চপলতা ও ক্রূরতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সুদর্শনচক্রের প্রার্থনার কথা শুনাইতে শুনাইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীমসেন গমন করিলে পর যদুকুলতিলক কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

পাণ্ডুনন্দন! এই আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকে মগ্ন হইয়া দ্রোণকুমার অশ্বত্থামাকে বধ করিবার ইচ্ছায় একাকীই তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন আপনার সমস্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রিয়; কিন্তু আজ সে সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। সুতরাং আজ আপনি তাহার সহায়তার জন্য যাইতেছেন না কেন? ৩

শত্রুনগরজয়ী দ্রোণাচার্য্য নিজের পুত্র অশ্বত্থামাকে যে ব্রহ্মশির-নামক অস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, উহা সমগ্র ভূমণ্ডলকে দগ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ৪

সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের কেতুস্বরূপ মহাভাগ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য প্রসন্ন হইয়া এই অস্ত্র প্রথমে অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন ॥ ৫

অশ্বত্থামা তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। সে দ্রোণাচার্য্যের একমাত্র পুত্র; অতএব সে-ও পিতার নিকট ঐ অস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তখন আচার্য্যদেব নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে এই অস্ত্র উপদেশ করেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন অধিক প্রসন্ন হইল না ॥ ৬

তাঁহার নিজ পুত্রের চপলতা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল; অতএব সর্ব্বধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞ আচার্য্যদেব নিজ পুত্রকে এইরূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন ॥ ৭

পুত্র! গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইলেও তুমি রণাঙ্গনে বিশেষতঃ মনুষ্যগণের উপর এই অস্ত্রের প্রয়োগ করিও না ॥ ৮

নরশ্রেষ্ঠ! নিজের পুত্রকে এই কথা বলিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্য পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমার সন্দেহ হয়, তুমি কখনও সৎপুরুষের মার্গে অবস্থিত থাকিবে না ॥ ৯

পিতার এই অপ্রিয় বাক্য অবগত হইয়া দুষ্টাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকের সহিত ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১০

ভরতনন্দন! কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যখন আপনি বনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অশ্বত্থামা দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেস্থানে বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাহার অতিশয় আদর সৎকার করিয়াছিল ॥ ১১

একদিন দ্বারকায় সমুদ্রের তীরে বাস করিবার সময় সে একাকীই একক আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে এই কথা বলিল ॥ ১২

যৎ তত্নগ্রং তপঃ কৃষ্ণ চরন্ সত্যপরাক্রমঃ।
অগস্ত্যাদ্ ভারতাচার্য্যঃ প্রত্যপদ্যত মে পিতা ॥ ১৩
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দেব-গন্ধর্ব্বপূজিতম্।
তদদ্য ময়ি দাশার্হ যথা পিতরি মে তথা ॥ ১৪
অস্মত্তস্তত্নপাদায় দিব্যমস্ত্রং যদুত্তম।
মমাত্যস্ত্রং প্রযচ্ছ ত্বং চক্রং রিপুহণং রণে ॥ ১৫
স রাজন্ প্রিয়মাণেন ময়াপ্যুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
যাচমানঃ প্রযত্নেন মত্তোঽস্ত্রং ভরতর্ষভ ॥ ১৬
দেব-দানব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-পতগোরগাঃ।
ন সমা মম বীর্য্যস্য শতাংশেনাপি পিণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
ইদং ধনুরিয়ং শক্তিরিদং চক্রমিয়ং গদা।
যদ্‌যদিচ্ছসি চেদস্ত্রং মত্তস্তৎ তদ্ দদামি তে ॥ ১৮
যচ্ছক্নোষি সমুদ্যন্তং প্রয়োক্তুমপি বা রণে।
তদ্ গৃহাণ বিনাস্ত্রেণ যন্মে দাতুমভীপ্সসি ॥ ১৯

দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! ভরতবংশের আচার্য্য আমার সত্য-পরাক্রমী পিতা উগ্র তপস্যা করত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা সম্মানিত অস্ত্র এই সময় যেরূপ আমার পিতার নিকট রহিয়াছে, সেরূপ আমার নিকটেও আছে; যদুশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি আমার নিকট হইতে সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করত রণাঙ্গনে শত্রুধ্বংসকারী আপনার চক্রনামক অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন ॥ ১৩-১৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে আমার নিকট সেই অস্ত্র প্রার্থনা করিল, তখন আমি প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলাম ॥ ১৬

ব্রহ্মন্! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পক্ষী ও নাগগণ—ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমার পরাক্রমের শতভাগের এক ভাগও পরাক্রম করিতে পারিবে না ॥ ১৭

এই আমার ধনু, এই শক্তি, এই চক্র ও এই গদা রহিয়াছে। তুমি যে যে অস্ত্র আমার নিকট হইতে প্রার্থনা করিবে, আমি সেই সেই অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিব ॥ ১৮

তুমি আমাকে যে অস্ত্র প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা প্রদান না করিয়াই রণাঙ্গনে তুমি আমার যে অস্ত্র উত্তোলিত করিতে অথবা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, সেই সেই অস্ত্রই তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৯

স সুনাভং সহস্রারং বজ্রনাভময়স্ময়ম্।
বব্রে চক্রং মহাভাগো মত্তঃ স্পর্দ্ধয়া সহ ॥ ২০
গৃহাণ চক্রমিত্যুক্তো ময়া তু তদনন্তরম্।
জগ্রাহোৎপত্য সহসা চক্রং সব্যেন পাণিনা ॥ ২১
ন চৈনমশকৎ স্থানাৎ সঞ্চালয়িতুমপ্যুত।
অথৈনং দক্ষিণেনাপি গৃহীতুমুপচক্রমে ॥ ২২
সর্বযত্নবলেনাপি গৃহ্নন্নেবমিদং ততঃ।
ততঃ সর্ববলেনাপি যদৈনং ন শশাক হ ॥ ২৩
উদ্ধর্তুং বা চালয়িতুং দ্রৌণিঃ পরমদুর্মনাঃ।
কৃত্বা যত্নং পরিশ্রান্তঃ স ন্যবর্তত ভারত ॥ ২৪
নিবৃত্তমনসং তস্মাদভিপ্রায়াদ্ বিচেতসম্।
অহমামন্ত্র্য সংবিগ্নমশ্বত্থামানমব্রুবম্ ॥ ২৫
যঃ সদৈব মনুষ্যেষু প্রমাণং পরমং গতঃ।
গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্বঃ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥ ২৬

তখন সেই মহাভাগ আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া আমার নিকট হইতে এই লৌহময় চক্র প্রার্থনা করিল, যাহার সুন্দর নাভিতে বজ্র সংলগ্ন আছে এবং যাহা এক সহস্র অর দ্বারা সুশোভিত আছে ॥ ২০

আমিও বলিলাম—গ্রহণ কর এই চক্র। আমি এই কথা বলিতেই সে সহসা লম্ফ প্রদান করত বামহস্তে চক্র গ্রহণ করিল ॥ ২১

কিন্তু সে এই অস্ত্রকে স্ব-স্থান হইতে স্থানান্তর করিতে পারিল না। তখন সে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ২২

সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন সে চক্রকে উত্তোলিত করিতে পারিল না, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইল। ভারত! যত্ন করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে পর তখন সে উহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ২৩-২৪

এইভাবে যখন সে মনকে সেই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিল এবং দুঃখে অচৈতন্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, তখন আমি অশ্বত্থামাকে আহ্বান করত বলিলাম ॥ ২৫

ব্রহ্মন্! যে সর্ব্বদা মনুষ্যসমাজে পরম প্রামাণিকরূপে গণ্য, যাহার নিকট গাণ্ডীব ধনু ও শ্বেত অশ্বসকল রহিয়াছে, যাহার ধ্বজায় শ্রেষ্ঠ বানর হনুমান্ বিরাজমান আছে, যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাক্ষাৎ দেবদেবেশ্বর নীলকণ্ঠ উমাবল্লভ ভগবান্ শঙ্করকে পরাজিত

যঃ সাক্ষাদ্ দেবদেবেশং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিষ্ণুস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২৭
যস্মাৎ প্রিয়তরো নাস্তি মমান্যঃ পুরুষো ভুবি।
নাদেয়ং যস্য মে কিঞ্চিদপি দারাঃ সুতাস্তথা ॥ ২৮
তেনাপি সুহৃদা ব্রহ্মন্ পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
নোক্তপূর্বমিদং বাক্যং যৎ ত্বং মামভিভাষসে ॥ ২৯
ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্ ঘোরং তীর্ত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্।
হিমবৎপার্শ্বমাস্থায় যো ময়া তপসার্জিতঃ ॥ ৩০
সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোঽন্বজায়ত।
সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ ॥ ৩১
তেনাপ্যেতন্মহদ্ দিব্যং চক্রমপ্রতিমং রণে।
ন প্রার্থিতমভূন্মূঢ় যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩২
রামেণাতিবলেনৈতন্নোক্তপূর্ব্বং কদাচন।
ন গদেন ন সাম্বেন যদিদং পার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩৩
দ্বারকাবাসিভিশ্চান্যৈর্বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ।
নোক্তপূর্বমিদং জাতু যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩৪
ভারতাচার্য্যপুত্রস্ত্বং মানিতঃ সর্বযাদবৈঃ।
চক্রেণ রথিনাং শ্রেষ্ঠ কং নু তাত যুযুৎসসে ॥ ৩৫
এবমুক্তো ময়া দ্রৌণির্মামিদং প্রত্যুবাচ হ।
প্রযুজ্য ভবতে পূজাং যোৎস্যে কৃষ্ণ ত্বয়া সহ ॥ ৩৬
প্রার্থিতং তে ময়া চক্রং দেব-দানবপূজিতম্।
অজেয়ঃ স্যামিতি বিভো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৭
ত্বত্তোঽহং দুর্লভং কামমনবাপ্যৈব কেশব।
প্রতিযাস্যামি গোবিন্দ শিবেনাভিবদস্ব মাম্ ॥ ৩৮
এতৎ সুভীমং ভীমানামৃষভেণ ত্বয়া ধৃতম্।
চক্রমপ্রতিচক্রেণ ভুবি নান্যোঽভিপদ্যতে ॥ ৩৯
এতাবদুক্ত্বা দ্রৌণির্মাং যুগ্যানশ্বান্ ধনানি চ।
আদায়োপযযৌ কালে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪০

করিবার সাহস করত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, এই ভূমণ্ডলে আমার যাহা অপেক্ষা পরম প্রিয় অপর কোন মনুষ্য নাই, যাহাকে আমার পক্ষে স্ত্রী, পুত্রাদি কোনও এরূপ বস্তু নাই, যাহা দেয় যোগ্য নহে, অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ আমার সেই প্রিয় সুহৃৎ কুন্তীকুমার অর্জুনও পূর্ব্বে কখনও এরূপ কথা বলে নাই, যাহা আজ তুমি আমাকে বলিলে ॥ ২৬-২৯

মূঢ় ব্রাহ্মণ! আমি বার বৎসর যাবৎ অত্যন্ত ঘোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করত হিমালয়ের পার্শ্বভাগে অতিশয় কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারই ন্যায় ব্রতপালনকারিণী রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে যাহার জন্ম হইয়াছে, যাহার রূপে সাক্ষাৎ তেজস্বী সনৎকুমারই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রদ্যুম্ন আমার প্রিয় পুত্র। কিন্তু রণাঙ্গনে যাহার কোন তুলনা নাই, আমার সেই পরম দিব্য চক্রকে কখনও এই প্রদ্যুম্নও প্রার্থনা করে নাই, যাহা তুমি আজ প্রার্থনা করিয়াছ ॥ ৩০-৩২

অত্যন্ত বলশালী বলরামও পূর্ব্বে কখনও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। যাহা তুমি প্রার্থনা করিয়াছ, উহা (আমার পুত্রদ্বয়) গদ ও শাম্বও কখনও প্রার্থনা করে নাই ॥ ৩৩

দ্বারকায় নিবাসকারী যে সব অন্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথীরা রহিয়াছে, তাহারাও কখনও আমার সম্মুখে এরূপ প্রস্তাব করে নাই, যেরূপ তুমি আজ আমার নিকট চক্রকে প্রার্থনা করিয়াছ। ৩৪

তাত! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি ত' ভরতকুলের আচার্য্য দ্রোণের পুত্র। সমস্ত যাদবগণ তোমার অতিশয় সম্মান করিয়াছে। তাহা হইলে বল, এই চক্রের দ্বারা তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ৩৫

যখন আমি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমাকে এই ভাবে উত্তর দান করিল,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার পূজা করিয়া পুনরায় আপনারই সহিত যুদ্ধ করিব। প্রভো! আমি এই সত্য কথা বলিতেছি যে, আমি এই দেব-দানবপূজিত চক্রকে আপনার নিকট সেইজন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম—ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি অজেয় হইব ॥ ৩৬-৩৭

কেশব! কিন্তু এখন আমি এই দুর্লভ কামনা আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত না হইয়াই ফিরিয়া যাইব। গোবিন্দ! আপনি আমাকে কেবল এই কথাই বলুন যে, তোমার কল্যাণ হউক ॥ ৩৮

এই চক্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং আপনিও ভয়ানক বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরচূড়ামণি। আপনার কোন বিরোধীর নিকট এরূপ চক্র নাই। আপনিই এই চক্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভূতলে অপর কোন পুরুষ ইহাকে উত্তোলিত করিতে পারে না ॥ ৩৯

আমাকে এই কথা বলিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা রথে যোজিত

স সংরম্ভী দুরাত্মা চ চপলঃ ক্রূর এব চ ।
বেদ চাস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তস্মাদ্ রক্ষ্যো বৃকোদরঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরকৃষ্ণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

করিবার যোগ্য অশ্বগণ, ধনসকল ও নানাবিধ রত্নসমূহ গ্রহণ করত সেস্থান হইতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল ॥ ৪০

এই অশ্বত্থামা ক্রোধী, দুষ্টাত্মা, চপল (চঞ্চল) ও ক্রূর। তাহার উপর সে ব্রহ্মাস্ত্র জানে, সুতরাং তাহার নিকট হইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে হইবে ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণের-সংবাদবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণার্জুন-যুধিষ্ঠিরৈর্ভীমসেনস্যানুগমনম্, গঙ্গাতীরং গত্বা ভীমেনাশ্বত্থাম্ন আহ্বানম্, অশ্বত্থাম্না ব্রহ্মাস্ত্রস্য প্রয়োগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্ত্বা যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বযাদবনন্দনঃ ।
সর্বায়ুধবরোপেতমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥ ১
যুক্তং পরমকাম্বোজৈস্তুরগৈর্হেমমালিভিঃ ।
আদিত্যোদয়বর্ণস্য ধুরং রথবরস্য তু ॥ ২
দক্ষিণামবহচ্ছৈব্যঃ সুগ্রীবঃ সব্যতোঽভবৎ ।
পার্ষ্ণিবাহৌ তু তস্যাস্তাং মেঘ-পুষ্পবলাহকৌ ॥৩
বিশ্বকর্মকৃতা দিব্যা রত্নধাতুবিভূষিতা ।
উচ্ছ্রিতেব রথে মায়া ধ্বজযষ্টিরদৃশ্যত ॥ ৪
বৈনতেয়ঃ স্থিতস্তস্যাং প্রভামণ্ডলরশ্মিবান্ ।
তস্য সত্যবতঃ কেতুর্ভুজগারিরদৃশ্যত ॥ ৫
অথারোহদ্‌ধৃষীকেশঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ।
অর্জুনঃ সত্যকর্মা চ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬
অশোভেতাং মহাত্মানৌ দাশার্হমভিতঃ স্থিতৌ ।
রথস্থং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ৭
তাবুপারোপ্য দাশার্হঃ স্যন্দনং লোকপূজিতম্ ।
প্রতোদেন জবোপেতান্ পরমাশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভীমসেনের অনুগমন, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক অশ্বত্থামাকে আহ্বান এবং অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সম্পূর্ণ যাদবকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকলে সুসম্পন্ন উত্তম রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১

ইহাতে স্বর্ণমাল্যপরিহিত কাবুলদেশীয় অশ্বগণ যোজিত ছিল। এই শ্রেষ্ঠ রথের কান্তি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ ছিল। ইহার দক্ষিণ দিকের ধুরের ভার শৈব্য বহন করিতে ছিল ও বাম ধুরের ভার বহন করিতেছিল সুগ্রীব। এই দুই অশ্বের পার্শ্বভাগে ক্রমশঃ মেঘপুষ্প এবং বলাহক যোজিত ছিল ॥ ২-৩

সেই রথের উপর বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত এবং রত্নময় ধাতুসমূহে বিভূষিত দিব্য ধ্বজ দেখা যাইতেছিল, যাহা উচ্চে উত্থিত মায়ার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪

এই ধ্বজের উপরে প্রভাপুঞ্জ ও কিরণসমূহে সুশোভিত বিনতানন্দন গরুড় বিদ্যমান ছিলেন। সর্পগণের শত্রু গরুড় সত্যবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথের পতাকারূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৫

সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের কেতুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সেই রথে আরোহণ করিলেন। তাহারপর সত্যপরাক্রমী অর্জুন এবং সর্ব্বশেষে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আরূঢ় হইলেন ॥ ৬

এই দুই মহাত্মা পাণ্ডব রথের উপর আরোহণ করত শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরাজমান থাকিয়া ইন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭

এই দুই ভ্রাতাকে সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করাইয়া দশার্হবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ বেগশালী উত্তম অশ্বগণকে বেত্রের দ্বারা চালনা করিলেন ॥ ৮

তে হয়াঃ সহসোৎপেতুর্গৃহীত্বা স্যন্দনোত্তমম্ ।
আস্থিতং পাণ্ডবেয়াভ্যাং যদূনামৃষভেণ চ ॥ ৯
বহতাং শার্ঙ্গধন্বানামশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্ ।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ পক্ষিণাং পততামিব ॥১০
তে সমার্চ্ছন্নরব্যাঘ্রাঃ ক্ষণেন ভরতর্ষভ ।
ভীমসেনং মহেষ্বাসং সমনুক্রুত্য বেগিতাঃ ॥ ১১
ক্রোধদীপ্তং তু কৌন্তেয়ং দ্বিষদর্থে সমুদ্যতম্ ।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমেত্যাপি মহারথাঃ ॥ ১২
স তেষাং প্রেক্ষতামেব শ্রীমতাং দৃঢ়ধন্বিনাম্ ।
যযৌ ভাগীরথীতীরং হরিভির্ভৃশবেগিতৈঃ ॥ ১৩
যত্র স্ম শ্রূয়তে দ্রৌণিঃ পুত্রহন্তা মহাত্মনাম্ ।
স দদর্শ মহাত্মানমুদকান্তে যশস্বিনম্ ॥ ১৪
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমাসীনমৃষিভিঃ সহ ।
তঞ্চৈব ক্রূরকর্মাণং ঘৃতাক্তং কুশচীরিণম্ ॥ ১৫
রজসা ধ্বস্তমাসীনং দদর্শ দ্রৌণিমন্তিকে ।
তমভ্যধাবৎ কৌন্তেয়ঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ১৬
ভীমসেনো মহাবাহুস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।
স দৃষ্ট্বা ভীমধন্বানং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ১৭
ভ্রাতরৌ পৃষ্ঠতশ্চাস্য জনার্দনরথে স্থিতৌ ।
ব্যথিতাত্মাভবদ্ দ্রৌণিঃ প্রাপ্তং চেদমমন্যত ॥ ১৮
স তদ্ দিব্যমদীনাত্মা পরমাস্ত্রমচিন্তয়ৎ ।
জগ্রাহ চ স চৈষীকাং দ্রৌণিঃ সব্যেন পাণিনা ॥ ১৯
স তামাপদমাসাদ্য দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ।
অমৃষ্যমাণস্তাঞ্শূরান্ দিব্যায়ুধধরান্ স্থিতান্ ॥ ২০
অপাণ্ডবায়েতি রুষা ব্যসৃজদ্ দারুণং বচঃ ।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২১

এই অশ্বগণ দুই পাণ্ডুপুত্র এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আরূঢ় সর্ব্বোত্তম রথকে লইয়া সহসা উড়িতে লাগিল ॥ ৯

শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণকে বহনকারী সেই শীঘ্রগামী অশ্বগণের মহৎ শব্দ উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় উদ্‌ভূত হইতেছিল ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তিন নরশ্রেষ্ঠ তীব্রবেগে পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ।। ১১

সেই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রু অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই তিন মহারথী তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ।। ১২

এই সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর তেজস্বী বীরগণের সাক্ষাতেই তিনি অত্যন্ত বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা ভাগীরথীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুত্রহন্তা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া শুনা যায় ।। ১৩½

সেখানে যাইয়া তিনি গঙ্গার জলের পার্শ্বে পরম যশস্বী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে অনেক মহর্ষিগণের সহিত বসিয়া থাকিতে দর্শন করিলেন। তাঁহারই পার্শ্বে ক্রূরকর্ম্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজ দেহে ঘৃত ম্রক্ষণ করত কুশের চীর (পরিধানযোগ্য কুশনির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ড) পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি আচ্ছাদিত ছিল ।। ১৪-১৫½

কুন্তীকুমার মহাবাহু ভীমসেন বাণসহ ধনু ধারণ করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলিলেন,—অরে! দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ১৬½

অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর ভীমসেন হস্তে ধনু ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের রথে উপবিষ্ট দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন আসিতেছেন। এই সব দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইল। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন ॥ ১৭-১৮

উদারহৃদয় অশ্বত্থামা সেই দিব্য ও উত্তম অস্ত্র চিন্তা করিলেন। সেই সঙ্গে বামহস্তে একটি ঐষীক (শরকাঠী) উঠাইয়া লইলেন ॥১৯

দিব্য অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত সেই বীরবরগণের আগমনকে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বিপদে পতিত হইয়া তিনি রোষসহকারে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন এবং মুখ হইতে এই কঠোর বাক্য নিঃসারণ করিলেন যে, এই অস্ত্র সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করুক ॥ ২০½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমস্ত লোকসকলকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১½

সর্বলোকপ্রমোহার্থং তদস্ত্রং প্রমুমোচ হ।
ততস্তস্যামিষীকায়াং পাবকঃ সমজায়ত।
প্রধক্ষ্যন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রত্যাগে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

তদনন্তর সেই ঐষীকে কাল, অন্তক ও যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সময় ইহা মনে হইতেছিল যে, এই অগ্নি ত্রিভুবনকে প্রজলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রং নিবারয়িতুং ধনঞ্জয়েন ব্রহ্মাস্ত্রস্য প্রয়োগঃ, বেদব্যাসস্য তথা দেবর্ষি-নারদস্যাবির্ভাবশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইঙ্গিতেনৈব দাশার্হস্তমভিপ্রায়মাদিতঃ।
দ্রৌণের্বুদ্ধ্বা মহাবাহুরর্জুনং প্রত্যভাষত ॥ ১
অর্জুনার্জুন যদ্দিব্যমস্ত্রং তে হৃদি বর্ততে।
দ্রোণোপদিষ্টং তস্যায়ং কালঃ সম্প্রতি পাণ্ডব ॥ ২
ভ্রাতৄণামাত্মনশ্চৈব পরিত্রাণায় ভারত।
বিসৃজৈতৎ ত্বমপ্যাজাবস্ত্রমস্ত্রনিবারণম্ ॥ ৩
কেশবেনৈবমুক্তোঽথ পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
অবাতরদ্ রথাৎ তূর্ণং প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ৪
পূর্বমাচার্য্যপুত্রায় ততোঽনন্তরমাত্মনে।
ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সর্বেভ্যঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা পরন্তপঃ ॥ ৫
দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সর্বশঃ।
উৎসসর্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্ ॥ ৬
ততস্তদস্ত্রং সহসা সৃষ্টং গাণ্ডীবধন্বনা।
প্রজজ্বাল মহার্চিষ্মদ্ যুগান্তানলসন্নিভম্ ॥ ৭
তথৈব দ্রোণপুত্রস্য তদস্ত্রং তিগ্মতেজসঃ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালং তেজোমণ্ডলসংবৃতম্ ॥ ৮
নির্ঘাতা বহবশ্চাসন্ পেতুরুল্কাঃ সহস্রশঃ।
মহদ্ ভয়ঞ্চ ভূতানাং সর্বেষাং সমজায়ত ॥ ৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিবার জন্য অর্জুনকর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ এবং বেদব্যাস ও দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দশার্হনন্দন মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার চেষ্টার দ্বারা পূর্ব হইতেই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন ॥ ১

অর্জুন! অর্জুন! পাণ্ডুনন্দন! আচার্য্য দ্রোণকর্তৃক উপদিষ্ট যে দিব্য অস্ত্র তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রয়োগের এখন সময় আসিয়াছে ॥ ২

হে ভারত! ভ্রাতৃগণকে এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তুমিও এই যুদ্ধে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ কর। অশ্বত্থামার অস্ত্রের নিবারণ ইহারই দ্বারা হইতে পারে ॥ ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অতিদ্রুত রথ হইতে ভূতলে নামিলেন ॥ ৪

শত্রুতাপন অর্জুন সর্ব্বপ্রথমে এই কথা বলিলেন যে, আচার্য্য-পুত্রের কল্যাণ হউক। তাহার পর নিজের ও সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল কামনা করত তিনি দেবতা ও সকল গুরুজনগণকে নমস্কার করিলেন। ইহার পর 'এই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা শত্রুর ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হইয়া যাউক' এইরূপ সঙ্কল্প করত সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫-৬

গাণ্ডীব-ধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র সহসা প্রজলিত হইয়া উঠিল। উহা হইতে প্রলয়াগ্নিতুল্য বড় বড় শিখাসমূহ উদ্‌ভূত হইতে লাগিল ॥ ৭

এইরূপ প্রচণ্ড তেজস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামারও সেই অস্ত্র তেজোমণ্ডলে পরিবৃত বড় বড় শিখাসকলের সহিত প্রজলিত হইতে থাকিল ॥ ৮

এই সময় বারংবার বজ্রপাতের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল, আকাশ হইতে সহস্র সহস্র উল্কা পতিত হইতে থাকিল এবং সমস্ত প্রাণিগণের উপর মহাভয় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৯

সশব্দমভবদ্ ব্যোম জ্বালামালাকুলং ভৃশম্ ।
চচাল চ মহী কৃৎস্না সপর্বত-বন-দ্রুমা ॥১০
তে ত্বস্ত্রতেজসী লোকাংস্তাপয়ন্তী ব্যবস্থিতে ।
মহর্ষী সহিতৌ তত্র দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥ ১১
নারদঃ সর্বভূতাত্মা ভরতানাং পিতামহঃ ।
উভৌ শময়িতুং বীরৌ ভারদ্বাজ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১২
তৌ মুনী সর্বধর্মজ্ঞৌ সর্বভূতহিতৈষিণৌ ।
দীপ্তয়োরস্ত্রয়োর্মধ্যে স্থিতৌ পরমতেজসৌ ॥ ১৩
তদনন্তরমথাধৃষ্যাবুপাগম্য যশস্বিনৌ ।
আস্তামৃষিবরৌ তত্র জ্বলিতামিব পাবকৌ ॥ ১৪
প্রাণভৃদ্ভিরনাধৃষ্যৌ দেব-দানবসম্মতৌ ।
অস্ত্রতেজঃ শময়িতুং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৫

ঋষী উচতুঃ ।

নানাশস্ত্রবিদঃ পূর্বে যেঽপ্যতীতা মহারথাঃ ।
নৈতদস্ত্রং মনুষ্যেষু তৈঃ প্রযুক্তঃ কথঞ্চন ।
কিমিদং সাহসং বীরৌ কৃতবন্তৌ মহাত্যয়ম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি অর্জুনাস্ত্রত্যাগে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

সম্পূর্ণ আকাশ অগ্নির প্রচণ্ড শিখাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং সে স্থানে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। পর্ব্বত, বন ও বৃক্ষসকল সহ সমগ্র পৃথিবী আন্দোলিত হইল ॥ ১০

এই দুইজনের অস্ত্রের তেজ সমস্ত লোককে সন্তপ্ত করিতে করিতে সেস্থানে অবস্থিত রহিল। এই সময় সেখানে সমস্ত ভূতগণের আত্মা নারদ এবং ভরতবংশের পিতামহ ব্যাসদেব এই দুই মহর্ষি উভয়ে একত্রে দর্শন দিলেন ॥ ১১ ½

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী এই দুই পরম তেজস্বী মুনি অশ্বত্থামা ও অর্জুন—এই দুই বীরকে শান্ত করিবার জন্য ইঁহাদের প্রজলিত অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১২-১৩

সেই অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যভাগে আসিয়া এই দুই দুর্দ্ধর্ষ ও যশস্বী মহর্ষিপ্রবর দুইটি প্রজলিত অগ্নির ন্যায় সেস্থানে বিরাজমান রহিলেন ॥ ১৪

কোনও প্রাণী ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে না। দেবতা ও দানবগণ এই উভয়েরই সম্মান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমস্ত লোকের হিতকামনা করত এই দুই অস্ত্রের তেজ শান্ত করাইবার জন্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

এই দুই ঋষি বলিলেন,—বীরদ্বয়! পূর্ব্বকালেও যে সমস্ত বহুসংখ্যক মহারথী বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল জানিতেন; কিন্তু তাঁহারা কোনক্রমেই মনুষ্যগণের উপর এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেন নাই। তোমরা দুইজনে কেন এই মহাবিধ্বংসকর অস্ত্র প্রয়োগ করিলে? ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অর্জুনকর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসস্যাজ্ঞয়া পার্থেন স্বীয়-ব্রহ্মাস্ত্রস্যোপসংহারঃ, স্ব-মণিং প্রদায়াশ্বত্থাম্না পাণ্ডবেয়ানাং গর্ভেষু দিব্যাস্ত্রস্য ক্ষেপণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
দৃষ্ট্বৈব নরশার্দূল তাবগ্নিসমতেজসৌ ।
গাণ্ডীবধন্বা সঞ্চিন্ত্য প্রাপ্তকালং মহারথঃ ।
সঞ্জহার শরং দিব্যং ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ তাবৃষী প্রাঞ্জলিস্তদা ।
প্রমুক্তমস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতামিতি বৈ ময়া ॥ ২
সংহৃতে পরমাস্ত্রেঽস্মিন্ সর্বানস্মানশেষতঃ ।
পাপকর্মা ধ্রুবং দ্রৌণিঃ প্রধক্ষ্যত্যস্ত্রতেজসা ॥ ৩
যদত্র হিতমস্মাকং লোকানাঞ্চৈব সর্বথা ।
ভবন্তৌ দেবসঙ্কাশৌ তথা সম্মন্তুমর্হতঃ ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা সঞ্জহারাস্ত্রং পুনরেবং ধনঞ্জয়ঃ ।
সংহারো দুষ্করস্তস্য দেবৈরপি হি সংযুগে ॥ ৫
বিসৃষ্টস্য রণে তস্য পরমাস্ত্রস্য সংগ্রহে ।
অশক্তঃ পাণ্ডবাদন্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৬
ব্রহ্মতেজোদ্ভবং তদ্ধি বিসৃষ্টমকৃতাত্মনা ।
ন শক্যমাবর্তয়িতুং ব্রহ্মচারিব্রতাদৃতে ॥ ৭
অচীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যঃ সৃষ্ট্বা বর্তয়তে পুনঃ ।
তদস্ত্রং সানুবন্ধস্য মূর্ধানং তস্য কৃন্ততি ॥ ৮
ব্রহ্মচারী ব্রতী চাপি দুরবাপমবাপ্য তৎ ।
পরমব্যসনার্তোঽপি নার্জুনোঽস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥ ৯
সত্যব্রতধরঃ শূরো ব্রহ্মচারী চ পাণ্ডবঃ ।
গুরুবর্তী চ তেনাস্ত্রং সঞ্জহারার্জুনঃ পুনঃ ॥ ১০
দ্রৌণিরপ্যথ সম্প্রেক্ষ্য তাবৃষী পুরতঃ স্থিতৌ ।
ন শশাক পুনর্ঘোরমস্ত্রং সংহর্তুমোজসা ॥ ১১
অশক্তঃ প্রতিসংহারে পরমাস্ত্রস্য সংযুগে ।
দ্রৌণির্দীনমনা রাজন্ দ্বৈপায়নমভাষত ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[বেদব্যাসের আজ্ঞায় অর্জুনকর্তৃক স্বীয় অস্ত্রের উপসংহার এবং নিজের মণি প্রদান করত অশ্বত্থামাকর্তৃক পাণ্ডববংশের গর্ভে দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুই মহর্ষিকে দর্শন করিয়াই গাণ্ডীবধারী মহারথী অর্জুন সময়োচিত কর্ত্তব্য বিচার করত ত্বরাসহকারে নিজের দিব্যাস্ত্রের উপসংহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সময় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মহর্ষিকে বলিলেন,—আমি ত' এই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি যে, ইহার দ্বারা শত্রুর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হইয়া যাউক। এখন এই অস্ত্র উপসংহার করিয়া লইলে পাপাচারী অশ্বত্থামা নিজ অস্ত্রের তেজে অবশ্যই আমাদের সকলকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে ॥ ২-৩

আপনারা উভয়েই দেবতুল্য ; অতএব এখন যাহা করিলে আমাদের এবং সম্পূর্ণ প্রাণিগণের হিত হইবে, তাহার জন্য আপনারা আমাদের পরামর্শ দান করুন ॥ ৪

এই কথা বলিয়া অর্জুন পুনরায় সেই অস্ত্রকে উপসংহার করিলেন। যুদ্ধে এই অস্ত্রকে উপসংহার করা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর ছিল। সংগ্রামে একবার এই দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর পুনরায় তাহাকে উপসংহার করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ব্যতীত সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সমর্থ ছিলেন না ॥ ৫-৬

এই অস্ত্র ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকর্তৃক ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে ইহাকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব ; কারণ, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিলে ইহাকে নিবৃত্ত করা যায় না ॥ ৭

যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করে নাই, যদি সেই পুরুষ ইহার একবার প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উহার নিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা করে, তবে সেই অস্ত্র অনুগামীদিগের সহিত প্রয়োগকারীর শিরশ্ছেদ করিয়া থাকে ॥ ৮

অর্জুন ব্রহ্মচারী ও ব্রতধারী থাকিয়াই এই দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াও কখনও এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই ॥ ৯

সত্যব্রতধারী, ব্রহ্মচারী, বীরবর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন ; সেইজন্য তিনি এই অস্ত্রকে পুনরায় ফিরাইয়া লইলেন ॥ ১০

অশ্বত্থামাও যখন এই ঋষিদ্বয়কে স্বীয় সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন, তখন সেই ঘোর অস্ত্রকে সবলে উপসংহার করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সফল হইলেন না ॥ ১১

রাজন্ ! যুদ্ধে সেই দিব্য অস্ত্রকে যখন তিনি উপসংহার

উত্তমব্যসনার্তেন প্রাণত্রাণমভীপ্সতা।
ময়ৈতদস্ত্রমুৎসৃষ্টং ভীমসেনভয়ান্মুনে ॥ ১৩
অধর্মশ্চ কৃতোঽনেন ধার্তরাষ্ট্রং জিঘাংসতা।
মিথ্যাচারেণ ভগবন্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১৪
অতঃ সৃষ্টমিদং ব্রহ্মন্ ময়াস্ত্রমকৃতাত্মনা।
তস্য ভূয়োঽদ্য সংহারং কর্তুং নাহমিহোৎসহে ॥ ১৫
বিসৃষ্টং হি ময়া দিব্যমেতদস্ত্রং দুরাসদম্।
অপাণ্ডবায়েতি মুনে বহ্নিতেজোঽনুমন্ত্র্য বৈ ॥ ১৬
তদিদং পাণ্ডবেয়ানামন্তকায়াভিসংহিতম্।
অদ্য পাণ্ডুসুতান্ সর্বান্ জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি ॥ ১৭
কৃতং পাপমিদং ব্রহ্মন্ রোষাবিষ্টেন চেতসা।
বধমাশাস্য পার্থানাং ময়াস্ত্রং সৃজতা রণে ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তাত বিদ্বান্ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
উৎসৃষ্টবান্ন রোষেণ ন নাশায় তবাহবে ॥ ১৯
অস্ত্রমস্ত্রেণ তু রণে তব সংশময়িষ্যতা।
বিসৃষ্টমর্জুনেনেদং পুনশ্চ প্রতিসংহৃতম্ ॥ ২০
ব্রহ্মাস্ত্রমপ্যবাপ্যৈতদুপদেশাৎ পিতুস্তব।
ক্ষত্রধর্মান্মহাবাহুর্নাকম্পত ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২১
এবং ধৃতিমতঃ সাধোঃ সর্বাস্ত্রবিদুষঃ সতঃ।
স ভ্রাতৃবন্ধোঃ কস্মাৎ ত্বং বধমস্য চিকীর্ষসি ॥ ২২
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো যত্র পরমাস্ত্রেণ বধ্যতে।
সমা দ্বাদশ পর্জন্যস্তদ্রাষ্ট্রং নাভিবর্ষতি ॥ ২৩
এতদর্থং মহাবাহুঃ শক্তিমানপি পাণ্ডবঃ।
ন বিহন্ত্যেতদস্ত্রং তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥ ২৪
পাণ্ডবাস্ত্বঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ সদা সংরক্ষ্যমেব হি।
তস্মাৎ সংহর দিব্যং ত্বমস্ত্রমেতন্মহাভুজ ॥ ২৫
অরোষস্তব চৈবাস্তু পার্থাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।
ন হ্যধর্মেণ রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো জেতুমিচ্ছতি ॥ ২৬

করিতে পারিলেন না, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং বেদব্যাসকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

মুনে! আমি ভীমসেনের ভয়ে অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়া নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ॥ ১৩

ভগবন্! দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় এই ভীমসেন রণাঙ্গনে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাঅধর্ম্ম করিয়াছিল ॥ ১৪

ব্রহ্মন্! যদিও আমি জিতেন্দ্রিয় নহি, তথাপি আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এখন পুনরায় ইহাকে উপসংহার করিবার সামর্থ্য আমার নাই ॥ ১৫

মুনে! আমি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ এই দিব্যাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া এই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবেরা ধ্বংস হইয়া যাউক ॥ ১৬

পাণ্ডবগণের বিনাশের সঙ্কল্প লইয়া নিক্ষিপ্ত এই দিব্যাস্ত্র আজ সমস্ত পাণ্ডুপুত্রদিগকে জীবনহীন করিয়া দিবে ॥ ১৭

ব্রহ্মন্! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে কুন্তীপুত্রগণকে বধ করিবার বাসনায় এই অস্ত্রের প্রয়োগ করত অবশ্যই গুরুতর পাপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ১৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—তাত! কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও ত' এই দিব্যাস্ত্র জানে; কিন্তু সে রোষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে তোমাকে বধ করিবার ইচ্ছায় উহা নিক্ষেপ করে নাই ॥ ১৯

দেখ, রণাঙ্গনে নিজের দ্বারা তোমার অস্ত্রকে শান্ত করিবার জন্যই অর্জুন সেই অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছে এবং এখন পুনরায় উহাকে উপসংহার করিয়া লইয়াছে ॥ ২০

এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও মহাবাহু অর্জুন তোমার পিতার উপদেশ মান্য করত ক্ষাত্র-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই ॥ ২১

সে এরূপ ধৈর্য্যবান্, সাধু, সর্ব্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সৎপুরুষ, তথাপি তুমি ভ্রাতৃ-বন্ধুবর্গের সহিত ইহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলে কেন? ২২

যে দেশে এক ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সেই রাষ্ট্রে বার বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় না ॥ ২৩

সেইজন্য প্রজাবর্গের হিত কামনা করত মহাবাহু অর্জুন শক্তিশালী হইয়াও তোমার এই অস্ত্রকে নষ্ট করিল না ॥ ২৪

মহাবাহো! পাণ্ডবগণকে, নিজেকে এবং এই রাষ্ট্রকে তোমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত; অতএব তুমি এই দিব্যাস্ত্রকে উপসংহার কর ॥ ২৫

তোমার রোষ শান্ত হউক এবং পাণ্ডবেরাও স্বস্থতা লাভ করুক। পাণ্ডুপুত্র রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কাহাকেও অধর্ম্মের দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছুক নয় ॥ ২৬

মণিঞ্চৈব প্রযচ্ছাস্য যস্তে শিরসি তিষ্ঠতি।
এতদাদায় তে প্রাণান্ প্রতিদাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ২৭

দ্রৌণিরুবাচ।

পাণ্ডবৈর্যানি রত্নানি যচ্চান্যৎ কৌরবৈর্ধনম্।
অবাপ্তমিহ তেভ্যোঽয়ং মণির্মম বিশিষ্যতে ॥ ২৮
যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শস্ত্রব্যাধিক্ষুধাশ্রয়ম্।
দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথঞ্চন ॥ ২৯
ন চ রক্ষোগণভয়ং ন তস্করভয়ং তথা।
এবং বীর্য্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন ॥৩০
যত্তু মে ভগবানাহ তন্মে কার্য্যমনন্তরম্।
অয়ং মণিরয়ং চাহমীষিকা তু পতিষ্যতি ॥ ৩১
গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানামমোঘং চৈতদুত্তমম্।
ন চ শক্তোঽস্মি ভগবন্ সংহর্তুং পুনরুদ্যতম্ ॥ ৩২
এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্।
ন চ বাক্যং ভগবতো ন করিষ্যে মহামুনে ॥ ৩৩

ব্যাস উবাচ।

এবং কুরু ন চান্যা তু বুদ্ধিঃ কার্য্যা ত্বয়ানঘ।
গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানাং বিসৃজ্যৈতদুপারম ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পরমমস্ত্রং তু দ্রৌণিরুদ্যতমাহবে।
দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা গর্ভেষু প্রমুমোচ হ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রস্য
পাণ্ডবেয়গর্ভপ্রবেশনে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তোমার মস্তকে যে মণি রহিয়াছে, উহা আজ তুমি তাহাকে প্রদান কর। এই মণি গ্রহণ করত তাহার পরিবর্ত্তে পাণ্ডবেরা তোমায় প্রাণদান করিবে ॥ ২৭

অশ্বত্থামা বলিলেন,—পাণ্ডবেরা আজ পর্য্যন্ত যে যে রত্ন লাভ করিয়াছে এবং কৌরবগণও যে সকল ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার এই মণি সেই সব হইতে অধিক মূল্যবান্ ॥ ২৮

ইহাকে দেহে বন্ধন করিলে পর অস্ত্র, ব্যাধি, ক্ষুধা, দেবতা, দানব অথবা নাগ হইতে কাহারও কোনরূপ ভয় থাকে না ॥ ২৯

তাহার রাক্ষসগণের নিকট কোন ভয় থাকে না এবং চৌরভয় তাহার হয় না। আমার এই মণির এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব। সেইজন্য আমার ইহাকে কোনরূপেই ত্যাগ করা উচিত নয় ॥৩০

কিন্তু পূজ্যপাদ মহর্ষি আপনি আজ আমাকে যাহা আদেশ করিলেন, উহা আমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে; অতএব এই আমার মণি রহিল এবং এই আমি অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষিপ্ত ঈষিকা (শরকাঠী) পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপর পতিত হইবে; কারণ, এই উত্তম অস্ত্র অমোঘ। ভগবন্! এই উত্তম অস্ত্রকে উপসংহার করিতে আমি সমর্থ নহি ॥ ৩১-৩২

মহামুনে! অতএব আমি এই অস্ত্র পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপরেই নিক্ষেপ করিতেছি। আপনার আদেশ আমি উল্লঙ্ঘন করিব না ॥ ৩৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে অনঘ! আচ্ছা, তাহাই হউক। এখন নিজ মনে আর অপর কোন বুদ্ধি আনিবে না। এই অস্ত্রকে পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপরই নিক্ষেপ করত শান্ত হইয়া যাও ॥৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশের গর্ভ লক্ষ্য করত উহা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে ব্রহ্মাস্ত্রের পাণ্ডববংশের গর্ভে প্রবেশ-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণতোঽভিশাপং প্রাপ্যাশ্বত্থাম্নো বনগমনম্, পাণ্ডবৈর্মণিং প্রদায় দ্রৌপদ্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদাজ্ঞায় হৃষীকেশো বিসৃষ্টং পাপকর্মণা।
হৃষ্যমাণ ইদং বাক্যং দ্রৌণিং প্রত্যব্রবীত্তদা ॥ ১

বিরাটস্য সুতাং পূর্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপপ্লব্যগতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রহ্মণোঽব্রবীৎ ॥ ২

পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদস্য পরিক্ষিত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩

তস্য তদ্ বচনং সাধোঃ সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।
পরিক্ষিদ্ ভবিতা হ্যেষাং পুনর্বংশকরঃ সুতঃ ॥ ৪

এবং ব্রুবাণং গোবিন্দং সাত্বতাং প্রবরং তদা।
দ্রৌণিঃ পরমসংরব্ধঃ প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্ ॥ ৫

নৈতদেবং যথাঽঽত্থ ত্বং পক্ষপাতেন কেশব।
বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ ন চ মদ্বাক্যমন্যথা ॥ ৬

পতিষ্যতি তদস্ত্রং হি গর্ভে তস্যা ময়োদ্যতম্।
বিরাটদুহিতুঃ কৃষ্ণ যং ত্বং রক্ষিতুমিচ্ছসি ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

অমোঘঃ পরমাস্ত্রস্য পাতস্তস্য ভবিষ্যতি।
স তু গর্ভো মৃতো জাতো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যতি ॥ ৮

ত্বাং তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্বে মনীষিণঃ।
অসকৃৎ পাপকর্মাণং বালজীবিতঘাতকম্ ॥ ৯

তস্মাত্ত্বমস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাপ্নুহি।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্ ॥ ১০

অপ্রাপ্নুবন্ কচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ।
নির্জনানসহায়স্ত্বং দেশান্ প্রবিচরিষ্যসি ॥ ১১

ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ।
পূয়শোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বত্থামার বনগমন এবং পাণ্ডবগণকর্তৃক মণি দান করত দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পাপী অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্র পাণ্ডবগণের গর্ভের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। এই সময় তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

বহুদিন পূর্ব্বের এক ঘটনা, রাজা বিরাটের কন্যা এবং গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা যখন উপপ্লব্যনগরে বাস করিতেছিল, সেই সময় কোন এক ব্রতচারী ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ২

বৎসে! যখন কৌরববংশ সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তখন তোমার এক পুত্র লাভ হইবে এবং এইজন্য সেই গর্ভস্থ শিশুর নাম 'পরিক্ষিৎ' হইবে ॥ ৩

সেই সাধু ব্রাহ্মণের এই বাক্য সত্য হইবে। উত্তরার পুত্র পরিক্ষিৎই পুনরায় পাণ্ডববংশের প্রবর্ত্তক হইবে ॥ ৪

সাত্বতবংশশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি উহার উত্তরদান করিতে করিতে বলিলেন ॥৫

কমলনয়ন কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত করিতে করিতে এই সময় যে কথা বলিতেছ, উহা কখনও সত্য হইবে না। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না ॥ ৬

হে কৃষ্ণ! আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র বিরাটকন্যা উত্তরার গর্ভের উপর পতিত হইবে, যাহাকে তুমি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই দিব্যাস্ত্রের প্রহার ত' অব্যর্থই হইবে। উত্তরার এই গর্ভ মৃত অবস্থাতেই নিষ্ক্রান্ত হইবে, তারপর সে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে ॥ ৮

কিন্তু তোমাকে সকল মনীষী পুরুষ কাপুরুষ, পাপী, বারংবার পাপকর্ম্মকারী ও শিশুপ্রাণঘাতক বলিয়াই জানিবেন। সেইজন্য তুমি এই পাপকর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হও। আজ হইতে তিন হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত তুমি এই ভূতলে বিচরণ করিতে থাকিবে। তুমি জগতে কখনও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিয়া সুখলাভ করিতে পারিবে না। তুমি একাকীই নির্জন স্থানে ঘুরিতে থাকিবে ॥৯-১১

অরে নীচ! তুমি মনুষ্যসমাজমধ্যে থাকিতে পারিবে না। তোমার দেহ হইতে পূয় ও রক্তের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে; অতএব তোমার দুর্গম স্থানেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পাপাত্মন্! তুমি সর্ব্বপ্রকার রোগে পীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিক্ পরিক্রমা করিতে থাকিবে ॥ ১২½

বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্বব্যাধিসমন্বিতঃ।
বয়ঃ প্রাপ্য পরিক্ষিৎ তু বেদব্রতমবাপ্য চ ॥ ১৩
কৃপাচ্ছারদ্বতাচ্ছূরঃ সর্বাস্ত্রাণ্যুপপৎস্যতে।
বিদিত্বা পরমাস্ত্রাণি ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৪
ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্মাত্মা বসুধাং পালয়িষ্যতি।
ইতশ্চোর্ধ্বং মহাবাহুঃ কুরুরাজো ভবিষ্যতি ॥ ১৫
পরিক্ষিন্নাম নৃপতির্মিষতস্তে সুদুর্মতে।
অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্য্যং সত্যস্য চ নরাধম ॥ ১৬
ব্যাস উবাচ।
যস্মাদনাদৃত্য কৃতং ত্বয়াস্মান্ কর্মদারুণম্।
ব্রাহ্মণস্য শতশ্চৈব যস্মাৎ তে বৃত্তমীদৃশম্ ॥ ১৭
তস্মাদ্ যদ্ দেবকীপুত্র উক্তবানুত্তমং বচঃ।
অসংশয়ং তে তদ্ ভাবি ক্ষত্রধর্মস্ত্বয়াঽঽশ্রিতঃ ॥ ১৮
অশ্বত্থামোবাচ।
সহৈব ভবতা ব্রহ্মন্ স্থাস্যামি পুরুষেষ্বিহ।
সত্যবাগস্তু ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রদায়াথ মণিং দ্রৌণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
জগাম বিমনাস্তেষাং সর্বেষাং পশ্যতাং বনম্ ॥ ২০
পাণ্ডবাশ্চাপি গোবিন্দং পুরস্কৃত্য হতদ্বিষঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঞ্চৈব নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ২১
দ্রোণপুত্রস্য সহজং মণিমাদায় সত্বরাঃ।
দ্রৌপদীমভ্যধাবন্ত প্রায়োপেতাং মনস্বিনীম্ ॥ ২২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সদশ্বৈরনিলোপমৈঃ।
অভ্যযুঃ সহদাশার্হাঃ শিবিরং পুনরেব হি ॥ ২৩
অবতীর্য্য রথেভ্যস্তু ত্বরমাণা মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্রৌপদীং কৃষ্ণামার্তামার্ততরাঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪
তামুপেত্য নিরানন্দাং দুঃখশোকসমন্বিতাম্।
পরিবার্য্য ব্যতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ॥২৫

পরিক্ষিৎ দীর্ঘায়ু লাভ করত ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বেদাধ্যয়নের ব্রত ধারণ করিবে। এই বীরবর বালক শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যের নিকট হইতেই সমস্ত অস্ত্রসকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।। ১৩½

এইভাবে উত্তম অস্ত্রসকলের জ্ঞান লাভ করত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ষাট্ বৎসর এই পৃথিবী পালন করিবে ॥ ১৪½

দুর্মতে! ইহার পর তোমার সাক্ষাতেই মহাবাহু কুরুরাজ পরিক্ষিৎই এই ভূমণ্ডলের সম্রাট্ হইবে ॥১৫½

নরাধম! তোমার অস্ত্রাগ্নির তেজে দগ্ধ সেই বালককে আমি জীবিত করিয়া দিব। সেই সময় তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের প্রভাব দেখিতে পাইবে ॥ ১৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—দ্রোণনন্দন! তুমি আমাদের অনাদর করিয়া এই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণ হইলেও তোমার আচার এরূপ হইয়া গিয়াছে যে, তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকেই নিজের করিয়া লইয়াছ; সেইজন্য দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, এই সব তোমার অবশ্যই হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এখন আমি মনুষ্যগণ মধ্যে কেবল আপনারই সঙ্গে থাকিব। এই ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বচন সত্য হউক ॥ ১৯

বৈশাম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ইহার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিষণ্ণ মনে তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাতে বনে গমন করিলেন ॥ ২০

অন্যদিকে যাঁহাদের শত্রুরা নিহত হইয়াছে, সেই পাণ্ডবগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং মহামুনি নারদকে অগ্রে করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিতই উৎপন্ন মণির জন্য আমরণ অনশনে উপবিষ্টা মনস্বিনী দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অতি দ্রুত গমন করিলেন ॥ ২১-২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহ এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেস্থান হইতে বায়ুতুল্য বেগশালী উত্তম অশ্বগণের দ্বারা পুনরায় শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩

সেস্থানে রথ হইতে নামিয়া এই মহারথী বীরগণ অতিশয় ত্বরাসহকারে আসিয়া শোকপীড়িতা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহারা স্বয়ংও সেই সময় শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন ॥ ২৪

দুঃখ-শোকে নিমগ্না আনন্দশূন্যা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করত উপবেশন করিলেন ॥ ২৫

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রদদৌ তং মণিং দিব্যং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬
অয়ং ভদ্রে তব মণিঃ পুত্রহন্তুর্জিতঃ স তে।
উত্তিষ্ঠ শোকমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রধর্মমনুস্মর ॥ ২৭
প্রয়াণে বাসুদেবস্য শমার্থমসিতেক্ষণে।
যান্যুক্তানি ত্বয়া ভীরু বাক্যানি মধুঘাতিনি ॥ ২৮
নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ভ্রাতরো ন চ।
ন বৈ ত্বমিতি গোবিন্দ শমমিচ্ছতি রাজনি ॥ ২৯
উক্তবত্যসি তীব্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমম্।
ক্ষত্রধর্মানুরূপাণি তানি সংস্মর্তুমর্হসি ॥ ৩০
হতো দুর্য্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্য পরিপন্থিকঃ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং বিস্ফুরতো ময়া ॥ ৩১
বৈরস্য গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্।
জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্ গৌরবেণ চ ॥ ৩২
যশোঽস্য পতিতং দেবি শরীরং ত্ববশেষিতম্।
বিযোজিতশ্চ মণিনা ভ্রংশিতশ্চায়ুধং ভুবি ॥ ৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কেবলানৃণ্যমাপ্তাস্মি গুরুপুত্রো গুরুর্মম।
শিরস্যেতং মণিং রাজা প্রতিবধ্নাতু ভারত ॥ ৩৪
তং গৃহীত্বা ততো রাজা শিরস্যেবাকরোৎ তদা।
গুরোরুচ্ছিষ্টমিত্যেব দ্রৌপদ্যা বচনাদপি ॥ ৩৫
ততো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
শুশুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ ॥ ৩৬
উত্তস্থৌ পুত্রশোকার্তা ততঃ কৃষ্ণা মনস্বিনী।
কৃষ্ণঞ্চাপি মহাবাহুঃ পরিপপ্রচ্ছ ধর্মরাট্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেন সেই দিব্য মণি দ্রৌপদীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

ভদ্রে! এই তোমার পুত্রহত্যাকারী অশ্বত্থামার মণি। তোমার এই শত্রুকে আমরা পরাজিত করিয়াছি। এখন শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হও এবং ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা স্মরণ কর ॥ ২৭

কাজলবর্ণনেত্রযুক্তে! ভীরু! যখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের নিকট সন্ধি স্থাপন করাইবার জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন তুমি তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলে, তাহা তুমি স্মরণ কর। ২৮

তখন রাজা যুধিষ্ঠির শান্তির জন্য সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই সময় তুমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এই অতিশয় কঠোর বাক্য বলিয়াছিলে—গোবিন্দ! (আমার অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া শত্রুদের সহিত সন্ধি করিতে যাইতেছ, ইহাতে আমি মনে করি যে) আমার পতিরা নাই, পুত্রগণ নাই, ভ্রাতৃবৃন্দ নাই এবং আমার তুমিও নাই। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে কথিত এই সকল বাক্য আজ তোমার স্মরণ করা উচিত ॥ ২৯-৩০

আমাদের রাজ্য অপহরণকারী পাপী দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভূতলে পতিত দুঃশাসনের রক্ত আমি পান করিয়াছি। শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ আমরা লইয়াছি। এ বিষয়ে কিছু বলিতে অভিলাষী ব্যক্তি আমাদের নিন্দা করিতে পারিবে না। আমরা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া আমরা তাহাকে জীবিত পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ৩১-৩২

দেবি! উহার যশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল দেহই রহিয়া গিয়াছে। তাহার মণি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং ভূতলে তাহাকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে ॥ ৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভারত! গুরুপুত্র ত' আমারও নিকট গুরুরই তুল্য। আমি কেবল পুত্র-বধের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক ছিলাম, উহা পাইয়াছি। এখন মহারাজ সেই মণি নিজ মস্তকে ধারণ করুন ॥ ৩৪

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই মণি গ্রহণ করত দ্রৌপদীর কথানুসারে উহা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি সেই মণিকে গুরুর প্রসাদ বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

এই দিব্য ও উত্তম মণিকে মস্তকে ধারণ করত শক্তিশালী রাজা যুধিষ্ঠির চন্দ্রোদয়ের শোভাযুক্ত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তখন পুত্রশোকে পীড়িতা মনস্বিনী কৃষ্ণা অনশন ত্যাগ করত উত্থিতা হইলেন এবং মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বস্য সর্ব্বেষাং পুত্রাণাং সৈন্যানাং মৃত্যুমধিকৃত্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণেন ভগবতঃ শঙ্করস্য মহিমবর্ণনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু সৌপ্তিকে তৈ রথৈস্ত্রিভিঃ ।
শোচন্ যুধিষ্ঠিরো রাজা দাশার্হমিদমব্রবীৎ ॥ ১
কথং নু কৃষ্ণ পাপেন ক্ষুদ্রেণাকৃতকর্মণা ।
দ্রৌণিনা নিহতাঃ সর্বে মম পুত্রা মহারথাঃ ॥ ২
তথা কৃতাস্ত্রবিক্রান্তাঃ সহস্রশতযোধিনঃ ।
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রোণপুত্রেণ পাতিতাঃ ॥ ৩
যস্য দ্রোণো মহেম্বাসো ন প্রাদাদাহবে মুখম্ ।
নিজঘ্নে রথিনাং শ্রেষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নং কথং নু সঃ ॥ ৪
কিং নু তেন কৃতং কর্ম তথাযুক্তং নরর্ষভ ।
যদেকঃ সমরে সর্বানবধীন্নো গুরোঃ সুতঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

নূনং স দেবদেবানামীশ্বরেশ্বরমব্যয়ম্ ।
জগাম শরণং দ্রৌণিরেকস্তেনাবধীদ্ বহূন্ ॥ ৬
প্রসন্নো হি মহাদেবো দদ্যাদমরতামপি ।
বীর্য্যঞ্চ গিরিশো দদ্যাদ্ যেনেন্দ্রমপি শাতয়েৎ ॥ ৭
বেদাহং হি মহাদেবং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ।
যানি চাস্য পুরাণানি কর্মাণি বিবিধানি চ ॥ ৮
আদিরেষ হি ভূতানাং মধ্যমন্তশ্চ ভারত ।
বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্বমস্যৈব কর্মণা ॥ ৯
এবং সিসৃক্ষুর্ভূতানি দদর্শ প্রথমং বিভুঃ ।
পিতামহোঽব্রবীচ্চৈনং ভূতানি সৃজ মা চিরম্ ॥ ১০
হরিকেশস্তথেত্যুক্ত্বা ভূতানাং দোষদর্ষিবান্ ।
দীর্ঘকালং তপস্তেপে মগ্নোঽম্ভসি মহাতপাঃ ॥ ১১
সুমহান্তং ততঃ কালং প্রতীক্ষ্যৈনং পিতামহং ।
স্রষ্টারং সর্বভূতানাং সসর্জ মনসা পরম্ ॥ ১২

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[নিজের সমস্ত পুত্র ও সৈন্যগণের মৃত্যু-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবান্ শঙ্করের মহিমা বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,–রাজন্! রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় সেই তিন মহারথী পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে যে সংহার করিয়াছিলেন, উহার জন্য শোক করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

হে কৃষ্ণ! নীচ ও পাপাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কোন বিশেষ তপস্যা বা পুণ্যকর্ম করেন নাই, যাহার ফলে উঁহার মধ্যে অলৌকিক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। তথাপি তিনি আমার সকল মহারথী পুত্রদিগকে কিভাবে বধ করিলেন ?২-৩

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে যাহার সম্মুখে মুখদর্শন করাইতেন না, সেই রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামা কিভাবে বধ করিলেন ? ৪

নরশ্রেষ্ঠ! আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা এরূপ কোন্ উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি একাকী হইয়াও সমরাঙ্গণে আমাদের সকল সৈন্যকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন ? ৫

শ্রীভগবান্- শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা ঈশ্বরেরও ঈশ্বর দেবাধিদেব অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল, এইজন্য সে একাকীই বহুসংখ্যক বীরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ৬

পর্ব্বতের উপর শয়নকারী মহাদেব প্রসন্ন হইলে পর অমরত্বও দান করিতে পারেন। তিনি শরণগ্রহণকারী ভক্তকে এরূপ শক্তি দান করেন, যাহাতে তিনি ইন্দ্রকেও নষ্ট করিতে সমর্থ হন্ ॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি মহাদেবকে যথার্থরূপে জানি। তাঁহার যে নানাপ্রকার প্রাচীন কর্ম্মসকল আছে, তাহাদের সহিতও আমার পূর্ণ পরিচয় আছে ॥ ৮

ভরতনন্দন! এই ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। তাঁহারই প্রভাবে এই সারা জগৎ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৯

প্রভাবশালী ব্রহ্মা প্রাণিগণের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সর্ব্ব প্রথমে মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি অবিলম্বে সমস্ত ভূত-গণের সৃষ্টি করুন ॥ ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া ভূতগণের নানাপ্রকার দোষ দর্শন করত জলে মগ্ন হইয়া যাইলেন এবং কঠোর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

অন্যদিকে পিতামহ ব্রহ্মা সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করত নিজের মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা অপর সর্ব্বভূতস্রষ্টাকে উৎপন্ন করিলেন ॥ ১২

সোঽব্রবীৎ পিতরং দৃষ্ট্বা গিরিশং সুপ্তমম্ভসি ।
যদি মে নাগ্রজোঽস্ত্যন্যস্ততঃ স্রক্ষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥ ১৩
তমব্রবীৎ পিতা নাস্তি ত্বদন্যঃ পুরুষোঽগ্রজঃ ।
স্থাণুরেষ জলে মগ্নো বিস্রব্ধঃ কুরু বৈকৃতম্ ॥ ১৪
ভূতান্যন্বসৃজৎ সপ্ত দক্ষাদাংস্তু প্রজাপতীন্ ।
যৈরিমং ব্যকরোৎ সর্বং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥ ১৫
তাঃ সৃষ্টমাত্রাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রজাপতিম্ ।
বিভক্ষয়িষবো রাজন্ সহসা প্রাদ্রবংস্তদা ॥ ১৬
স ভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাদ্রবৎ ।
আভ্যো মাং ভগবাংস্ত্রাতু বৃত্তিরাসাং বিধীয়তাম্ ॥১৭
ততস্তাভ্যো দদাবন্নমোষধীঃ স্থাবরাণি চ ।
জঙ্গমানি চ ভূতানি দুর্বলানি বলীয়সাম্ ॥ ১৮

বিহিতান্নাঃ প্রজাস্তাস্তু জগ্মুঃ সৃষ্টাঃ যথাগতম্ ।
ততো ববৃধিরে রাজন্ প্রীতিমত্যঃ স্বযোনিষু ॥ ১৯
ভূতগ্রামে বিবৃদ্ধে তু তুষ্টে লোকগুরাবপি ।
উদতিষ্ঠজ্জলাজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রজাশ্চেমা দদর্শ সঃ ॥২০
বহুরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বিবৃদ্ধাশ্চ স্বতেজসা ।
চুক্রোধ ভগবান্ রুদ্রো লিঙ্গং স্বং চাপ্যবিধ্যত ॥ ২১
তৎ প্রবিদ্ধং তথা ভূমৌ তথৈব প্রত্যতিষ্ঠত ।
তমুবাচাব্যয়ো ব্রহ্মা বচোভিঃ শময়ন্নিব ॥ ২২
কিং কৃতং সলিলে শর্ব চিরকালস্থিতেন তে ।
কিমর্থং চেদমুৎপাদ্য লিঙ্গং ভূমৌ প্রবেশিতম্ ॥ ২৩
সোঽব্রবীজ্জাতসংরম্ভস্তথা লোকগুরুর্গুরুম্ ।
প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরেণেমাঃ কিং করিষ্যাম্যনেন বৈ ॥ ২৪

সেই বিরাট্ পুরুষ বা স্রষ্টা মহাদেবকে জলমধ্যে শয়ন করিতে দেখিয়া নিজ পিতা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—যদি অপর কোন ব্যক্তি আমা হইতে জ্যেষ্ঠ না হন্, তবে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিব ॥ ১৩

ইহা শ্রবণ করত পিতা ব্রহ্মা স্রষ্টাকে বলিলেন,—তুমি ব্যতীত অপর কেহ অগ্রজ নাই। এই স্থাণু (শিব)- ও জলে নিমগ্ন হইয়াছে, অতএব তুমি নিশ্চিত হইয়া সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ কর ॥১৪

তখন স্রষ্টা সাত প্রকার প্রাণী ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে উৎপন্ন করিলেন, যাহাদের দ্বারা তিনি এই চারি প্রকার সমস্ত প্রাণিসমুদায়ের বিস্তার করিলেন ॥ ১৫

রাজন্! সৃষ্টি আরম্ভ হইবামাত্র সমস্ত প্রজারা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিবার বাসনায় সহসা তাঁহার নিকটে ধাবিত হইয়া যাইল ॥ ১৬

যখন প্রজারা প্রজাপতিকে নিজেদের আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য তীব্র বেগে পলায়ন করত পিতামহ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে এই প্রজাগণ হইতে রক্ষা করুন এবং ইহাদের জন্য জীবিকাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন ॥ ১৭

তখন ব্রহ্মা সেই প্রজাগণের অন্ন ও ওষধিপ্রভৃতি স্থাবর বস্তুসকল জীবন নির্ব্বাহের জন্য প্রদান করিলেন এবং অত্যন্ত বলবান্ হিংস্র জন্তুগণের জন্য দুর্ব্বল জঙ্গম প্রাণিদিগকেই তাহাদের আহার্য্য রূপে স্থির করিয়া দিলেন ॥ ১৮

যাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের জন্য যখন ভোজনের ব্যবস্থা হইল, তখন সেই প্রজারা যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে তাহারা ফিরিয়া যাইল। রাজন্! তদনন্তর সমস্ত প্রজারা নিজ নিজ যোনিতেই প্রসন্নতার সহিত অবস্থান পূর্ব্বক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৯

যখন প্রাণিবর্গের সর্বতোভাবে বৃদ্ধি হইল এবং জগদ্গুরু ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট হইলেন, তখন সেই জ্যেষ্ঠ পুরুষ শিব জল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহির হইয়া আসিয়াই তিনি সেই সৃষ্ট প্রজাগণকে দেখিলেন ॥ ২০

অনেক রূপবিশিষ্ট প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ তেজেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভগবান্ রুদ্র কুপিত হইলেন ও নিজ লিঙ্গ ছেদন করত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১

এইভাবে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত সেই লিঙ্গ সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইলেন। তখন অবিনাশী ব্রহ্মা নিজ বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে যেন শান্ত করিতে করিতেই বলিলেন ॥ ২২

রুদ্রদেব! আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করত কোন্ কার্য্য করিয়াছেন? এবং এই লিঙ্গকে উৎপন্ন করিয়া কিজন্য পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন? ২৩

এই প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক কুপিত জগদ্গুরু শিব ব্রহ্মাকে বলিলেন, —প্রজাগণের সৃষ্টি ত' অপর ব্যক্তি করিয়াছে; সুতরাং এই লিঙ্গকে রাখিয়া আমি আর কি করিব? ২৪

তপসাধিগতং চান্নং প্রজার্থং মে পিতামহ।
ওষধ্যঃ পরিবর্ত্তেরন্ যথৈবং সততং প্রজাঃ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা স সক্রোধো জগাম বিমনা ভবঃ।
গিরেমুঞ্জবতঃ পাদং তপস্তপ্তুং মহাতপাঃ ॥ ২৬

পিতামহ! আমি জলমধ্যে তপস্যা করত প্রজাগণের জন্য অন্নপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই অন্নরূপী ওষধিসকল প্রজাগণতুল্য নিরন্তর বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হইতে থাকিবে ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ মহাতপস্বী মহাদেব বিমনামনে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে তপস্যা করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মহাদেবস্য কোপেন দেব-যজ্ঞ-জগতাং দুরবস্থা, পুনস্তস্য প্রসা দন সর্ব্বেষাং শান্তিলাভশ্চ।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ততো দেবযুগেঽতীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্।
যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্ যষ্টুমীপ্সবঃ ॥ ১
কল্পয়ামাসুরথ তে সাধনানি হবীংষি চ।
ভাগার্হা দেবতাশ্চৈব যজ্ঞিয়ং দ্রব্যমেব চ ॥ ২
তা বৈ রুদ্রমজানন্ত্যো যাথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থাণোর্ভাগং নরাধিপ ॥ ৩
সোঽকল্প্যমানে ভাগে তু কৃত্তিবাসা মখেঽমরৈঃ ॥
ততঃ সাধনমন্বিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সসর্জ হ ॥ ৪
লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পঞ্চভূতনৃযজ্ঞশ্চ জজ্ঞে সর্বমিদং জগৎ ॥ ৫
লোকযজ্ঞৈর্নৃযজ্ঞৈশ্চ কপর্দী বিদধে ধনুঃ।
ধনুঃ সৃষ্টমভূৎ তস্য পঞ্চকিষ্কুপ্রমাণতঃ ॥ ৬
বষট্কারোঽভবজ্জ্যা তু ধনুষস্তস্য ভারত।
যজ্ঞাঙ্গানি চ চত্বারি তস্য সংনহনেঽভবন্ ॥ ৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কার্মুকম্।
আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥ ৮
তমাত্তকার্মুকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্।
বিব্যথে পৃথিবী দেবী পর্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥ ৯

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মহাদেবের কোপে দেবতা, যজ্ঞ ও জগতের দুরবস্থা এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় সকলের শান্তিলাভ।]

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তদনন্তর সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে পর দেবতারা বিধিপূর্ব্বক ভগবানের যজনা করিবার ইচ্ছায় বৈদিক প্রমাণানুসারে যজ্ঞের কল্পনা করিলেন ॥ ১

তাহার পর তাঁহারা যজ্ঞের সাধন, হবিষ্য, যজ্ঞভাগের অধিকারী দেবতা ও যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসকলের কল্পনা করিলেন ॥ ২

হে নরাধিপ! সেই সময় দেবগণ ভগবান্ রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না; সেই কারণে তাঁহারা 'স্থাণু' নামধারী ভগবান্ শিবের যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন ॥ ৩

যখন দেবগণ যজ্ঞে তাঁহার কোন ভাগ নিয়ত করিয়া রাখিলেন না, তখন ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ভগবান্ শিব তাঁহাদের দমনের জন্য সাধন-সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪

লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, সনাতন গৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ। ইহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫

মস্তকে জটাজুটধারী ভগবান্ শিব লোকযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ হইতে একটি ধনু নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার এই ধনু পাঁচ হাত প্রমাণ লম্বারূপে সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬

হে ভারত! বষট্কার এই ধনুর প্রত্যঞ্চা (গুণ) ছিল। যজ্ঞের চার অঙ্গ স্নান, দান, হোম ও জপ সেই ভগবান্ শিবের জন্য কবচ হইয়াছিল ॥ ৭

তদনন্তর কুপিত মহাদেব এই ধনু গ্রহণ করত সেই স্থানে আসিলেন, যেস্থানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন ॥ ৮

এই ব্রহ্মচারী ও অবিনাশী রুদ্রকে হস্ত উদ্যত করিয়া থাকিতে দেখিয়া পৃথিবীদেবী ব্যথিতা হইলেন এবং পর্ব্বতসকল কাঁপিতে লাগিল ॥ ৯

ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জজ্বাল বৈধিতঃ ।
ব্যভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥ ১০
ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ শ্রীমুক্তমণ্ডলঃ ।
তিমিরেণাকুলং সর্বমাকাশং চাভবদ্ বৃতম্ ॥ ১১
অভিভূতাস্ততো দেবা বিষয়ান্ন প্রজজ্ঞিরে ।
ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্ত্রেসিরে তথা ॥ ১২
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা ।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা সপাবকঃ ॥ ১৩
স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত ।
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠির নভস্তলে ॥ ১৪
অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ সুরান্ ।
নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
ত্র্যম্বকঃ সবিতুর্বাহূ ভগস্য নয়নে তথা ।
পূষ্ণশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা ব্যশাতয়ৎ ॥ ১৬

বায়ুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল, সমিধ্ ও ঘৃতাদির দ্বারা প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না এবং আকাশে নক্ষত্রসকল উদ্বিগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১০

সূর্য্যদেবও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইয়া যাইল. এবং সমগ্র আকাশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥১১

উহাতে অভিভূত হইয়া দেবতারা কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, সেই যজ্ঞও উত্তমরূপে প্রতীত হইতে. পারিলেন না। ইহাতে সকল দেবতারাই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১২

তদনন্তর রুদ্রদেব ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন অগ্নিসহ যজ্ঞ মৃগরূপধারণ করত সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৩

এই যজ্ঞ সেইরূপে আকাশে উপস্থিত হইয়া (মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে) প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ! আকাশমণ্ডলে রুদ্রদেব সেই অবস্থাতেও (আর্দ্রা নক্ষত্ররূপে) তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

যজ্ঞ সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে পর দেবতাদের চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া যাইল। চেতনা লোপ পাইলে দেবগণের কোন কিছুই প্রতীত হইতেছিল না ॥ ১৫

সেই সময় কুপিত ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ শিব নিজ ধনুর কটির দ্বারা সূর্য্যের দুই বাহু ছেদন করিলেন, ভগের চক্ষু উৎপাটিত করিলেন এবং পূষার দন্তসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

প্রাদ্রবন্ত ততো দেবা যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্বশঃ ।
কেচিৎ তত্রৈব ঘূর্ণন্তো গতাসব ইবাভবন্ ॥ ১৭
স তু বিদ্রাব্য তৎ সর্বং শিতিকণ্ঠোঽবহস্য চ ।
অবষ্টভ্য ধনুষ্কোটিং রুরোধ বিবুধাংস্ততঃ ॥ ১৮
ততো বাগমরৈরুক্তা জ্যাং তস্য ধনুষোঽচ্ছিনৎ ।
অথ তৎ সহসা রাজংশ্ছিন্নজ্যং ব্যস্ফুরদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্রেষ্ঠমুপাগমন্ ।
শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥ ২০
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাশয়ে ।
স জলং পাবকো ভূত্বা শোষয়ত্যনিশং প্রভো ॥ ২১
ভগস্য নয়নে চৈব বাহূ চ সবিতুস্তথা ।
প্রাদাৎ পূষ্ণশ্চ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাংশ্চ পাণ্ডব ॥ ২২
ততঃ সুস্থমিদং সর্বং বভূব পুনরেব হি ।
সর্বাণি চ হবীংষ্যস্য দেবা ভাগমকল্পয়ন্ ॥ ২৩

তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার অঙ্গসমূহ সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ সেস্থানেই ভ্রমণ করিতে করিতে যেন প্রাণহীন হইয়া যাইলেন ॥ ১৭

এই সব কিছুই দূরে অপসারিত করিয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ দেবগণকে উপহাস করিতে করিতে ধনুর কটির দ্বারা তাঁহাদের সকলকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর দেবগণের দ্বারা প্রেরিতা বাগ্দেবী মহাদেবের ধনুর গুণ ছেদন করিয়া দিলেন। রাজন্ ! ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া যাইলে পর সেই ধনু স্পন্দিত হইয়া উঠিল ॥১৯

তখন দেবগণ যজ্ঞসহকারে ধনুহীন দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় ভগবান্ শিব তাঁহাদের সকলকে কৃপা করিলেন ॥ ২০

ইহার পর প্রসন্ন রুদ্রদেব নিজ ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপিত করিয়া দিলেন। প্রভো ! সেই ক্রোধ বড়বানলরূপ ধারণ করত নিরন্তর তাহার জলকে শোষণ করিতেছে ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন ! তারপর ভগবান্ শিব ভগের নেত্রদ্বয়, সবিতার দুই বাহু, পূষার দন্তসকল এবং দেবগণকে যজ্ঞ প্রদান করিলেন ॥২২

তদনন্তর এই সারা জগৎ পুনরায় সুস্থির হইয়া যাইল। দেবগণ সর্ব্বপ্রকার হবিষ্যতেই মহাদেবের ভাগ নিয়ত করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তপসাধিগতং চান্নং প্রজার্থং মে পিতামহ।
ওষধ্যঃ পরিবর্ত্তেরন্ যথৈবং সততং প্রজাঃ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা স সক্রোধো জগাম বিমনা ভবঃ।
গিরের্মুঞ্জবতঃ পাদং তপস্তপ্তুং মহাতপাঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

পিতামহ! আমি জলমধ্যে তপস্যা করত প্রজাগণের জন্য অন্নপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই অন্নরূপী ওষধিসকল প্রজাগণতুল্য নিরন্তর বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হইতে থাকিবে ॥ ২৫

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ মহাতপস্বী মহাদেব বিষণ্ণমনে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে তপস্যা করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের 'সংবাদবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মহাদেবস্য কোপেন দেব-যজ্ঞ-জগতাং দুরবস্থা, পুনস্তস্য প্রসাদেন সর্ব্বেষাং শান্তিলাভশ্চ।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ততো দেবযুগেঽতীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্।
যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্ যষ্টুমীপ্সবঃ ॥ ১
কল্পয়ামাসুরথ তে সাধনানি হবীংষি চ।
ভাগার্হা দেবতাশ্চৈব যজ্ঞিয়ং দ্রব্যমেব চ ॥ ২
তা বৈ রুদ্রমজানন্ত্যো যাথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থাণোর্ভাগং নরাধিপ ॥ ৩
সোঽকল্প্যমানে ভাগে তু কৃত্তিবাসা মখেঽমরৈঃ ॥
ততঃ সাধনমন্বিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সসর্জ্জ হ ॥ ৪

লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পঞ্চভূতনৃযজ্ঞশ্চ জজ্ঞে সর্বমিদং জগৎ ॥ ৫
লোকযজ্ঞৈর্নৃযজ্ঞৈশ্চ কপর্দী বিদধে ধনুঃ।
ধনুঃ সৃষ্টমভূৎ তস্য পঞ্চকিষ্কুপ্রমাণতঃ ॥ ৬
বষট্কারোঽভবজ্জ্যা তু ধনুষস্তস্য ভারত।
যজ্ঞাঙ্গানি চ চত্বারি তস্য সংহননেঽভবন্ ॥ ৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কার্ম্মুকম্।
আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥ ৮
তমাত্তকার্ম্মুকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্।
বিব্যথে পৃথিবী দেবী পর্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥ ৯

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মহাদেবের কোপে দেবতা, যজ্ঞ ও জগতের দুরবস্থা এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় সকলের শান্তিলাভ।]

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তদনন্তর সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে পর দেবতারা বিধিপূর্ব্বক ভগবানের যজনা করিবার ইচ্ছায় বৈদিক প্রমাণানুসারে যজ্ঞের কল্পনা করিলেন ॥ ১

তাহার পর তাঁহারা যজ্ঞের সাধন, হবিস্য, যজ্ঞভাগের অধিকারী দেবতা ও যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসকলের কল্পনা করিলেন ॥ ২

হে নরাধিপ! সেই সময় দেবগণ ভগবান্ রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না; সেই কারণে তাঁহারা 'স্থাণু' নামধারী ভগবান্ শিবের যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন ॥ ৩

যখন দেবগণ যজ্ঞে তাঁহার কোন ভাগ নিয়ত করিয়া রাখিলেন না, তখন ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ভগবান্ শিব তাঁহাদের দমনের জন্য সাধন-সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪

লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, সনাতন গৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ। ইহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫

মস্তকে জটাজুটধারী ভগবান্ শিব লোকযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ হইতে একটি ধনু নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার এই ধনু পাঁচ হাত প্রমাণ লম্বারূপে সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬

হে ভারত! বষট্কার এই ধনুর প্রত্যঞ্চা (গুণ) ছিল। যজ্ঞের চার অঙ্গ স্নান, দান, হোম ও জপ সেই ভগবান্ শিবের জন্য কবচ হইয়াছিল ॥ ৭

তদনন্তর কুপিত মহাদেব এই ধনু গ্রহণ করত সেই স্থানে আসিলেন, যেস্থানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন ॥ ৮

এই ব্রহ্মচারী ও অবিনাশী রুদ্রকে হস্ত উদ্যত করিয়া থাকিতে দেখিয়া পৃথিবীদেবী ব্যথিতা হইলেন এবং পর্ব্বতসকল কাঁপিতে লাগিল ॥ ৯

ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জজ্বাল বৈধিতঃ।
ব্যভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥ ১০
ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ শ্রীমুক্তমণ্ডলঃ।
তিমিরেণাকুলং সর্বমাকাশং চাভবদ্ বৃতম্ ॥ ১১
অভিভূতাস্ততো দেবা বিষয়ান্ন প্রজজ্ঞিরে।
ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্ত্রেসিরে তথা ॥ ১২
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা সপাবকঃ ॥ ১৩
স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত।
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠির নভস্তলে ॥ ১৪
অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ সুরান্।
নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
ত্র্যম্বকঃ সবিতুর্বাহূ ভগস্য নয়নে তথা।
পূষ্ণশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা ব্যশাতয়ৎ ॥ ১৬

বায়ুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল, সমিধ্ ও ঘৃতাদির দ্বারা প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না এবং আকাশে নক্ষত্রসকল উদ্বিগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১০

সূর্য্যদেবও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইয়া যাইল এবং সমগ্র আকাশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ১১

উহাতে অভিভূত হইয়া দেবতারা কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, সেই যজ্ঞও উত্তমরূপে প্রতীত হইতে পারিলেন না। ইহাতে সকল দেবতারাই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১২

তদনন্তর রুদ্রদেব ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন অগ্নিসহ যজ্ঞ মৃগরূপধারণ করত সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৩

এই যজ্ঞ সেইরূপে আকাশে উপস্থিত হইয়া (মৃগশিরা নক্ষত্র-রূপে) প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির! আকাশমণ্ডলে রুদ্রদেব সেই অবস্থাতেও (আর্দ্রা নক্ষত্ররূপে) তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

যজ্ঞ সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে পর দেবতাদের চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া যাইল। চেতনা লোপ পাইলে দেবগণের কোন কিছুই প্রতীত হইতেছিল না ॥ ১৫

সেই সময় কুপিত ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ শিব নিজ ধনুর কটির দ্বারা সূর্য্যের দুই বাহু ছেদন করিলেন, ভগের চক্ষু উৎপাটিত করিলেন এবং পূষার দন্তসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

প্রাদ্রবন্ত ততো দেবা যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্বশঃ।
কেচিৎ তত্রৈব ঘূর্ণন্তো গতাসব ইবাভবন্ ॥ ১৭
স তু বিদ্রাব্য তৎ সর্বং শিতিকণ্ঠোঽবহস্য চ।
অবষ্টভ্য ধনুষ্কোটিং রুরোধ বিবুধাংস্ততঃ ॥ ১৮
ততো বাগমরৈরুক্তা জ্যাং তস্য ধনুষোঽচ্ছিনৎ।
অথ তৎ সহসা রাজংশ্ছিন্নজ্যং ব্যস্ফুরদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্রেষ্ঠমুপাগমন্।
শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥ ২০
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাশয়ে।
স জলং পাবকো ভূত্বা শোষয়ত্যনিশং প্রভো ॥ ২১
ভগস্য নয়নে চৈব বাহূ চ সবিতুস্তথা।
প্রাদাৎ পূষ্ণশ্চ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাংশ্চ পাণ্ডব ॥ ২২
ততঃ সুস্থমিদং সর্বং বভূব পুনরেব হি।
সর্বাণি চ হবীংষ্যস্য দেবা ভাগমকল্পয়ন্ ॥ ২৩

তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার অঙ্গসমূহ সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ সেস্থানেই ভ্রমণ করিতে করিতে যেন প্রাণহীন হইয়া যাইলেন ॥ ১৭

এই সব কিছুই দূরে অপসারিত করিয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ দেবগণকে উপহাস করিতে করিতে ধনুর কটির দ্বারা তাঁহাদের সকলকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর দেবগণের দ্বারা প্রেরিতা বাগ্‌দেবী মহাদেবের ধনুর গুণ ছেদন করিয়া দিলেন। রাজন্! ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া যাইলে পর সেই ধনু স্পন্দিত হইয়া উঠিল ॥ ১৯

তখন দেবগণ যজ্ঞসহকারে ধনুহীন দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় ভগবান্ শিব তাঁহাদের সকলকে কৃপা করিলেন ॥ ২০

ইহার পর প্রসন্ন রুদ্রদেব নিজ ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপিত করিয়া দিলেন। প্রভো! সেই ক্রোধ বড়বানলরূপ ধারণ করত নিরন্তর তাহার জলকে শোষণ করিতেছে ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন! তারপর ভগবান্ শিব ভগের নেত্রদ্বয়, সবিতার দুই বাহু, পূষার দন্তসকল এবং দেবগণকে যজ্ঞ প্রদান করিলেন ॥ ২২

তদনন্তর এই সারা জগৎ পুনরায় সুস্থির হইয়া যাইল। দেবগণ সর্ব্বপ্রকার হবিষ্যতেই মহাদেবের ভাগ নিয়ত করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধেঽভবৎ সর্বমসুস্থং ভুবনং প্রভো।
প্রসন্নে চ পুনঃ সুস্থং প্রসন্নোঽস্য চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৪
ততস্তে নিহতাঃ সর্বে তব পুত্রা মহারথাঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ পাঞ্চালস্য পদানুগাঃ ॥ ২৫
ন তন্মনসি কর্তব্যং ন চ তদ্ দ্রৌণিনা কৃতম্।
মহাদেবপ্রসাদেন কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

রাজন্! ভগবান্ শঙ্কর কুপিত হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হইলে পর পুনরায় উহা সুস্থির হইল। এই শক্তিশালী ভগবান্ শিব অশ্বত্থামার উপর প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২৪

সেইজন্য অশ্বত্থামা আপনার সমস্ত মহারথী পুত্রগণকে এবং পাঞ্চালরাজের অনুগামী অন্য বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধাকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ২৫

অতএব এবিষয়ে আপনি কিছু মনে রাখিবেন না। অশ্বত্থামা এই কার্য্য নিজ বলের দ্বারা নহে, মহাদেবের করুণায় সম্পন্ন করিয়াছে। এখন আপনার প্রথমে যাহা করণীয়, উহা নিষ্পন্ন করুন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

যৎ পাদপদ্মসংধ্যানবলালম্বিতশক্তিকঃ।
সৌপ্তিকপর্ব্বণো ব্যাখ্যাং কৃতবান্ বঙ্গভাষয়া ॥
শ্রীগুরুং ত্রিজগতাং নাথং মহামহিমমণ্ডিতম্।
নমাম্যোঙ্কারনাথং তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে সৌপ্তিক পর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র।

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব

ঐষীক-পর্ব্ব।

জন্য বিদ্বান্ পুরুষ নাশ বিনাশ ঐশ্বর্য্য সুখ দুঃখ অভ্যুদয় বা পরাভব পেয়ে অত্যন্ত প্রহৃষ্ট বা অতিশয় ব্যথিত হন্ না। কালের মহিমার কথা বলি ইন্দ্রকে বিশেষভাবে ব'লেছিল। বলি রাক্ষস রাবণকে আমার মহিমা বিশেষরূপে জানিয়ে দেয়,—রাবণ তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো, আমি তা ব'লছি শোন,—এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ নিয়ত দ্বারদেশে আছেন পূর্ব্বে যে সকল দানবেন্দ্র ও অন্যান্য বলবান্ ব্যক্তি ছিলেন, ইনি বলপূর্ব্বক তাঁদের বশে এনেছিলেন এবং এই পুরুষই আমাকে বদ্ধ করেছেন, ইনি যমের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় সুতরাং কোন্ ব্যক্তি একে বঞ্চনা কর্‌বে? এই দ্বাররক্ষকই ত্রিলোকনাথ, ইনিই প্রাণীগণের সংহর্ত্তা কর্ত্তা এবং কারয়িতা এই প্রভুই সর্ব্বভূতের অপহারক, কাল এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান স্বরূপ, তুমি বা আমি কেহই এঁকে জানিনা, ইনি ত্রিভুবনের চরাচর জীবসমূহকে সংহার ও সৃষ্টি করেন, ইনিই দানযজ্ঞ এবং ব্রত এই সমস্তের বিধান ও রক্ষা ক'রে থাকেন,—এ বিষয়ে সংশয় নাই। ত্রৈলোক্যের মধ্যে এরূপ মহাভূত আর নাই, ইনি পাশ দ্বারা পশুর ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দানব-সকলকে বন্ধন ক'রেছিলেন। ইনি তুমি এবং আমি সকলেরই নেতা, বৃত্র, দনগুক শুম্ভ, নিশুম্ভ কালনেমি, বিরোচন, কূট, মৃদু, বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংস, মধুকৈটভ প্রভৃতি এরা সকলেই চন্দ্র সূর্য্য, অনিল এবং ইন্দ্রের আধিপত্য গ্রহণ ক'রে স্বয়ংই বস্তুসকলকে প্রকাশিত তাপিত বহন এবং বর্ষণ ক'র্‌তেন। সকলেই শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ও সকলেই সুমহৎ তপস্যা ক'রেছিলেন, সকলেই নিরতিশয় মহাত্মা এবং যোগধর্ম্মাবলম্বী। তাঁরা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়ে মহত্তর ভোগ্যবস্তুর দান যজ্ঞ অধ্যয়ন এবা প্রজাসমূহ পালন ক'রেছেন। আপনারাও ভোগ ক'রেছেন, তাঁরা সকলেই

স্বপক্ষের প্রতিপালক ও বিপক্ষের নিহন্তা; তাঁদের তুল্য ব্যক্তি দেবতাদের মধ্যেও নাই, তাঁরা সকলেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সকল শাস্ত্রে এবং অস্ত্রে পারদর্শী, সমরে অপরাঙ্মুখ সে সকল মহাত্মা সহস্র সহস্র দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য ভোগ করেছেন। বাল-সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট ও দানবেরা বিষয়ভোগে আসক্ত স্বপক্ষগণের প্রতিপালন ও দেবগণের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌তেন। এই বিষ্ণুই তাঁদের সংহার করেন। এই ভগবান্ হরিই সকলের সংহারক। ইনি সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে আত্মার দ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হন্। ইনি ত্রিলোকের পালনকর্ত্তা, প্রভু নারায়ণ। ইনি অনন্ত কপিল বিষ্ণু, ইনি পুরাণ পুরুষোত্তম, ইনি সমস্ত দেবতা-স্বরূপ। মুনিসকল মোক্ষলাভের জন্য এঁরই চরণ ধ্যান ক'রে থাকে। এঁর পূজা, নামশ্রবণ স্মরণ ক'র্‌লে মানুষ সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ কর্‌তে পারে। বলি রাবণকে এরূপে আমার মহিমা ব'লেছিল। আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই দেহধারণ করি।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।







আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ॐश्रीश्रीগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৬।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। শুক আমার পরমভক্ত, ভাগবতপ্রধান ভগবদ্‌ধর্ম্মবেত্তা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে আমার লীলামূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়ে ছিলাম। ভাগবৎ শ্রবণেই পরীক্ষিৎ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। শুকদেব পরীক্ষিৎকে শেষ উপদেশ করেন,—হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তম ভগবান্ মানবগণের দ্রব্য দেশও চিত্তজাত কলিকৃত নিখিলদোষ, পূর্ব্ব বা পরজন্ম জাত যাবতীয় পাপ অপহরণ ক'রে থাকেন। ভগবান্ শ্রুত কীর্ত্তিত চিহ্নিত পূজিত অথবা কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা আদৃত হ'লেও তৎক্ষণাৎ হৃদয় মধ্যে উদিত হ'য়ে, মানবদিগের অযুত জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় করে থাকেন। তাম্রাদি মিশ্রিত সুবর্ণে অগ্নি সংযোগ হ'লে অগ্নি যেমন তার সমস্ত মালিন্য নাশ করে, তদ্রূপ হৃদয়স্থ বিষ্ণু মুক্ত-যোগীগণের নিখিল দুর্বাসনা বিনষ্ট ক'রে থাকেন। ভগবান্ অনন্ত হৃদিস্থ হ'লে যেমন অন্তরাত্মা অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করেন, দেবোপসনা তপস্যা প্রাণায়াম মৈত্রী তীর্থস্নান ব্রত দান ও জপ প্রভৃতির দ্বারা

১১শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮০]

[একাদশসংখ্যা—চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্.-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন).
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

স্ত্রীপর্ব্ব।

(জলপ্রদানিক-পর্ব্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, তস্মৈ সঞ্জয়স্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

জনমেজয় উবাচ।

হতে দুর্য্যোধনে চৈব হতে সৈন্যে চ সর্বশঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ শ্রুত্বা কিমকরোন্মুনে ॥ ১
তথৈব কৌরবো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব কিমকুর্বত তে ত্রয়ঃ ॥ ২
অশ্বত্থাম্নঃ শ্রুতং কর্ম শাপাদন্যোন্যকারিতাৎ।
বৃত্তান্তমুত্তরং ব্রূহি যদভাষত সঞ্জয়ঃ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতে পুত্রশতে দীনং ছিন্নশাখমিব দ্রুমম্।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ধৃতরাষ্ট্রং মহীপতিম্ ॥ ৪
ধ্যানমূকত্বমাপন্নং চিন্তয়া সমভিপ্লুতম্।
অভিগম্য মহারাজ সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫

কিং শোচসি মহারাজ নাস্তি শোকে সহায়তা।
অক্ষৌহিণ্যো হতাশ্চাষ্টৌ দশ চৈব বিশাম্পতে ॥ ৬
নির্জনেয়ং বসুমতী শূন্যা সম্প্রতি কেবলা।
নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগম্য নানাদেশ্যা নরাধিপাঃ ॥ ৭
সহৈব তব পুত্রেণ সর্বে বৈ নিধনং গতাঃ।
পিতৄণাং পুত্র-পৌত্রাণাং জ্ঞাতীনাং সুহৃদাং তথা।
গুরূণাং চানুপূর্ব্যেণ প্রেতকার্য্যাণি কারয় ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং পুত্র-পৌত্রবধার্দিতঃ।
পপাত ভুবি দুর্দ্ধর্ষো বাতাহত ইব দ্রুমঃ ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতপুত্রো হতামাত্যো হতসর্বসুহৃজ্জনঃ।
দুঃখং নূনং ভবিষ্যামি বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১০

স্ত্রীপর্ব্ব।

(জলপ্রদানিক পর্ব্ব)

প্রথম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং তাঁহাকে সঞ্জয়ের সান্ত্বনাদান।]

(অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলা সাহচর্য্যকারিণী) ভগবতী দুর্গাদেবী, (তাঁহার লীলাপ্রকটনকারিণী) সরস্বতী, এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র মহাভারত পাঠ করিবে।)

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! দুর্য্যোধন ও তাঁহার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হইলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি কি করিলেন? ১

এইরূপ কুরুবংশধর রাজা মহামনস্বী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি তিনজন মহারথী তাহার পর কি করিলেন? ২

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা. ও অশ্বত্থামার দ্বারা পাণ্ডবগণ পরস্পর শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত আমি অশ্বত্থামার সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এখন ইহার পর সকল সংবাদ বলুন—যে সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন? ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিজের শত পুত্র নিহত হইলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেইরূপ এক দয়নীয় অবস্থা উপনীত হইল, যেরূপ শাখাসকল ছিন্ন হইলে পর বৃক্ষের অবস্থা হইয়া থাকে। ৪

মহারাজ। তিনি পুত্রগণের ধ্যান করিতে করিতে মৌন হইয়া যাইলেন, চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় সঞ্জয় তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন। ৫

মহারাজ! আপনি শোক করিতেছেন কেন? এই শোকে আপনার সহায়তা করিতে পারে, এরূপ কেহই ত' আর জীবিত নাই। প্রজানাথ! এই যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইয়াছে। ৬

এই সময় এই পৃথিবী নির্জন হইয়া গিয়া যেন কেবল শূন্যার ন্যায় দেখা যাইতেছে। নানা দেশের বহু নরপতি বিবিধ দিক্ হইতে আসিয়া আপনার পুত্রের সহিতই সকলে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭½

রাজন্! এখন আপনি ক্রমশঃ নিজের পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও গুরুজনগণের প্রেত কার্য্যসকল সম্পন্ন করান। ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সঞ্জয়ের এই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ও পৌত্রগণের বধে ব্যাকুল হইয়া দুর্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রবল বায়ুর আঘাতে উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। ৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার পুত্র, মন্ত্রী ও সমস্ত

কিং নু বন্ধুবিহীনস্য জীবিতেন মমাদ্য বৈ।
লূনপক্ষস্য ইব মে জরাজীর্ণস্য পক্ষিণঃ ॥ ১১
হৃতরাজ্যো হতবন্ধুর্হৃতচক্ষুশ্চ বৈ তথা।
ন ভ্রাজিষ্যে মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষীণরশ্মিরিবাংশুমান্ ॥ ১২
ন কৃতং সুহৃদাং বাক্যং জামদগ্ন্যস্য জল্পতঃ।
নারদস্য চ দেবর্ষেঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ১৩
সভামধ্যে তু কৃষ্ণেন যচ্ছ্রেয়োঽভিহিতং মম।
অলং বৈরেণ তে রাজন্ পুত্রঃ সংগৃহ্যতামিতি ॥ ১৪
তচ্চ বাক্যমকৃত্বাহং ভৃশং তপ্যামি দুর্মতিঃ।
ন হি শ্রোতাস্মি ভীষ্মস্য ধর্মযুক্তং প্রভাষিতম্ ॥ ১৫
দুর্যোধনস্য চ তথা বৃষভস্যেব নর্দতঃ।
দুঃশাসনবধং শ্রুত্বা কর্ণস্য চ বিপর্যয়ম্ ॥ ১৬
দ্রোণসূর্যোপরাগঞ্চ হৃদয়ং মে বিদীর্যতে।
ন স্মরাম্যাত্মনঃ কিঞ্চিৎ পুরা সঞ্জয় দুষ্কৃতম্ ॥ ১৭
যস্যেদং ফলমদ্যেহ ময়া মূঢ়েন ভুজ্যতে।
নূনং ব্যপকৃতং কিঞ্চিন্ময়া পূর্বেষু জন্মসু ॥ ১৮
যেন মাং দুঃখভাগেষু ধাতা কর্মসু যুক্তবান্।
পরিণামশ্চ বয়সঃ সর্ববন্ধুক্ষয়শ্চ মে ॥ ১৯
সুহৃন্মিত্রবিনাশশ্চ দৈবযোগাদুপাগতঃ।
কোঽন্যোঽস্তি দুঃখিততরো মত্তোঽন্যোহি পুমান্ ভুবি॥২০
তন্মামদ্যৈব পশ্যন্তু পাণ্ডবাঃ সংশিতব্রতাঃ।
বিবৃতং ব্রহ্মলোকস্য দীর্ঘমধ্বানমাস্থিতম্ ॥ ২১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্য লালপ্যমানস্য বহুশোকং বিতন্বতঃ।
শোকাপহং নরেন্দ্রস্য সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২
শোকং রাজন্ ব্যপনুদ শ্রুতাস্তে বেদনিশ্চয়াঃ।
শাস্ত্রাগমাশ্চ বিবিধা বৃদ্ধেভ্যো নৃপসত্তম ॥ ২৩

সুহৃদ্‌গণ নিহত হইয়াছে। এখন আমি অবশ্যই এই ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে থাকিব ॥ ১০

যাহার পক্ষ ছিন্ন হইয়াছে, সেই জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যায় বন্ধু-বান্ধবহীন হইয়া বৃদ্ধ আমার আর এই জীবনে প্রয়োজন কি? ১১

মহামতে! আমার রাজ্য হৃত হইয়াছে, আমার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে এবং চক্ষু ত' পূর্ব্ব হইতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ক্ষীণরশ্মি সূর্য্যের সদৃশ এ-জগতে আর প্রকাশিত হইতে পারিব না ॥১২

আমি সুহৃদ্‌গণের কথা মানি নাই, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই সকলেই আমাকে হিত উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কথা আমি গ্রহণ করি নাই ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে আমার পক্ষে যাহা হিতকর, তাহার পরামর্শ দিয়াছিলেন,—রাজন্! শত্রুতা বাড়াইয়া আপনার কি লাভ হইবে? আপনি পুত্রদিগকে নিবারণ করুন ॥ ১৪

তাঁহার এই কথা না মানিয়া আজ আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। তখন আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। হায়! এখন আমি ভীষ্মের ধর্ম্মযুক্ত বাক্যও শুনিতে পারিব না। দুঃশাসন নিহত হইয়াছে, কর্ণের বিনাশ হইয়াছে এবং দ্রোণরূপী সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়াছে, এই সব সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥১৫-১৬½

সঞ্জয়! এই জন্মে পূর্ব্বে কখনও নিজের কৃত এরূপ কোন পাপকর্ম্মের কথা আমার স্মরণ হইতেছে না, যাহার ফলে বৃদ্ধ আমার আজ এখানে এই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। ১৭½

আমি অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে এরূপ কোন মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য বিধাতা আমাকে এই দুঃখময় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১৮½

এখন আমার বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং দৈববশতঃ আমার সুহৃদ্ ও মিত্রগণও নিহত হইয়াছে। অহো! এই ভূমণ্ডলে এখন আমা অপেক্ষা অধিক মহাদুঃখী অপর কোন পুরুষ আছে? ১৯-২০

সেইজন্য কঠোর ব্রতপালনকারী পাণ্ডবেরা আমাকে আজই ব্রহ্মলোকে উন্মুক্ত বিশাল পথে অগ্রসর হইতে দেখিবে। ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, - রাজন্! এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন অতিশয় শোকপ্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন সঞ্জয় তাঁহার শোক আপনোদনের জন্য এই কথা বলিলেন ॥ ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজন্! আপনি বৃদ্ধগণের মুখ হইতে সেই বেদ-সকলের সিদ্ধান্ত, নানাপ্রকার শাস্ত্র ও আগম (তন্ত্রশাস্ত্র) শ্রবণ করিয়াছেন, যাহা পূরাকালে মুনিগণ রাজা সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পর শুনাইয়াছিলেন, অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন ॥ ২৩½

সৃঞ্জয়ে পুত্রশোকার্তে যদুচুর্মুনয়ঃ পুরা।
যথা যৌবনজং দর্পমাস্থিতে তং সুতে নৃপ ॥ ২৪
ন ত্বয়া সুহৃদাং বাক্যং ব্রুবতামবধারিতম্।
স্বার্থশ্চ ন কৃতঃ কশ্চিল্লুব্ধেন ফলগৃদ্ধিনা ॥ ২৫
অসিনৈবৈকধারেণ স্ববুদ্ধ্যা তু বিচেষ্টিতম্।
প্রায়শোঽবৃত্তসম্পন্নাঃ সততং পর্য্যুপাসিতাঃ ॥২৬
যস্য দুঃশাসনো মন্ত্রী রাধেয়শ্চ দুরাত্মবান্।
শকুনিশ্চৈব দুষ্টাত্মা চিত্রসেনশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ২৭
শল্যশ্চ যেন বৈ সর্বং শল্যভূতং কৃতং জগৎ।
কুরুবৃদ্ধস্য ভীষ্মস্য গান্ধার্য্যা বিদুরস্য চ ॥২৮
দ্রোণস্য চ মহারাজ কৃপস্য চ শরদ্বতঃ।
কৃষ্ণস্য চ মহাবাহো নারদস্য চ ধীমতঃ ॥ ২৯
ঋষীণাঞ্চ তথান্যেষাং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
ন কৃতং তেন বচনং তব পুত্রেণ ভারত ॥ ৩০

ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিন্নিত্যং যুদ্ধমভীপ্সতা।
অল্পবুদ্ধিরহঙ্কারী নিত্যং যুদ্ধমিতি ব্রুবন্।
ক্রূরো দুর্মর্ষণো নিত্যমসন্তুষ্টশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩১
শ্রুতবানসি মেধাবী সত্যবাংশ্চৈব নিত্যদা।
ন মুহ্যন্তীদৃশাঃ সন্তো বুদ্ধিমন্তো ভবাদৃশাঃ ॥ ৩২
ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিৎ তব পুত্রেণ মারিষ।
ক্ষপিতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে শত্রূণাং বর্ধিতং যশঃ ॥ ৩৩
মধ্যস্থো হি ত্বমপ্যাসীর্ন ক্ষমং কিঞ্চিদুক্তবান্।
দুর্ধরেণ ত্বয়া ভারস্তুলয়া ন সমং ধৃতঃ ॥ ৩৪
আদাবেব মনুষ্যেণ বর্তিতব্যং যথাক্ষমম্।
যথা নাতীতমর্থং বৈ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৩৫
পুত্রগৃদ্ধ্যা ত্বয়া রাজন্ প্রিয়ং তস্য চিকীর্ষিতম্।
পশ্চাত্তাপমিমং প্রাপ্তো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩৬
মধু যঃ কেবলং দৃষ্ট্বা প্রপাতং নানুপশ্যতি।
স ভ্রষ্টো মধুলোভেন শোচত্যেবং যথা ভবান্ ॥ ৩৭

হে নৃপ! যখন আপনার পুত্র যৌবনোত্থিত দর্পের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনোমত আচরণ করিতেছিলেন, তখন আপনি হিতভাষী সুহৃদ্‌গণের কথা গ্রহণ করেন নাই ॥ ২৪½

তাঁহার মনে লোভ ছিল এবং এই রাজ্যের সমুদয় লভ্যাংশ নিজেই ভোগ করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন; সেই কারণে তিনি অন্য কাহাকেও নিজের স্বার্থের সহায়ক বা আনুকূল্যকারী করেন নাই। একদিকে ধারযুক্ত তরবারির ন্যায় একপক্ষপাতী নিজের বুদ্ধিতেই তিনি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। প্রায়শঃ যাহারা অনাচারী পুরুষ ছিল, তাহাদিগকেই তিনি সদা সঙ্গে রাখিতেন ॥ ২৫-২৬

দুঃশাসন, দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণ, দুষ্টাত্মা শকুনি, দুর্ম্মতি চিত্রসেন এবং যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে শল্যময় (কণ্টকাকীর্ণ) করিয়া দিয়াছিলেন, সেই শল্য—ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন ॥ ২৭½

মহারাজ! মহাবাহো! ভারত! কুরুকুলের জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ, মতিমান্ দেবর্ষি নারদ, অমিততেজস্বী ব্যাসদেব এবং অন্য মহর্ষিগণেরও বাক্য আপনার পুত্র মানেন নাই ॥ ২৮-৩০

তিনি সদা যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিতেন; সেইজন্য তিনি কখনও কোন ধর্ম্মেরই সমাদরের সহিত অনুষ্ঠান করেন নাই। এই দুর্য্যোধন মন্দমতি ও অহঙ্কারী ছিলেন; সেই কারণে তিনি নিত্য যুদ্ধ-যুদ্ধ বলিয়াই চীৎকার করিতেন। ইঁহার হৃদয় ক্রূরতায় পূর্ণ ছিল। ইনি সর্ব্বদা অমর্ষে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং পরাক্রমী ও অসন্তোষীও ছিলেন (সেইহেতু তাঁহার এই দুর্গতি হইয়াছে) ॥৩১

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্, মেধাবী এবং সর্ব্বদা সত্যে নিরত থাকেন। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও সৎপুরুষগণ কখনও মোহের বশীভূত হন্ না ॥ ৩২

মাননীয় ভূপাল! আপনার এই পুত্র দুর্য্যোধন কোনও ধর্ম্মেরই সমাদর করেন নাই। তিনি সকল ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করাইয়াছিলেন এবং শত্রুদের যশ বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৩৩

আপনিও মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া রহিলেন, তাঁহাকে কোন উচিত পরামর্শ দিলেন না। আপনি দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন—আপনার বাক্য কেহই লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এরূপ অবস্থায় আপনি উভয়পক্ষের দিক্ হইতে কর্ত্তব্যভারকে সমভাবে তুলনা করেন নাই ॥ ৩৪

মানুষের প্রথমেই যথোচিত ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে অতীত সময়ে তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে না হয় ॥ ৩৫

রাজন্! আপনি নিজ পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় করিতেছিলেন; সেইজন্য এই সময় আপনার অনুতাপ ভোগ করিবার কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এখন আপনি শোক করিবেন না ॥ ৩৬

যে ব্যক্তি উচ্চ স্থানে স্থিত মধুকে দেখিয়া সে স্থান হইতে

অর্থান্ন শোচন্ প্রাপ্নোতি ন শোচন্ বিন্দতে ফলম্ ।
ন শোচন্ শ্রিয়মাপ্নোতি ন শোচন্ বিন্দতে পরম্ ॥৩৮
স্বয়মুৎপাদয়িত্বাগ্নিং বস্ত্রেণ পরিবেষ্টয়ন্ ।
দহ্যমানো মনস্তাপং ভজতে ন স পণ্ডিতঃ ॥ ৩৯
ত্বয়ৈব সসুতেনায়ং বাক্যবায়ুসমীরিতঃ ।
লোভাজ্যেন চ সংসিক্তো জ্বলিতঃ পার্থপাবকঃ ॥ ৪০
তস্মিন্ সমিদ্ধে পতিতাঃ শলভা ইব তে সুতাঃ ।
তান্ বৈ শরাগ্নিনির্দগ্ধান্ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৪১
যচ্চাশ্রুপাতাৎ কলিলং বদনং বহসে নৃপ ।
অশাস্ত্রদৃষ্টমেতদ্ধি ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪২
বিস্ফুলিঙ্গা ইব হ্যেতান্ দহন্তি কিল মানবান্ ।
জহীহি মন্যুং বুদ্ধ্যা বৈ ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৪৩
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমাশ্বাসিতস্তেন সঞ্জয়েন মহাত্মনা ।
বিদুরো ভূয় এবাহ বুদ্ধিপূর্বং পরন্তপ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পতিত হইবার সম্ভাবনা করত যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মধুর লালসায় অধঃপতিত হইয়া সেইরূপ শোক করিয়া থাকে, যেরূপ আপনি শোক করিতেছেন ॥ ৩৭

শোককারী মানুষ নিজের অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিতে পারে না, শোকপরায়ণ মানুষ কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শোককারী ব্যক্তির লক্ষ্মী লাভও হয় না এবং সে পরমাত্মাকেও লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৮

যে মানুষ নিজেই অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া উহাকে বস্ত্রে পরিবেষ্টিত করত গুরুতর দগ্ধ হইতে থাকিলে মনে মনে অনুতাপ করে, তাহাকে কখনও বুদ্ধিমান্ বলা চলে না ॥ ৩৯

পুত্র সহ আপনি নিজেকে নিজেই লোভরূপী ঘৃতে সর্বতোভাবে সিক্ত করিয়া বাক্যরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া পার্থরূপী অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ॥ ৪০

এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আপনার সকল পুত্র পতঙ্গসমূহের ন্যায় পতিত হইয়াছেন। বাণরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ সেই পুত্রগণের জন্য আপনার শোক করা উচিত নয় ॥ ৪১

হে নৃপ! আপনি যে অশ্রুধারায় সিক্ত বদনমণ্ডলকে লইয়া বিচরণ করিতেছেন, ইহা অশাস্ত্রীয় কার্য্য। বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহার প্রশংসা করেন না ॥ ৪২

এই শোকাশ্রুধারা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই মনুষ্যগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব আপনি শোক পরিহার করুন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে নিজেই সুস্থির করুন ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শত্রুতাপন জনমেজয়! মহাত্মা সঞ্জয় যখন এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাসদান করিলেন, তখন বিদুরও পুনরায় সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে শোকনিবারণবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[শোকপরিত্যাগং কর্তুং ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্যোপদেশদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোঽমৃতসমৈর্বাক্যৈর্হ্লাদয়ন্ পুরুষর্ষভম্ ।
বৈচিত্রবীর্য্যং বিদুরো যদুবাচ নিবোধ তৎ ॥ ১

বিদুর উবাচ ।

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে ধারয়াত্মানমাত্মনা ।
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ ॥ ২

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥ ৩

যদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ যমঃ কর্ষতি ভারত ।
তৎ কিং ন যোৎস্যন্তি হি তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ৪

অযুধ্যমানো ম্রিয়তে যুধ্যমানশ্চ জীবতি ।
কালং প্রাপ্য মহারাজ ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥ ৫

অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত
অভাবনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা । ৬

ন শোচন্ মৃতমন্বেতি ন শোচন্ ম্রিয়তে নরঃ ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুশোচসি ॥ ৭

কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্বাণি বিবিধান্যুত ।
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৮

যথা বায়ুস্তৃণাগ্রাণি সংবর্তয়তি সর্বশঃ ।
তথা কালবশং যান্তি ভূতানি ভরতর্ষভ ॥ ৯

একসার্থপ্রয়াতানাং সর্বেষাং তত্র গামিনাম্ ।
যস্য কালঃ প্রয়াত্যগ্রে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১০

ন চাপ্যেতান্ হতান্ যুদ্ধে রাজন্ শোচিতুমর্হসি ।
প্রমাণং যদি শাস্ত্রাণি গতাস্তে পরমাং গতিম্ ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[শোকপরিত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তদনন্তর বিদুর পুরুষপ্রবর ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ অমৃততুল্য মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা আহ্লাদিত করিতে করিতে সেখানে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা শ্রবণ কর ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্ ! আপনি ধরাতলে পতিত আছেন কেন ? আপনি উঠুন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে স্থির করুন। হে লোকেশ্বর ! সকল প্রাণীর ইহাই অন্তিম গতি ॥ ২

সমস্ত সংগ্রহের শেষ তাহার বিনাশেই হইয়া থাকে, ভৌতিক উন্নতির অন্ত পতনেই হয়, সকল সংযোগের অন্ত বিয়োগেই হইয়া থাকে এবং জীবনেরও শেষ মৃত্যুতেই ॥ ৩

হে ভারত ! হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ! যখন শৌর্য্যশালী বীর ও ভীরু ব্যক্তি উভয়কেই যমরাজ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, তখন এই ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিবেন না কেন ? ৪

মহারাজ ! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে না, সে-ও মরিবে এবং যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে, সেও- জীবিত থাকে। কালকে পাইয়া কেহ তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না ॥ ৫

যত প্রাণী আছে, তাহারা জন্মের পূর্বে এখানে ব্যক্ত ছিল না। ইহারা মধ্যেই ব্যক্ত হইয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্তে পুনরায় তাহাদের অভাব (অব্যক্তরূপে অবস্থান)-ই হইবে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য দুঃখ-শোক করিয়া কি হইবে ? ৬

শোককারী মানুষ মৃত ব্যক্তির সহিত যাইতে পারে না এবং মরিতেও পারে না। যখন জগতে এরূপই স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কাহার জন্য শোক করিতেছেন ? ৭

কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাল নানাপ্রকার সমস্ত প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কালের কেহই প্রিয়ও নহে এবং কেহ দ্বেষের পাত্রও নহে ॥ ৮

ভরতপ্রধান ! যেরূপ বায়ু তৃণসকলকে চারিদিকে উড়াইতে থাকে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই কালের বশীভূত হইয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে ॥ ৯

যাহারা এক সঙ্গে সংসার-যাত্রায় আসিয়াছে, তাহাদের সকলকেই একদিন সেস্থানে (পরলোকে) যাইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে, সে অগ্রে গমন করে। এরূপ অবস্থায় কাহারও জন্য শোক করা উচিত নহে ॥ ১০

রাজন্ ! যুদ্ধে নিহত এই বীরগণের জন্য আপনার শোক করা উচিত হইবে না। যদি আপনি শাস্ত্রের প্রমাণ মানিয়া থাকেন, তবে নিশ্চিতই তাঁহারা সকলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১১

সর্বে স্বাধ্যায়বন্তো হি সর্বে চ চরিতব্রতাঃ।
সর্বে চাভিমুখাঃ ক্ষীণাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১২
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
নৈতে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা ॥১৩
হতোঽপি লভতে স্বর্গং হত্বা চ লভতে যশঃ।
উভয়ং নো বহুগুণং নাস্তি নিষ্ফলতা রণে ॥ ১৪
তেষাং কামদুঘাঁল্লোকানিন্দ্রঃ সঙ্কল্পয়িষ্যতি।
ইন্দ্রস্যাতিথয়ো হ্যেতে ভবন্তি ভরতর্ষভ ॥ ১৫
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভির্ন তপোভির্ন বিদ্যয়া।
স্বর্গং যান্তি তথা মর্ত্যা যথা শূরা রণে হতাঃ ॥ ১৬
শরীরাগ্নিষু শূরাণাং জুহুবুস্তে শরাহুতীঃ।
হূয়মানান্ শরাংশ্চৈব সেহুস্তেজস্বিনো মিথঃ ॥১৭
এবং রাজংস্তবাচক্ষে স্বর্গ্যং পন্থানমুত্তমম্।
ন যুদ্ধাদধিকং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্যেহ বিদ্যতে ॥ ১৮
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ।
আশিষঃ পরমাঃ প্রাপ্তা ন শোচ্যাঃ সর্ব এব হি ॥১৯
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য মা শুচঃ পুরুষর্ষভ।
নাদ্য শোকাভিভূতস্ত্বং কায়মুৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২০
মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ২১
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২২
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম।
ন মধ্যস্থঃ ক্বচিৎকালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি ॥ ২৩
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ২৪

এই সব বীর বেদসকলের স্বাধ্যায় করিয়াছিলেন, সকলেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন এবং সকলে যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বীর-গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব ইঁহাদের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১২

ইঁহারা অদৃশ্য জগৎ হইতে আসিয়াছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই পুনরায় চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা আপনার ছিলেন না এবং আপনিও ইঁহাদের ছিলেন না, সুতরাং এখন শোক করিবার কি আছে? ১৩

যুদ্ধে যিনি নিহত হন্, তিনি স্বর্গলোক লাভ করেন এবং যিনি শত্রুকে বধ করেন, তিনি যশ প্রাপ্ত হন্। এই উভয় অবস্থাতেই আমাদের পক্ষে অতিশয় লাভদায়ক হইয়াছে। যুদ্ধে নিষ্ফলতা নাই ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্র এই সব বীরবৃন্দের জন্য ইচ্ছানুসারে ভোগপ্রদানকারী লোকসকলের ব্যবস্থা করিবেন; কারণ, ইঁহারা সকলেই ইন্দ্রেরই অতিথি ॥ ১৫

যুদ্ধে নিহত বীরবর যোদ্ধারা যেরূপ অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন, সেরূপ অনায়াসে অপর মনুষ্যগণ প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাসকলের দ্বারা গমন করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ১৬

শৌর্য্যশালী বীরগণের দেহরূপ অগ্নিতে তাঁহারা বাণরূপী আহুতিসকল প্রদান করিয়াছেন এবং এই তেজস্বী বীরবর্গ পরস্পর দেহাগ্নিতে কৃত হোমরূপ বাণসমূহ সহ্য করিয়াছেন ॥ ১৭

রাজন্! সেইজন্য আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ জগতে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অধিক অপর কোন স্বর্গপ্রাপ্তি-কারক উত্তম পথ নাই ॥ ১৮

এই সব মহাত্মা বীর ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে শোভা পাইয়া থাকেন; অতএব ইঁহারা নিজ নিজ কামনানুসারে উত্তমলোক লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের জন্য কোনরূপ শোকপ্রকাশ করাই উচিত নহে ॥ ১৯

পুরুষপ্রবর! আপনি স্বয়ংই নিজ মনকে সান্ত্বনা দান করত শোক পরিত্যাগ করুন। আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনার নিজেকে নিজে দেহত্যাগ করা উচিত হইবে না ॥ ২০

আমরা বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করত সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের অনুভব করিয়াছি; কিন্তু আজ তাহারা কাহার এবং আমরা তাহাদের মধ্যেই বা কাহার? ২১

শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং ভয়েরও শত শত স্থান আছে। তাহারা প্রতিদিন মূর্খ মানুষদেরই উপর নিজের প্রভাব দেখাইয়া থাকে; বিদ্বান্ পুরুষের উপর নহে ॥ ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের কাহারও সহিত প্রেম নাই, কাহারও প্রতি শত্রুতাও নাই এবং কাহারও সহিত নিরপেক্ষ ভাবও নাই। কাল সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

কালই প্রাণীদিগকে পাক করেন, কালই প্রজাগণকে সংহার করেন এবং কালই সকলে নিদ্রিত হইলেও জাগরিত থাকেন। এই কালকে উল্লঙ্ঘন করা অতিশয় কঠিন ॥ ২৪

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেদেষু ন পণ্ডিতঃ॥ ২৫
ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হসি।
অপ্যভাবেন যুজ্যেত তচ্চাস্য ন নিবর্ততে॥ ২৬
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেৎ পরাক্রমম্।
ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ॥ ২৭
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে।
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ॥ ২৮
মানুষা মানসৈর্দুঃখৈর্দহ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
নার্থো ন ধর্মো ন সুখং যদেতদনুশোচসি॥ ২৯
ন চ নাপৈতি কার্য্যার্থাৎ ত্রিবর্গাচ্চৈব হীয়তে।
অন্যামন্যাং ধনাবস্থাং প্রাপ্য বৈশেষিকীং নরাঃ॥ ৩০
অসন্তুষ্টাঃ প্রমুহ্যন্তি সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ॥ ৩১
শয়ানং চানুশেতে হি তিষ্ঠন্তং চানুতিষ্ঠতি।
অনুধাবতি ধাবন্তং কর্ম পূর্বকৃতং নরম্॥ ৩২
যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎ ফলং সমুপাশ্নুতে॥ ৩৩
যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তৎ ফলং সমুপাশ্নুতে॥ ৩৪
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপকৃতস্য চ॥ ৩৫
শুভেন কর্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্মণা।
কৃতং ভবন্তি সর্বত্র নাকৃতং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ৩৬
ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসংগ্রহ, আরোগ্য এবং প্রিয়জনগণের সহিত একত্রে বাস—এ সবই অনিত্য; অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহাতে কখনও আসক্ত হন্ না॥২৫

যে দুঃখ সমগ্র দেশের উপর পতিত হইয়াছে, তাহার জন্য আপনার একাকী শোক করা উচিত নয়। শোক করিতে করিতে কেহ মরিয়া যাইলেও তাহার শোক দূরীভূত হয় না॥ ২৬

যদি নিজের মধ্যে পরাক্রম থাকে, তবে শোক করিতে করিতে শোকের কারণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে। দুঃখকে দূর করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহাই যে, তাহার চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে, চিন্তা করিলে দুঃখ কমিয়া যায় না; পরন্তু আরও বাড়িয়া যায়॥ ২৭ই

মন্দমতি মানুষ অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগে মানসিক দুঃখসমূহে দগ্ধ হইতে থাকে॥ ২৮ই

আপনি যে এই শোক করিতেছেন, ইহা অর্থের সাধকও নহে এবং ধর্ম্ম ও সুখের সাধক নহে। ইহার দ্বারা মানুষ নিজ কর্ত্তব্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ হইতেও বঞ্চিত হইয়া থাকে॥ ২৯ই

ধনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া অসন্তোষী মানুষ মোহিত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্টই থাকেন॥ ৩০ই

মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল—মানসিক দুঃখকে বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা এবং শারীরিক কষ্টকে ঔষধসমূহের দ্বারা দূরীভূত করা, ইহাই বিজ্ঞানের শক্তি। তাহাদের বালকগণের ন্যায় অবিবেক পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত নহে॥ ৩১

মানুষের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তাহার শয়নের সহিত শয়ন করে, উত্থিত হইলে উত্থিত হয় এবং ধাবিত হইলে তাহার সহিত ধাবিত হয়॥ ৩২

মানুষ যে যে অবস্থায় যে যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলও লাভ করে॥ ৩৩

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, অপর জন্মে সে সেই সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করে॥ ৩৪

মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। সে নিজেই নিজের শুভ ও অশুভ কর্ম্মের সাক্ষী॥ ৩৫

শুভ কর্ম্মের দ্বারা সুখলাভ হয় এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা দুঃখ লাভ হয়; সর্ব্বত্র কৃত কর্ম্মেরই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, কোথাও অকৃত কর্ম্মের ফললাভ হয় না॥ ৩৬

আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ বিনাশকর বহুবিধ দোষযুক্ত এবং মূলভূত দেহেরও নাশকারী বুদ্ধিবিরুদ্ধ কর্ম্মসকলে কখনও আসক্ত হন্ না॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দেহস্যানিত্যতাং বর্ণয়তা বিদুরেণ শোকং ত্যক্তুং ধৃতরাষ্ট্রায়োপদেশঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সুভাষিতৈর্মহাপ্রাজ্ঞ শোকোঽয়ং বিগতো মম।
ভূয় এব তু বাক্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ১
অনিষ্টানাঞ্চ সংসর্গাদিষ্টানাঞ্চ বিসর্জনাৎ।
কথং হি মানসৈর্দুঃখৈঃ প্রমুচ্যন্তে তু পণ্ডিতাঃ॥ ২

বিদুর উবাচ।

যতো যতো মনো দুঃখাৎ সুখাদ্ বা বিপ্রমুচ্যতে।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতচ্ছান্তিং বিন্দেত বৈ বুধঃ॥ ৩
অশাশ্বতমিদং সর্বং চিন্ত্যমানং নরর্ষভ।
কদলীসন্নিভো লোকঃ সারো হ্যস্য ন বিদ্যতে॥ ৪
যদা প্রাজ্ঞাশ্চ মূঢ়াশ্চ ধনবন্তোঽথ নির্ধনাঃ।
সর্বে পিতৃবনং প্রাপ্য স্বপন্তি বিগতজ্বরাঃ॥ ৫
নির্মাংসৈরস্থিভূয়িষ্ঠৈর্গাত্রৈঃ স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ।
কিং বিশেষং প্রপশ্যন্তি তত্র তেষাং পরে জনাঃ॥ ৬
যেন প্রত্যবগচ্ছেয়ুঃ কুলরূপবিশেষণম্।
কস্মাদন্যোন্যমিচ্ছন্তি বিপ্রলব্ধধিয়ো নরাঃ॥ ৭
গৃহাণীব হি মর্ত্যানামাহুর্দেহানি পণ্ডিতাঃ।
কালেন বিনিযুজ্যন্তে সত্ত্বমেকং তু শাশ্বতম্॥ ৮
যথা জীর্ণমজীর্ণং বা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা তু পুরুষঃ।
অন্যদ্ রোচয়তে বস্ত্রমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্॥ ৯
বৈচিত্রবীর্য্য প্রাপ্যং হি দুঃখং বা যদি বা সুখম্।
প্রাপ্নুবন্তীহ ভূতানি স্বকৃতেনৈব কর্মণা॥ ১০
কর্মণা প্রাপ্যতে স্বর্গঃ সুখং দুঃখঞ্চ ভারত।
ততো বহতি তং ভারমবশঃ স্ববশোঽপি বা॥ ১১
যথা চ মৃন্ময়ং ভাণ্ডং চক্রারূঢ়ং বিপদ্যতে।
কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণং বা কৃতমাত্রমথাপি বা॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায়।

[দেহের অনিত্যতার কথা বলিতে বলিতে বিদুর কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে শোকত্যাগ করিতে উপদেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদুর! তোমার উত্তম বাক্য শ্রবণ করত আমার এই শোক দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি তোমার এই তত্ত্বসম্বলিত বাক্য আরও শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ১

বিদ্বান্ পুরুষগণ অনিষ্টের সংযোগ এবং ইষ্টের বিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিভাবে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন? ২

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! বিদ্বান্ পুরুষ "যে যে উপায় অবলম্বন করিলে মন দুঃখ অথবা সুখ হইতে মুক্ত হয়", সেই সেই বিষয়ে নিয়ম পূর্ব্বক মনঃসংযোগ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন্॥ ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিচার করিলে পর এই সম্পূর্ণ জগৎ অনিত্যই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্ব কদলীবৃক্ষতুল্য সারহীন, ইহাতে সার বলিয়া কিছুই নাই॥ ৪

যখন বিদ্বান্ মূর্খ, ধনবান্ নির্ধন সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া শ্মশানে শয়ন করে, তখন তাহাদের মাংসহীন, নাড়ীসমূহে বদ্ধ এবং অস্থিবহুল অঙ্গসকল দেখিয়া অপর কোন ব্যক্তি কি এরূপ কোন পার্থক্য দেখিতে পায়, যাহাতে সে তাহাদের কুল ও রূপের বিশেষতা বুঝিতে পারে; তথাপি তাহারা কেন পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে? এজন্য বুঝিতে হইবে তাহাদের বুদ্ধি প্রতারিত হইয়াছে॥ ৫-৭

বিদ্বান্ পুরুষগণ মরণধর্ম্মা মানুষদের শরীরকে গৃহতুল্য বলিয়া থাকেন; কারণ, সময় আসিলে এই শরীর নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে একমাত্র সত্ত্বস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান আছেন, তিনি নিত্য—নাশবৃদ্ধিরহিত চিরকালস্থায়ী॥ ৮

যেরূপ মানুষ নূতন বা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করিবার বাসনা করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহধারীদিগের শরীর তাহাদের দ্বারা সময় আসিলে ত্যক্ত ও অপর দেহ গৃহীত হয়॥ ৯

বিচিত্রবীর্য্যনন্দন! যদি দুঃখ বা সুখ প্রাপ্যই হয়, তবে প্রাণিগণ উহা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১০

হে ভারত! কর্ম্মানুসারেই পরলোকে স্বর্গ ও নরক এবং ইহলোকে সুখ বা দুঃখলাভ হয়। তাহার পর মানুষ সেই সুখ ও দুঃখকে স্বাধীন বা পরাধীন হইয়া বহন করিতে থাকে॥ ১১

যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্ম্মাণ করিবার সময় কখনও চক্রের উপর আরোহণ করাইলেই নষ্ট হইয়া যায়, কখনও কিছু কিছু নির্ম্মিত হইলে, কখনও পূর্ণ নির্ম্মিত হইলে, কখনও ছিন্ন করিবার

ছিন্নং বাপ্যবরোপ্যন্তমবতীর্ণমথাপি বা।
আর্দ্রং বাপ্যথবা শুষ্কং পচ্যমানমথাপি বা॥ ১৩

উত্তার্য্যমাণমাপাকাদুদ্ধৃতঞ্চাপি ভারত।
অথবা পরিভুজ্যন্তমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্॥ ১৪

গর্ভস্থো বা প্রসূতো বাপ্যথ বা দিবসান্তরঃ।
অর্দ্ধমাসগতো বাপি মাসমাত্রগতোঽপি বা॥ ১৫

সংবৎসরগতো বাপি দ্বিসংবৎসর এব বা।
যৌবনস্থোঽথ মধ্যস্থো বৃদ্ধো বাপি বিপদ্যতে॥ ১৬

প্রাক্কর্মভিস্তু ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুতপ্যসে॥ ১৭

যথা তু সলিলং রাজন্ ক্রীড়ার্থমনুসন্তরৎ।
উন্মজ্জেচ্চ নিমজ্জেচ্চ কিঞ্চিৎ সত্ত্বং নরাধিপ॥ ১৮

এবং সংসারগহনে উন্মজ্জন-নিমজ্জনে।
কর্মভোগেন বধ্যন্তে ক্লিশ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ॥ ১৯

যে তু প্রাজ্ঞাঃ স্থিতাঃ সত্ত্বে সংসারেঽস্মিন্ হিতৈষিণঃ।
সমাগমজ্ঞা ভূতানাং তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩

সময়, কখনও চক্র হইতে নামাইবার সময়, কখনও নামাইবার পর, কখনও আর্দ্র (ভিজা) বা শুষ্ক অবস্থায়, কখনও পক্ব হইবার সময়, কখনও পাকস্থান হইতে নামাইবার সময়, কখনও পাকস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার সময় এবং কখনও উহা ব্যবহারের সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ দেহধারীদিগের দেহেরও এই অবস্থাই হয়। ১২-১৪

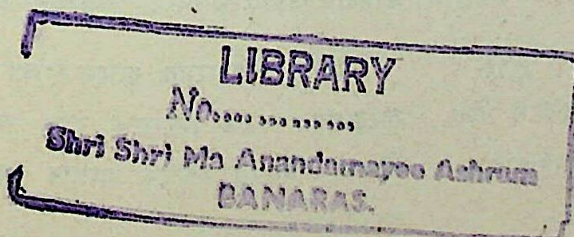
কখনও গর্ভে অবস্থানের সময়, কখনও জন্মের পর, কখনও কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর, কখনও পনের দিন, কখনও একমাস এবং কখনও এক-দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর, কখনও যুবাবস্থায়, কখনও মধ্যাবস্থায় অথবা কখনও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে পর মৃত্যু হয়॥ ১৫-১৬

প্রাণিগণ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই এই জগতে অবস্থান করে এবং অবস্থান করে না (অথবা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে)। যখন লোকের এরূপ স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কেন শোক করিতেছেন? ১৭

রাজন্! নরেশ্বর! যেরূপ ক্রীড়ার জন্য জলে সন্তরণ করিবার সময় কোন প্রাণী কখনও নিমগ্ন হয় এবং কখনও উপরে উঠিয়া আসে, সেইরূপ এই অগাধ-সমুদ্রে জীবগণের মজ্জন ও উর্দ্ধে আগমনে (মরণ ও জন্মগ্রহণে) নিরত থাকে, মন্দবুদ্ধি মনুষ্যই এস্থানে কর্ম্মভোগের দ্বারা বদ্ধ ও কষ্ট প্রাপ্ত হয়॥ ১৮-১৯

যে সকল বুদ্ধিমান্ মানুষ এ জগতে সত্ত্বগুণে যুক্ত, সকলের হিতকামী ও প্রাণিগণের গমনাগমনে অভিজ্ঞ, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন্॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখময়-সংসারস্য স্বরূপবর্ণনম্, ততো মুক্তিলাভস্যোপায়কথনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং সংসারগহনং বিজ্ঞেয়ং বদতাং বর।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥ ১

বিদুর উবাচ।

জন্মপ্রভৃতি ভূতানাং ক্রিয়া সর্বোপলক্ষ্যতে।
পূর্বমেবেহ কলিলে বসতে কিঞ্চিদন্তরম্ ॥ ২

ততঃ স পঞ্চমেঽতীতে মাসে বাসমকল্পয়ৎ।
ততঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো গর্ভো বৈ স তু জায়তে ॥ ৩

অমেধ্যমধ্যে বসতি মাংসশোণিতলেপনে।
ততস্তু বায়ুবেগেন ঊর্ধ্বপাদো হ্যধঃশিরাঃ ॥ ৪

যোনিদ্বারমুপাগম্য বহূন্ ক্লেশান্ সমৃচ্ছতি।
যোনিসম্পীড়নাচ্চৈব পূর্বকর্মভিরন্বিতঃ ॥ ৫

তস্মান্মুক্তঃ স সংসারাদন্যান্ পশ্যত্যুপদ্রবান্।
গ্রহাস্তমনুগচ্ছন্তি সারমেয়া ইবামিষম্ ॥ ৬

ততঃ প্রাপ্তোত্তরে কালে ব্যাধয়শ্চাপি তং তথা।
উপসর্পন্তি জীবন্তং বধ্যমানং স্বকর্মভিঃ ॥ ৭

তং বদ্ধমিন্দ্রিয়ৈঃ পাশৈঃ সঙ্গস্বাদুভিরাবৃতম্।
ব্যসনান্যপি বর্তন্তে বিবিধানি নরাধিপ ॥ ৮

বধ্যমানশ্চ তৈর্ভূয়ো নৈব তৃপ্তিমুপৈতি সঃ।
তদা নাবৈতি চৈবায়ং প্রকুর্বন্ সাধ্বসাধু বা ॥ ৯

তথৈব পরিরক্ষন্তি যে ধ্যানপরিনিষ্ঠিতাঃ।
অয়ং ন বুধ্যতে তাবদ্ যমলোকমথাগতম্ ॥ ১০

চতুর্থ অধ্যায়।

[দুঃখময় সংসারের স্বরূপ বর্ণন এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—বাচকশ্রেষ্ঠ বিদুর! এই গহন সংসারের স্বরূপজ্ঞান কিভাবে হয়? আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রশ্ন অনুসারে তুমি এ বিষয় যথার্থরূপে বর্ণনা কর ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! যখন হইতে গর্ভাশয়ে বীর্য্য ও রজের সংযোগ হয়, সেই সময় হইতেই জীবগণের গর্ভবৃদ্ধিরূপ সকল ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়।* আরম্ভ সময়ে জীব কলিল-(বীর্য্য ও রজের সংযোগ) রূপে থাকে, তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হইলে পর উহা চৈতন্যরূপে প্রকটিত হইয়া পিণ্ডাকারে বাস করে। ইহার পর এই গর্ভস্থ পিণ্ড সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয় ॥ ২-৩

এই সময় উহাকে মাংস ও রুধিরে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত অপবিত্র গর্ভাশয়ে অবস্থান করিতে হয়। তারপর বায়ুর বেগে উহার পদ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে এবং মস্তক নিম্নভাগে থাকে ॥ ৪

এরূপ অবস্থায় যোনিদ্বারসমীপে উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়। তারপর পূর্ব্বকর্ম্মসমূহে সংযুক্ত এই জীব যোনিপথে পীড়িত হইয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করত বহির্গত হয় এবং সংসারে আসিয়া অন্যান্য নানাপ্রকারের উপদ্রবের সম্মুখীন হয়। যেরূপ কুকুর মাংসের দিকে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ বালগ্রহগণ শিশুর পশ্চাদ্গামী হয় ॥ ৫-৬

তদনন্তর যত যত সময় অতিবাহিত হইবে, তত তত নিজ কর্ম্মসমূহে আবদ্ধ জীবকে জীবিত অবস্থাতেই নব নব ব্যাধিসকল আক্রমণ করে ॥ ৭

হে নরাধিপ। তারপর আসক্তিবশতঃ যাহার মধ্যে রসের প্রতীতি হইবে, সেই সব বিষয়ে পরিবৃত ও ইন্দ্রিয়রূপ পাশসকলে বদ্ধ সেই সংসারী জীবকে নানাপ্রকার সঙ্কট পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে ॥ ৮

ইহাদের দ্বারা বদ্ধ হইলে পর পুনরায় সেই জীব কখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সে সৎ অসৎ কর্ম্মসকল করিয়াও তাহাদের বিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারে না ॥ ৯

যাঁহারা ভগবানের ধ্যানে সংলগ্ন থাকেন, তাঁহারাই শাস্ত্রানুসারে গমন করত নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। সাধারণ জীব ত' নিজের সম্মুখে আগত যমলোককেও বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০

---

* "একরাত্রোষিতং কলিলং ভবতি পঞ্চরাত্রাদ্ বুদ্বুদঃ"। এক রাত্রিতে রজ ও বীর্য্য মিলিত হইয়া 'কলিল'রূপে এবং রত্রিতে উহা 'বুদ্বুদ' আকারে পরিণত হয়। ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে গর্ভের বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

যমদূতৈর্বিকৃষ্যংশ্চ মৃত্যুং কালেন গচ্ছতি।
বাগ্‌ঘীনস্য চ যন্মাত্রমিষ্টানিষ্টং কৃতং মুখে।
ভূয় এবাত্মনাত্মানং বধ্যমানমুপেক্ষতে॥ ১১
অহো বিনিকৃতো লোকে লোভেন চ বশীকৃতঃ।
লোভ-ক্রোধ-ভয়োন্মত্তো নাত্মানমববুধ্যতে॥ ১২
কুলীনত্বে চ রমতে দুষ্কুলানান্ বিকুৎসয়ন্।
ধনদর্পেণ দৃপ্তশ্চ দরিদ্রান্ পরিকুৎসয়ন্॥ ১৩
মূর্খানিতি পরানাহ নাত্মানং সমবেক্ষতে।
দোষান্ ক্ষিপতি চান্যেষাং নাত্মানং শাস্তুমিচ্ছতি॥১৪
যদা প্রাজ্ঞাশ্চ মূর্খাশ্চ ধনবন্তশ্চ নির্ধনাঃ।
কুলীনাশ্চাকুলীনাশ্চ মানিনোঽথাপ্যমানিনঃ॥ ১৫
সর্বে পিতৃবনং প্রাপ্তাঃ স্বপন্তি বিগতত্বচঃ।
নির্মাংসৈরস্থিভূয়িষ্ঠৈর্গাত্রৈং স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ॥ ১৬
বিশেষং ন প্রপশ্যন্তি তত্র তেষাং পরে জনাঃ।
যেন প্রত্যবগচ্ছেয়ুঃ কুলরূপবিশেষণম্॥ ১৭
যদা সর্বে সমং ন্যস্তাঃ স্বপন্তি ধরণীতলে।
কস্মাদন্যোন্যমিচ্ছন্তি প্রলব্ধুমিহ দুর্বুধাঃ॥১৮
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ যো নিশম্য শ্রুতিং ত্বিমাম্।
অধ্রুবে জীবলোকেঽস্মিন্ যে ধর্মমনুপালয়ন্।
জন্মপ্রভৃতি বর্তেত প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্॥ ১৯
এবং সর্বং বিদিত্বা বৈ যস্তত্ত্বমনুবর্ততে।
স প্রমোক্ষায় লভতে পন্থানং মনুজেশ্বর॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

তদনন্তর কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যমদূত তাহাকে দেহ হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তাহার মৃত্যুপ্রাপ্তি হয়। সেই সময় তাহার কিছু বলিবার থাকে না। তাহার যত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম আছে, সেই সব কর্ম্ম সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। তদনুসারে নিজেকে নিজের দ্বারা পুনরায় দেহ-বন্ধনে বদ্ধ দেখিয়াও সে উপেক্ষা করিয়া থাকে—নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করে না॥ ১১

অহো! লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এই সমগ্র সংসার প্রতারিত হইতেছে। লোভ, ক্রোধ ও ভয়ে সে এরূপ উন্মত্ত হইয়া যায় যে, সে নিজেকে নিজেও চিনিতে পারে না॥ ১২

যাহারা হীন কুলে উৎপন্ন, তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে কুলীন মনুষ্যগণ নিজের কুলীনতার গর্ব্ব করিয়া থাকে এবং ধনী ধনের দর্পে গর্ব্বিত হইয়া দরিদ্রদিগকে নিন্দা করিতে থাকে।॥১৩

ইহারা অন্য ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলে, কিন্তু নিজের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করে না। অপরের দোষসকলের সমালোচনা করে, কিন্তু নিজেকে সেই সব দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের মনকে বশীভূত রাখে না॥ ১৪

যখন জ্ঞানী ও মূর্খ, ধনবান্ ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন এবং মানী ও অমানী সকলেই মৃত্যুলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের ত্বক্ (চামড়া) নষ্ট হইয়া যায় এবং নাড়ীসমূহে বদ্ধ মাংসহীন অস্থিসকলে পূর্ণ তাহাদের নগ্ন দেহই সম্মুখে আসে, তখন সে স্থানে স্থিত অপর কোন ব্যক্তিই তাহাদের এরূপ কোন পার্থক্য দেখিতে পায় না, যাহাতে একের অপেক্ষা অন্যের কুল ও রূপে বৈশিষ্ট্য জানিতে সমর্থ হয়॥ ১৫-১৭

যখন মৃত্যুর পর শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সকলে সমানরূপেই ধরাতলে নিদ্রিত হয়, তখন সেই মূর্খ মানব এ সংসারে কেন পরস্পরকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে? ১৮

এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে যে মানুষ এই বেদোক্ত উপদেশ সাক্ষাদ্‌ভাবে জানিয়া বা কাহারও দ্বারা শ্রুত হইয়া জন্ম হইতেই নিরন্তর ধর্ম্মপালন করিতে থাকেন, সেই মানুষই পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন্॥ ১৯

হে নরেশ্বর! যে ব্যক্তি এইভাবে সব কিছু জানিয়া তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তিনি মোক্ষ পর্য্যন্ত গমনের জন্য পথ প্রাপ্ত হন্॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[গহনবনস্য দৃষ্টান্তেন সংসারস্য ভয়ঙ্করস্বরূপবর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যদিদং ধর্মগহনং বুদ্ধ্যা সমনুগম্যতে।
তদ্ধি বিস্তরতঃ সর্বং বুদ্ধিমার্গং প্রশংস মে ॥ ১

বিদুর উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা স্বয়ংভুবে।
যথা সংসারগহনং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ২
কশ্চিন্মহতি কান্তারে বর্তমানো দ্বিজঃ কিল।
মহদ্ দুর্গমনুপ্রাপ্তো বনং ক্রব্যাদসঙ্কুলম্ ॥ ৩
সিংহব্যাঘ্রগজর্ক্ষৌঘৈরতিঘোরং মহাস্বনৈঃ।
পিশিতাদৈরতিভয়ৈর্মহোগ্রাকৃতিভিস্তথা ॥ ৪
সমন্তাৎ সংপরিক্ষিপ্তং যৎ স্ম দৃষ্ট্বা ত্রসেদ্ যমঃ।
তদস্য দৃষ্ট্বা হৃদয়মুদ্বেগমগমৎ পরম্ ॥ ৫
অভ্যুচ্ছ্রয়শ্চ রোম্নাং বৈ বিক্রিয়াশ্চ পরন্তপ।
স তদ্ বনং ব্যনুসরন্ সম্প্রধাবন্নিতস্ততঃ ॥ ৬
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ শরণং ক্ব ভবেদিতি।
স তেষাং ছিদ্রমন্বিচ্ছন্ প্রদ্রুতো ভয়পীড়িতঃ ॥ ৭
ন চ নির্যাতি বৈ দূরং ন বা তৈর্বিপ্রমোচ্যতে।
অথাপশ্যদ্ বনং ঘোরং সমন্তাদ্ বাগুরাবৃতম্ ॥ ৮
বাহুভ্যাং সম্পরিক্ষিপ্তং স্ত্রিয়া পরমঘোরয়া।
পঞ্চশীর্ষধরৈর্নাগৈঃ শৈলৈরিব সমুন্নতৈঃ ॥ ৯
নভঃস্পৃশৈর্মহাবৃক্ষৈঃ পরিক্ষিপ্তং মহাবনম্।
বনমধ্যে চ তত্রাভূদুদপানঃ সমাবৃতঃ ॥ ১০
বল্লীভিস্তৃণছন্নাভির্দৃঢ়াভিরভিসংবৃতঃ।
পপাত স দ্বিজস্তত্র নিগূঢ়ে সলিলাশয়ে ॥ ১১
বিলগ্নশ্চাভবৎ তস্মিন্ লতাসন্তানসঙ্কুলে।
পনসস্য যথা জাতং বৃন্তবদ্ধং মহাফলম্ ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[গহনবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা সংসারের ভয়ঙ্কর স্বরূপের বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! এই যে ধর্মের গূঢ়স্বরূপ, উহা বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়; অতএব তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিমার্গ বিস্তার পূর্ব্বক বল ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে নমস্কার করত সংসাররূপ গহন-বনের সেই স্বরূপ বর্ণনা করিব, যাহা মহর্ষিগণ কীর্ত্তন করেন ॥ ২

তাঁহারা বলেন—কোন এক বিশাল দুর্গম বনে কোন ব্রাহ্মণ যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি বনের অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হিংস্র জন্তুগণে পূর্ণ ছিল ॥ ৩

উচ্চৈঃস্বরে গর্জনকারী সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও ভল্লুকসমুদায় এই স্থানকে অতিশয় ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। ভীষণাকৃতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী প্রাণীরা সেই বনভাগের চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাহা দেখিয়া যমরাজও ভীত হন্ ॥ ৪½

শত্রুদমন নরেশ! এই স্থান দর্শন করত ব্রাহ্মণের হৃদয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং মনে অন্য প্রকারের বিকার উৎপন্ন হইল ॥ ৫½

তিনি এই বন অনুসরণ করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন এবং এই ভাবিয়া চারিদিকেই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে, কোথায় আমি রক্ষা পাইবার স্থান পাইব? ৬½

তিনি সেই হিংস্র জন্তুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি সেখান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারিলেন না এবং তাহারা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করিল না। ৭½

এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, সেই ভয়ানক বন চারিদিকে জালের দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে এবং এক ভয়ঙ্করী স্ত্রী উহাকে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৮½

পর্ব্বততুল্য উচ্চ ও পঞ্চ মস্তকবিশিষ্ট সর্পগণ এবং বড় বড় আকাশচুম্বী বৃক্ষসমূহে এই বিশাল বন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ৯½

এই বনের মধ্যে একটি কূপ ছিল, যাহা তৃণসকলে আবৃত সুদৃঢ় লতাসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত ছিল ॥ ১০½

এই ব্রাহ্মণ সেই গুপ্ত কূপের মধ্যে পতিত হইলেন; কিন্তু লতাসমূহ থাকায় তিনি নিম্নে পতিত হইলেন না, উপরেই আকৃষ্ট হইয়া (আটক) থাকিলেন ॥ ১১½

যেরূপ কাঁঠালের বিশাল ফল বৃন্তে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলিতে

স তথা লম্বতে তত্র হ্যূর্ধ্বপাদো হ্যধঃশিরাঃ।
অথ তত্রাপি চান্যোঽস্য ভূয়ো জাত উপদ্রবঃ॥ ১৩
কূপমধ্যে মহানাগমপশ্যত মহাবলম্।
কূপবীনাহবেলায়ামপশ্যত মহাগজম্॥ ১৪
ষড্‌বক্ত্রং কৃষ্ণশুক্লঞ্চ দ্বিষট্‌কপদচারিণম্।
ক্রমেণ পরিসর্পন্তং বল্লীবৃক্ষসমাবৃতম্॥ ১৫
তস্য চাপি প্রশাখাসু বৃক্ষশাখাবলম্বিনঃ।
নানারূপা মধুকরা ঘোররূপা ভয়াবহাঃ॥ ১৬
আসতে মধু সংবৃত্য পূর্বমেব নিকেতজাঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ সমীহন্তে মধূনি ভরতর্ষভ॥ ১৭
স্বাদনীয়ানি ভূতানাং যৈর্বালো বিপ্রকৃষ্যতে।
তেষাং মধূনাং বহুধা ধারা প্রস্রবতে তদা॥ ১৮
আলম্বমানঃ স পুমান্ ধারাং পিবতি সর্বদা।
ন চাস্য তৃষ্ণা বিরতা পিবমানস্য সঙ্কটে॥ ১৯
অভীপ্সতি তদা নিত্যমতৃপ্তঃ স পুনঃ পুনঃ।
ন চাস্য জীবিতে রাজন্ নির্বেদঃ সমজায়ত॥ ২০
তত্রৈব চ মনুষ্যস্য জীবিতাশা প্রতিষ্ঠিতা।
কৃষ্ণাঃ শ্বেতাশ্চ তং বৃক্ষং কুট্টয়ন্তি চ মূষিকাঃ॥ ২১
ব্যালৈশ্চ বনদুর্গান্তে স্ত্রিয়া চ পরমোগ্রয়া।
কূপাধস্তাচ্চ নাগেন বীনাহে কুঞ্জরেণ চ॥ ২২
বৃক্ষপ্রপাতাচ্চ ভয়ং মূষিকেভ্যশ্চ পঞ্চমম্।
মধুলোভান্মধুকরৈঃ ষষ্ঠমাহুর্মহদ্ ভয়ম্॥ ২৩
এবং স বসতে তত্র ক্ষিপ্তঃ সংসারসাগরে।
ন চৈব জীবিতাশায়াং নির্বেদমুপগচ্ছতি॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

থাকে, সেইরূপ এই ব্রাহ্মণ উপরের দিকে পদদ্বয় ও নীচের দিকে মস্তক রাখিয়া (লতাসকলের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া) কূপমধ্যে ঝুলিতে লাগিলেন॥ ১২½

সেখানেও তাঁহার সম্মুখে অপর এক উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কূপমধ্যে এক মহাবল বিশালদেহ নাগকে বসিয়া থাকিতে দর্শন করিলেন এবং কূপের উপরে তটস্থলে মুখবন্ধের (পাটের) পার্শ্বে এক বিশাল হাতীকে অবস্থান করিতে দেখিলেন। এই হাতীর ছয়টা মুখ ছিল। ইহার বর্ণ ছিল শুভ্র ও কৃষ্ণ বর্ণের এবং বারটি পদের দ্বারা গমনাগমন করিত॥ ১৩-১৪½

সে লতা ও বৃক্ষসমূহে পরিবৃত সেই কূপের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ যে বৃক্ষের শাখায় ঝুলিতে ছিলেন, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাসমূহে পূর্ব্ব হইতেই মধুর চাকে উৎপন্ন অনেক রূপবিশিষ্ট, ঘোর ও ভয়ঙ্কর মধুমক্ষিকাগণ মধুর চাক পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট ছিল॥ ১৫-১৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণীদিগেরই স্বাদিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান সেই মধু; যাহার উপর বালক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই মক্ষিকাগণ বারংবার উহা পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল॥ ১৭½

সেই সময় এই মধুর অনেক ধারা সেখানে নিঃসৃত হইতেছিল এবং সেই লম্বমান পুরুষ নিরন্তর সেই মধুধারা পান করিতেছিলেন॥ ১৮½

যদিও তিনি সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই মধু পান করিতে করিতে তাহার তৃষ্ণার শান্তি হইতেছিল না। তিনি সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকিয়া বারংবার উহা পান করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন॥ ১৯½

রাজন্! তাঁহার এই সঙ্কটপূর্ণ জীবনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল না। সেই মনুষ্যের মনে সেখানে ঐ অবস্থায় জীবিত থাকিয়া মধুপান করিবার আশা প্রতিষ্ঠিত ছিল॥ ২০½

যে বৃক্ষের আশ্রয় লইয়া এই ব্রাহ্মণ ঝুলিতে ছিলেন, উহাকে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের মূষিকগণ নিরন্তর ছেদন করিতেছিল। পূর্ব্বে ত' এই বনের দুর্গম প্রদেশমধ্যে বহু সর্পের ভয় ছিল, অপর ভয় হইল—সীমান্তে স্থিত সেই ভয়ঙ্করী স্ত্রীর। তৃতীয় ভয় কূপের নিম্নে স্থিত নাগগণের, চতুর্থ ভয় কূপের মুখবন্ধের পার্শ্বেই অবস্থিত হস্তীর এবং পঞ্চম ভয় মূষিকগণ ছেদন করিয়া দিলে বৃক্ষপতনের। ইহা ব্যতীত মধুলোভে মধুমক্ষিকা সকলের দিক্ হইতে যে মহাভয় ছিল, উহাকে ষষ্ঠ ভয় বলিয়া বলা হইয়াছে॥ ২১-২৩

এইরূপে সংসার-সাগরে পতিত হইয়া মানুষ এতাদৃশ ভয়সমূহে পরিবৃত হইয়া বাস করে, তথাপি তাহার জীবনের আশা জাগরিত থাকে এবং তাহার মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[সংসাররূপিণো বনস্য স্পষ্টীকরণম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অহো খলু মহদ্ দুঃখং কৃচ্ছ্রবাসশ্চ তস্য হ ।
কথং তস্য রতিস্তত্র তুষ্টির্বা বদতাং বর ॥ ১
স দেশঃ ক নু যত্রাসৌ বসতে ধর্মসঙ্কটে ।
কথং বা স বিমুচ্যেত নরস্তস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব সাধু চেষ্টামহে তদা ।
কৃপা মে মহতী জাতা তস্যাভ্যুদ্ধরণেন হি ॥ ৩

বিদুর উবাচ ।

উপমানমিদং রাজন্ মোক্ষবিদ্ভিরুদাহৃতম্ ।
সুকৃতং বিন্দতে যেন পরলোকেষু মানবঃ ॥ ৪
উচ্যতে যৎ তু কান্তারং মহাসংসার এব সঃ ।
বনং দুর্গং হি যচ্চৈতৎ সংসারগহনং হি তৎ ॥ ৫
যে চ তে কথিতা ব্যালা ব্যাধয়স্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
যা সা নারী বৃহৎকায়া অধ্যতিষ্ঠত তত্র বৈ ॥ ৬
তামাহুস্তু জরাং প্রাজ্ঞা রূপবর্ণবিনাশিনীম্ ।
যস্তত্র কূপো নৃপতে স তু দেহঃ শরীরিণাম্ ॥ ৭
যস্তত্র বসতেঽধস্তান্মহাহিঃ কাল এব সঃ ।
অন্তকঃ সর্বভূতানাং দেহিনাং সর্বহার্যসৌ ॥ ৮
কূপমধ্যে চ যা জাতা বল্লী যত্র স মানবঃ ।
প্রতানে লম্বতে লগ্নো জীবিতাশা শরীরিণাম্ ॥ ৯
স যস্তু কূপবীনাহে তং বৃক্ষং পরিসর্পতি ।
ষড়্বক্ত্রঃ কুঞ্জরো রাজন্ স তু সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
মুখানি ঋতবো মাসাঃ পাদা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ ।
যে তু বৃক্ষং নিকৃন্তন্তি মূষিকাঃ সততোত্থিতাঃ ॥ ১১
রাত্র্যহানি তু তান্যাহুর্ভূতানাং পরিচিন্তকাঃ ।
যে তে মধুকরাস্তত্র কামাস্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[সংসার রূপ বনের স্পষ্টীকরণ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,— বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর ! ইহা ত' অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা যে, সেই ব্রাহ্মণের মহাদুঃখ লাভ হইতেছিল এবং বহু কষ্টে তিনি সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি কিরূপে তাঁহার মন সেস্থলে অনুরক্ত ছিল ও তাঁহার কিভাবে সন্তোষলাভ হইতেছিল ? ১

কোথায় এই দেশ, যেখানে এই ব্রাহ্মণ এতাদৃশ ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন ? এই সব মহাভয় হইতে সেই ব্রাহ্মণ কিভাবে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন ? ২

এই সব বিষয় আমাকে বল ; তাহা হইলে আমরা পূর্ণ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সে স্থান হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিব ; কারণ, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার অতিশয় কৃপা জন্মিয়াছে ॥ ৩

বিদুর বলিলেন,—রাজন্ ! মোক্ষতত্ত্বসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা বুঝিয়া বৈরাগ্য ধারণ করত মানুষ পরলোকে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

যে দুর্গম স্থান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহাই হইল মহাসংসার। আর এই যে অগম্য বন, উহাই সংসারের গহন স্বরূপ ॥ ৫

যে সব সর্পের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সব হইল নানাপ্রকার রোগ। সেই বনের সীমান্ত ভাগে যে বিশালাঙ্গী নারী অবস্থিত রহিয়াছে, উহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ রূপ ও কান্তির বিনাশকারী বৃদ্ধাবস্থা বলা হইয়াছে ॥৬½

হে নৃপতে ! ঐ বনে যে কূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই দেহধারীদিগের দেহ। উহাতে নিম্নভাগে যে বিশাল নাগ বাস করিতেছে, উহাই হইলেন কাল। ইনিই সমস্ত প্রাণীর অন্তকারী ও দেহধারীদিগের সর্ব্বস্বহরণকারী ॥ ৭-৮

কূপের মধ্যভাগে যে লতা উৎপন্ন রহিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করত মানুষ ঝুলিতে থাকে, উহাই দেহধারিগণের আশা ॥ ৯

রাজন্ ! কূপের মুখবন্ধের (পাটের) নিকট ছয়টি মুখবিশিষ্ট যে হাতী সেই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইরা আসিতেছিল, উহাকে সংবৎসর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ১০

ছয়টি ঋতু উহার ছয়টি মুখ এবং বার মাস হইল উহার বারটি পদ। যে সব মূষিক সদা উদ্যত থাকিয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতেছিল, উহাদিগকে বিচারশীল জ্ঞানী পুরুষগণ প্রাণিসকলের দিন ও রাত্রি বলিয়াছেন ॥ ১১½

আরও যাহাদিগকে মধুমক্ষিকা (মৌমাছি) বলা হইয়াছে, এ সমস্তই হইল কামনা। যে বহুসংখ্যক ধারা মধুর ধারা নিঃসরণ

যাস্ত তা বহুশো ধারাঃ স্রবন্তি মধুনিস্রবম্ ।
তাংস্ত কামরসান্ বিদ্যাদ্ যত্র মজ্জন্তি মানবাঃ ॥ ১৩
এবং সংসারচক্রস্য পরিবৃত্তিং বিদুর্বুধাঃ ।
যেন সংসারচক্রস্য পাশাংশ্ছিন্দন্তি বৈ বুধাঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

করিতেছিল, এই সকলকে কামরস জানিতে হইবে, যেখানে সব মানুষই নিমগ্ন হইতেছে ॥ ১২-১৩

বিদ্বান্ পুরুষগণ এই সংসারচক্রের গতি জানেন, সেইজন্য তাঁহারা বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ইহার সকল বন্ধন ছেদন করেন ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সংসারচক্রস্য বর্ণনম্, রথ-রূপকেণ সংযম-জ্ঞানাদীনাং মুক্তেরুপায়তয়া নিরূপণঞ্চ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
অহোঽভিহিতমাখ্যানং ভবতা তত্ত্বদর্শিনা ।
ভূয় এব তু মে হর্ষঃ শ্রুত্বা বাগমৃতং তব ॥ ১
বিদুর উবাচ ।
শৃণু ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি মার্গস্যৈতস্য বিস্তরম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যন্তে সংসারেভ্যো বিচক্ষণাঃ ॥ ২
যথা তু পুরুষো রাজন্ দীর্ঘমধ্বানমাস্থিতঃ ।
ক্বচিৎ ক্বচিচ্ছ্রমাচ্ছ্রান্তঃ কুরুতে বাসমেব বা ॥ ৩
এবং সংসারপর্য্যায়ে গর্ভবাসেষু ভারত ।
কুর্ব্বন্তি দুর্বুধা বাসং মুচ্যন্তে তত্র পণ্ডিতাঃ ॥ ৪
তস্মাদধ্বানমেবৈতমাহুঃ শাস্ত্রবিদো জনাঃ ।
যত্তু সংসারগহনং বনমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫
সোঽয়ং লোকসমাবর্তো মর্ত্যানাং ভরতর্ষভ ।
চরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ ন গৃধ্যেৎ তত্র পণ্ডিতঃ ॥ ৬
শরীরা মানসাশ্চৈব মর্ত্যানাং যে তু ব্যাধয়ঃ ।
প্রত্যক্ষাশ্চ পরোক্ষাশ্চ তে ব্যালাঃ কথিতা বুধৈঃ ॥ ৭
ক্লিশ্যমানাশ্চ তৈর্নিত্যং বার্য্যমাণাশ্চ ভারত ।
স্বকর্মভির্মহাব্যালৈর্নোদ্বিজন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮
অথাপি তৈর্বিমুচ্যেত ব্যাধিভিঃ পুরুষো নৃপ ।
আবৃণোত্যেব তং পশ্চাজ্জরা রূপবিনাশিনী ॥ ৯

সপ্তম অধ্যায় ।

[সংসারচক্র বর্ণন এবং রথের রূপকের দ্বারা সংযম ও জ্ঞান প্রভৃতিকে মুক্তির উপায় বলিয়া নিরূপণ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর ! তুমি অদ্ভুত উপাখ্যান শুনাইলে। প্রকৃতপক্ষে তুমি তত্ত্বদর্শী। পুনরায় তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্ ! শ্রবণ করুন ! আমি পুনরায় বিস্তৃতসহকারে সেই পথের কথা বর্ণনা করিতেছি, যাহা শ্রবণ করত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান্ ॥ ২

হে রাজন্ ! যেরূপ কোন দীর্ঘ পথে গমনকারী পুরুষ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মধ্যে কোন কোন স্থানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে, সেইরূপ এই সংসারপথে গমনকারী অজ্ঞান মানুষ বিশ্রামের জন্য গর্ভে বাস করিয়া থাকে। ভারত ! কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩-৪

সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ গর্ভবাসকে পথের রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং গহন সংসারকে মনীষী পুরুষগণ বন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ইহাই মনুষ্যগণের এবং স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর বারবার যাতায়াতের স্থান সংসারচক্র। বিবেকী পুরুষ ইহাতে আসক্ত হইবেন না ॥ ৬

মনুষ্যগণের যাহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধিসকল রহিয়াছে, ইহাদিগকে বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্প ও হিংস্র জীব বলিয়াছেন ॥ ৭

হে ভারত ! স্বীয় কর্ম্মরূপী এই মহাহিংস্রপশুগণের দ্বারা পীড়িত ও রুদ্ধ হইলেও মন্দবুদ্ধি মানবেরা সংসার-হইতে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত হয় না ॥ ৮

হে নৃপ ! যদি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও নানাবিধ গন্ধযুক্ত, মজ্জা এবং মাংসরূপী মহাপঙ্কে পূর্ণ এবং সর্ব্বদিকে অবলম্বনশূন্য

শব্দরূপরসস্পর্শৈর্গন্ধৈশ্চ বিবিধৈরপি।
মজ্জামাংসমহাপঙ্কে নিরালম্বে সমন্ততঃ ॥১০
সংবৎসরাশ্চ মাসাশ্চ পক্ষাহোরাত্রসন্ধয়ঃ।
ক্রমেণাস্যোপযুঞ্জন্তি রূপমায়ুস্তথৈব চ ॥ ১১
এতে কালস্য নিধয়ো নৈতান্ জানন্তি দুর্বুধাঃ।
ধাত্রাভিলিখিতান্যাহুঃ সর্বভূতানি কর্মণা ॥ ১২
রথঃ শরীরং ভূতানাং সত্ত্বমাহুস্তু সারথিম্।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ কর্মবুদ্ধিস্তু রশ্ময়ঃ ॥ ১৩
তেষাং হয়ানাং যো বেগং ধাবতামনুধাবতি।
স তু সংসারচক্রেঽস্মিংশ্চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥ ১৪
যস্তান্ সংযমতে বুদ্ধ্যা সংযতো ন নিবর্ততে।
যে তু সংসারচক্রেঽস্মিংশ্চক্রবৎ পরিবর্তিতে ॥ ১৫
ভ্রমমাণা ন মুহ্যন্তি সংসারে ন ভ্রমন্তি তে।
সংসারে ভ্রমতাং রাজন্ দুঃখমেতদ্ধি জায়তে ॥ ১৬
তস্মাদস্য নিবৃত্ত্যর্থং যত্নমেবাচরেদ্ বুধঃ।
উপেক্ষা নাত্র কর্তব্যা শতশাখঃ প্রবর্ধতে ॥ ১৭
যতেন্দ্রিয়ো নরো রাজন্ ক্রোধ-লোভনিরাকৃতঃ।
সন্তুষ্টঃ সত্যবাদী যঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১৮
যাম্যমাহু রথং হ্যেনং মুহ্যন্তে যেন দুর্বুধাঃ।
স চৈতৎ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজন্ যৎ ত্বং প্রাপ্তো নরাধিপ ॥১৯
অনুতর্ষুলমেবৈতদ্ দুঃখং ভবতি মারিষ।
রাজ্যনাশং সুহৃন্নাশং সুতনাশঞ্চ ভারত ॥ ২০
সাধুঃ পরমদুঃখানাং দুঃখভৈষজ্যমাচরেৎ।
জ্ঞানৌষধমবাপ্যেহ দূরপারং মহৌষধম্।
ছিন্দ্যাদ্ দুঃখমহাব্যাধিং নরঃ সংযতমানসঃ ॥ ২১
ন বিক্রমো ন চাপ্যর্থো ন মিত্রং ন সুহৃজ্জনঃ।
তথোন্মোচয়তে দুঃখাদ্ যথাত্মা স্থিরসংযমঃ ॥ ২২

এই দেহরূপী কূপে অবস্থিত মনুষ্য এই সব ব্যাধি হইতে কোনরূপে মুক্ত হইয়া যাইলেও অন্তে রূপ-সৌন্দর্য্য বিনাশকারী বৃদ্ধাবস্থা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে ॥ ৯-১০

বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন-রাত্রি ও সন্ধ্যাসকল ইহার রূপ এবং আয়ু ক্রমশঃ শোষণ করিতেই থাকে। এ সমস্তই কালের প্রতিনিধি। মূঢ় মানুষ ইহাদিগকে এইরূপে জানিতে পারে না। মনীষী পুরুষগণ বলেন,—বিধাতা সকল প্রাণীরই ললাটে স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। (প্রারব্ধানুসারে তাহাদের আয়ু, সুখ-দুঃখ ভোগ নিয়ত করিয়া দিয়াছেন।) ॥ ১১-১২

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন,—প্রাণীদের দেহই রথের তুল্য, সত্ত্ব (সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধি) সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও মন রশ্মি (লাগাম)। যে মানুষ স্বেচ্ছায় ধাবিত সেই অশ্বগণের বেগের অনুসরণ করে, সেই মানুষ এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে ॥ ১৩-১৪

কিন্তু যে ব্যক্তি সংযত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন, সেই ব্যক্তি এ-সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না। যে ব্যক্তি চক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ এই সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকিলেও মোহের বশীভূত হন্ না, তিনি পুনরায় এ সংসারে ফিরিয়া আসেন না ॥ ১৫ ॥

রাজন্! সংসারে ভ্রমণকারীরাই দুঃখ প্রাপ্ত হয়; অতএব বিজ্ঞ পুরুষ এই সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তির জন্য অবশ্যই যত্নপরায়ণ হইবেন। এ বিষয়ে কদাপি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; অন্যথায় এই সংসার শত শত শাখায় বিস্তৃত হইয়া অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে ॥ ১৬-১৭

রাজন্! যে মানুষ জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধ ও লোভহীন, সন্তুষ্ট এবং সত্যবাদী হন্, তিনি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮

হে রাজন্! এই সংসারকে যাম্য (যমলোকপ্রাপক) রথ বলা হয়, যাহা দ্বারা মূর্খ মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া যায়। রাজন্! যে দুঃখ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রত্যেক অজ্ঞান পুরুষেরই ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৯

মাননীয় ভারত! যাহার তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়, তাহার রাজ্য, সুহৃদ্ ও পুত্রগণের নাশরূপ এই মহাদুঃখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ২০

সাধু পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানরূপী মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, যাহা পরম দুর্লভ। তিনি স্বীয় দুঃখরূপ মহাব্যাধিসকলের চিকিৎসা করিবেন। সেই জ্ঞানরূপী ওষধির দ্বারা দুঃখরূপ মহাব্যাধিকে নাশ করিবেন ॥ ২১

পরাক্রম, ধন, মিত্র ও সুহৃদ্ও সেইভাবে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না, যেরূপ দৃঢ়তা সহকারে সংযমপরায়ণ নিজের মন দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ২২

তস্মান্মৈত্রং সমাস্থায় শীলমাপদ্য ভারত।
দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রহ্মণো হয়াঃ ॥ ২৩
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্থিতো যো মানসে রথে।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং রাজন্ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৪
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দদাতি মহীপতে।
স গচ্ছতি পরং স্থানং বিষ্ণোঃ পদমনাময়ম্ ॥ ২৫
ন তৎ ক্রতুসহস্রেণ নোপবাসৈশ্চ নিত্যশঃ।
অভয়স্য চ দানেন যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ২৬
ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদ্ ভূতেষু নিশ্চিতম্।
অনিষ্টং সর্বভূতানাং মরণং নাম ভারত ॥ ২৭

হে ভারত! সেইজন্য সর্ব্বত্র মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শীল (সৎস্বভাব) লাভ করিতে হইবে। দম, ত্যাগ ও সাবধানতা এই তিনটিই পরমাত্মার ধামে লইয়া যাইবার অশ্ব। যে মানুষ শীলরূপী রশ্মিকে (লাগামকে) ধারণ করত এই তিন অশ্বে যোজিত মনরূপ রথে আরোহণ করেন, তিনি মৃত্যুর ভয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন্ ॥ ২৩-২৪

হে মহীপতে! যিনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর অবিনাশী পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৫

অভয়দানে মানুষ যে ফল প্রাপ্ত হন্, তিনি উহা সহস্র সহস্র যজ্ঞ এবং প্রতিদিন উপবাস করিলেও লাভ করিতে পারেন না ॥ ২৬

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়া কার্য্যা বিপশ্চিতা।
নানামোহসমাযুক্তা বুদ্ধিজালেন সংবৃতাঃ ॥ ২৮
অসূক্ষ্মদৃষ্টয়ো মন্দা ভ্রাম্যন্তে তত্র তত্র হ।
সুসূক্ষ্মদৃষ্টয়ো রাজন্ ব্রজন্তি ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ২৯
(এবং জ্ঞাত্বা মহাপ্রাজ্ঞ স তেষামৌর্ধ্বদৈহিকম্।
কর্তুমর্হতি তেনৈব ফলং প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ৭ ॥

ভারত! একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, প্রাণিগণের নিজ আত্মা হইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই; সেইজন্য মৃত্যু কোন প্রাণীরই ভাল লাগে না; অতএব বিদ্বান্ পুরুষের সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করা উচিত ॥ ২৭½

যে মূঢ় মানুষ নানাপ্রকার মোহে নিমগ্ন আছে, যাহাকে বুদ্ধির জালের দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহার দৃষ্টি স্থূল, সেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ২৮½

রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ! অতি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষগণ সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। ইহা জানিয়া আপনি নিজের মৃত পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের ঔর্দ্ধদৈহিক সংস্কার করুন। ইহাতে আপনার উত্তম ফললাভ হইবে ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

["সংহার অবশ্যম্ভাবী আসীৎ" ইত্যুক্ত্বা ব্যাসদেবেন ধৃতরাষ্ট্রায় প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিদুরস্য তু তদ্ বাক্যং নিশম্য কুরুসত্তমঃ ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ ॥ ১
তং তথা পতিতং ভূমৌ নিঃসংজ্ঞং প্রেক্ষ্য বান্ধবাঃ ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষত্তা চ বিদুরস্তথা ॥ ২
সঞ্জয়ঃ সুহৃদশ্চান্যে দ্বাঃস্থা যে চাস্য সম্মতাঃ ।
জলেন সুখশীতেন তালবৃন্তৈশ্চ ভারত ॥ ৩
পস্পৃশুশ্চ করৈর্গাত্রং বীজমানাশ্চ যত্নতঃ ।
অন্বাসন্ সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রং তথাগতম্ ॥৪
অথ দীর্ঘস্য কালস্য লব্ধসংজ্ঞো মহীপতিঃ ।
বিললাপ চিরং কালং পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥ ৫
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং মানুষেষু পরিগ্রহে ।
যতো মূলানি দুঃখানি সম্ভবন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
পুত্রনাশেঽর্থনাশে চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিনামথ ।
প্রাপ্যতে সুমহদ্ দুঃখং বিষাগ্নিপ্রতিমং বিভো ॥ ৭
যেন দহ্যন্তি গাত্রাণি যেন প্রজ্ঞা বিনশ্যতি ।
যেনাভিভূতঃ পুরুষো মরণং বহু মন্যতে ॥ ৮
তদিদং ব্যসনং প্রাপ্তং ময়া ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ ।
তস্যান্তং নাধিগচ্ছামি ঋতে প্রাণবিমোক্ষণাৎ ॥ ৯
তথৈবাহং করিষ্যামি অদ্যৈব দ্বিজসত্তম ।
ইত্যুক্ত্বা তু মহাত্মানং পিতরং ব্রহ্মবিত্তমম্ ॥ ১০
ধৃতরাষ্ট্রোঽভবন্মূঢ়ঃ স শোকং পরমং গতঃ ।
অভূচ্চ তূষ্ণীং রাজাসৌ ধ্যায়মানো মহীপতে ॥ ১১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং পুত্রং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ ।

ধৃতরাষ্ট্র মহাবাহো যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ।
শ্রুতবানসি মেধাবী ধর্মার্থকুশলঃ প্রভো ॥ ১৩

অষ্টম অধ্যায় ।

[সংহার অবশ্যম্ভাবী ছিল—এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! বিদুরের এই বাক্য শ্রবণ করত কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১

তাঁহাকে এইভাবে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত বান্ধবগণ, ব্যাসদেব, বিদুর, সঞ্জয়, সুহৃদ্বর্গ এবং বিশ্বসনীয় যে সব দ্বারপাল ছিলেন, তাঁহারা সকলে শীতল জল সিঞ্চন করত তালের পাখাদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরীরে উপর হাত বুলাইতে থাকিলেন। সেই অচৈতন্য অবস্থা হইতে ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় যত্নসহকারে চেতন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আবশ্যক কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২-৪

তদনন্তর দীর্ঘকালের পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং তিনি পুত্রগণের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তিনি বলিলেন,—এই মনুষ্য জন্ম ধিক্ । ইহার পর বিবাহাদি করিয়া পরিবার বৃদ্ধি করা আরও নিন্দনীয় ; কারণ, তাহাদের জন্য বারংবার নানাপ্রকার দুঃখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬

প্রভো ! পুত্র, ধন, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের নাশ হইলে পর বিষপান ও অগ্নিদাহের ন্যায় অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৭

এই দুঃখে সমগ্র শরীর দগ্ধ হয়, বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং অসহ্য শোকে পীড়িত মানুষ নিজেই জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকেই অত্যুত্তম বলিয়া মনে করে ॥ ৮

আজ ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে এই স্বজনগণের বিনাশরূপ মহাদুঃখ আমাকে লাভ করিতে হইল। এখন প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমি এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব না ॥ ৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সেইজন্য আজই আমি প্রাণত্যাগ করিব। নিজের ব্রহ্মজ্ঞ পিতা মহাত্মা ব্যাসদেবকে এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। রাজন্ ! পুত্রগণের চিন্তা করিতে করিতে এই বৃদ্ধ নরেশ সেখানে নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥ ১০-১১

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত শক্তিশালী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুত্রগণের শোকে সন্তপ্ত নিজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র ! আমি তোমাকে

ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বেদিতব্যং পরন্তপ।
অনিত্যতাং হি মর্ত্যানাং বিজানাসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪
অধ্রুবে জীবলোকে চ স্থানে বা শাশ্বতে সতি।
জীবিতে মরণান্তে চ কস্মাচ্ছোচসি ভারত ॥ ১৫
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র বৈরস্যাস্য সমুদ্ভবঃ।
পুত্রং তে কারণং কৃত্বা কালযোগেন কারিতঃ ॥১৬
অবশ্যং ভবিতব্যে চ কুরূণাং বৈশসে নৃপ।
কস্মাচ্ছোচসি তান্ শূরান্ গতান্ পরমিকাং গতিম্ ॥১৭
জানতা চ মহাবাহো বিদুরেণ মহাত্মনা।
যতিতং সর্বযত্নেন শমং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৮
ন চ দৈবকৃতো মার্গঃ শক্যো ভূতেন কেনচিৎ।
ঘটতাপি চিরং কালং নিয়ন্তুমিতি মে মতিঃ ॥১৯
দেবতানাং হি যৎ কার্য্যং ময়া প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা স্থৈর্য্যং ভবেৎ তব ॥২০

পুরাহং ত্বরিতো যাতঃ সভামৈন্দ্রীং জিতক্লমঃ।
অপশ্যং তত্র চ তদা সমবেতান্ দিবৌকসঃ ॥ ২১
নারদপ্রমুখাশ্চাপি সর্বে দেবর্ষয়োঽনঘ।
তত্র চাপি ময়া দৃষ্টা পৃথিবী পৃথিবীপতে ॥ ২২
কার্য্যার্থমুপসম্প্রাপ্তা দেবতানাং সমীপতঃ।
উপগম্য তদা ধাত্রী দেবানাহ সমাগতান্ ॥ ২৩
যৎ কার্য্যং মম যুষ্মাভির্ব্রহ্মণঃ সদনে তদা।
প্রতিজ্ঞাতং মহাভাগাস্তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥ ২৪
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ।
উবাচ বাক্যং প্রহসন্ পৃথিবীং দেবসংসদি ॥ ২৫
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং যস্তু জ্যেষ্ঠঃ শতস্য বৈ।
দুর্য্যোধন ইতি খ্যাতঃ স তে কার্য্যং করিষ্যতি ॥ ২৬
তঞ্চ প্রাপ্য মহীপালং কৃতকৃত্যা ভবিষ্যসি।
তস্যার্থে পৃথিবীপালাঃ কুরুক্ষেত্রং সমাগতাঃ ॥ ২৭

যাহা কিছু বলিব, উহা তুমি শ্রবণ কর। প্রভো! তুমি বেদশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, মেধাবী এবং ধর্ম্ম ও অর্থ সাধনে নিপুণ ॥ ১৩

শত্রুসন্তাপী নরেশ! জানিবার যোগ্য যে সব তত্ত্ব আছে, সেই সমস্তই তোমার অজ্ঞাত নয়। তুমি মানব-জীবনের অনিত্যতা ভালভাবেই জান, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৪

হে ভারত! যখন জীব-জগৎ অনিত্য, সনাতন পরম পদ নিত্য এবং এই জীবনের শেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন তুমি ইহার জন্য শোক করিতেছ কেন? ১৫

রাজেন্দ্র! তোমার পুত্রকে নিমিত্ত করিয়া কালের প্রেরণায় এই শত্রুতার উৎপত্তি ত' তোমার সম্মুখেই হইয়াছিল ॥ ১৬

হে নৃপ! যখন কৌরবগণের এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তখন পরমগতিপ্রাপ্ত সেই বীরগণের জন্য তুমি কেন শোক করিতেছ? ১৭

মহাবাহু নরেশ্বর! মহাত্মা বিদুর ইহার ভাবী পরিণাম জানিত, সেইজন্য সে নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া সন্ধির জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল ॥ ১৮

আমার এই বিশ্বাস আছে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা করিলেও কোন প্রাণী দৈবের বিধানকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৯

দেবতাগণের যে কার্য্য আমি প্রত্যক্ষ নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, উহা আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহাতে তোমার মন স্থির হইয়া যাইবে ॥ ২০

বহু পূর্ব্বের কথা, একদিন আমি এস্থান হইতে ইন্দ্রের সভায় গিয়াছিলাম। সেখানে যাইলেও আমার কোন পরিশ্রম হয় নাই, কারণ, আমি এ সমস্ত জয় করিতে সমর্থ। সেস্থানে তখন আমি দেখিলাম যে, ইন্দ্রের সভায় সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়াছেন ॥ ২১

অনঘ! সেস্থানে নারদাদি সকল দেবর্ষিগণও উপস্থিত ছিলেন। পৃথ্বীনাথ! আমি সেখানে এই পৃথিবী দেবীকেও দর্শন করিলাম, যিনি কোন উপলক্ষ্যে সেস্থানে দেবগণের নিকটে গিয়াছিলেন ॥ ২২½

সেই সময় বিশ্বধারিণী পৃথিবী দেবী সেখানে সমবেত দেবতা-মণ্ডলীর নিকট গমন করত বলিলেন,—মহাভাগ দেবগণ! আপনারা সকলে সেদিন ব্রহ্মার সভায় আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উহা শীঘ্র পূর্ণ করুন ॥ ২৩-২৪

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবসভায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্যসহকারে বলিলেন,—শুভে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও দুর্য্যোধন নামে বিখ্যাত হইবে, সে-ই তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিবে। তাহাকে রাজারূপে পাইয়া তুমি কৃতার্থা হইয়া যাইবে ॥ ২৫-২৬½

তাহার জন্যই সমস্ত ভূপতিগণ কুরুক্ষেত্রে একত্রে সমবেত হইবে ও সুদৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা পরস্পর প্রহার করত পরস্পরকে বধ করিবে ॥ ২৭½

অন্যোন্যং যাতয়িষ্যন্তি দৃঢ়ৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রহারিণঃ।
ততস্তে ভবিতা দেবি ভারস্য যুধি নাশনম্ ॥ ২৮
গচ্ছ শীঘ্রং স্বকং স্থানং লোকান্ ধারয় শোভনে।
য এষ তে সুতো রাজন্ লোকসংহারকারণাৎ ॥ ২৯
কলেরংশঃ সমুৎপন্নো গান্ধার্য্যা জঠরে নৃপ।
অমর্ষী চপলশ্চাপি ক্রোধনো দুষ্প্রসাধনঃ ॥ ৩০
দৈবযোগাৎ সমুৎপন্না ভ্রাতরশ্চাস্য তাদৃশাঃ।
শকুনির্মাতুলশ্চৈব কর্ণশ্চ পরমঃ সখা ॥ ৩১
সমুৎপন্না বিনাশার্থং পৃথিব্যাং সহিতা নৃপাঃ।
যাদৃশো জায়তে রাজা তাদৃশোঽস্য জনো ভবেৎ ॥৩২
অধর্মো ধর্মতাং যাতি স্বামী চেদ্ ধার্মিকো ভবেৎ।
স্বামিনো গুণ-দোষাভ্যাং ভৃত্যাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩
দুষ্টং রাজানমাসাদ্য গতাস্তে তনয়া নৃপ।
এতমর্থং মহাবাহো নারদো বেদতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৪
আত্মাপরাধাৎ পুত্রাস্তে বিনষ্টাঃ পৃথিবীপতে।
মা তান্ শোচস্ব রাজেন্দ্র ন হি শোকেঽস্তি কারণম্ ॥৩৫
ন হি তে পাণ্ডবাঃ স্বল্পমপরাধ্যন্তি ভারত।
পুত্রাস্তব দুরাত্মানো যৈরিয়ং ঘাতিতা মহী ॥ ৩৬
নারদেন চ ভদ্রং তে পূর্বমেব ন সংশয়ঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সমিতৌ রাজসূয়ে নিবেদিতম্ ॥ ৩৭
পাণ্ডবাঃ কৌরবাঃ সর্বে সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ন ভবিষ্যন্তি কৌন্তেয় যৎ তে কৃত্যং তদাচর ॥ ৩৮
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তদাশোচন্ত পাণ্ডবাঃ।
এবং তে সর্বমাখ্যাতং দেবগুহ্যং সনাতনম্ ॥ ৩৯
কথং তে শোকনাশঃ স্যাৎ প্রাণেষু চ দয়া প্রভো।
স্নেহশ্চ পাণ্ডুপুত্রেষু জ্ঞাত্বা দৈবকৃতং বিধিম্ ॥ ৪০
এষ চার্থো মহাবাহো পূর্বমেব ময়া শ্রুতঃ।
কথিতো ধর্মরাজস্য রাজসূয়ে ক্রতূত্তমে ॥ ৪১
যতিতং ধর্মপুত্রেণ ময়া গুহ্যে নিবেদিতে।
অবিগ্রহে কৌরবাণাং দৈবং তু বলবত্তরম্ ॥ ৪২

দেবি! এইভাবে সেই যুদ্ধে তোমার ভার নাশ হইয়া যাইবে। শোভনে! এখন তুমি পুনরায় শীঘ্র গমন কর এবং পূর্ব্ববৎ সমস্ত লোককে ধারণ কর ॥ ২৮½

রাজন্! নরেশ্বর! এই যে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন ছিল, সে সমস্ত জগৎকে সংহার করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ অংশরূপে গান্ধারীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। সে অমর্ষশীল, ক্রোধী, চঞ্চল এবং কূট-নীতিতে কার্য্যসম্পন্ন করিতে কুশল ছিল ॥ ২৯-৩০

দৈবযোগে ইহার ভ্রাতারাও সেইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। মাতুল শকুনি ও পরম মিত্র কর্ণও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল ॥ ৩১

এই সব নরপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই একসঙ্গে ভূমণ্ডলে উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজা যেরূপ হয়, তাহার স্বজন ও সেবকগণও সেইরূপই হইয়া থাকে ॥ ৩২

যদি স্বামী ধার্ম্মিক হয়, তবে তাহার অধার্ম্মিক সেবকও ধার্ম্মিক হইয়া যায়। সেবক স্বামীরই গুণদোষে যুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৩

মহাবাহু নরেশ্বর! দুষ্ট রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সকল পুত্র তাহার সহিত নষ্ট হইয়া যাইল। এই বিষয়ে সব কিছুই তত্ত্বজ্ঞ নারদ জানেন ॥ ৩৪

পৃথিবীপতে! তোমার পুত্রগণ নিজেদেরই অপরাধে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! তাহাদের জন্য শোক করিও না; কারণ, শোক করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই ॥ ৩৫

ভারত! পাণ্ডবেরা তোমার অল্পও অপরাধ করে নাই। তোমার পুত্রগণ দুষ্ট ছিল, তাহারা এই ভূমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া দিল ॥ ৩৬

রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। রাজসূয়-যজ্ঞের সময় দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় নিঃসন্দেহে পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইবে; কুন্তীনন্দন! অতএব তোমার পক্ষে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, উহা সম্পাদন কর ॥ ৩৭-৩৮

প্রভো! নারদের এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় পাণ্ডবগণ চিন্তিত হইয়াছিল। এইরূপ আমিও তোমাকে দেবতাগণের সেই সমুদয় সনাতন রহস্য বলিলাম, যাহাতে যে কোনপ্রকারে তোমার শোক নাশ হয়। তুমি নিজের প্রাণের প্রতি দয়া কর এবং দেবতাগণের বিধান জানিয়া পাণ্ডুর পুত্রগণের উপর তোমার স্নেহ অক্ষুণ্ণ রাখ ॥ ৩৯-৪০

মহাবাহো! এই কথা আমি বহু পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি এবং ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়যজ্ঞে উহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াও গিয়াছিলাম ॥ ৪১

আমার দ্বারা সেই গুপ্ত রহস্য কথিত হইলে পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করিতে লাগিল যে, কৌরবগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পর কলহ না হয়, কিন্তু দৈবের বিধান অতিশয় প্রবল। ৪২

অনতিক্রমণীয়ো হি বিধী রাজন্ কথঞ্চন।
কৃতান্তস্য তু ভূতেন স্থাবরেণ চরেণ চ ॥ ৪৩
ভবান্ ধর্মপরো যত্র বুদ্ধিশ্রেষ্ঠশ্চ ভারত।
মুহূর্তে প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা গতিং চাগতিমেব চ ॥ ৪৪
ত্বাং তু শোকেন সন্তপ্তং মুহ্যমানং মুহুর্মুহুঃ।
জ্ঞাত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রাণানপি পরিত্যজেৎ ॥ ৪৫
কৃপালুর্নিত্যশো বীরস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
স কথং ত্বয়ি রাজেন্দ্র কৃপাং নৈব করিষ্যতি ॥ ৪৬
মম চৈব নিয়োগেন বিধেশ্চাপ্যনিবর্তনাৎ।
পাণ্ডবানাঞ্চ কারুণ্যাৎ প্রাণান্ ধারয় ভারত ॥ ৪৭
এবং তে বর্ত্তমানস্য লোকে কীর্তির্ভবিষ্যতি।
ধর্মার্থঃ সুমহাংস্তাত তপ্তং স্যাচ্চ তপশ্চিরাৎ ॥ ৪৮
পুত্রশোকং সমুৎপন্নং হুতাশং জ্বলিতং যথা।
প্রজ্ঞাম্ভসা মহাভাগ নির্বাপয় সদা সদা ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা তস্য বচনং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
মুহূর্তং সমনুধ্যায়ন্ ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত ॥ ৫০
মহতা শোকজালেন প্রণুন্নোঽস্মি দ্বিজোত্তম।
নাত্মানমববুধ্যামি মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫১
ইদং তু বচনং শ্রুত্বা তব দেবনিয়োগজম্।
ধারয়িষ্যাম্যহং প্রাণান্ ঘটিষ্যে ন তু শোচিতুম ॥ ৫২
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজেন্দ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাজন্! দৈব অথবা কালের বিধানকে চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কেহই কোনরূপেও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩

হে ভারত! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। তুমি প্রাণিগণের গমনাগমনের রহস্যও জান, তবে কেন মোহের বশীভূত হইতেছ? ৪৪

তোমাকে বারংবার শোকে সন্তপ্ত ও মোহিত হইতে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজের প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৪৫

রাজেন্দ্র! বীর যুধিষ্ঠির যখন পশু-পক্ষী আদি যোনির প্রাণিগণের উপরও সদা দয়াভাব অক্ষুণ্ণ রাখে, তখন তোমার উপর দয়া করিবে না কেন? ৪৬

ভারত! অতএব আমার আজ্ঞা মনে করিয়া, 'বিধাতার বিধান অন্যথা হয় না' ইহা জানিয়া এবং পাণ্ডবদের প্রতি করুণা করত তুমি নিজের প্রাণধারণ কর ॥ ৪৭

তাত! এইভাবে ব্যবহারপরায়ণ হইলে পর সংসারে তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে, অতিশয় ধর্ম্ম ও অর্থসিদ্ধি হইবে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিবার ফল তোমার লাভ হইবে ॥ ৪৮

মহাভাগ! প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তোমার এই যে পুত্রশোক লাভ হইল, ইহাকে বিচাররূপ জলের দ্বারা চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়া দাও ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্ত্তকাল কিছুই বিচার বিবেচনা করিতে পারিলেন না; তারপর এই কথা বলিলেন ॥ ৫০

দ্বিজোত্তম! গুরুতর শোকজালের দ্বারা আমি সর্ব্বদিকে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছি। আমি এখন নিজেকে নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি ॥ ৫১

'সব কিছুই দৈব-প্রেরণায় হইয়াছে' এখন আপনার এই বাক্য শ্রবণ করত আমি নিজের প্রাণধারণ করিব এবং যথাশক্তি ইহার জন্য চেষ্টাও করিব যে, যাহাতে আমার কোন শোক না হয় ॥ ৫২

রাজেন্দ্র! ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ করত সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকপ্রকাশঃ, তস্য শোকং নিবারয়িতুং পুনর্বিদুরস্যোপদেশদানঞ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
গতে ভগবতি ব্যাসে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।
কিমচেষ্টত বিপ্রর্ষে তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
তথৈব কৌরবো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব কিমকুর্বত তে ত্রয়ঃ ॥ ২
অশ্বত্থাম্নঃ শ্রুতং কর্ম শাপশ্চান্যোন্যকারিতঃ ।
বৃত্তান্তমুত্তরং ব্রূহি যদভাষত সঞ্জয়ঃ ॥ ৩
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
হতে দুর্য্যোধনে চৈব হতে সৈন্যে চ সর্বশঃ ।
সঞ্জয়ো বিগতপ্রজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রমুপস্থিতঃ ॥ ৪
সঞ্জয় উবাচ ।
আগম্য নানাদেশেভ্যো নানাজনপদেশ্বরাঃ ।
পিতৃলোকং গতা রাজন্ সর্বে তব সুতৈঃ সহ ॥৫
যাচ্যমানেন সততং তব পুত্রেণ ভারত ।
ঘাতিতা পৃথিবী সর্বা বৈরস্যান্তং বিধিৎসতা ॥ ৬
পুত্রাণামথ পৌত্রাণাং পিতৃণাঞ্চ মহীপতে ।
আনুপূর্ব্যেণ সর্বেষাং প্রেতকার্য্যাণি কারয় ॥ ৭
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ঘোরং সঞ্জয়স্য মহীপতিঃ ।
গতাসুরিব নিশ্চেষ্টো ন্যপতৎ পৃথিবীতলে ॥ ৮
তং শয়ানমুপাগম্য পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিম্ ।
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে মা শুচো ভরতর্ষভ ।
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ ॥১০
অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত ।
অভাবনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥১১
ন শোচন্ মৃতমন্বেতি ন শোচন্ ম্রিয়তে নরঃ ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুশোচসি ॥ ১২

নবম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রের শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার শোক নিবারণের জন্য বিদুরের পুনরায় উপদেশদান ।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রর্ষে! ভগবান্ ব্যাসদেব গমন করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন ? তাহা আমাকে বিস্তৃত সহকারে বলুন। ১

এইরূপ কুরুবংশীয় রাজা মহামনস্বী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং কৃপ প্রভৃতি তিন মহারথী কি করিলেন ? ২

অশ্বত্থামার কর্ম্ম ত' আমি শ্রবণ করিয়াছি, পরস্পর যে শাপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহারও বিষয় আমি অবগত হইয়াছি। এখন তাহার পরের বৃত্তান্ত বলুন, যাহা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দুর্য্যোধন এবং তাঁহার সমুদয় সৈন্যবাহিনী নিহত হইলে পর সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি চলিয়া যাইল ও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হইলেন। ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নানা জনপদের অধিপতিগণ বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া তাঁহারা সকলেই আপনার পুত্রদের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৫

ভারত! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিকট সকলে সদা শান্তির জন্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শত্রুতার অবসানের ইচ্ছায় এই সমগ্রা পৃথিবীকেই ধ্বংস করিয়া দিলেন। ৬

মহারাজ! আপনি এখন ক্রমশঃ নিজের পিতামহ, পিতৃব্য, পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেরই প্রেতকার্য্য সকল (মরণের পর অবশ্য কর্ত্তব্য শবদাহ-তর্পণাদি কার্য্যসকল) করান ॥ ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সঞ্জয়ের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রাণহীণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৮

পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথিবীতে শয়ান দেখিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদুর তাঁহার নিকটে যাইলেন, এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৯

রাজন্! আপনি উঠুন, শয়ন করিয়া আছেন কেন? ভরতশ্রেষ্ঠ! শোক করিবেন না। লোকনাথ! সমস্ত প্রাণীর ইহাই অন্তিম গতি ॥ ১০

হে ভারত! প্রাণিগণ জন্মাইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, মধ্যে ব্যক্ত হয় এবং অন্তে মৃত্যুর পর পুনরায় অব্যক্তই হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের জন্য শোক করিবার কি আছে ? ১১

শোককারী মানুষ মৃতের সহিত গমন করে না এবং স্বয়ং মৃত্যুবরণও করে না। যখন এজগতে ইহাই স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কিজন্য বারংবার শোক করিতেছেন ? ১২

অযুধ্যমানো ম্রিয়তে যুধ্যমানস্তু জীবতি।
কালং প্রাপ্য মহারাজ ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥ ১৩
কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্বাণি বিবিধানি চ।
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ১৪
যথা বায়ুস্তৃণাগ্রাণি সংবর্তয়তি সর্বতঃ।
তথা কালবশং যান্তি ভূতানি ভরতর্ষভ ॥ ১৫
একসার্থপ্রয়াতানাং সর্বেষাং তত্র গামিনাম্।
যস্য কালঃ প্রয়াত্যগ্রে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৬
যাংশ্চাপি নিহতান্ যুদ্ধে রাজংস্ত্বমনুশোচসি।
ন শোচ্যা হি মহাত্মানঃ সর্বে তে ত্রিদিবং গতাঃ ॥ ১৭
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভির্ন তপোভির্ন বিদ্যয়া।
তথা স্বর্গমুপায়ান্তি যথা শূরাস্তনুত্যজঃ ॥ ১৮
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ।
সর্বে চাভিমুখাঃ ক্ষীণাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৯
শরীরাগ্নিষু শূরাণাং জুহুবুস্তে শরাহুতীঃ।
হূয়মানান্ শরাংশ্চৈব সেহুরুত্তমপূরুষাঃ ॥ ২০
এবং রাজংস্তবাচক্ষে স্বর্গ্যং পন্থানমুত্তমম্।
ন যুদ্ধাদধিকং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্যেহ বিদ্যতে ॥ ২১
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ।
আশিষং পরমাং প্রাপ্তা ন শোচ্যাঃ সর্ব এব হি ॥ ২২
আত্মনাত্মানমাশ্বাস্য মা শুচঃ পুরুষর্ষভ।
নাদ্য শোকাভিভূতস্ত্বং কার্য্যমুৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি বিদুরবাক্যে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

মহারাজ! যে যুদ্ধ করে না, সে-ও মরে এবং যে যুদ্ধ করে, সে-ও আবার জীবিত থাকে। কালকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৩

কাল নানাবিধ সকল প্রাণীকেই আকর্ষণ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের নিকট কেহ প্রিয়ও নহে এবং কেহ আবার দ্বেষের পাত্রও নহে ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বায়ু তৃণাগ্রভাগকে সর্ব্বদিকে উড়াইতে ও ভূপাতিত করিতে থাকে, সেইরূপ সকল প্রাণীই কালের অধীনস্থ হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকে ॥ ১৫

একত্রে সমাগত সকল প্রাণীকে একদিন সেখানে যাইতেই হইবে। যাহার কাল আসিয়া গিয়াছে, সে প্রথমে চলিয়া যায়; সুতরাং তাহার জন্য বৃথা শোক করিবার কি আছে? ॥ ১৬

রাজন্! যে সকল লোক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং যাহাদের জন্য আপনি বারংবার শোক করিতেছেন, সেই মহাত্মা বীরগণ শোকযোগ্য নহেন; কারণ, তাঁহারা সকলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৭

নিজ দেহ পরিত্যাগকারী বীরবর যোদ্ধারা যেভাবে স্বর্গলোকে গমন করেন, সেইভাবে দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যার দ্বারাও কেহ যাইতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮

সেই সব বীরগণ বেদজ্ঞ ও উত্তমরূপে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া নিহত হইয়াছেন; অতএব ইঁহাদের জন্য শোক করিবার আবশ্যকতা কি আছে? ॥ ১৯

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বীর যোদ্ধাদের দেহরূপী অগ্নিতে বাণরূপ হবিষ্য আহুতি দিয়াছেন এবং নিজের দেহে যাহাদের হোম করা হইয়াছে, সেই সকল বাণের আঘাত সহ্য করিয়াছেন ॥ ২০

রাজন্! আমি আপনাকে স্বর্গপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম মার্গ বলিতেছি। এ জগতে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গসাধক দ্বিতীয় কোন অন্য উপায় নাই ॥ ২১

এই সব মহাত্মা ক্ষত্রিয় বীরগণ যুদ্ধে শোভা পাইয়া থাকেন। ইঁহারা উত্তম ভোগসম্পন্ন পুণ্যলোকে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাদের সকলের জন্য শোক করা উচিত নহে ॥ ২২

পুরুষপ্রবর! আপনি স্বয়ংই নিজ মনকে আশ্বাসদান করত শোক পরিত্যাগ করুন। আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে বিদুরের বাক্যবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[রণভূমিং গন্তুং স্ত্রীভিঃ প্রজাভিশ্চ সহ রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য নগরাদ্ বহির্গমনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিদুরস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা তু পুরুষর্ষভঃ ।
যুজ্যতাং যানমিত্যুক্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

শীঘ্রমানয় গান্ধারীং সর্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ।
বধূং কুন্তীমুপাদায় যাশ্চান্যাস্তত্র যোষিতঃ ॥ ২
এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা বিদুরং ধর্মবিত্তমম্ ।
শোকবিপ্রহতজ্ঞানো যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৩
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা ভর্তুর্বচনচোদিতা ।
সহ কুন্ত্যা যতো রাজা সহ স্ত্রীভিরুপাদ্রবৎ ॥৪
তাঃ সমাসাদ্য রাজানং ভৃশং শোকসমন্বিতাঃ ।
আমন্ত্র্যান্যোন্যমীয়ুঃ স্ম ভৃশমুচ্চুক্রুশুস্ততঃ ॥ ৫
তাঃ সমাশ্বাসয়ৎ ক্ষত্তা তাভ্যশ্চার্ততরঃ স্বয়ম্ ।
অশ্রুকণ্ঠীঃ সমারোপ্য ততোঽসৌ নির্যযৌ পুরাৎ ॥৬
ততঃ প্রণাদঃ সঞ্জজ্ঞে সর্বেষু কুরুবেশ্মসু ।
আকুমারং পুরং সর্বমভবচ্ছোককর্ষিতম্ ॥ ৭
অদৃষ্টপূর্বা যা নার্য্যঃ পুরা দেবগণৈরপি ।
পৃথগ্জনেন দৃশ্যন্তে তাস্তদা নিহতেশ্বরাঃ ॥ ৮
প্রকীর্য্য কেশান্ সুশুভান্ ভূষণান্যবমুচ্য চ ।
একবস্ত্রধরা নার্য্যঃ পরিপেতুরনাথবৎ ॥৯
শ্বেতপর্বতরূপেভ্যো গৃহেভ্যস্তাস্ত্বপাক্রমন্ ।
গুহাভ্য ইব শৈলানাং পৃষত্যো হতযূথপাঃ ॥ ১০
তান্যুদীর্ণানি নারীণাং তদা বৃন্দান্যনেকশঃ ।
শোকার্তান্যদ্রবন্ রাজন্ কিশোরীণামিবাঙ্গনে ॥ ১১
প্রগৃহ্য বাহূন্ ক্রোশন্ত্যঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄনপি ।
দর্শয়ন্তীব তা হ স্ম যুগান্তে লোকসংক্ষয়ম্ ॥ ১২

দশম অধ্যায় ।

[রণভূমিতে যাইবার জন্য স্ত্রীগণ ও প্রজাগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে বহির্গমন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! বিদুরের এই কথা শ্রবণ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথ যোজনা করিতে আজ্ঞা দিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—গান্ধারীকে ও ভরতবংশীয় অন্য সব স্ত্রীগণকে সত্বর লইয়া এস এবং বধূ কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া অপর যে সব স্ত্রী এখানে আছে, তাহাদিগকেও লইয়া এস ॥ ২

পরম ধর্মজ্ঞ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকে যাঁহার জ্ঞান-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই ধর্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩

গান্ধারী পুত্রশোকে পীড়িতা থাকিলেও পতির আজ্ঞায় প্রেরণালাভ করত তিনি কুন্তীদেবী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেস্থানে আসিলেন ॥ ৪

সেখানে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত শোকমগ্না সেই সমস্ত স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করত কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

বিদুর এই সকল স্ত্রীগণকে আশ্বাসদান করিলেন। অশ্রুতে গদ্গদকণ্ঠ এই সব স্ত্রীবর্গকে রথে আরোহণ করাইয়া তারপর তিনি নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৬

তদনন্তর কৌরবদের সকল গৃহেই অতিশয় আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্য্যন্ত সমগ্র নগর শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৭

যে স্ত্রীগণকে পূর্ব্বে কখনও দেবগণও দেখিতে পান নাই, তাঁহাদিগকে এই সময় পতি নিহত হওয়ায় সাধারণ মানুষেরাও দেখিতে লাগিল ॥ ৮

এই সব নারীগণ নিজ নিজ সুন্দর কেশ বিকীর্ণ করিয়া দিয়া সমস্ত আভরণ মুক্ত করত একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৯

কৌরবদের গৃহসকল শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় ছিল। এই সব গৃহ হইতে যখন স্ত্রীগণ বাহির হইয়া আসিলেন, তখন যাহাদের যূথপতি নিহত হইয়াছে, পর্ব্বত গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত বিচিত্রবর্ণা হরিণীসকলের ন্যায় তাঁহারা দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্ ! রাজভবনের বিশাল অঙ্গনে একত্রে সমবেত সেই কিশোরী স্ত্রীগণের বহু দল শোকে পীড়িত হইয়া রণভূমির দিকে সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ অশ্বশাবকদিগকে শিক্ষাভূমিতে লইয়া আসা হয় ॥ ১১

পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করত পুত্র; ভ্রাতা ও পিতৃগণের নামগ্রহণ করিতে করিতে রোরুদ্যমানা এই কুরুকুলের নারীগণ যেন প্রলয়কালে লোকসংহারের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ১২

বিলপন্ত্যো রুদত্যশ্চ ধাবমানাস্ততস্ততঃ।
শোকেনোপহতজ্ঞানাঃ কর্তব্যং ন প্রজজ্ঞিরে ॥১৩
ব্রীড়াং জগ্মুঃ পুরা যাঃ স্ম সখীনামপি যোষিতঃ।
তা একবস্ত্রা নির্লজ্জাঃ শ্বশ্রূণাং পুরতোঽভবন্ ॥ ১৪
পরস্পরং সুসূক্ষ্মেষু শোকেষ্বাশ্বাসয়ংস্তদা।
তাঃ শোকবিহ্বলা রাজন্নবৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৫
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা রুদতীভিঃ সহস্রশঃ।
নির্যযৌ নগরাদ্ দীনস্তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥ ১৬
শিল্পিনো বণিজো বৈশ্যাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্ বহিঃ ॥ ১৭

তাসাং বিক্রোশমানানামার্তানাং কুরুসংক্ষয়ে।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দো ব্যথয়ন্ ভুবনান্যুত ॥ ১৮
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে ভূতানাং দহ্যতামিব।
অভাবঃ স্যাদয়ং প্রাপ্ত ইতি ভূতানি মেনিরে ॥ ১৯
ভৃশমুদ্বিগ্নমনসস্তে পৌরাঃ কুরুসংক্ষয়ে।
প্রাক্রোশন্ত মহারাজ স্বনুরক্তাস্তদা ভৃশম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রনির্গমনে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

শোকে ইঁহাদের জ্ঞানশক্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতেছিলেন। ইঁহাদের তখন কোনও কর্ত্তব্যবোধ ছিল না। ১৩

যে সব যুবতীগণ পূর্ব্বে সখীদের সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধ করিতেন, তাঁহারা সকলে এদিন লজ্জা ত্যাগ করত একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিজের শাশুড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১৪

রাজন্! যে সব নারীরা অল্প শোকের সময়েও পরস্পরের নিকটে যাইয়া আশ্বাসদান করিতেন, তাঁহারা আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১৫

এই সব ক্রন্দনরতা সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত দুঃখী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নগর হইতে যুদ্ধস্থলে যাইবার জন্য অতি সত্বর নির্গত হইলেন। ১৬

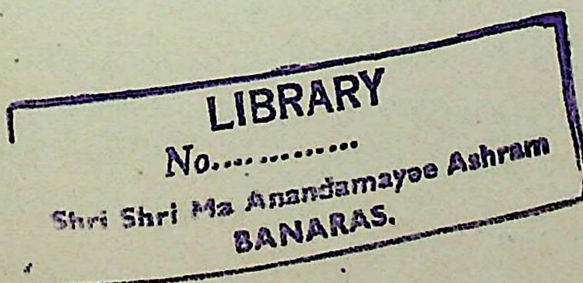
শিল্পী, বণিক্ বৈশ্য এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবন নির্বাহকারী মনুষ্যগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত বহির্গত হইলেন। ১৭

কৌরবগণের বিনাশ হইলে পর আর্ত্তভাবে বিলাপ ও রোদন-পরায়ণা সেই সব নারীদের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ সমস্ত লোককে ব্যথিত করিতে করিতে উদ্ভূত হইতে লাগিল। ১৮

প্রলয়কাল আসিলে দগ্ধ প্রাণিগণের চীৎকারের ন্যায় এই সব স্ত্রীগণের রোদনের অত্যন্ত শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া যাইল। তখন সকল প্রাণীই ইহা মনে করিতে থাকিল যে, এখন সংহারকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৯

মহারাজ! কুরুকুলের সংহার হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত পুরবাসীরা রাজবংশের সহিত অতিশয় অনুরাগ থাকায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন-বিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ সহ কৃপাচার্য্যাশ্বত্থামকৃতবর্ম্মণাং সাক্ষাৎকারঃ, কৃপাচার্য্যেণ কৌরবপাণ্ডবসৈন্যানাং বিনাশ-সন্দেশোল্লেখশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা দদৃশুস্তান্ মহারথান্ ।
শারদ্বতং কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্মাণমেব চ ॥ ১
তে তু দৃষ্টৈব রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্ ।
অশ্রুকণ্ঠা বিনিঃশ্বস্য রুদন্তমিদমব্রুবন্ ॥ ২
পুত্রস্তব মহারাজ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ।
গতঃ সানুচরো রাজন্ শক্রলোকং মহীপতে ॥ ৩
দুর্য্যোধনবলান্মুক্তা বয়মেব ত্রয়ো রথাঃ ।
সর্বমন্যৎ পরিক্ষীণং সৈন্যং তে ভরতর্ষভ ॥ ৪
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং কৃপঃ শারদ্বতস্ততঃ ।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্তামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
অভীতা যুধ্যমানাস্তে ঘ্নন্তঃ শত্রুগণান্ বহূন্ ।
বীরকর্মাণি কুর্বাণাঃ পুত্রাস্তে নিধনং গতাঃ ॥ ৬
ধ্রুবং সম্প্রাপ্য লোকাংস্তে নির্মলান্ শস্ত্রনির্জিতান্ ।
ভাস্বরং দেহমাস্থায় বিহরন্ত্যমরা ইব ॥ ৭
ন হি কশ্চিদ্ধি শূরাণাং যুধ্যমানঃ পরাঙ্‌মুখঃ ।
শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্তো ন চ কশ্চিৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮
এবং তাং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ পুরাণাঃ পরমাং গতিম্ ।
শস্ত্রেণ নিধনং সংখ্যে তন্ন শোচিতুমর্হসি ॥ ৯
ন চাপি শত্রবস্তেষামৃদ্ধ্যন্তে রাজ্ঞি পাণ্ডবাঃ ।
শৃণু যৎ কৃতমস্মাভিরশ্বত্থামপুরোগমৈঃ ॥ ১০
অধর্মেণ হতং শ্রুত্বা ভীমসেনেন তে সুতম্ ।
সুপ্তং শিবিরমাসাদ্য পাণ্ডূনাং কদনং কৃতম্ ॥ ১১
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ।
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ পাতিতাঃ ॥ ১২

একাদশ অধ্যায় ।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার সাক্ষাৎকার এবং কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের বিনাশের সংবাদ উল্লেখ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্ ! এই সব লোক হস্তিনাপুর হইতে এক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে পর তাঁহারা শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্ম্মা এই তিন মহারথীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১

ক্রন্দনপরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিয়াই অশ্রুতে তাঁহাদের কণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা এই কথা বলিলেন ॥ ২

পৃথ্বীনাথ ! মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া নিজের সেবকগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে কেবল আমরা তিনজনেই জীবিত আছি। আপনার অন্য সমস্ত সৈন্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য পুত্রশোকে পীড়িতা গান্ধারীদেবীকে এই বাক্য বলিলেন ॥ ৫

দেবি ! আপনার সকল পুত্রই নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করত এবং বহুসংখ্যক শত্রুদিগকে সংহার করত বীরোচিত কার্য্য করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬

নিশ্চয়ই তাঁহারা অস্ত্রের দ্বারা জিত নির্মল লোকে গমন করত তেজস্বী শরীর ধারণ পূর্ব্বক সেস্থানে দেবতাদের ন্যায় বিহার করিতেছেন ॥ ৭

এই সব বীরগণের মধ্যে কেহই যুদ্ধ করিবার সময় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। কেহই শত্রুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হন্ নাই এবং সকলেই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ৮

এইরূপে যুদ্ধে যে যে অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে, উহাকে প্রাচীন মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে উত্তম গতি বলিয়াছেন ; অতএব তাঁহাদের জন্য আপনি শোক করিবেন না ॥ ৯

মহারাণী ! তাঁহাদের শত্রু পাণ্ডবগণও বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১০

ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক বধ করিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করত আমরাও নিদ্রিত থাকিবার সময় পাণ্ডব-যোদ্ধাদের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং পাণ্ডব বীরগণকে সংহার করিলাম ॥ ১১

দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণ নিহত হইয়াছে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকেও আমরা বধ করত ভূপাতিত করিয়াছি ॥ ১২

তথা বিশসনং কৃত্বা পুত্রশত্রুগণস্য তে।
প্রাদ্রবাম রণে স্থাতুং ন হি শক্যামহে ত্রয়ঃ ॥ ১৩
তে হি শূরা মহেষ্বাসাঃ ক্ষিপ্রমেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ
অমর্ষবশমাপন্না বৈরং প্রতিজিহীর্ষবঃ ॥ ১৪
তে হতানাত্মজান্ শ্রুত্বাপ্রমত্তাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
নিরীক্ষন্তঃ পদং শূরাঃ ক্ষিপ্রমেব যশস্বিনি ॥ ১৫
তেষাং তু কদনং কৃত্বা সংস্থাতুং নোৎসহামহে।
অনুজানীহি নো রাজ্ঞি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৬
রাজংস্ত্বমনুজানীহি ধৈর্য্যমাতিষ্ঠ চোত্তমম্।
দিষ্টান্তং পশ্য চাপি ত্বং ক্ষাত্রং ধর্মঞ্চ কেবলম্ ॥ ১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ ভারত ॥ ১৮
অবেক্ষমাণা রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্।
গঙ্গামনু মহারাজ তূর্ণমশ্বানচোদয়ন্ ॥ ১৯
অপক্রম্য তু তে রাজন্ সর্ব এব মহারথাঃ।
আমন্ত্র্যান্যোন্যমুদ্বিগ্নাস্ত্রিধা তে প্রযযুস্তদা ॥২০
জগাম হাস্তিনপুরং কৃপঃ শারদ্বতস্তদা
স্বমেব রাষ্ট্রং হার্দিক্যো দ্রৌণির্ব্যাসাশ্রমং যযৌ ॥ ২১
এবং তে প্রযযুর্বীরা বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্।
ভয়ার্তাঃ পাণ্ডুপুত্রাণামাগস্কৃত্বা মহাত্মনাম্ ॥ ২২
সমেত্য বীরা রাজানং তদা ত্বনুদিতে রবৌ।
বিপ্রজগ্মুর্মহাত্মানো যথেচ্ছকমরিন্দমাঃ ॥ ২৩
সমাসাদ্যাথ বৈ দ্রৌণিং পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
ব্যজয়ংস্তে রণে রাজন্ বিক্রম্য তদনন্তরম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি কৃপদ্রৌণিভোজদর্শনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এইভাবে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের শত্রুদিগকে রণাঙ্গনে বিনাশ করত আমরা তিনজনে পলায়ন করিতেছি। এখন এস্থানে আমরা অবস্থান করিতে পারিব না ॥ ১৩

কারণ, অমর্ষের বশীভূত সেই মহাধনুর্দ্ধর বীর পাণ্ডবগণ শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য অতি সত্বর এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ১৪

যশস্বিনি! নিজেদের পুত্রগণের নিধন সংবাদ শ্রবণ করত সদা সাবধানে অবস্থিত পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ আমাদের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে অতিদ্রুত আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে ॥ ১৫

মহারাণী! তাহাদের পুত্র ও সম্বন্ধিগণকে বিনাশ করত আমরা এস্থানে অবস্থান করিতে পারিব না; অতএব আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন এবং আপনি নিজ মনকে শোকে নিবিষ্ট করিবেন না ॥ ১৬

(পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—) রাজন্! আপনিও আমাদের যাইতে আজ্ঞা দান করুন এবং উত্তম ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত ইহাই নিরীক্ষণ করুন যে, তাঁহাদের মৃত্যু কিভাবে হইয়াছে? ॥ ১৭

ভারত! মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতে হইতে অতিদ্রুত গঙ্গাতীরের দিকে নিজ নিজ অশ্ব চালনা করিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! সেস্থান হইতে পলায়ন করত এই সব মহারথী বীরগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া তিনজনে তিন পথ ধরিয়া গমন করিলেন ॥ ২০

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য ত' হস্তিনাপুরের দিকেই গমন করিলেন। কৃতবর্ম্মা নিজের দেশের দিকে যাইলেন এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের অপরাধ করত ভয়ে পীড়িত হইয়া এই তিন বীর এইভাবে পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ২২

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদমন এই তিন মহাত্মা বীর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তদনন্তর মহারথী পাণ্ডবগণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সবলে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার দর্শনবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রেণ সহ পাণ্ডবানাং মিলনম্, ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃকো ভীমসেনস্যায়স্যাঃ প্রতিমায়া ভঙ্গঃ, তেন শোকগ্রস্তায় ধৃতরাষ্ট্রায় ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন প্রবোধদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
শুশ্রুবে পিতরং বৃদ্ধং নির্যান্তং গজসাহ্বয়াৎ ॥ ১

সোঽভ্যয়াৎ পুত্রশোকার্তঃ পুত্রশোকপরিপ্লুতম্।
শোচমানং মহারাজ ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা ॥ ২

অন্বীয়মানো বীরেণ দাশার্হেণ মহাত্মনা।
যুযুধানেন চ তথা তথৈব চ যুযুৎসুনা ॥ ৩

তমন্বগাৎ সুদুঃখার্তা দ্রৌপদী শোককর্শিতা।
সহ পাঞ্চালযোষিদ্ভির্যাস্তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৪

স গঙ্গামনু বৃন্দানি স্ত্রীণাং ভরতসত্তম।
কুররীণামিবার্তানাং ক্রোশন্তীনাং দদর্শ হ ॥ ৫

তাভিঃ পরিবৃতো রাজা ক্রোশন্তীভিঃ সহস্রশঃ।
উর্ধ্ববাহুভিরার্তাভী রুদতীভিঃ প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ ॥ ৬

ক নু ধর্মজ্ঞতা রাজ্ঞঃ ক নু সাদ্যানৃশংসতা।
যচ্চাবধীৎ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ গুরুপুত্রান্ সখীনপি ॥ ৭

ঘাতয়িত্বা কথং দ্রোণং ভীষ্মঞ্চাপি পিতামহম্।
মনস্তেঽভূন্মহাবাহো হত্বা চাপি জয়দ্রথম্ ॥ ৮

কিং নু রাজ্যেন তে কার্য্যং পিতৄন্ ভ্রাতৄনপশ্যতঃ।
অভিমন্যুঞ্চ দুর্ধর্ষং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ভারত ॥ ৯

অতীত্য তা মহাবাহুঃ ক্রোশন্তীঃ কুররীরিব।
ববন্দে পিতরং জ্যেষ্ঠং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০

ততোঽভিবাদ্য পিতরং ধর্মেণামিত্রকর্ষণাঃ।
ন্যবেদয়ন্ত নামানি পাণ্ডবাস্তেঽপি সর্বশঃ ॥ ১১

তমাত্মজান্তকরণং পিতা পুত্রবধার্দিতঃ।
অপ্রীয়মাণঃ শোকার্তঃ পাণ্ডবং পরিষস্বজে ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমাভঙ্গ এবং ইহাতে শোক করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! সমস্ত সৈন্যদের সংহার হইয়া যাইলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, আমাদের বৃদ্ধ পিতা (জ্যেঠামহাশয়) সংগ্রামে মৃত বীরগণের অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম করাইবার জন্য হস্তিনাপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ংই পুত্রগণের শোকে পীড়িত হইয়াও পুত্রদের শোকে নিমগ্ন চিন্তান্বিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত গমন করিলেন ॥ ১-২

সেই সময় দশার্হকুলনন্দন বীর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং যুযুৎসুও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ৩

অত্যন্ত দুঃখে কাতরা ও শোকে দুর্বলা দ্রৌপদীও সেখানে সমাগতা পাঞ্চাল মহিলাগণের সহিত তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির কুররী পক্ষিণীগণের ন্যায় আর্ত্তস্বরে বিলাপরতা স্ত্রীবর্গের বহু দলকে দেখিলেন ॥ ৫

সেস্থানে পাণ্ডবদের প্রিয় ও অপ্রিয় জনগণের জন্য হস্ত উত্তোলিত করিয়া আর্ত্তস্বরে বিলাপকারিণী ও করুণভাবে ক্রন্দনরতা সহস্র সহস্র মহিলা রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৬

তাঁহারা বলিলেন,—অহো! রাজার সেই ধর্ম্মজ্ঞতা ও দয়ালুতা কোথায় চলিয়া যাইল? ইনি পিতামহ, পিতৃব্য, ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকেও বধ করিলেন? ৭

মহাবাহো! দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম এবং জয়দ্রথকেও বধ করিয়া আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে? ৮

ভরতবংশধর নরেশ! নিজের পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতৃগণ, দুর্জয় বীর অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রদিগকে না দেখিয়া এই রাজ্যে আপনার প্রয়োজন কি? ৯

ধর্ম্মরাজ মহাবাহু যুধিষ্ঠির কুররী পক্ষিণীগণের ন্যায় ক্রন্দনরতা সেই স্ত্রীগণের বেষ্টন অতিক্রম করত নিজের জ্যেষ্ঠতাত (জ্যেঠা-মহাশয়) ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন ॥ ১০

তাহার পর সকল শত্রুসূদন পাণ্ডবেরা ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করত নিজ নিজ নাম বলিলেন ॥ ১১

পুত্রগণের বধে পীড়িত পিতা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া নিজ পুত্রদের বিনাশকারী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু সেই সময় তাঁহার মন প্রসন্ন ছিল না ॥ ১২

ধর্ম্মরাজং পরিষ্বজ্য সান্ত্বয়িত্বা চ ভারত।
দুষ্টাত্মা ভীমমন্বৈচ্ছদ্ দিধক্ষুরিব পাবকঃ॥ ১৩
স কোপপাবকস্তস্য শোকবায়ুসমীরিতঃ।
ভীমসেনময়ং দাবং দিধক্ষুরিব দৃশ্যতে॥ ১৪
তস্য সঙ্কল্পমাজ্ঞায় ভীমং প্রত্যশুভং হরিঃ।
ভীমমাক্ষিপ্য পাণিভ্যাং প্রদদৌ ভীমমায়সম্॥ ১৫
প্রাগেব তু মহাবুদ্ধির্বুদ্ধ্বা তস্যেঙ্গিতং হরিঃ।
সংবিধানং মহাপ্রাজ্ঞস্তত্র চক্রে জনার্দনঃ॥ ১৬
তং গৃহীত্বৈব পাণিভ্যাং ভীমসেনময়স্ময়ম্।
বভঞ্জ বলবান্ রাজা মন্যমানো বৃকোদরম্॥ ১৭
নাগাযুতবলপ্রাণঃ স রাজা ভীমমায়সম্।
ভঙ্ক্ত্বা বিমথিতোরস্কঃ সুস্রাব রুধিরং মুখাৎ॥ ১৮
ততঃ পপাত মেদিন্যাং তথৈব রুধিরোক্ষিতঃ।
প্রপুষ্পিতাগ্রশিখরঃ পারিজাত ইব দ্রুমঃ॥ ১৯
প্রত্যগৃহ্ণাচ্চ তং বিদ্বান্ সূতো গাবল্গণিস্তদা।
মৈবমিত্যব্রবীচ্চৈনং শময়ন্ সান্ত্বয়ন্নিব॥ ২০
স তু কোপং সমুৎসৃজ্য গতমন্যুর্মহামনাঃ।
হা হা ভীমেতি চুক্রোশ নৃপঃ শোকসমন্বিতঃ॥ ২১
তং বিদিত্বা গতক্রোধং ভীমসেনবধার্দিতম্।
বাসুদেবো বরঃ পুংসামিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২২
মা শুচো ধৃতরাষ্ট্র ত্বং নৈষ ভীমস্ত্বয়া হতঃ।
আয়সী প্রতিমা হ্যেষা ত্বয়া নিষ্পাতিতা বিভো॥ ২৩
ত্বাং ক্রোধবশমাপন্নং বিদিত্বা ভরতর্ষভ।
ময়াপকৃষ্টঃ কৌন্তেয়ো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতঃ॥ ২৪
ন হি তে রাজশার্দূল বলে তুল্যোঽস্তি কশ্চন।
কঃ সহেত মহাবাহো বাহ্বোর্বিগ্রহণং নরঃ॥ ২৫

হে ভারত! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত তাঁহাকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সেইভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি অগ্নিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে জ্বালাইয়া দিবেন। সেই সময় তাঁহার মনে দুর্ভাবনা জাগরিত হইল॥ ১৩

তাঁহার শোকরূপী বায়ুতে উদ্দীপিত ক্রোধময় অগ্নি এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, যেন এই অগ্নি ভীমসেনরূপ বনকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছে॥ ১৪

ভীমসেনের প্রতি তাঁহার অশুভ সঙ্কল্পের বিষয় জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে ধাক্কা দান পূর্ব্বক সরাইয়া দিয়া দুই হস্তে লৌহময়ী ভীমমূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে স্থাপন করিলেন॥ ১৫

মহাজ্ঞানী ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি এস্থানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন॥ ১৬

বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমসেনকেই প্রকৃত ভীমসেন মনে করত তাঁহাকে দুই বাহুতে ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন॥ ১৭

যদিও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, তথাপি ভীমসেনের লৌহময় প্রতিমাকে ভগ্ন করত তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল॥ ১৮

তিনি সেই অবস্থায় রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল পারিজাত বৃক্ষ শীর্ষে অগ্রভাগে বিকসিত রক্তবর্ণ পুষ্প-সমূহে সুশোভিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে॥ ১৯

সেই সময় তাঁহার বিদ্বান্ সারথি গবল্গণপুত্র সঞ্জয় তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলিত করিলেন এবং বুঝাইয়া শান্ত করত তাঁহাকে বলিলেন—আপনার এরূপ করা উচিত না॥ ২০

যখন রোষের আবেগ চলিয়া যাইল, তখন সেই মহামনা নরেশ ক্রোধ পরিহার করত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং 'হা ভীম'! হা ভীম!' এই কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২১

তাঁহাকে ভীমসেনের বধের আশঙ্কায় পীড়িত ও ক্রোধহীন জানিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন॥ ২২

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি শোক করিবেন না। এই ভীমসেন আপনার দ্বারা নিহত হন্ নাই। প্রভো! ইহা ত' এক লৌহ প্রতিমা ছিল, যাহা আপনি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনাকে ক্রোধবশীভূত জানিয়া আমি মৃত্যুর দন্তসংলগ্ন ভীমসেনকে দূরে সরাইয়া দিয়াছি॥ ২৪

রাজশ্রেষ্ঠ! বলে আপনার তুল্য এ জগতে অপর কেহ নাই। মহাবাহো! আপনার বাহুদ্বয়ের সবলে ধারণকে কোন্ মানুষ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ২৫

যথান্তকমনুপ্রাপ্য জীবন্ কশ্চিন্ন মুচ্যতে।
এবং বাহ্বন্তরং প্রাপ্য তব জীবেন্ন কশ্চন ॥ ২৬
তস্মাৎ পুত্রেণ যা তেঽসৌ প্রতিমা কারিতাঽঽয়সী।
ভীমস্য সেয়ং কৌরব্য তবৈবোপহৃতা ময়া ॥ ২৭
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ধর্মাদপকৃতং মনঃ।
তব রাজেন্দ্র তেন ত্বং ভীমসেনং জিঘাংসসি ॥ ২৮
ন ত্বেতৎ তে ক্ষমং রাজন্ হন্যাস্ত্বং যদ্ বৃকোদরম্।
ন হি পুত্রা মহারাজ জীবেয়ুস্তে কথঞ্চন ॥ ২৯
তস্মাদ্ যৎ কৃতমস্মাভির্মন্যমানৈঃ শমং প্রতি।
অনুমন্যস্ব তৎ সর্বং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি আয়সভীমভঙ্গে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যেরূপ যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগে পতিত হইলে পর কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬

কুরুনন্দন! সেই কারণে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল, উহাই আমি আপনার সম্মুখে স্থাপনা করিয়া দিয়াছিলাম ॥ ২৭

রাজেন্দ্র! আপনার মন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়াছিল, সেইজন্য আপনি ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ॥ ২৮

রাজন্! আপনার পক্ষে ইহা কখনও উচিত হইবে না যে, আপনি ভীমসেনকে বধ করুন। মহারাজ! (ভীমসেন বধ না করিলেও) আপনার পুত্রগণ কোনরূপেই জীবিত থাকিতে পারিত না (কারণ, তাহাদের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছিল)। ২৯

অতএব আমরা সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করিয়াছি, সেই সব বিষয়কে আপনিও অনুমোদন করুন। মনকে আপনি বৃথা শোকাকুল করিবেন না ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা-ভঙ্গবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণেন ধৃতরাষ্ট্রমুত্তোল্য নির্ভর্ৎস্য চ তস্য ক্রোধস্য প্রশমনম্, ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবানামালিঙ্গনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত এনমুপাতিষ্ঠন্ শৌচার্থং পরিচারকাঃ।
কৃতশৌচং পুনশ্চৈনং প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১
রাজন্নধীতা বেদাস্তে শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
শ্রুতানি চ পুরাণানি রাজধর্মাশ্চ কেবলাঃ ॥ ২
এবং বিদ্বান্ মহাপ্রাজ্ঞঃ সমর্থঃ সন্ বলাবলে।
আত্মাপরাধাৎ কস্মাৎ ত্বং কুরুষে কোপমীদৃশম্ ॥ ৩
উক্তবাংস্ত্বাং তদৈবাহং ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ ভারত।
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব বাক্যং রাজন্ ন তৎ কৃথাঃ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তোলিত করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ প্রশমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেবকগণ শৌচ-সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হইল। যখন তিনি শৌচকৃত্য পূর্ণ করিলেন, তখন ভগবান্ মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

রাজন্! আপনি বেদসকল ও নানাপ্রকার শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন। সমস্ত পুরাণ এবং কেবল রাজধর্ম্ম সকলও শ্রবণ করিয়াছেন ॥ ২

এরূপ বিদ্বান্, পরম বুদ্ধিমান্ ও বলাবল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াও নিজ অপরাধের জন্য উদ্ভূত এই বিনাশকে দেখিয়া আপনি কেন এতাদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? ৩

হে ভারত! আমি ত' সেই সময়েই আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনাকে বুঝাইয়াছিলেন। রাজন্! কিন্তু আপনি কাহারও কথা শুনেন নাই ॥ ৪

স বার্য্যমাণো নাস্মাকমকার্ষীর্বচনং তদা।
পাণ্ডবানধিকান্ জানন্ বলে শৌর্য্যে চ কৌরব ॥ ৫

রাজা হি যঃ স্থিরপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং দোষানবেক্ষতে।
দেশকালবিভাগঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ স বিন্দতি ॥ ৬

উচ্যমানস্তু যঃ শ্রেয়ো গৃহ্ণীতে নো হিতাহিতে।
আপদঃ সমনুপ্রাপ্য স শোচত্যনয়ে স্থিতঃ ॥ ৭

ততোঽন্যবৃত্তমাত্মানং সমবেক্ষস্ব ভারত।
রাজংস্ত্বং হ্যবিধেয়াত্মা দুর্য্যোধনবশে স্থিতঃ ॥ ৮

আত্মাপরাধাদাপন্নস্তৎ কিং ভীমং জিঘাংসসি।
তস্মাৎ সংযচ্ছ কোপং ত্বং স্বমনুস্মর দুষ্কৃতম্ ॥ ৯

যস্তু তাং স্পর্ধয়া ক্ষুদ্রঃ পাঞ্চালীমানয়ৎ সভাম্।
স হতো ভীমসেনেন বৈরং প্রতিজিহীর্ষতা ॥ ১০

আত্মনোঽতিক্রমং পশ্য পুত্রস্য চ দুরাত্মনঃ।
যদনাগসি পাণ্ডূনাং পরিত্যাগস্ত্বয়া কৃতঃ ॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন সর্বং সত্যং জনাধিপ।
উবাচ দেবকীপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥ ১২

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
পুত্রস্নেহস্তু বলবান্ ধৈর্য্যান্মাং সমচালয়ৎ ॥ ১৩

দিষ্ট্যা তু পুরুষব্যাঘ্রো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ত্বদ্গুপ্তো নাগমৎ কৃষ্ণ ভীমো বাহ্বন্তরং মম ॥ ১৪

ইদানীং ত্বহমব্যগ্রো গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
মধ্যমং পাণ্ডবং বীরং দ্রষ্টুমিচ্ছামি মাধব ॥ ১৫

হতেষু পার্থিবেন্দ্রেষু পুত্রেষু নিহতেষু চ।
পাণ্ডুপুত্রেষু বৈ শর্ম প্রীতিশ্চাপ্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৬

ততঃ স ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
পস্পর্শ গাত্রৈঃ প্ররুদন্ সুগাত্রা-
নাশ্বাস্য কল্যাণমুবাচ চৈতান্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-কোপবিমোচনে পাণ্ডবপরিষ্বঙ্গো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

কুরুনন্দন! আমরা আপনাকে বহুবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি বল ও শৌর্য্যে পাণ্ডবগণকে অধিক জানিয়াও আমাদের কথা গ্রহণ করেন নাই ॥ ৫

যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এরূপ যে রাজা স্বয়ং দোষসমূহ দর্শন করেন এবং দেশ-কালের বিভাগ বুঝিতে পারেন, তিনিই পরম কল্যাণভাগী হন্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি হিতের কথা বলিলেও হিতাহিত কথা বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তি অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করত অতিশয় বিপদে পতিত হইয়া শোক করিতে থাকে ॥ ৭

হে ভারত! আপনি নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আপনার আচরণ সর্ব্বদা ন্যায়ের বিপরীত। রাজন্! আপনি নিজের মনকে বশীভূত না করিয়া সদা দুর্য্যোধনের অধীনে ছিলেন ॥ ৮

নিজেরই অপরাধে বিপদে পতিত হইয়া আপনি ভীমসেনকে কেন বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? সেইজন্য ক্রোধকে রুদ্ধ করুন এবং নিজের দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করুন ॥ ৯

যে নীচ দুর্য্যোধন মনে স্পর্দ্ধা পোষণ করত পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে জনপূর্ণ সভামধ্যে আনাইয়া অপমানিত করিয়াছিল, সেই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী ভীমসেন তাহাকে বধ করিয়াছে ॥ ১০

আপনি নিজের এবং দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনের সেই অত্যাচারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যখন আপনি বিনা অপরাধেই পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরাধিপ! যখন এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সত্য কথা বলিতে থাকিলেন, তখন ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১২

মহাবাহু মাধব! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই; কিন্তু পুত্রের স্নেহ অতিশয় প্রবল, সেই স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৩

হে কৃষ্ণ! সৌভাগ্যের কথা এই যে, আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বলবান্ সত্যপরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমার দুই বাহুর মধ্যভাগে আসে নাই ॥ ১৪

মাধব! বর্ত্তমানে এই সময়ে আমি শান্ত আছি। আমার ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে এবং চিন্তাও নষ্ট হইয়াছে; অতএব মধ্যম পাণ্ডব-বীর অর্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫

সমস্ত রাজা ও নিজের পুত্রগণ নিহত হওয়ার পর এখন আমার প্রীতি ও হিতচিন্তন পাণ্ডুর এই পুত্রগণের উপরেই আশ্রিত আছে ॥ ১৬

তদনন্তর ক্রন্দন করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র সুন্দর দেহযুক্ত ভীমসেন, অর্জুন ও মাদ্রীর দুই পুত্র নরবীর নকুল-সহদেবকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধপরিহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদের আলিঙ্গনবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পাণ্ডবেভ্যঃ শাপদানং কর্ত্তুমুদ্যতায়ৈ গান্ধারীদেব্যৈ ব্যাসদেবস্য প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতাস্ততস্তে কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
অভ্যয়ুর্ভ্রাতরঃ সর্বে গান্ধারীং সহকেশবাঃ ॥ ১
ততো জ্ঞাত্বা হতামিত্রং যুধিষ্ঠিরমুপাগতম্ ।
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা শপ্তুমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ২
তস্যাঃ পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাণ্ডবান্ প্রতি ।
ঋষিঃ সত্যবতীপুত্রঃ প্রাগেব সমবুধ্যত ॥ ৩
স গঙ্গায়ামুপস্পৃশ্য পুণ্যগন্ধি পয়ঃ শুচি ।
তং দেশমুপসম্পেদে পরমর্ষির্মনোজবঃ ॥ ৪
দিব্যেন চক্ষুষা পশ্যন্ মনসা তদ্গতেন চ ।
সর্বপ্রাণভৃতাং ভাবং স তত্র সমবুধ্যত ॥ ৫
স স্নুষামব্রবীৎ কালে কল্যবাদী মহাতপাঃ ।
শাপকালমবাক্ষিপ্য শমকালমুদীরয়ন্ ॥ ৬
ন কোপঃ পাণ্ডবে কার্য্যো গান্ধারি শমমাপ্নুহি ।
বচো নিগৃহ্যতামেতচ্ছৃণু চেদং বচো মম ॥ ৭
উক্তাস্যষ্টাদশাহানি পুত্রেণ জয়মিচ্ছতা ।
শিবমাশাস্ব মে মাতুর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ ॥ ৮
সা তথা যাচ্যমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা ।
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৯
ন চাপ্যতীতাং গান্ধারি বাচং তে বিতথামহম্ ।
স্মরামি ভাষমাণায়াস্তথা প্রাণিহিতা হ্যসি ॥ ১০
বিগ্রহে তুমুলে রাজ্ঞাং গত্বা পারমসংশয়ম্ ।
জিতং পাণ্ডুসুতৈর্যুদ্ধে নূনং ধর্মস্ততোঽধিকঃ ॥ ১১
ক্ষমাশীলা পুরা ভূত্বা সাদ্য ন ক্ষমসে কথম্ ।
অধর্মং জহি ধর্মজ্ঞে যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[পাণ্ডবগণকে শাপদান করিতে উদ্যতা গান্ধারীদেবীকে ব্যাসদেবের প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া কুরুবংশীয় পাণ্ডবগণ সকল ভ্রাতাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গান্ধারীদেবীর নিকট গমন করিলেন ॥ ১

পুত্রশোকে পীড়িতা গান্ধারীদেবী যখন জানিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির নিজ শত্রুদিগকে সংহার করত আমার নিকট আসিতেছে, তখন সেই সতী-সাধ্বী দেবী তাঁহাকে শাপদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২

পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীদেবীর মনে পাপপূর্ণ এই সঙ্কল্পের কথা সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় জানিয়া সেই মনের ন্যায় বেগগামী মহর্ষি ব্যাসদেব গঙ্গার পবিত্র ও সুগন্ধিত জলে আচমন করত অতিসত্বর সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩-৪

তিনি দিব্যদৃষ্টির দ্বারা এবং নিজের মনকে সমস্ত প্রাণীর সহিত একাগ্র করত তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫

অতএব হিতভাষী এই মহাতপস্বী ব্যাসদেব যথাসময়ে নিজের পুত্রবধূ গান্ধারীদেবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শাপের সময় অপসারিত করিয়া শান্তির সময় উপস্থাপিত করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

গান্ধাররাজকুমারি ! শান্ত হও। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের উপর তোমার ক্রোধ করা উচিত নয়। এই সময় তোমার মুখ হইতে যে কথা নির্গত করিতে তুমি ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা সংযত কর এবং আমার এই কথা শ্রবণ কর ॥ ৭

গত আঠার দিনে জয়াভিলাষী হইয়া তোমার পুত্র দুর্য্যোধন প্রতিদিন তোমার নিকট যাইয়া এই কথা বলিত যে, মা! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তুমি আমার কল্যাণের জন্য আশীর্ব্বাদ কর ॥ ৮

এইভাবে যখন জয়াভিলাষী দুর্য্যোধন সময়ে সময়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করিত, তখন তুমি এই উত্তরই প্রদান করিতে যে, 'যেস্থানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয়' ॥ ৯

গান্ধারি ! তুমি অতীতকালে কখনও কথাবার্ত্তা বলিবার সময় মিথ্যা কথা বলিয়াছ, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না এবং তুমি সর্ব্বদা প্রাণিগণের হিতকার্য্যেই নিরত আছ ॥ ১০

রাজগণের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে পার হইয়া পাণ্ডবগণ যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, ইহাতে নিঃসন্দেহে এই কথা সিদ্ধ হয় যে, ধর্ম্মের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ॥ ১১

ধর্ম্মজ্ঞে ! তুমি ত' পূর্ব্বে অতিশয় ক্ষমাশীলা ছিলে। এখন ক্ষমা করিতেছ না কেন ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর ; কারণ, যেস্থানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

স্বঞ্চ ধর্মং পরিস্মৃত্য বাচং চোক্তাং মনস্বিনি।
কোপং সংযচ্ছ গান্ধারি মৈবং ভূঃ সত্যবাদিনি ॥ ১৩

গান্ধার্য্যুবাচ।

ভগবন্নাভ্যসূয়ামি নৈতানিচ্ছামি নশ্যতঃ।
পুত্রশোকেন তু বলাম্মনো বিহ্বলতীব মে ॥ ১৪
যথৈব কুন্ত্যা কৌন্তেয়া রক্ষিতব্যাস্তথা ময়া।
তথৈব ধৃতরাষ্ট্রেণ রক্ষিতব্যা যথা ত্বয়া ॥ ১৫
দুর্য্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ কৃতোঽয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ ॥ ১৬
নাপরাধ্যতি বীভৎসুর্ন চ পার্থো বৃকোদরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ নৈব জাতু যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭
যুধ্যমানা হি কৌরব্যাঃ কৃন্তমানাঃ পরস্পরম্।
নিহতাঃ সহিতাশ্চান্যৈস্তচ্চ নাস্ত্যপ্রিয়ং মম ॥ ১৮
কিং তু কর্মাকরোদ্ ভীমো বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
দুর্য্যোধনং সমাহূয় গদাযুদ্ধে মহামনাঃ ॥ ১৯
শিক্ষয়াভ্যধিকং জ্ঞাত্বা চরন্তং বহুধা রণে।
অধো নাভ্যাঃ প্রহৃতবাংস্তন্মে কোপমবর্দ্ধয়ৎ ॥ ২০
কথং নু ধর্মং ধর্মজ্ঞৈঃ সমুদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ।
ত্যজেয়ুরাহবে শূরাঃ প্রাণহেতোঃ কথঞ্চন ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি গান্ধারীসান্ত্বনায়াং চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

মনস্বিনী গান্ধারি! নিজের ধর্ম্ম ও কথিত বাক্য স্মরণ করত তুমি ক্রোধ পরিহার কর। সত্যবাদিনি! পুনরায় তোমার এরূপ আচরণ করা উচিত হইবে না ॥ ১৩

গান্ধারী বলিলেন,—ভগবন্! আমি পাণ্ডবগণের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করি না এবং ইহাদের বিনাশও কামনা করি না। কিন্তু কি করিব? পুত্রগণের শোকে আমার মন হঠাৎ যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৪

কুন্তীর পুত্রগণ যেরূপ কুন্তীর দ্বারা রক্ষণীয়, সেরূপ আমারও ইহাদের রক্ষা করা উচিত। যেরূপ আপনি ইহাদের রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্য হইল—ইহাদের রক্ষা করা ॥ ১৫.

কুরুকুলের এই সংহার ত' দুর্য্যোধন, আমার ভ্রাতা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনের অপরাধেই হইয়াছে ॥ ১৬

ইহাতে অর্জুনেরও কোন অপরাধ নাই এবং কুন্তীপুত্র ভীমসেনের কোন অপরাধ নাই। নকুল-সহদেব ও যুধিষ্ঠিরেরও ইহার জন্য কোনও দোষ নাই ॥ ১৭

কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধ ও বিনাশ করিতে করিতে নিজ নিজ অপর সঙ্গীদের সহিত নিহত হইয়াছে, অতএব ইহাতে আমার অপ্রিয় হইবার কিছুই নাই ॥ ১৮

কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন গদাযুদ্ধের জন্য দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, উহা আমার ভাল লাগে নাই। সে রণাঙ্গনে গদাযুদ্ধের বহুবিধ কৌশল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতেছিল; অতএব শিক্ষাতে তাহাকে নিজের অপেক্ষা অধিক জানিয়া ভীমসেন যে তাহার নাভির নীচে প্রহার করিয়াছে, ইহার এই আচরণই আমার ক্রোধকে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৯-২০

ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মাগণ গদাযুদ্ধের জন্য যে ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহা বীরবর যোদ্ধারা রণাঙ্গনে যে কোনরূপে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য কিভাবে ত্যাগ করিতে পারে? ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে গান্ধারীকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বকর্ম্ম প্রশংসতা ভীমসেনেন গান্ধারীদেব্যাঃ সমীপে ক্ষমা-প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরস্য স্বীয়াপরাধস্বীকারঃ, গান্ধার্য্যা দৃষ্টিপাতেন যুধিষ্ঠিরস্য পাদনখানাং কৃষ্ণবর্ণত্ব-প্রাপ্তিঃ, ভীতস্য ধনঞ্জয়স্য শ্রীকৃষ্ণপৃষ্ঠদেশে আত্মগোপনম্, স্বমাত্রা সহ পাণ্ডবানাং মিলনম্, দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, কুন্ত্যা আশ্বাসপ্রদানম্, গন্ধার্য্যানয়োরুভয়য়োর্ধৈর্য্যধারণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা ভীমসেনোঽথ ভীতবৎ।
গান্ধারীং প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং তদা ॥ ১

অধর্মো যদি বা ধর্মস্ত্রাসাৎ তত্র ময়া কৃতঃ।
আত্মানং ত্রাতুকামেন তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২

ন হি যুদ্ধেন পুত্রস্তে ধর্মেণ স মহাবলঃ।
শক্যঃ কেনচিদুদ্যন্তুমতো বিষমমাচরম্ ॥ ৩

অধর্মেণ জিতঃ পূর্বং তেন চাপি যুধিষ্ঠিরঃ।
নিকৃতাশ্চ সদৈব স্ম ততো বিষমমাচরম্ ॥ ৪

সৈন্যস্যৈকোঽবশিষ্টোঽয়ং গদাযুদ্ধেন বীর্য্যবান্।
মাং হত্বা ন হরেদ্ রাজ্যমিতি বৈ তৎ কৃতং ময়া ॥ ৫

রাজপুত্রীঞ্চ পাঞ্চালীমেকবস্ত্রাং রজস্বলাম্।
ভবত্যা বিদিতং সর্বমুক্তবান্ যৎ সুতস্তব ॥ ৬

সুযোধনমসংগৃহ্য ন শক্যা ভূঃ সসাগরা।
কেবলা ভোক্তুমস্মাভিরতশ্চৈতৎ কৃতং ময়া ॥ ৭

তথাপ্যপ্রিয়মস্মাকং পুত্রস্তে সমুপাচরৎ।
দ্রৌপদ্যা যৎ সভামধ্যে সব্যমূরুমদর্শয়ৎ ॥ ৮

তদৈব বধ্যঃ সোঽস্মাকং দুরাচারশ্চ তে সুতঃ।
ধর্মরাজাজ্ঞয়া চৈব স্থিতাঃ স্ম সময়ে তদা ॥ ৯

বৈরমুদ্দীপিতং রাজ্ঞি পুত্রেণ তব তন্মহৎ।
ক্লেশিতাশ্চ বনে নিত্যং তত এতৎ কৃতং ময়া ॥ ১০

বৈরস্যাস্য গতাঃ পারং হত্বা দুর্য্যোধনং রণে।
রাজ্যং যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্তো বয়ঞ্চ গতমন্যবঃ ॥ ১১

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[নিজ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে ভীমসেনের গান্ধারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরের স্বীয় অপরাধ স্বীকার, গান্ধারীর দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের পদের নখসকলের কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্তি, ভীত অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে আত্মগোপন, নিজ মাতার সহিত পাণ্ডবদের মিলন, দ্রৌপদীর বিলাপ, কুন্তীর আশ্বাসপ্রদান এবং গান্ধারীকর্ত্তৃক ইঁহাদের উভয়ের ধৈর্য্যধারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গান্ধারীদেবীর এই কথা শ্রবণ করত ভীমসেন ভীতের ন্যায় তাঁহার বাক্যের উত্তর দান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১

মাতঃ! ইহা অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম হউক, আমি দুর্য্যোধনের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য সেস্থানে এরূপ কার্য্য করিয়াছি; অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ২

আপনার সেই মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে কেহই ধর্ম্মানুকুল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিবার সাহস করিতে পারে না; সেইজন্য আমি এই বিপরীত আচরণ করিয়াছি ॥ ৩

প্রথমে সে-ও অধর্ম্ম দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিল এবং আমাদের সহিত সর্ব্বদা প্রতারণা করিয়াছে, সেইজন্য আমিও তাহার সহিত বিষম আচরণ করিয়াছি ॥ ৪

কৌরবসৈন্যদের মধ্যে একাকী জীবিত এই পরাক্রমশালী বীর গদাযুদ্ধের দ্বারা আমাকে বধ করিয়া পুনরায় সমগ্র রাজ্য যাহাতে হরণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় আমি তাদৃশ অযোগ্য আচরণ করিয়াছি ॥ ৫

একবস্ত্রপরিহিতা রাজকুমারী দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনাইয়া তাহাকে আপনার পুত্র যাহা কিছু বলিয়াছিল, তৎসমস্তই আপনি জানেন ॥ ৬

দুর্য্যোধনকে সংহার না করিতে পারিলে আমরা নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিতে পারিব না, এইজন্য আমি এরূপ অযোগ্য কার্য্য করিয়াছি ॥ ৭

আপনার পুত্র ত আমাদের সকলের প্রতি ইহা হইতেও অধিক অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল—সে জনপূর্ণ সভামধ্যে দ্রৌপদীকে নিজ বামজঙ্ঘা দেখাইয়াছিল ॥ ৮

আপনার দুরাচার পুত্রকে ত' সেই সময়েই আমাদের বধ করা উচিত ছিল; কিন্তু ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় আমরা সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নীরব ছিলাম ॥ ৯

মহারাণী! আপনার পুত্র ত' সেই মহাশত্রুতার অগ্নিকে আরও প্রজ্জলিত করিয়াছিল এবং আমাদের বনে পাঠাইয়া সর্ব্বদা ক্লেশদান করিয়াছিল; সেইজন্য তাহার সহিত আমি এরূপ ব্যবহার করিয়াছি ॥ ১০

রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া আমরা এই শত্রুতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ হইয়াছে এবং আমাদেরও ক্রোধ শান্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ১১

গান্ধার্য্যুবাচ।

ন তস্যৈষ বধস্তাত যৎ প্রশংসসি মে সুতম্।
কৃতবাংশ্চাপি তৎ সর্বং যদিদং ভাষসে ময়ি ॥ ১২
হতাশ্বে নকুলে যত্তু বৃষসেনেন ভারত।
অপিবঃ শোণিতং সংখ্যে দুঃশাসনশরীরজম্ ॥ ১৩
সদ্ভির্বিগর্হিতং ঘোরমনার্য্যজনসেবিতম্।
ক্রূরং কর্মাকৃথাস্তস্মাত্তদযুক্তং বৃকোদর ॥ ১৪

ভীমসেন উবাচ।

অন্যস্যাপি ন পাতব্যং রুধিরং কিং পুনঃ স্বকম্।
যথৈবাত্মা তথা ভ্রাতা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥ ১৫
রুধিরং ন ব্যতিক্রামদ্ দন্তোষ্ঠং মেঽম্ব মা শুচঃ।
বৈবস্বতস্তু তদ্ বেদ হস্তৌ মে রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ১৬
হতাশ্বং নকুলং দৃষ্ট্বা বৃষসেনেন সংযুগে।
ভ্রাতৄণাং সম্প্রহৃষ্টানাং ত্রাসঃ সংজনিতো ময়া ॥ ১৭
কেশপক্ষপরামর্শে দ্রৌপদ্যা দ্যূতকারিতে।
ক্রোধাদ্ যদব্রুবং চাহং তচ্চ মে হৃদি বর্ততে ॥১৮
ক্ষত্রধর্মাচ্চ্যুতো রাজ্ঞি ভবেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রতিজ্ঞাং তামনিস্তীর্য্য ততস্তৎ কৃতবানহম্ ॥ ১৯
ন মামর্হসি গান্ধারি দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।
অনিগৃহ্য পুরা পুত্রানস্মাস্বনপকারিষু।
অধুনা কিং নু দোষেণ পরিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ২০

গান্ধার্য্যুবাচ

বৃদ্ধস্যাস্য শতং পুত্রান্ নিঘ্নংস্ত্বমপরাজিতঃ।
কস্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ যেনাল্পমপরাধিতম্ ॥ ২১
সন্তানমাবয়োস্তাত বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ।
কথমন্ধদ্বয়স্যাস্য যষ্টিরেকা ন বর্জিতা ॥ ২২

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার পুত্রের এরূপ প্রশংসা করিতেছ; সেইজন্য এই বধ তাহার হয় নাই (সে নিজ যশোময় শরীরে অমর হইয়াছে) এবং আমার সম্মুখে তুমি যাহা কিছু বলিলে, সেই সমস্ত অপরাধ দুর্য্যোধন অবশ্যই করিয়াছিল ॥ ১২

ভারত! কিন্তু বৃষসেন যখন নকুলের অশ্বদিগকে বধ করত তাহাকে রথহীন করিয়া দিয়াছিল, সেই সময় তুমি দুঃশাসনকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া তাহার যে রক্ত পান করিয়াছিলে, উহা সৎপুরুষগণের দ্বারা নিন্দিত এবং নীচ পুরুষদের দ্বারা সেবিত অতিশয় ভয়ঙ্কর ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য। বৃকোদর! তুমি সেই ক্রূর কার্য্য করিয়াছ, সেইজন্য তোমার দ্বারা অত্যন্ত অযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১৩-১৪

ভীমসেন বলিলেন,—মাতঃ! যে স্থলে অন্যেরও শোণিত পান করা উচিত নহে; সেস্থলে নিজের শোণিত কিভাবে পান করা যাইতে পারে? যেরূপ নিজের শরীর, সেইরূপ ভ্রাতারও শরীর। নিজের ও ভ্রাতার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই ॥ ১৫

মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। সেই শোণিত আমার দন্তসকল ও ওষ্ঠদ্বয় অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে নাই। এই বিষয় সূর্য্যপুত্র যমরাজ জানেন এবং কেবল আমার দুই হস্তই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৬

যুদ্ধে বৃষসেনের দ্বারা নকুলের অশ্বগণকে নিহত হইতে দেখিয়া দুঃশাসনের সকল ভ্রাতারা যে হর্ষে উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সেরূপ করিয়া আমি তাহাদের মনে কেবল ভয় উৎপন্ন করিয়াছিলাম ॥ ১৭

দ্যূতক্রীড়ার সময় যখন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করা হইয়াছিল, সেই সময় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহার স্মরণ আমার হৃদয়ে সব সময় জাগরুক ছিল ॥ ১৮

মহারাণী! যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে চিরকালের জন্য ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইত; সেইজন্য আমি এই কার্য্য করিয়াছি ॥ ১৯

মাতা গান্ধারি! আপনার আমার উপর দোষের আশঙ্কা করা উচিত নহে। পূর্ব্বে যখন আমরা কোন অপরাধ না করিলেও আপনার পুত্রগণ আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের কোনরূপ নিবৃত্ত করেন নাই; পুনরায় এই সময় আপনি কেন আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? ২০

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—পুত্র! তুমি অপরাজিত বীর। তুমি এই বৃদ্ধ মহারাজের শত পুত্রকে বধ করিবার সময় অল্প অপরাধকারী যে কোন একজনকে কেন জীবিত পরিত্যাগ কর নাই? ২১

বৎস! আমরা উভয়েই বৃদ্ধ। আমাদের রাজ্যও তোমরা কাড়িয়া লইয়াছ। এরূপ অবস্থায় আমাদের একটি মাত্র সন্তানকে অন্ধের যষ্টির ন্যায় তুমি কেন জীবিত পরিত্যাগ কর নাই? ২২

শেষে হ্যবস্থিতে তাত পুত্রাণামন্তকে ত্বয়ি।
ন মে দুঃখং ভবেদেতদ্ যদি ত্বং ধর্মমাচরেঃ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু গান্ধারী যুধিষ্ঠিরমপৃচ্ছত।
ক্ব স রাজেতি সক্রোধা পুত্র-পৌত্রবধার্দিতা ॥ ২৪
তমভ্যগচ্ছদ্ রাজেন্দ্রো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
যুধিষ্ঠিরস্ত্বিদং তত্র মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৫
পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ।
শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্ ॥ ২৬
ন হি মে জীবিতেনার্থো ন রাজ্যেন ধনেন বা।
তাদৃশান্ সুহৃদো হত্বা মূঢ়স্যাস্য সুহৃদ্দ্রুহঃ ॥ ২৭
তমেবংবাদিনং ভীতং সন্নিকর্ষগতং তদা।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ গান্ধারী নিঃশ্বাসপরমা ভৃশম্ ॥ ২৮
তস্যাবনতদেহস্য পাদয়োর্নিপতিষ্যতঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য নৃপতের্ধর্মজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনী ॥২৯
অঙ্গুল্যগ্রাণি দদৃশে দেবী পট্টান্তরেণ সা।
ততঃ স কুনখীভূতো দর্শনীয়নখো নৃপঃ ॥ ৩০
তং দৃষ্ট্বা চার্জুনোঽগচ্ছদ্ বাসুদেবস্য পৃষ্ঠতঃ।
এবং সঞ্চেষ্টমানাংস্তানিতশ্চেতশ্চ ভারত ॥ ৩১
গান্ধারী বিগতক্রোধা সান্ত্বয়ামাস মাতৃবৎ।
তয়া তে সমনুজ্ঞাতা মাতরং বীরমাতরম্ ॥ ৩২
অভ্যগচ্ছন্ত সহিতাঃ পৃথাং পৃথুলবক্ষসঃ।
চিরস্য দৃষ্ট্বা পুত্রান্ সা পুত্রাধিভিরভিপ্লুতা ॥ ৩৩
বাষ্পমাহারয়দ্ দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্।
ততো বাষ্পং সমুৎসৃজ্য সহ পুত্রৈস্তদা পৃথা ॥ ৩৪
অপশ্যদেতান্ শস্ত্রৌঘৈর্বহুধা ক্ষতবিক্ষতান্।
সা তানেকৈকশঃ পুত্রান্ সংস্পৃশন্তী পুনঃ পুনঃ। ৩৫

পুত্র! তুমি আমার সমস্ত পুত্রগণের পক্ষে যমস্বরূপ হইয়াছ। যদি তুমি ধর্ম্মের আচরণ করিতে এবং আমার যে কোন একটিও পুত্রকে অবশিষ্ট রাখিতে, তবে আমার এত দুঃখ হইত না ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র ও পৌত্রগণের বধে পীড়িতা গান্ধারীদেবী কুপিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির? ২৪

ইহা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে আসিলেন এবং মধুর ভাষায় বলিলেন,—দেবি! আপনার পুত্রগণের সংহারকারী ক্রূরকর্ম্মা এই আমি যুধিষ্ঠির। পৃথিবীর রাজগণের বিনাশের হেতুও আমি, সেইজন্য আমি শাপের যোগ্য। আপনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন ॥ ২৫-২৬

আমি সুহৃদ্দ্রোহী ও অবিবেকী। আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্-গণকে বধ করিয়া এখন আমার রাজ্য, জীবন অথবা ধনের কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ২৭

যখন নিকটে আসিয়া ভীত রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন, তখন গান্ধারীদেবী অতিশয় শব্দ সহকারে শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিলেন। মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৮

রাজা যুধিষ্ঠির স্ব-দেহকে নত করিয়া গান্ধারীদেবীর পদদ্বয়ে পতিত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। ঠিক এই সময়েই ধর্ম্মজ্ঞা দূরদর্শিনী দেবী গান্ধারী পট্টের (চক্ষুবন্ধনবস্ত্র; পতি ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারীদেবীও নিজের চক্ষুদ্বয় সব সময় বাঁধিয়া রাখিতেন।) মধ্য হইতেই রাজা যুধিষ্ঠির পদযুগলের অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগ দেখিতে পাইলেন। ইহাতেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নখসকল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার নখসকল অতিশয় সুন্দর ও দর্শনীয় ছিল ॥ ২৯-৩০

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে যাইয়া লুকাইয়া পড়িলেন। ভারত! তাঁহাদিগকে এইভাবে এদিক্ ওদিকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর ক্রোধ শান্ত হইয়া যাইল এবং তিনি তাঁহাদের সকলকে তখন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ৩১½

তারপর তাঁহারা আজ্ঞা লইয়া দীর্ঘ ও আয়ত বক্ষবিশিষ্ট পাণ্ডবগণ একত্রে বীরজননী মাতা কুন্তীদেবীর নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩২½

কুন্তীদেবী দীর্ঘকাল পরে নিজের পুত্রগণকে দেখিয়া তাঁহাদের কষ্টের কথা স্মরণ করত করুণায় আপ্লুত হইয়া উঠিলেন এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩½

পুত্রগণের সহিত অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি বারংবার তাঁহাদের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেহ তখন অস্ত্রসকলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল ॥ ৩৪½

পুনঃ পুনঃ পুত্রগণের শরীরের উপর নানাভাবে হস্ত দিয়া

অন্বশোচত দুঃখার্তা দ্রৌপদীঞ্চ হৃতাত্মজাম্।
রুদতীমথ পাঞ্চালীং দদর্শ পতিতাং ভুবি ॥ ৩৬

দ্রৌপদ্যুবাচ।

আর্য্যে পৌত্রাঃ ক্ব তে সর্বে সৌভদ্রসহিতা গতাঃ।
ন ত্বাং তেঽভ্যাভিগচ্ছন্তি চিরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনীম্ ॥৩৭
কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।
তাং সমাশ্বাসয়ামাস পৃথা পৃথুললোচনা ॥ ৩৮
উত্থাপ্য যাজ্ঞসেনীং তু রুদতীং শোককর্শিতাম্।
তয়ৈব সহিতা চাপি পুত্রৈরনুগতা নৃপ ॥ ৩৯
অভ্যগচ্ছত গান্ধারীমার্তামার্ততরা স্বয়ম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তামুবাচাথ গান্ধারী সহ বধ্বা যশস্বিনীম্ ॥ ৪০
মৈবং পুত্রীতি শোকার্তা পশ্য মামপি দুঃখিতাম্।
মন্যে লোকবিনাশোঽয়ং কালপর্য্যায়নোদিতঃ ॥ ৪১
অবশ্যভাবী সম্প্রাপ্তঃ স্বভাবাল্লোমহর্ষণঃ।
ইদং তৎ সমনুপ্রাপ্তং বিদুরস্য বচো মহৎ ॥ ৪২
অসিদ্ধানুনয়ে কৃষ্ণে যদুবাচ মহামতিঃ।
তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ব্যতীতে চ বিশেষতঃ ॥ ৪৩
মা শুচো ন হি শোচ্যাস্তে সংগ্রামে নিধনং গতাঃ।
যথৈবাহং তথৈব ত্বং কো নাবাশ্বাসয়িষ্যতি।
মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি পৃথাপুত্রদর্শনে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

স্মরণ করিতে করিতে কুন্তীদেবী দুঃখে আর্ত্ত হইয়া যাহার সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে, সেই দ্রৌপদীর জন্য শোক করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি দেখিলেন কি যে দ্রৌপদী নিকটেই ভূতলে পতিতা রহিয়াছেন ॥ ৩৫-৩৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—আর্য্যে! অভিমন্যুসহ আপনার সকল পৌত্রগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে? তাহারা দীর্ঘকাল পরে তপস্বিনী দেবী আপনাকে দেখিয়া আপনার নিকটে আসিতেছে না কেন? নিজের পুত্রগণকে হারাইয়া এখন এই রাজ্যে আমাদের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে? ৩৭½

নৃপ! বিশাললোচনা কুন্তীদেবী শোকে কাতরা হইয়া ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে উঠাইয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং তাঁহার সহিতই নিজেও অত্যন্ত শোকার্ত্তা হইয়া গান্ধারীদেবীর নিকট গমন করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গান্ধারীদেবী বধূ দ্রৌপদীসহ যশস্বিনী কুন্তদেবীকে বলিলেন,—পুত্রি! এভাবে শোকে আকুল হইও না। দেখ, আমিও ত' দুঃখে নিমগ্না রহিয়াছি। আমি বুঝিতেছি যে, সময়েরই বৈপরীত্যে প্রেরিত হইয়া এই সমগ্র জগতের বিনাশ হইয়াছে, যাহা স্বভাবতই রোমাঞ্চকর। এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেইজন্য উহা সংঘটিত হইয়াছে। যখন সন্ধি স্থাপন করাইবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় সফল হইল না, তখন অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদুর যে মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল, তদনুসারেই এই সব কিছু সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪০-৪২½

যখন এই বিনাশ কোনরূপেই পরিহার করা সম্ভব হইল না, বিশেষতঃ যখন সব কিছু সংঘটিত হইয়া সমাপ্ত হইল, তখন আর তোমাদের শোক করা উচিত নহে। সেই সব বীর সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, অতএব তাহারা শোকের যোগ্য নয়। আজ যেরূপ আমি, সেইরূপ তুমিও। আমাদের উভয়কে কে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ কুল ধ্বংস হইয়া যাইল ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে কুন্তীদেবীর স্বীয় পুত্রগণের দর্শনবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব।)

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসবরদানেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নয়া গান্ধার্য্যা যুদ্ধস্থলে নিহত-যোধানাং দর্শনম্, রোদনপরায়ণা বধূর্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা বিলাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু গান্ধারী কুরূণামবকর্তনম্।
অপশ্যত্তত্র তিষ্ঠন্তী সর্বং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১
পতিব্রতা মহাভাগা সমানব্রতচারিণী।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা সততং সত্যবাদিনী ॥ ২
বরদানেন কৃষ্ণস্য মহর্ষেঃ পুণ্যকর্মণঃ।
দিব্যজ্ঞানবলোপেতা বিবিধং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৩
দদর্শ সা বুদ্ধিমতী দূরাদপি যথান্তিকে।
রণাজিরং নৃবীরাণামদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪
অস্থিকেশবসাকীর্ণং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্।
শরীরৈর্বহুসাহস্রৈর্বিনিকীর্ণং সমন্ততঃ ॥ ৫
গজাশ্বরথযোধানামাবৃতং রুধিরাবিলৈঃ।
শরীরৈরশিরস্কৈশ্চ বিদেহৈশ্চ শিরোগণৈঃ ॥ ৬
গজাশ্বনরনারীণাং নিঃস্বনৈরভিসংবৃতম্।
শৃগালবককাকোলকঙ্ককাকনিষেবিতম্ ॥ ৭
রক্ষসাং পুরুষাদানাং মোদনং কুররাকুলম্।
অশিবাভিঃ শিবাভিশ্চ নাদিতং গৃধ্রসেবিতম্ ॥ ৮
ততো ব্যাসাভ্যনুজ্ঞাতো ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
পাণ্ডুপুত্রাশ্চ তে সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৯
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য হতবন্ধুঞ্চ পার্থিবম্।
কুরুস্ত্রিয়ঃ সমাসাদ্য জগ্মুরায়োধনং প্রতি ॥ ১০
সমাসাদ্য কুরুক্ষেত্রং তাঃ স্ত্রিয়ো নিহতেশ্বরাঃ।
অপশ্যন্ত হতাংস্তত্র পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পতীন্ ॥ ১১
ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যমাণান্ বৈ গোমায়ু-বল-বায়সৈঃ।
ভূতৈঃ পিশাচৈ রক্ষোভির্বিবিধৈশ্চ নিশাচরৈঃ ॥ ১২

(স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব)

ষোড়শ অধ্যায়।

[বেদব্যাসের বরদানে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না গান্ধারী কর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত যোদ্ধাগণের দর্শন এবং রোদনপরায়ণা বধূগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া গান্ধারীদেবী সেই স্থানেই থাকিয়া স্বীয় দিব্য দৃষ্টির দ্বারা কৌরবগণের সেই সমগ্র বিনাশস্থল দর্শন করিলেন ॥ ১

গান্ধারীদেবী অতিশয় পতিব্রতা, পরম সৌভাগ্যবতী, পতিসদৃশ ব্রতপালনকারিণী, উগ্র তপস্যাযুক্তা এবং সদা সত্যভাষিণী ছিলেন ॥ ২

পুণ্যাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের বরদানে তিনি দিব্যজ্ঞান-বলসম্পন্না হইয়াছিলেন। অতএব রণভূমির দৃশ্য দেখিয়া তিনি নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

বুদ্ধিমতী গান্ধারীদেবী নরনারীগণের সেই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চজনক সমরাঙ্গণকে সেইভাবে দূর হইতেই দর্শন করিলেন, যেরূপ নিকটে থাকিয়াই দর্শন করা যায় ॥ ৪

সেই রণক্ষেত্র অস্থি, কেশ; চর্ব্বীসমূহে পূর্ণ ছিল, রক্তের প্রবাহে আপ্লুত ছিল এবং কয়েক হাজর মৃতদেহ সেখানে চারিদিকে পতিত ছিল ॥ ৫

গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের রক্তে মলিন মস্তকহীন অগণিত মৃতদেহ এবং দেহহীন অসংখ্য মস্তকে সেই রণভূমি আবৃত ছিল ॥ ৬

হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও স্ত্রীগণের আর্ত্তনাদে এই সমগ্র রণস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। শৃগাল, বক, দাঁড়কাক, হাড়গিলা ও কাকসকলে এই রণভূমি পূর্ণ ছিল ॥ ৭

এই স্থান নরভক্ষী রাক্ষসগণের আনন্দদায়ক ছিল। এখানে চারিদিকেই কুকুর ও পক্ষিসকলে পূর্ণ ছিল। অমঙ্গলময়ী শিবাগণ নিজ নিজ শব্দ করিতেছিল এবং গৃধ্রদল চারিদিকেই বিচরণ করিতেছিল ॥৮

সেই সময় ভগবান্ বেদব্যাসের আজ্ঞা পাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণ রণভূমির দিকে গমন করিলেন। ৯

যাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহিত হইয়াছে, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া কুরুকুলের স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সকলে যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। ১০

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সেই অনাথ স্ত্রীগণ সেখানে নিহত নিজ নিজ পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও পতিসকলের দেহসমূহ দেখিতে পাইলেন। যে সকল দেহ তখন মাংসভক্ষী জীব-জন্তু, শৃগাল, দ্রোণকাক, কাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস ও নানাপ্রকার নিশাচরগণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতেছিল ॥ ১১-১২

রুদ্রাক্রীড়নিভং দৃষ্ট্বা তদা বিশসনং স্ত্রিয়ঃ ।
মহার্হেভ্যোঽথ যানেভ্যো বিক্রোশন্ত্যো নিপেতিরে ॥১৩
অদৃষ্টপূর্ব্বং পশ্যন্ত্যো দুঃখার্তা ভরতস্ত্রিয়ঃ ।
শরীরেষ্বস্খলন্নন্যাঃ পতন্ত্যশ্চাপরা ভুবি ॥ ১৪
শ্রান্তানাং চাপ্যনাথানাং নাসীৎ কাচন চেতনা
পাঞ্চালকুরুযোষাণাং কৃপণং তদভূন্মহৎ ॥ ১৫
দুঃখোপহতচিত্তাভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ।
দৃষ্ট্বায়োধনমত্যুগ্রং ধর্মজ্ঞা সুবলাত্মজা ॥ ১৬
ততঃ সা পুণ্ডরীকাক্ষমামন্ত্র্য পুরুষোত্তমম্ ।
কুরূণাং বৈশসং দৃষ্ট্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭
পশ্যৈতাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ স্নুষা মে নিহতেশ্বরাঃ ।
প্রকীর্ণকেশাঃ ক্রোশন্তীঃ কুররীরিব মাধব ॥ ১৮
অমূস্ত্বভিসমাগম্য স্মরন্ত্যো ভর্তৃজান্ গুণান্ ।
পৃথগেবাভ্যধাবন্ত্যঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পতীন্ ॥১৯

রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থলসদৃশ সেই রণভূমিকে দর্শন করিয়া সেই স্ত্রীগণ নিজ নিজ বহুমূল্য রথ হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে নিম্নে পতিত হইলেন (অথবা ভূমিতে নামিলেন) ॥ ১৩

যাহাকে কখনও পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, এরূপ সেই অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করত দুঃখে আতুর ভরতকুলের কিছু স্ত্রী মৃত দেহের উপর পতিত হইলেন এবং বহু স্ত্রী ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪

এই সব পরিশ্রান্তা ও অনাথা পাঞ্চাল এবং কৌরবগণের স্ত্রীবর্গের সেখানে তখন কোন চেতনাই ছিল না। এই সময় তাঁহাদের অতিশয় দয়নীয় অবস্থা হইয়াছিল ॥ ১৫

দুঃখে ব্যাকুলচিত্তা যুবতীগণের করুণ ক্রন্দনে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থল সর্ব্বদিকে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধর্মজ্ঞা সুবলনন্দিনী গান্ধারীদেবী কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধিত করিয়া কৌরবগণের সেই বিনাশের উপর দৃষ্টিপাত করত এই কথা বলিলেন ॥ ১৬-১৭

কমলনয়ন মাধব! আমার এই বিধবা পুত্রবধূদিগের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ইহারা কেশ উন্মুক্ত করিয়া কুররী-পক্ষীদের ন্যায় বিলাপ করিতেছে ॥ ১৮

ইহারা নিজ নিজ পতির গুণসমূহের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহাদের মৃতদেহের পার্শ্বে গমন করিতেছে এবং পতি, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের শরীরের দিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধাবিত হইতেছে ॥ ১৯

বীরসূভির্মহারাজ হতপুত্রাভিরাবৃতম্ ।
ক্বচিচ্চ বীরপত্নীভির্হতবীরাভিরাবৃতম্ ॥ ২০
শোভিতং পুরুষব্যাঘ্রৈঃ কর্ণ-ভীষ্মাভিমন্যুভিঃ ।
দ্রোণ-দ্রুপদ-শল্যৈশ্চ জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ ॥ ২১
কাঞ্চনৈঃ কবচৈর্নিষ্কৈর্মণিভিশ্চ মহাত্মনাম্ ।
অঙ্গদৈর্হস্তকেয়ূরৈঃ স্রগ্‌ভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ২২
বীরবাহুবিসৃষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ পরিঘৈরপি ।
খড়্গৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সশরৈশ্চ শরাসনৈঃ ॥ ২৩
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈর্মুদিতৈস্তিষ্ঠদ্ভিঃ সহিতৈঃ ক্বচিৎ ।
ক্বচিদাক্রীড়মানৈশ্চ শয়ানৈশ্চাপরৈঃ ক্বচিৎ ॥ ২৪
এতদেবংবিধং বীরং সম্পশ্যায়োধনং বিভো ।
পশ্যমানা হি দহ্যামি শোকেনাহং জনার্দন ॥ ২৫
পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ বিনাশে মধুসূদন ।
পঞ্চানাপি ভূতানামহং বধমচিন্তয়ম্ ॥ ২৬

মহারাজ! কোথাও যাঁহাদের পুত্র নিহত হইয়াছেন, সেই বীরপ্রসবিনী মাতারা এবং কোথাও যাঁহাদের পতি বিনষ্ট হইয়াছেন, সেই বীরপত্নীগণের দ্বারা যুদ্ধস্থল আবৃত হইয়া পড়িল ॥ ২০

পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী কর্ণ, ভীষ্ম, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্যের ন্যায় বীরগণের দ্বারা এই রণভূমি সুশোভিত ॥ ২১

এই মহাত্মা বীরগণের সুবর্ণময় কবচ, নিষ্ক (পদক), মণি, অঙ্গদ, কেয়ুর, ও হারসকলে সমরাঙ্গণ বিভূষিত দেখাইতেছে ॥ ২২

কোথাও বীরগণের বাহুসকলের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বহু শক্তি পতিত আছে। কোথাও পরিঘ, নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং বাণসহ বহু ধনু পতিত রহিয়াছে। কোথাও দলে দলে মাংসভক্ষী জীবজন্তু আনন্দমগ্ন হইয়া একত্রে দণ্ডায়মান আছে, কোথাও ইহারা খেলা করিতেছে এবং কোথাও অন্যান্য জন্তুরা শুইয়া আছে। বীর! প্রভো! এইরূপে এই সব জীব-জন্তুগণে পরিপূর্ণ এই যুদ্ধস্থল পরিদর্শন কর। জনার্দ্দন! আমি ত' ইহা দেখিয়া শোকে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি ॥ ২৩-২৫

মধুসূদন! এই পাঞ্চাল ও কৌরব বীরগণ নিহত হওয়ায় আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, পঞ্চভূতসকলেরই বিনাশ হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬

তান্ সুপর্ণাশ্চ গৃধ্রাশ্চ কর্ষয়ন্ত্যসৃগুক্ষিতাঃ।
বিগৃহ্য চরণৈর্গৃধ্রা ভক্ষয়ন্তি সহস্রশঃ॥ ২৭
জয়দ্রথস্য কর্ণস্য তথৈব দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
অভিমন্যোর্বিনাশঞ্চ কশ্চিন্তয়িতুমর্হতি॥ ২৮
অবধ্যকল্পান্ নিহতান্ গতসত্ত্বানচেতসঃ।
গৃধ্র-কঙ্ক-বট-শ্যেন-শ্ব শৃগালাদনীকৃতান্॥ ২৯
অমর্ষবশমাপন্নান্ দুর্য্যোধনবশে স্থিতান্।
পশ্যেমান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ সংশান্তান্ পাবকানিব॥ ৩০
শয়ানা যে পুরা সর্বে মৃদূনি শয়নানি চ।
বিপন্নাস্তেঽদ্য বসুধাং বিবৃতামধিশেরতে॥ ৩১
বন্দিভিঃ সততং কালে স্তবৈস্তৈরভিনন্দিতাঃ।
শিবানামশিবা ঘোরাঃ শৃণ্বন্তি বিবিধা গিরঃ॥ ৩২
যে পুরা শেরতে বীরাঃ শয়নেষু যশস্বিনঃ।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গাস্তেঽদ্য পাংশুষু শেরতে॥ ৩৩

তেষামাভরণান্যেতে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ।
আক্ষিপন্তি শিবা ঘোরা বিনদন্ত্যঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৩৪
বাণান্ বিনিশিতান্ পীতান্ নিস্ত্রিংশান্ বিমলা গদাঃ।
যুদ্ধাভিমানিনঃ সর্বে জীবন্ত ইব বিভ্রতি॥ ৩৫
সুরূপবর্ণা বহবঃ ক্রব্যাদৈরবঘট্টিতাঃ।
ঋষভপ্রতিরূপাশ্চ শেরতে হরিতস্রজঃ॥ ৩৬
অপরে পুনরালিঙ্গ্য গদাঃ পরিঘবাহবঃ।
শেরতেঽভিমুখাঃ শূরা দয়িতা ইব যোষিতঃ॥ ৩৭
বিভ্রতঃ কবচান্যন্যে বিমলান্যায়ুধানি চ।
ন ধর্ষয়ন্তি ক্রব্যাদা জীবন্তীতি জনার্দন॥ ৩৮
ক্রব্যাদৈঃ কৃষ্যমাণানামপরেষাং মহাত্মনাম্।
শাতকৌম্ভ্যঃ স্রজশ্চিত্রা বিপ্রকীর্ণাঃ সমন্ততঃ॥ ৩৯
এতে গোমায়বো ভীমা নিহতানাং যশস্বিনাম্।
কণ্ঠান্তরগতান্ হারানাক্ষিপন্তি সহস্রশঃ॥ ৪০

এই বীরগণকে রক্তে পরিপ্লুত গরুড় ও গৃধ্র পক্ষিগণ এদিক্ ওদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র গৃধ্র ইহাদের পদসকল ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছে॥ ২৭

এই যুদ্ধে জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং অভিমন্যুর ন্যায় বীরগণ বিনষ্ট হইবেন, ইহা কে চিন্তা করিয়াছিল? ২৮

যাহারা অবধ্য বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে এবং অচৈতন্য ও প্রাণহীন হইয়া এস্থানে পতিত আছে। গৃধ্র, কঙ্ক, বট, শ্যেন, কুকুর ও শৃগালগণ তাহাদিগকে আহারে পরিণত করিয়াছে॥ ২৯

দুর্য্যোধনের অধীনে থাকিয়া এই অমর্ষ বশীভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় শান্ত হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর॥ ৩০

যাহারা পূর্ব্বে কোমল শয্যায় শয়ন করিত, তাহারা সকলে এখন নিহত হইয়া আস্তরণহীন কেবল ভূমিতে শয়ন করিয়া আছে॥ ৩১

যাঁহাদের সর্ব্বদাই যথাসময়ে স্তুতিপাঠক বন্দীরা নিজ নিজ বাক্যসমূহের দ্বারা আনন্দিত করিত, তাঁহারাই আজ শিবাগণের অমঙ্গলময় ভয়ঙ্কর নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিতেছেন॥ ৩২

এই সব যশস্বী বীর পূর্ব্বে নিজ নিজ দেহে চন্দন ও অগুরু লেপন করত সুখদায়িনী শয্যায় শয়ন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা এখন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন॥ ৩৩

তাঁহাদের আভরণসকল এই গৃধ্র, শৃগাল, কাক ও ভয়ানক শিবাগণ বারংবার চীৎকার করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে নিক্ষেপ করিতেছে॥ ৩৪

এই সব যুদ্ধাভিমানী বীরগণ জীবিত পুরুষগণের ন্যায় এই সময়েও তীক্ষ্ণ বাণ, পীতবর্ণের তরবারি ও নির্ম্মল গদা হস্তে ধারণ করিয়া আছেন॥ ৩৫

সুন্দর রূপ ও কান্তিবিশিষ্ট, বৃষের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট এবং হরিতবর্ণের হার পরিধানকারী বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেস্থানে শয়ন করিয়া আছেন ও মাংসভক্ষী জন্তুরা ইঁহাদের পরিবর্ত্তিত করিতেছে॥ ৩৬

পরিঘতুল্য স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট অপর বীরগণ প্রেয়সী যুবতীর ন্যায় গদাসকলকে আলিঙ্গন করত সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন॥ ৩৭

জনার্দ্দন! বহুসংখ্যক যোদ্ধা নির্ম্মল কবচ ও অস্ত্রসকল ধারণ করিয়া আছেন। সেইজন্য ইঁহাদের দেখিয়া জীবিত মনে করত মাংসভক্ষী জন্তুরা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিতেছে না॥ ৩৮

অপর মহাত্মা বীরগণকে মাংসাহারী জীবসকল এদিক্ ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যাহার ফলে স্বর্ণনির্ম্মিত ইহাদের বিচিত্র মালাসমূহ চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে॥ ৩৯

এস্থানে নিহত যশস্বী বীরগণের কণ্ঠ মধ্যে স্থিত হারসমূহ এই সহস্র সহস্র ভয়ানক গৃধ্রগণ আকর্ষণ করিতেছে॥ ৪০

সর্ব্বেম্বপররাত্রেষু যানানন্দন্ত বন্দিনঃ।
স্তুতিভিশ্চ পরার্ধ্যাভিরুপচারৈশ্চ শিক্ষিতাঃ॥ ৪১
তানিমাঃ পরিদেবন্তি দুঃখার্তাঃ পরমাঙ্গনাঃ।
কৃপণং বৃষ্ণিশার্দূল দুঃখ-শোকার্দিতা ভৃশম্॥ ৪২
রক্তোৎপলবনানীব বিভান্তি রুচিরাণি চ।
মুখানি পরমস্ত্রীণাং পরিশুষ্কাণি কেশব॥ ৪৩
রুদিতাদ্ বিরতা হ্যেতা ধ্যায়ন্ত্যঃ সপরিচ্ছদাঃ।
কুরুস্ত্রিয়োঽভিগচ্ছন্তি তেন তেনৈব দুঃখিতাঃ॥ ৪৪
এতান্যাদিত্যবর্ণানি তপনীয়নিভানি চ।
রোষরোদনতাম্রাণি বক্ত্রাণি কুরুযোষিতাম্॥ ৪৫
শ্যামানাং বরবর্ণানাং গৌরীণামেকবাসসাম্।
দুর্য্যোধনবরস্ত্রীণাং পশ্য বৃন্দানি কেশব॥ ৪৬
আসামপরিপূর্ণার্থং নিশম্য পরিদেবিতম্।
ইতরেতরসংক্রন্দান্ন বিজানন্তি যোষিতঃ॥ ৪৭
এতা দীর্ঘমিবোচ্ছ্বস্য বিক্রুশ্য চ বিলপ্য চ।
বিস্পন্দমানা দুঃখেন বীরা জহতি জীবিতম্॥ ৪৮
বহ্ব্যো দৃষ্ট্বা শরীরাণি ক্রোশন্তি বিলপন্তি চ।
পাণিভিশ্চাপরা ঘ্নন্তি শিরাংসি মৃদুপাণয়ঃ॥ ৪৯
শিরোভিঃ পতিতৈর্হস্তৈঃ সর্বাঙ্গৈর্যূথশঃ কৃতৈঃ।
ইতরেতরসম্পৃক্তৈরাকীর্ণা ভাতি মেদিনী॥ ৫০
বিশিরস্কানথো কায়ান্ দৃষ্ট্বা হ্যেতাননিন্দিতান্।
মুহ্যন্ত্যনুগতা নার্য্যো বিদেহানি শিরাংসি চ॥ ৫১
শিরঃ কায়েন সন্ধায় প্রেক্ষমাণা বিচেতসঃ।
অপশ্যন্ত্যোঽপরং তত্র নেদমস্যেতি দুঃখিতাঃ॥ ৫২
বাহূরুচরণানন্যান্ বিশিখোন্মথিতান্ পৃথক্।
সন্দধত্যোঽসুখাবিষ্টা মূর্চ্ছন্ত্যেতাঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৫৩
উৎকৃত্তশিরসশ্চান্যান্ বিজগ্ধান্ মৃগ-পক্ষিভিঃ।
দৃষ্ট্বা কাশ্চিন্ন জানন্তি ভর্ত্তৄন্ ভরতযোষিতঃ॥ ৫৪

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! প্রায় প্রত্যেক রাত্রির শেষ প্রহরে সুশিক্ষিত বন্দীগণ উত্তম স্তুতি ও উপচারসকলের দ্বারা যাঁহাদিগকে আনন্দিত করিত, তাঁহাদিগকেরই পার্শ্বে আজ এই দুঃখ ও শোকে অত্যন্ত পীড়িত সুন্দরী যুবতীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতেছে॥ ৪১-৪২

কেশব! এই সুন্দরীগণের শুষ্ক সুন্দর মুখ সকল রক্তবর্ণের পদ্মসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৪৩

এই সব কুরুকুলের স্ত্রীগণ ক্রন্দন বন্ধ করত স্বজনসকলের চিন্তা করিতে করিতে পরিজনবৃন্দের সহিত তাহাদের অন্বেষণে গমন করিতেছে এবং দুঃখিতা হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইতেছে॥ ৪৪

কৌরববংশের এই যুবতীগণের সূর্য্য ও সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ মুখসকল রোষ ও রোদনের দ্বারা তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে॥ ৪৫

কেশব! দুর্য্যোধনের সুন্দর কান্তিসম্পন্না, একবস্ত্রপরিহিতা এবং শ্যাম ও গৌরবর্ণা এই সুন্দরী স্ত্রীগণের দলকে অবলোকন কর॥ ৪৬

পরস্পরের রোদনধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ায় ইহাদের বিলাপের অর্থ পূর্ণভাবে বুঝা যাইতেছে না। ইহা শ্রবণ করত অন্য স্ত্রীগণও কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না॥ ৪৭

এই সব বীরবনিতাগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বজনদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকিয়া দুঃখে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে॥ ৪৮

বহু স্ত্রী স্বজনগণের মৃতদেহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং বিলাপ করিতে থাকিল। কোমলহস্তা বহু রমণী নিজ নিজ হস্তের দ্বারা মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল॥ ৪৯

ছিন্ন হইয়া পতিত মস্তক, হস্ত ও সম্পূর্ণ অঙ্গসকলের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বহু রাশি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সমস্তই একের উপরে এক এইভাবে পতিত ছিল। ইহাদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আবৃত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে॥ ৫০

মস্তকহীন সুন্দর দেহ ও দেহহীন মস্তকসকল দেখিয়া এই সব অনুগামিনী স্ত্রীগণ যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে॥ ৫১

যেন অচৈতন্যা বহু স্ত্রী স্বজনবর্গকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোন এক মস্তককে নিকটবর্ত্তী দেহের সহিত সংযোগ করিয়া দেখিতে লাগিল এবং যখন এই মস্তক ইহাতে সংযুক্ত হইল না ও অপর কোন মস্তক নিকটে দেখিতে পাওয়া যাইল না, তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—ইহা ত' তাঁহার মস্তক নহে॥ ৫২

অহো! বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পতিত বাহু, জঙ্ঘা ও পদসকল যোজনা করিতে করিতে এই সব দুঃখিতা অবলাগণ বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে॥ ৫৩

বহু মৃতদেহের মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বহুকে আবার মাংস-ভক্ষী পশুরা ও পক্ষীরা ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব ইহাদের

পাণিভিশ্চাপরা ঘ্নন্তি শিরাংসি মধুসূদন।
প্রেক্ষ্য ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পুত্রান্ পতীংশ্চ নিহতান্ পরৈঃ।৫৫
বাহুভিশ্চ সগড়্গৈশ্চ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
অগম্যকল্পা পৃথিবী মাংসশোণিতকর্দমা ।। ৫৬
ন দুঃখেষূচিতাঃ পূর্বং দুঃখং গাহন্ত্যনিন্দিতাঃ।
ভ্রাতৃভিঃ পতিভিঃ পুত্রৈরুপাকীর্ণা বসুন্ধরা ॥ ৫৭
যূথানীব কিশোরীণাং সুকেশীনাং জনার্দন।
স্নুষাণাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পশ্য বৃন্দান্যনেকশঃ ॥ ৫৮
ইতো দুঃখতরং কিং নু কেশব প্রতিভাতি মে।
যদিমাঃ কুর্বতে সর্বা রবমুচ্চাবচং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫৯
নূনমাচরিতং পাপং ময়া পূর্বেষু জন্মসু।
যা পশ্যামি হতান্ পুত্রান্ পৌত্রান্ ভ্রাতৄংশ্চ মাধব ॥৬০
এবমার্তা বিলপতী সমাভাষ্য জনার্দনম্।
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা দদর্শ নিহতং সুতম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি আয়োধনদর্শনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

দেখিয়াও 'ইনি আমার পতি' এইভাবে ভরতবংশের রমণীরা চিনিতে পারিতেছে না ॥ ৫৪

মধুসূদন! দেখ, বহুসংখ্যক স্ত্রী শত্রুগণের দ্বারা নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও পতিবৃন্দকে দেখিয়া নিজ নিজ হস্তের দ্বারা মস্তকে আঘাত করিতেছে ॥ ৫৫

খড়্গযুক্ত বাহু ও কুণ্ডলভূষিত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত এই পৃথিবীর উপর গমনাগমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এস্থানে মাংস ও রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫৬

এই সব সতী-সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রীগণ পূর্ব্বে কখনও এরূপ দুঃখে পতিতা হয় নাই, কিন্তু আজ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে। এই সমগ্র রণভূমি ইহাদের ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে ॥ ৫৭

জনার্দ্দন! দেখ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সুন্দর কেশযুক্তা কিশোরী পুত্রবধূগণের এই বহু দল অশ্বশিশুদলের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ৫৮

কেশব! আমার পক্ষে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? এই সমস্ত বধূগণই এস্থানে আসিয়া নানাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে ॥ ৫৯

মাধব! নিশ্চয়ই আমি পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ আচরণ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে আজ নিজ পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে এস্থানে নিহত হইতে দেখিলাম ॥ ৬০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া এইভাবে আর্ত্তস্বরে বিলাপকারিণী গান্ধারীদেবী যুদ্ধস্থলে নিহত স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন ॥ ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে যুদ্ধদর্শনবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনং তৎপার্শ্বে রোরুদ্যমানাঃ পুত্রবধূশ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসবিধে গান্ধারীদেব্যা বিলাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্য্যোধনং হতং দৃষ্ট্বা গান্ধারী শোককর্শিতা।
সহসা ন্যপতদ্ ভূমৌ ছিন্নেব কদলী বনে॥ ১
সা তু লব্ধ্বা পুনঃ সংজ্ঞাং বিক্রুশ্য চ বিলপ্য চ।
দুর্য্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্ ॥২
পরিষ্বজ্য চ গান্ধারী কৃপণং পর্য্যদেবয়ৎ।
হা হা পুত্রেতি শোকার্ত্তা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়া॥ ৩
সুগূঢ়জত্রুবিপুলং হারনিষ্কবিভূষিতম্।
বারিণা নেত্রজেনোরঃ সিঞ্চন্তী শোকতাপিতা॥ ৪
সমীপস্থং হৃষীকেশমিদং বচনমব্রবীৎ।
উপস্থিতেঽস্মিন্ সংগ্রামে জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়ে বিভো॥৫
মাময়ং প্রাহ বার্ষ্ণেয় প্রাঞ্জলির্নৃপসত্তমঃ।
অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে॥ ৬
ইত্যুক্তে জানতী সর্বমহং স্বব্যসনাগমম্।
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥ ৭
যথা চ যুধ্যমানস্ত্বং ন বৈ মুহ্যসি পুত্রক।
ধ্রুবং শস্ত্রজিতাঁল্লোকান্ প্রাপ্স্যস্যমরবৎ প্রভো॥ ৮
ইত্যেবমব্রুবং পূর্বং নৈনং শোচামি বৈ প্রভো।
ধৃতরাষ্ট্রং তু শোচামি কৃপণং হতবান্ধবম্॥ ৯
অমর্ষণং যুধাং শ্রেষ্ঠং কৃতাস্ত্রং যুদ্ধদুর্মদম্।
শয়ানং বীরশয়নে পশ্য মাধব মে সুতম্॥ ১০
যোঽয়ং মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতি পরন্তপঃ।
সোঽয়ং পাংশুষু শেতেঽদ্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্॥ ১১
ধ্রুবং দুর্য্যোধনো বীরো গতিং ন সুলভাং গতঃ।
তথা হ্যভিমুখঃ শেতে শয়নে বীরসেবিতে॥১২

সপ্তদশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন এবং তাঁহার পার্শ্বে রোরুদ্যমানা পুত্রবধূগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীদেবীর বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকে পীড়িতা গান্ধারী দেবী বনে ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন॥ ১

পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত নিজ পুত্রকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে করিতে তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। রক্তাপ্লুত হইয়া দুর্য্যোধনকে ধরাতলে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দীনভাবে রোদন করিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শোকাতুর হইয়া 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২-৩

দুর্য্যোধনের কণ্ঠের বিশাল অস্থি মাংসে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার কণ্ঠে হার ও নিষ্ক (পদক) ধৃত ছিল। সেই আভরণ ভূষিত পুত্রের বক্ষঃস্থল অশ্রুতে সিক্ত করিতে করিতে গান্ধারীদেবী শোকে তাপিতা হইয়া উঠিলেন॥ ৪

তিনি পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—বৃষ্ণিনন্দন! প্রভো! ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের বিনাশকর এই ভীষণ সংগ্রাম যখন উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় এই নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন আমাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—মাতঃ! জ্ঞাতিগণের এই সংগ্রামে আপনি আমাকে জয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন॥ ৫-৬

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! সে এই কথা বলিলে পর আমি এ সব কিছুই জানিতে পারিয়া ছিলাম যে, আমার উপর গুরুতর সঙ্কট আসিতেছে, তথাপি আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়॥ ৭

প্রভাবশালী পুত্র! যদি তুমি যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম্ম হইতে মোহিত না হও, তবে নিশ্চয়ই দেবগণের ন্যায় অস্ত্রের দ্বারা জিত লোকসকল প্রাপ্ত হইবে॥ ৮

শক্তিশালী মাধব! এই কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি, সেইজন্য আমার এই দুর্য্যোধনের জন্য শোক হইতেছে না। আমি ত' এই দীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোকমগ্ন হইতেছি, যাঁহার সমস্ত বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে॥ ৯

মাধব! অমর্ষশীল, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, রণদুর্ম্মদ এবং বীরশয্যায় শায়িত আমার এই পুত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর॥ ১০

শত্রুসন্তাপক যে দুর্য্যোধন মূর্ধাভিষিক্ত রাজাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিত, সে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। অহো! কালের বিপরীত গতি লক্ষ্য কর॥ ১১

নিশ্চয়ই বীর দুর্য্যোধন সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা

যং পুরা পর্য্যুপাসীনা রময়ন্তি বরস্ত্রিয়ঃ।
তং বীরশয়নে সুপ্তং রময়ন্ত্যশিবাঃ শিবাঃ॥ ১৩
যং পুরা পর্য্যুপাসীনা রময়ন্তি মহীক্ষিতঃ।
মহীতলস্থং নিহতং গৃধ্রাস্তং পর্য্যুপাসতে।।১৪
যং পুরা ব্যজনৈ রম্যৈরুপবীজন্তি যোষিতঃ।
তমদ্য পক্ষব্যজনৈরুপবীজন্তি পক্ষিণঃ॥ ১৫
এষ শেতে মহাবাহুর্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
সিংহেনেব দ্বিপঃ সংখ্যে ভীমসেনেন পাতিতঃ॥ ১৬
পশ্য দুর্য্যোধনং কৃষ্ণ শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্।
নিহতং ভীমসেনেন গদাং সম্মৃজ্য ভারতম্॥ ১৭
অক্ষৌহিণীর্মহাবাহুর্দশ চৈকাঞ্চ কেশব।
আনয়দ্ যঃ পুরা সংখ্যে সোঽনয়ান্নিধনং গতঃ॥ ১৮
এষ দুর্য্যোধনঃ শেতে মহেষ্বাসো মহাবলঃ।
শার্দূল ইব সিংহেন ভীমসেনেন পাতিতঃ॥ ১৯

সকলেরই পক্ষে সুলভ নহে; কারণ, এই বীরসেবিত শয্যায় সে সম্মুখে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে॥ ১২

পূর্ব্বে যাহার পার্শ্বে উপবেশন করত সুন্দরী স্ত্রীগণ তাহার মনোরঞ্জন করিত, বীরশয্যায় শয়নকারী আজ সেই বীরের এই অমঙ্গলকারিণী শিবারা মনোরঞ্জন করিতেছে॥ ১৩

যাহার পার্শ্বে পূর্ব্বে রাজারা উপবেশন করিয়া তাহাকে আনন্দদান করিত, আজ নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত সেই বীরের পার্শ্বে বহু শকুনি বসিয়া রহিয়াছে॥ ১৪

পূর্ব্বে যাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবতী স্ত্রীগণ সুন্দর পাখার দ্বারা বাতাস করিত, আজ তাহাকে পক্ষীরা নিজ নিজ পক্ষের দ্বারা বাতাস করিতেছে॥ ১৫

এই মহাবাহু সত্যপরাক্রমী বলবান্ বীর দুর্য্যোধন ভীমসেনের দ্বারা ভূপাতিত হইয়া যুদ্ধস্থলে সিংহের দ্বারা নিহত গজরাজের ন্যায় শয়ন করিয়া আছে॥ ১৬

হে কৃষ্ণ! ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় গদা ধারণ করত শয়ান দুর্য্যোধনকে তুমি অবলোকন কর॥ ১৭

কেশব! যে মহাবাহু বীর পূর্ব্বে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে আনয়ন করিয়াছিল, সে আজ নিজেরই দুর্নীতির জন্য যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১৮

এক সিংহের দ্বারা নিহত অপর সিংহের ন্যায় ভীমসেনের দ্বারা নিহত এই মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন শয়ন করিয়া আছে॥১৯

বিদুরং হ্যবমত্যৈষ পিতরঞ্চৈব মন্দভাক্।
বালো বৃদ্ধাবমানেন মন্দো মৃত্যুবশং গতঃ॥ ২০
নিঃসপত্না মহী যস্য ত্রয়োদশ সমাঃ স্থিতা।
স শেতে নিহতো ভূমৌ পুত্রো মে পৃথিবীপতিঃ॥ ২১
অপশ্যং কৃষ্ণ পৃথিবীং ধার্তরাষ্ট্রানুশাসিতাম্।
পূর্ণাং হস্তিগবাশ্বৈশ্চ বার্ষ্ণেয় ন তু তচ্চিরম্॥ ২২
তামেবাদ্য মহাবাহো পশ্যাম্যন্যানুশাসিতাম্।
হীনাং হস্তিগবাশ্বেন কিং নু জীবামি মাধব॥ ২৩
ইদং কষ্টতরং পশ্য পুত্রস্যাপি বধান্মম।
যদিমাঃ পর্য্যুপাসন্তে হতান্ শূরান্ রণে স্ত্রিয়ঃ॥ ২৪
প্রকীর্ণকেশাং সুশ্রোণীং দুর্য্যোধনভুজাঙ্কগাম্।
রুক্মবেদীনিভাং পশ্য কৃষ্ণ লক্ষ্মণমাতরম্॥ ২৫
নূনমেষা পুরা বালা জীবমানে মহীভুজে।
ভুজাবাশ্রিত্য রমতে সুভুজস্য মনস্বিনী॥ ২৬

এই মূর্খ ও দুর্ভাগা বালক বিদুর এবং নিজের পিতাকে অপমান করত বৃদ্ধগণের অবমাননার পাপে মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে॥ ২০

এই সমগ্র ধরণী তের বৎসর যাবৎ নিষ্কণ্টকভাবে যাহার অধিকারে ছিল, সেই আমার পুত্র পৃথিবীপতি দুর্য্যোধন আজ নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে॥ ২১

বৃষ্ণিবংশভূষণ কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের দ্বারা শাসিত এই পৃথিবীকে হস্তী, অশ্ব ও গোসকলে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সেই রাজ্য চিরস্থায়ী হইল না॥ ২২

মহাবাহু মাধব! আজ আমি সেই পৃথিবীকে দেখিতেছি যে, সে অন্যের দ্বারা শাসিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও গোসকল হীনা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমি আর কিজন্য জীবন ধারণ করিব?২৩

আমার পক্ষে পুত্র বধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হইতেছে যে, এই স্ত্রীগণ রণাঙ্গনে আসিয়া নিজ নিজ বীর পতির নিকট বসিয়া রোদন করিতেছে। ইহাদের অবস্থা দেখ॥ ২৪

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণের বেদীতুল্যা তেজস্বিনী সুন্দর কটিদেশ-সুশোভিতা এই লক্ষ্মণের মাতাকে নিরীক্ষণ কর, যে কেশ উন্মুক্ত করিয়া দুর্য্যোধনের শুভ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে॥ ২৫

পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই এই মনস্বিনী বালা সুন্দর বাহুবিশিষ্ট নিজের বীর পতির দুই বাহুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ইহার সহিত সানন্দে ক্রীড়া করিত।২৬

কথং তু শতধা নেদং হৃদয়ং মম দীর্য্যতে ।
পশ্যন্ত্যা নিহতং পুত্রং পুত্রেণ সহিতং রণে ॥ ২৭
পুত্রং রুধিরসংসিক্তমুপজিঘ্রত্যনিন্দিতা ।
দুর্য্যোধনং তু বামোরূঃ পাণিনা পরিমার্জতী ॥২৮
কিং নু শোচতি ভর্তারং পুত্রঞ্চৈষা মনস্বিনী ।
তথা হ্যবস্থিতা ভাতি পুত্রঞ্চাপ্যভিবীক্ষ্য সা ॥ ২৯
স্বশিরঃ পঞ্চশাখাভ্যামভিহত্যায়তেক্ষণা ।
পতত্যুরসি বীরস্য কুরুরাজস্য মাধব ॥ ৩০
পুণ্ডরীকনিভা ভাতি পুণ্ডরীকান্তরপ্রভা ।
মুখং বিমৃজ্য পুত্রস্য ভর্তুশ্চৈব তপস্বিনী ॥ ৩১
যদি সত্যাগমাঃ সন্তি যদি বৈ শ্রুতয়স্তথা ।
ধ্রুবং লোকানবাপ্তোঽয়ং নৃপো বাহুবলাজ্জিতান্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি দুর্য্যোধনদর্শনে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

রণভূমিতে এই আমার পুত্র নিজের পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছে। ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না? ২৭

সুন্দর জঙ্ঘাভূষিতা আমার সতীসাধ্বী পুত্রবধূ কখনও রুধিরে সংসিক্ত নিজের পুত্র লক্ষ্মণের মুখ আঘ্রাণ করিতেছে এবং কখনও পতি দুর্য্যোধনের শরীর নিজের হাতে মার্জনা করিতেছে ॥ ২৮

বুঝিতে পারিতেছি না, এই মনস্বিনী পুত্রবধূ পুত্রের জন্য শোক করিতেছে কিংবা পতির জন্য শোক করিতেছে? এরূপ অবস্থায় এখন সে প্রতিভাত হইতেছে। মাধব! এই দেখ, এই বিশাললোচনা বধূ পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করত দুই হাতে মস্তকে আঘাত করিতে করিতে নিজের বীর পতি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষে পতিত হইতেছে ॥ ২৯-৩০

পদ্মপুষ্পের মধ্যভাগতুল্য মনোহর কান্তিমতী ও পদ্মপুষ্পসদৃশ সুশোভিতা আমার তপস্বিনী পুত্রবধূ কখনও নিজের পুত্রের মুখ মার্জনা করিতেছে আবার কখনও নিজ পতির মুখ মার্জনা করিতেছে ॥ ৩১

হে কৃষ্ণ! যদি বেদশাস্ত্র সত্য হয়, তবে আমার এই পুত্র রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই স্বীয় বাহুবলে অর্জিত পুণ্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে দুর্য্যোধনের দর্শনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[আত্মনোঽন্যপুত্রান্ দুঃশাসনঞ্চ দৃষ্ট্বা গান্ধার্য্যাঃ শ্রীকৃষ্ণসমীপে বিলাপঃ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।
পশ্য মাধব পুত্রান্মে শতসংখ্যান্ জিতক্লমান্ ।
গদয়া ভীমসেনেন ভূয়িষ্ঠং নিহতান্ রণে ॥ ১
ইদং দুঃখতরং মেঽদ্য যদিমা মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ।
হতপুত্রা রণে বালাঃ পরিধাবন্তি মে স্নুষাঃ ॥ ২
প্রাসাদতলচারিণ্যশ্চরণৈর্ভূষণান্বিতৈঃ ।
আপন্না যৎ স্পৃশন্তীমাং রুধিরার্দ্রাং বসুন্ধরাম্ ॥ ৩
কৃচ্ছ্রাদুৎসারয়ন্তি স্ম গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সান্ ।
দুঃখেনার্তা বিঘূর্ণন্ত্যো মত্তা ইব চরন্ত্যত ॥ ৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[নিজের অন্য পুত্রগণ ও দুঃশাসনকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—মাধব! যাহারা পরিশ্রমকে জয় করিয়াছে, আমার সেই অন্যান্য পুত্রগণকেও তুমি দর্শন কর, যাহাদিগকে রণাঙ্গনে ভীমসেন প্রায় স্বীয় গদার দ্বারাই বিনাশ করিয়াছে ॥ ১

আজ আমার ইহা দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাদুঃখ হইতেছে যে, এই আমার বালিকা পুত্রবধূগণ পুত্রসকল নিহত হওয়ায় রণাঙ্গণে কেশ উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় স্বজনবৃন্দের অন্বেষণে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ২

ইহারা প্রাসাদের অন্তঃপুরমধ্যে আভরণভূষিত চরণের দ্বারা বিচরণ করিত; কিন্তু আজ আপদগ্রস্তা হইয়া তাহারা রক্তসিক্ত ধরাতলে বিচরণ করিতেছে ॥ ৩

ইহারা দুঃখে আতুর হইয়া পাগলিনী স্ত্রীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে এবং অতিশয় কষ্টসহকারে

এষান্যা ত্বনবদ্যাঙ্গী করসম্মিতমধ্যমা।
ঘোরমায়োধনং দৃষ্ট্বা নিপতত্যতিদুঃখিতা ॥ ৫
দৃষ্ট্বা মে পার্থিবসুতামেতাং লক্ষ্মণমাতরম্।
রাজপুত্রীং মহাবাহো মনো ন হ্যুপশাম্যতি ॥ ৬
ভ্রাতৄংশ্চান্যাঃ পিতৄংশ্চান্যাঃ পুত্রাংশ্চ নিহতান্ ভুবি।
দৃষ্ট্বা পরিপতন্ত্যেতাঃ প্রগৃহ্য সুমহাভুজান্ ॥ ৭
মধ্যমানাং তু নারীণাং বৃদ্ধানাঞ্চাপরাজিত।
আক্রন্দং হতবন্ধূনাং দারুণে বৈশসে শৃণু ॥ ৮
রথনীড়ানি দেহাংশ্চ হতানাং গজ-বাজিনাম্।
আশ্রিত্য শ্রমমোহার্তাঃ স্থিতাঃ পশ্য মহাভুজ ॥ ৯
অন্যাঞ্চাপহৃতং কায়াচ্চারুকুণ্ডলমুন্নসম্।
স্বস্য বন্ধোঃ শিরঃ কৃষ্ণ গৃহীত্বা পশ্য তিষ্ঠতীম্ ॥ ১০
পূর্বজাতিকৃতং পাপং মন্যে নাল্পমিবানঘ।
এতাভির্নিরবদ্যাভির্ময়া চৈবাল্পমেধয়া ॥ ১১
যদিদং ধর্মরাজেন পাতিতং নো জনার্দন।
ন হি নাশোঽস্তি বার্ষ্ণেয় কর্মণোঃ শুভ-পাপয়োঃ ॥ ১২
প্রত্যগ্রবয়সঃ পশ্য দর্শনীয়কুচাননাঃ।
কুলেষু জাতা হ্রীমত্যঃ কৃষ্ণপক্ষ্মাক্ষিমূর্ধজাঃ ॥ ১৩
হংসগদ্গদভাষিণ্যো দুঃখশোকপ্রমোহিতাঃ।
সারস্য ইব বাশন্ত্যঃ পতিতাঃ পশ্য মাধব ॥ ১৪
ফুল্লপদ্মপ্রকাশানি পুণ্ডরীকাক্ষ যোষিতাম্।
অনবদ্যানি বক্ত্রাণি তাপয়ত্যেষ রশ্মিবান্ ॥ ১৫
ঈর্ষূণাং মম পুত্রাণাং বাসুদেবাবরোধনম্।
মত্তমাতঙ্গদর্পাণাং পশ্যন্ত্যদ্য পৃথগ্জনাঃ ॥ ১৬
শতচন্দ্রাণি চর্মাণি ধ্বজাংশ্চাদিত্যবর্চসঃ।
রৌক্মাণি চৈব বর্মাণি নিষ্কানপি চ কাঞ্চনান্ ॥ ১৭
শীর্ষত্রাণানি চৈতানি পুত্রাণাং মে মহীতলে।
পশ্য দীপ্তানি গোবিন্দ পাবকান্ সুহুতানিব ॥ ১৮

শকুনি, শৃগাল ও কাকসকলকে মৃতদেহের নিকট হইতে দূরে অপসারণ করিতেছে ॥ ৪

কৃশ কটিভাগসুশোভিতা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী অপর বধূ যুদ্ধস্থলের ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৫

মহাবাহো! এই লক্ষ্মণের মাতা এক ভূপতির কন্যা, এই রাজকুমারীর দশা দেখিয়া আমার মন কোনরূপেই শান্ত হইতেছে না ॥ ৬

কিছু স্ত্রী রণাঙ্গনে নিহত নিজের ভ্রাতৃগণকে, কিছু স্ত্রী নিজ নিজ পিতৃদিগকে এবং কিছু স্ত্রী নিজের পুত্রসকলকে দেখিয়া সেই মহাবাহু বীরগণকে ধারণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥ ৭

অপরাজিত বীর! এই দারুণ সংগ্রামে যাহাদের বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, সেই মধ্যবয়স্কা ও বৃদ্ধা স্ত্রীবর্গের এই করুণাজনক ক্রন্দন শ্রবণ কর ৮ ॥

মহাবাহো! দেখ, এই স্ত্রীগণ পরিশ্রম ও মোহে পীড়িত হইয়া ভগ্ন অবস্থায় পতিত রথের আসনসমূহ এবং নিহত হস্তিসকলের মৃতদেহের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছে ॥৯

হে কৃষ্ণ! দেখ, এই অপর এক স্ত্রী কোন আত্মীয় জনের মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত ও উন্নত নাসিকাযুক্ত ছিন্ন মস্তক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ॥ ১০

হে অনঘ! আমি মনে করি, এই অনিন্দ্য সুন্দরী অবলাগণ এবং মন্দমতি আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন গুরুতর পাপকার্য্য করিয়াছিলাম, যাহার ফলস্বরূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগকে অতিশয় বিপদে পাতিত করিয়াছে। জনার্দ্দন! বৃষ্ণিনন্দন! মনে হইতেছে, পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলভোগ না হইলে উহারা নাশ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১-১২

মাধব! দেখ, এই মহিলাগণের নবীন বয়স। ইহাদের বক্ষঃস্থল ও মুখ দর্শনীয়। ইহাদের চক্ষুর পক্ষ এবং মস্তকের কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা সকলেই কুলীনা ও লজ্জাবতী। ইহারা সকলে হংসের ন্যায় গদ্গদ স্বরে কথা বলে, কিন্তু আজ দুঃখ ও শোকে মোহিত হইয়া শব্দকারিণী সারসী পক্ষিগণের ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥ ১৩-১৪

কমলনয়ন! বিকসিত পদ্মপুষ্প-সদৃশ প্রকাশিতা যুবতীগণের সুন্দর মুখসকল এই সূর্য্যদেব সন্তপ্ত করিতেছেন ॥ ১৫

বাসুদেব! মদমত্ত হস্তিগণসদৃশ দর্পান্বিত ও ঈর্ষ্যালু আমার এই পুত্রবৃন্দের পত্নীদিগকে আজ সাধারণ লোকসকলও দর্শন করিতেছে ॥ ১৬

গোবিন্দ! দেখ, আমার পুত্রগণের এই শতচন্দ্রাকার চিহ্নে সুশোভিত ঢালসকল, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধ্বজসমূহ, সুবর্ণময় বহু কবচ, স্বর্ণনির্ম্মিত বহু পদক ও শিরস্ত্রাণ ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহের ন্যায় পৃথিবীতে দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ১৭-১৮

এষ দুঃশাসনঃ শেতে শূরেণামিত্রঘাতিনা।
পীতশোণিতসর্বাঙ্গো যুধি ভীমেন পাতিতঃ॥ ১৯
গদয়া ভীমসেনেন পশ্য মাধব মে সুতম্।
দ্যূতক্লেশাননুস্মৃত্য দ্রৌপদীনোদিতেন চ॥ ২০
উক্তা হ্যনেন পাঞ্চালী সভায়াং দ্যূতনির্জিতা।
প্রিয়ং চিকীর্ষতা ভ্রাতুঃ কর্ণস্য চ জনার্দন॥ ২১
সহৈব সহদেবেন নকুলেনার্জুনেন চ।
দাসীভূতাসি পাঞ্চালি ক্ষিপ্রং প্রবিশ নো গৃহান্॥২২
ততোঽহমব্রুবং কৃষ্ণ তদা দুর্য্যোধনং নৃপম্।
মৃত্যুপাশপরিক্ষিপ্তং শকুনিং পুত্র বর্জয়॥২৩
নিবোধৈনং সুদুর্বুদ্ধিং মাতুলং কলহপ্রিয়ম্।
ক্ষিপ্রমেনং পরিত্যজ্য পুত্র শাম্যস্ব পাণ্ডবৈঃ॥ ২৪
ন বুধ্যসে ত্বং দুর্বুদ্ধে ভীমসেনমমর্ষণম্।
বাঙ্নারাচৈস্তুদংস্তীক্ষ্ণৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্॥ ২৫
তানেবং রহসি ক্রুদ্ধো বাক্শল্যানবধারয়ন্।
উৎসসর্জ বিষং তেষু সর্পো গোবৃষভেষ্বিব॥ ২৬
এষ দুঃশাসনঃ শেতে বিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ।
নিহতো ভীমসেনেন সিংহেনেব মহাগজঃ॥ ২৭
অত্যর্থমকরোদ্ রৌদ্রং ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ।
দুঃশাসনস্য যৎ ক্রুদ্ধোঽপিবচ্ছোণিতমাহবে॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারী-বাক্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮

শত্রুঘাতী বীরবর ভীমসেন যুদ্ধে যাহাকে ভূপাতিত করিয়াছে এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গের শোণিত পান করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসনও এস্থানে শয়ন করিয়া আছে॥ ১৯

মাধব! দেখ, দ্যূতক্রীড়ার সময় প্রাপ্ত ক্লেশসমূহের কথা স্মরণ করত দ্রৌপদীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীমসেন আমার এই পুত্রকে গদার দ্বারা বিনাশ করিয়াছে॥ ২০

জনার্দন! আমার এই পুত্র নিজের ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সভাতে পাশাখেলায় পরাজিত দ্রৌপদীর প্রতি বলিয়াছিল যে, পাঞ্চালি! তুমি নকুল, সহদেব এবং অর্জুনের সহিতই আমাদের দাসী হইয়া গিয়াছ, অতএব সত্বর তুমি আমাদের গৃহে প্রবেশ কর॥ ২১-২২

হে কৃষ্ণ! সেই সময় আমি রাজা দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলাম যে,—পুত্র! শকুনি মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। তুমি ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। পুত্র! তুমি নিজের এই নীচমতি মাতুলকে কলহপ্রিয় বলিয়াই মনে কর এবং অতি সত্বর ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। দুর্মতি! তুমি জান না যে, ভীমসেন কিরূপ অমর্ষশীল। তথাপি প্রজ্বলিতা উল্কার দ্বারা হস্তীকে প্রহার করিবার ন্যায় তুমি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাহাকে পীড়াদান করিতেছ॥ ২৩-২৫

এইভাবে নির্জনে আমি তাহাদের সকলকে বুঝাইয়াছি। হে কৃষ্ণ! এই বাক্যবাণকে স্মরণ করত ক্রুদ্ধ ভীমসেন আমার পুত্রগণের উপর নিজের ক্রোধরূপী বিষকে সেইভাবে নিক্ষেপ করিয়াছে, যেরূপ সর্প গো-বৃষসকলকে দংশন করত তাহাদের মধ্যে নিজের বিষ সঞ্চারিত করিয়া থাকে॥ ২৬

সিংহের দ্বারা নিহত বিশাল হাতীর ন্যায় ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত এই দুঃশাসন দুই বিশাল হস্ত প্রসারিত করিয়া রণাঙ্গনে পতিত রহিয়াছে॥ ২৭

অত্যন্ত অমর্ষপূর্ণ ভীমসেন যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া যে দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছিল, উহা অতিশয় ভয়ানক কর্ম্ম করিয়াছে॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীদেবীর বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিকর্ণম্, দুর্ম্মুখম্, চিত্রসেনম্, বিবংশতিম্, দুঃসহঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে গান্ধারীদেব্যা বিলাপঃ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

এষ মাধব পুত্রো মে বিকর্ণঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ ।
ভূমৌ বিনিহতঃ শেতে ভীমেন শতধা কৃতঃ ॥ ১
গজমধ্যে হতঃ শেতে বিকর্ণো মধুসূদন ।
নীলমেঘপরিক্ষিপ্তঃ শরদীব নিশাকরঃ ॥ ২
অস্য চাপগ্রহেণৈব পাণিঃ কৃতকিণো মহান্ ।
কথঞ্চিচ্ছিদ্যতে গৃধ্রৈরত্তু কামৈস্তলত্রবান্ ॥ ৩
অস্য ভার্য্যামিষপ্রেপ্সূন্ গৃধ্র-কাকাংস্তপস্বিনী ।
বারয়ত্যনিশং বালা ন চ শক্নোতি মাধব ॥ ৪
যুবা বৃন্দারকঃ শূরো বিকর্ণঃ পুরুষর্ষভ ।
সুখোষিতঃ সুখার্হশ্চ শেতে পাংশুষু মাধব ॥ ৫
কর্ণি-নালীক-নারাচৈর্ভিন্নমর্মাণমাহবে ।
অদ্যাপি ন জহাত্যেনং লক্ষ্মীর্ভরতসত্তমম্ ॥ ৬
এষ সংগ্রামশূরেণ প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যতা ।
দুর্মুখোঽভিমুখঃ শেতেঽহতোঽরিগণহা রণে ॥ ৭
তস্যৈতদ্ বদনং কৃষ্ণ শ্বাপদৈরর্ধভক্ষিতম্ ।
বিভাত্যভ্যধিকং তাত সপ্তম্যামিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৮
শূরস্য হি রণে কৃষ্ণ পশ্যাননমথেদৃশম্ ।
স কথং নিহতোঽমিত্রৈঃ পাংশূন্ গ্রসতি মে সুতঃ ॥ ৯
যস্যাহবমুখে সৌম্য স্থাতা নৈবোপপদ্যতে ।
স কথং দুর্মুখোঽমিত্রৈর্হতো বিবুধলোকজিৎ ॥ ১০
চিত্রসেনং হতং ভূমৌ শয়ানং মধুসূদন ।
ধার্তরাষ্ট্রমিমং পশ্য প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥ ১১
তং চিত্রমাল্যাভরণং যুবত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈঃ সহিতা রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ১২

একোনবিংশ অধ্যায় ।

[বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃসহকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিলাপ ।]

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—মাধব! এই আমার পুত্র বিকর্ণ, যে বিদ্বান্ পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত ছিল এবং এখন রণাঙ্গনে নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ভীমসেন ইহাকেও শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে ॥ ১

মধুসূদন! যেরূপ শরৎকালের কৃষ্ণবর্ণের মেঘমণ্ডলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেন কর্তৃক নিহত বিকর্ণ হস্তিসৈন্যদের মধ্যে পতিত আছে ॥ ২

সর্ব্বদা ধনুর্ধারণ করিয়া থাকায় ইহার বিশাল হস্ততলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহার হস্তে এখনও দস্তানা বাঁধা আছে; সেইজন্য ইহাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষী শকুনিরা অতিশয় কষ্টের সহিত ইহার কোন কোন স্থল ছেদন করিতেছে ॥ ৩

মাধব! ইহার তপস্বিনী ও বালিকা পত্নী মাংসলোলুপ শকুনি ও কাকসকলকে দূর করিয়া দিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে সফল হইতেছে না ॥ ৪

পুরুষোত্তম মাধব! বিকর্ণ নবযুবক, দেবতুল্য কান্তিমান্, শৌর্য্যশালী বীর, সুখে পালিত এবং সুখভোগের যোগ্য ছিল; কিন্তু আজ ধূলায় লুটাইতেছে ॥ ৫

যুদ্ধে যদিও কর্ণী, নালীক ও নারাচসকলের প্রহারে ইহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার অঙ্গকান্তি এখনও ইহাকে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৬

যে শত্রুগণের সংহারক ছিল, সেই দুর্মুখ প্রতিজ্ঞাপালনকারী রণবীর ভীমসেনকর্তৃক নিহত হইয়া সমরে সম্মুখভাগে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৭

তাত কৃষ্ণ! ইহার এই মুখ হিংস্র জন্তুগণের দ্বারা অর্দ্ধেক ভক্ষিত হইয়াছে, সেইজন্য সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় সে আরও অধিক শোভা পাইতেছে ॥ ৮

হে কৃষ্ণ! দেখ, আমার এই বীর পুত্রের মুখ কিরূপ তেজস্বী! জানি না, আমার এই বীর পুত্র কিভাবে শত্রুদের দ্বারা নিহত হইয়া ধূলি গ্রাস করিতেছে ॥ ৯

সৌম্য! যুদ্ধে সম্মুখভাগে যাহার সমীপে কেহই থাকিতে সমর্থ হয় না, সেই দেবলোকবিজয়ী দুর্মুখকে শত্রুরা কিরূপে বিনাশ করিল? ১০

মধুসূদন! দেখ, যে ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাগণের আদর্শ ছিল, সেই এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র চিত্রসেন নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১১

বিচিত্র মাল্য ও আভরণধারী এই চিত্রসেনকে পরিবৃত করিয়া শোকে কাতর হইয়া রোদনপরায়ণা যুবতীগণ হিংস্র পশুদের সহিত তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে ॥ ১২

স্ত্রীণাং রুদিতনির্ঘোষঃ শ্বাপদানাঞ্চ গর্জিতম্ ।
চিত্ররূপমিদং কৃষ্ণ বিচিত্রং প্রতিভাতি মে ॥ ১৩
যুবা বৃন্দারকো নিত্যং প্রবরস্ত্রীনিষেবিতঃ ।
বিবিংশতিরসৌ শেতে ধ্বস্তঃ পাংশুষু মাধব ॥১৪
শরসংকৃত্তবর্মাণং বীরং বিশসনে হতম্ ।
পরিবার্য্যাসতে গৃধ্রাঃ পশ্য কৃষ্ণ বিবিংশতিম্ ॥১৫
প্রবিশ্য সমরে শূরঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।
স বীরশয়নে শেতে পরঃ সৎপুরুষোচিতে ॥ ১৬
স্মিতোপপন্নং সুনসং সুভ্রু তারাধিপোপমম্ ।
অতীব শুভ্রং বদনং কৃষ্ণ পশ্য বিবিংশতেঃ ॥ ১৭
এনং হি পর্য্যুপাসন্তে বহুধা বরযোষিতঃ ।
ক্রীড়ন্তমিব গন্ধর্বং দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৮
হন্তারং পরসৈন্যানাং শূরং সমিতিশোভনম্ ।
নিবর্হণমমিত্রাণাং দুঃসহং বিষহেত কঃ ॥ ১৯
দুঃসহস্যৈতদাভাতি শরীরং সংবৃতং শরৈঃ ।
গিরিরাত্মগতৈঃ ফুল্লৈঃ কর্ণিকারৈরিবাচিতঃ ॥ ২০
শাতকৌম্ভ্যা স্রজা ভাতি কবচেন চ ভাস্বতা ।
অগ্নিনেব গিরিঃ শ্বেতো গতাসুরপি দুঃসহঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

হে কৃষ্ণ! একদিকে স্ত্রীদিগের রোদনধ্বনি এবং অন্যদিকে হিংস্র পশুদের গর্জনধ্বনি যুগপদ শুনা যাইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য আমার নিকট বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১৩

মাধব! দেখ, যাহাকে সুন্দরী স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সেবা করিত, এই দেবতুল্য নবযুবক বিবিংশতি আজ বিধ্বস্ত হইয়া ধূলিতে পতিত রহিয়াছে ॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, বাণসমূহে ইহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে নিহত এই বীর বিবিংশতির চারিপার্শ্বে শকুনিরা ঘিরিয়া বসিয়া আছে ॥ ১৫

যে বীর সমরাঙ্গণে পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বিনাশ করিয়াছিল, সেই বীর আজ স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৬

কৃষ্ণ! দেখ, বিবিংশতির মুখ অতিশয় উজ্জ্বল, ইহার অধরে এখনও ঈষৎ হাসি আছে, ইহার নাসিকাদ্বয় সুন্দর এবং ভ্রূদ্বয় মনোহর। ইহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ১৭

যেরূপ ক্রীড়ারত গন্ধর্ব্বগণের সহিত সহস্র সহস্র দেবকন্যা বিরাজমান থাকে, সেইরূপ এই বিবিংশতির সেবায় বহু সুন্দরী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিত ॥ ১৮

শত্রুসৈন্যদের সংহার করিতে সমর্থ এবং যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত বীরবর শত্রুসূদন দুঃসহের বেগ যুদ্ধে কে সহ্য করিতে পারে? ১৯

সেই দুঃসহের এই শরীর বাণসকলে সর্ব্বতোভাবে আবৃত আছে। ইহাতে সে নিজের মধ্যে প্রস্ফুটিত কর্ণিকার বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২০

যদ্যপি দুঃসহের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, তথাপি স্বর্ণমাল্য ও কবচে সুশোভিত অগ্নিযুক্ত শ্বেতপর্ব্বতের ন্যায় সে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীদেবীর বাক্যবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা উত্তরায়া বিরাটকুলস্ত্রীণাঞ্চ শোকস্য বিলাপস্য চ বর্ণনম্।]

গান্ধার্য্যুবাচ।

অধ্যর্ধগুণমাহুর্যং বলে শৌর্য্যে চ কেশব।
পিত্রা ত্বয়া চ দাশার্হ দৃপ্তং সিংহমিবোৎকটম্ ॥ ১
যো বিভেদ চমুমেকো মম পুত্রস্য দুর্ভিদাম্।
স ভূত্বা মৃত্যুরন্যেষাং স্বয়ং মৃত্যুবশং গতঃ ॥২
তস্যোপলক্ষয়ে কৃষ্ণ কার্ষ্ণেরমিততেজসঃ।
অভিমন্যোর্হতস্যাপি প্রভা নৈবোপশাম্যতি ॥ ৩
এষা বিরাটদুহিতা স্নুষা গাণ্ডীবধন্বনঃ।
আর্তা বালং পতিং বীরং দৃষ্ট্বা শোচত্যনিন্দিতা ॥ ৪
তমেষা হি সমাগম্য ভার্য্যা ভর্তারমন্তিকে।
বিরাটদুহিতা কৃষ্ণ পাণিনা পরিমার্জতি ॥ ৫
তস্য বক্ত্রমুপাঘ্রায় সৌভদ্রস্য মনস্বিনী।
বিবুদ্ধকমলাকারং কম্বুবৃত্তশিরোধরম্ ॥ ৬
কাম্যরূপবতী চৈষা পরিষ্বজতি ভামিনী।
লজ্জমানা পুরা চৈনং মাধ্বীকমদমূর্চ্ছিতা ॥ ৭
তস্য ক্ষতজসন্দিগ্ধং জাতরূপপরিষ্কৃতম্।
বিমুচ্য কবচং কৃষ্ণ শরীরমভিবীক্ষতে ॥ ৮
অবেক্ষমাণা তং বালা কৃষ্ণ ত্বামভিভাষতে।
অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ সদৃশাক্ষো নিপাতিতঃ ॥ ৯
বলে বীর্য্যে চ সদৃশস্তেজসা চৈব তেঽনঘ।
রূপেণ চ তথাত্যর্থং শেতে ভুবি নিপাতিতঃ ॥ ১০
অত্যন্তং সুকুমারস্য রাঙ্কবাজিনশায়িনঃ।
কচ্চিদদ্য শরীরং তে ভূমৌ ন পরিতপ্যতে ॥ ১১
মাতঙ্গভুজবর্ষ্মাণৌ জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ।
কাঞ্চনাঙ্গদিনৌ শেতে নিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ ॥ ১২

বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীকর্তৃক উত্তরা ও বিরাটবংশের স্ত্রীগণের শোক এবং বিলাপ বর্ণন।]

গান্ধারী বলিলেন,—দশার্হনন্দন কেশব! যে বীর বল ও শৌর্য্যে নিজ পিতা এবং তোমা অপেক্ষা দেড় গুণ অধিক বলিয়া কথিত, যে বীর প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় অভিমানী, যে একাকীই আমার পুত্রের ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সেই অভিমন্যু অপরের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ংই মৃত্যুর অধীনস্থ হইয়াছে ॥ ১-২

হে কৃষ্ণ! আমি দেখিতেছি যে, নিহত হইলে পরও অমিততেজস্বী অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর কান্তি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই ॥ ৩

এই রাজা বিরাটের কন্যা এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্র-বধূ সতী সাধ্বী উত্তরা নিজের বালক পতি বীর অভিমন্যুকে নিহত হইতে দেখিয়া আর্তস্বরে শোকপ্রকাশ করিতেছে ॥ ৪

হে কৃষ্ণ! এই বিরাটের পুত্রী ও অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা নিজের পতি অভিমন্যুর নিকটে যাইয়া তাহার দেহে হাত বুলাইতেছে ॥ ৫

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর মুখ বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ ও গোল। কমনীয় রূপ-সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা মাননীয়া ও মনস্বিনী উত্তরা পতির মুখপদ্ম আঘ্রাণ করত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেও সে এইরূপে মধু হইতে উৎপন্ন মদে অচেতন হইয়া সলজ্জভাবে ইহাকে আলিঙ্গন করিত ॥ ৬-৭

শ্রীকৃষ্ণ! অভিমন্যুর সুবর্ণভূষিত কবচ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। বালিকা উত্তরা সেই কবচ উন্মুক্ত করিয়া পতির দেহ অবলোকন করিতেছে ॥ ৮

উহাকে দেখিয়াই সেই বালিকা উত্তরা তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করত বলিতেছে—কমলনয়ন! আপনার ভাগিনের অভিমন্যুর নেত্রদ্বয় আপনারই তুল্য ছিল। তাহাকে আজ রণাঙ্গনে ভূপাতিত করা হইয়াছে ॥ ৯

হে অনঘ! যে বল, বীর্য্য, তেজ ও রূপে সর্ব্বথা আপনার তুল্য ছিল, সেই এই সুভদ্রাকুমার শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১০

(কৃষ্ণ! এখন উত্তরা নিজ পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে) প্রিয়তম! আপনার শরীর ত' অতিশয় সুকুমার। আপনি রঙ্কুমৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন। আজ এইভাবে ভূতলে পতিত থাকিলে আপনার শরীরে কি কোন কষ্ট হইতেছে না? ১১

যে দুই হস্ত হস্তিশুণ্ডসদৃশ ক্রমস্থূল, ধনুর গুণ আকর্ষণ করায় যাহাদের ত্বক্ (চামড়া) কঠিন হইয়া (কড়া পড়িয়া) গিয়াছে

ব্যায়ম্য বহুধা নূনং সুখসুপ্তং শ্রমাদিব।
এবং বিলপতীমার্তাং ন হি মামভিভাষসে ॥ ১৩
ন স্মরাম্যপরাধং তে কিং মাং ন প্রতিভাষসে।
ননু মাং ত্বং পুরা দূরাদভিবীক্ষ্যাভিভাষসে ॥ ১৪
আর্য্যামার্য্য সুভদ্রাং ত্বমিমাংশ্চ ত্রিদশোপমান্।
পিতৃন্ মাঞ্চৈব দুঃখার্তাং বিহায় ক্ব গমিষ্যসি ॥ ১৫
তস্য শোণিতদিগ্ধান্ বৈ কেশানুদ্যম্য পাণিনা।
উৎসঙ্গে বক্ত্রমাধায় জীবন্তমিব পৃচ্ছতি ॥ ১৬
স্বস্রীয়ং বাসুদেবস্য পুত্রং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
কথং ত্বাং রণমধ্যস্থং জঘ্নুরেতে মহারথাঃ ॥ ১৭
ধিগস্তু ক্রূরকর্তৄংস্তান্ কৃপ-কর্ণ-জয়দ্রথান্।
দ্রোণ-দ্রোণায়নী চোভৌ যৈরহং বিধবা কৃতা ॥ ১৮
রথর্ষভাণাং সর্বেষাং কথমাসীৎ তদা মনঃ।
বালং ত্বাং পরিবার্য্যৈকং মম দুঃখায় জঘ্নুষাম্ ॥ ১৯
কথং নু পাণ্ডবানাঞ্চ পাঞ্চালানাং তু পশ্যতাম্।
ত্বং বীর নিধনং প্রাপ্তো নাথবান্ সন্ননাথবৎ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা বহুভিরাক্রন্দে নিহতং ত্বাং পিতা তব।
বীরঃ পুরুষশার্দূলঃ কথং জীবতি পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ন রাজ্যলাভো বিপুলঃ শত্রূণাঞ্চ পরাভবঃ।
প্রীতিং ধাস্যতি পার্থানাং ত্বামৃতে পুষ্করেক্ষণ ॥ ২২
তব শস্ত্রজিতাঁল্লোকান্ ধর্মেণ চ দমেন চ।
ক্ষিপ্রমন্বাগমিষ্যামি তত্র মাং প্রতিপালয় ॥ ২৩
দুর্মরং পুনরপ্রাপ্তে কালে ভবতি কেনচিৎ।
যদহং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা হতং জীবামি দুর্ভগা ॥ ২৪
কামিদানীং নরব্যাঘ্র শ্লক্ষ্ণয়া স্মিতয়া গিরা।
পিতৃলোকে সমেত্যান্যাং মামিবামন্ত্রয়িষ্যসি ॥ ২৫

এবং যে দুই হস্ত স্বর্ণময় অঙ্গদে ভূষিত থাকে, সেই দুই বিশাল বাহু বিস্তৃত করিয়া আপনি শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১২

নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রম করত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আমি এইভাবে আজ আর্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুই বলিতেছেন না কেন? ১৩

আমি কোন অপরাধ করিয়াছি, ইহা ত' আমার স্মরণ হইতেছে না; তবে কি কারণে আপনি আমার সহিত কথা বলিতেছেন না? পূর্ব্বে ত' আপনি আমাকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেও কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না ॥ ১৪

আর্য্য! আপনি মাতা সুভদ্রাদেবীকে, দেবতুল্য পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্যদিগকে এবং দুঃখাতুরা পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? ১৫

জনার্দ্দন! দেখ, অভিমন্যুর মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উত্তরা তাঁহার রক্তে অনুলিপ্ত কেশসমূহ হস্তের দ্বারা উত্তোলিত করিয়া যেন তাহাকে জীবিত মনে করত এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

প্রাণনাথ! আপনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্র। রণভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত আপনাকে এই মহারথীরা কিভাবে বিনাশ করিল? ১৬-১৭

সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ ও জয়দ্রথকে ধিক্, দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকেও ধিক্। যাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে বিধবা করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮

আপনি বালক ছিলেন এবং একাকী যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে দুঃখ দিবার জন্য যাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আপনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মহারথীদিগের মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল? ১৯

বীর! আপনি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতে সনাথ হইয়া অনাথের ন্যায় কিরূপে নিহত হইলেন? ২০

আপনাকে যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধার দ্বারা নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পিতা পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন কিভাবে জীবিত থাকিলেন? ২১

কমলনয়ন! পাণ্ডবদের এই যে বিশাল রাজ্য লাভ হইল, তাঁহারা শত্রুগণকে যে পরাজিত করিলেন, এ সমস্তই আপনি ব্যতীত উঁহাদের কেহই প্রসন্ন করিতে পারিবে না ॥ ২২

আর্য্যপুত্র! আপনার অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত পুণ্যলোকসকলে আমিও ধর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের বলে শীঘ্রই আপনার অনুগমন করিব। আপনি সেখানে আমাকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৩

মনে হইতেছে, মৃত্যুকাল না আসিলে কাহারও পক্ষে মৃত্যুবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, যেহেতু অভাগিনী আমি আপনাকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়াও এখনও জীবিত আছি ॥ ২৪

নরশ্রেষ্ঠ! আপনি পিতৃলোকে যাইয়া এই সময় আমারই ন্যায় অপর কোন স্ত্রীলোককে ঈষৎ হাস্যসহকারে মধুর বাণীতে আমন্ত্রণ করিবেন ॥ ২৫

নূনমপ্সরসাং স্বর্গে মনাংসি প্রমথিষ্যসি।
পরমেণ চ রূপেণ গিরা চ স্মিতপূর্বয়া ॥ ২৬
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকানপ্সরোভিঃ সমেয়িবান্।
সৌভদ্র বিহরন্ কালে স্মরেথাঃ সুকৃতানি মে ॥ ২৭
এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।
ষণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্তবচনামেতামপকর্ষন্তি দুঃখিতাম্।
উত্তরাং মোঘসঙ্কল্পাং মৎস্যরাজকুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯
উত্তরামপকৃষ্যৈনামার্তামার্ততরাঃ স্বয়ম্।
বিরাটং নিহতং দৃষ্ট্বা ক্রোশন্তি বিলপন্তি চ ॥ ৩০
দ্রোণাস্ত্রশরসংকৃত্তং শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্।
বিরাটং বিতুদন্ত্যেতে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ ॥ ৩১
বিতুদ্যমানং বিহগৈর্বিরাটমসিতেক্ষণাঃ।
ন শক্নুবন্তি বিহগান্ নিবারয়িতুমাতুরাঃ ॥ ৩২
আসামাতপতপ্তানামায়াসেন চ যোষিতাম্।
শ্রমেণ চ বিবর্ণানাং বক্ত্রাণাং বিপ্লুতং বপুঃ ॥ ৩৩
উত্তরং চাভিমন্যুঞ্চ কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্।
শিশূনেতান্ হতান্ পশ্য লক্ষ্মণঞ্চ সুদর্শনম্ ॥ ৩৪
আয়োধনশিরোমধ্যে শয়ানং পশ্য মাধব ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করত আপনি স্বীয় সুন্দর রূপ ও ঈষৎ হাস্যসমন্বিত মধুর বাণীর দ্বারা স্বর্গস্থিত অপ্সরাগণের মনকে মথিত করিবেন ॥ ২৬

সুভদ্রানন্দন! আপনি পুণ্যাত্মাগণের লোকে গমন করত অপ্সরাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিবার সময় আমার শুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিবেন ॥ ২৭

বীর! এই ভূলোকে আমার সহিত আপনার ত' কেবল ছয় মাস সহবাস হইয়াছিল। সপ্তম মাসেই আপনি বীর-গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮

যাহার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে দুঃখে নিমগ্না হইয়াছে, সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্যভাষিণী উত্তরাকে মৎস্যরাজ বিরাটের কুলস্ত্রীগণ টানিয়া লইয়া দূরে অপসারণ করিলেন ॥ ২৯

শোকে অতিশয় পীড়িতা উত্তরাকে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা সেই স্ত্রীগণ রাজা বিরাটকে নিহত হইতে দেখিয়া নিজেরাও চীৎকার করিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত রাজা বিরাটকে শকুনি, শৃগাল ও কাকসকল ভক্ষণ করিতেছিল ॥ ৩১

বিরাটকে সেই সব পক্ষিগণের দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণনয়না রাণীরা আর্ত্তা হইয়া পড়ায় পক্ষিসকলকে দূর করিয়া দিতে সমর্থা হইলেন না ॥ ৩২

এই সব যুবতী স্ত্রীগণের মুখ সূর্য্যকিরণ তাপে সন্তপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আয়াস ও পরিশ্রমে তাঁহারা বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৩৩

মাধব! উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজনিবাসী সুদক্ষিণ ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর লক্ষ্মণ—ইহারা সকলে বালক ছিল। এই নিহত বালকগণকে নিরীক্ষণ কর। যুদ্ধের সম্মুখভাগে শয়ান অতিশয় সুন্দর কুমার লক্ষ্মণের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত কর ॥ ৩৪-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গান্ধার্য্যা কর্ণং দৃষ্ট্বা তস্য শৌর্য্যস্য, তস্য পত্ন্যাশ্চ বিলাপস্য শ্রীকৃষ্ণসবিধে বর্ণনম্ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

এষ বৈকর্তনঃ শেতে মহেষ্বাসো মহারথঃ ।
জ্বলিতানলবৎ সংখ্যে সংশান্তঃ পার্থতেজসা ॥ ১
পশ্য বৈকর্তনং কর্ণং নিহত্যাতিরথান্ বহূন্ ।
শোণিতৌঘপরীতাঙ্গং শয়ানং পতিতং ভুবি ॥ ২
অমর্ষী দীর্ঘরোষশ্চ মহেষ্বাসো মহাবলঃ ।
রণে বিনিহতঃ শেতে শূরো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩
যং স্ম পাণ্ডবসন্ত্রাসান্মম পুত্রা মহারথাঃ ।
প্রাযুধ্যন্ত পুরস্কৃত্য মাতঙ্গা ইব যূথপম্ ॥ ৪
শার্দুলমিব সিংহেন সমরে সব্যসাচিনা ।
মাতঙ্গমিব মত্তেন মাতঙ্গেন নিপাতিতম্ ॥ ৫
সমেতাঃ পুরুষব্যাঘ্র নিহতং শূরমাহবে ।
প্রকীর্ণমূর্ধজাঃ পত্ন্যো রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৬
উদ্বিগ্নঃ সততং যস্মাদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ত্রয়োদশ সমা নিদ্রাং চিন্তয়ন্ নাধ্যগচ্ছত ॥ ৭
অনাধৃষ্যঃ পরৈর্যুদ্ধে শত্রুভির্মঘবানিব ।
যুগান্তাগ্নিরিবার্চিষ্মান্ হিমবানিব নিশ্চলঃ ॥ ৮
স ভূত্বা শরণং বীরো ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব ।
ভূমৌ বিনিহতঃ শেতে বাতভগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৯
পশ্য কর্ণস্য পত্নীং ত্বং বৃষসেনস্য মাতরম্ ।
লালপ্যমানাং করুণং রুদতীং পতিতাং ভুবি ॥ ১০
আচার্য্যশাপোঽনুগতো ধ্রুবং ত্বাং
যদগ্রসচ্চক্রমিদং ধরিত্রী ।
ততঃ শরেণাপহৃতং শিরস্তে
ধনঞ্জয়েনাহবশোভিনা যুধি ॥ ১১
হা হা ধিগেষা পতিতা বিসংজ্ঞা
সমীক্ষ্য জাম্বূনদবদ্ধকক্ষম্ ।
কর্ণং মহাবাহুমদীনসত্ত্বং
সুষেণমাতা রুদতী ভৃশার্তা ॥ ১২

একবিংশ অধ্যায় ।

[গান্ধারী কর্তৃক কর্ণকে দেখিয়া তাঁহার শৌর্য্য এবং তাঁহার স্ত্রীর বিলাপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণন ।]

গান্ধারী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ! দেখ, এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথী সূর্য্যপুত্র কর্ণ কুন্তীকুমার অর্জুনের তেজে নির্ব্বাপিত অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুদ্ধস্থলে শান্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১

মাধব ! দেখ, সূর্য্যপুত্র কর্ণ বহুসংখ্যক অতিরথ বীরকে সংহার করত স্বয়ংই রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥২

বীরবর কর্ণ অতিশয় বলবান্ এবং মহাধনুর্দ্ধর ছিল। সে দীর্ঘকাল ধরিয়া রোষাবিষ্ট থাকিত এবং অমর্ষপরায়ণ ছিল, কিন্তু গাণ্ডীবধারী অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়া সে রণভূমিতে শায়িত আছে ॥ ৩

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের ভয়ে আমার মহারথী পুত্রগণ যাহাকে অগ্রে করত যূথপতিকে সম্মুখে রাখিয়া সজ্ঘর্ষরত হস্তীদিগের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই বীর কর্ণকে সব্যসাচী অর্জুন সেইভাবে যুদ্ধস্থলে বধ করিয়াছে, যেরূপ এক সিংহ অপর সিংহকে এবং এক মদমত্ত হস্তী অপর মদোন্মত্ত গজরাজকে নিহত করত ভূপাতিত করে ॥ ৪-৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! রণাঙ্গনে নিহত সেই শৌর্য্যশালী বীর কর্ণের নিকটে আসিয়া তাহার স্ত্রীগণ কেশ উন্মুক্ত করিয়া রোদন করিতেছে ॥ ৬

মাধব ! যাহা হইতে নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চিন্তাহেতু তের বৎসর নিদ্রা হয় নাই, যে যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য শত্রুদিগের পক্ষে অজেয় ছিল, প্রলয়ঙ্কর অগ্নিসদৃশ তেজস্বী এবং হিমালয়তুল্য নিশ্চল ছিল, সেই বীর কর্ণ দুর্য্যোধনের শরণদাতা হইয়া মৃত্যুবরণ করত প্রবল বায়ুতে ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৭-৯

দেখ, কর্ণের পত্নী এবং বৃষসেনের মাতা ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কিরূপ করুণাজনক বিলাপ করিতেছে ॥১০

প্রাণনাথ ! নিশ্চয়ই তোমার উপর আচার্য্য পরশুরামকর্তৃক প্রদত্ত শাপ আজ ফলিত হইয়াছে, যাহার জন্য এই পৃথিবী তোমার রথের চক্রসকলকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। এই কারণেই যুদ্ধে সুশোভিত অর্জুন রণাঙ্গনে স্বীয় বাণের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছে ॥ ১১

হায়, হায় ! আমাকে ধিক্ ! সুবর্ণ কবচধারী উদারহৃদয় মহাবাহু কর্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত কাতরা সুষেণের মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১২

অল্পাবশেষোঽপি কৃতো মহাত্মা
শরীরভক্ষৈঃ পরিভক্ষয়দ্ভিঃ।
দ্রষ্টুং ন নঃ প্রীতিকরঃ শশীব
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য চতুর্দশাহে ॥ ১৩
সা বর্তমানা পতিতা পৃথিব্যা-
মুত্থায় দীনা পুনরেব চৈষা।
কর্ণস্য বক্ত্রং পরিজিঘ্রমাণা
রোরূয়তে পুত্রবধাভিতপ্তা ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি কর্ণদর্শনো নামৈকবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

মানবদেহ ভক্ষণকারী জন্তুগণ মহাত্মা কর্ণের দেহ ভক্ষণ করিয়া আর অল্পই অবশিষ্ট রাখিয়া দিয়াছে। তাহার এই অল্পাবশিষ্ট শরীর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিলেও আমাদের প্রীতিদান করিতে পারিতেছে না ॥ ১৩

এই দীনা কর্ণের পত্নী ভূতলে পতিত হইয়া উঠিতেছে এবং উঠিয়া পুনরায় পতিত হইতেছে। কর্ণের মুখ আঘ্রাণ করিতে করিতে এই নারী স্বীয় পুত্রের বধে সন্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে কর্ণের দর্শনবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্ব-স্ব-স্ত্রীভিঃ পরিবৃতম্ অবন্তীদেশাধিপতিং জয়দ্রথঞ্চ নিরীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা বিলাপঃ।]

গান্ধার্য্যুবাচ।
আবন্ত্যং ভীমসেনেন ভক্ষয়ন্তি নিপাতিতম্।
গৃধ্র-গোমায়বঃ শূরং বহুবন্ধুমবন্ধুবৎ ॥ ১
তং পশ্য কদনং কৃত্বা শূরাণাং মধুসূদন।
শয়ানং বীরশয়নে রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥ ২
তং শৃগালাশ্চ কঙ্কাশ্চ ক্রব্যাদাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
তেন তেন বিকর্ষন্তি পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৩
শয়ানং বীরশয়নে শূরমাক্রন্দকারিণম্।
আবন্ত্যমভিতো নার্য্যো রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥৪
প্রাতিপেয়ং মহেষ্বাসং হতং ভল্লেন বাহ্লিকম্।
প্রসুপ্তমিব শার্দূলং পশ্য কৃষ্ণ মনস্বিনম্ ॥ ৫
অতীব মুখবর্ণোঽস্য নিহতস্যাপি শোভতে।
সোমস্যেবাভিপূর্ণস্য পৌর্ণমাস্যাং সমুদ্যতঃ ॥ ৬
পুত্রশোকাভিতপ্তেন প্রতিজ্ঞাং চাভিরক্ষতা।
পাকশাসনিনা সংখ্যে বার্দ্ধক্ষত্রির্নিপাতিতঃ ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[নিজ নিজ স্ত্রীগণে পরিবৃত অবন্তীদেশপতি ও জয়দ্রথকে দেখিয়া এবং দুঃশলাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

গান্ধারী বলিলেন,—ভীমসেন যাহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে, এই সেই বীরবর অবন্তীপতি বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব সম্পন্ন ছিল; কিন্তু আজ তাহাকে বন্ধুহীনের ন্যায় গৃধ্র ও শৃগালগণ ভক্ষণ করিতেছে ॥ ১

মধুসূদন! দেখ, বহু বীর যোদ্ধাকে সংহার পূর্ব্বক রক্তে আপ্লুত হইয়া এই ভূপাল বীরশয্যায় শয়ন করিয়া আছে ॥ ২

তাহাকে শৃগাল, কঙ্ক এবং নানাবিধ মাংসভোজী জীবজন্তু এদিক্ ওদিকে টানাটানি করিতেছে। হায়, কালের বিপরীত গতি অবলোকন কর ॥ ৩

ভয়ানক বিধ্বংসকর বীরশ্রেষ্ঠ অবন্তীপতিকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রীগণ রোদন করিতে করিতে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে ॥ ৪

হে কৃষ্ণ! দেখ, মহাধনুর্দ্ধর প্রতীপনন্দন মনস্বী বাহ্লীক ভল্লের আঘাতে নিহত হইয়া নিদ্রিত সিংহের ন্যায় পতিত আছে। ৫

রণাঙ্গনে নিহত হইলেও পূর্ণিমায় উদিত পূর্ণ চন্দ্রের তুল্য ইহার মুখের কান্তি অতিশয় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৬

হে কৃষ্ণ! পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিজের কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতে করিতে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন যুদ্ধস্থলে বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে। যদিও তাহার রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞাকে

একাদশ চমূর্ভিত্বা রক্ষ্যমাণং মহাত্মনা :
সত্যং চিকীর্ষতা পশ্য হতমেনং জয়দ্রথম্ ॥ ৮
সিন্ধুসৌবীরভর্তারং দর্পপূর্ণং মনস্বিনম্ ।
ভক্ষয়ন্তি শিবা গৃধ্রা জনার্দন জয়দ্রথম্ ॥ ৯
সংরক্ষ্যমাণং ভার্য্যাভিরনুরক্তাভিরচ্যুত ।
ভীষয়ন্ত্যো বিকর্ষন্তি গহনং নিম্নমন্তিকাৎ ॥ ১০
তমেতাঃ পর্য্যুপাসন্তে রক্ষ্যমাণং মহাভুজম্ ।
সিন্ধু-সৌবীরভর্তারং কাম্বোজ-যবনস্ত্রিয়ঃ ॥ ১১
যদা কৃষ্ণামুপাদায় প্রাদ্রবৎ কেকয়ৈঃ সহ ।
তদৈব বধ্যঃ পাণ্ডূনাং জনার্দন জয়দ্রথঃ ॥ ১২
দুঃশলাং মানয়দ্ভিস্তু তদা মুক্তো জয়দ্রথঃ ।
কথমদ্য ন তাং কৃষ্ণ মানয়ন্তি স্ম তে পুনঃ ॥ ১৩

সৈষা মম সুতা বালা বিলপন্তী চ দুঃখিতা ।
আত্মনা হন্তি চাত্মানমাক্রোশন্তী চ পাণ্ডবান্ ॥ ১৪
কিং নু দুঃখতরং কৃষ্ণ পরং মম ভবিষ্যতি ।
যৎ সুতা বিধবা বালা স্নুষাশ্চ নিহতেশ্বরাঃ ॥ ১৫
হা হা ধিগ্ দুঃশলাং পশ্য বীতশোকভয়ামিব ।
শিরো ভর্তুরনাসাদ্য ধাবমানামিতস্ততঃ ॥ ১৬
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীরং পরমদুর্জয়ম্ ।
পরিবার্য্য রুদন্ত্যেতাঃ স্ত্রিয়শ্চন্দ্রোপমাননাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সত্য করিয়া দেখাইতে ইচ্ছুক মহাত্মা অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ভেদ করত যাহাকে বধ করিয়াছিল, সেই এই জয়দ্রথ এস্থানে পতিত আছে। তুমি ইহা অবলোকন কর ॥ ৭-৮

জনার্দন! সিন্ধু ও সৌবীর দেশের প্রতিপালক অভিমানী ও মনস্বী জয়দ্রথকে শকুনি এবং শৃগালেরা ভক্ষণ করিতেছে ॥ ৯

হে অচ্যুত! ইহার প্রতি অনুরক্ত ইহার পত্নীগণ যদিও ইহাকে রক্ষণে ব্যাপৃত আছে, তথাপি শকুনি প্রভৃতি জন্তুগণ তাহাদিগকে ভীত করিয়া জয়দ্রথের মৃতদেহকে তাহাদের নিকট হইতে গভীর গর্ত্তের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ॥ ১০

এই কাম্বোজ ও যবনদেশের স্ত্রীগণ সিন্ধু এবং সৌবীরদেশের অধিপতি মহাবাহু জয়দ্রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে এবং সে উহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে ॥ ১১

জনার্দ্দন! যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া কেকয়গণের সহিত পলায়ন করিয়াছিল, সেই দিনেই সে পাণ্ডবগণের দ্বারা বধ্য হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেই সময় দুঃশলার প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাহারা জয়দ্রথকে জীবিত ছাড়িয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণ! সেই পাণ্ডবগণ আজ পুনরায় কেন তাহার সম্মান করিল না? ১২-১৩

দেখ, এই আমার বালিকা কন্যা দুঃশলা কিরূপ দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতেছে এবং পাণ্ডবদের প্রতি আক্রোশ দেখাইয়া নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করিতেছে ॥ ১৪

হে কৃষ্ণ! আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি দুঃখের বিষয় আছে যে, এই আমার কন্যা অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া যাইল এবং আমার সকল পুত্রবধূ অনাথ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৫

হায়, হায়! ধিক্! দেখ, দেখ দুঃশলা যেন শোক ও ভয়হীনা হইয়া নিজের পতির মস্তক না পাওয়ায় এদিক্ ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ১৬

যে বীর নিজেদের পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক সমস্ত পাণ্ডবগণকে একাকীই নিবারণ করিয়াছিল, সেই জয়দ্রথ বহু সৈন্যকে সংহার করত স্বয়ংই শেষে মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে ॥ ১৭

মদমত্ত হস্তিতুল্য সেই পরম দুর্জয় বীর জয়দ্রথকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া চন্দ্রমুখী রমণীগণ রোদন করিতেছে ॥১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতশাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শল্যম্, ভগদত্তম্, ভীষ্মম্, দ্রোণাচার্য্যঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণনিকটে গান্ধার্য্যা বিলাপঃ।]

গান্ধার্য্যুবাচ।

এষ শল্যো হতঃ শেতে সাক্ষান্নকুলমাতুলঃ।
ধর্মজ্ঞেন হতস্তাত ধর্মরাজেন সংযুগে ॥ ১
যস্ত্বয়া স্পর্ধতে নিত্যং সর্বত্র পুরুষর্ষভ।
স এষ নিহতঃ শেতে মদ্ররাজো মহাবলঃ ॥ ২
যেন সংগৃহ্বতা তাত রথমাধিরথের্যুধি।
জয়ার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং তথা তেজোবধঃ কৃতঃ ॥ ৩
অহো ধিক্ পশ্য শল্যস্য পূর্ণচন্দ্রসুদর্শনম্।
মুখং পদ্মপলাশাক্ষং কাকৈরাদষ্টমব্রণম্ ॥ ৪
অস্য চামীকরাভস্য তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা।
আস্যাদ্ বিনিঃসৃতা জিহ্বা ভক্ষ্যতে কৃষ্ণ পক্ষিভিঃ ॥৫
যুধিষ্ঠিরেণ নিহতং শল্যং সমিতিশোভনম্।
রুদত্যঃ পর্য্যুপাসন্তে মদ্ররাজং কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৬
এতাঃ সুসূক্ষ্মবসনা মদ্ররাজং নরর্ষভম্।
ক্রোশন্ত্যোঽথ সমাসাদ্য ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ॥৭
শল্যং নিপতিতং নার্য্যঃ পরিবার্য্যাভিতঃ স্থিতাঃ।
বাসিতা গৃষ্টয়ঃ পঙ্কে পরিমগ্নমিব দ্বিপম্ ॥ ৮
শল্যং শরণদং শূরং পশ্যেমং বৃষ্ণিনন্দন।
শয়ানং বীরশয়নে শরৈর্বিশকলীকৃতম্ ॥ ৯
এষ শৈলালয়ো রাজা ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
গজাঙ্কুশধরঃ শ্রীমান্ শেতে ভুবি নিপাতিতঃ ॥১০
যস্য রুক্মময়ী মালা শিরস্যেষা বিরাজতে।
শ্বাপদৈর্ভক্ষ্যমাণস্য শোভয়ন্তীব মূর্ধজান্ ॥ ১১
এতেন কিল পার্থস্য যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
রোমহর্ষণমত্যুগ্রং শক্রস্য ত্বহিনা যথা ॥ ১২
যোধয়িত্বা মহাবাহুরেষ পার্থং ধনঞ্জয়ম্।
সংশয়ং গময়িত্বা চ কুন্তীপুত্রেণ পাতিতঃ ॥ ১৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[শল্য, ভগদত্ত, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীর বিলাপ।

গান্ধারী বলিলেন,—তাত! দেখ, এই নকুলের মাতুল শল্য নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। ইহাকে ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে বধ করিয়াছে ॥ ১

পুরুষোত্তম! যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, এই সেই মহাবল মদ্ররাজ শল্য এস্থানে নিহত হইয়া চির নিদ্রায় শয়ন করিয়া আছে ॥ ২

হে তাত! এই সেই শল্য, যে যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণের রথের সারথিকার্য্য করিবার সময় পাণ্ডবদের জয়লাভের জন্য তাহার তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিয়াছিল ॥ ৩

অহো! ধিক্! শল্যের এই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দর্শনীয় ও কমলদল-তুল্য নেত্রবিশিষ্ট ক্ষতহীন মুখকে কাকসকল কিছু কিছু অংশ দংশন করিয়াছে ॥ ৪

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ শল্যের মুখ হইতে তপ্ত সুবর্ণসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং পক্ষীরা উহাকে ভক্ষণ করিতেছে ॥ ৫

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নিহত ও যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত মদ্ররাজ শল্যকে এই কুলাঙ্গনাগণ চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে এবং রোদন করিতেছে ॥ ৬

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রপরিহিতা এই সব ক্ষত্রিয় রমণীগণ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ নরোত্তম মদ্ররাজ শল্যের পার্শ্বে গমন করত কিরূপ করুণ ক্রন্দন করিতেছে ॥ ৭

রণাঙ্গনে নিপতিত রাজা শল্যকে তাহার স্ত্রীগণ সেইভাবে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যেরূপ বাসিতা (ঋতুমতী) সকৃৎ-প্রসূতা হস্তিনীদল পঙ্কে মগ্ন হস্তীকে ঘিরিয়া অবস্থান করে ॥ ৮

বৃষ্ণিনন্দন! দেখ, অপরের শরণপ্রদ বীরবর শল্য বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৯

এই পর্ব্বতীয়, তেজস্বী এবং প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত হস্তে হস্তীর অঙ্কুশ ধারণ করিয়াই ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। ইঁহাকে অর্জুন বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে ॥ ১০

ইঁহাকে হিংস্র জীব-জন্তুরা ভক্ষণ করিতেছে। ইঁহার মস্তকে এই স্বর্ণমাল্য বিরাজিত আছে, উহা যেন কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে ॥ ১১

যেরূপ বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ এই ভগদত্তের সহিত কুন্তীকুমার অর্জুনের অত্যন্ত দারুণ ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১২

এই মহাবাহু ভগদত্ত যুদ্ধ করত কুন্তীনন্দন অর্জুনকে সংশয়াপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে এই অর্জুনের দ্বারাই নিপাতিত হন্ ॥ ১৩

যস্য নাস্তি সমো লোকে শৌর্য্যে বীর্য্যে চ কশ্চন।
স এষ নিহতঃ শেতে ভীষ্মো ভীষ্মকৃতাহবে ॥ ১৪
পশ্য শান্তনবং কৃষ্ণ শয়ানং সূর্য্যবর্চসম্।
যুগান্ত ইব কালেন পতিতং সূর্য্যমম্বরাৎ ॥ ১৫
এষ তপ্ত্বা রণে শত্রূন্ শস্ত্রতাপেন বীর্য্যবান্।
নরসূর্য্যোঽস্তমভ্যেতি সূর্য্যোঽস্তমিব কেশব ॥ ১৬
শরতল্পগতং ভীষ্মমূর্ধ্বরেতসমচ্যুতম্।
শয়ানং বীরশয়নে পশ্য শূরনিষেবিতে ॥ ১৭
কর্ণিনালীকনারাচৈরাস্তীর্য্য শয়নোত্তমম্।
আবিশ্য শেতে ভগবান্ স্কন্দঃ শরবণং যথা ॥ ১৮
অতূলপূর্ণং গাঙ্গেয়স্ত্রিভির্বাণৈঃ সমন্বিতম্।
উপধায়োপধানাগ্র্যং দত্তং গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১৯
পালয়ানঃ পিতুঃ শাস্ত্রমূর্ধ্বরেতা মহাযশাঃ।
এষ শান্তনবঃ শেতে মাধবাপ্রতিমো যুধি ॥ ২০
ধর্মাত্মা তাত সর্বজ্ঞঃ পারাবর্য্যেণ নির্ণয়ে।
অমর্ত্য ইব মর্ত্যঃ সন্নেষ প্রাণানধারয়ৎ ॥ ২১
নাস্তি যুদ্ধে কৃতী কশ্চিন্ন বিদ্বান্ ন পরাক্রমী।
যত্র শান্তনবো ভীষ্মঃ শেতেঽদ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥ ২২
স্বয়মেতেন শূরেণ পৃচ্ছ্যমানেন পাণ্ডবৈঃ।
ধর্মজ্ঞেনাহবে মৃত্যুরাদিষ্টঃ সত্যবাদিনা ॥ ২৩
প্রণষ্টঃ কুরুবংশশ্চ পুনর্যেন সমুদ্ধৃতঃ
স গতঃ কুরুভিঃ সার্ধং মহাবুদ্ধিঃ পরাভবম্ ॥ ২৪
ধর্মেষু কুরবঃ কং নু পরিপ্রক্ষ্যন্তি মাধব।
গতে দেবব্রতে স্বর্গং দেবকল্পে নরর্ষভে ॥ ২৫
অর্জুনস্য বিনেতারমাচার্য্যং সাত্যকেস্তথা।
তং পশ্য পতিতং দ্রোণং কুরূণাং গুরুমুত্তমম্ ॥ ২৬
অস্ত্রং চতুর্বিধং বেদ যথৈব ত্রিদশেশ্বরঃ।
ভার্গবো বা মহাবীর্য্যস্তথা দ্রোণোঽপি মাধব ॥ ২৭

জগতে শৌর্য্য ও বলে যাঁহার তুল্য অপর আর কেহ নাই, সেই এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীষ্মদেব আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৪

হে কৃষ্ণ! দেখ, এই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিরূপ শয়ন করিয়া আছেন; আমার এরূপ মনে হইতেছে, যেন প্রলয়কালে কালপ্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেব আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন ॥ ১৫

কেশব! যেরূপ সূর্য্য সমস্ত জগৎকে তাপদানপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পরাক্রমশালী মানবসূর্য্য রণাঙ্গনে স্বীয় অস্ত্রসকলের প্রতাপে শত্রুদিগকে সন্তাপিত করত অস্ত গমন করিতেছেন ॥ ১৬

যিনি ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী থাকিয়া কখনও সত্য হইতে চ্যুত হন নাই, সেই ভীষ্ম শূরসেবিত বীরোচিত-শয়ন বাণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে দর্শন কর ॥ ১৭

যেরূপ ভগবান্ স্কন্দ শরবনের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ভীষ্ম কর্ণী, নালীক ও নারাচাদি বাণসকলের উত্তম শয্যায় পাতিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন।

এই গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তুলাপূর্ণ উপধান (বালিশ) গ্রহণ করেন নাই। ইনি ত' গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্ত্তৃক প্রদত্ত তিনটি বাণের দ্বারা নির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ উপধান (বালিশ)-ই স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৮-১৯

মাধব! পিতা শান্তনুর আজ্ঞা পালন করিতে করিতে এই মহাযশস্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যুদ্ধে অতুলনীয় বীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এস্থানে শয়ান রহিয়াছেন ॥ ২০

তাত! ইনি ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ। পরলোক এবং ইহলোক-সম্বন্ধী জ্ঞানের দ্বারা ইনি সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রশ্নসকলের নির্ণয় করিতে সমর্থ এবং মানুষ হইলেও দেবতাতুল্যই ছিলেন; ইনি এখনও নিজের প্রাণধারণ করিয়া আছেন ॥ ২১

যখন এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মও আজ শত্রুদের বাণসকলের দ্বারা নিহতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, যুদ্ধে কেহই নিপুণ নহে, কেহই অভিজ্ঞ নহে এবং কেহ পরাক্রমীও নহে ॥ ২২

(এই শ্লোকের নিম্নরূপ অর্থও করা যায়,—যুদ্ধে যাহার তুল্য নিপুণ, অভিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী নাই, এই সেই ভীষ্ম বহু বাণে নিহতপ্রায় হইয়া আজ শয়ন করিয়া আছেন ॥ ২২)

পাণ্ডবেরা জিজ্ঞাসা করিলে পর এই ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী বীরবর ভীষ্ম স্বয়ংই নিজের মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৩

যিনি লুপ্তপ্রায় কুরুবংশকে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সেই পরম বুদ্ধিমান্ ভীষ্মদেব এই কৌরবগণের সহিত পরাজিত হইয়াছেন ॥ ২৪

মাধব! এই দেবতুল্য নরশ্রেষ্ঠ দেবব্রত স্বর্গলোকে গমন করিলে পর এখন কৌরবগণ কাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিবে? ২৫

যিনি অর্জুনের শিক্ষক, সাত্যকির আচার্য্য এবং কৌরবদের শ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন, এই সেই দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে পতিত আছেন, তুমি ইঁহাকেও দর্শন কর ॥ ২৬

মাধব! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অথবা মহাপরাক্রমশালী

যস্য প্রসাদাদ্ বীভৎসুঃ পাণ্ডবঃ কর্ম দুষ্করম্ ।
চকার স হতঃ শেতে নৈনমস্ত্রাণ্যপালয়ন্ ॥ ২৮
যং পুরোধায় কুরব আহ্বয়ন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ।
সোঽয়ং শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো দ্রোণঃ শস্ত্রৈঃ পরিক্ষতঃ ॥২৯
যস্য নির্দহতঃ সেনাং গতিরগ্নেরিবাভবৎ ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে শান্তার্চিরিব পাবকঃ ॥ ৩০
ধনুর্মুষ্টিরশীর্ণশ্চ হস্তাবাপশ্চ মাধব ।
দ্রোণস্য নিহতস্যাজৌ দৃশ্যতে জীবতো যথা ॥ ৩১
বেদা যস্মাচ্চ চত্বারঃ সর্বাণ্যস্ত্রাণি কেশব ।
অনপেতানি বৈ শূরাদ্ যথৈবাদৌ প্রজাপতেঃ ॥ ৩২
বন্দনার্হাবিমৌ তস্য বন্দিভির্বন্দিতৌ শুভৌ ।
গোমায়বো বিকর্ষন্তি পাদৌ শিষ্যশতার্চিতৌ ॥ ৩৩
দ্রোণং দ্রুপদপুত্রেণ নিহতং মধুসূদন ।
কৃপী কৃপণমন্বাস্তে দুঃখোপহতচেতনা ॥ ৩৪
তাং পশ্য রুদতীমার্তাং মুক্তকেশীমধোমুখীম্ ।
হতং পতিমুপাসন্তীং দ্রোণং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৩৫
বাণৈর্ভিন্নতনুত্রাণং ধৃষ্টদ্যুম্নেন কেশব ।
উপাস্তে বৈ মৃধে দ্রোণং জটিলা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৩৬
প্রেতকৃত্যঞ্চ যততে কৃপী কৃপণমাতুরা ।
হতস্য সমরে ভর্তুঃ সুকুমারী যশস্বিনী ॥ ৩৭
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্চিতাং প্রজ্বাল্য সর্বতঃ ।
দ্রোণমাধায় গায়ন্তি ত্রীণি সামানি সামগাঃ ॥ ৩৮
কুর্বন্তি চ চিতামেতে জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ।
ধনুর্ভিঃ শক্তিভিশ্চৈব রথনীড়ৈশ্চ মাধব ॥ ৩৯
শরৈশ্চ বিবিধৈরন্যৈর্ধক্ষ্যতে ভূরিতেজসম্ ।
ইতি দ্রোণং সমাধায় শংসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ৪০

পরশুরাম চারিপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা জানেন, সেইরূপ এই দ্রোণাচার্য্যও জানিতেন ॥ ২৭

যাঁহার প্রসাদে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, সেই আচার্য্য দ্রোণ এস্থানে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই অস্ত্রসকল ইঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই ॥ ২৮

যাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, এই সেই অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছেন ॥ ২৯

শত্রুসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে যাঁহার গতি অগ্নিতুল্য হইয়া যাইত, সেই এই দ্রোণাচার্য্য নির্ব্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন ॥ ৩০

মাধব! যুদ্ধে নিহত হইলে পরও দ্রোণাচার্য্যের হস্তমুষ্টি ধনুর সহিতই আবদ্ধ আছে, শিথিল হইয়া যায় নাই। ইঁহার হস্তত্রাণও সেইরূপই দেখাইতেছে, যেন উহা জীবিত পুরুষেরই হস্তেই আছে ॥ ৩১

কেশব! পুরাকাল হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে বেদ কখনও পৃথক্ থাকেন না, সেইরূপ এই শৌর্য্যশালী বীরবর দ্রোণাচার্য্য হইতে চারি বেদ ও সম্পূর্ণ অস্ত্রসমূহ কখনও দূরে থাকেন নাই। যাঁহার বন্দীদিগের দ্বারা বন্দিত এই সুন্দর বন্দনীয় চরণারবিন্দ শত শত শিষ্য পূজা করিয়াছে, হায়, আজ শৃগালেরা তাঁহার সেই পদযুগল টানাটানি করিতেছে ॥ ৩২-৩৩

মধুসূদন! দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত তাঁহার পত্নী কৃপী অতিশয় দীনভাবে বসিয়া আছেন। দুঃখে যেন তাঁহার চেতনাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪

দেখ, কৃপী কেশ উন্মুক্ত করিয়া নীচের দিকে মুখ করত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিজ পতি দ্রোণাচার্য্যকে রোদন করিতে করিতে আর্ত্তভাবে সেবা করিতেছে ॥ ৩৫

কেশব! ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ বাণসমূহের দ্বারা যে আচার্য্য দ্রোণের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারই পার্শ্বে যুদ্ধস্থলে এই জটাধারিণী ব্রহ্মচারিণী কৃপী বসিয়া আছেন ॥ ৩৬

শোকে দীনা ও আর্ত্তা হইয়া যশস্বিনী সুকুমারী কৃপী সমরে নিহত পতিদেবের প্রেত কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥৩৭

বিধিপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপনা করত চিতাকে সর্ব্বদিকে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপর দ্রোণাচার্য্যের শরীর রাখিয়া সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ সামগান করিতেছেন ॥৩৮

মাধব! এই জটাধারী ব্রহ্মচারীরা ধনু, শক্তি, রথের আসন, নানাপ্রকার বাণ এবং অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহে সেই চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। ইঁহারা তাহার উপর মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে প্রজ্বলিত করিতে অভিলাষী ছিলেন; সেইজন্য দ্রোণাচার্য্যকে চিতার উপর রাখিয়া ইঁহারা বেদমন্ত্র পাঠ করিতে এবং রোদন করিতে লাগিলেন। কিছু ব্রহ্মচারী অন্ত সময়ের উপযোগী ত্রিবিধ সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯-৪০

সামভিস্ত্রিভিরন্তস্থৈরনুশংসন্তি চাপরে।
অগ্নাবগ্নিং সমাধায় দ্রোণং হুত্বা হুতাশনে॥ ৪১
গচ্ছন্ত্যভিমুখা গঙ্গাং দ্রোণশিষ্যা দ্বিজাতয়ঃ
অপসব্যাং চিতিং কৃত্বা পুরস্কৃত্য কৃপীঞ্চ তে॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গন্ধারীবচনে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

চিতার অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সহ দ্রোণাচার্য্যকে রাখিয়া গঙ্গা-নদীর দিকে গমন করিতেছেন॥ ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

[ভূরিশ্রবসঃ পার্শ্বে তেষাং পত্নীনাং বিলাপঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ শকুনিঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণায় গান্ধারীদেব্যাঃ শোকজ্ঞাপনঞ্চ।]

গান্ধার্য্যুবাচ

সোমদত্তসুতং পশ্য যুযুধানেন পাতিতম্।
বিতুদ্যমানং বিহগৈর্বহুভির্মাধবান্তিকে॥ ১
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ সোমদত্তো জনার্দন।
যুযুধানং মহেষ্বাসং গর্হয়ন্নিব দৃশ্যতে॥ ২
অসৌ হি ভূরিশ্রবসো মাতা শোকপরিপ্লুতা।
আশ্বাসয়তি ভর্তারং সোমদত্তমনিন্দিতা॥ ৩
দিষ্ট্যা নৈনং মহারাজ দারুণং ভরতক্ষয়ম্।
কুরুসংক্রন্দনং ঘোরং যুগান্তমনুপশ্যসি॥ ৪
দিষ্ট্যা যূপধ্বজং পুত্রং বীরং ভূরিসহস্রদম্।
অনেকক্রতুযজ্বানং নিহতং নানুপশ্যসি॥ ৫
দিষ্ট্যা স্নুষাণামাক্রন্দে ঘোরং বিলপিতং বহু।
ন শৃণোষি মহারাজ সারসীনামিবার্ণবে॥ ৬
একবস্ত্রার্ধসংবীতাঃ প্রকীর্ণাসিতমূর্ধজাঃ।
স্নুষাস্তে পরিধাবন্তি হতাপত্যা হতেশ্বরাঃ॥ ৭
শ্বাপদৈর্ভক্ষ্যমাণং ত্বমহো দিষ্ট্যা ন পশ্যসি।
ছিন্নবাহুং নরব্যাঘ্রমর্জুনেন নিপাতিতম্॥ ৮

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[ভূরিশ্রবার পার্শ্বে তাঁহার পত্নীগণের বিলাপ, ইঁহাদের সকলকে ও শকুনিকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট শোকজ্ঞাপন।]

গান্ধারী বলিলেন,—মাধব! সাত্যকি যাহাকে ভূপাতিত করিয়াছে, এই সেই সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা পার্শ্বেই আছে, দেখ। ইহাকে বহু পক্ষী চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করত পীড়াদান করিতেছে॥ ১

জনার্দ্দন! অন্যদিকে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিহত সোমদত্তকে যেন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকির নিন্দা করিতে দেখা যাইতেছে॥ ২

এদিকে শোকে নিমগ্না ভূরিশ্রবার সতীসাধ্বী মাতা নিজ পতি সোমদত্তকে যেন আশ্বাস দান করিতে করিতে বলিতেছে॥ ৩

মহারাজ! আপনি সৌভাগ্যবশতঃ এই ভরতবংশীয়গণের নিদারুণ বিনাশ, ভয়ঙ্কর প্রলয়কালতুল্য কুরুকুলের মহাসংহার দেখিবার সুযোগ পাইলেন না॥ ৪

যাহার ধ্বজে যূপের চিহ্ন ছিল, যে সহস্র সহস্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছিল এবং যে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ করিয়াছে, সেই বীর পুত্র ভূরিশ্রবার মৃত্যুর কষ্ট আপনি সৌভাগ্যবশতঃ দেখিতে পান নাই॥ ৫

মহারাজ! সমুদ্রতীরে চীৎকারকারিণী সারসী পক্ষিণীদিগের ন্যায় এই যুদ্ধস্থলে আপনি আপনার এই পুত্রবধূগণের অতিশয় ভয়ানক বিলাপ শ্রবণ করিতে পান নাই—ইহা সৌভাগ্যেরই কথা॥ ৬

আপনার পুত্রবধূরা একবস্ত্র অথবা অর্দ্ধবস্ত্রেই শরীরকে আবৃত করিয়া নিজেদের কৃষ্ণবর্ণ কেশসমূহ উন্মুক্ত করত এই যুদ্ধ-ভূমির চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। ইহাদের সকলেরই পতি ও পুত্র নিহত হইয়াছে॥ ৭

অহো! আপনার মহাসৌভাগ্য এই যে, অর্জুন যাহার এক হস্ত ছেদন করিয়া দিয়াছে এবং সাত্যকি যাহাকে বধ করিয়াছে, যুদ্ধে নিহত সেই ভূরিশ্রবা ও শলকে হিংস্র জন্তুগণের আহারে পরিণত হইতে আপনি দেখিতে পান নাই এবং বহুবিধ রূপবিশিষ্টা

শলং বিনিহতং সংখ্যে ভূরিশ্রবসমেব চ।
স্নুষাশ্চ বিবিধাঃ সর্বা দিষ্ট্যা নাদ্যেহ পশ্যসি ॥ ৯
দিষ্ট্যা তৎ কাঞ্চনং ছত্রং যূপকেতোর্মহাত্মনঃ।
বিনিকীর্ণং রথোপস্থে সৌমদত্তের্ন পশ্যসি ॥ ১০
অমূস্তু ভূরিশ্রবসো ভার্য্যাঃ সাত্যকিনা হতম্।
পরিবার্য্যানুশোচন্তি ভর্তারমসিতেক্ষণাঃ ॥ ১১
এতা বিলপ্য করুণং ভর্তৃশোকেন কর্শিতাঃ।
পতন্ত্যভিমুখা ভূমৌ কৃপণং বত কেশব ॥ ১২
বীভৎসুরতিবীভৎসং কর্মেদমকরোৎ কথম্।
প্রমত্তস্য যদচ্ছৈৎসীদ্ বাহুং শূরস্য যজ্বনঃ ॥ ১৩
ততঃ পাপতরং কর্ম কৃতবানপি সাত্যকিঃ।
যস্মাৎ প্রায়োপবিষ্টস্য প্রাহার্ষীৎ সংশিতাত্মনঃ ॥ ১৪
একো দ্বাভ্যাং হতঃ শেষে ত্বমধর্মেণ ধার্মিক।
কিংনু বক্ষ্যতি বৈ সৎসু গোষ্ঠীষু চ সভাসু চ ॥ ১৫
অপুণ্যময়শস্যঞ্চ কর্মেদং সাত্যকিঃ স্বয়ম্।
ইতি যূপধ্বজস্যৈতাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্রোশন্তি মাধব ॥ ১৬
ভার্য্যা যূপধ্বজস্যৈষা করসম্মিতমধ্যমা।
কৃত্বোৎসঙ্গে ভুজং ভর্তুঃ কৃপণং পরিদেবতি ॥ ১৭
অয়ং স হন্তা শূরাণাং মিত্রাণামভয়প্রদঃ।
প্রদাতা গোসহস্রাণাং ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ করঃ ॥ ১৮
অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ ॥ ১৯
বাসুদেবস্য সাংনিধ্যে পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
যুধ্যতঃ সমরেঽন্যেন প্রমত্তস্য নিপাতিতঃ ॥ ২০
কং নু বক্ষ্যসি সংসৎসু কথাসু চ জনার্দন।
অর্জুনস্য মহৎ কর্ম স্বয়ং বা স কিরীটভৃৎ ॥ ২১

পুত্রবধূদিগকেও আজ এই রণাঙ্গনে বিলাপ করিতে আপনি সৌভাগ্যবশতই দেখিলেন না ॥ ৮-৯

সৌভাগ্যবলে আপনি মহাত্মা পুত্র যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার রথের আসনে খণ্ডিত হইয়া পতিত স্বর্ণময় ছত্রকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০

হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার কৃষ্ণনয়না এই ভার্য্যাগণ সাত্যকির দ্বারা নিহত নিজ পতিকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া বারংবার শোক প্রকাশ করিতেছে ॥ ১১

কেশব! পতিশোকে পীড়িত এই অবলাগণ করুণাজনক বিলাপ করত পতিসম্মুখে অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইতেছে (আছাড় খাইয়া পড়িতেছে) ॥ ১২

তাহারা বলিতেছে,—অর্জুন এই অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম্ম কিরূপে করিল? যে অপরের সহিত যুদ্ধে নিরত আছে বলিয়া তাহার দিক্ হইতে অসাবধানে ছিল, এরূপ আপনার ন্যায় একজন বীর যোদ্ধার বাহুচ্ছেদন করিল ॥ ১৩

ইহা অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর পাপকার্য্য সাত্যকি করিয়াছে; কারণ, সে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট এক শুদ্ধাত্মা সৎপুরুষের উপর খড়্গ প্রহার করিয়াছে ॥ ১৪

ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ! তুমি একাকীই দুইজন মহারথীর দ্বারা অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়া রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হায়, সাত্যকি সৎপুরুষগণের সভায় ও সজ্জনমধ্যে নিজের পক্ষে কলঙ্ক লেপনকারী এই পাপকর্ম্মের বর্ণন স্বয়ং নিজ মুখে কিপ্রকারে করিবে?' মাধব! এইভাবে যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার স্ত্রীগণ সাত্যকিকে তিরস্কার করিতেছে ॥ ১৫-১৬

হে কৃষ্ণ! দেখ, যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার এই সূক্ষ্মকটিভাগযুক্তা ভার্য্যা পতির ছিন্ন বাহুকে ক্রোড়ে লইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছে ॥ ১৭

সে বলিতেছে,—হায়, এই সেই হস্ত; যে যুদ্ধে বহু বীর যোদ্ধাকে বধ, মিত্রগণকে অভয়দান, সহস্র সহস্র গোদান এবং ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছে ॥ ১৮

এই সেই হাত, যে আমার মেখলাকে আকর্ষণ করিত, স্থূল স্তনদ্বয়কে মর্দ্দন করিত, নাভি, উরু ও জঘন প্রদেশকে স্পর্শ করিত এবং নীবিবন্ধনকে (কোমরের বস্ত্রবন্ধনকে) শিথিল করিয়া দিত ॥ ১৯

যখন আমার পতি সমরাঙ্গণে অপরের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া অর্জুনের দিক্ হইতে অসাবধান ছিল, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অনায়াসে মহৎকার্য্য করিতে সমর্থ অর্জুন এই হস্তকে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে ॥ ২০

জনার্দ্দন! তুমি সৎপুরুষগণের সভায় ও আলাপ আলোচনা করিবার সময় অর্জুনের এই মহৎ কর্ম্মের কিভাবে বর্ণনা করিবে? অথবা স্বয়ং কিরীটধারী অর্জুন কিরূপে এই জঘন্য কার্য্যের আলোচনা করিবে? ২১

ইত্যেবং গর্হয়িত্বৈষ তুষ্ণীমাস্তে বরাঙ্গনা।
তামেতামনুশোচন্তি সপত্ন্যঃ স্বামিব স্নুষাম্ ॥ ২২
গান্ধাররাজঃ শকুনির্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
নিহতঃ সহদেবেন ভাগিনেয়েন মাতুলঃ ॥ ২৩
যঃ পুরা হেমদণ্ডাভ্যাং ব্যজনাভ্যাং স্ম বীজ্যতে।
স এষ পক্ষিভিঃ পক্ষৈঃ শয়ান উপবীজ্যতে ॥ ২৪
যঃ স্বরূপাণি কুরুতে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তস্য মায়াবিনো মায়া দগ্ধাঃ পাণ্ডবতেজসা ॥ ২৫
মায়য়া নিকৃতিপ্রজ্ঞো জিতবান্ যো যুধিষ্ঠিরম্।
সভায়াং বিপুলং রাজ্যং স পুনর্জীবিতং জিতঃ ॥ ২৬
শকুন্তাঃ শকুনিং কৃষ্ণ সমন্তাৎ পর্য্যুপাসতে।
কৈতবং মম পুত্রাণাং বিনাশায়োপশিক্ষিতম্ ॥ ২৭
এতেনৈতন্মহদ্ বৈরং প্রসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ।
বধায় মম পুত্রাণামাত্মনঃ সগণস্য চ ॥ ২৮
যথৈব মম পুত্রাণাং লোকাঃ শস্ত্রজিতাঃ প্রভো।
এবমস্যাপি দুর্বুদ্ধের্লোকাঃ শস্ত্রেণ বৈ জিতাঃ ॥ ২৯
কথঞ্চ নায়ং তত্রাপি পুত্রান্মে ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বিরোধয়েদৃজুপ্রজ্ঞাননৃজুর্মধুসূদন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে চতুর্বিংশোঽধ্যায় ॥ ১৪

এইভাবে অর্জুনের নিন্দা করিতে করিতে সেই সুন্দরীগণ নীরব হইলেন। ইঁহার সপত্নীগণ ইঁহার জন্য সেইরূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ শুশ্রূ বধূর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২২

এই গান্ধারদেশের রাজা মহাবল সত্যপরাক্রমী শকুনি পতিত রহিয়াছে। ইহাকে সহদেব বিনাশ করিয়াছে। হায়, ভাগিনেয় মাতুলের প্রাণহরণ করিল ॥ ২৩

পূর্ব্বে স্বর্ণদণ্ডভূষিত দুইটি পাখার দ্বারা যাহাকে বাতাস করা হইত, এই সেই শকুনি আজ ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে এবং পক্ষীরা নিজ নিজ পক্ষের দ্বারা তাহাকে বাতাস করিতেছে ॥ ২৪

যে নিজেকে শত শত ও সহস্র সহস্র রূপে সাজাইতে পারিত, সেই মায়াবীর সমস্ত মায়া পাণ্ডুপুত্র সহদেবের তেজে দগ্ধ হইয়া গাইল ॥ ২৫

যে প্রতারণা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল, যে দ্যূতসভায় মায়া দ্বারা যুধিষ্ঠির ও তাহার বিশাল রাজ্যকে জয় করিয়াছিল, সে আজ নিজেই নিজের জীবন হারাইতে বাধ্য হইল ॥ ২৬

হে কৃষ্ণ! আজ শকুনিরা এই গান্ধাররাজ শকুনির চারিদিকে বসিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে। ·ই শকুনি আমার পুত্রগণের বিনাশের জন্যই দ্যূতবিদ্যা বা ধূর্ত্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল ॥ ২৭

এই শকুনি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিজের ও আমার পুত্রগণের বধের জন্যই পাণ্ডবদের সহিত অতিশয় শত্রুতায় আবদ্ধ হইয়াছিল। ২৮

প্রভো! যেরূপ আমার পুত্রগণ অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই দুর্মতি শকুনিও অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত উত্তম লোক লাভ করিয়াছে ॥ ২৯

মধুসূদন! আমার পুত্রগণ সকলেই সরলমতি। আমার ভয় হইতেছে যে, সেই পুণ্যলোকে গমন করত এই শকুনি পুনরায় কোনরূপে সেই সব ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর না বিরোধ উৎপন্ন করিয়া দেয় ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অন্যানপি বীরান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শোকাতুরায়া গান্ধার্য্যা বিলাপঃ, ক্রোধেন শ্রীকৃষ্ণায় যদুবংশবিনাশ-বিষয়কাভিশাপদানঞ্চ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।
কাম্বোজং পশ্য দুর্দ্ধর্ষং কাম্বোজাস্তরণোচিতম্ ।
শয়ানমৃষভস্কন্ধং হতং পাংশুষু মাধব ॥ ১
যস্য ক্ষতজসন্দিগ্ধৌ বাহূ চন্দনভূষিতৌ ।
অবেক্ষ্য করুণং ভার্য্যা বিলপত্যতিদুঃখিতা ॥ ২
ইমৌ তৌ পরিঘপ্রখ্যৌ বাহূ শুভতলাঙ্গুলী ।
যয়োর্বিবরমাপন্নাং ন রতির্মাং পুরাজহাৎ ॥ ৩
কাং গতিং তু গমিষ্যামি ত্বয়া হীনা জনেশ্বর ।
হতবন্ধুরনাথা চ বেপন্তী মধুরস্বরা ॥ ৪
আতপে ক্লাম্যমানানাং বিবিধানামিব স্রজাম্ ।
ক্লান্তানামপি নারীণাং শ্রীর্জহাতি ন বৈ তনুঃ ॥ ৫
শয়ানমভিতঃ শূরং কালিঙ্গং মধুসূদন ।
পশ্য দীপ্তাঙ্গদযুগপ্রতিনদ্ধমহাভুজম্ ॥ ৬
মাগধানামধিপতিং জয়ৎসেনং জনার্দন ।
আবার্য্য সর্বতঃ পত্ন্যঃ প্ররুদত্যঃ সুবিহ্বলাঃ ॥ ৭
আসামায়তনেত্রাণাং সুস্বরাণাং জনার্দন ।
মনঃশ্রুতিহরো নাদো মনো মোহয়তীব মে ॥ ৮
প্রকীর্ণবস্ত্রাভরণা রুদত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
স্বাস্তীর্ণশয়নোপেতা মাগধ্যঃ শেরতে ভুবি ॥ ৯
কোশলানামধিপতিং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ।
ভর্ত্তারং পরিবার্য্যৈতাঃ পৃথক্ প্ররুদিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০
অস্য গাত্রগতান্ বাণান্ কার্ষ্ণিবাহুবলার্পিতান্ ।
উদ্ধরন্ত্যসুখাবিষ্টা মূর্চ্ছমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
আসাং সর্বানবদ্যানামাতপেন পরিশ্রমাৎ ।
প্রম্লাননলিনাভানি ভান্তি বক্ত্রাণি মাধব ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

[অন্যান্য বীরগণকে নিহত দেখিয়া শোকাতুরা গান্ধারীর বিলাপ এবং ক্রোধ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে যদুবংশের বিনাশ বিষয়ক অভিশাপ প্রদান ।]

গান্ধারী বলিলেন,—মাধব! যে কাম্বোজ-(কাবুল)-দেশ নির্ম্মিত কোমল শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্য, সেই বৃষতুল্য হৃষ্টপুষ্ট স্কন্ধযুক্ত দুর্জয় বীর কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ নিহত হইয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১

ইহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তে আপ্লুত দেখিয়া তাহার ভার্য্যা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া করুণাজনক বিলাপ করিতেছে ॥ ২

সে বলিতেছে,—প্রাণনাথ! সুন্দর হস্ততল ও অঙ্গুলিসমূহে যুক্ত এবং পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) এই দুই সেই বাহু, যাহাদের মধ্যে তুমি আমাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিতে ও সেই অবস্থায় আমার যে অতন্ত প্রীতিলাভ হইত, উহা আমাকে পূর্ব্বে কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। জনেশ্বর! এখন তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমার কি গতি হইবে ? ৩;

হে কৃষ্ণ! নিজের প্রাণবন্ধু নিহত হওয়ায় অনাথা এই রাণী কাঁপিতে কাঁপিতে মধুর স্বরে বিলাপ করিতেছে। রৌদ্রে পরিম্লান নানাপ্রকার পুষ্পমাল্যসমূহের ন্যায় এই সব রাজ-মহিষীরা রৌদ্রে ম্লান হইয়া যাইল, তথাপি ইহাদের শরীরের সৌন্দর্য্য-শ্রী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ৪-৫

মধুসূদন! দেখ, পার্শ্বেই এই বীরবর কলিঙ্গরাজ শয়ন করিয়া আছে, যাহার দুই বিশাল বাহুতে উজ্জ্বল অঙ্গদ ধৃত আছে ॥ ৬

জনার্দন! অন্যদিকে মগধরাজ জয়ৎসেন পতিত আছে, যাহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার স্ত্রীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে ॥ ৭

হে কৃষ্ণ! মধুরস্বরা এই সব বিশাললোচনা রাণীগণের মন ও বর্ণের মোহকর আর্ত্তনাদ আমার মনকে যেন মূর্চ্ছিত করিয়া দিতেছে ॥ ৮

ইহাদের বস্ত্র ও আভরণসকল বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুন্দর আস্তরণে আস্তৃত শয্যায় শয়নযোগ্যা এই সব মগধদেশীয়া রাণী শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছে ॥ ৯

স্বীয় পতি কোশলরাজ রাজকুমার বৃহদ্বলকেও চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার স্ত্রীগণ পৃথক্ ভাবে রোদন করিতেছে ॥ ১০

অভিমন্যুর বাহুবলে প্রেরিত হইয়া কোশলরাজের অঙ্গসমূহে প্রবিষ্ট বাণসকলকে এই সব রাণীগণ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাহির করিতেছে এবং বারংবার যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১১

মাধব! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজমহিলাগণের সুন্দর মুখ

দ্রোণেন নিহতাঃ শূরাঃ শেরতে রুচিরাঙ্গদাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নসুতাঃ সর্বে শিশবো হেমমালিনঃ ॥ ১৩
রথাগ্ন্যগারং চাপার্চিঃ শরশক্তিগদেন্ধনম্।
দ্রোণমাসাদ্য নির্দগ্ধাঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ১৪
তথৈব নিহতাঃ শূরাঃ শেরতে রুচিরাঙ্গদাঃ।
দ্রোণেনাভিমুখাঃ সর্বে ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকয়াঃ ১৫
তপ্তকাঞ্চনবর্মাণস্তালধ্বজরথব্রজাঃ।
ভাসয়ন্তি মহীং ভাসা জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ১৬
দ্রোণেন দ্রুপদং সংখ্যে পশ্য মাধব পাতিতম্।
মহাদ্বিপমিবারণ্যে সিংহেন মহতা হতম্ ॥ ১৭
পাঞ্চালরাজ্ঞো বিমলং পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুরম্।
আতপত্রং সমাভাতি শরদীব নিশাকরঃ ॥ ১৮
এতাস্তু দ্রুপদং বৃদ্ধং স্নুষা ভার্য্যাশ্চ দুঃখিতাঃ :
দগ্ধ্বা গচ্ছন্তি পাঞ্চাল্যং রাজানমপসব্যতঃ ॥ ১৯
ধৃষ্টকেতুং মহাত্মানং চেদিপুঙ্গবমঙ্গনাঃ।
দ্রোণেন নিহতং শূরং হরন্তি হৃতচেতসঃ ॥ ২০
দ্রোণাস্ত্রমভিহত্যৈষ বিমর্দে মধুসূদন।
মহেষ্বাসো হতঃ শেতে নদ্যা হৃত ইব দ্রুমঃ ॥ ২১
এষ চেদিপতিঃ শূরো ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ।
শেতে বিনিহতঃ সংখ্যে হত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ ॥২২
বিতুদ্যমানং বিহগৈস্তং ভার্য্যাঃ পর্য্যুপাসতাঃ।
চেদিরাজং হৃষীকেশ হতং সবল-বান্ধবম্ ॥২৩
দাশার্হীপুত্রজং বীরং শয়ানং সত্যবিক্রমম্।
আরোপ্যাঙ্কে রুদন্ত্যেতাশ্চেদিরাজবরাঙ্গনাঃ ॥ ২৪
অস্য পুত্রং হৃষীকেশ সুবক্ত্রং চারুকুণ্ডলম্।
দ্রোণেন সমরে পশ্য নিকৃত্তং বহুধা শরৈঃ ॥২৫

রৌদ্রের দ্বারা ও পরিশ্রমবশতঃ অতিশয় ম্লান পদ্ম পুষ্পসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১২

দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিহত এই সব ধৃষ্টদ্যুম্নের শিশু অথচ বীর পুত্রগণ রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে। ইহাদের বাহুতে সুন্দর বলয় ও কণ্ঠে স্বর্ণময় হার শোভা পাইতেছে ॥ ১৩

দ্রোণাচার্য্য প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ছিলেন, তাঁহার রথই অগ্নিশালা ছিল, ধনু অগ্নির শিখা এবং বাণ, শক্তি ও গদা সমিধ্ ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় এই দ্রোণরূপী অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে ॥ ১৪

এই সুন্দর অঙ্গদসমূহে বিভূষিত পঞ্চ বীরবর ভ্রাতা কেকয় রাজকুমারগণ সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছিল। ইহারা সকলেই তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছে ॥ ১৫

ইহাদের সকলের কবচ তপ্তসুবর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং ইহাদের রথসকল তাল বৃক্ষচিহ্নিত ধ্বজসমূহে সুশোভিত ছিল। এই রাজকুমারগণ নিজ নিজ প্রভায় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ভূতলকে প্রকাশিত করিতেছিল ॥ ১৬

মাধব! দেখ, যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য যাহাকে বিনাশ করত নিপাতিত করিয়াছিলেন, এই সেই রাজা দ্রুপদ শয়ন করিয়া আছেন; ইহাতে মনে হইতেছে, কোন বিশাল বনে সিংহকর্তৃক কোন এক বিশাল গজরাজ নিহত হইয়াছে ॥ ১৭

কমললোচন কৃষ্ণ! পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এই নির্ম্মল শ্বেতছত্র শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে ॥ ১৮

এই বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দুঃখিতা পত্নীগণ ও পুত্রবধূরা তাঁহাকে চিতাতে প্রজ্বালিত করিয়া প্রদক্ষিণ করত গমন করিতেছে ॥ ১৯

মহাত্মা বীরবর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তাহার পত্নীগণ ধৃষ্টকেতুর দাহ-সংস্কারের জন্য যেন অচৈতন্য হইয়াই তাহাকে লইয়া যাইতেছে ॥ ২০

মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর বীর সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রসকল নষ্ট করত নদীর বেগে ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছে ॥ ২১

এই চেদিরাজ বীরবর মহারথী ধৃষ্টকেতু সহস্র সহস্র শত্রুকে বিনাশ করত নিহত হইয়াছে এবং রণশয্যায় চিরকালের জন্য শয়ন করিয়াছে ॥ ২২

হৃষীকেশ! সৈন্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিহত এই চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুকে পক্ষীরা চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করিতেছে এবং তাহার স্ত্রীগণ তাহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট আছে ॥ ২৩

দশার্হকুলের কন্যা শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপালের এই সত্যপরাক্রমী বীর তনয় ধৃষ্টকেতু রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে। ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া এই চেদিরাজের সুন্দরী পত্নীগণ রোদন করিতেছে ॥ ২৪

হৃষীকেশ! এই দেখ, ধৃষ্টকেতুর সুন্দরবদনবিশিষ্ট ও মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত পুত্রকে দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৫

পিতরং নূনমাজিস্থং যুধ্যমানং পরৈঃ সহ।
নাজহাৎ পিতরং বীরমদ্যাপি মধুসূদন ॥ ২৬
এবং মমাপি পুত্রস্য পুত্রঃ পিতরমন্বগাৎ।
দুর্য্যোধনং মহাবাহো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ২৭
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ পতিতৌ পশ্য মাধব।
হিমান্তে পুষ্পিতৌ শালৌ মরুতা গলিতাবিব ॥ ২৮
কাঞ্চনাঙ্গদবর্মাণৌ বাণখড়্গধনুর্ধরৌ।
ঋষভপ্রতিরূপাক্ষৌ শয়ানৌ বিমলস্রজৌ ॥ ২৯
অবধ্যাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ সর্ব এব ত্বয়া সহ।
যে মুক্তা দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং কর্ণাদ্ বৈকর্তনাৎ কৃপাৎ ॥৩০
দুর্য্যোধনাদ্ দ্রোণসুতাৎ সৈন্ধবাচ্চ জয়দ্রথাৎ।
সোমদত্তাদ্ বিকর্ণাচ্চ শূরাচ্চ কৃতবর্মণঃ ॥ ৩১
যে হন্যুঃ শস্ত্রবেগেন দেবানপি নরর্ষভাঃ।
ত ইমে নিহতাঃ সংখ্যে পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ৩২
নাতিভারোঽস্তি দৈবস্য ধ্রুবং মাধব কশ্চন।
যদিমে নিহতাঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৩৩
তদৈব নিহতাঃ কৃষ্ণ মম পুত্রাস্তরস্বিনঃ।
যদৈবাকৃতকামস্ত্বমুপপ্লব্যং গতঃ পুনঃ ॥ ৩৪
শান্তনোশ্চৈব পুত্রেণ প্রাজ্ঞেন বিদুরেণ চ।
তদৈবোক্তাস্মি মা স্নেহং কুরুষ্বাত্মসুতেষ্বিতি ॥ ৩৫
তয়োর্হি দর্শনং নৈতন্মিথ্যা ভবিতুমর্হতি।
অচিরেণৈব মে পুত্রা ভস্মীভূতা জনার্দন ॥ ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ন্যপতদ্ ভূমৌ গান্ধারী শোকমূর্ছিতা।
দুঃখোপহতবিজ্ঞানা ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য ভারত ॥ ৩৭
ততঃ কোপপরীতাঙ্গী পুত্রশোকপরিপ্লুতা।
জগাম শৌরিং দোষেণ গান্ধারী ব্যথিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩৮

গান্ধার্য্যুবাচ।

পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ দগ্ধাঃ কৃষ্ণ পরস্পরম্।
উপেক্ষিতা বিনশ্যন্তস্ত্বয়া কস্মাজ্জনার্দন ॥ ৩৯

মধুসূদন! রণাঙ্গনে অবস্থান করত শত্রুদের সহিত যুদ্ধরত নিজের পিতা ধৃষ্টকেতুকে কেহ কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। আজ যুদ্ধের পরও সে পিতাকে ত্যাগ করে নাই ॥ ২৬

মহাবাহো! এইরূপ আমার পুত্র দুর্য্যোধনের পুত্র শত্রুবীর-হন্তা লক্ষ্মণও নিজের পিতা দুর্য্যোধনেরই অনুসরণ করিয়াছে ॥২৭

মাধব! যেরূপ গ্রীষ্মকালে বায়ুর বেগে দুইটি পুষ্পিত শালবৃক্ষ পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবন্তীদেশের দুই বীর রাজপুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছে। তুমি ইহাদের দুইজনকেও নিরীক্ষণ কর ॥ ২৮

ইহারা উভয়ে স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়াছিল, বাণ, খড়্গ ও ধনু গ্রহণ করিয়াছিল এবং বৃষতুল্য অতিশয় বৃহৎ নেত্রশোভিত এই দুই বীর নির্ম্মল হারধারণ করিয়াছিল ॥ ২৯

হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত এই সমস্ত পাণ্ডবগণ অবধ্য মনে হইতেছে; কারণ, ইহারা সকলে দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও বীরবর কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইয়াছে ॥ ৩০-৩১

যে নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজেদের অস্ত্রের বেগে দেবগণকেও নষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারাই আজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন; ইহাই কালের বিপরীত গতি তুমি অবলোকন কর ॥ ৩২

মাধব! নিশ্চয়ই দৈবের পক্ষে কোনও কার্য্যই অতিশয় কঠিন নয়; কারণ, এই দৈবই ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা এই সব ক্ষত্রিয়-দিগকে সংহার করাইয়াছে ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! আমার বেগশালী পুত্রগণ ত' সেই দিনেই নিহত হইয়াছিল, যেদিন তুমি বিফলমনোরথ হইয়া পুনরায় উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলে ॥ ৩৪

আমাকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও জ্ঞানী বিদুর সেই দিনেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এখন তুমি নিজ পুত্রগণের উপর স্নেহ করিও না ॥ জনার্দ্দন! এই দুইজনের সেই দৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে না; অতএব অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সমস্ত পুত্র যুদ্ধের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে ॥ ৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! এই কথা বলিয়া শোকে মূর্চ্ছিতা গান্ধারী ধৈর্য্য পরিত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইলেন। তখন দুঃখে তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ৩৭

তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। পুত্রশোকে নিমজ্জিত হওয়ায় তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই সময় গান্ধারী সমস্ত দোষ শ্রীকৃষ্ণেরই উপর আরোপ করিলেন ॥ ৩৮

গান্ধারী বলিলেন,—কৃষ্ণ! জনার্দ্দন! পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইল। তুমি ইহাদিগকে নষ্ট হইতে দেখিয়াও কেন উহা উপেক্ষা করিলে? ৩৯

শক্তেন বহুভৃত্যেন বিপুলে তিষ্ঠতা বলে ।
উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈব হ ॥ ৪০
ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন ।
যস্মাৎ ত্বয়া মহাবাহো ফলং তস্মাদবাপ্নুহি ॥ ৪১
পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জিতম্ ।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্র-গদাধর ॥ ৪২
যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ তস্মাজ্ জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি ॥৪৩
ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্ ত্রিংশে মধুসূদন ।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ ॥ ৪৪
অনাথবদবিজ্ঞাতো লোকেষ্বনভিলক্ষিতঃ ।
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি ॥ ৪৫
তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ পরিপতিষ্যন্তি যথৈতা ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ঘোরং বাসুদেবো মহামনাঃ ।
উবাচ দেবীং গান্ধারীমীষদভ্যুৎস্ময়ন্নিব ॥ ৪৭
জানেঽহমেতদপ্যেবং চীর্ণং চরসি ক্ষত্রিয়ে ।
দৈবাদেব বিনশ্যন্তি বৃষ্ণয়ো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮
সংহর্তা বৃষ্ণিচক্রস্য নান্যো মদ্ বিদ্যতে শুভে ।
অবধ্যাস্তে নরৈরন্যৈরপি বা দেব-দানবৈঃ ॥ ৪৯
পরস্পরকৃতং নাশমতঃ প্রাপ্স্যন্তি যাদবাঃ ।
ইত্যুক্তবতি দাশার্হে পাণ্ডবাস্ত্রস্তচেতসঃ ।
বভূবুর্ভৃশসংবিগ্না নিরাশাশ্চাপি জীবিতে ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীশাপদানে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

মহাবাহু মধুসূদন! তুমি অতিশয় শক্তিশালী পুরুষ। তোমার নিকট বহু সেবক এবং সৈন্যও ছিল। তুমি অসাধারণ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত আছ। উভয় পক্ষকে নিজের মতে আনিবার সামর্থ্য তোমার মধ্যে ছিল। তুমি বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ও মহাত্মাগণের বাক্য শুনিয়াছ এবং জান। এ সমস্ত থাকিতেও তুমি স্বেচ্ছায় কুরুকুলের এই বিনাশকে উপেক্ষা করিয়াছ—অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়াই তুমি এই বংশকে বিনষ্ট হইতে দিয়াছ। (ইহা তোমার মহাঅপরাধ;) অতএব ইহার ফল তুমি লাভ কর ॥৪০-৪১

চক্র ও গদাধারী কেশব! আমি পতির সেবাতে যাহা কিছু তপস্যা উপার্জন করিয়াছি, সেই দুর্লভ তপোবলে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ৪২

গোবিন্দ! যেহেতু পরস্পর সজ্ঘর্ষে লিপ্ত জ্ঞাতি কৌরব ও পাণ্ডবগণকে তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও নিজের জ্ঞাতি-বান্ধবগণকে বিনাশ করিবে ॥ ৪৩

মধুসূদন! আজ হইতে ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইলে পর তোমার জ্ঞাতি, মন্ত্রী ও পুত্রগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। তুমি সকলের অপরিচিত ও অদৃষ্ট হইয়া অনাথের ন্যায় বনে বিচরণ করিবে এবং কোন এক নিন্দিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৪-৪৫

এই ভরতবংশের স্ত্রীগণের ন্যায় তোমার বংশেরও স্ত্রীগণ পুত্র, জ্ঞাতি এবং বন্ধু বান্ধবগণ নিহত হইলে পর এইরূপ শোকাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইবে ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে গান্ধারীকে বলিলেন ॥ ৪৭

ক্ষত্রিয়ে! আমি জানি, উহা এইরূপই হইবে। তুমি ত' কৃত বৃত্তান্তই পুনরায় বলিতেছ। ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই যে, বৃষ্ণিবংশের যাদবগণ দৈববশতই নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৪৮

শুভে! বৃষ্ণিকুলের সংহারকারী আমি ভিন্ন আর অন্য কেহ নাই। যাদবগণ অন্য মনুষ্য, দেবতা ও দানবগণের পক্ষেও অবধ্য; অতএব তাহারা পরস্পর সংগ্রাম করিয়া নষ্ট হইবে ॥ ৪৯½

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর পাণ্ডবগণ মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং নিজ নিজ জীবন হইতেও নিরাশ হইলেন ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর শাপদান-বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[লব্ধানুস্মৃতিবিদ্যায়া দিব্যদৃষ্টেশ্চ প্রভাবেণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃকং মহাভারতযুদ্ধে হতানাং সংখ্যায়া গতেশ্চ বর্ণনম্, যুধিষ্ঠিরাদেশেন সর্বেষাং দাহসংস্কারশ্চ ।]

শ্রীভগবানুবাচ :

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ।
তবৈব হ্যপরাধেন কুরবো নিধনং গতাঃ ॥ ১

যৎ ত্বং পুত্রং দুরাত্মানমীর্ষ্যুমত্যন্তমানিনম্ ।
দুর্য্যোধনং পুরস্কৃত্য দুষ্কৃতং সাধু মন্যসে ॥ ২

নিষ্ঠুরং বৈরপুরুষং বৃদ্ধানাং শাসনাতিগম্ ।
কথমাত্মকৃতং দোষং ময্যাধাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৩

মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি ।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥৪

তপোর্থীয়ং ব্রাহ্মণী ধত্ত গর্ভং
গৌর্বোঢ়ারং ধাবিতারং তুরঙ্গী ।
শূদ্রা দাসং পশুপালঞ্চ বৈশ্যা
বধার্থীয়ং ত্বদ্বিধা রাজপুত্রী ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য পুনরুক্তং বচোঽপ্রিয়ম্ ।
তূষ্ণীং বভূব গান্ধারী শোকব্যাকুললোচনা ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্রস্তু রাজর্ষির্নিগৃহ্যাবুদ্ধিজং তমঃ ।
পর্য্যপৃচ্ছত ধর্মজ্ঞো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭

জীবতাং পরিমাণজ্ঞঃ সৈন্যানামসি পাণ্ডব ।
হতানাং যদি জানীষে পরিমাণং বদস্ব মে ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দশাযুতানামযুতং সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ।
কোট্যঃ ষষ্টিশ্চ ষট্‌ চৈব হ্যস্মিন্ রাজন্ মৃধে হতাঃ ॥ ৯

অলক্ষিতানাং বীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ;
দশ চান্যানি রাজেন্দ্র শতং ষষ্টিশ্চ পঞ্চ চ ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যুধিষ্ঠির গতিং কাং তে গতাঃ পুরুষসত্তম ।
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো সর্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যৈর্হুতানি শরীরাণি হৃষ্টৈঃ পরমসংযুগে ।
দেবরাজসমাল্লোঁকান্ গতাস্তে সত্যবিক্রমাঃ ॥ ১২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

(শ্রাদ্ধপর্ব্ব ।)

[প্রাপ্ত অনুস্মৃতি-বিদ্যা ও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মহাভারত-যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণের সংখ্যা ও গতি বর্ণন এবং যুধিষ্ঠির আদেশে সকলের দাহ-সংস্কার ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গান্ধারী ! উঠ, উঠ । মনকে শোকে নিমজ্জিত করিও না । তোমারই অপরাধে কৌরবগণের বিনাশ হইয়াছে ॥ ১

তোমার পুত্র দুর্য্যোধন দুরাত্মা, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, অতিশয় অভিমানী, দুষ্কর্মকারী, নিষ্ঠুর, শত্রুতার প্রতিমূর্ত্তি এবং বৃদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণের আদেশ অমান্যকারী ছিল। তুমি তাহাকে অগ্রগামী নেতা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, উহা উত্তম কার্য্য বলিয়া তুমি মনে করিতেছ। নিজের কৃত দোষ তুমি কেন আমার উপর আরোপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ? ২-৩

যদি কোন মানুষ মৃত স্বজন, নষ্ট বস্তু অথবা অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক করিয়া থাকে, তবে সে এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখলাভ করে ; এইভাবে সে দুইটি অনর্থ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

ব্রাহ্মণী তপস্যার জন্য, গাভী ভারবহনের জন্য, অশ্বী তীব্র বেগে দৌড়াইবার জন্য; শূদ্রা সেবার জন্য, বৈশ্যকন্যা পশু-পালন করিবার জন্য এবং তোমার ন্যায় রাজকুমারী যুদ্ধে সংগ্রাম করত মৃত্যুবরণ করিবার জন্য গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় কথিত এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত গান্ধারী নীরব হইয়া যাইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৬

সেই সময় ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন শোক ও মোহ রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি জীবিত সৈন্যগণের সংখ্যা জান। যদি মৃত সৈন্যগণের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু জান, তবে আমাকে বল ॥ ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্ ! এই যুদ্ধে এক অর্ব্বুদ, ছেষট্টি কোটি, বিশ হাজার যোদ্ধা নিহত হইয়াছে ॥ ৯

রাজেন্দ্র ! ইহার অতিরিক্ত চব্বিশ হাজার এক শত পঁয়ষট্টি জন বীর সৈন্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুরুষপ্রবর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! তুমি ত' সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে ; অতএব তুমি ইহা বল যে, সেই নিহত সৈন্যগণ কোন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ? ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে সকল যোদ্ধা এই মহাসমরে অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত নিজের শরীরকে আহুতি দিয়াছেন, এই

যে ত্বহৃষ্টেন মনসা মর্তব্যমিতি ভারত।
যুধ্যমানা হতাঃ সংখ্যে গন্ধর্বৈঃ সহ সঙ্গতাঃ॥ ১৩
যে চ সংগ্রামভূমিষ্ঠা যাচমানাঃ পরাঙ্‌মুখাঃ।
শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্তা গতাস্তে গুহ্যকান্ প্রতি॥ ১৪
পাত্যমানাঃ পরৈর্যে তু হীয়মানা নিরায়ুধাঃ।
হ্রীনিষেবা মহাত্মানঃ পরানভিমুখা রণে॥ ১৫
ছিদ্যমানাঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্মপরায়ণাঃ।
গতাস্তে ব্রহ্মসদনং ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা॥ ১৬
যে ত্বত্র নিহতা রাজন্নন্তরায়োধনং প্রতি।
যথাকথঞ্চিৎ পুরুষাস্তে গতাস্তূত্তরান্ কুরূন্॥ ১৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কেন জ্ঞানবলেনৈবং পুত্র পশ্যসি সিদ্ধবৎ।
তন্মে বদ মহাবাহো শ্রোতব্যং যদি বৈ ময়া॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নিদেশাদ্ ভবতঃ পূর্বং বনে বিচরতা ময়া।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সম্প্রাপ্তোঽয়মনুগ্রহঃ॥ ১৯
দেবর্ষির্লোমশো দৃষ্টস্ততঃ প্রাপ্তোঽস্ম্যনুস্মৃতিম্।
দিব্যং চক্ষুরপি প্রাপ্তং জ্ঞানযোগেন বৈ পুরা॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অনাথানাং জনানাঞ্চ সনাথানাঞ্চ ভারত।
কচ্চিৎ তেষাং শরীরাণি ধক্ষ্যসে বিধিপূর্বকম্॥ ২১
ন যেষামস্তি সংস্কর্তা ন চ যেঽত্রাহিতাগ্নয়ঃ।
বয়ঞ্চ কস্য কুর্য্যাম বহুত্বাৎ তাত কর্মণাম্॥ ২২
যান্ সুপর্ণাশ্চ গৃধ্রাশ্চ বিকর্ষন্তি যতস্ততঃ।
তেষাং তু কর্মণা লোকা ভবিষ্যন্তি যুধিষ্ঠির॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আদিদেশ সুধর্মাণং ধৌম্যং সূতঞ্চ সঞ্জয়ম্॥ ২৪

সব সত্যপরাক্রমী ও বীর যোদ্ধারা দেবরাজ ইন্দ্রের সমান লোকে গমন করিয়াছেন॥ ১২

ভারত! যাঁহারা অপ্রসন্ন মনে মরণের জন্য নিশ্চয় করত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্বগণের সহিত যাইয়া মিলিত হন্॥ ১৩

যাহারা রণাঙ্গনে অবস্থান করত প্রাণের প্রার্থনা করিতে করিতে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছিল; ইহাদের মধ্যে যাহারা অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যলোকে গমন করিয়াছে॥ ১৪

যে সব মহাত্মা যোদ্ধাকে শত্রুরা ভূপাতিত করিয়াছে, যাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার কোনই সাধন ছিল না, যাহারা অস্ত্রহীন ও এই অবস্থাতেও লজ্জাশীলতাবশতঃ নিরন্তর শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, এই সর্ব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এ বিষয়ে আমার কোন অন্য বিচারবুদ্ধি নাই॥ ১৫-১৬

রাজন্! ইহা ব্যতীত, যাহারা যুদ্ধের সীমার মধ্যে যে কোনরূপে নিহত হইয়া থাকে, তাহারা উত্তর কুরুদেশে জন্মধারণ করিবে॥ ১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র! কোন্ জ্ঞানবলে তুমি সিদ্ধপুরুষের ন্যায় এইরূপ সব কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ? মহাবাহো! যদি আমাকে শুনান চলে, তবে উহা আমাকে বল॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে যখন আপনার অনুমতিতে আমি বনে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে এক মহাত্মার এইরূপে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই॥ ১৯

তীর্থযাত্রার সময় দেবর্ষি লোমশের দর্শনলাভ হয়। তাঁহার নিকট হইতে আমি অনুস্মৃতি বিদ্যালাভ করিয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বে জ্ঞানযোগের প্রভাবে আমার দিব্যদৃষ্টিও লাভ হইয়াছিল॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ভারত! এস্থানে যে সব অনাথ ও সনাথ যোদ্ধা নিহত হইয়াছে, তুমি কি তাহাদের সকলের দেহ বিধি অনুসারে দাহ সংস্কার করাইবে? ২১

যাহাদের সংস্কার করিবার কেহ নাই এবং যাহারা অগ্নিহোত্রী নহে, তাহাদেরও প্রেতকর্ম্ম করিতে হইবে। তাত! এখন বহুর অন্ত্যেষ্টি-কর্ম্ম আমাদের করণীয়, আমরা কোন কোন ব্যক্তির এই কার্য্য করিব? ২২

যুধিষ্ঠির! যাহাদের মৃতদেহ গরুড় ও শকুনিরা এদিক্ ওদিকে টানাটানি করিতেছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ-কর্ম্মের দ্বারাই শুভলোক লাভ হইবে॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সারথি সঞ্জয়, পরম বুদ্ধিমান্ বিদুর, কুরুবংশীয় যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সেবগকণ

বিছুরঞ্চ মহাবুদ্ধিং যুযুৎসুং চৈব কৌরবম্।
ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চৈব ভৃত্যান্ সূতাংশ্চ সর্বশঃ॥ ২৫
ভবন্তঃ কারয়ন্ত্বেষাং প্রেতকার্য্যাণ্যশেষতঃ।
যথা চানাথবৎ কিঞ্চিচ্ছরীরং ন বিনশ্যতি॥২৬
শাসনাদ্ ধর্মরাজস্য ক্ষত্তা সূতশ্চ সঞ্জয়ঃ।
সুধর্মা ধৌম্যসহিত ইন্দ্রসেনাদয়স্তথা॥ ২৭
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি তথা কালীয়কান্যুত।
ঘৃতং তৈলঞ্চ গন্ধাংশ্চ ক্ষৌমাণি বসনানি চ॥ ২৮
সমাহৃত্য মহার্হাণি দারূণাং চৈব সঞ্চয়ান্।
রথাংশ্চ মৃদিতাংস্তত্র নানাপ্রহরণানি চ॥ ২৯
চিতাঃ কৃত্বা প্রযত্নেন যথামুখ্যান্ নরাধিপান্।
দাহয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা॥ ৩০
দুর্য্যোধনঞ্চ রাজানং ভ্রাতৄংশ্চাস্য মহারথান্।
শল্যং শলঞ্চ রাজানং ভূরিশ্রবসমেব চ॥ ৩১
জয়দ্রথঞ্চ রাজানমভিমন্যুঞ্চ ভারত
দৌঃশাসনিং লক্ষ্মণঞ্চ ধৃষ্টকেতুঞ্চ পার্থিবম্॥ ৩২
বৃহন্তং সোমদত্তঞ্চ সৃঞ্জয়াংশ্চ শতাধিকান্।
রাজানং ক্ষেমধন্বানং বিরাট-দ্রুপদৌ তথা॥৩৩
শিখণ্ডিনঞ্চ পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্।
যুধামন্যুঞ্চ বিক্রান্তমুত্তমৌজসমেব চ॥ ৩৪
কৌশল্যং দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনিং চাপি সৌবলম্।
অচলং বৃষকং চৈব ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্॥ ৩৫
কর্ণং বৈকর্তনং চৈব সহপুত্রমমর্ষণম্।
কেকয়াংশ্চ মহেষ্বাসাংস্ত্রিগর্তাংশ্চ মহারথান্॥ ৩৬
ঘটোৎকচং রাক্ষসেন্দ্রং বকভ্রাতরমেব চ।
অলম্বুষং রাক্ষসেন্দ্রং জলসন্ধঞ্চ পার্থিবম্॥ ৩৭
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ পার্থিবাংশ্চ সহস্রশঃ।
ঘৃতধারাহুতৈর্দীপ্তৈঃ পাবকৈঃ সমদাহয়ন্॥ ৩৮
পিতৃমেধাশ্চ কেষাঞ্চিৎ প্রাবর্তন্ত মহাত্মনাম্।
সামভিশ্চাপ্যগায়ন্ত তেঽন্বশোচন্ত চাপরৈঃ॥ ৩৯
সাম্নামৃচাঞ্চ নাদেন স্ত্রীণাঞ্চ রুদিতস্বনৈঃ।
কশ্মলং সর্বভূতানাং নিশায়াং সমপদ্যত॥ ৪০
তে বিধূমাঃ প্রদীপ্তাশ্চ দীপ্যমানাশ্চ পাবকাঃ।
নভসীবাম্বদৃশ্যন্ত গ্রহাস্তন্বভ্রসংবৃতাঃ॥ ৪১

ও সমস্ত সূতদিগকে এই আদেশ করিলেন—আপনারা সকলে ইহাদের প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন করান। এরূপ যেন না হয় যে, কাহারও মৃতদেহ অনাথের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়॥ ২৪-২৬

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে বিছুর, সারথি সঞ্জয়, সুধর্ম্মা, ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেনাদি সকলে চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠসমূহ, কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ), ঘৃত, তৈল, সুগন্ধিত পদার্থ এবং বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রাদি বস্তুসকল একত্র করিলেন, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন, ভগ্ন রথ-সমূহ ও নানাবিধ অস্ত্রসকলও একত্রে সমবেত করিলেন। তাহার পর এই সব বস্তুসকলের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক কয়েকটি চিতা নির্ম্মাণ করত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে সমস্ত রাজাদিগের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহারা শান্তভাবে দাহ-সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন॥২৭-৩০

রাজা দুর্য্যোধন, তাঁহার নিরানব্বই জন মহারথী বীর ভ্রাতা, রাজা, শল্য, ভূরিশ্রবা, রাজা জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-পুত্র, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, একশতেরও অধিক সৃঞ্জয় বীর, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, পাঞ্চালবংশীয় দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, পরাক্রমী উত্তমৌজা, কোশলরাজ বৃহদ্বল, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সুবলসুত শকুনি, অচল, বৃষক, রাজা ভগদত্ত, পুত্রগণের সহিত অমর্ষশীল সূর্য্যনন্দন কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চ কেকয়-রাজকুমার, মহারথী ত্রিগর্ত্ত, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বকের ভ্রাতা রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ এবং রাজা জলসন্ধ—ইঁহাদিগকে ও অন্য বহু-সংখ্যক সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে ঘৃতধারায় প্রজলিত অগ্নি-সকলের দ্বারা তাঁহারা দাহ-কার্য্য করাইলেন॥ ৩১-৩৮

বহু মহাত্মা বীরের জন্য পিতৃমেধ (শ্রাদ্ধকর্ম্ম) আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছু লোক সেখানে সামগান করিলেন এবং বহু মনুষ্য সেখানে মৃত বিভিন্ন জনগণের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন॥ ৩৯

সামবেদীয় মন্ত্র এবং ঋক্‌মন্ত্রসকলের শব্দ ও স্ত্রীগণের রোদন ধ্বনিতে সেখানে রাত্রিকালে সকল প্রাণীরই অতিশয় মনোবেদনা উপস্থিত হইল॥ ৪০

এই সময় অল্প ধূমযুক্ত, প্রজলিত এবং দীপ্যমান চিতার অগ্নি-সকল আকাশে সূক্ষ্ম মেঘে আবৃত গ্রহগণের ন্যায় দেখাইতেছিল।

ইহার পর সেস্থানে অনেক দেশ হইতে আগত যে সব অনাথ মনুষ্য নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের মৃতদেহ আনাইয়া সহস্র

যে চাপ্যনাথাস্তত্রাসন্ নানাদেশসমাগতাঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ সমানায্য রাশীন্ কৃত্বা সহস্রশঃ ॥ ৪২
চিত্বা দারুভিরব্যগ্রৈঃ প্রভূতৈঃ স্নেহপাচিতৈঃ।
দাহয়ামাস তান্ সর্বান্ বিদুরো রাজশাসনাৎ ৪৩
কারয়িত্বা ক্রিয়াস্তেষাং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য গঙ্গামভিমুখোঽগমৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি শ্রাদ্ধপর্বণি কুরূণামৌর্ধ্বদেহিকে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

সহস্র রাশির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঘৃত ও তৈলে পরিপ্লুত বহু কাষ্ঠের দ্বারা স্থিরচিত্ত লোকসকলের সাহায্যে চিতা নির্ম্মাণ করাইয়া ইঁহাদের সকলকে বিদুর রাজার আদেশে দগ্ধ করাইলেন ॥৪১-৪৩

এইভাবে তাহাদের সকলের দাহকার্য্য সকল সমাধা করাইয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত গঙ্গার দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত শ্রাদ্ধপর্ব্বে কৌরবগণের ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কারবিষয়ক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সর্ব্বৈঃ স্ত্রী-পুরুষৈর্নিহতেভ্যঃ স্বজনেভ্যো জলাঞ্জলিদানম্, কুন্তীদেব্যা স্বীয়-গর্ভতঃ কর্ণস্য জন্মরহস্যকথনম্ কর্ণার্থং শোচয়তা যুধিষ্ঠিরেণ তস্য প্রেতকার্য্যসমাপনম্, "কিমপি রহস্যং মনসি ন তিষ্ঠেদিতি" স্ত্রীভ্যো যুধিষ্ঠির-স্যাভিশাপদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে সমাসাদ্য গঙ্গাং তু শিবাং পুণ্যজলোচিতাম্।
হ্রদিনীঞ্চ প্রসন্নাঞ্চ মহারূপাং মহাবনাম্ ॥ ১
ভূষণান্যুত্তরীয়াণি বেষ্টনান্যবমুচ্য চ।
ততঃ পিতৃণাং ভ্রাতৃণাং পৌত্রাণাং স্বজনস্য চ ॥২
পুত্রাণামার্য্যকাণাঞ্চ পতীনাঞ্চ কুরুস্ত্রিয়ঃ।
উদকং চক্রিরে সর্বা রুদত্যো ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৩
সুহৃদাং চাপি ধর্মজ্ঞাঃ প্রচক্রুঃ সলিলক্রিয়াঃ।
উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্নিভিঃ ॥ ৪
সুপতীর্থা ভবদ্গঙ্গা ভূয়ো বিপ্রসসার চ।
তন্মহোদধিসঙ্কাশং নিরানন্দমনুৎসবম্ ॥ ৫
বীরপত্নীভিরাকীর্ণং গঙ্গাতীরমশোভত।
ততঃ কুন্তী মহারাজ সহসা শোককর্শিতা ॥ ৬
রুদতী মন্দয়া বাচা পুত্রান্ বচনমব্রবীৎ।
যঃ স বীরো মহেষ্বাসো রথযূথপযূথপঃ ॥ ৭

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[সমস্ত স্ত্রী-পুরুষগণের নিহত নিজ নিজ স্বজনবৃন্দের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলিদান, স্বীয় গর্ভ হইতে কর্ণের জন্মরহস্য কুন্তীদেবী কর্তৃক বর্ণন, কর্ণের জন্য শোক করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা তাঁহার প্রেতকার্য্যসমাপন এবং স্ত্রীগণের মনে 'কোন গোপন বিষয় আর গুপ্ত থাকিবে না' যুধিষ্ঠিরের এই অভিশাপ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই যুধিষ্ঠিরাদি সকলে কল্যাণময়ী, পুণ্যসলিলা, বহুজলকুণ্ডে সুশোভিতা, বিশাল রূপধারিণী এবং তীরপ্রদেশে মহাবনসকলে বিভূষিতা গঙ্গা-নদীর তীরে আসিয়া নিজেদের সমস্ত আভরণ, উত্তরীয় ও বেষ্টনী প্রভৃতি উন্মুক্ত করিলেন এবং পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বজগণ এবং আর্য্য বীরবৃন্দের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন ॥ ১-৩

ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ নিজেদের হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের উদ্দেশ্যেও জলদান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বীর যোদ্ধাদের পত্নীগণ যখন বীরবৃন্দের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলিদান করিতে যাইতেছিলেন, তখন গঙ্গার জলে নামিবার জন্য অতিশয় সুন্দর এক পথ নির্ম্মিত হইল এবং গঙ্গার পরিধিও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৳

মহাসাগরসদৃশ বিশাল এই গঙ্গাতীর আনন্দ ও উৎসবহীন হইলেও সেই বীরপত্নীগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫½

মহারাজ! তদনন্তর কুন্তীদেবী সহসা শোকে কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে স্বীয় পুত্রগণকে বলিলেন ॥ ৬½

পাণ্ডবগণ! যে মহাধনুর্দ্ধর বীর রথযূপতিগণেরও যূথপতি এবং বীরোচিত শুভলক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিল, যাহাকে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত করিয়াছে, যাহাকে তোমরা সূতপুত্র ও রাধাপুত্র

অর্জুনেন জিতঃ সংখ্যে বীরলক্ষণলক্ষিতঃ।
যঃ সূতপুত্রং মন্যধ্বং রাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ॥ ৮
যো ব্যরাজচ্চ ভূমধ্যে দিবাকর ইব প্রভুঃ।
প্রত্যযুধ্যত বঃ সর্বান্ পুরা যঃ সপদানুগান্॥ ৯
দুর্য্যোধনবলং সর্বং যঃ প্রকর্ষন্ ব্যরোচত।
যস্য নাস্তি সমো বীর্য্যে পৃথিব্যামপি পার্থিবঃ॥ ১০
যোঽবৃণীত যশঃ শূরঃ প্রাণৈরপি সদা ভুবি।
কর্ণস্য সত্যসন্ধস্য সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ॥ ১১
কুরুধ্বমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণঃ।
স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত॥ ১২
কুণ্ডলী কবচী শূরো দিবাকরসমপ্রভঃ।
শ্রুত্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে মাতুর্বচনমপ্রিয়ম্॥ ১৩
কর্ণমেবানুশোচন্তো ভূয়ঃ ক্লান্ততরাভবন্।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১৪
উবাচ মাতরং বীরো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ।
যঃ শরোর্মিধ্বজাবর্তো মহাভুজমহাগ্রহঃ॥ ১৫
তলশব্দানুনদিতো মহারথমহাহ্রদঃ।
যস্যেষুপাতমাসাদ্য নান্যস্তিষ্ঠেদ্ ধনঞ্জয়াৎ॥ ১৬
কথং পুত্রো ভবত্যাঃ স দেবগর্ভঃ পুরাভবৎ।
যস্য বাহুপ্রতাপেন তাপিতাঃ সর্বতো বয়ম্॥ ১৭
তমগ্নিমিব বস্ত্রেণ কথং ছাদিতবত্যসি।
যস্য বাহুবলং নিত্যং ধার্তরাষ্ট্রৈরুপাসিতম্॥ ১৮
উপাসিতং যথাস্মাভির্বলং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
ভূমিপানাঞ্চ সর্বেষাং বলং বলবতাং বরঃ॥ ১৯
নান্যঃ কুন্তীসুতাৎ কর্ণাদগৃহ্লাদ্ রথিনাং রথী।
স নঃ প্রথমজো ভ্রাতা সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ২০
অসূত তং ভবত্যগ্রে কথমদ্ভুতবিক্রমম্।
অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গূহনেন বয়ং হতাঃ॥ ২১

বলিয়া জান, যে সৈন্যদের মধ্যভাগে ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইত, যে পূর্ব্বে সেবকগণের সহিত তোমাদের উত্তম-রূপে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করিয়াছে, দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্য-বাহিনীকে যে নিজের পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অতিশয় শোভা পাইত, বল ও পরাক্রমে যাহার সদৃশ ভূমণ্ডলে অপর কেহই ছিল না, যে বীরবর নিজের প্রাণের পণ রাখিয়াও ভূমণ্ডলে সর্ব্বদা যশ উপার্জ্জন করিয়াছে, সংগ্রামে যে কখনও পশ্চাদপসরণ করে নাই এবং অনায়াসে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ণ তোমাদের ভ্রাতা। তোমরা তাহার উদ্দেশ্যে জলদান কর। এই কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান্ সূর্য্যের অংশে এই বীর আমারই গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। জন্মের সহিতই এই বীর-বরের শরীরে কবচ ও কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। এই কর্ণ সূর্য্যেরই ন্যায় তেজস্বী ছিল॥ ৭-১২৷

মাতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ কর্ণের জন্য বারংবার শোক প্রকাশ করিতে করিতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন॥ ১৩৷

তদনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সর্পের ন্যায় দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বীয় মাতাকে বলিলেন॥ ১৪৷

মাতঃ! যিনি মুখ্য মুখ্য মহারথী যোদ্ধাগণকে নিমজ্জিত করিতে অতিশয় গভীর জলাশয়সদৃশ ছিলেন, বাণ সেই জলাশয়ের তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, বড় বড় হস্ত বিরাট হিংস্র জল-জন্তু এবং হস্ততলের শব্দই গম্ভীর গর্জ্জন ছিল, যাঁহার বাণপতনের সীমামধ্যে আসিয়া অর্জুন ব্যতীত অপর কোন বীরই যুদ্ধে থাকিতে পারিত না, সেই সূর্য্যনন্দন তেজস্বী কর্ণ পূর্ব্বে আপনার গর্ভে কিরূপে আসিয়াছিলেন? ১৫-১৬৷

যাঁহার বাহুর প্রতাপে আমরা সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইতাম, বস্ত্রে আবৃত অগ্নির তুল্য আপনি তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত কেন গোপন করিয়াছেন? ১৭৷

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সদা ইঁহারই বাহুবলের আশ্রয় করত এইভাবে অবস্থান করিত, যেরূপ আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি॥ ১৮৷

কুন্তীপুত্র কর্ণ ব্যতীত অপর কোন রথী বীর এরূপ অতিশয় বলবান্ ছিলেন না, যিনি সমস্ত রাজগণের সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন॥ ১৯৷

এই সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ কি সত্যই আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি পূর্ব্বে এই অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীরকে কিভাবে প্রসব করিয়াছিলেন? ২০৷

অহো! আপনি এই গূঢ় রহস্যকে গোপন করিয়া আমাদিগকেই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কর্ণের মৃত্যুতে ভ্রাতৃগণ-সহিত আমরা অতিশয় পীড়া অনুভব করিতেছি॥ ২১৷

নিধনেন হি কর্ণস্য পীড়িতাস্ত্ব সবান্ধবাঃ।
অভিমন্যোর্বিনাশেন দ্রৌপদেয়বধেন চ ॥ ২২
পাঞ্চালানাং বিনাশেন কুরূণাং পতনেন চ।
ততঃ শতগুণং দুঃখমিদং মামস্পৃশদ্ ভৃশম্ ॥ ২৩
কর্ণমেবানুশোচামি দহ্যাম্যগ্নাবিবাহিতঃ।
নেহ স্ম কিঞ্চিদপ্রাপ্যং ভবেদপি দিবি স্থিতম্ ॥ ২৪
ন চেদং বৈশসং ঘোরং কৌরবান্তকরং ভবেৎ।
এবং বিলপ্য বহুলং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৫
ব্যরুদচ্ছনকৈ রাজংশ্চকারাস্যোদকং প্রভুঃ ॥
ততো বিনেদুঃ সহসা স্ত্রিয়স্তাঃ খলু সর্বশঃ ॥ ২৬
অভিতো যাঃ স্থিতাস্তত্র তস্মিন্নুদককর্মণি।
তত আনায়য়ামাস কর্ণস্য সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৭
স্ত্রিয়ঃ কুরুপতির্ধীমান্ ভ্রাতুঃ প্রেম্না যুধিষ্ঠিরঃ ;
স তাভিঃ সহ ধর্মাত্মা প্রেতকৃত্যমনন্তরম্ ॥ ২৮
চকার বিধিবদ্ ধীমান্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পাপেনাসৌ ময়া শ্রেষ্ঠো ভ্রাতা জ্ঞাতির্নিপাতিতঃ।
অতো মনসি যদ্ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা স তু গঙ্গায়া উত্ততারাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈর্গঙ্গাতীরমুপেয়িবান্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি শ্রাদ্ধপর্বণি কর্ণগূঢ়জত্বকথনে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং পাঞ্চালদের বিনাশে ও কুরুকুলের এই পতনে আমরা যেরূপ দুঃখলাভ করিয়াছিলাম, উহা হইতেও শতগুণ অধিক দুঃখ এই সময় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে ॥ ২২-২৩

এখন ত' আমি কেবল কর্ণেরই জন্য শোক করিতেছি এবং সেইভাবে দগ্ধ হইতেছি, যেন আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যেই রাখা হইয়াছে। যদি পূর্ব্বে আমি এই কথা জানিতে পারিতাম, তবে এই কর্ণকে লাভ করিয়া আমাদের পক্ষে এই জগতে কোন স্বর্গীয় বস্তুও অলভ্য হইত না এবং কুরুকুলের ধ্বংসকর এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামও আরম্ভ হইত না ॥ ২৪½

রাজন্! এইভাবে বহু বিলাপ করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে করিতেই তিনি ধীরে ধীরে কর্ণের উদ্দেশ্যে জলদান করিলেন। এই সব শ্রবণ করত সেখানে একত্রিত সমস্ত স্ত্রীগণ, যাঁহারা জলাঞ্জলি দান করিবার জন্য চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬½

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃপ্রেমে কর্ণের স্ত্রীগণকে পরিকরসহ আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং তাঁহাদের সকলের সহিত অবস্থান করত সেই ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিধি অনুসারে কর্ণের প্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৭-২৮½

তদনন্তর তিনি বলিলেন,—পাপী আমি এই রহস্য না জানিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছি, অতএব আজ হইতে স্ত্রীগণের মনে কোন কথাই গোপন থাকিবে না ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত শ্রাদ্ধপর্ব্বে কর্ণের জন্মের গূঢ় রহস্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিপঞ্চকম্।

কৃষ্ণায় নম ঈশায় বেধসে পরমাত্মনে।
রাধানাথায় নাথায় বৃন্দাবনবিলাসিনে॥ ১
দীনবন্ধো জগন্নাথ মাধব করুণাময়।
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাণাং কারণ পরমেশ্বর॥ ২
মায়াধীশ মহাশক্তিধর ত্রৈলোক্য-মোহন
বিশ্বম্ভর গুণাতীত নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥ ৩
নির্গুণায় মহেশায় সর্ব্বদুঃখবিনাশিনে।
সত্যায় সত্যরূপায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ ৪
নমো নিত্যায় শুদ্ধায় বরায় বনমালিনে।
বেদবেদ্যায় ধর্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ ৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

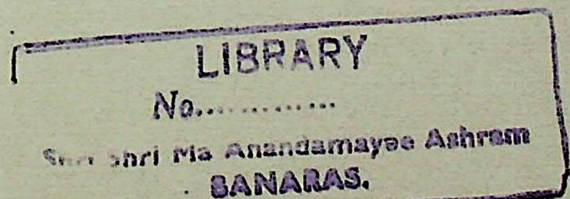
সূচীপত্র

স্ত্রীপর্ব্ব

স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব।

তেমন আত্মশুদ্ধি হয় না। অতএব হে রাজন্! সর্ব্বপ্রকারে অবহিত হ'য়ে হরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর, তাতে অবশ্যই মরণান্তে পরমগতি লাভ ক'র্‌বে। হে রাজন্! মরণ সময়ে যাঁরা ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান ক'রতে সমর্থ হন, তাঁদিগকে সর্ব্বাত্মা সকলের একমাত্র আশ্রয় হরি-স্বরূপ প্রদান ক'রে থাকেন। হে রাজন্! সর্ব্বদোষের আকর কলির এক মহাগুণ আছে ভগবান্ কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনেই মানুষ বন্ধন মুক্ত হ'য়ে পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় বহুপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনায় এবং দ্বাপর যুগে কায়মনোবাক্যে সেবার দ্বারা যা যা লাভ হয়, কলিযুগে সে সমস্তই কেবল নামকীর্ত্তনের দ্বারাই হ'য়ে থাকে। আমি তোমায় শ্রীভগবানের লীলা কথা সংক্ষেপে ব'ল্লাম। তাঁর লীলা ব্রহ্মাও ব'ল্‌তে সমর্থ হন্ না, অতি দুস্তর সংসার-পারাবারের পারগমন অভিলাষী বিবিধ দুঃখ দাবানলে অতিশয় পীড়িত মানবগণের পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকথা সেবাভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই।

মন জীবের দেহ গুণ ও কর্ম্ম উৎপাদন করে, আর সেই মন উৎপন্ন করেন মায়া, তাতেই জীবের সংসার হ'য়ে থাকে। তৈল দীপাধারবর্ত্তী ও তাতে যখন অগ্নি সংযোগ হয়—তখনই দীপের দীপত্ব, দেহের জন্মও এরূপ জান্‌বে। সত্ত্ব, রজ ও তমোবৃত্তির দ্বারাই দেহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্মার জন্মও নাই বিনাশও নাই। কারণ, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হ'তে ভিন্ন এবং আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকার দেহাদি প্রপঞ্চের আধার, অতএব তিনি অনুপম বিভু। হে রাজন্! ভগবান্ বাসুদেবে নিযুক্ত অনুভবশালিনী বুদ্ধিযোগের আত্মার দ্বারা হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে নিশ্চয় কর, তাতেই তুমি মৃত্যুকে জয় ক'র্‌বে। বিপ্রশাপ-প্রেরিত তক্ষক



তোমায় দংশন ক'রে দগ্ধ ক'রতে পার্‌বে না, তক্ষকের কথা কি ? মৃত্যুর ঈশ্বর তোমাকে কেহই বিনষ্ট ক'র্‌তে পারবে না। আমিই পরমধাম ব্রহ্ম। আমিই, পরমপ্রদ ব্রহ্ম—এরূপ নিশ্চয় করে নির্লেপ আত্মায় আত্ম প্রতিষ্ঠা কর। এরূপ ক'র্‌লে বিষপূর্ণমুখ দংশনকারী তক্ষক তোমার দৃষ্টি পথে পড়বে না। আত্মা হতে শরীর ও বিশ্বের পৃথক্ দর্শন হবে না। শুকদেব এইভাবে পরীক্ষিৎকে আমার ভাগবৎধর্ম্ম উপদেশ করেন। যখন এই ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয় তখন আমি দেহধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।







আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৭।৩।৬৬

অম্বুবাচী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'রতে হয়। ধর্ম্মরাজ যম আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা।

আমি যখন গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য গুরুপুত্রকে আন্‌তে যমালয়ে যাই, তখন যম আমার ভক্তি সহকারে মহতীপূজা ক'রে বলেছিল—হে বিষ্ণো! লীলামানুষ বিগ্রহ আপনাদের আমি কি ক'র্‌বো? তখন বলি আপনার কর্ম্ম নিবন্ধন আমায় গুরুপুত্রকে এখানে এনেছো, হে মহারাজ! গুরুপুত্রকে আনয়ন কর। যম আমার আজ্ঞা পালন করে। যমরাজ কোনদিন পাশহস্ত দূতের প্রতি কানে কানে বলে—হে দূত! মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে তুমি পরিত্যাগ ক'রো, আমি অন্য লোকের প্রভু ইহা সত্য কিন্তু বৈষ্ণবের নহে। আমি দেবগণ-পূজিত প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লোকহিত নিযুক্ত হ'য়ে যম নামে খ্যাত হ'য়েছি কিন্তু আমি স্বাধীন নই। পরমগুরু শ্রীহরির বশতাপন্ন কেবল বিষ্ণুই আমাকে দমন ক'র্‌তে

১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠমাস, ১৩৮০]

মহাভারত—৬০

[দ্বাদশসংখ্যা -স্নান যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-২৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২·৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫·০০

শ্রীমহাভারতম্

শান্তিপর্ব

(রাজধর্মানুশাসনপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।।

[যুধিষ্ঠিরসমীপে নারদাদি-মহর্ষীণাং শুভাগমনম্, কর্ণেন সহ স্বসম্বন্ধং বদতো যুধিষ্ঠিরস্য কর্ণস্য শাপবৃত্তান্তজিজ্ঞাসা চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ।।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ১

তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নিবর্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ ॥ ২

কৃতোদকং তু রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
তেঽভিজগ্মুর্মহাত্মানঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ৩

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ দেবলশ্চ মহানৃষিঃ।
দেবস্থানশ্চ কণ্বশ্চ তেষাং শিষ্যাশ্চ সত্তমাঃ ॥ ৪

অন্যে চ বেদবিদ্বাংসঃ কৃতপ্রজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ।
গৃহস্থাঃ স্নাতকাঃ সন্তো দদৃশুঃ কুরুসত্তমম্ ॥ ৫

তেঽভিগম্য মহাত্মানঃ পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
আসনেষু মহার্হেষু বিবিশুস্তে মহর্ষয়ঃ ।। ৬

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং তৎকালসদৃশীং তদা।
পর্য্যুপাসন্ যথান্যায়ং পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্। ৭

পুণ্যে ভাগীরথীতীরে শোকব্যাকুলচেতসম্।
আশ্বাসয়ন্তো রাজানং বিপ্রাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৮

নারদস্ত্বব্রবীৎ কালে ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
সম্ভাষ্য মুনিভিঃ সার্ধং কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদিভিঃ ।। ৯

ভবতা বাহুবীর্য্যেণ প্রসাদান্মাধবস্য চ।
জিতেয়মবনিঃ কৃৎস্না ধর্মেণ চ যুধিষ্ঠির ।। ১০

দিষ্ট্যা মুক্তস্তু সংগ্রামাদস্মাল্লোকভয়ঙ্করাৎ।
ক্ষত্রধর্মরতশ্চাপি কচ্চিন্মোদসি পাণ্ডব ॥ ১

শান্তিপর্ব্ব।

(রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব।)

প্রথম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদাদি মহর্ষিগণের শুভাগমন এবং কর্ণের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কর্ণের শাপবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্যসখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান সহকারিণী) দেবী দুর্গা, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়গ্রন্থ মহাভারতাদি পাঠ করিবে।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডুনন্দনগণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও ভরতবংশের সমস্ত স্ত্রীবৃন্দ—ইঁহারা সকলে গঙ্গায় নিজ নিজ সুহৃদ্বর্গের জন্য তর্পণ করিলেন ॥ ১

তদনন্তর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ আত্মশুদ্ধিসম্পাদন করিবার ইচ্ছায় একমাস পর্য্যন্ত সেস্থানে (গঙ্গাতীরেই) নগরের বাহিরে বাস করিলেন ॥ ২

মৃতদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ করত উপবিষ্ট ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, নারদ, মহর্ষি দেবল, দেবস্থান, কণ্ব এবং ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণও সেস্থানে আসিলেন ॥ ৪

আরও অনেক বেদজ্ঞ ও পবিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ এবং স্নাতক সাধুপুরুষগণও সেস্থানে আসিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৫

এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ সেখানে আগমন করত বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক প্রদত্ত বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৬

সেই সময়োপযোগী যথাযোগ্য পূজা গ্রহণ করত এই শত শত ও সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি ভাগীরথীর পুণ্যতীরে শোকে ব্যাকুলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদিকে আবৃত করিয়া আশ্বাসনপ্রদান করিতে করিতে যথাযথভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭-৮

সেই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি মুনিগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে নারদ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৯

মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি স্বীয় বাহুবল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও ধর্ম্মের প্রভাবে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করিয়াছ ॥ ১০

পাণ্ডুনন্দন! সৌভাগ্যের কথা এই যে, সম্পূর্ণ জগৎকে

কচ্চিচ্চ নিহতামিত্রঃ প্রীণাসি সুহৃদো নৃপ।
কচ্চিচ্ছ্রিয়মিমাং প্রাপ্য ন ত্বাং শোকঃ প্রবাধতে ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিজিতেয়ং মহী কৃৎস্না কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ ॥ ১৩
ইদং মম মহদ্ দুঃখং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জ্ঞাতিক্ষয়মিমং মহান্তং লোভকারিতম্ ॥ ১৪
সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ প্রিয়ান্।
জয়োঽয়মজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে ॥ ১৫
কিং নু বক্ষ্যতি বার্ষ্ণেয়ী বধূর্মে মধুসূদনম্।
দ্বারকাবাসিনী কৃষ্ণমিতঃ প্রতিগতং হরিম্ ॥ ১৬
দ্রৌপদী হতপুত্রেয়ং কৃপণা হতবান্ধবা।
অস্মৎপ্রিয়হিতে যুক্তা ভূয়ঃ পীড়য়তীব মাম্ ॥ ১৭

ইদমন্যৎ তু ভগবন্ যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি নারদ।
মন্ত্রসংবরণেনাস্মি কুন্ত্যা দুঃখেন যোজিতঃ ॥ ১৮
যঃ স নাগাযুতবলো লোকেঽপ্রতিরথো রণে।
সিংহখেলগতির্ধীমান্ ঘৃণী দাতা যতব্রতঃ ॥ ১৯
আশ্রয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং মানী তীক্ষ্ণপরাক্রমঃ।
অমর্ষী নিত্যসংরম্ভী ক্ষেপ্তাস্মাকং রণে রণে ॥ ২০
শীঘ্রাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ কৃতী চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
গূঢ়োৎপন্নঃ সুতঃ কুন্ত্যা ভ্রাতাস্মাকমসৌ কিল ॥ ২১
তোয়কর্ম্মণি তং কুন্তী কথয়ামাস সূর্য্যজম্।
পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতমবকীর্ণং জলে পুরা ॥ ২২
মঞ্জুষায়াং সমাধায় গঙ্গাস্রোতস্যমজ্জয়ৎ।
যং সূতপুত্রং লোকোঽয়ং রাধেয়ং চাভ্যমন্যত ॥ ২৩

ভীতকারী এই সংগ্রাম হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াছ। এখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পালনে তৎপর থাকিয়া তুমি আনন্দলাভ করিতেছ ত'? ১১

হে নৃপ! তোমার শত্রুরা ত' নিহত হইয়াছে। এখন তুমি নিজের সুহৃদ্বর্গকে প্রীত করিতেছ ত'? এই রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে কোন শোক পীড়িত করিতেছে না ত'? ১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণগণের কৃপালাভ করায় এবং ভীমসেন ও অর্জ্জুনের দ্বারা এই সমগ্রা পৃথিবী জয়লাভ করিয়াছি ॥ ১৩

কিন্তু আমার হৃদয়ে নিরন্তর এই মহাদুঃখ রহিয়াছে যে, আমি লোভবশতঃ নিজের জ্ঞাতি বন্ধু-বান্ধবগণকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিয়াছি ॥ ১৪

ভগবন্!, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর প্রিয় পুত্রদিগকে সংহার করাইয়া প্রাপ্ত এই জয়লাভও আমার নিকট পরাজয় বলিয়াই মনে হইতেছে ॥ ১৫

বৃষ্ণিকুলের কন্যা আমার ভ্রাতৃবধূ সুভদ্রা এখন দ্বারকায় রহিয়াছে। যখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ এস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত দ্বারকায় যাইবেন, তখন ইঁহাকে সুভদ্রা ও দ্বারকাবাসিনী অন্যান্য রমণীগণ কি বলিবেন? ১৬

এই দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণা নিজের পুত্রগণ বিনষ্ট হওয়ায় অতিশয় শোকে কাতরা হইয়া গিয়াছে। এই কৃষ্ণার বন্ধু-বান্ধবগণও নিহত হইয়াছে। সে সর্ব্বদা আমাদের প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিরতা আছে। আমি যখন যখনই ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তখনই আমার মনে অধিক হইতেও অধিক পীড়া হইতে থাকে ॥ ১৭

ভগবন্ নারদ! আমি এখন আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা আরও দুঃখদায়ক। আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্মরহস্যের বিষয় গোপন রাখিয়া আমাকে আরও দুঃখান্বিত করিয়াছেন ॥১৮

যাঁহার মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, জগতে যাঁহার তুল্য আর অপর কোন মহারথী যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি রণাঙ্গনে সিংহের ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতেই বিচরণ করিতেন, যিনি বুদ্ধিমান্, দয়ালু, দাতা, সংযমসহকারে ব্রতপালনকারী, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের আশ্রয়দাতা, অভিমানী, তীব্রপরাক্রমী, অমর্ষশীল, সর্ব্বদা রোষাবিষ্ট ও প্রত্যেক যুদ্ধেই আমাদের উপর অস্ত্র ও বাণপ্রহারকারী ছিলেন, যিনি বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে জানিতেন, যিনি অতিদ্রুত অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন, ধনুর্ব্বেদে বিশেষজ্ঞ ও অদ্ভুত পরাক্রমশালী সেই কর্ণ গুপ্তভাবে উৎপন্ন হইয়া কুন্তীর পুত্র এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে ॥ ১৯-২১

জলদান করিবার সময় স্বয়ং মাতা কুন্তীদেবী এই রহস্য বলিয়াছেন যে, কর্ণ ভগবান্ সূর্য্যের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিল। ইহাকে আমি পূর্ব্বে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম ॥ ২২

আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্মের পর তাঁহাকে একটি পেটিকার মধ্যে রাখিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

স জ্যেষ্ঠপুত্রঃ কুন্ত্যা বৈ ভ্রাতাস্মাকঞ্চ মাতৃজঃ।
অজানতা ময়া ভ্রাত্রা রাজ্যলুব্ধেন ঘাতিতঃ ॥ ২৪
তন্মে দহতি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।
ন হি তং বেদ পার্থোঽপি ভ্রাতরং শ্বেতবাহনঃ ॥ ২৫
নাহং ন ভীমো ন যমৌ স ত্বস্মান্ বেদ সুব্রতঃ।
গতা কিল পৃথা তস্য সকাশমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬
অস্মাকং শমকামা বৈ ত্বঞ্চ পুত্রো মমেত্যথ।
পৃথায়া ন কৃতঃ কামস্তেন চাপি মহাত্মনা ॥ ২৭
অপি পশ্চাদিদং মাতর্য্যবোচদিতি নঃ শ্রুতম্।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং ত্যক্তুং নৃপং দুর্য্যোধনং রণে ॥ ২৮
অনার্য্যত্বং নৃশংসত্বং কৃতঘ্নত্বঞ্চ মে ভবেৎ।
যুধিষ্ঠিরেণ সন্ধিং হি যদি কুর্য্যাং মতে তব ॥ ২৯
ভীতো রণে শ্বেতবাহাদিতি মাং মংস্যতে জনঃ।
সোঽহং নির্জিত্য সমরে বিজয়ং সহকেশবম্ ॥ ৩০
সন্ধাস্যে ধর্মপুত্রেণ পশ্চাদিতি চ সোঽব্রবীৎ।
তমুবাচ কিল পৃথা পুনঃ পৃথুলবক্ষসম্ ॥ ৩১
চতুর্ণামভয়ং দেহি কামং যুধ্যস্ব ফাল্গুনম্।
সোঽব্রবীন্মাতরং ধীমান্ বেপমানাং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩২
প্রাপ্তান্ বিষহ্যাংশ্চতুরো ন হনিষ্যামি তে সুতান্।
পঞ্চৈব হি সুতা দেবি ভবিষ্যন্তি তব ধ্রুবাঃ ॥ ৩৩
সার্জুনা বা হতে কর্ণে সকর্ণা বা হতেঽর্জুনে।
তং পুত্রগৃদ্ধিনী ভূয়ো মাতা পুত্রমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪
ভ্রাতৄণাং স্বস্তি কুর্বীথা যেষাং স্বস্তি চিকীর্ষসি।
এবমুক্ত্বা কিল পৃথা বিসৃজ্যোপযযৌ গৃহান্ ॥ ৩৫
সোঽর্জুনেন হতো বীরো ভ্রাত্রা ভ্রাতা সহোদরঃ।
ন চৈব বিবৃতো মন্ত্রঃ পৃথায়াস্তস্য বা বিভো ॥ ৩৬

যাঁহাকে আজ সারা জগৎ অধিরথপুত্র ও রাধাসুত বলিয়া জানিত, তিনি কুন্তীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন ॥ ২৩½

আমি ইহা না জানিয়াই রাজ্যের লোভবশতঃ ভ্রাতা অর্জুনের দ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছি। এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অঙ্গ সেইভাবে দগ্ধ হইতেছে, যেরূপ তূলারাশিকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ২৪½

কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন অর্জুনও তাঁহাকে ভ্রাতৃরূপে জানিত না। আমার, ভীমসেনের এবং নকুল-সহদেবেরও ইহা জানা ছিল না। কিন্তু উত্তম ব্রতপালনকারী কর্ণ আমাদের ভ্রাতৃরূপে জানিতেন ॥ ২৫½

শুনিলাম যে, আমার মাতা কুন্তীদেবী আমাদের সহিত সন্ধি করাইবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার পুত্র। কিন্তু মহাত্মা কর্ণ মাতা কুন্তীদেবীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই ॥ ২৬-২৭

আমরা ইহা আরও শুনিয়াছি যে, তিনি পরে মাতা কুন্তীদেবীকে এই উত্তর দিয়াছিলেন—আমি যুদ্ধের সময় রাজা দুর্য্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না; কারণ, ইহাতে আমার ক্রূরতা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাইবে ॥ ২৮½

যদি তোমার মতানুসারে আমি এই সময় যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করি, তবে সকল লোকে মনে করিবে যে কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন হইতে ভীত হইয়াছে ॥ ২৯½

অতএব আমি প্রথমে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে পরাজিত করিয়া পরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিব,—এই কথা তিনি বলিয়াছিলেন ॥ ৩০½

তখন কুন্তীদেবী বিশালবক্ষা কর্ণকে পুনরায় বলিলেন,—পুত্র! তুমি ইচ্ছানুসারে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর; কিন্তু অন্য চারি ভ্রাতাকে অভয়দান কর ॥ ৩১½

এই কথা বলিয়া মাতা কুন্তীদেবী কাঁপিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধিমান্ কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতাকে বলিলেন,—দেবি! তোমার চারপুত্র যদি আমার বশীভূত হয়, তবে তাহাদিগকে বধ করিব না। তোমার পাঁচপুত্র নিশ্চিতরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। যদি কর্ণ নিহত হয়, তবে অর্জুনসহ তোমার পাঁচ পুত্র থাকিবে; আর যদি অর্জুন নিহত হয়, তবে কর্ণসহ তোমার পাঁচপুত্র বিদ্যমান থাকিবে ॥ ৩২-৩৩½

তখন পুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা কুন্তীদেবী পুনরায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি যে চারি ভ্রাতার কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, উহাদের অবশ্যই তুমি কল্যাণ করিও। এই কথা বলিয়া মাতা কর্ণকে পরিত্যাগ করত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৩৪-৩৫

এই বীর সহোদর ভ্রাতা কর্ণকে ভ্রাতা অর্জুন বিনাশ করিয়াছে। প্রভো! এই গুপ্ত রহস্য মাতা কুন্তীদেবীও প্রকাশ করেন নাই এবং কর্ণও প্রকাশ করেন নাই ॥ ৩৬

অথ শূরো মহেষ্বাসঃ পার্থেনাজৌ নিপাতিতঃ।
অহং ত্বজ্ঞাসিষং পশ্চাৎ স্বসোদর্য্যং দ্বিজোত্তম ॥৩৭
পূর্বজং ভ্রাতরং কর্ণ পৃথায়া বচনাৎ প্রভো।
তেন মে দূয়তে তীব্রং হৃদয়ং ভ্রাতৃঘাতিনঃ ॥ ৩৮
কর্ণার্জ্জুনসহায়োঽহং জয়েয়মপি বাসবম্।
সভায়াং ক্লিশ্যমানস্য ধার্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ। ৩৯
সহসোৎপতিতঃ ক্রোধঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা প্রশাম্যতি।
যদা হ্যস্য গিরো রূক্ষাঃ শৃণোমি কটুকোদয়াঃ ॥ ৪০
সভায়াং গদতো দ্যূতে দুর্যোধনহিতৈষিণঃ।
তদা নশ্যতি মে রোষঃ পাদৌ তস্য নিরীক্ষ্য হ ॥৪১
কুন্ত্যা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম।
সাদৃশ্যহেতুমন্বিচ্ছন্ পৃথায়াস্তস্য চৈব হ ॥ ৪২
কারণং নাধিগচ্ছামি কথঞ্চিদপি চিন্তয়ন্।
কথং নু তস্য সংগ্রামে পৃথিবী চক্রমগ্রসৎ ॥ ৪৩
কথং নু শপ্তো ভ্রাতা মে তত্ত্বং বক্তুমিহার্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবংস্ত্বত্তঃ সর্বং যথাতথম্।
ভবান্ হি সর্ববিদ্ বিদ্বান্ লোকে বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণাভিজ্ঞানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যুদ্ধস্থলে মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কর্ণ অর্জুনের দ্বারা নিহত হন্। প্রভো! মাতা কুন্তী এই কথা প্রকাশ করায় বহু পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, কর্ণ আমাদের জ্যেষ্ঠ ও সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আমি ভ্রাতা কর্ণকে হত্যা করাইয়াছি; অতএব আমার হৃদয়ে সেজন্য তীব্র বেদনা হইতেছে ॥৩৭-৩৮

কর্ণ ও অর্জুনের সাহায্য পাইলে ত' আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারিতাম। কৌরবসভায় যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাকে অতিশয় কষ্টদান করিতেছিল, তখন সহসা আমার হৃদয়ে ক্রোধ উপস্থিত হইল; কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া উহা আমার শান্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৯;

যখন দ্যূতসভায় দুর্যোধনের হিতকামনায় তিনি কথা বলিতেছিলেন এবং তাঁহার কটু ও রুক্ষবাক্য শুনা যাইতেছিল, সেই সময় তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করিয়া আমার বর্দ্ধিত রোষ শান্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪০-৪১

আমার এই বিশ্বাস হইতেছে যে, কর্ণের দুই চরণদ্বয় মাতা কুন্তীদেবীর চরণদ্বয়সদৃশ ছিল। কুন্তীদেবী ও কর্ণের চরণদ্বয়ের সাদৃশ্য এরূপ কিভাবে হইল? ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে আমি বহু চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু ইহার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারি নাই ॥ ৪২;

রণাঙ্গনে কর্ণের রথচক্র কেন পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ কেন এরূপ শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহা আপনি যথার্থরূপে আমাকে বলুন ॥ ৪৩;

ভগবন্! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকট হইতে যথাযথভাবে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি; কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ এবং জগতে যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যতে ঘটনা হইয়াছে এবং হইবে, আপনি এ সমস্তই জানেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণের পরিচয়বিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

[নারদেন কর্ণস্য শাপপ্রাপ্তিবিষয়স্য বর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স এবমুক্তস্তু মুনির্নারদো বদতাং বরঃ ।
কথয়ামাস তৎ সর্বং যথা শপ্তঃ স সূতজঃ ॥ ১

নারদ উবাচ ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত ।
ন কর্ণার্জুনয়োঃ কিঞ্চিদবিষহ্যং ভবেদ্ রণে ॥ ২
গুহ্যমেতৎ তু দেবানাং কথয়িষ্যামি তেঽনঘ ।
তন্নিবোধ মহাবাহো যথা বৃত্তমিদং পুরা ॥ ৩
ক্ষত্রং স্বর্গং কথং গচ্ছেচ্ছস্ত্রপূতমিতি প্রভো ।
সংঘর্ষজননস্তস্মাৎ কন্যাগর্ভো বিনির্মিতঃ ॥ ৪
স বালস্তেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ ।
চকারাঙ্গিরসং শ্রেষ্ঠাদ্ ধনুর্বেদং গুরোস্তদা ॥ ৫
স বলং ভীমসেনস্য ফাল্গুনস্য চ লাঘবম্ ।
বুদ্ধিঞ্চ তব রাজেন্দ্র যময়োর্বিনয়ং তদা ॥ ৬
সখ্যঞ্চ বাসুদেবেন বাল্যে গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
প্রজানামনুরাগঞ্চ চিন্তয়ানো ব্যদহ্যত ॥ ৭
স সখ্যমকরোদ্ বাল্যে রাজ্ঞা দুর্যোধনেন চ ।
যুষ্মাভির্নিত্যসংদ্বিষ্টো দৈবাচ্চাপি স্বভাবতঃ ॥ ৮
বীর্য্যাধিকমথালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ম্ ।
দ্রোণং রহস্যুপাগম্য কর্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
ব্রহ্মাস্ত্রং বেত্তুমিচ্ছামি সরহস্যনিবর্ত্তনম্ ।
অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১০
সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্ ।
ত্বৎপ্রসাদান্ন মাং ব্রূয়ুরকৃতাস্ত্রং বিচক্ষণাঃ ॥ ১১
দ্রোণস্তথোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি ।
দৌরাত্ম্যং চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক কর্ণের শাপপ্রাপ্তি বিষয়ের বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদমুনি সূতপুত্র কর্ণ যেরূপে শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ বলিলেন ॥ ১

নারদ বলিলেন,—মহাবাহু ভরতনন্দন! তুমি যেরূপ বলিতেছ, উহা ঠিক সেই রূপই। বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধে কর্ণ ও অর্জুনের কোন কিছুই অসাধ্য ছিল না ॥ ২

অনঘ! ইহা দেবগণেরও গুপ্ত বিষয়। যাহা এখন আমি তোমাকে বলিতেছি। মহাবাহো! পূর্ব্বেকার এই যথাযথ বৃত্তান্ত তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! একদিন দেবগণের এরূপ মতি হইল যে, এমন কি উপায় আছে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গ অস্ত্রসকলের আঘাতে পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে উপস্থিত হইতে পারিবে? এরূপ চিন্তা করত তাঁহারা সূর্য্যের দ্বারা কুন্তীর গর্ভে এক তেজস্বী বালক উৎপন্ন করাইলেন, যে এই সংঘর্ষের জনক ছিল ॥ ৪

সেই বালক সূতপুত্ররূপে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সে অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য্য হইতে ধনুর্বেদের শিক্ষা লাভ করিয়াছে ॥ ৫

সে ভীমসেনের বল, অর্জুনের নৈপুণ্য, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাল্যকাল হইতেই মিত্রতা এবং পাণ্ডবগণের উপর প্রজাবর্গের অনুরাগ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া জলিতেছিল ॥ ৬-৭

সেইজন্য সে বাল্যকালেই রাজা দুর্যোধনের সহিত মিত্রতা স্থাপিত করিল এবং দৈবেরই প্রেরণায় ও স্বভাববশতই তোমাদের সহিত সর্ব্বদা দ্বেষ করিতে লাগিল ॥ ৮

একদিন অর্জুনকে ধনুর্বেদে অধিক শক্তিশালী দেখিয়া কর্ণ নির্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত তাহাকে বলিল ॥ ৯

প্রভো! আমি নিক্ষেপ ও উপসংহারের রহস্যসহ ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার এই ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। নিশ্চয়ই আপনার সকল শিষ্য ও পুত্রগণের উপর তুল্য স্নেহ আছে। আপনার কৃপায় বিদ্বান্ পুরুষগণ এ কথা যেন বলিতে না পারেন যে, কর্ণ সকল অস্ত্র জানে না ॥ ১০-১১

কর্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত দ্রোণাচার্য্য কর্ণের দুষ্টতার কথা জানিয়া তাহাকে বলিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মাস্ত্রং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ যথাবচ্চরিতব্রতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বা তপস্বী যো নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন ॥ ১৩
ইত্যুক্তোঽঙ্গিরসাং শ্রেষ্ঠমামন্ত্র্য প্রতিপূজ্য চ।
জগাম সহসা রামং মহেন্দ্রং পর্বতং প্রতি ॥ ১৪
স তু রামমুপাগম্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
ব্রাহ্মণো ভার্গবোঽস্মীতি গৌরবেণাভ্যগচ্ছত ॥ ১৫
রামস্তং প্রতিজগ্রাহ পৃষ্ট্বা গোত্রাদি সর্বশঃ।
উষ্যতাং স্বাগতং চেতি প্রীতিমাংশ্চাভবদ্ ভৃশম্ ॥ ১৬
তত্র কর্ণস্য বসতো মহেন্দ্রে স্বর্গসন্নিভে।
গন্ধর্বৈ রাক্ষসৈর্যক্ষৈর্দেবৈশ্চাসীৎ সমাগমঃ ॥ ১৭
স তত্রেষ্বস্ত্রমকরোদ্ ভৃগুশ্রেষ্ঠাদ্ যথাবিধি।
প্রিয়শ্চাভবদত্যর্থং দেব-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ১৮
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বিচরন্নাশ্রমান্তিকে।
একঃ খড়্গধনুষ্পাণিঃ পরিচক্রাম সূর্যজঃ ॥ ১৯
সোঽগ্নিহোত্রপ্রসক্তস্য কস্যচিদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
জঘানাজ্ঞানতঃ পার্থ হোমধেনুং যদৃচ্ছয়া ॥ ২০
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ।
কর্ণঃ প্রসাদয়ংশ্চৈনমিদমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২১
অবুদ্ধিপূর্বং ভগবন্ ধেনুরেষা হতা তব।
ময়া তত্র প্রসাদং কুরুষ্বেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২২
তং স বিপ্রোঽব্রবীৎ ক্রুদ্ধো বাচা নির্ভর্ৎসয়ন্নিব
দুরাচার বধার্হস্ত্বং ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে ॥ ২৩
যেন বিস্পর্ধসে নিত্যং যদর্থং ঘটসেঽনিশম্।
যুধ্যতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি ॥ ২৪
ততশ্চক্রে মহীগ্রস্তে মূর্ধানং তে বিচেতসঃ।
পাতয়িষ্যতি বিক্রম্য শত্রুর্গচ্ছ নরাধম ॥ ২৫

বৎস! যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বী ক্ষত্রিয় এই ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে পারেন। অপর কেহই কোনরূপে এই অস্ত্র জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩

দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিলে পর অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণমধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি লইয়া তাহার যথোচিত সম্মান করত কর্ণ সহসা মহেন্দ্র-পর্ব্বতে অবস্থিত পরশুরামের নিকট গমন করিল ॥ ১৪

পরশুরামের নিকট গমন করত কর্ণ মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং 'আমি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ' এই কথা বলিয়া গুরুভাবে তাঁহার শরণগ্রহণ করিল ॥ ১৫

পরশুরাম গোত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—বৎস! তুমি এখানে অবস্থান কর। তোমার আগমন সুখকর হউক। এই কথা বলিয়া সেই মুনি তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ১৬

স্বর্গলোকতুল্য মনোহর সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থান করত কর্ণের গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও দেবতাগণের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ হইল ॥ ১৭

এই পর্ব্বতের উপরে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামের নিকট হইতে বিধি অনুসারে ধনুর্বেদ শিক্ষা করত কর্ণ তাহার অভ্যাস করিতে লাগিল। কর্ণ এই সময় দেবতা, দানব ও রাক্ষসসকলের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল ॥ ১৮

কোন একদিনের ঘটনা, সূর্য্যপুত্র কর্ণ হাতে ধনুর্বাণ ও তরবারি ধারণ করত সমুদ্রের তীরে এক আশ্রমে আসিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৯

পার্থ! সেই সময় অগ্নিহোত্রে সংলগ্ন কোন এক বেদপাঠী ব্রাহ্মণের হোমধেনু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে কর্ণ না জানিয়াই অন্য কোন হিংস্র পশু মনে করত অকস্মাৎ তাহাকে বিনাশ করিল। (কর্ণ-পর্বেও এ প্রসঙ্গ আছে। সে স্থানে কর্ণের দ্বারা ধেনুবৎসবধের কথা উল্লেখ হইয়াছে, সেজন্য এস্থলেও ধেনুবৎসই বুঝিতে হইবে।) ॥ ২০

না জানিয়া এই অপরাধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করত কর্ণ ব্রাহ্মণকে সব নিবেদন করিল এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে এই কথা বলিল ॥ ২১

ভগবন্! আমি না জানিয়া আপনার ধেনু বধ করিয়া ফেলিয়াছি, অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। কর্ণ এই কথা পুনঃ পুনঃ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল ॥ ২২

ব্রাহ্মণ তাহার কথা শুনিয়াই কুপিত হইলেন এবং কঠোর ভাষায় তাহাকে যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন,—দুরাচার! তুমি বধের যোগ্য। দুর্মতে! তুমি নিজের পাপকর্ম্মের ফললাভ কর। রে পাপী! তুমি যাহার সহিত সর্ব্বদা স্পর্ধা কর এবং যাহাকে পরাজিত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছ, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তোমার রথচক্র ভূমি গ্রাস করিবে ॥ ২৩-২৪

অরে নরাধম! যখন ভূতলে তোমার রথচক্র বসিয়া যাইবে এবং তুমি অচেতনপ্রায় হইয়া থাকিবে, সেই সময়

যথেয়ং গৌর্হতা মূঢ় প্রমত্তেন ত্বয়া মম।
প্রমত্তস্য তথারাতিঃ শিরস্তে পাতয়িষ্যতি ॥ ২৬
শপ্তঃ প্রসাদয়ামাস কর্ণস্তং দ্বিজসত্তমম্।
গোভির্ধনৈশ্চ রত্নৈশ্চ স চৈনং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৭
ন হি মেঽব্যাহ্বতং কুর্য্যাৎ সর্বলোকোঽপি কেবলম্।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা যদ্ বা কার্য্যং তে তৎ সমাচর ॥ ২৮

ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণেনাথ কর্ণো দৈন্যাদধোমুখঃ।
রামমভ্যগমদ্ ভীতস্তদেব মনসা স্মরন্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তোমার শক্র পরাক্রম প্রকাশ করত তোমার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূপাতিত করিবে। এখন তুমি চলিয়া যাও ॥ ২৫

মূর্খ! যেরূপ অসাবধান হইয়া তুমি এই ধেনুকে বধ করিয়াছ, সেইরূপ অসাবধান-অবস্থাতেই শক্র তোমার শিরশ্ছেদ করিয়া ভূপাতিত করিবে ॥ ২৬

এই শাপ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু, ধন ও রত্ন দান করত এই সকলের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

সমগ্র জগৎও যদি এখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি এস্থান হইতে যাও বা দাঁড়াইয়া থাক অথবা তোমার কোন কার্য্য যদি করিবার থাকে, তবে উহা সম্পন্ন কর ॥ ২৮

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে পর কর্ণ ভীত হইয়া পড়িল। তখন সে দীনতাবশতঃ মুখ নত করিয়া রহিল। তারপর মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কর্ণ পরশুরামের নিকট ফিরিয়া আসিল ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণকে ব্রাহ্মণের শাপ-দানবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[কর্ণস্য ব্রহ্মাস্ত্রপ্রাপ্তিঃ, কর্ণায় পরশুরামস্য শাপদানঞ্চ।]

নারদ উবাচ।
কর্ণস্য বাহুবীর্য্যেণ প্রণয়েন দমেন চ।
তুতোষ ভৃগুশার্দূলো গুরুশুশ্রূষয়া তথা ॥ ১
তস্মৈ স বিধিবৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মাস্ত্রং সনিবর্ত্তনম্।
প্রোবাচাখিলমব্যগ্রং তপস্বী তৎ তপস্বিনে ॥২
বিদিতাস্ত্রস্ততঃ কর্ণো রমমাণোঽহশ্রমে ভৃগোঃ
চকার বৈ ধনুর্বেদে যত্নমদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ৩
ততঃ কদাচিদ্ রামস্তু চরন্নাশ্রমমন্তিকাৎ।
কর্ণেন সহিতো ধীমানুপবাসেন কর্শিতঃ ॥ ৪
সুষ্বাপ জামদগ্ন্যস্তু বিশ্রম্ভোৎপন্নসৌহৃদঃ।
কর্ণস্যোৎসঙ্গ আধায় শিরঃ ক্লান্তমনা গুরুঃ ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তি এবং কর্ণকে পরশুরামের অভিশাপ দান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বাহুবল, প্রেম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও গুরুসেবার দ্বারা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ১

তদনন্তর তপস্বী পরশুরাম তপোরত কর্ণকে শান্তভাবে প্রয়োগ ও উপসংহার বিধিসহ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়মঅনুসারে শিক্ষা দান করিলেন ॥ ২

ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করত কর্ণ পরশুরামের আশ্রমে প্রীতি সহকারে বাস করিতে লাগিল। সেই অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর ধনুর্বেদের অভ্যাসের জন্য অতিশয় পরিশ্রম করিল ॥ ৩

তাহার পর একদিন বুদ্ধিমান্ পরশুরাম কর্ণের সহিত নিজের আশ্রমের নিকট পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। কর্ণের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস থাকায় ইহার প্রতি তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। তিনি মনে মনে তখন ক্লান্তিবোধ করিতেছিলেন, সেইজন্য গুরুদেব জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন ॥ ৪-৫

অথ কৃমিঃ শ্লেষ্মমেদোমাংসশোণিতভোজনঃ ॥
দারুণো দারুণস্পর্শঃ কর্ণস্যাভ্যাসমাগতঃ ॥ ৬
স তস্যোরুমথাসাদ্য বিভেদ রুধিরাশনঃ।
ন চৈনমশকৎ ক্ষেপ্তুং হন্তুং বাপি গুরোর্ভয়াৎ ॥ ৭
সন্দশ্যমানস্তু তথা কৃমিণা তেন ভারত।
গুরোঃ প্রবোধনাশঙ্কী তমুপৈক্ষত সূর্য্যজঃ ॥ ৮
কর্ণস্তু বেদনাং ধৈর্য্যাদসহ্যাং বিনিগৃহ্য তাম্।
অকম্পয়ন্নব্যথয়ন্ ধারয়ামাস ভার্গবম্ ॥ ৯
যদাস্য রুধিরেণাঙ্গং পরিস্পৃষ্টং ভৃগূদ্বহঃ।
তদাবুধ্যত তেজস্বী সন্ত্রস্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১০
অহোঽস্ম্যশুচিতাং প্রাপ্তঃ কিমিদং ক্রিয়তে ত্বয়া।
কথয়স্ব ভয়ং ত্যক্ত্বা যথাতথ্যমিদং মম ॥ ১১
তস্য কর্ণস্তদাঽঽচষ্ট কৃমিণা পরিভক্ষণম্।
দদর্শ রামস্তং চাপি কৃমিং শূকরসন্নিভম্ ॥ ১২

এই শ্লেষ্মা, মেদ ও রক্তভোজী একটি ভয়ানক দারুণ স্পর্শ কৃমি কর্ণের নিকট আসিল ॥ ৬

এই রক্তপায়ী কৃমি কর্ণের জঙ্ঘার নিকট আসিয়া উহাতে ছেদ করত প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু গুরুদেবের জাগরণের ভয়ে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে ও নিহত করিতে পারিল না ॥ ৭

ভরতনন্দন! এই কীট উহাকে বারংবার দংশন করিতে লাগিল, কিন্তু সূর্য্যপুত্র কর্ণ গুরুদেবের জাগরণের ভয়ে উহা উপেক্ষা করিল ॥ ৮

যদ্যপি কর্ণের অসহ্য বেদনা হইতেছিল, তথাপি ধৈর্য্যপূর্ব্বক উহা সহ্য করত কম্পিত ও ব্যথিত না হইয়াই কর্ণ পরশুরামকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিল ॥ ৯

যখন তাহার রক্ত পরশুরামের শরীরে যাইয়া স্পর্শ করিল, তখন সেই তেজস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম জাগিয়া উঠিলেন এবং অতিশয় ভীত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১০

অরে! আমি যে অশুদ্ধ হইয়া যাইলাম। তুমি একি করিতেছ? ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি আমাকে সব কিছু যথাযথভাবে বল ॥ ১১

তখন তাঁহার নিকট কর্ণ তাহাকে কীট কর্ত্তৃক দংশনের ঘটনা বলিয়া শুনাইলেন। পরশুরাম নিজেও সেই কৃমিকে দর্শন করিলেন, এই কৃমি শূকরের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ১২

এই কৃমির আটটি পা ছিল এবং এর দাঁতগুলি ছিল তীক্ষ্ণ।

অষ্টপাদং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং সূচীভিরিব সংবৃতম্।
রোমভিঃ সংনিরুদ্ধাঙ্গমলর্কং নাম নামতঃ ॥ ১৩
স দৃষ্টমাত্রো রামেণ কৃমিঃ প্রাণানবাসৃজৎ।
তস্মিন্নেবাসৃজি ক্লিন্নস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৪
ততোঽন্তরিক্ষে দদৃশে বিশ্বরূপঃ করালবান্।
রাক্ষসো লোহিতগ্রীবঃ কৃষ্ণাঙ্গো মেঘবাহনঃ ॥ ১৫
স রামং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বভাষে পূর্ণমানসঃ।
স্বস্তি তে ভৃগুশার্দূল গমিষ্যেঽহং যথাগতম্ ॥ ১৬
মোক্ষিতো নরকাদস্মাদ্ ভবতা মুনিসত্তম।
ভদ্রং তবাস্তু বন্দে ত্বাং প্রিয়ং মে ভবতা কৃতম্ ॥ ১৭
তমুবাচ মহাবাহুর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
কস্ত্বং কস্মাচ্চ নরকং প্রতিপন্নো ব্রবীহি তৎ ॥ ১৮
সোঽব্রবীদহমাসং প্রাগ্ দংশো নাম মহাসুরঃ।
পুরা দেবযুগে তাত ভৃগোস্তুল্যবয়া ইব ॥ ১৯

সূচীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ রোমাবলিতে তার দেহ পূর্ণ এবং উহা যেন অতিশয় রুদ্ধ ছিল। 'অলর্ক' নামে এই কৃমি প্রসিদ্ধ ছিল ॥ ১৩

পরশুরামের দৃষ্টিতে পতিত হইতেই এই কৃমি রক্তে আপ্লুত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইল ॥ ১৪

তদনন্তর আকাশে সকলেরই রূপ ধারণ করিতে সমর্থ এক বিকরাল রাক্ষস দেখা যাইল। এই রাক্ষসের গ্রীবা রক্তবর্ণ এবং শরীরের বর্ণ ছিল কাল। এই রাক্ষস আকাশে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল ॥ ১৫

এই রাক্ষস পূর্ণমনোরথ হইয়াও কৃতাঞ্জলি হইয়া পরশুরামকে বলিল,—ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। আমি যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেইভাবে চলিয়া যাইব। মুনিপ্রবর! আপনি আমাকে এই নরক হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমার অতিশয় প্রিয় কার্য্য করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

তখন মহাবাহু প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? এবং কি কারণে এই নরকে পতিত হইয়াছিলে? বল ॥ ১৮

সেই রাক্ষস বলিল,—তাত! প্রাচীন কালে সত্যযুগের ঘটনা। আমি দংশ নামে প্রসিদ্ধ এক মহাসুর ছিলাম। মহর্ষি ভৃগুর তুল্য আমার বয়স ছিল ॥ ১৯

সোঽহং ভৃগোঃ সুদয়িতাং ভার্য্যামপহরং বলাৎ।
মহর্ষেরভিশাপেন কৃমিভূতোঽপতং ভুবি ॥ ২০
অব্রবীদ্ধি স মাং ক্রুদ্ধস্তব পূর্ব্বপিতামহঃ।
মূত্রশ্লেষ্মাশনঃ পাপ নিরয়ং প্রতিপৎস্যসে ॥ ২১
শাপস্যান্তো ভবেদ্ ব্রহ্মন্নিত্যেবং তমথাব্রুবম্।
ভবিতা ভার্গবাদ্ রামাদিতি মামব্রবীদ্ ভৃগুঃ ॥ ২২
সোঽহমেনাং গতিং প্রাপ্তো যথা ন কুশলং তথা।
ত্বয়া সাধো সমাগম্য বিমুক্তঃ পাপযোনিতঃ ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা নমস্কৃত্য যযৌ রামং মহাসুরঃ।
রামঃ কর্ণঞ্চ সক্রোধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪
অতিদুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণঃ সহেৎ।
ক্ষত্রিয়স্যেব তে ধৈর্য্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্ ॥ ২৫
তমুবাচ ততঃ কর্ণঃ শাপাদ্ ভীতঃ প্রসাদয়ন্।
ব্রহ্মক্ষত্রান্তরে জাতং সূতং মাং বিদ্ধি ভার্গব ॥ ২৬
রাধেয়ঃ কর্ণ ইতি মাং প্রবদন্তি জনা ভুবি।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্নস্ত্রলুব্ধস্য ভার্গব ॥ ২৭
পিতা গুরুর্ন সন্দেহো বেদবিদ্যাপ্রদঃ প্রভুঃ।
অতো ভার্গব ইত্যুক্তং ময়া গোত্রং তবান্তিকে ॥ ২৮
তমুবাচ ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ সরোষঃ প্রদহন্নিব।
ভূমৌ নিপতিতং দীনং বেপমানং কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ২৯
যস্মান্মিথ্যোপচরিতো হ্যস্ত্রলোভাদিহ ত্বয়া।
তস্মাদেতদ্ধি তে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি ॥ ৩০
অন্যত্র বধকালাৎ তে সদৃশেন সমীয়ুষঃ।
অব্রাহ্মণে ন হি ব্রহ্ম ধ্রুবং তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৩১
গচ্ছেদানীং ন তে স্থানমনৃতস্যেহ বিদ্যতে।
ন ত্বয়া সদৃশো যুদ্ধে ভবিতা ক্ষত্রিয়ো ভুবি ॥ ৩২

একদিন আমি ভৃগুর প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে সবলে অপহরণ করি। ইহাতে মহর্ষি শাপদান করিয়াছিলেন এবং আমিও কৃমি হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম ॥ ২০

আপনার পূর্ব্বপিতামহ ভৃগু শাপদানের সময় কুপিত হইয়া আমাকে বলিলেন,—অরে পাপী! তুমি মূত্র ও শ্লেষ্মাদি ভক্ষণকারী কৃমি হইয়া নরকে পতিত হইবে ॥ ২১

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—ব্রহ্মন্! এই শাপের অন্তও হওয়া উচিত। ইহা শুনিয়া ভৃগুমুনি বলিলেন,—ভৃগুবংশধর পরশুরাম হইতে তোমার এই শাপের অন্ত হইবে ॥ ২২

সেই আমি এই গতি লাভ করিয়াছিলাম, যেখানে আমি কোনদিনই কুশলে অতিবাহিত করিতে পারি নাই। সাধো! আপনার সহিত সম্মিলনে আমার এই পাপযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইল ॥ ২৩

পরশুরামকে এই কথা বলিয়া মহাসুর দংশ তাঁহাকে প্রণাম করত চলিয়া যাইল। ইহার পর পরশুরাম কর্ণকে সক্রোধে বলিলেন ॥ ২৪

অরে মূর্খ! এরূপ অতিশয় দুঃখ ব্রাহ্মণ কখনও সহ্য করিতে পারে না। তোমার ধৈর্য্য ত' দেখিতেছি ক্ষত্রিয়ের সদৃশ। তুমি স্বেচ্ছায় বল, তুমি কে? ২৫

কর্ণ পরশুরামের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। অতএব তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে কর্ণ বলিলেন,—ভৃগুবংশধর! আপনি ইহা জানুন যে, আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন সূতজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। ভূতলে সকল মানুষ আমাকে রাধাপুত্র কর্ণ বলিয়া আহ্বান করে। ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন! আমি অস্ত্রলোভে এই কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমাকে করুণা করুন ॥ ২৬-২৭

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বেদ ও বিদ্যাদাতা শক্তিশালী গুরু পিতারই তুল্য ; সেইজন্য আমি আপনার নিকট নিজেকে 'ভার্গব' গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছি ॥ ২৮

এই কথা শ্রবণ করত ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম এরূপ রোষাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যেন তখন কর্ণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অন্যদিকে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দীনভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইল। এই সময় পরশুরাম কর্ণকে বলিলেন ॥ ২৯

মূঢ়! তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে মিথ্যা কথা বলিয়া এখানে আমার সহিত তুমি মিথ্যাচার (কপটতাপূর্ণ ব্যবহার) করিয়াছ, সেইজন্য যতকাল না তুমি নিজের সমতুল্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবে এবং তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হইবে, ততকাল তোমার এই অস্ত্র স্মরণ থাকিবে ॥ ৩০½

যে ব্রাহ্মণ নয়, তাহার হৃদয়ে এই ব্রহ্মাস্ত্র কখনও স্থির থাকিতে পারে না। এখন তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর পক্ষে বাস করিবার এ স্থান নয় ; কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদে এই ভূতলের কোনও ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে তোমার সদৃশ হইতে পারিবে না ॥ ৩১-৩২

এবমুক্তঃ স রামেণ ন্যায়েনোপজগাম হ।
দুর্য্যোধনমুপাগম্য কৃতাস্ত্রোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণাস্ত্রপ্রাপ্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

পরশুরাম এই কথা বলিলে পর কর্ণ তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করত সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিল এবং দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আমি সমস্ত অস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছি ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণের অস্ত্রপ্রাপ্তিবিষয়ক অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণস্য সাহায্যেন সমাগতান্ রাজগণান্ পরাজিত্য স্বয়ংবরসভাতো দুর্য্যোধনেন কলিঙ্গরাজকন্যায়া অপহরণম্।]

নারদ উবাচ।

কর্ণস্তু সমবাপ্যৈবমস্ত্রং ভার্গবনন্দনাৎ।
দুর্য্যোধনেন সহিতো মুমুদে ভরতর্ষভ ॥ ১
ততঃ কদাচিদ্ রাজানঃ সমাজগ্মুঃ স্বয়ংবরে।
কলিঙ্গবিষয়ে রাজন্ রাজ্ঞশ্চিত্রাঙ্গদস্য চ ॥ ২
শ্রীমদ্রাজপুরং নাম নগরং তত্র ভারত।
রাজানঃ শতশস্তত্র কন্যার্থে সমুপাগমন্ ॥ ৩
শ্রুত্বা দুর্য্যোধনস্তত্র সমেতান্ সর্বপার্থিবান্।
রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন কর্ণেন সহিতো যযৌ ॥ ৪
ততঃ স্বয়ংবরে তস্মিন্ সম্প্রবৃত্তে মহোৎসবে।
সমাজগ্মুর্নৃপতয়ঃ কন্যার্থে নৃপসত্তম ॥ ৫
শিশুপালো জরাসন্ধো ভীষ্মকো বক্র এব চ।
কপোতরোমা নীলশ্চ রুক্মী চ দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ৬
শৃগালশ্চ মহারাজঃ স্ত্রীরাজ্যাধিপতিশ্চ যঃ।
অশোকঃ শতধন্বা চ ভোজো বীরশ্চ নামতঃ ॥ ৭
এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ রাজানঃ প্রাচ্যোদীচ্যাস্তথৈব চ ॥৮
কাঞ্চনাঙ্গদিনঃ সর্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভাঃ
সর্বে ভাস্বরদেহাশ্চ ব্যাঘ্রা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ৯

চতুর্থ অধ্যায়।

[কর্ণের সহায়তায় সমাগত রাজবৃন্দকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংবর সভা হইতে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কলিঙ্গরাজের কন্যাকে অপহরণ।]

নারদ বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ভৃগুবংশের আনন্দদায়ক পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করত কর্ণ দুর্য্যোধনের সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিল ॥ ১

রাজন্! তদনন্তর কোন এক সময়ে কলিঙ্গদেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানীতে স্বয়ংবরমহোৎসবে নানা দেশের রাজারা একত্রে সমবেত হইয়াছিল ॥ ॥ ২

ভারত! কোন এক সময় কলিঙ্গরাজের রাজধানী অতিশয় সুন্দর রাজপুরনামক নগরে ছিল। রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য শত শত নরপতি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩

দুর্য্যোধন যখন শুনিল যে, সেস্থানে সকল রাজা একত্রে সমবেত হইয়াছে, তখন সে নিজেও স্বর্ণময় রথে আরোহণ করত কর্ণের সহিত গমন করিল ॥ ৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই স্বয়ম্বর-মহোৎসব আরম্ভ হইলে পর রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য বহুসংখ্যক নরপতি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নাম ছিল— ॥ ৫

শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, সুদৃঢ় পরাক্রমশালী রুক্মী, স্ত্রী-রাজ্যের অধিপতি মহারাজ শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর ॥ ৬-৭

ইহারা এবং আরও অন্যান্য রাজারা দক্ষিণদিকের এই রাজধানীতে গমন করিল। ইহাদের মধ্যে ম্লেচ্ছ, আর্য্য, পূর্ব্ব ও উত্তর সকল দেশের রাজাই ছিল ॥ ৮

ইহারা সকলে স্বর্ণের অঙ্গদ পরিধান করিয়াছিল। সকলেরই অঙ্গকান্তি শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল। সকলেরই শরীর তেজস্বী ও সকল রাজাই ব্যাঘ্রতুল্য উৎকট বলশালী ছিল ॥ ৯

ততঃ সমুপবিষ্টেষু তেষু রাজসু ভারত।
বিবেশ রঙ্গং সা কন্যা ধাত্রীবর্ষবরান্বিতা ॥ ১০
ততঃ সংশ্রাব্যমাণেষু রাজ্ঞাং নামসু ভারত।
অত্যক্রামদ্ ধার্তরাষ্ট্রং সা কন্যা বরবর্ণিনী ॥ ১১
দুর্য্যোধনস্তু কৌরব্যো নামর্ষয়ত লঙ্ঘনম্।
প্রত্যষেধচ্চ তাং কন্যামসৎকৃত্য নরাধিপান্ ॥ ১২
স বীর্য্যমদমত্তত্বাদ্ ভীষ্ম-দ্রোণাবুপাশ্রিতঃ।
রথমারোপ্য তাং কন্যামাজহার নরাধিপঃ ॥ ১৩
তমন্বগাদ্ রথী খড়্গী বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ পৃষ্ঠতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ১৪
ততো বিমর্দঃ সুমহান্ রাজ্ঞামাসীদ্ যুযুৎসতাম্।
সংনহ্যতাং তনুত্রাণি রথান্ যোজয়তামপি ॥ ১৫
তেঽভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কর্ণ-দুর্য্যোধনাবুভৌ।
শরবর্ষাণি মুঞ্চন্তো মেঘাঃ পর্বতয়োরিব ॥ ১৬
কর্ণস্তেষামাপততামেকৈকেন শরেণ হ।
ধনূংষি চ শরব্রাতান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৭
ততো বিধনুষঃ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদুদ্যতকার্মুকান্।
কাংশ্চিচ্চোদ্বহতো বাণান্ রথশক্তিগদাস্তথা ॥ ১৮
লাঘবাদ্ ব্যাকুলীকৃত্য কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
হতসূতাংশ্চ ভূয়িষ্ঠানবজিগ্যে নরাধিপান্ ॥ ১৯
তে স্বয়ং বাহয়ন্তোঽশ্বান্ পাহি পাহীতি বাদিনঃ।
ব্যপেয়ুস্তে রণং হিত্বা রাজানো ভগ্নমানসাঃ ॥ ২০
দুর্য্যোধনস্তু কর্ণেন পাল্যমানোঽভ্যয়াৎ তদা।
হৃষ্টঃ কন্যামুপাদায় নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দুর্য্যোধনস্য স্বয়ংবরে কন্যাহরণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভারত! যখন সকল রাজা স্বয়ংবর সভায় উপবিষ্ট হইল, তখন সেই রাজকন্যা ধাত্রী ও নপুংসকগণের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল ॥ ১০

হে ভারত! তারপর যখন তাহাকে রাজাদিগের নাম শুনাইতে শুনাইতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছিল, তখন এই সুন্দরী রাজকুমারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া যাইল ॥ ১১

কুরুবংশীয় দুর্য্যোধন ইহা সহ্য করিতে পারিল না যে, রাজকন্যা তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাউক। সে সমস্ত রাজগণকে অপমান করত তাহাকে সম্মুখেই রুদ্ধ করিল ॥ ১২

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের আশ্রিত ছিল, সেই জন্য যে বলে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সেই রাজকন্যাকে রথে বসাইয়া অপহরণ করিল ॥ ১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে প্রধান কর্ণ রথে আরোহণ করত হস্তে দস্তানা বদ্ধ করিল এবং তরবারি লইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ১৪

তদনন্তর যুদ্ধের অভিলাষী রাজগণের মধ্যে কিছু রাজা কবচ বদ্ধ করিল এবং কিছু রাজা রথ যোজনা করিল। তারপর এই সব রাজাদের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৫

যেরূপ মেঘ দুইটি পর্ব্বতকে জলবর্ষণে প্লাবিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এই নরপতিগণ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ১৬

কর্ণ এক একটি বাণেই এই সব আক্রমণকারী রাজাদের ধনু ও বাণসমূহ ভূতলে ছেদন করত পাতিত করিল ॥ ১৭

তদনন্তর প্রহার করিতে সমর্থ যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ অতিদ্রুত বাণসকল বর্ষণ করত এই সব রাজাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময় কেহ ধনুহীন হইয়া যাইল, কেহ নিজের ধনু উপরে উঠাইয়াই রহিল, কেহ বাণ, কেহ রথশক্তি ও কেহ গদা ধারণ করিয়াছিল। তখন যে যে অবস্থায় ছিল, তাহাকে সেই অবস্থাতেই ব্যাকুল করত কর্ণ তাহাদের সারথিকে বিনাশ করিয়া দিল এবং সেই বহু সংখ্যক রাজাকে পরাজিত করিল ॥ ১৮-১৯

সেই পরাজিত ভূপতিগণ নিজেরাই অশ্বচালনা করিতে এবং 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল ॥ ২০

দুর্য্যোধন কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিনাপুরে আসিল ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক স্বয়ংবর-সভায় রাজকন্যার অপহরণবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ণস্য বল পরাক্রমবর্ণনম্, তেন জরাসন্ধস্য পরাজয়ঃ, জরাসন্ধকর্তৃকং কর্ণায়াঙ্গদেশস্থ-মালিনীনগর্য্যা রাজ্যপ্রদানঞ্চ।

নারদ উবাচ।

আবিষ্কৃতবলং কর্ণং শ্রুত্বা রাজা স মাগধঃ।
আহ্বয়দ্ দ্বৈরথেনাজৌ জরাসন্ধো মহীপতিঃ॥ ১
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং দিব্যাস্ত্রবিদুষোর্দ্বয়োঃ।
যুধি নানাপ্রহরণৈরন্যোন্যমভিবর্ষতোঃ॥ ২
ক্ষীণবাণৌ বিধনুষৌ ভগ্নখড়্গৌ মহীং গতৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামুভাবপি বলান্বিতৌ॥ ৩
বাহুকণ্টকযুদ্ধেন তস্য কর্ণোঽথ যুধ্যতঃ।
বিভেদ সন্ধিং দেহস্থং জরয়া শ্লেষিতস্য হি॥ ৪
স বিকারং শরীরস্য দৃষ্ট্বা নৃপতিরাত্মনঃ।
প্রীতোঽস্মীত্যব্রবীৎ কর্ণং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ॥ ৫
প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ।
অঙ্গেষু নরশার্দূল স রাজাঽঽসীৎ সপত্নজিৎ॥ ৬
পালয়ামাস চম্পাঞ্চ কর্ণঃ পরবলার্দনঃ।
দুর্য্যোধনস্যানুমতে তবাপি বিদিতং তথা॥ ৭
এবং শস্ত্রপ্রতাপেন প্রথিতঃ সোঽভবৎ ক্ষিতৌ।
ত্বদ্ধিতার্থং সুরেন্দ্রেণ ভিক্ষিতো বর্মকুণ্ডলে॥ ৮
স দিব্যে সহজে প্রাদাৎ কুণ্ডলে পরমার্জিতে।
সহজং কবচং চাপি মোহিতো দেবমায়য়া॥ ৯
বিমুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ সহজেন চ বর্মণা।
নিহতো বিজয়েনাজৌ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ॥ ১০
ব্রাহ্মণস্যাভিশাপেন রামস্য চ মহাত্মনঃ।
কুন্ত্যাশ্চ বরদানেন মায়য়া চ শতক্রতোঃ॥ ১১
ভীষ্মাবমানাৎ সংখ্যায়াং রথস্যার্ধানুকীর্তনাৎ।
শল্যাৎ তেজোবধাচ্চাপি বাসুদেবনয়েন চ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[কর্ণের বল ও পরাক্রমবর্ণন, তাহার দ্বারা জরাসন্ধের পরাজয় এবং জরাসন্ধ কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গদেশস্থ মালিনী নগরীর রাজ্য প্রদান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বলের খ্যাতি শ্রবণ করত মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য তাহাকে আহ্বান করিল॥ ১

ইহারা উভয়েই দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিল। ইহাদের দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহারা তখন পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ২

ইহাতে দুই জনেরই বাণ ক্ষীণ হইয়া যাইল, ধনু ছিন্ন হইল এবং তরবারি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইল। তখন এই দুই বলশালী বীর ভূতলে অবস্থান করত বাহুদ্বয় দ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল॥ ৩

কর্ণ বাহুকণ্টক যুদ্ধের দ্বারা ("একাং জঙ্ঘাং পদাক্রম্য পরামুৎক্ষ্য পাট্যতে। কেতকীপত্রবচ্ছত্রোর্যুদ্ধং তদ্ বাহুকণ্টকম্"॥) জরানাম্নী রাক্ষসী কর্তৃক যুক্ত যুদ্ধপরায়ণ জরাসন্ধের দেহের সন্ধিস্থান ভেদ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৪

রাজা জরাসন্ধ নিজের শরীরের বিকারকে দেখিয়া শত্রুতার ভাব দূর করিয়া কর্ণকে বলিল,—আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি॥ ৫

জরাসন্ধ প্রীতি সহকারে কর্ণকে এই সময় অঙ্গদেশের মালিনী নগরী প্রদান করিল। নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুজয়ী কর্ণ এই সময় হইতেই অঙ্গদেশের রাজা হইয়াছিল। তাহার পর দুর্যোধনের অনুমতি অনুসারে শত্রু-সৈন্যহন্তা কর্ণ চম্পানগরী—চম্পারণদেশও পালন করিতে লাগিল। এ সব বৃত্তান্তই তুমি জান॥ ৬-৭

এইভাবে কর্ণ নিজের অস্ত্রসকলের প্রতাপে সমস্ত ভূমণ্ডল মধ্যে বিখ্যাত হইল। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তোমাদের হিতের জন্য কর্ণের নিকট তাহার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৮

দৈবমায়ায় মোহিত কর্ণ নিজের শরীরেরই সহিত উৎপন্ন দিব্য কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিল॥ ৯

এইরূপে জন্মের সহিত উৎপন্ন কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়হীন হইয়া যাওয়ায় কর্ণকে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে বধ করিয়াছে॥ ১০

প্রথমতঃ তাহাকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মহাত্মা পরশুরাম শাপদান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ সে নিজেও কুন্তীর অন্য চার পুত্রকে বধ করিবে না বলিয়া বর দিয়াছিল। তৃতীয়তঃ ইন্দ্র মায়া দ্বারা কর্ণের কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ মহারথী যোদ্ধা গণনা করিবার সময় ভীষ্ম তাহাকে

রুদ্রস্য দেবরাজস্য যমস্য বরুণস্য চ।
কুবের-দ্রোণয়োশ্চৈব কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৩
অস্ত্রাণি দিব্যান্যাদায় যুধি গাণ্ডীবধন্বনা।
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণো দিবাকরসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪
এবং শপ্তস্তব ভ্রাতা বহুভিশ্চাপি বঞ্চিতঃ
ন শোচ্যঃ পুরুষব্যাঘ্র যুদ্ধেন নিধনং গতঃ ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণবীর্য্যকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

অপমান পূর্ব্বক বারংবার অর্দ্ধরথী বলিয়াছিল; পঞ্চমতঃ শল্যের নিকট হইতেও যুদ্ধকালীন তাহার তেজ নষ্ট করিবার প্রয়াস হইয়াছিল এবং ষষ্ঠ কারণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নীতিও কর্ণের প্রতিকূলে ছিল—এই সব কারণেই কর্ণ পরাজিত হইয়াছে ॥ ১১-১২

অন্যদিকে গাণ্ডীবধারী অর্জুন রুদ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণাচার্য্য ও মহাত্মা কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইজন্য যুদ্ধে অর্জুন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সূর্য্যপুত্র কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ১৩-১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এইভাবে তোমার ভ্রাতা কর্ণ শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বহু লোকে তাহাকে প্রতারিতও করিয়াছে, ইহাতেই সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, অতএব এই কর্ণ শোকের যোগ্য নহে ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণের পরাক্রম কথন-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, কুন্তীদেব্যা তস্মৈ প্রবোধদানম্ স্ত্রীভ্যো যুধিষ্ঠিরস্য শাপদানঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতাবদুক্ত্বা দেবর্ষির্বিররাম স নারদঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজর্ষির্দধ্যৌ শোকপরিপ্লুতঃ ॥ ১
তং দীনমনসং বীরং শোকোপহতমাতুরম্।
নিঃশ্বসন্তং যথানাগং পর্য্যশ্রুনয়নং তথা ॥ ২
কুন্তী শোকপরীতাঙ্গী দুঃখোপহতচেতনা।
অব্রবীন্মধুরাভাষা কালে বচনমর্থবৎ ॥ ৩
যুধিষ্ঠির মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।
জহি শোকং মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৪
যাতিতঃ স ময়া পূর্বং ভ্রাত্র্যং জ্ঞাপয়িতুং তব।
ভাস্করেণ চ দেবেন পিত্রা ধর্মভৃতাং বর ॥ ৫
যদ্বাচ্যং হিতকামেন সুহৃদা হিতমিচ্ছতা।
তথা দিবাকরেণোক্তঃ স্বপ্নান্তে মম চাগ্রতঃ ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, কুন্তীদেবীর ইঁহাকে প্রবোধদান এবং স্ত্রীগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের শাপদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ নীরব হইলেন, কিন্তু রাজর্ষি যুধিষ্ঠির শোকমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১

ইঁহার মন তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া উঠিল। তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বীর যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থা দেখিয়া কুন্তীর সর্ব্বাঙ্গ শোকে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি যেন দুঃখে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি মধুরভাষায় সময়োপযোগী এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন ॥২-৩

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! কর্ণের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। মহামতে! শোক পরিত্যাগ কর এবং আমার এই কথা শ্রবণ কর ॥ ৪

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমি প্রথমে কর্ণকে এই বিষয় বলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতা। তাহার পিতা ভগবান্ সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক সে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫

হিতকামী এক হিতৈষী সুহৃদের যাহা কিছু বলা প্রয়োজন, উহা ভগবান্ সূর্য্য তাহাকে স্বপ্নে এবং আমার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন ॥ ৬

ন চৈনমশকদ্ ভানুরহং বা স্নেহকারণৈঃ।
পুরা প্রত্যনুনেতুং বা নেতুং বাপ্যেকতাং ত্বয়া ॥ ৭
ততঃ কালপরীতঃ স বৈরস্যোদ্ধরণে রতঃ।
প্রতীপকারী যুষ্মাকমিতি চোপেক্ষিতো ময়া ॥ ৮
ইত্যুক্তো ধর্মরাজস্তু মাত্রা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ।
উবাচ বাক্যং ধর্মাত্মা শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯
ভবত্যা গূঢ়মন্ত্রত্বাৎ পীড়িতোঽস্মীত্যুবাচ তাম্ ॥ ১০
শশাপ চ মহাতেজাঃ সর্বলোকেষু যোষিতঃ।
ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তীত্যেবং দুঃখসমন্বিতঃ ॥ ১১
স রাজা পুত্র-পৌত্রাণাং সম্বন্ধিসুহৃদাং তদা।
স্মরন্নুদ্বিগ্নহৃদয়ো বভূবোদ্বিগ্নচেতনঃ ॥ ১২
ততঃ শোকপরীতাত্মা সধূম ইব পাবকঃ।
নির্বেদমগমদ্ ধীমান্ রাজা সন্তাপপীড়িতঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি স্ত্রীশাপে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

কিন্তু ভগবান্ সূর্য্য ও আমি আমরা উভয়েই স্নেহের কারণ দেখাইয়া স্বপক্ষে আনিতে বা তোমাদের সহিত মিলন করাইতে সফল হইতে পারি নাই ॥ ৭

তদনন্তর সে কালের বশীভূত হইয়া শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তোমাদের বিপরীতই সকল কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; এই সব দেখিয়া আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি ॥ ৮

মাতা কুন্তী এই কথা বলিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, শোকে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্মাত্মা ভূপাল তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—মাতঃ! আপনি আপনার এই গোপনীয় বিষয়কে গুপ্ত রাখিয়া আমাকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছেন ॥ ৯-১০

তার পর মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জগতের সমস্ত স্ত্রীগণকে এই অভিশাপ দিলেন যে, আজ হইতে কোন স্ত্রী নিজের মনে কোন গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে পারিবে না ॥ ১১

রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় নিজের পুত্র, পৌত্র, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্গণের কথা স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

তাহার পর শোকে ব্যাকুলচিত্ত বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির সন্তাপে পীড়িত হইয়া ধূমযুক্ত অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে জলিতে লাগিলেন এবং জীবন হইতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে স্ত্রীগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জুনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য খেদপ্রকাশঃ, রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং গন্তুং প্রস্তাবোত্থাপনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা শোকব্যাকুলচেতনঃ ।
শুশোচ দুঃখসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা কর্ণং মহারথম্ ॥ ১

আবিষ্টো দুঃখ-শোকাভ্যাং নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ
দৃষ্ট্বার্জুনমুবাচেদং বচনং শোককর্শিতঃ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যদ্ভৈক্ষ্যমাচরিষ্যাম বৃষ্ণ্যন্ধকপুরে বয়ম্ ।
জ্ঞাতীন্ নিষ্পুরুষান্ কৃত্বা নেমাং প্রাপ্স্যাম দুর্গতিম্ ॥৩

অমিত্রা নঃ সমৃদ্ধার্থা বৃত্তার্থাঃ কুরবঃ কিল ।
আত্মানমাত্মনা হত্বা কিং ধর্মফলমাপ্নুমঃ ॥ ৪

ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম্ ।
ধিগস্ত্বমর্ষং যেনেমামাপদং গমিতা বয়ম্ ॥ ৫

সাধু ক্ষমা দমঃ শৌচং বৈরাগ্যং চাপ্যমৎসরঃ ।
অহিংসা সত্যবচনং নিত্যানি বনচারিণাম্ ॥ ৬

বয়ং তু লোভান্মোহাচ্চ দম্ভং মানঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা রাজ্যলাভবুভুৎসয়া ॥ ৭

ত্রৈলোক্যস্যাপি রাজ্যেন নাস্মান্ কশ্চিৎ প্রহর্ষয়েৎ ॥৮
বান্ধবান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা পৃথিব্যাং বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৮

তে বয়ং পৃথিবীহেতোরবধ্যান্ পৃথিবীশ্বরান্ ।
সম্পরিত্যজ্য জীবামো হীনার্থা হতবান্ধবাঃ ॥ ৯

আমিষে গৃধ্যমানানামশুভং বৈ শুনামিব ।
আমিষং চৈব নো হীষ্টমামিষস্য বিবর্জনম্ ॥ ১০

ন পৃথিব্যা সকলয়া ন সুবর্ণস্য রাশিভিঃ ।
ন গবাশ্বেন সর্বেণ তে ত্যাজ্যা য ইমে হতাঃ ॥ ১১

সপ্তম অধ্যায় ।

[অর্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মহারথী কর্ণের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া শোকে নিমজ্জিত হইলেন ॥১

দুঃখে ও শোকে আবিষ্ট হইয়া তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অর্জুনকে দর্শন করত শোকে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন ! যদি আমরা বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধক-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের নগরী দ্বারকায় যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন-নির্বাহ করিতাম, তবে আজ নিজেদের জ্ঞাতিবর্গকে নির্বংশ করিয়া আমাদের এই দুর্দশাপ্রাপ্তি হইত না ॥ ৩

আমাদের শত্রুদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে (কারণ, তাহারা আমাদের কুলের বিনাশ দেখিয়া আনন্দিত হইবে)। কৌরব-গণের প্রয়োজন ত' তাহাদের জীবনের সহিতই শেষ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং নিজেদের হত্যা করিয়া আমরা কোন্ ধর্মের ফললাভ করিব ? ৪

ক্ষত্রিয়দের আচার, বল, পুরুষার্থ এবং অমর্ষকে ধিক্ ! যাহার কারণ আমার আজ এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ৫

ক্ষমা, মন ও ইন্দ্রিয়দের সংযম, বাহ্য এবং আন্তর শুদ্ধি, বৈরাগ্য, ঈর্ষা না করা, অহিংসা ও সত্যভাষণ—এই সব বনবাসীদিগের নিত্য ধর্মই শ্রেষ্ঠ ॥ ৬

আমরা লোভে এবং মোহবশতঃ রাজ্যলাভের সুখ অনুভব করিবার ইচ্ছায় দম্ভ ও অভিমানের আশ্রয় গ্রহণ করত এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৭

যখন আমরা পৃথিবীকে জয় করিতে অভিলাষী নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণকে নিহত হইতে দেখিলাম, তখন ত্রৈলোক্যের রাজ্যপ্রদান করিয়া আমাদের কেহই আনন্দিত করিতে পারিবে না ॥ ৮

হায় ! আমরা এই তুচ্ছ পৃথিবীর জন্য অবধ্য রাজাদিগকেও বধ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত বন্ধু-বান্ধবহীন হইয়া অর্থশূন্য ব্যক্তির ন্যায় জীবনধারণ করিতেছি ॥ ৯

যেরূপ মাংসলোভী কুকুরেরা অশুভ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজ্যে আসক্ত আমরাও অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাদের পক্ষে মাংসতুল্য রাজ্যলাভ করা অভীষ্ট নহে, পরন্তু উহা পরিত্যাগ করাই অভীষ্ট হওয়া উচিত ॥ ১০

এই যে আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ নিহত হইয়াছে, ইহা-দিগকে পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ পৃথিবী, রাশি রাশি সুবর্ণ ও সমুদয় গোধন এবং বহু অশ্বের বিনিময়েও উচিত হইবে না। ১১

কাম-মন্যুপরীতাস্তে ক্রোধ-হর্ষসমন্বিতাঃ।
মৃত্যুযানং সমারুহ্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১২
বহুকল্যাণসংযুক্তানিচ্ছন্তি পিতরঃ সুতান্
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ তিতিক্ষয়া ॥ ১৩
উপবাসৈস্তথেজ্যাভির্ব্রতকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
লভন্তে মাতরো গর্ভান্ মাসান্ দশ চ বিভ্রতি ॥ ১৪
যদি স্বস্তি প্রজায়ন্তে জাতা জীবন্তি বা যদি।
সম্ভাবিতা জাতবলাস্তে দদ্যুর্যদি নঃ সুখম্ ॥ ১৫
ইহ চামুত্র চৈবেতি কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।
তাসাময়ং সমুদ্যোগো নির্বৃত্তঃ কেবলোঽফলঃ ॥ ১৬
যদাসাং নিহতাঃ পুত্রা যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
অভুক্ত্বা পার্থিবান্ ভোগানৃণান্যনপহায় চ ॥ ১৭
পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১৮

তাহারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত ছিল, হর্ষ এবং রোষে আবিষ্ট ছিল, অতএব মৃত্যুরূপী রথে আরোহণ করত যমলোকে চলিয়া গিয়াছে ॥ ১২

সকল পিতাই তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যপালন, সত্যভাষণ এবং তিতিক্ষা আদি সাধনসমূহের দ্বারা বহুবিধ কল্যাণময় গুণসমূহে যুক্ত অনেক পুত্র লাভ করিতে চান ॥ ১৩

এইরূপ সকল মাতাই উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত, কৌতুক ও মঙ্গলময় কৃত্যসমূহের দ্বারা উত্তম পুত্রের কামনা করিয়া দশ মাস পর্য্যন্ত নিজের গর্ভ ধারণ-পোষণ করেন। তাঁহাদের সকলেরই ইহাই উদ্দেশ্য যে, যদি কুশলতার সহিত পুত্র জন্মলাভ করে, জন্মগ্রহণের পর যদি জীবিত থাকে এবং বলবান্ হইয়া যদি সম্ভাবিত গুণসমূহে সম্পন্ন হয়, তবে আমাদের ইহলোক ও পরলোকে সেই পুত্র সুখদান করিবে। এইরূপ সেই দীনা মাতৃগণ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৪-১৫½

কিন্তু তাঁহাদের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে; কারণ, আমরা সেই মাতৃগণের বিশুদ্ধ সুবর্ণময় কুণ্ডলে বিভূষিত নবযুবক পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি। তাহারা ভূলোকের ভোগ-সমূহ উপভোগ করিবার সুযোগ না পাইয়াই এবং দেবঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইয়াই যমালয়ে গমন করিয়াছে ॥ ১৬-১৮

এই সব রাজাদের মাতা ও পিতা যখন ইহাদের উপার্জ্জিত ধন এবং রত্নাদি উপভোগের আশা করিতেছিলেন, তখনই ইহারা সকলে নিহত হইল ॥ ১৯

যদৈষামস্য পিতরৌ জাতকামাবুভাবপি।
সঞ্জাতধনরত্নেষু তদৈব নিহতা নৃপাঃ ॥ ১৯
সংযুক্তাঃ কাম-মন্যুভ্যাং ক্রোধহর্ষাসমঞ্জসাঃ।
ন তে জয়ফলং কিঞ্চিদ্ ভোক্তারো জাতু কর্হিচিৎ ॥ ২০
পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ হতা এব হি যে হতাঃ।
ন চেৎ সর্বানয়ং লোকঃ পশ্যেৎ স্বেনৈব কর্মণা ॥ ২১
বয়মেবাস্য লোকস্য বিনাশে কারণং স্মৃতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেষু তৎ সর্বং প্রতিপৎস্যতি ॥ ২২
সদৈব নিকৃতিপ্রজ্ঞো দ্বেষ্টা মায়োপজীবনঃ।
মিথ্যাবিনীতঃ সততমস্মাস্বনপকারিষু ॥ ২৩
ন সকামা বয়ং তে চ ন চাস্মাভির্ন তৈর্জিতম্।
ন তৈর্ভুক্তেয়মবনির্ন নার্য্যো গীতবাদিতম্ ॥ ২৪
নামাত্য-সুহৃদাং বাক্যং ন চ শ্রুতবতাং শ্রুতম্।
ন রত্নানি পরার্ধ্যানি ন ভূর্ন দ্রবিণাগমঃ ॥ ২৫

যে সব ব্যক্তি কামনা ও ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া ক্রোধ এবং হর্ষবশতঃ নিজের সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে, তাহারা কখনও কোথাও অল্পমাত্রও জয়লাভের ফল ভোগ করিতে পারে না ॥ ২০

পাঞ্চাল ও কৌরবদের যে সব বীর নিহত হইয়াছে; তাহারা ত' নিহতই হইয়াছে; তাহা না হইলে এই জগৎ দেখিত যে, এই সব বীরগণ নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা কিরূপ উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ॥ ২১

আমরাই এই জগতের বিনাশের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছি, কিন্তু ইহার সমগ্র দোষ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের উপরেই পতিত হইবে ॥ ২২

আমরা কখনও কোনও অপরাধ করি নাই, তথাপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর সর্ব্বদা দ্বেষ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি নিরন্তর আমাদের প্রতারিত করিবার জন্যই চিন্তাবিষ্ট থাকিত। তিনি মায়া আশ্রয় করিয়া থাকিতেন এবং মিথ্যাই বিনয় অথবা নম্রতা দেখাইতেন ॥ ২৩

এই যুদ্ধে আমাদের কামনাও সফল হইল না এবং সেই কৌরবদেরও মনোরথ সিদ্ধ হইল না, স্ত্রীগণের সুখ দেখিতে পাইল না এবং গীতবাদ্যেরও আনন্দ ভোগ করিবার অবসর আসিল না।

মন্ত্রী, সুহৃদ্ ও বেদ-শাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের বাক্যও তাহারা শ্রবণ করে নাই। বহুমূল্য রত্ন, পৃথিবীর রাজ্য এবং ধনের আয়—এই সকলেরও সুখভোগ করিতে তাহারা পারিল না ॥ ২৪-২৫

অস্মদ্দ্বেষেণ সন্তপ্তঃ সুখং ন স্মেহ বিন্দতি ।
ঋদ্ধিমস্মাসু তাং দৃষ্ট্বা বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৬
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নৃপতিঃ সৌবলেন নিবেদিতঃ ।
তং পিতা পুত্রগৃদ্ধিত্বাদনুমেনেঽনয়ে স্থিতঃ ॥ ২৭
অনপেক্ষ্যৈব পিতরং গাঙ্গেয়ং বিদুরং তথা ।
অসংশয়ং ক্ষয়ং রাজা যথৈবাহং তথাগতঃ ॥ ২৮
অনিয়ম্যাশুচিং লুব্ধং পুত্রং কামবশানুগম্ ।
যশসঃ পতিতো দীপ্তাদ্ ঘাতয়িত্বা সহোদরান্ ॥ ২৯
ইমৌ হি বৃদ্ধৌ শোকাগ্নৌ প্রক্ষিপ্য স সুযোধনঃ ।
অস্মৎপ্রদ্বেষসংযুক্তঃ পাপবুদ্ধিঃ সদৈব হ ॥ ৩০
কো হি বন্ধুঃ কুলীনঃ সংস্তথা ব্রূয়াৎ সুহৃজ্জনে ।
যথাসাববদদ্ বাক্যং যুযুৎসুঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৩১
আত্মনো হি বয়ং দোষাদ্ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
প্রদহন্তো দিশঃ সর্বা ভাস্বরা ইব তেজসা ॥ ৩২

সোঽস্মাকং বৈরপুরুষো দুর্মতিঃ প্রগ্রহং গতঃ ।
দুর্যোধনকৃতে হ্যেতৎ কুলং নো বিনিপাতিতম্ ॥ ৩৩
অবধ্যানাং বধং কৃত্বা লোকে প্রাপ্তাঃ স্ম বাচ্যতাম্ ।
কুলস্যাস্যান্তকরণং দুর্মতিং পাপপূরুষম্ ॥ ৩৪
রাজা রাষ্ট্রেশ্বরং কৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শোচতি ।
হতাঃ শূরাঃ কৃতং পাপং বিষয়ঃ স্বো বিনাশিতঃ ॥ ৩৫
হত্বা নো বিগতো মন্যুঃ শোকো মাং রুন্ধয়ত্যয়ম্ ।
ধনঞ্জয় কৃতং পাপং কল্যাণেনোপহন্যতে ॥ ৩৬
খ্যাপনেনানুতাপেন দানেন তপসাপি বা ।
নিবৃত্ত্যা তীর্থগমনাচ্ছ্রুতি-স্মৃতিজপেন বা ॥ ৩৭
ত্যাগবাংশ্চ পুনঃ পাপং নালংকর্তুমিতি শ্রুতিঃ ।
ত্যাগবান্ জন্মমরণে নাপ্নোতীতি শ্রুতির্যদা ॥ ৩৮
প্রাপ্তবর্ত্মা কৃতমতির্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।
স ধনঞ্জয় নির্দ্বন্দ্বো মুনির্জ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৩৯

দুর্যোধন আমাদের প্রতি দ্বেষ করায় সদা সন্তপ্ত থাকিয়া এজগতে সুখলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের নিকটে সেইরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার দেহকান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে চিন্তা শুকাইয়া গিয়া হরিদ্বর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২৬

সুবলপুত্র শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের এই অবস্থার কথা জানাইয়া ছিলেন। পুত্রের প্রতি অধিক আসক্ত হওয়ায় পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্যায় পথ অবলম্বন করত তাহার ইচ্ছা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি নিজ পিতা (পিতামহ) গঙ্গানন্দন ভীষ্ম এবং ভ্রাতা বিদুরের অভিমত জানিবারও ইচ্ছা করেন নাই ॥ ২৭½

তাঁহার এই দুর্নীতির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে সেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেরূপ আজ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২৮

তিনি নিজের অপবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ লোভী এবং কামাসক্ত পুত্রকে স্ববশে না রাখায় দুর্যোধন তাহার সহোদর ভ্রাতৃগণকে বধ করাইয়া স্বয়ংও উজ্জ্বল যশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২৯

আমাদের সর্ব্বদা দ্বেষকারী পাপবুদ্ধি দুর্যোধন এই দুই বৃদ্ধকে শোকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ॥ ৩০

সন্ধির স্থাপন করাইতে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া দুর্যোধন যে সব কথা বলিয়াছিল, সেইরূপ কোন বাক্য বন্ধু ও কুলীন হইয়া নিজের কোন সুহৃৎকে লক্ষ্য করত কেহ বলিতে পারে ? ৩১

আমরা তেজে প্রকাশিত সমস্ত দিক্‌সমূহে যেন অগ্নি ধরাইয়া দিয়াছি এবং নিজেরই দোষে চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছি ॥

আমাদের প্রতি শত্রুতার মূর্ত্তিমান্ স্বরূপ এই দুর্ম্মতি দুর্যোধন পূর্ণতঃ বন্ধনগ্রস্তই হইয়াছে। দুর্যোধনের জন্যই আমাদের এই কুলের পতন হইয়াছে ॥ ৩২-৩৩

আমরা অবধ্য নরপতিদিগকে বধ করিয়া জগতে নিন্দার পাত্র হইয়াছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কুলের বিনাশকারী দুর্মতি ও পাপাত্মা দুর্যোধনকে এই রাষ্ট্রের রাজা করিয়া আজ শোক করিতেছেন ॥ ৩৪½

আমরা বীরবর যোদ্ধাগণকে বধ করিয়াছি, ইহাতে পাপই করিয়াছি এবং নিজেদেরই দেশকে বিনাশ করিয়াছি। শত্রুদিগকে বধ করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে, কিন্তু এই শোক আমাকে নিরন্তর ঘিরিয়া আছে ॥ ৩৫½

ধনঞ্জয়! কৃত পাপের বিষয় বলিলে, শুভ কর্ম্ম করিলে, দান ও তপস্যা করিলে পর কৃত পাপ নষ্ট হয় ॥ ৩৬½

নিবৃত্তিপরায়ণ হইলে, তীর্থযাত্রা করিলে, বেদাদি শাস্ত্রসকলের বিধি অনুসারে অধ্যয়ন এবং জপের দ্বারাও পাপ দূরীভূত হয়। এই শ্রুতিবাক্য আছে যে, ত্যাগী পুরুষ পাপ করিতে পারেন না। এবং তিনি জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনেও আবদ্ধ হন্ না ॥ ৩৭-৩৮

ধনঞ্জয়! তিনি মোক্ষের পথ লাভ করেন এবং জ্ঞানী, স্থিরমতি ও দ্বন্দ্বরহিত মুনি হইয়া সেই সময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥ ৩৯

বনমামন্ত্র্য বঃ সর্বান্ গমিষ্যামি পরন্তপ ।
ন হি কৃৎস্নতমো ধর্মঃ শক্যঃ প্রাপ্তুমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪০
পরিগ্রহবতা তন্মে প্রত্যক্ষমরিসূদন ।
ময়া নিস্সৃষ্টং পাপং হি পরিগ্রহমভীপ্সতা ॥ ৪১
জন্মক্ষয়নিমিত্তঞ্চ প্রাপ্তুং শক্যমিতি শ্রুতিঃ ।
স পরিগ্রহমুৎসৃজ্য কৃৎস্নং রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৪২
গমিষ্যামি বিনির্মুক্তো বিশোকো নির্মমঃ ক্বচিৎ ।
প্রশাধি ত্বমিমাবুর্বীং ক্ষেমাং নিহতকণ্টকাম্ ॥ ৪৩
ন মমার্থোঽস্তি রাজ্যেন ভোগৈর্বা কুরুনন্দন ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
উপারমৎ ততঃ পার্থঃ কনীয়ানভ্যভাষত ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরপরিদেবনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শত্রুতাপন অর্জুন আমি তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে গমন করিব। শত্রুসূদন! শ্রুতি বলিয়াছেন, সংগ্রহ ও পরিগ্রহে সংযুক্ত মানুষ পূর্ণতম ধর্ম (পরমাত্মার দর্শন) লাভ করিতে পারে না। ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি ॥ ৪০½

আমি পরিগ্রহের (রাজ্য ও ধনসংগ্রহের) কামনাবশতঃ কেবল পাপ কার্য্যই করিয়াছি; যাহা জন্ম ও মৃত্যুরই মুখ্য কারণ। পরিগ্রহের দ্বারাই পাপই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪১½

অতএব আমি পরিগ্রহ ত্যাগ করত সম্পূর্ণ রাজ্য এবং ইহার সুখও পরিহার পূর্ব্বক বন্ধনমুক্ত, শোক ও মমতাহীন হইয়া বনে চলিয়া যাইব ॥ ৪২½

কুরুনন্দন! তুমি এই নিষ্কণ্টক ও কল্যাণময় পৃথিবীকে শাসন কর। আমার রাজ্য ও ভোগে কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ৪৩½

এই কথা বলিয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নীরব হইলেন। তখন কুন্তীর কনিষ্ঠপুত্র অর্জুন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জুনেন যুধিষ্ঠিরস্য মতখণ্ডনপূর্ব্বকং ধনস্য মহত্ত্বকথনম্, রাজধর্ম্মপালনায়োৎসাহঃ প্রদায় যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্ত্তুং প্রেরণা-দানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অথার্জুন উবাচেদমধিক্ষিপ্ত ইবাক্ষমী ।
অভিনীততরং বাক্যং দৃঢ়বাদপরাক্রমঃ ॥ ১
দর্শয়ন্নৈন্দ্রিরাত্মানমুগ্রমুগ্রপরাক্রমঃ ।
স্ময়মানো মহাতেজাঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ২

অর্জুন উবাচ ।
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো বৈক্লব্যমুত্তমম্ ।
যৎ কৃত্বামানুষং কর্ম ত্যজেথাঃ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৩
শত্রূন্ হত্বা মহীং লব্ধ্বা স্বধর্মেণোপপাদিতাম্ ।
এবংবিধং কথং সর্বং ত্যজেথা বুদ্ধিলাঘবাৎ ॥ ৪

অষ্টম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মত খণ্ডনপূর্ব্বক ধনের মহত্ত্ব কথন এবং রাজধর্ম্ম পালন করিতে উৎসাহদান পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন সেইভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, যেন তাঁহাকে কেহ নিন্দা পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়াছেন। ইনি কথা-বার্ত্তা বলিতে বা পরাক্রম দেখাইতে কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হন্ না। ইঁহার পরাক্রম অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। এই মহাতেজস্বী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের উগ্র রূপের পরিচয় দান করিতে করিতে এবং দুই ওষ্ঠপার্শ্ব লেহনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে সেইভাবে গর্ব্বযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন; যেন তিনি কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন ॥ ১-২

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! ইহা ত' অতিশয় দুঃখ ও গুরুতর কষ্টের বিষয়! আপনার বিহ্বলতা ত' শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, আপনি অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করত প্রাপ্ত এই সর্ব্বোত্তম রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ৩

আপনি শত্রুদিগকে সংহার করিয়া এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই রাজলক্ষ্মী আপনি আপনার ধর্ম্মানুসারেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ যাহা কিছু আপনার অধীনে আসিয়াছে, সেই সব আপনি কেন আপনার অল্পবুদ্ধির জন্য ত্যাগ করিতেছেন? ৪

ক্লীবস্য হি কুতো রাজ্যং দীর্ঘসূত্রস্য বা পুনঃ।
কিমর্থঞ্চ মহীপালানবধীঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৫
যো হ্যাজিজীবিষেদ্ ভৈক্ষ্যং কর্মণা নৈব কস্যচিৎ।
সমারম্ভান্ বুভুষেত হতস্বস্তিরকিঞ্চনঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতো ন পুত্রপশুসংহিতঃ ॥ ৬
কাপালীং নৃপ পাপিষ্ঠাং বৃত্তিমাসাদ্য জীবতঃ।
সন্ত্যজ্য রাজ্যমৃদ্ধং তে লোকোঽয়ং কিং বদিষ্যতি ॥৭
সর্বারম্ভান্ সমুৎসৃজ্য হতস্বস্তিরকিঞ্চনঃ।
কস্মাদাশংসসে ভৈক্ষ্যং কর্তুং প্রাকৃতবৎ প্রভো ॥ ৮
অস্মিন্ রাজকুলে জাতো জিত্বা কৃৎস্নাং বসুন্ধরাম্।
ধর্মার্থাবখিলৌ হিত্বা বনং মৌঢ্যাৎ প্রতিষ্ঠসে ॥ ৯
যদীমানি হবীংষীহ বিমথিষ্যন্ত্যসাধবঃ।
ভবতা বিপ্রহীণানি প্রাপ্তং ত্বামেব কিল্বিষম্ ॥ ১০
আকিঞ্চন্যং মুনীনাঞ্চ ইতি বৈ নহুষোঽব্রবীৎ।
কৃত্বা নৃশংসং হ্যধনে ধিগস্ত্বধনতামিহ ॥ ১১
অশ্বস্তনমৃষীণাং হি বিদ্যতে বেদ তদ্ ভবান্।
যং ত্বিমং ধর্মমিত্যাহুর্ধনাদেষ প্রবর্ততে ॥ ১২
ধর্মং সংহরতে তস্য ধনং হরতি যস্য সঃ।
হ্রিয়মাণে ধনে রাজন্ বয়ং কস্য ক্ষমেমহি ॥ ১৩
অভিশস্তং প্রপশ্যন্তি দরিদ্রং পার্শ্বতঃ স্থিতম্।
দরিদ্রং পাতকং লোকে ন তচ্ছংসিতুমর্হতি ॥ ১৪
পতিতঃ শোচ্যতে রাজন্ নির্ধনশ্চাপি শোচ্যতে।
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতস্যাধনস্য চ ॥ ১৫
অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ সম্ভৃতেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বা প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ১৬

জগতে নপুংসক বা অলস ব্যক্তি কিরূপে রাজ্য লাভ করিতে পারে? যদি আপনি ইহাই করিবেন, তবে কেন ক্রোধে বিহ্বল হইয়া এত রাজাকে বধ করিলেন ও করাইলেন? ৫

যাহার কল্যাণের উপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যাহার জগতে কোনও খ্যাতি নাই এবং যে নিজের অসামর্থতাবশতঃ পরাক্রমের দ্বারা কাহারও রাজ্য বা ধন লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে পারে না, সেই মানুষেরই ভিক্ষা করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিবার কামনা করা উচিত ॥ ৬

হে নৃপ! যখন আপনি এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভিক্ষা করত নীচাতিনীচ বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন, তখন মানুষ আপনাকে কি বলিবে? ৭

প্রভো! আপনি এই সমস্ত উদ্যোগ পরিত্যাগ করত কল্যাণহীন ও অকিঞ্চন সাধারণ পুরুষের ন্যায় ভিক্ষা করিতে কেন অভিলাষ করিতেছেন? ৮

এই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করত সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়া এখন সম্পূর্ণ অর্থ ও ধর্ম্ম উভয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি মোহবশতই বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৯

যদি আপনি ত্যাগ করিলে পর যজ্ঞের এই সঞ্চিত সামগ্রী-সমূহ দুষ্ট মনুষ্যগণ নষ্ট করিয়া দেয়, তবে সেই পাপ আপনারই হইবে (অর্থাৎ আপনি যাগ-যজ্ঞ ছাড়িয়া দিলেন, অতএব আপনাকে আদর্শ মানিয়া অন্য ব্যক্তিগণও এই কর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়িবে, এই অবস্থায় ধর্ম্মকার্য্যের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে এবং সেই দোষ আপনার উপরেই পতিত হইবে।) ॥ ১০

রাজা নহুষ নির্ধন অবস্থাতে ক্রূরতা পূর্ণ কার্য্য করিয়া এই দুঃখপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন যে, এ জগতে যে নির্ধন তাকে ধিক্। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্ধন বা অকিঞ্চন হইয়া যাওয়া মুনিগণেরই ধর্ম্ম, রাজাদের নহে ॥ ১১

আপনিও এ বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, অন্য দিনের জন্য কিছু সংগ্রহ না করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করত জীবন-নির্ব্বাহ করা ঋষি মুনিগণেরই ধর্ম্ম। যাহা 'রাজধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা ধনের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২

রাজন্! যে মানুষ যাহার ধন অপহরণ করে, সে তাহার ধর্ম্মও নষ্ট করিয়া থাকে। যদি আমাদের ধন অপহৃত হইতে থাকে, তবে আমরা কাহাকে কিভাবে ক্ষমা করিব? ১৩

দরিদ্র মানুষ যদি পার্শ্বে অবস্থান করে, তবে তাহার দিকে সকলে এরূপভাবে দেখিতে থাকে, যেন সে কোন পাপী বা কলঙ্কিত মানুষ। অতএব দারিদ্র্য এ জগতে এক পাতকস্বরূপ। আপনি আমার সম্মুখে উহার প্রশংসা করিবেন না ॥ ১৪

রাজন্! যেরূপ পতিত মানুষ শোচনীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ নির্ধন ব্যক্তিও; আমি পতিত ও নির্ধন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না ॥ ১৫

যেরূপ পর্ব্বতসমূহ হইতে বহু নদ-নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্দ্ধিত ও সঞ্চিত ধনরাশি হইতে সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান হইতে থাকে ॥ ১৬

অর্থাদ্ ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ ।
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা হ্যর্থং ন সিধ্যতি ॥ ১৭
অর্থেন হি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ ;
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ১৮
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥১৯
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিধিৎসিতুম্ ।
অর্থৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ ॥ ২০
ধর্মঃ কামশ্চ স্বর্গশ্চ হর্ষঃ ক্রোধঃ শ্রুতং দমঃ ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ ॥ ২১
ধনাৎ কুলং প্রভবতি ধনাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ধতে ।
নাধনস্যাস্ত্যয়ং লোকো ন পরঃ পুরুষোত্তম ॥ ২২
নাধনো ধর্মকৃত্যানি যথাবদনুতিষ্ঠতি ।
ধনাদ্ধি ধর্মঃ স্রবতি শৈলাদভি নদী যথা ॥ ২৩
যঃ কৃশার্থঃ কৃশগবঃ কৃশভৃত্যঃ কৃশাতিথিঃ ।
স বৈ রাজন্ কৃশো নাম ন শরীরকৃশঃ কৃশঃ ।২৪
অবেক্ষস্ব যথান্যায়ং পশ্য দেবাসুরং যথা ।
রাজন্ কিমন্যজ্জ্ঞাতীনাং বধাদ্ গৃধ্যন্তি দেবতাঃ ॥২৫
ন চেদ্ধর্তব্যমন্যস্য কথং তদ্ধর্মমারভেৎ ।
এতাবানেব বেদেষু নিশ্চয়ঃ কবিভিঃ কৃতঃ ॥ ২৬
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা ।
সর্বথা ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ ॥ ২৭
দ্রোহাদ্ দেবৈরবাপ্তানি দিবি স্থানানি সর্বশঃ ।
দ্রোহাৎ কিমন্যজ্জ্ঞাতীনাং গৃধ্যন্তে যেন দেবতাঃ ॥ ২৮
ইতি দেবা ব্যবসিতা বেদবাদাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
অধীয়তেঽধ্যাপয়ন্তে যজন্তে যাজয়ন্তি চ ॥ ২৯

হে নরাধিপ! ধন হইতেই ধর্ম্ম, কাম ও স্বর্গ লাভ হয়। সকল লোকের জীবননির্ব্বাহও বিনা ধনে হইতে পারে না ॥ ১৭

যেরূপ গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল শুকাইয়া যায়, সেইরূপ ধনহীন ও মন্দবুদ্ধি মানুষের সমস্ত কার্য্যও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় ॥ ৮

যাহার নিকট ধন আছে, তাহার বহু মিত্রলাভ হয়। যাহার ধন আছে, তাহার বহু বন্ধুও থাকে। জগতে যাহার ধন আছে, তাহাকে পুরুষ বলা হয় এবং যাহার নিকট ধন থাকে, তাহাকে জ্ঞানী পুরুষও বলা হয় ॥ ১৯

নির্ধন মানুষ যদি ধন অভিলাষ করে, তবে তাহার পক্ষে ধন সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে (কিন্তু ধনীর ধনলাভ অনায়াসসাধ্য হয়), যেরূপ বনমধ্যে এক হাতীর পশ্চাতে পশ্চাতে বহু হাতী আসিয়া থাকে, সেইরূপ ধনের দ্বারাই ধন আসিয়া বদ্ধ (সঞ্চিত) হয় ॥ ২০

নরেশ্বর! ধনের দ্বারা ধর্ম্মপালন, কামনাপূরণ, স্বর্গলাভ, হর্ষবৃদ্ধি, ক্রোধের সফলতা, শাস্ত্রসকল শ্রবণ ও অধ্যয়ন এবং শত্রুদমন—এ সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয় ॥ ২১

ধনের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয় এবং ধন হইতেই ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুরুষোত্তম! নির্ধন মানুষের পক্ষে ইহলোকও সুখদায়ক হয় না এবং পরলোকও সুখপ্রদ হয় না ॥২২

নির্ধন মানুষ ধর্ম্মকার্য্যসকল সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেরূপ পর্ব্বত হইতে নদী প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ধন হইতেই ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

রাজন্! যাহার নিকট ধন কৃশ (অল্প) আছে, যাহার গোধন অল্প, যাহার সেবকও অল্প এবং যাহার নিকট অতিথিগণের গমনাগমন অল্প হয়, বাস্তবিকপক্ষে সেই ব্যক্তিকেই কৃশ (দুর্ব্বল) বলা হইয়া থাকে। যে কেবল শরীরে কৃশ, উহাকে কৃশ বলা যায় না ॥ ২৪

আপনি ন্যায়ানুসারে বিচার করুন এবং দেবতা ও অসুরগণের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। রাজন্! দেবতারা নিজেদের জ্ঞাতি ভ্রাতাদের বধ করা ব্যতীত আর কিইবা আকাঙ্ক্ষা করেন। (একই পিতার সন্তান বলিয়া দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর ভ্রাতা।) ২৫

যদি রাজার পক্ষে অন্যের ধন অপহরণ করা উচিত না হইবে, তবে তিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে সমর্থ হইবেন? বেদশাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ রাজার পক্ষে ইহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, রাজা প্রতিদিন বেদসকলের স্বাধ্যায় করিবেন, বিদ্বান্ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া ধনসঞ্চয় করিবেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৬-২৭

জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সহিত দ্রোহ করিয়াই দেবতারা স্বর্গলোকের সকল স্থানের উপরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। দেবগণ যেভাবে ধন ও রাজ্যলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, উহা জ্ঞাতিদ্রোহ ব্যতীত আর কিইবা হইতে পারে? ২৮

ইহাই দেবগণের নিশ্চয় এবং ইহাই বেদসকলের চিরন্তন সিদ্ধান্ত। ধনের দ্বারা দ্বিজগণ অধ্যয়ন করেন ও অধ্যয়ন করান, ধনেরই দ্বারা যজ্ঞ করেন ও করান এবং রাজারা অপরকে যুদ্ধে জয়

কৃৎস্নং তদেব তচ্ছ্রেয়ো যদপ্যাদদতেঽন্যতঃ।
ন পশ্যামোঽনপকৃতং ধনং কিঞ্চিৎ কচিদ্ বয়ম্ ॥ ৩০
এবমেব হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্।
জিত্বা মমেয়ং ব্রুবতে পুত্রা ইব পিতুর্ধনম্ ॥ ৩১
রাজর্ষয়োঽপি তে স্বর্গ্যা ধর্মো হ্যেষাং নিরুচ্যতে।
যথৈব পূর্ণাদুদধেঃ স্যন্দন্ত্যাপো দিশো দশ ॥ ৩২
এবং রাজকুলাদ্ বিত্তং পৃথিবীং প্রতিতিষ্ঠতি।
আসীদিয়ং দিলীপস্য নৃগস্য নহুষস্য চ ॥ ৩৩
অম্বরীষস্য মান্ধাতুঃ পৃথিবী সা ত্বয়ি স্থিতা।
স ত্বাং দ্রব্যময়ো যজ্ঞঃ সম্প্রাপ্তঃ সর্বদক্ষিণঃ ॥ ৩৪
তং চেন্ন যজসে রাজন্ প্রাপ্তস্ত্বং রাজ্যকিল্বিষম্।
যেষাং রাজাশ্বমেধেন যজতে দক্ষিণাবতা ॥ ৩৫
উপেত্য তস্যাবভৃথে পূতাঃ সর্বে ভবন্তি তে।
বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্বমেধে মহামখে।
জুহাব সর্বভূতানি তথৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৬
শাশ্বতোঽয়ং ভূতিপথো নাস্যান্তমনুশুশ্রুম।
মহান্ দশরথঃ পন্থা মা রাজন্ কুপথং গমঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

করিয়া তাহারা ধন আহরণ করেন ও তাহার দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত শুভ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন। কোন রাজার নিকট আমি এরূপ ধন দেখিতে পাই না, যাহা অপরের অপকার না করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৯-৩০

এইরূপ সকল রাজাই এই পৃথিবীকে জয় করেন এবং জয় করিয়া বলেন যে, ইহা আমার, যেরূপ পুত্র পিতার ধনকে নিজের বলিয়া মনে করে ॥ ৩১

পুরাকালে যাঁহারা রাজর্ষি ছিলেন এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাও এইভাবেই রাজধর্ম্মকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেরূপ পরিপূর্ণ মহাসাগর হইতে মেঘরূপে উত্থিত হইয়া জল চারিদিকেই বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধন রাজাদিগের নিকট হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ॥ ৩২½

পূর্ব্বে এই পৃথিবী বারে বারে রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার অধিকারে ছিল, সেই পৃথিবী এখন আপনার অধীনে আসিয়াছে। অতএব আপনার সমক্ষে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৩-৩৪

রাজন্! যদি আপনি যজ্ঞ না করেন, তবে আপনি সমগ্র রাজ্যের পাপভাগী হইবেন। যে দেশের রাজা দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করেন, তাঁহার সেই যজ্ঞের সমাপ্তির পর সেই দেশের সকল মানুষ সেস্থানে আসিয়া অবভৃথ-স্নান করত পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৩৫½

সমগ্র বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, সেই মহাদেবও সর্ব্বমেধনামক মহাযজ্ঞে সমস্ত ভূতগণকে এবং স্বয়ং নিজেকে আহুতি দিয়াছিলেন ॥৩৬

ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে কল্যাণের সনাতন পথ। ইহার কখনও অন্ত শুনা যায় না। রাজন্! ইহাই সেই সর্ব্বোত্তম পথ, যাহা অবলম্বন করত রাজা দশরথ গমন করিয়াছেন। আপনি কুপথে গমন করিবেন না ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসিবদ্ জীবনযাপনসিদ্ধান্তঃ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মুহূর্তং তাবদেকাগ্রো মনঃশ্রোত্রেঽন্তরাত্মনি ।
ধারয়ন্নপি তচ্ছ্রুত্বা রোচেত বচনং মম ॥ ১

সাধুগম্যমহং মার্গং ন জাতু ত্বৎকৃতে পুনঃ ।
গচ্ছেয়ং তদ্ গমিষ্যামি হিত্বা গ্রাম্যসুখান্যুত ॥ ২

ক্ষেম্যশ্চৈকাকিনা গম্যঃ পন্থাঃ কোঽস্তীতি পৃচ্ছ মাম্ ।
অথবা নেচ্ছসি প্রষ্টুমপৃচ্ছন্নপি মে শৃণু ॥ ৩

হিত্বা গ্রাম্যসুখাচারং তপ্যমানো মহৎ তপঃ ।
অরণ্যে ফলমূলাশী চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ৪

জুহ্বানোঽগ্নিং যথাকালমুভৌ কালাবুপস্পৃশন্ ।
কৃশঃ পরিমিতাহারশ্চর্মচীরজটাধরঃ ॥ ৫

শীতবাতাতপসহঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমঃ ।
তপসা বিধিদৃষ্টেন শরীরমুপশোষয়ন্ ॥ ৬

মনঃকর্ণসুখা নিত্যং শৃণ্বন্নুচ্চাবচা গিরঃ ।
মুদিতানামরণ্যেষু বসতাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ৭

আজিঘ্রন্ পেশলান্ গন্ধান্ ফুল্লানাং বৃক্ষবীরুধাম্
নানারূপান্ বনে পশ্যন্ রমণীয়ান্ বনৌকসঃ ॥ ৮

বানপ্রস্থজনস্যাপি দর্শনং কুলবাসিনাম্ ।
নাপ্রিয়াণ্যাচরিষ্যামি কিংপুনর্গ্রামবাসিনাম্ ॥ ৯

একান্তশীলী বিমৃশন্ পক্বাপক্বেন বর্তয়ন্ ।
পিতৄন্ দেবাংশ্চ বন্যেন বাগ্‌ভিরদ্ভিশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ১০

এবমারণ্যশাস্ত্রাণামুগ্রমুগ্রতরং বিধিম্ ।
সেবমানঃ প্রতীক্ষিষ্যে দেহস্যাস্য সমাপনম্ ॥ ১১

অথবৈকোঽহমেকাহমেকৈকস্মিন্ বনস্পতৌ ।
চরন্ ভৈক্ষ্যং মুনির্মুণ্ডঃ ক্ষপয়িষ্যে কলেবরম্ ॥ ১২

নবম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জীবনযাপন করিবার সিদ্ধান্ত ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন! তুমি নিজের মন ও কর্ণদ্বয়কে অন্তঃকরণে স্থাপিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল একাগ্র হইয়া যাও, তারপর আমার বাক্য শ্রবণ করত তুমি তোমার অভিমত ব্যক্ত করিও ॥১

আমি গ্রাম্য সুখসকল পরিত্যাগ করত সৎপুরুষগণের প্রচলিত পথেই গমন করিব। কিন্তু তোমার আগ্রহবশতঃ কদাপি রাজ্য গ্রহণ করিব না ॥ ২

একাকী পুরুষের গমনযোগ্য কল্যাণকারী পথ কি? তাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর অথবা তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে না চাও, তবে জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি উহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩

আমি গ্রাম্য সুখ ও আচারসকল ত্যাগ করিয়া বনে নিবাস করত অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিব এবং ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব ॥ ৪

প্রাতঃ ও সন্ধ্যা এই উভয় কাল স্নান করত যথাসময়ে অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করিব এবং পরিমিত আহার করত দুর্ব্বল করিব। মৃগচর্ম্ম ও বল্কল বস্ত্র ধারণকরত মস্তকে জটা রাখিব ॥ ৫

শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুর আঘাত সহ্য করিব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রম সহ্য করিবার অভ্যাস করিব এবং শাস্ত্রোক্ত তপস্যা দ্বারা এই শরীরকে শোষণ করিব॥৬

বনে আনন্দের সহিত নিবাসকারী পশু-পক্ষিগণের মন ও কর্ণের সুখদায়ক নানাবিধ রব নিত্য শ্রবণ করিব ॥ ৭

বনে বিকসিত বৃক্ষ ও লতাসমূহের মনোহর সুগন্ধ আঘ্রাণ করত অনেক রূপবিশিষ্ট সুন্দর বনবাসীদিগকে দর্শন করিব ॥ ৮

সেখানে বানপ্রস্থ মহাত্মা ও ঋষিকুলবাসী ব্রহ্মচারী ঋষি-মুনিগণকেও দর্শন করিব। আমি কোন বনবাসীর কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিব না; সে স্থলে পুনরায় গ্রামবাসীদিগের কথা আর কি বলিব? ৯

একান্তে অবস্থান করত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার করিব এবং কাঁচা পাকা যেরূপ ফল পাইব, উহাই ভক্ষণ করত জীবন নির্বাহ করিব। বনজাত ফল-মূল, মধুর বাণী ও জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণকে তৃপ্ত করিব ॥ ১০

এইরূপ বনবাসী মুনিদিগের জন্য শাস্ত্রে কথিত কঠোর হইতেও কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে এই দেহের অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করিব ॥ ১১

অথবা আমি মস্তক মুণ্ডিত করিয়া মৌনাবলম্বী সন্ন্যাসী হইব এবং এক এক দিন এক এক বৃক্ষে ভিক্ষা করিয়া নিজের দেহকে শুষ্ক করিতে থাকিব ॥ ১২

পাংশুভিঃ সমভিচ্ছন্নঃ শূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ॥ ১৩
ন শোচন্ন প্রহৃষ্যংশ্চ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ১৪
আত্মারামঃ প্রসন্নাত্মা জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ।
অকুর্বাণঃ পরৈঃ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কৈরপি॥ ১৫
জঙ্গমাজঙ্গমান্ সর্বানবিহিংসংশ্চতুর্বিধান্।
প্রজাঃ সর্বাঃ স্বধর্মস্থাঃ সমঃ প্রাণভৃতঃ প্রতি॥ ১৬
ন চাপ্যবহসন্ কঞ্চিন্ন কুর্বন্ ভ্রুকুটীঃ কচিৎ।
প্রসন্নবদনো নিত্যং সর্বেন্দ্রিয়সুসংযতঃ॥ ১৭
অপৃচ্ছন্ কস্যচিন্মার্গং প্রব্রজন্নেব কেনচিৎ।
ন দেশং ন দিশং কাঞ্চিদ্ গন্তুমিচ্ছন্ বিশেষতঃ॥ ১৮
গমনে নিরপেক্ষশ্চ পশ্চাদনবলোকয়ন্।
ঋজুঃ প্রণিহিতো গচ্ছংস্ত্রসস্থাবরবর্জকঃ॥ ১৯
স্বভাবস্তু প্রযাত্যগ্রে প্রভবন্ত্যশনান্যপি।
দ্বন্দ্বানি চ বিরুদ্ধানি তানি সর্ব্বাণ্যচিন্তয়ন্॥ ২০
অল্পং বাস্বাদু বা ভোজ্যং পূর্বালাভেন জাতুচিৎ।
অন্যেষ্বপি চরঁল্লাভমলাভে সপ্ত পূরয়ন্॥ ২১
বিধূমে ন্যস্তমুসলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
অতীতপাত্রসঞ্চারে কালে বিগতভিক্ষুকে॥ ২২
এককালং চরন্ ভৈক্ষ্যং ত্রীনথ দ্বে চ পঞ্চ বা।
স্নেহপাশং বিমুচ্যাহং চরিষ্যামি মহীমিমাম্॥ ২৩
অলাভে সতি বা লাভে সমদর্শী মহাতপাঃ।
ন জিজীবিষুবৎ কিঞ্চিন্ন মুমূর্ষুবদাচরন্॥ ২৪

শরীরের উপর ধূলি আচ্ছন্ন থাকিবে এবং শূন্য গৃহে আমার বাস হইবে অথবা কোন বৃক্ষের তলায় আমি বাস করিব। প্রিয় ও অপ্রিয় সব কিছুই আমি পরিত্যাগ করিব॥ ১৩

কাহারও জন্য শোকও করিব না, আবার হর্ষপ্রকাশও করিব না। নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করিব। আশা ও মমতা পরিত্যাগ করত দ্বন্দ্বহীন হইয়া যাইব এবং কখনও কোনও বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিব না॥ ১৪

আত্মার চিন্তনেই সুখ অনুভব করিব, মনকে সদা প্রসন্ন রাখিব, কখনও অপরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিব না, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থান করত কাহারও সহিত আলাপ, কাহাকেও দর্শন এবং কাহারও কোন কথা শ্রবণ করিব না॥ ১৫

চারিপ্রকার সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও হিংসা করিব না। নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থিত সমস্ত প্রজা এবং সকল প্রাণীদেরই প্রতি সমভাব রাখিব॥ ১৬

কাহাকেও উপহাস করিব না এবং কাহাকেও ক্রোধ প্রকাশের জন্য ভ্রূকুটিও দেখাইব না। সর্ব্বদা আমাদের মুখে প্রসন্নতাই থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আমি সর্ব্বতোভাবে সংযমে রাখিব॥ ১৭

যে কোন পথ ধরিয়া চলিতেই থাকিব এবং কাহাকেও পথ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। কোন বিশেষ স্থান ও দিকে যাইবার ইচ্ছা রাখিব না॥ ১৮

কোন স্থানে যাইবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্য হইবে না। অগ্রে যাইবার ঔৎসুক্যও রাখিব না এবং পশ্চাৎ ফিরিয়াও দেখিব না। সরলভাবে অবস্থান করিব। আমার দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইবে। গমনের সময় স্থাবর-জঙ্গম সকল জীবকে রক্ষা করিয়া চলিব॥ ১৯

স্বভাব অগ্রে অগ্রে গমন করে, ভোজন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, শীত-গ্রীষ্মাদি যে সব পরস্পর বিরোধী বস্তু আছে, উহারা সকলেও যাতায়াত করে, অতএব এ সমস্তের চিন্তা পরিত্যাগ করিব॥ ২০

ভিক্ষা অল্পই হউক বা স্বাদহীনই হউক তাহার বিচার না করিয়াই ভক্ষণ করিব। যদি এক গৃহে ভিক্ষা না পাই, তবে অন্য গৃহে গমন করিব। ভিক্ষা পাওয়া যায় ত' উত্তম, যদি না পাওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ সেই অবস্থায় সপ্ত গৃহ পর্য্যন্ত ভিক্ষার জন্য গমন করিব; কিন্তু অষ্টম গৃহে আর ভিক্ষার আশায় যাইব না॥ ২১

যখন সকল গৃহ হইতে ধূম নিঃসারণ বন্ধ হইয়া যাইবে, মুষল রাখিয়া দেওয়া হইবে, উনুনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, গৃহের সকল মানুষের ভোজন শেষ হইবে, উচ্ছিষ্ট বাসন পত্রাদির এদিক্ ওদিক্ লইয়া যাওয়া বন্ধ হইবে এবং ভিক্ষুকগণের ভিক্ষা করিবার সময় অতিক্রান্ত হইবে অথবা ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুকেরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে. এই সময় আমি একক ব্যক্তিই ভিক্ষার জন্য দুই, তিন কিংবা পাঁচ গৃহ পর্য্যন্ত ভিক্ষার জন্য যাইব। সর্ব্বদিকের স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভূতলে আমি বিচরণ করিতে থাকিব॥ ২২-২৩

কিছু পাওয়া যায় বা না যায়, এই উভয় অবস্থাতেই আমার

জীবিতং মরণং চৈব নাভিনন্দন্ন চ দ্বিষন্।
বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ ॥ ২৫
নাকল্যাণং ন কল্যাণং চিন্তয়ন্নুভয়োস্তয়োঃ।
যাঃ কাশ্চিজ্জীবতা শক্যাঃ কর্তুমভ্যুদয়ক্রিয়াঃ।
সর্বাস্তাঃ সমভিত্যজ্য নিমেষাদিব্যবস্থিতঃ ॥ ২৬
তেষু নিত্যমসক্তশ্চ ত্যক্তসর্বেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
সুপরিত্যক্তসঙ্কল্পঃ সুনির্ণিক্তাত্মকল্মষঃ ॥ ২৭
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো ব্যতীতঃ সর্ববাগুরাঃ।
ন বশে কস্যচিত্তিষ্ঠন্ সধর্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ২৮
বীতরাগশ্চরন্নেবং তুষ্টিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্।
তৃষ্ণয়া হি মহৎ পাপমজ্ঞানাদস্মি কারিতঃ ॥ ২৯
কুশলাকুশলান্যেকে কৃত্বা কর্মাণি মানবাঃ।
কার্য্যকারণসংশ্লিষ্টং স্বজনং নাম বিভ্রতি ॥ ৩০

আয়ুষোঽন্তে প্রহায়েদং ক্ষীণপ্রাণং কলেবরম্।
প্রতিগৃহ্ণাতি তৎ পাপং কর্তুঃ কর্মফলং হি তৎ ॥৩১
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ব্যাবিদ্ধে রথচক্রবৎ।
সমেতি ভূতগ্রামোঽয়ং ভূতগ্রামেণ কার্য্যবান্ ॥৩২
জন্ম মৃত্যু-জরা ব্যাধি-বেদনাভিরভিদ্রুতম্।
অপারমিব চাস্বস্থং সংসারং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৩৩
দিবঃ পতৎসু দেবেষু স্থানেভ্যশ্চ মহর্ষিষু।
কো হি নাম ভবেনার্থী ভবেৎ কারণতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৪
কৃত্বা হি বিবিধং কর্ম তত্তদ্ বিবিধলক্ষণম্।
পার্থিবৈর্নৃপতিঃ স্বল্পৈঃ কারণৈরেব বধ্যতে ॥ ৩৫
তস্মাৎ প্রজ্ঞামৃতমিদং চিরান্মাং প্রত্যুপস্থিতম্।
তৎ প্রাপ্য প্রার্থয়ে স্থানমব্যয়ং শাশ্বতং ধ্রুবম্ ॥৩৬

দৃষ্টি সমান থাকিবে। আমি কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া এরূপ কোন আচরণ করিব না, যাহা জীবিত কিংবা মরণোন্মত মানুষ করিয়া থাকে ॥ ২৪

আমি জীবনকে অভিনন্দন জানাইব না এবং মৃত্যুকেও দ্বেষ করিব না। যদি কোন মানুষ আমার এক বাহু অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে থাকে এবং অপর কোন মানুষ আমার অন্য বাহু চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিঞ্চন করে, তবে আমি পূর্ব্বের অমঙ্গল চিন্তা ও পরের মঙ্গলকামনা করিব না। এই উভয়েরই প্রতি সমান ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইব ॥ ২৫ঽ

জীবিত মানুষের দ্বারা যাহা কিছু অভ্যুদয়কারী কর্ম কৃত হয়, তৎসমস্তই পরিত্যাগ করত কেবল দেহনির্ব্বাহের জন্য আমি নিমেষাদি কালের যথাযথ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিব ॥ ২৬

এই সব কার্য্যে আমি আসক্ত হইব না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যসমূহ হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়া মনকে সঙ্কল্পশূন্য করত অন্তঃকরণের সকল মল ক্ষালন করিব ॥ ২৭

সর্ব্বপ্রকারের আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া স্নেহের সকল বন্ধন আমি অতিক্রম করিয়া যাইব। কাহারও অধীনে না থাকিয়া আমি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিব ॥ ২৮

এইভাবে অনুরাগহীন হইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে আমার শাশ্বত সন্তোষলাভ হইবে। অজ্ঞানতাবশতঃ তৃষ্ণা আমাকে মহাপাপসকল করাইয়াছে ॥২৯

কিছু মানুষ শুভাশুভ কর্ম্মসকল করিয়া কার্য্য-কারণবশতঃ নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট স্বজনবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকে ॥ ৩০

তারপর আয়ু শেষ হইলে জীবাত্মা এই প্রাণহীন দেহকে ত্যাগ করত পূর্ব্বে কৃত সেই সব পাপকে গ্রহণ করেন; কারণ, পাপকারীই কৃত পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১

এইরূপ রথের চক্রের ন্যায় নিরন্তর ঘুরিতে ঘুরিতে এই সংসারচক্রে আসিয়া জীবগণের এই সব কার্য্যবশতঃ অন্য জীব-সকলের সহিত মিলন হয় ॥ ৩২

এই সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এ জগতে কাহারও জীবন কখনও স্বস্থ থাকে না। যে ব্যক্তি এই অপারের ন্যায় প্রতীয়মান এই সংসারকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৩

যখন দেবগণও স্বর্গ হইতে পতিত হন এবং মহর্ষিবৃন্দও নিজ নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তখন কারণতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন মানুষ এই জন্ম-মরণরূপ সংসারে কি প্রয়োজন রাখিবে? ৩৪

নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত নরপতিও কোন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে অন্য ভূপতিগণের দ্বারা নিহত হন ॥ ৩৫

সেইহেতু আজ দীর্ঘকালের পর আমার এই বিবেকরূপী অমৃত লাভ হইয়াছে। ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমি অক্ষয়, অবিকারী ও সনাতন পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৩৬

এতয়া সন্ততং ধৃত্যা চরন্নেবংপ্রকারয়া।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবেদনাভিরভিদ্রুতম্।
দেহং সংস্থাপয়িষ্যামি নির্ভয়ং মার্গমাস্থিতঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

অতএব এই পূর্ব্বোক্ত ধারণার দ্বারা নিরন্তর বিচরণ করিতে করিতে আমি নির্ভয় পথের আশ্রয় গ্রহণ করত জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাসমূহে আক্রান্ত এই দেহকে পৃথক্ করিয়া রাখিব ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন রাজ্ঞঃ সন্ন্যাসাবলম্বনং বিরুধ্য স্বকর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়সিদ্ধান্তস্য জ্ঞাপনম্।]

ভীম উবাচ।
শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী ॥ ১
আলস্যে কৃতচিত্তস্য রাজধর্মানসূয়তঃ।
বিনাশে ধার্তরাষ্ট্রাণাং কিং ফলং ভরতর্ষভ ॥ ২
ক্ষমানুকম্পা কারুণ্যমানৃশংস্যং ন বিদ্যতে।
ক্ষাত্রমাচরতো মার্গমপি বন্ধোস্ত্বদন্তরে ॥ ৩
যদীমাং ভবতো বুদ্ধিং বিদ্যাম বয়মীদৃশীম্।
শস্ত্রং নৈব গ্রহীষ্যামো ন বধিষ্যাম কঞ্চন ॥ ৪
ভৈক্ষ্যমেবাচরিষ্যাম শরীরস্যাবিমোক্ষণাৎ।
ন চেদং দারুণং যুদ্ধমভবিষ্যন্মহীক্ষিতাম্ ॥ ৫
প্রাণস্যান্নমিদং সর্বমিতি বৈ কবয়ো বিদুঃ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥ ৬
আদদানস্য চেদ্ রাজ্যং যে কেচিৎ পরিপন্থিনঃ।
হন্তব্যাস্ত ইতি প্রাজ্ঞাঃ ক্ষত্রধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ৭
তে সদোষা হতাস্মাভী রাজ্যস্য পরিপন্থিনঃ।
তান্ হত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব ধর্মেণ যুধিষ্ঠির মহীমিমাম্ ॥ ৮
যথা হি পুরুষঃ খাত্বা কূপমপ্রাপ্য চোদকম্।
পঙ্কদিগ্ধো নিবর্তেত কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্ত্তৃক রাজার সন্ন্যাস-অবলম্বনের বিরোধিতা করিতে করিতে স্বীয় কর্ত্তব্যপালন বিষয়েই দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।]

ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ মন্দ ও অর্থজ্ঞানশূন্য শ্রোত্রিয়ের বুদ্ধি কেবল মন্ত্রপাঠের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার বুদ্ধিও তাত্ত্বিক অর্থ লক্ষ্য করিতে ও বুঝিতে সমর্থ না হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি রাজধর্ম্ম নিন্দা করিতে করিতে আপনি নিজের আলস্যপূর্ণ জীবনযাপন করিতেই নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করাইয়া আপনার লাভ হইল কি? ২

ক্ষত্রিয়োচিত পথে গমনকারী পুরুষের হৃদয়ে নিজের ভ্রাতার প্রতিও ক্ষমা, দয়া, করুণা ও কোমলতার ভাব থাকে না; (আপনার হৃদয়ে এ সব ভাব কি দেখিতেছি?) ৩

যদি আমরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিতাম যে, আপনার এরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা অস্ত্রধারণ করিতাম না এবং কাহাকেও বধও করিতাম না ॥ ৪

আমরাও আপনারই ন্যায় দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া জীবননির্ব্বাহ করিতাম। তাহা হইলে রাজগণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধই আরম্ভ হইত না ॥ ৫

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন—দৃশ্যমান এই সব কিছুই প্রাণের অন্ন। স্থাবর ও জঙ্গমময় সম্পূর্ণ জগৎ প্রাণের ভোজন ॥ ৬

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহা জানেন ও বলেন যে, নিজের রাজ্য গ্রহণ করিবার সময় যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার বাধক ও বিরোধী থাকে, তবে তাহাকে বধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! যাহারা আমাদের রাজ্যের বাধক ও অপহরণকারী ছিল, তাহারা সকলেই অপরাধী; সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করুন ॥ ৮

যেরূপ কোন মানুষ পরিশ্রম করিয়া কূপ খনন করে এবং

যথাऽऽরুহ্য মহাবৃক্ষমপহৃত্য ততো মধু।
অপ্রাপ্য নিধনং গচ্ছেৎ কর্ম্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ১০
যথা মহান্তমধ্বানমাশয়া পুরুষঃ পতন্।
স নিরাশো নিবর্ত্তেত কর্ম্মৈতন্নস্তথোপমম্ ॥ ১১
যথা শত্রূন্ ঘাতয়িত্বা পুরুষঃ কুরুনন্দন।
আত্মানং ঘাতয়েৎ পশ্চাৎ কর্ম্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ১২
যথান্নং ক্ষুধিতো লব্ধ্বা ন ভুঞ্জীয়াদ্ যদৃচ্ছয়া।
কামীব কামিনীং লব্ধ্বা কর্ম্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ১৩
বয়মেবাত্র গর্হ্যা হি যদ্ বয়ং মন্দচেতসম্।
ত্বাং রাজন্ননুগচ্ছামো জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি ভারত ॥ ১৪
বয়ং হি বাহুবলিনঃ কৃতবিদ্যা মনস্বিনঃ।
ক্লীবস্য বাক্যে তিষ্ঠামো যথৈবাশক্তয়স্তথা ॥ ১৫

অগতীকগতীনস্মান্ নষ্টার্থানর্থসিদ্ধয়ে।
কথং বৈ নানুপশ্যেয়ুর্জনাঃ পশ্যত যাদৃশম্ ॥ ১৬
আপৎকালে হি সন্ন্যাসঃ কর্তব্য ইতি শিষ্যতে।
জরয়াভিপরীতেন শত্রুভির্ব্যংসিতেন বা ॥ ১৭
তস্মাদিহ কৃতপ্রজ্ঞাস্ত্যাগং ন পরিচক্ষতে।
ধর্মব্যতিক্রমং চৈব মন্যন্তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ ॥ ১৮
কথং তস্মাৎ সমুৎপন্নাস্তন্নিষ্ঠাস্তদুপাশ্রয়াঃ।
তদেব নিন্দাং ভাষেয়ুর্ধাতা তত্র ন গর্হ্যতে ॥ ১৯
শ্রিয়া বিহীনৈরধনৈর্নাস্তিকৈঃ সম্প্রবর্তিতম্।
বেদবাদস্য বিজ্ঞানং সত্যাভাসমিবানৃতম্ ॥ ২০
শক্যং তু মৌনমাস্থায় বিভ্রতাঽঽত্মানমাত্মনা।
ধর্মচ্ছদ্ম সমাস্থায় চ্যবিতুং ন তু জীবিতুম্ ॥ ২১

তাহাতে জল না পাইলে দেহে কর্দম লেপন করত সেস্থান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কৃত সমস্ত পরাক্রম আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ॥ ৯

যেরূপ কোন বিশাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেস্থানে মধু সংগ্রহ করত কোন মানুষ ইহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই নিহত হইলে যেমন তাহার মধুসংগ্রহ ব্যর্থ হইয়া যায়, সেরূপ আমাদেরও সকল আয়াসসাধ্য কর্ম্ম ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ॥ ১০

যেরূপ কোন মানুষ মনে আশা লইয়া কোন একটি বৃহৎ পথ অতিক্রম করে এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর আশা ভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদেরও কার্য্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে ॥ ১১

কুরুনন্দন! যেরূপ কোন মানুষ শত্রুদিগকে বধ করিবার পর নিজেকেও হত্যা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদেরও কার্য্য জানিবেন ॥ ১২

যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত মানুষ ভোজন ও কামী পুরুষ কামিনী পাইয়াও দৈববশতঃ উহাকে উপভোগ করিতে পারে না, আমাদের এই কার্য্যও সেইরূপ নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে ॥ ১৩

রাজন্! ভরতবংশধর! আমরাও এ জগতে নিন্দার পাত্র; যেহেতু আপনার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাবোধে আপনার অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ॥ ১৪

আমরা বাহুবলে বলীয়ান্, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ পুরুষ, তথাপি অসমর্থ পুরুষের ন্যায় আমরা এক কাপুরুষ ভ্রাতার আজ্ঞার অধীনস্থ থাকি ॥ ১৫

আমরা পূর্ব্বে অশরণ মনুষ্যগণের শরণদাতা ছিলাম; কিন্তু এখন আমাদের সকল অর্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থসিদ্ধির জন্য আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিরা আমাদের এই দুর্ব্বলতার প্রতি কিভাবে দৃষ্টিপাত করিবে? বন্ধুগণ! আমার এই বাক্য কিরূপ? ইহা আপনারাই বিচার করুন ॥ ১৬

শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ যে, আপত্তিকালে, বার্দ্ধক্যে পতিত হইলে কিংবা শত্রুরা ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলে মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৭

অতএব (যখন আমাদের উপর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হয় নাই) বিদ্বান্ পুরুষ এরূপ অবস্থায় ত্যাগ বা সন্ন্যাসের প্রশংসা করেন না। সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ এরূপ সময়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করেন ॥ ১৮

সেইহেতু যাঁহাদের ক্ষাত্র-ধর্ম্মের জন্য উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহারা ক্ষাত্র-ধর্ম্মে আসক্ত এবং ক্ষাত্রধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ নিজেরাই কিভাবে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের নিন্দা করিবেন? এই কারণে তাঁহারা বিধাতার কেন নিন্দা করিতেছেন না, যিনি ক্ষত্রিয়দিগের জন্য এই যুদ্ধ-ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন ॥ ১৯

শ্রীহীন, নির্ধন এবং নাস্তিকগণ বেদের অর্থবাদ বাক্যসকলের দ্বারা প্রতিপাদিত বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করত সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা মতের প্রচার করিয়াছে। (সেইরূপ বাক্য সকলের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার সিদ্ধ হয় না) ॥ ২০

ধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল নিজের উদরপূর্ত্তি করিতে করিতে মৌনী বাবা সাজিয়া বসিয়া থাকিলে কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা থাকে, জীবনকে সার্থক করিতে নহে ॥ ২১

শক্যং পুনররণ্যেষু সুখমেকেন জীবিতুম্ ।
অবিভ্রতা পুত্রপৌত্রান্ দেবর্ষীনতিথীন্ পিতৄন্ ॥ ২২
নেমে মৃগাঃ স্বর্গজিতো ন বরাহা ন পক্ষিণঃ ।
অথান্যেন প্রকারেণ পুণ্যমাহুর্ন তং জনাঃ ॥ ২৩
যদি সন্ন্যাসতঃ সিদ্ধিং রাজা কশ্চিদবাপ্নুয়াৎ ।
পর্বতাশ্চ দ্রুমাশ্চৈব ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৪
এতে হি নিত্যসন্ন্যাসা দৃশ্যন্তে নিরুপদ্রবাঃ ।
অপরিগ্রহবন্তশ্চ সততং ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৫
অথ চেদাত্মভাগ্যেষু নান্যেষাং সিদ্ধিমশ্নুতে ।
তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যং নাস্তি সিদ্ধিরকর্মণঃ ॥ ২৬
ঔদকাঃ সৃষ্টয়শ্চৈব জন্তবঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ।
তেষামাত্মৈব ভর্তব্যো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥ ২৭
অবেক্ষস্ব যথা স্বৈঃ স্বৈঃ কর্মভির্ব্যাপৃতং জগৎ ।
তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যং নাস্তি সিদ্ধিরকর্মণঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীমবাক্যে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

যে ব্যক্তি পুত্র ও পৌত্রদিগকে পালন করিতে অসমর্থ, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে পারে না এবং অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার শক্তি রাখে না, এইরূপ মানুষই একাকী বনে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে (আপনার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের এই কার্য্য যোগ্য নহে।) ॥২২

সদা বনে বাস করিয়াও এই মৃগগণ স্বর্গলোকের অধিকারী হইতে পারে না, এরূপ না শূকর, না পক্ষিগণ স্বর্গলোকে যাইতে পারে। পুণ্যলাভ করিবার উপায় ত' অন্যপ্রকারে বলা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কেবল বনবাসকেই পুণ্যকারক বলিয়া মনে করেন না ॥ ২৩

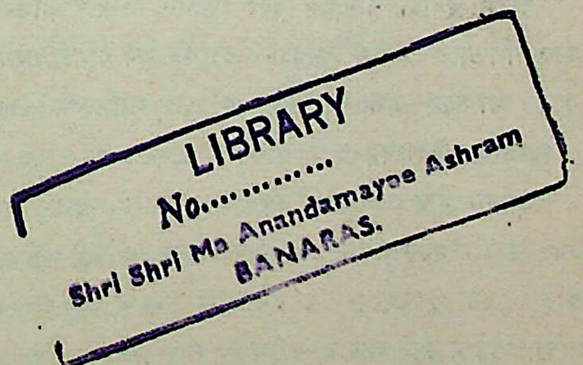
যদি কোন রাজা সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তবে ত' পর্ব্বত ও বৃক্ষসকল সত্বর সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়া যাইবে; কারণ, ইহারা নিত্য সন্ন্যাসী, উপদ্রবহীন, পরিগ্রহরহিত এবং নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছে দেখা যায় ॥ ২৪-২৫

যদি নিজের ভাগ্যে অন্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মসমূহের দ্বারা সিদ্ধি না আসে, তবে সকলেরই কর্ম্ম করা আবশ্যক। অকর্ম্মণ্য পুরুষের কখনও কোন সিদ্ধি লাভ হয় না ॥ ২৬

(যদি নিজের দেহকেই ভরণ-পোষণ করিলে সিদ্ধিলাভ হইত, তবে ত') জলে অবস্থিত জীবগণ এবং স্থাবর প্রাণীদিগেরও সিদ্ধি লাভ করিবার সামর্থ আসিত; কারণ ইহারা সকলে কেবল নিজেদেরই ভরণ-পোষণ করিতে থাকে। ইহাদের নিকট এরূপ কেহ থাকে না, যাহার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদিগকে করিতে হইবে ॥ ২৭

দেখুন আর বিচার করুন যে, এই সমগ্র বিশ্ব কিরূপ নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত আছে; অতএব আপনারও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন পক্ষিরূপধারিণ ইন্দ্রস্য ঋষি-বালকানাঞ্চ সংবাদমুল্লিখ্য গৃহস্থধর্ম্মপালনং কর্ত্তুমভিমতপ্রকাশশ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
তাপসৈঃ সহ সংবাদং শক্রস্য ভরতর্ষভ ॥ ১
কেচিদ্ গৃহান্ পরিত্যজ্য বনমভ্যাগমন্ দ্বিজাঃ।
অজাতশ্মশ্রবো মন্দাঃ কুলে জাতাঃ প্রবব্রজুঃ ॥ ২
ধর্মোঽয়মিতি মন্বানাঃ সমৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণঃ।
ত্যক্ত্বা ভ্রাতৄন্ পিতৄংশ্চৈব তানিন্দ্রোঽন্বকৃপায়ত ॥ ৩
তানাবভাষে ভগবান্ পক্ষী ভূত্বা হিরণ্ময়ঃ।
সুদুষ্করং মনুষ্যৈশ্চ যৎ কৃতং বিঘসাশিভিঃ ॥ ৪
পুণ্যং ভবতি কর্মেদং প্রশস্তং চৈব জীবিতম্
সিদ্ধার্থাস্তে গতিং মুখ্যাং প্রাপ্তা ধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৫

ঋষয় উচুঃ।

অহো বতায়ং শকুনির্বিঘসাশান্ প্রশংসতি।
অস্মান্ নূনময়ং শাস্তি বয়ঞ্চ বিঘসাশিনঃ ॥ ৬

শকুনিরুবাচ।

নাহং যুষ্মান্ প্রশংসামি পঙ্কদিগ্ধান্ রজস্বলান্।
উচ্ছিষ্টভোজিনো মন্দানন্যে বৈ বিঘসাশিনঃ ॥ ৭

ঋষয় উচুঃ।

ইদং শ্রেয়ঃ পরমিতি বয়মেবাভ্যুপাস্মহে।
শকুনে ব্রূহি যচ্ছ্রেয়ো ভৃশং তে শ্রদ্দধামহে ॥ ৮

শকুনিরুবাচ।

যদি মাং নাভিশঙ্কধ্বং বিভজ্যাত্মানমাত্মনা।
ততোঽহং বঃ প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যং হিতং বচঃ ॥ ৯

ঋষয় উচুঃ।

শৃণুমস্তে বচস্তাত পন্থানো বিদিতাস্তব।
নিয়োগে চৈব ধর্মাত্মন্ স্থাতুমিচ্ছাম শাধি নঃ ॥ ১০

শকুনিরুবাচ।

চতুষ্পদাং গৌঃ প্রবরা লোহানাং কাঞ্চনং বরম্।
শব্দানাং প্রবরো মন্ত্রো ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ ॥ ১১

একাদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক পক্ষিরূপধারী ইন্দ্র ও ঋষি বালকগণের সংবাদ উল্লেখ করত গৃহস্থ ধর্ম্মপালন করিতে অভিমত প্রকাশ।]

অর্জুন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাপসবৃন্দের সহিত ইন্দ্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসকে উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ১

এক সময় কিছু মন্দবুদ্ধি কুলীন ব্রাহ্মণ বালক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই সব বালকদের তখন শ্মশ্রু (দাড়ি) বাহির হয় নাই, এরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলেন ॥ ২

যদিও ইঁহারা সকলেই ধনী ছিলেন, তথাপি ভ্রাতা-বন্ধু ও মাতা-পিতাকে ত্যাগ করিয়া উহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করত বনে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাদের প্রতি করুণা করিলেন ॥ ৩

ভগবান্ ইন্দ্র স্বর্ণময় পক্ষিরূপ ধারণ করত সেস্থানে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,—যজ্ঞে অবশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের যে সব কার্য্য উক্ত আছে, উহা অন্যের পক্ষে অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁহাদের এই কর্ম্ম অতিশয় পবিত্র ও জীবন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই সব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সফলমনোরথ হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

ঋষিগণ বলিলেন,—অহো! এই পক্ষী ত' বিঘসাশী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) পুরুষগণের প্রশংসা করিতেছে। নিশ্চয়ই সে আমাদেরই প্রশংসা করিতেছে, কারণ, এখানে আমরাই বিঘসাশী ॥ ৬

পক্ষী বলিল,—অরে! দেহে পঙ্ক লেপনকারী, ধূলিযুক্ত ও উচ্ছিষ্টভোজী তোমাদের ন্যায় মূর্খগণের আমি প্রশংসা করিতেছি না। বিঘসাশী ত' অপর পুরুষগণ ॥ ৭

ঋষিগণ বলিলেন,—পক্ষিন্! ইহা শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকারী সাধন, ইহাই বুঝিয়া আমরা এই পথে চলিতেছি। তোমার দৃষ্টিতে যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, উহা তুমি আমাদের বল। আমরা তোমার বাক্য অধিক শ্রদ্ধা করি ॥ ৮

পক্ষী বলিল,—যদি আপনারা আমার উপর সন্দেহ না করেন, তবে আমি স্বয়ংই নিজেকে নিজে বক্তারূপে বিভক্ত করিয়া আপনাদিগকে যথাযথরূপে হিত কথা বলিব ॥ ৯

ঋষিগণ বলিলেন,—তাত! আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিব। আমাদের বোধ হইতেছে যে, তুমি সকল পথই অবগত আছ। ধর্ম্মাত্মন্! আমরা আজ্ঞার অধীনে থাকিব। তুমি আমাদের উপদেশ দান কর ॥ ১০

পক্ষী বলিল,—চারিপদ পশুগণের মধ্যে গোরু শ্রেষ্ঠ, ধাতু

মন্ত্রোঽয়ঃ জাতকর্মাদিব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
জীবতোঽপি যথাকালং শ্মশাননিধনাদিভিঃ॥ ১২
কর্মাণি বৈদিকান্যস্য স্বর্গ্যঃ পন্থাস্ত্বনুত্তমঃ।
অথ সর্বাণি কর্মাণি মন্ত্রসিদ্ধানি চক্ষতে॥ ১৩
আম্নায়দৃঢ়বাদীনি তথা সিদ্ধিরিহেষ্যতে।
মাসার্দ্ধমাসা ঋতব আদিত্যশশিতারকম্॥ ১৪
ঈহন্তে সর্বভূতানি তদিদং কর্মসংজ্ঞিতম্।
সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং পুণ্যময়মেবাশ্রমো মহান্॥ ১৫
অথ যে কর্ম নিন্দন্তো মনুষ্যাঃ কাপথং গতাঃ।
মূঢ়ানামর্থহীনানাং তেষামেনস্তু বিদ্যতে॥ ১৬
দেববংশান্ পিতৃবংশান্ ব্রহ্মবংশাংশ্চ শাশ্বতান্।
সন্ত্যজ্য মূঢ়া বর্তন্তে ততো যান্ত্যশ্রুতীপথম্॥ ১৭

সকলের মধ্যে স্বর্ণ উত্তম, শব্দসমূহের মধ্যে মন্ত্র উৎকৃষ্ট এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান॥ ১১

ব্রাহ্মণের পক্ষে মন্ত্রযুক্ত জাতকর্মাদি দশবিধ সংস্কার বিধান করা হইয়াছে। তিনি যতকাল জীবিত থাকেন, সময়ে সময়ে তাঁহার আবশ্যক সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, মরণের পরও যথা-সময়ে শ্মশান ভূমিতে অন্ত্যেষ্টি সংস্কার ও গৃহমধ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম বৈদিক বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতে হয়॥ ১২

বৈদিক কর্মসকলই ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বর্গলোকপ্রাপ্তিকারক উত্তম মার্গ। ইহা ব্যতীত, মুনিগণ সমস্ত কর্মকেই বৈদিক মন্ত্র-সমূহের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে বলিয়াছেন। বেদে এই সকল কর্ম দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সেইজন্য সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানেই এ জগতে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। মাস, পক্ষ, ঋতু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসকলে উপলক্ষিত যে সব যজ্ঞ হইয়া থাকে, এই সব যথাসম্ভব সম্পন্ন করিবার চেষ্টা প্রায় সকল প্রাণীই করে। যজ্ঞসমূহের সম্পাদনকেই কর্ম বলা হয়। যেখানে এই কর্ম করা হয়, সেই গৃহস্থ আশ্রমই সিদ্ধির পুণ্যময় ক্ষেত্র এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম আশ্রম॥ ১৩-১৫

যে সকল মানুষ কর্মের নিন্দা করিতে করিতে কুপথের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব পুরুষার্থহীন মানুষকে পাপ স্পর্শ করে॥ ১৬

দেবগণ ও পিতৃগণের যজন এবং ব্রহ্মবংশ (বেদ শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষি মুনিদিগের) তৃপ্তি—এই তিনটি হইল সনাতন পথ। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি এই সনাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পথে গমন করে, তাহারা বেদবিরুদ্ধ পথের আশ্রয় গ্রহণ করে॥ ১৭

এতদ্বোঽস্তু তপোযুক্তং দদামীত্যৃষিচোদিতম্।
তস্মাৎ তৎ তদ্ ব্যবস্থানং তপস্বি তপ উচ্যতে॥ ১৮
দেববংশান্ ব্রহ্মবংশান্ পিতৃবংশাংশ্চ শাশ্বতান্।
সংবিভজ্য গুরোশ্চর্য্যাং তদ্ বৈ দুষ্করমুচ্যতে॥ ১৯
দেবা বৈ দুষ্করং কৃত্বা বিভূতিং পরমাং গতাঃ।
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমুদ্বোঢ়ুং দুষ্করং প্রব্রবীমি বঃ॥ ২০
তপঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজানাং হি মূলমেতন্ন সংশয়ঃ।
কুটুম্ববিধিনানেন যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২১
এতদ্ বিদুস্তপো বিপ্রা দ্বন্দ্বাতীতা বিমৎসরাঃ।
তস্মাদ্ ব্রতং মধ্যমং তু লোকেষু তপ উচ্যতে॥ ২২
দুরাধর্ষং পদং চৈব গচ্ছন্তি বিঘসাশিনঃ।
সায়ংপ্রাতর্বিভজ্যান্নং স্বকুটুম্বে যথাবিধি॥ ২৩

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এক মন্ত্রে বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞরূপ কর্ম যজমানগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু তপস্যাযুক্ত হইয়াই ইহা সম্পন্ন হওয়া উচিত। তুমি যদি ইহার অনুষ্ঠান কর, তবে আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব। অতএব সেই বৈদিক কর্মসমূহে পূর্ণরূপে সংলগ্ন হওয়াই তপস্বীর 'তপ' বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১৮

হোমের দ্বারা দেবগণকে, স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিদিগকে এবং শ্রাদ্ধের দ্বারা সনাতন পিতৃবর্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাগ সমর্পণ করত গুরুর পরিচর্য্যাকরাকে দুষ্কর ব্রত বলা হইয়াছে॥ ১৯

এই দুষ্কর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণ উত্তম বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গৃহস্থ-ধর্মপালনই দুষ্কর ব্রত। আমি তোমা-দিগকে এই দুষ্কর ব্রতের ভার বহন করিবার জন্যই বলিতেছি॥ ২০

তপস্যা শ্রেষ্ঠ কর্ম। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ইহা প্রজাবর্গের মূল কারণ। কিন্তু গার্হস্থধর্মবিধায়ক শাস্ত্র অনুসারে এই গার্হস্থ-ধর্মেই সকল তপস্যা প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ২১

যাঁহাদের মনে কাহারও প্রতি কোন ঈর্ষ্যা নাই, যাঁহারা সর্ব-প্রকার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণগণ ইহাকে তপস্যা বলিয়াই মনে করেন। যদ্যপি এ জগতে ব্রতকেও তপস্যা বলিয়া বলা হইয়াছে, তথাপি উহা পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা মধ্যম শ্রেণীর বলিয়া কথিত হয়॥ ২২

কারণ বিঘসাশী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) পুরুষ প্রাতঃ ও সায়ংকালে বিধিঅনুসারে নিজ কুটুম্বদিগের মধ্যে অন্নের বিভাগ করিয়া দিয়া দুর্জয় অবিনাশী পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবতাবৃন্দ,

দত্ত্বাতিথিভ্যো দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্বজনায় চ।
অবশিষ্টানি যেঽশ্নন্তি তানাহুর্বিঘসাশিনঃ ॥ ২৪
তস্মাৎ স্বধর্ম্মমাস্থায় সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
লোকস্য গুরবো ভূত্বা তে ভবন্ত্যনুপস্কৃতাঃ ॥ ২৫
ত্রিদিবং প্রাপ্য শক্রস্য স্বর্গলোকে বিমৎসরাঃ।
বসন্তি শাশ্বতান্ বর্ষান্ জনা দুষ্করকারিণঃ ॥ ২৬

অর্জ্জুন উবাচ।

ততস্তে তদ্‌বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্।
উৎসৃজ্য নাস্তীতি গতা গার্হস্থ্যং সমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২৭
তস্মাৎ ত্বমপি সর্বজ্ঞ ধৈর্য্যমালম্ব্য শাশ্বতম্।
প্রশাধি পৃথিবীং কৃৎস্নাং হতামিত্রাং নরোত্তম ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে ঋষি-শকুনিসংবাদকথনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

পিতৃগণ, অতিথিসকলও নিজের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে অন্নদান করিয়া যিনি সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্নভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলা হইয়াছে ॥ ২৩-২৪

সেইজন্য নিজ ধর্ম্ম অবলম্বন করত উত্তম ব্রতপালন করিতে করিতে ও সত্য কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা জগদ্‌গুরু হইয়া সর্ব্ব সংশয়রহিত হইয়া যান ॥ ২৫

ঈর্ষ্যাহীন দুষ্কর ব্রতপালনকারী এই পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন করত অনন্ত বর্ষকাল সেস্থানে নিবাস করেন ॥২৬

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণকুমারগণ পক্ষিরূপধারী ইন্দ্রের ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করত এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন যে, আমরা যে পথে চলিতেছি, উহা আমাদের পক্ষে হিতকর নহে; অতএব তাঁহারা উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহস্থ-ধর্ম্মপালন করিতে করিতে সে স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

সর্ব্বজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনিও সর্ব্বদার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করত শত্রুহীন এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করুন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যপ্রসঙ্গে ঋষিগণ ও পক্ষিরূপধারী ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[গৃহস্থধর্ম্মস্য প্রশংসাং কুর্ব্বতা নকুলেন রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা নকুলো বাক্যমব্রবীৎ।
রাজানমভিসম্প্রেক্ষ্য সর্বধর্মভৃতাং বরম্ ॥ ১
অনুরুধ্য মহাপ্রাজ্ঞো ভ্রাতুশ্চিত্তমরিন্দম।
ব্যূঢোরস্কো মহাবাহুস্তাম্রাস্যো মিতভাষিতা ॥ ২

নকুল উবাচ।

বিশাখযূপে দেবানাং সর্বেষামগ্নয়শ্চিতাঃ।
তস্মাদ্ বিদ্ধি মহারাজ দেবাঃ কর্মফলে স্থিতাঃ ॥ ৩
অনাস্তিকানাং ভূতানাং প্রাণদাঃ পিতরশ্চ যে।
তেঽপি কর্মৈব কুর্বন্তি বিধিং সম্প্রেক্ষ্য পার্থিব ॥ ৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

[গৃহস্থ-ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে নকুলকর্ত্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অর্জুনের কথা শ্রবণ করত নকুলও সমস্ত ধর্ম্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন। শত্রুদমন জনমেজয়! মহাবাহু নকুল অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহার বক্ষ বিশাল এবং মুখ তাম্রবর্ণের ছিল। তিনি মিতভাষী ছিলেন এবং ভ্রাতার চিত্ত অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন। নকুল বলিলেন,—মহারাজ! বিশাখযূপ নামক ক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাগণের দ্বারা কৃত অগ্নিস্থাপনের চিহ্ন (ইষ্টকনির্ম্মিত বেদি) বিদ্যমান ছিল। ইহাতে আপনার এই কথা বুঝা উচিত যে, দেবগণও বৈদিককর্ম্ম ও তাহার ফলের উপর বিশ্বাস করেন ॥ ১-৩

রাজন্! আস্তিকবুদ্ধিহীন সমস্ত প্রাণিদিগের প্রাণদাতা পিতৃগণও শাস্ত্রের বিধিবাক্যে দৃষ্টিস্থাপন করত কর্ম্মই করিয়া থাকেন ॥ ৪

বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধ ভৃশনাস্তিকান্।
ন হি বেদোক্তমুৎসৃজ্য বিপ্রঃ সর্বেষু কর্মসু ॥ ৫
দেবযানেন নাকস্য পৃষ্ঠমাপ্নোতি ভারত।
অত্যাশ্রমানয়ং সর্বানিত্যাহুর্বেদনিশ্চয়াঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতিসম্পন্নাস্তান্ নিবোধ নরাধিপ।
বিত্তানি ধর্মলব্ধানি ক্রতুমুখ্যেষ্বাসৃজন্ ॥ ৭
কৃতাত্মা স মহারাজ স বৈ ত্যাগী স্মৃতো নরঃ ৮
অনবেক্ষ্য সুখাদানং তথৈবোর্ধ্বং প্রতিষ্ঠিতঃ।
আত্মত্যাগী মহারাজ স ত্যাগী তামসো মতঃ ॥ ৯
অনিকেতঃ পরিপতন্ বৃক্ষমূলাশ্রয়ো মুনিঃ।
অপাচকঃ সদা যোগী স ত্যাগী পার্থ ভিক্ষুকঃ ॥ ১০
ক্রোধ-হর্ষাবনাদৃত্য পৈশুন্যঞ্চ বিশেষতঃ।
বিপ্রো বেদানধীতে যঃ স ত্যাগী পার্থ উচ্যতে ॥ ১১

ভারত! যাহারা বেদসকলের আজ্ঞার বিরুদ্ধে গমন করে, তাহাদিগকে অতিশয় নাস্তিক বলা হয়। বেদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিতে থাকিলেও দেবযান মার্গের দ্বারা স্বর্গলোকের পৃষ্ঠে কোন ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ৫½

এই গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব্ব আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কথা বেদ-সমূহের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন। নরেশ্বর! আপনি তাঁহাদের নিকট গমন করত এই বিষয় অবগত হউন ॥ ৬½

মহারাজ! যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধনসকলকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহে ব্যয় করিয়া থাকেন এবং নিজের মনকে বশীভূত রাখেন, সেই মনুষ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন্ ॥ ৭-৮

মহারাজ! যিনি গৃহস্থ-আশ্রমের সুখ কখনও ভোগ করেন নাই, অথচ উচ্চভূমিতে স্থিত বানপ্রস্থাদি আশ্রমসমূহে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহাকে তামস যোগী বলা হয় ॥ ৯

পার্থ! যাঁহার কোন নিবাসস্থান নাই, যিনি এদিক্ ওদিকে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং নীরবে কোন বৃক্ষের তলায় তাহার মূলে শয়ন করেন, যিনি নিজের জন্য কোন রন্ধন কার্য্য করেন না এবং সর্ব্বদা যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন, এরূপ ত্যাগী পুরুষকে ভিক্ষুক বলা হয় ॥ ১০

পার্থ! যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও বিশেষতঃ খলতা অবহেলা করিয়া সর্ব্বদা বেদসকলের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, তাঁহাকে ত্যাগী বলা হয় ॥ ১১

আশ্রমাংস্তুলয়া সর্বান্ ধৃতানাহুর্মনীষিণঃ।
একতশ্চ ত্রয়ো রাজন্ গৃহস্থাশ্রম একতঃ ॥ ১২
সমীক্ষ্য তুলয়া পার্থ কামং স্বর্গঞ্চ ভারত।
অয়ং পন্থা মহর্ষীণামিয়ং লোকবিদাং গতিঃ ॥ ১৩
ইতি যঃ কুরুতে ভাবং স ত্যাগী ভরতর্ষভ।
ন যঃ পরিত্যজ্য গৃহান্ বনমেতি বিমূঢ়বৎ ॥ ১৪
যদা কামান্ সমীক্ষেত ধর্মবৈতংসিকো নরঃ।
অথৈনং মৃত্যুপাশেন কণ্ঠে বধ্নাতি মৃত্যুরাট্ ॥ ১৫
অভিমানকৃতং কর্ম নৈতৎ ফলবদুচ্যতে।
ত্যাগযুক্তং মহারাজ সর্বমেব মহাফলম্ ॥ ১৬
শমো দমস্তথা ধৈর্য্যং সত্যং শৌচমার্জবম্।
যজ্ঞো ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ নিত্যমার্ষো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৭
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সমারম্ভোঽত্র শস্যতে।
অত্রৈব হি মহারাজ ত্রিবর্গঃ কেবলং ফলম্ ॥ ১৮

রাজন্! কোন এক সময়ে মনীষী পুরুষগণ চারি আশ্রম-(ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস)কে তুলাদণ্ডে (বিবেকের) স্থাপন করত ওজন করিয়াছিলেন। ইহার একদিকে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই তিন আশ্রম আর অন্যদিকে একমাত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল ॥ ১২

হে ভারত! হে পার্থ! এইভাবে বিবেকের তুলাদণ্ডে স্থাপন করত যখন ওজন করা হইল, তখন গৃহস্থ-আশ্রমই মহত্ত্ব-পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছিল; কারণ, এস্থানে ভোগ ও স্বর্গ উভয়ই সুলভ। তখন হইতেই তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ইহাই মুনিগণের মার্গ এবং ইহাই লোকবিদ্‌গণের গতি ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি এরূপ ভাব পোষণ করেন, তিনিই ত্যাগী। যিনি মূর্খের ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গমন করেন, তিনি ত্যাগী নন্ ॥ ১৪

বনে থাকিয়াও যদি ধর্ম্মধ্বজী কোন মানুষ কামভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত (তাহার স্মরণ) করে, তবে তাহার কণ্ঠে যমরাজ মৃত্যুপাশ বন্ধন করিয়া থাকেন ॥ ১৫

মহারাজ! এই কর্ম্ম যদি অভিমান-পূর্ব্বক করা হয়, তবে উহা সফল হয় না; কিন্তু ত্যাগের সহিত যদি সমস্ত কর্ম্ম করা হয়, তবে উহা মহাফল দান করিয়া থাকে ॥ ১৬

শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ, ধৃতি ও ধর্ম্ম—এ সমস্তই ঋষিদিগের নিরন্তর পালনীয় বিধান ॥ ১৭

মহারাজ! গৃহস্থ-আশ্রমেই দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথি-

এতস্মিন্ বর্তমানস্য বিধাবপ্রতিষেধিতে।
ত্যাগিনঃ প্রসৃতস্যেহ নোচ্ছিত্তির্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৯

অসৃজদ্ধি প্রজা রাজন্ প্রজাপতিরকল্মষঃ।
মাং যক্ষ্যন্তীতি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ॥ ২০

বীরুধশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ যজ্ঞার্থং বৈ তথৌষধীঃ।
পশূংশ্চৈব তথা মেধ্যান্ যজ্ঞার্থানি হবীংষি চ ॥ ২১

গৃহস্থাশ্রমিণস্তচ্চ যজ্ঞকর্ম বিরোধকম্।
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমেবেহ দুষ্করং দুর্লভং তথা ॥ ২২

তৎ সম্প্রাপ্য গৃহস্থা যে পশুধান্যধনান্বিতাঃ।
ন যজন্তে মহারাজ শাশ্বতং তেষু কিল্বিষম্ ॥ ২৩

স্বাধ্যায়যজ্ঞা ঋষয়ো জ্ঞানযজ্ঞাস্তথা পরে।
অথাপরে মহাযজ্ঞান্ মনস্যেব বিতন্বতে ॥ ২৪

এবং মনঃসমাধানং মার্গমাতিষ্ঠতো নৃপ।
দ্বিজাতের্ব্রহ্মভূতস্য স্পৃহয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ২৫

স রত্নানি বিচিত্রাণি সংহৃতানি ততস্ততঃ।
মখেম্বনভিসন্ত্যজ্য নাস্তিক্যমভিজল্পসি ॥ ২৬

কুটুম্বমাস্থিতে ত্যাগং ন পশ্যামি নরাধিপ।
রাজসূয়াশ্বমেধেষু সর্বমেধেষু বা পুনঃ ॥ ২৭

যে চান্যে ক্রতবস্তাত ব্রাহ্মণৈরভিপূজিতাঃ।
তৈর্যজস্ব মহীপাল শক্রো দেবপতির্যথা ॥ ২৮

রাজ্ঞঃ প্রমাদদোষেণ দস্যুভিঃ পরিমুষ্যতাম্।
অশরণ্যঃ প্রজানাং যঃ স রাজা কলিরুচ্যতে ॥ ২৯

অশ্বান্ গাশ্চৈব দাসীশ্চ করেণূশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
গ্রামান্ জনপদাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ॥ ৩০

অপ্রদায় দ্বিজাতিভ্যো মাৎসর্য্যাবিষ্টচেতসঃ।
বয়ং তে রাজকলয়ো ভবিষ্যামি বিশাম্পতে ॥ ৩১

দিগের জন্য সম্পাদিত আয়োজনের প্রশংসা করা হইয়াছে। এস্থানেই কেবল ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮

এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বেদবিহিত বিধিপালনকারী নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। তিনি পারলৌকিক উন্নতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন্ না ॥ ১৯

রাজন্! নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি এই উদ্দেশ্যে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহারা নানাপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা আমার যজনা করিবেন ॥ ২০

এই উদ্দেশ্যে তিনি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকার লতা-বল্লী, বৃক্ষ, ওষধি, পবিত্র পশু এবং যজ্ঞে প্রয়োজনীয় হবিসমূহ সৃষ্টি করিলেন ॥ ২১

এই যজ্ঞকর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমী পুরুষকে এক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখেন; সেইজন্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই এজগতে দুষ্কর ও দুর্লভ ॥ ২২

মহারাজ! যে গৃহস্থ উহা প্রাপ্ত হইয়া পশু ও ধন-ধান্যে সম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞ করে না, তাহাকে সর্ব্বদা পাপভাগী হইতে হয় ॥ ২৩

কিছু ঋষি বেদ-শাস্ত্রের স্বাধ্যায়রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিছু ঋষি জ্ঞানযজ্ঞে নিরত থাকেন এবং অন্য বহু ঋষি মনেই ধ্যানরূপী মহাযজ্ঞসকল বিস্তার করেন ॥ ২৪

হে নৃপ! চিত্তকে একাগ্র করিবার যে সাধন, উহার আশ্রয় গ্রহণ করত ব্রহ্মভূত দ্বিজের দর্শনের অভিলাষ দেবগণও করিয়া থাকেন ॥ ২৫

এদিক্ ওদিক্ হইতে যে সকল বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে, উহাকে যজ্ঞে বিতরণ না করিয়া আপনি নাস্তিকের কথা বলিতেছেন ॥ ২৬

হে নররাজ! যাহার উপর কুটুম্বসকলের প্রতিপালন ভার ন্যস্ত আছে, তাহার পক্ষে ত্যাগের বিধান দেখা যায় না। তাহার রাজসূয়, অশ্বমেধ অথবা সর্ব্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ॥ ২৭

ভূপাল! ইহা ব্যতীত আরও যে সকল ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রশংসিত যজ্ঞ রহিয়াছে, সেই সব যজ্ঞের দ্বারা আপনিও দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করুন ॥ ২৮

রাজার অসাবধানতারূপ দোষের জন্য দস্যুরা প্রবল হইয়া প্রজাগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে থাকে, এরূপ অবস্থায় যদি রাজা প্রজাদিগকে শরণদান না করেন, তবে তাঁহাকেই মূর্ত্তিমান্ কলি বলা হয় ॥ ২৯

প্রজানাথ! যদি আমরা ঈর্ষ্যাপূর্ণচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সুসজ্জিতা হস্তিনী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহাদি দান না করি, তবে রাজগণের মধ্যে কলিযুগ আনয়নকারী বলিয়া আমরা নির্ণীত হইব। ৩০-৩১

অদাতারঃ শরণ্যাশ্চ রাজকিল্বিষভাগিনঃ।
দোষাণামেব ভোক্তারো ন সুখানাং কদাচন ॥ ৩২
অনিষ্ট্বা চ মহাযজ্ঞৈরকৃত্বা চ পিতৃস্বধাম্।
তীর্থেষ্বনভিসম্প্লুত্য প্রব্রজিষ্যসি চেৎ প্রভো ॥ ৩৩
ছিন্নাভ্রমিব গন্তাসি বিলয়ং মারুতেরিতম্।
লোকয়োরুভয়োর্ভ্রষ্টো হ্যন্তরালে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৪
অন্তর্বহিশ্চ যৎ কিঞ্চিন্মনোব্যাসঙ্গকারকম্।
পরিত্যজ্য ভবেৎ ত্যাগী ন হিত্বা প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৫
এতস্মিন্ বর্তমানস্য বিধাবপ্রতিষেধিতে।
ব্রাহ্মণস্য মহারাজ নোচ্ছিত্তির্বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৩৬
নিহত্য শত্রূংস্তরসা সমৃদ্ধান্
শক্রো যথা দৈত্যবলানি সংখ্যে।
কঃ পার্থ শোচেন্নিরতঃ স্বধর্মে
পূর্বৈঃ স্মৃতে পার্থিবশিষ্টজুষ্টে ॥ ৩৭
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ পরাক্রমেণ
জিত্বা মহীং মন্ত্রবিদ্ভ্যঃ প্রদায়।
নাকস্য পৃষ্ঠেঽসি নরেন্দ্র গন্তা
ন শোচিতব্যং ভবতাদ্য পার্থ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি নকুলবাক্যে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যাহারা দান করে না, শরণাগতকে রক্ষা করে না, তাহারা রাজাদের পাপভাগী হইয়া থাকে। তাহারা দুঃখ হইতে দুঃখই ভোগ করিতে থাকে, সুখ কখনও লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩২

প্রভো! আপনি যদি মহাযজ্ঞসকলের দ্বারা ভগবানের যজনা না করিয়া, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থসকলে স্নান না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে বায়ুর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবেন। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া (ত্রিশঙ্কুর ন্যায়) মধ্যভাগে ঝুলিতে থাকিবেন ॥৩৩-৩৪

অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু মনের আসক্তিকর বস্তু আছে, সেই সবকে ত্যাগ করিলে পর মানুষ ত্যাগী হইয়া থাকে। কেবল গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলেই কেহ ত্যাগী হয় না ॥ ৩৫

মহারাজ! এই গৃহস্থ-আশ্রমেই থাকিয়া বেদবিহিত কর্ম্মে আসক্ত ব্রাহ্মণের কখনও উচ্ছেদ (পতন) হয় না ॥ ৩৬

হে পার্থ! যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে দৈত্যদের সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি বেগপূর্ব্বক শত্রুগণকে বধ করত জয় লাভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের দ্বারা সেবিত নিজ ধর্ম্মে নিরত থাকেন, এরূপ (আপনি ব্যতীত) অন্য কোন রাজা শোক করেন? ৩৭

নরেন্দ্র! পার্থ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে পরাক্রমের দ্বারা এই পৃথিবী জয় লাভ করিয়া মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে বহু দক্ষিণাদান করত স্বর্গ হইতেও উপরে গমন করিবেন। অতএব আজ আপনি শোক করিবেন না ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে নকুলের বাক্যবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

[মমত্বমাসক্তিঞ্চ পরিত্যজ্য রাজ্যং পালনীয়মিতি যুধিষ্ঠিরায় সহদেবস্য পরামর্শদানম্ ।]

সহদেব উবাচ ।

ন বাহ্যং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত ।
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি বা ন বা ॥ ১
বাহ্যদ্রব্যবিমুক্তস্য শারীরেষ্বনুগৃধ্যতঃ ।
যো ধর্ম্মো যৎ সুখং বা স্যাদ্ দ্বিষতাং তৎ তথাস্তু নঃ ॥ ২
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য পৃথিবীমনুশাসতঃ ।
যো ধর্ম্মো যৎ সুখং বা স্যাৎ সুহৃদাং তৎ তথাস্তু নঃ ॥ ৩
দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্ ॥ ৪
ব্রহ্মমৃত্যূ ততো রাজন্নাত্মন্যেব সমাশ্রিতৌ ।
অদৃশ্যমানৌ ভূতানি যোধয়েতামসংশয়ম্ ॥ ৫
অবিনাশোঽস্য সত্ত্বস্য নিয়তো যদি ভারত ।
হত্বা শরীরং ভূতানাং ন হিংসা প্রতিপৎস্যতে ॥ ৬
অথাপি চ সহোৎপত্তিঃ সত্ত্বস্য প্রলয়স্তথা ।
নষ্টে শরীরে নষ্টঃ স্যাদ্ বৃথা চ স্যাৎ ক্রিয়াপথঃ ॥ ৭
তস্মাদেকান্তমুৎসৃজ্য পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈশ্চ যঃ ।
পন্থা নিষেবিতঃ সদ্ভিঃ স নিষেব্যো বিজানতা ॥ ৮
(স্বায়ম্ভুবেন মনুনা তথান্যৈশ্চক্রবর্তিভিঃ ।
যদ্যয়ং হ্যধমঃ পন্থাঃ কস্মাৎ তৈস্তৈর্নিষেবিতঃ ॥
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি গুণবন্তি চ ভারত ।
যুগানি বহুশস্তৈশ্চ ভুক্তেয়মবনী নৃপ ॥)
লব্ধ্বাপি পৃথিবীং কৃৎস্নাং সহস্থাবরজঙ্গমাম্ ।
ন ভুঙ্‌ক্তে যো নৃপঃ সম্যঙ্ নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্ ॥ ৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[সহদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মমত্ব ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে পরামর্শ দান ।]

সহদেব বলিলেন,—হে ভারত ! কেবল বাহিরের দ্রব্য ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না কিংবা শরীরসম্বন্ধীয় দ্রব্যসকলও ত্যাগ করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১

বাহ্য দ্রব্যসকল হইতে দূরে থাকিয়া দৈহিক সুখ-ভোগ-সমূহে আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম অথবা যে সুখ লাভ হইয়া থাকে, উহা সেইরূপে আমাদের শত্রুগণের প্রাপ্তি হউক ॥ ২

কিন্তু শরীরের উপভোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকলের মমতা ত্যাগ করত অনাসক্তভাবে পৃথিবী শাসনকারী রাজার যে ধর্ম্ম অথবা সুখ লাভ হয়, উহা আমাদের হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের প্রাপ্তি হউক ॥ ৩

দুই অক্ষরকে 'মম' ('ইহা আমার' এরূপ ভাবকে) মৃত্যু এবং তিন অক্ষরকে 'ন মম' ('ইহা আমার নয়' এরূপ ভাবকে) অমৃত—সনাতন ব্রহ্ম বলা হয় ॥ ৪

রাজন্ ! ইহাতে এই সূচিত হয় যে, মৃত্যু ও অমৃত ব্রহ্ম এই উভয়ই নিজের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহারাই অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া প্রাণিগণকে পরস্পরের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫

হে ভারত ! যদি এই জীবাত্মার অবিনাশী হওয়াই নিশ্চিত হয়, তবে ত' প্রাণিগণের দেহকে বধ করা মাত্রই উহার হিংসা হইতে পারে না ॥ ৬

ইহার বিপরীত যদি দেহের সহিতই জীবের উৎপত্তি ও উহার নষ্ট হওয়ার সহিতই জীবের নাশ মানা হয়, তবে শরীরের নাশের সহিত জীবও নষ্ট হইয়া যাইবে ; এরূপ অবস্থায় সমস্ত বৈদিক কর্ম্মমার্গই ব্যর্থ—ইহা সিদ্ধ হইবে ॥ ৭

সেইজন্য বিজ্ঞ পুরুষের নির্জনে বাস করিবার বিচার ত্যাগ করত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অত্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথ সেবন করিয়া গিয়াছেন, উহারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ৮

(যদি আপনার দৃষ্টিতে গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে রাজ্যশাসন করা অধর্ম্ম মার্গ হইয়া থাকে, স্বায়ম্ভুব মনু এবং অন্যান্য প্রখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী নরেশগণ ইহার অনুসরণ কেন করিয়াছিলেন ?

হে ভরতবংশধর নৃপ ! সেই নরপতিগণ উত্তম গুণসমূহে যুক্ত সত্যযুগ, ত্রেতাদি অনেক যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী উপভোগ করিয়া গিয়াছেন ।)

যে রাজা চরাচর প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে উত্তমরূপে উপভোগ করেন না, তাঁহার জীবনই নিষ্ফল ॥ ৯

অথবা বসতো রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ।
দ্রব্যেষু যস্য মমতা মৃত্যোরাস্যে স বর্ত্ততে ॥ ১০
বাহ্যাভ্যন্তরঞ্চ ভূতানাং স্বভাবং পশ্য ভারত।
যে তু পশ্যন্তি তদ্ ভূতং মুচ্যন্তে তে মহাভয়াৎ ॥ ১১
ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্ ভ্রাতা ভবান্ গুরুঃ।
দুঃখপ্রলাপানার্ত্তস্য তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১২

রাজন্! অথবা বনে থাকিয়া বনেরই ফল-পুষ্পসমূহে জীবন-নির্বাহ করিতে করিতেও যে পুরুষের দ্রব্যসমূহে মমত্ব বোধ থাকে, সে মৃত্যুর মুখে অবস্থান করে ॥ ১০

হে ভারত! প্রাণিগণের বাহ্য স্বভাব এক প্রকার আর আন্তর স্বভাব আবার অন্য প্রকার হইয়া থাকে। আপনি উহা নিরীক্ষণ করুন। যিনি সবেরই মধ্যে বিরাজমান পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি মহাভয় (মৃত্যু) হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ১১

তথ্যং বা যদি বাতথ্যং যন্ময়ৈতৎ প্রভাষিতম্।
তদ্ বিদ্ধি পৃথিবীপাল ভক্ত্যা ভরতসত্তম ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সহদেববাক্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

প্রভো! আপনি আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও গুরু। আমি আর্ত্ত হইয়া দুঃখে যাহা যাহা প্রলাপ বাক্য বলিলাম, আপনি সেই সমস্ত ক্ষমা করুন ॥ ১২

ভরতবংশভূষণ ভূপাল! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, উহা যথার্থ বা অযথার্থ হউক, আপনার প্রতি ভক্তিবশতই সেই সব বাক্য আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে; ইহা আপনি সর্ব্বতোভাবে অবগত হউন ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সহদেবের বাক্য-বিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজদণ্ডধারণপূর্ব্বকং রাজ্যং শাসিতুং যুধিষ্ঠিরায় দ্রৌপদ্যাঃ প্রেরণাদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অব্যাহরতি কৌন্তেয়ে ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
ভ্রাতৄণাং ব্রুবতাং তাংস্তান্ বিবিধান্ বেদনিশ্চয়ান্ ॥ ১
মহাভিজনসম্পন্না শ্রীমত্যায়তলোচনা।
অভ্যভাষত রাজেন্দ্র দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥ ২
আসীনমৃষভং রাজ্ঞাং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্।
সিংহশার্দূলসদৃশৈর্বারণৈরিব যূথপম্ ॥ ৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[দ্রৌপদী কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! নিজের ভ্রাতৃগণের মুখ হইতে নানা প্রকার বেদসমূহের সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়াও যখন কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুই বলিলেন না, তখন মহাকুলে উৎপন্না, যুবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, স্থূল নিতম্বশোভিতা ও বিশালনয়নসম্পন্না পতিগণের বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অভিমানবতী, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রতিপালিতা, ধর্ম্মদৃষ্টিসম্পন্না এবং ধর্ম্মজ্ঞা শ্রীমতী মহারাণী

অভিমানবতী নিত্যং বিশেষেণ যুধিষ্ঠিরে।
লালিতা সততং রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মদর্শিনী ॥ ৪
আমন্ত্র্য বিপুলশ্রোণী সাম্না পরমবল্গুনা।
ভর্ত্তারমভিসম্প্রেক্ষ্য ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
দ্রৌপদ্যুবাচ।
ইমে তে ভ্রাতরঃ পার্থ শুষ্যন্তে স্তোককা ইব।
বাবাশ্যমানাস্তিষ্ঠন্তি ন চৈনানভিনন্দসে ॥ ৬

দ্রৌপদী হস্তিগণে পরিবৃত যূথপতি গজরাজের ন্যায় সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট পতিদেব নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত সান্ত্বনাপূর্ণ পরম মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন ॥ ১-৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—কুন্তীকুমার! চাতকপক্ষিগণ যেরূপ জলপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া যায় এবং বারংবার রব করিতে থাকে, সেইরূপ আপনার এই ভ্রাতারা আপনার সঙ্কল্প শ্রবণ করত হতাশায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন; এবং বারংবার আপনাকে রাজ্য শাসন করিবার কথা উহারা বলিয়া যাইতেছেন, অথচ আপনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না ॥ ৬

নন্দয়ৈতান্ মহারাজ মত্তানিব মহাদ্বিপান্ ।
উপপন্নেন বাক্যেন সততং দুঃখভাগিনঃ ॥ ৭
কথং দ্বৈতবনে রাজন্ পূর্বমুক্ত্বা তথা বচঃ ।
ভ্রাতৄনেতান্ স্ম সহিতান্ শীতবাতাতপার্দিতান্ । ৮
বয়ং দুর্য্যোধনং হত্বা মৃধে ভোক্ষ্যাম মেদিনীম্ ।
সম্পূর্ণাং সর্বকামানামাহবে বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৯
বিরথাংশ্চ রথান্ কৃত্বা নিহত্য চ মহাগজান্ ।
সংস্তীর্য্য চ রথৈর্ভূমিং সসাদিভিররিন্দমাঃ ॥ ১০
যজতাং বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
বনবাসকৃতং দুঃখং ভবিষ্যতি সুখায় বঃ ॥ ১১
ইত্যেতানেবমুক্ত্বা ত্বং স্বয়ং ধর্ম্মভৃতাং বর ।
কথমদ্য পুনর্বীর বিনিহংসি মনাংসি নঃ ॥ ১২
ন ক্লীবো বসুধাং ভুঙ্ক্তে ন ক্লীবো ধনমশ্নুতে ।
ন ক্লীবস্য গৃহে পুত্রা মৎস্যাঃ পঙ্ক ইবাসতে ॥ ১৩

নাদণ্ডঃ ক্ষত্রিয়ো ভাতি নাদণ্ডো ভূমিমশ্নুতে ।
নাদণ্ডস্য প্রজা রাজ্ঞঃ সুখং বিন্দন্তি ভারত ॥ ১৪
মিত্রতা সর্বভূতেষু দানমধ্যয়নং তপঃ ।
ব্রাহ্মণস্যৈব ধর্ম্মঃ স্যান্ন রাজ্ঞো রাজসত্তম ॥ ১৫
অসতাং প্রতিষেধশ্চ সতাঞ্চ পরিপালনম্ ।
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্ম্মঃ সমরে চাপলায়নম্ ॥ ১৬
যস্মিন্ ক্ষমা চ ক্রোধশ্চ দানাদানে ভয়াভয়ে ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চোভৌ স বৈ ধর্ম্মবিদুচ্যতে ॥ ১৭
ন শ্রুতেন ন দানেন ন সান্ত্বেন ন চেজ্যয়া ।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী লব্ধা ন সঙ্কোচেন চাপ্যুত ॥ ১৮
যৎ তদ্ বলমমিত্রাণাং তথা বীর্য্যসমুদ্যতম্ ।
হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নং ত্রিভিরঙ্গৈরনুত্তমম্ ॥ ১৯
রক্ষিতং দ্রোণকর্ণাভ্যামশ্বত্থাম্না কৃপেণ চ ।
তৎ ত্বয়া নিহতং বীর তস্মাদ্ ভুঙ্ক্ষ্ব বসুন্ধরাম্ ॥ ২০

মহারাজ! উন্মত্ত গজরাজগণের ন্যায় আপনার এই সব বন্ধুগণ সদা আপনার জন্যই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এখন আপনি ইঁহাদের যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা আনন্দিত করুন ॥ ৭

রাজন্! দ্বৈতবনে এই সব ভ্রাতারা যখন আপনার সহিত শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুতে কষ্টভোগ করিতেছিলেন, তখন আপনি ইঁহাদের ধৈর্য্যদান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—শত্রুদমনকারী বীর ভ্রাতৃগণ! জয়াভিলাষী আমরা যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া রথী বীরবৃন্দকে রথহীন করত মহাগজসকলকে সংহার করিব এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাগণসহ রথসকলের দ্বারা এই ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া দিব। তারপর সমস্ত ভোগসমূহে সুসম্পন্না এই বসুধাকে উপভোগ করিব। সেই সময় পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনায় নিরত থাকিলে তোমাদের এই বনবাসজনিত দুঃখ সুখরূপে পরিণত হইবে। ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! বীর মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈতবনে এই ভ্রাতাদের সহিত স্বয়ংই এরূপ কথা বলিয়া আজ কেন আপনি আমাদের সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন? ৮-১২

যে কাপুরুষ ও নপুংসক, সেই এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সে ধনও উপার্জন করিতে পারে না এবং উহা ভোগ করিতেও পায় না। যেরূপ কেবল পঙ্কে মৎসসকল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ নপুংসকের গৃহেও পুত্র হয় না ॥ ১৩

যে দণ্ড দান করিতে পারে না, সেরূপ ক্ষত্রিয় শোভা পায় না। দণ্ডদান না করিলে রাজা এই পৃথিবীকে উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ভারত! দণ্ডহীন রাজার প্রজাগণ কখনও সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব, দানগ্রহণ করা, দান করা, অধ্যয়ন ও তপস্যা -ইহা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম, রাজার নহে ॥ ১৫

রাজাদের পরম ধর্ম্ম হইল—দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করা, সৎ-পুরুষগণকে পালন করা এবং যুদ্ধে কখনও পলায়ন না করা ॥ ১৬

যাঁহার মধ্যে যথাসময়ে ক্ষমা ও ক্রোধ এই দুইই উদ্ভূত হইয়া থাকে, যিনি দান গ্রহণ করে ও দান করেন, যাঁহার মধ্যে শত্রুদিগকে ভয় দেখাইবার শক্তি এবং শরণাগতকে অভয়দানের সামর্থ্য থাকে, যিনি দুষ্টগণকে দণ্ডদান ও দীন ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৭

আপনার এই পৃথিবী শাস্ত্রশ্রবণে পাওয়া যায় নাই, আপনি দানেও ইহা প্রাপ্ত হন নাই, কাহাকেও সান্ত্বনাদান করিয়া লাভ করেন নাই, যজ্ঞের দ্বারা পান নাই এবং ভিক্ষার দ্বারাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ১৮

সেই যে শত্রুদের হাতী, অশ্ব এবং রথ—এই তিন অঙ্গ-বিশিষ্ট পরাক্রমসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ সৈন্য ছিল; দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই

জম্বুদ্বীপো মহারাজ নানাজনপদৈর্যুতঃ।
ত্বয়া পুরুষশার্দূল দণ্ডেন মৃদিতঃ প্রভো ॥ ২১
জম্বুদ্বীপেন সদৃশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো নরাধিপ।
অপরেণ মহামেরোর্দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া ॥ ২২
ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সদৃশঃ শাকদ্বীপো নরাধিপ।
পূর্বেণ তু মহামেরোর্দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া ॥ ২৩
উত্তরেণ মহামেরোঃ শাকদ্বীপেন সম্মিতঃ।
ভদ্রাশ্বঃ পুরুষব্যাঘ্র দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া ॥ ২৪
দ্বীপাশ্চ সান্তরদ্বীপা নানাজনপদাশ্রয়াঃ।
বিগাহ্য সাগরং বীর দণ্ডেন মৃদিতাস্ত্বয়া ॥ ২৫
এতান্যপ্রতিমেয়ানি কৃত্বা কর্ম্মাণি ভারত।
ন প্রীয়সে মহারাজ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২৬
স ত্বং ভ্রাতৄনিমান্ দৃষ্ট্বা প্রতিনন্দস্ব ভারত।
ঋষভানিব সম্মত্তান্ গজেন্দ্রানূর্জিতানিব ॥ ২৭
অমরপ্রতিমাঃ সর্বে শত্রুসাহাঃ পরন্তপাঃ।
একোঽপি হি সুখায়ৈষাং মম স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ২৮
কিং পুনঃ পুরুষব্যাঘ্র পতয়ো মে নরর্ষভাঃ।
সমস্তানীন্দ্রিয়াণীব শরীরস্য বিচেষ্টনে ॥ ২৯
অনৃতং নাব্রবীচ্ছ্বশ্রূঃ সর্বজ্ঞা সর্বদর্শিনী।
যুধিষ্ঠিরস্ত্বাং পাঞ্চালি সুখে ধাস্যত্যনুত্তমে ॥ ৩০
হত্বা রাজসহস্রাণি বহূন্যাশুপরাক্রমঃ।
তদ্ ব্যর্থং সম্প্রপশ্যামি মোহাৎ তব জনাধিপ ॥ ৩১
যেষামুন্মত্তকো জ্যেষ্ঠঃ সর্বে তেঽপ্যনুসারিণঃ।
তবোন্মাদান্মহারাজ সোন্মাদাঃ সর্বপাণ্ডবাঃ ॥ ৩২
যদি হি স্যুরনুন্মত্তা ভ্রাতরস্তে নরাধিপ।
বদ্ধ্বা ত্বাং নাস্তিকৈঃ সার্দ্ধং প্রশাসেয়ুর্বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৩

সৈন্যবাহিনীকে আপনি বধ করিয়াছেন, তবে এই পৃথিবী আপনার অধিকারে আসিয়াছে ; বীর! অতএব আপনি উহাকে উপভোগ করুন ॥ ১৯-২০

প্রভো! মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বহু জনপদে যুক্ত এই জম্বুদীপকে স্বীয় দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়াছেন ॥ ২১

হে নরাধিপ! জম্বুদীপেরই তুল্য ক্রৌঞ্চদীপকে, যাহা মহামেরুর পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাকে আপনি দণ্ডের দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন ॥ ২২

নরেন্দ্র! ক্রৌঞ্চদীপেরই সদৃশ, মহামেরুর পূর্ব্বে অবস্থিত নিজ দণ্ডের দ্বারা সেই শাকদীপকে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ২৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহামেরুর উত্তরে শাকদীপ পরিমিত যে ভদ্রাশ্ব বর্ষ রহিয়াছে, উহাকেও আপনি দণ্ডের দ্বারা অবনত করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৪

বীর! ইহার অতিরিক্ত আরও যে সব বহুসংখ্যক দেশের আশ্রয়ভূত দ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপ সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া অবস্থিত আছে, আপনি সেই সব স্থানকেও দণ্ডের দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজের অধিকারে আনিয়াছেন ॥ ২৫

হে ভারত! মহারাজ! আপনি এতাদৃশ অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াও প্রসন্ন হইতেছেন না কেন? ২৬

ভারত! অতিশয় বলোন্মত্ত বৃষতুল্য বলশালী গজরাজগণের ন্যায় নিজের ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া আপনি ইঁহাদের অভিনন্দন করুন ॥ ২৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ! শত্রুদমনকারী আপনার এই সব ভ্রাতা শত্রু-সৈন্যদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ, দেবগণের ন্যায় তেজস্বী, আমার বিশ্বাস যে, ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একজন বীরই আমাকে সুখী করিতে পারেন, সুতরাং এই পাঁচ নরশ্রেষ্ঠ পতি কি করিতে না সমর্থ হইবেন? শরীরকে ক্রিয়াশীল করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের যে স্থান, আমার জীবনকে সুখী করিতেও সেইরূপ ইঁহাদের স্থান ॥ ২৮-২৯

মহারাজ! আমার শ্বশ্রূমাতা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বদর্শিনী। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাঞ্চালরাজকুমারি! যুধিষ্ঠির শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে, সুতরাং সে বহু সহস্র রাজাকে যুদ্ধে সংহার করত তোমাকে সুখে প্রতিষ্ঠিত করিবে। জনেশ্বর! কিন্তু আপনার এই মোহ দেখিয়া শ্বশ্রূ মাতার কথিত সেই বাক্যও ব্যর্থ হইতে দেখা যাইতেছে ॥ ৩০-৩১

যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্ত হইয়া যান, তাঁহারা সকলে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। মহারাজ! আপনার উন্মাদে সকল পাণ্ডবেরাই উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩২

নরেশ্বর! যদি এই আপনার ভ্রাতারা উন্মত্ত না হইতেন, তবে নাস্তিকগণের সহিত আপনাকে বন্ধন করিয়া নিজেরাই এই বসুন্ধরাকে শাসন করিতেন ॥ ৩৩

কুরুতে মূঢ় এবং হি যঃ শ্রেয়ো নাধিগচ্ছতি।
ধূপৈরঞ্জনযোগৈশ্চ নস্যকর্ম্মভিরেব চ ॥ ৩৪
ভেষজৈঃ সচিকিৎস্যঃ স্যাদ্ য উন্মার্গেণ গচ্ছতি।
সাহং সর্বাধমা লোকে স্ত্রীণাং ভরতসত্তম ॥ ৩৫
তথা বিনিকৃতা পুত্রৈর্যাহমিচ্ছামি জীবিতুম্।
এতেষাং যতমানানাং ন মেঽদ্য বচনং মৃষা ॥ ৩৬
ত্বং তু সর্বাং মহীং ত্যক্ত্বা কুরুষে স্বয়মাপদম্।
যথাঽঽস্তাং সম্মতৌ রাজ্ঞাং পৃথিব্যাং রাজসত্তম ॥ ৩৭
মান্ধাতা চাম্বরীষশ্চ তথা রাজন্ বিরাজসে।
প্রশাধি পৃথিবীং দেবীং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩৮
সপর্বতবনদ্বীপাং মা রাজন্ বিমনা ভব।
যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যুধ্যস্বারীন্ প্রযচ্ছ চ।
ধনানি ভোগান্ বাসাংসি দ্বিজাতিভ্যো নৃপোত্তম ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দ্রৌপদীবাক্যে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যে মূর্খ এরূপ কার্য্য করে, সে কখনও কল্যাণভাগী হইতে পারে না। যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কুপথে চলিতে থাকে, তাহাকে ধূপে সুগন্ধ দিয়া, নয়নে সিদ্ধ অঞ্জন দিয়া, নাসিকায় গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করাইয়া অথবা কোন ঔষধ খাওইয়া সেই রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক ॥ ৩৪;

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমিই এ জগতে সকল স্ত্রীগণের মধ্যে অধম; যেহেতু আমার পুত্রগণ নিহত হইলেও আমি এখনও জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক। ৩৫;

এই সব মানুষ আপনাকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আপনি উহা গ্রহণ করিতেছেন না। আমি এখন যাহা কিছু বলিতেছি, এই সব বাক্য আমার মিথ্যা নহে। আপনি সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য পরিত্যাগ করত নিজের জন্য নিজেই বিপদ সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৩৬;

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ মান্ধাতা ও অম্বরীষ ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজগণের মধ্যে সম্মানিত হইয়া সুশোভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও সুশোভিত হইতেছেন ॥ ৩৭;

হে রাজন্! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে পর্ব্বত, বন ও দ্বীপসমূহ সহ এই পৃথিবী দেবীকে শাসন করুন। এভাবে আর উদাসীন থাকিবেন না ॥ ৩৮;

নৃপোত্তম! নানাপ্রকার যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করুন, শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করুন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন, ভোগসামগ্রী ও বস্ত্রসকল দান করুন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দ্রৌপদীর বাক্যবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনেন রাজদণ্ডস্য মহত্ত্ববর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।
অনুমান্য মহাবাহুং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥ ১

অর্জুন উবাচ।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২
দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্মং তথৈবার্থং জনাধিপ।
কামং সংরক্ষতে দণ্ডস্ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে ॥ ৩
দণ্ডেন রক্ষ্যতে ধান্যং ধনং দণ্ডেন রক্ষ্যতে।
এবং বিদ্বানুপাধৎস্ব ভাবং পশ্যস্ব লৌকিকম্। ৪
রাজদণ্ডভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
যমদণ্ডভয়াদেকে পরলোকভয়াদপি ॥ ৫
পরস্পরভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেকে ন খাদন্তি পরস্পরম্।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৭
যস্মাদদান্তান্ দময়ত্যশিষ্টান্ দণ্ডয়ত্যপি।
দমনাদ্ দণ্ডনাচ্চৈব তস্মাদ্ দণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ৮
বাচা দণ্ডো ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ভুজার্পণম্।
দানদণ্ডাঃ স্মৃতা বৈশ্যা নির্দণ্ডঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ৯
অসম্মোহায় মর্ত্যানামর্থসংরক্ষণায় চ।
মর্য্যাদা স্থাপিতা লোকে দণ্ডসংজ্ঞা বিশাম্পতে ॥ ১০
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি সূদ্যতঃ।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ১১

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক রাজদণ্ডের মহত্ত্ব বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্ম্ম মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহু যুধিষ্ঠিরকে সম্মান করিতে করিতে অর্জুন পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! দণ্ড সমস্ত প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, সকলে নিদ্রিত হইলেও দণ্ডই জাগরিত থাকে; এই কারণে বিদ্বান্ পুরুষগণ দণ্ডকে রাজার ধর্ম্ম বলিয়া জানেন ॥ ২

হে জননায়ক! দণ্ডই ধর্ম্ম ও অর্থকে রক্ষা করিয়া থাকে, কামকেও দণ্ড সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, অতএব দণ্ডকেই ত্রিবর্গ বলা হয় ॥ ৩

দণ্ডের দ্বারা ধান্য রক্ষিত হয়, দণ্ডের দ্বারা ধনও রক্ষিত হইয়া থাকে; এরূপ জানিয়া আপনিও দণ্ড ধারণ করুন এবং জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ॥ ৪

বহু পাপী রাজদণ্ডের ভয়ে পাপকার্য্য করে না, কোন কোন পাপী যমদণ্ডের ভয়ে, কোন কোন পাপী পরলোকের ভয়ে এবং বহু পাপী পরস্পরের ভয়ে পাপকার্য্য করে না। জগতের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; সেইজন্য সব কিছু দণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫-৬

অনেকে দণ্ডেরই ভয়ে পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। যদি দণ্ড সকলকে রক্ষা করে, তবে সকলেই ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে ॥ ৭

এই দণ্ড উদ্ধত মনুষ্যদিগকে দমন করে এবং দুষ্টগণকে দণ্ড-দান করে; অতএব এই দমন ও দণ্ডের জন্যই জ্ঞানী পুরুষগণ ইহাকে দণ্ড বলেন ॥ ৮

ব্রাহ্মণগণ যদি অপরাধ করেন, তবে বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অপমান করাই হইল দণ্ড, এইরূপ অপরাধকারী ক্ষত্রিয়দিগকে ভোজনের জন্য বেতন দিয়া কর্ম্ম করান তাঁহাদের দণ্ড, বৈশ্যদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা (জরিমানা করিয়া অর্থগ্রহণ করা) তাঁহাদের দণ্ড, কিন্তু শূদ্র দণ্ডহীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেবা ব্যতীত অন্য কোন দণ্ড ইহার হইবে না ॥ ৯

প্রজানাথ! মনুষ্যদিগকে প্রমাদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদের ধন রক্ষা করিবার জন্য জগতে যে মর্য্যাদা স্থাপিত করা হইয়াছে, উহারই নাম দণ্ড ॥ ১০

দণ্ডযোগ্য ব্যক্তির উপর যখন দণ্ড পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি চোখে অন্ধকার দেখিয়া থাকে বলিয়া এই দণ্ডকে শ্যাম (কৃষ্ণ) বলা হয়; দণ্ডদানকারীর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে বলিয়া ইহার অপর নাম লোহিতাক্ষ। এরূপ দণ্ড যেখানে সর্ব্বথা শাসনের জন্য উদ্যত হইয়া বিচরণ করে এবং নেতা বা শাসক উত্তম-

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যা বর্ত্মনি স্থিতাঃ ॥ ১২
নাভীতো যজতে রাজন্ নাভীতো দাতুমিচ্ছতি।
নাভীতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সময়ে স্থাতুমিচ্ছতি ॥ ১৩
নাচ্ছিত্ত্বা পরমর্মাণি নাকৃত্বা কর্ম দুষ্করম্।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ১৪
নাঘ্নতঃ কীর্তিরস্তীহ ন বিত্তং ন পুনঃ প্রজাঃ
ইন্দ্রো বৃত্রবধেনৈব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত ॥ ১৫
য এব দেবা হন্তারস্তাঁল্লোকোঽর্চয়তে ভৃশম্।
হন্তা রুদ্রস্তথা স্কন্দঃ শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ ॥ ১৬
হন্তা কালস্তথা বায়ুর্মৃত্যুর্বৈশ্রবণো রবিঃ।
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাশ্চ ভারত ॥ ১৭
এতান্ দেবান্ নমস্যন্তি প্রতাপপ্রণতা জনাঃ।
ন ব্রহ্মাণং ন ধাতারং ন পূষাণং কথঞ্চন ॥ ১৮
মধ্যস্থান্ সর্বভূতেষু দান্তান্ শমপরায়ণান্।
যজন্তে মানবাঃ কেচিৎ প্রশান্তাঃ সর্বকর্মসু ॥ ১৯
ন হি পশ্যামি জীবন্তং লোকে কঞ্চিদহিংসয়া।
সত্ত্বৈঃ সত্ত্বা হি জীবন্তি দুর্বলৈর্বলবত্তরাঃ ॥ ২০
নকুলো মূষিকানত্তি বিড়ালো নকুলং তথা।
বিড়ালমত্তি শ্বা রাজন্ শ্বানং ব্যালমৃগস্তথা ॥ ২১
তানত্তি পুরুষঃ সর্বান্ পশ্য কালো যথাগতঃ।
প্রাণস্যান্নমিদং সর্বং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ ॥ ২২
বিধানং দৈববিহিতং তত্র বিদ্বান্ ন মুহ্যতি।
যথা সৃষ্টোঽসি রাজেন্দ্র তথা ভবিতুমর্হসি ॥ ২৩
বিনীতক্রোধহর্ষা হি মন্দা বনমুপাশ্রিতাঃ।
বিনা বধং ন কুর্বন্তি তাপসাঃ প্রাণযাপনম্ ॥ ২৪
উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ।
ন চ কশ্চিন্ন তান্ হন্তি কিমন্যৎ প্রাণযাপনাৎ ॥ ২৫

রূপে অপরাধের উপর দৃষ্টি রাখেন, সে স্থানে প্রজারা মোহগ্রস্ত হয় না ॥ ১১

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এ সমস্ত মানুষই দণ্ডের ভয়ে নিজ নিজ পথে স্থির থাকেন ॥ ১২

রাজন্! ভীত না হইয়া কেহ যজ্ঞ করে না, ভীত না হইয়া কেহ দান করিতে ইচ্ছা করে না এবং দণ্ডের ভয় না থাকিলে কোন মানুষ স্বীয় মর্য্যাদা বা প্রতিজ্ঞাপালনেও স্থির থাকিতে ইচ্ছুক হয় না ॥ ১৩

মৎস্যঘাতী জেলেদের ন্যায় অপরের মর্ম্মস্থানসমূহ ছেদন না করিয়া, কোন দুষ্কর কর্ম্ম না করিয়া এবং বহু প্রাণী হত্যা না করিয়া কেহ বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ১৪

যে অপরকে বধ করে না, সে এ জগতে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার ধনপ্রাপ্তি এবং পুনরায় প্রজাগণপ্রাপ্তিও হয় না। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াই মহেন্দ্র হইয়াছেন ॥ ১৫

যে সকল দেবতা অপরকে বধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জগতে মানুষ অধিক পূজা করে। রুদ্র, স্কন্দ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য, বসু, মরুদ্গণ, সাধ্য এবং বিশ্বেদেবগণ—ইঁহারা সকলেই অপরকে (শত্রুকে) বধ করিয়াছেন; ইঁহাদের প্রতাপের সম্মুখে নতমস্তক হইয়া মনুষ্যগণ তাঁহাদের নমস্কার করেন ॥ ১৬-১৭½

কিন্তু ব্রহ্মা, ধাতা ও পূষার কেহই কোনরূপ পূজা অর্চনা করে না; কারণ, ইঁহারা সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন বলিয়া মধ্যস্থ, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিপরায়ণ। যাঁহারা শান্তস্বভাবের মানুষ, তাঁহারাই সমস্ত কর্ম্মে এই ধাতা প্রভৃতির পূজা করেন ॥ ১৮-১৯

জগতে এরূপ কোন মানুষকে আমি দেখি না, যিনি অহিংসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; কারণ, প্রবল জীবগণ দুর্ব্বল জীবসকলের দ্বারা জীবন প্রতিপালন করে ॥ ২০

রাজন্! নকুল ইঁদুরদিগকে ভক্ষণ করে, বিড়াল সেই নকুলকে, আবার এই বিড়ালকে কুকুর এবং কুকুরকে চিতাবাঘ ভক্ষণ করে ॥ ২১

কিন্তু ইহাদের সকলকে মানুষ বধ করিয়া ভোজন করে। দেখুন, যেরূপ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ প্রাণের অন্ন ॥ ২২

এ সমস্তই দৈবের বিধান। ইহাতে বিদ্বান্ পুরুষ মোহ প্রাপ্ত হন না। রাজেন্দ্র! আপনাকে বিধাতা যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন (অর্থাৎ যে জাতি ও কুলে আপনার জন্মদান করিয়াছেন), সেইরূপই আপনার হওয়া উচিত ॥ ২৩

যাঁহাদের মধ্যে ক্রোধ ও হর্ষ এই উভয়ই নাই, সেই মন্দবুদ্ধি ক্ষত্রিয়গণ বনে গমন করত তপস্বী হইয়া থাকে; কিন্তু বিনা হিংসায় তাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন না ॥ ২৪

জলমধ্যে বহু জীব আছে, পৃথিবী ও ফলসকলের মধ্যেও বহু কীট দেখা যায়। এরূপ কোন মানুষ নাই, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন জীবকে বধ না করে। ইহা জীবননির্বাহ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ২৫

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধপর্য্যয়ঃ॥ ২৬
গ্রামান্ নিষ্ক্রম্য মুনয়ো বিগতক্রোধমৎসরাঃ।
বনে কুটুম্বধর্মাণো দৃশ্যন্তে পরিমোহিতাঃ॥ ২৭
ভূমিং ভিত্ত্বৌষধীশ্ছিত্ত্বা বৃক্ষাদীনণ্ডজান্ পশূন্।
মনুষ্যাস্তন্বতে যজ্ঞাংস্তে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি চ॥ ২৮
দণ্ডনীত্যাং প্রণীতায়াং সর্বে সিদ্ধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।
কৌন্তেয় সর্বভূতানাং তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥ ২৯
দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ॥ ৩০
সত্যং চেদং ব্রহ্মণা পূর্বমুক্তং
দণ্ডঃ প্রজা রক্ষতি সাধু নীতিঃ।
পশ্যাগ্নয়শ্চ প্রতিশাম্য ভীতাঃ
সন্তর্জিতা দণ্ডভয়াজ্জ্বলন্তি॥ ৩১

অন্ধং তম ইবেদং স্যান্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী॥ ৩২
যেঽপি সম্ভিন্নমর্য্যাদা নাস্তিকা বেদনিন্দকাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনাশু নিপীড়িতাঃ॥ ৩৩
সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্জনঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াদ্ ভীতো ভোগায়ৈব প্রবর্ততে॥ ৩৪
চাতুর্বর্ণ্যপ্রমোদায় সুনীতিনয়নায় চ।
দণ্ডো বিধাত্রা বিহিতো ধর্মার্থৌ ভুবি রক্ষিতুম্॥ ৩৫
যদি দণ্ডান্ন বিভ্যেয়ুর্বয়াংসি শ্বাপদানি চ।
অদ্যুঃ পশূন্ মনুষ্যাংশ্চ যজ্ঞার্থানি হবীংষি চ॥ ৩৬
ন ব্রহ্মচার্য্যধীয়ীত কল্যাণী গৌর্ন দুহ্যতে।
ন কন্যোদ্‌বহনং গচ্ছেদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ॥ ৩৭
বিষ্বগ্লোপঃ প্রবর্ত্তেত ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
মমত্বং ন প্রজানীয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ॥ ৩৮

কত এরূপ সূক্ষ্ম যোনির জীব আছে, যাহাদের অনুমানের দ্বারাই জানা যায়। মানুষের চক্ষুর নিমেষ পতনেই যাহাদের স্কন্ধ ভগ্ন হইয়া যায় (এরূপ জীবগণের হিংসা কোন ব্যক্তি কতক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে? ২৬

বহু মুনি ক্রোধ ও ঈর্ষাশূন্য হইয়া গ্রাম হইতে নির্গমন পূর্ব্বক বনে চলিয়া যান, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহারা মোহবশতঃ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইয়াছেন দেখা যায়॥ ২৭

মনুষ্যগণ ভূমিকে ভেদ করিয়া এবং ওষধি, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী ও পশুসকলকে উচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং স্বর্গলাভ করে॥ ২৮

কুন্তীনন্দন! দণ্ডনীতি যদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে প্রাণিগণের সকল কার্য্যই উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ২৯

যদি এ জগতে দণ্ড না থাকিত, তবে সমস্ত প্রজাই নষ্ট হইয়া যাইত। যেরূপ জলে বড় বড় মৎস্যগণ ছোট ছোট মৎস্য-দিগকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ প্রবল জীবগণ দুর্ব্বল জীবদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে॥ ৩০

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পূর্ব্বেই এই সত্য কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, উত্তমরূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করা হইলে পর উহা প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। দেখ, যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তখন ফুঁক বা বাতাসরূপ তর্জন প্রাপ্ত হইয়া ভীত হয় এবং দণ্ডের ভয়ে সে পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে॥ ৩১

এজগতে যদি সৎ ও অসতের বিভাগকারী দণ্ড না থাকিত, তবে ত' সকল স্থানেই অন্ধকার নামিয়া আসিত এবং কেহ কিছুই বুঝিতে পারিত না॥ ৩২

যাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্টকারী ও বেদসকলের নিন্দুক নাস্তিক মানুষ, তাহারাও দণ্ডের দ্বারা পীড়িত হইয়া অতি সত্বর ধর্ম্মপথে গমন করে—ধর্ম্মের মর্য্যাদা পালনের জন্য উদ্যুক্ত হয়॥ ৩৩

সকল মানুষ দণ্ডের বশীভূত হইয়া সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে; কারণ, এ জগতে স্বভাবতঃ শুদ্ধ মানুষ বিরল। দণ্ডের ভয়ে ভীত মানুষ মর্য্যাদা পালনে প্রবৃত্ত হয়॥ ৩৪

বিধাতা দণ্ডের বিধান এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন যে, যাহাতে চারি বর্ণের মানুষ আনন্দে অবস্থান করিতে পারে, সকলের মধ্যে উত্তম নীতি প্রতিপালিত হউক এবং ভূতলে ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষিত থাকুক॥ ৩৫

যদি পক্ষী ও হিংস্র জীবগণ দণ্ডের ভয়ে ভীত না হইত, তবে তাহারা পশু, মনুষ এবং যজ্ঞের জন্য রক্ষিত হবিসমূহ ভক্ষণ করিত॥ ৩৬

যদি দণ্ড ধর্ম্মমর্য্যাদাকে প্রতিপালন না করিত, তবে ব্রহ্মচারী বেদ-অধ্যয়ন করিতেন না, কল্যাণকারিণী গাভী দুগ্ধদোহন করিতে দিত না এবং কোন কন্যা বিবাহ করিত না॥ ৩৭

যদি দণ্ড মর্য্যাদাকে রক্ষা না করিত, তবে চারিদিকেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ হইয়া যাইত, সমস্ত মর্য্যাদা (নিয়ম-শৃঙ্খলা) নষ্ট হইত এবং মানুষ ইহা জানিতে পারিত না যে, কোন বস্তু আমার ও কোন বস্তু আমার নহে॥ ৩৮

ন সংবৎসরসত্রাণি তিষ্ঠেয়ুরকুতোভয়াঃ।
বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৯
চরেয়ুর্নাশ্রমে ধর্মং যথোক্তং বিধিমাশ্রিতাঃ।
ন বিদ্যাং প্রাপ্নুয়াৎ কশ্চিদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৪০
ন চোষ্ট্রা ন বলীবর্দা নাশ্বাশ্বতরগর্দভাঃ।
যুক্তা বহেয়ুর্যানানি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪১
ন প্রেষ্যা বচনং কুর্য্যুর্ন বালা জাতু কর্হিচিৎ।
ন তিষ্ঠেদ্ যুবতী ধর্মে যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪২
দণ্ডে স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বা ভয়ং দণ্ডে বিদুর্বুধাঃ।
দণ্ডে স্বর্গো মনুষ্যাণাং লোকোঽয়ং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৩
ন তত্র কূটং পাপং বা বঞ্চনা বাপি দৃশ্যতে।
যত্র দণ্ডঃ সুবিহিতশ্চরত্যরিবিনাশনঃ ॥ ৪৪
হবিঃ শ্বা প্রলিহেদ্ দৃষ্ট্বা দণ্ডশ্চেন্নোদ্যতো ভবেৎ।
হরেৎ কাকঃ পুরোডাশং যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪৫
যদীদং ধর্মতো রাজ্যং বিহিতং যদ্যধর্মতঃ।
কার্য্যস্তত্র ন শোকো বৈ ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ যজস্ব চ ॥৪৬
সুখেন ধর্মং শ্রীমন্তশ্চরন্তি শুচিবাসসঃ।
সংবর্ষন্তঃ ফলৈর্দানৈর্ভুঞ্জানাশ্চান্নমুত্তমম্ ।। ৪৭
অর্থে সর্বে সমারম্ভাঃ সমায়ত্তা ন সংশয়ঃ।
স চ দণ্ডে সমায়ত্তঃ পশ্য দণ্ডস্য গৌরবম্ ॥ ৪৮
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
অহিংসা সাধুহিংসেতি শ্রেয়ান্ ধর্মপরিগ্রহঃ ॥৪৯
নাত্যন্তং গুণবৎ কিঞ্চিন্ন চাপ্যত্যন্তনির্গুণম্।
উভয়ং সর্বকার্য্যেষু দৃশ্যতে সাধ্বসাধু বা ॥ ৫০
পশূনাং বৃষণং ছিত্ত্বা ততো ভিন্দন্তি মস্তকম্।
বহন্তি বহবো ভারান্ বধ্নন্তি দময়ন্তি চ ॥ ৫১

যদি দণ্ড ধর্ম্মকে রক্ষা না করিত, তবে বিধি অনুসারে দক্ষিণা-সম্বলিত সংবৎসরসাধ্য যজ্ঞসকলও থাকিত না ॥৩৯

যদি দণ্ড মর্য্যাদাকে পালন না করিত, তবে কোন ব্যক্তিই আশ্রমসকলে (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এই চার আশ্রমে) থাকিয়া বিধি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম পালন করিত না এবং কেহ বিদ্যাশিক্ষাও করিত না ॥ ৪০

যদি দণ্ড কর্ত্তব্যের পালন না করিত, তবে উষ্ট্র (উট), বলীবর্দ্দ (বলদ), অশ্ব, খচ্চর ও গাধাকে যানে যোজিত করিলেও তাহারা উহা বহন করিত না ॥ ৪১

যদি দণ্ড ধর্ম ও কর্ত্তব্য পালন না করিত, তবে সেবক প্রভুর কথা মানিত না, বালকগণ পিতা-মাতার আদেশ পালন করিত না এবং যুবতী স্ত্রীও নিজ সতী ধর্ম্মে অবস্থান করিত না ॥ ৪২

দণ্ডেই সমস্ত প্রজাগণ স্থির থাকে এবং দণ্ডে ভয় উৎপন্ন হয়—ইহা জ্ঞানী পুরুষগণ মনে করেন। মনুষ্যদিগের ইহলোক ও স্বর্গলোক সবই দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৩

যে স্থানে শত্রুগণের বিনাশকারী দণ্ড যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, সে স্থানে ছলনাকারী, পাপী কিংবা বঞ্চককে দেখা যায় না ॥ ৪৪

যদি দণ্ড ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত না থাকিত, তবে কুকুর হবিষ্য দেখিয়াই লেহন করিত (চাটিত) এবং যদি দণ্ড রক্ষা না করিত, তবে কাক যজ্ঞের পুরোডাশ লইয়া পলাইত ॥ ৪৫

এই রাজ্য ধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা অধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেজন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি ভোগসকল উপভোগ করুন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করুন ॥ ৪৬

শুদ্ধ বস্ত্রধারী ধনবান্ পুরুষ সুখের সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন ও উত্তম অন্নসমূহ ভোজন করিতে করিতে ফল এবং দানসকল বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমস্ত কার্য্যই ধনের অধীন, আর এই ধন দণ্ডের অধীন। দেখুন, দণ্ডের কিরূপ মহিমা? ৪৮

লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বথা হিংসা করা না হউক বা দুষ্টের প্রতি হিংসা করা হউক, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে পর যাহার দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষিত হয়, উহাকে শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলা হইয়াছে ॥ ৪৯*

জগতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহাতে কেবল সর্ব্বাধিক গুণই আছে। আবার এরূপ বস্তুও দেখা যায় না, যাহাতে কোনরূপ গুণই নাই। সমস্ত কার্য্যমধ্যেই সৎ কিংবা অসৎ উভয়ই দেখা যায় ॥ ৫০

বহু মানুষ পশুগণের অণ্ডকোষ ছেদন করত তাহাদের মস্তকে উত্থিত দুই শৃঙ্গও বিদীর্ণ করিয়া থাকে, যাহাতে উহা অধিক বর্দ্ধিত হইতে না পারে। তারপর তাহাদের দ্বারা ভার বহন করে, তাহাদের বাঁধিয়া রাখে এবং নূতন বৎসদিগকে যানে

---

*যদি গোশালায় বাঘ আসে, তবে তাহাকে বধ করা উচিত; কারণ, সেই বাঘের দ্বারা বহু গরু নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব 'আর্ত্তরক্ষা' রূপ ধর্ম্মপালনের জন্য হিংস্র প্রাণীর বধ শ্রেয়স্কর হইবে।

এবং পর্য্যাকুলে লোকে বিতথৈর্জ্জর্জরীকৃতে।
তৈস্তৈর্ন্যায়ৈর্মহারাজ পুরাণং ধর্ম্মমাচর॥ ৫২
যজ্ঞ দেহি প্রজাং রক্ষ ধর্ম্মং সমনুপালয়।
অমিত্রান্ জহি কৌন্তেয় মিত্রাণি পরিপালয়॥ ৫৩
মা চ তে নিঘ্নতঃ শত্রূন্ মন্যুর্ভবতু পার্থিব।
ন তত্র কিল্বিষং কিঞ্চিৎ কর্তুর্ভবতি ভারত॥ ৫৪
আততায়ী হি যো হন্যাদাততায়িনমাগতম্।
ন তেন ভ্রূণহা স স্যান্মন্যুস্তং মন্যুমার্চ্ছতি॥ ৫৫
অবধ্যঃ সর্বভূতানামন্তরাত্মা ন সংশয়ঃ।
অবধ্যে চাত্মনি কথং বধ্যো ভবতি কস্যচিৎ॥ ৫৬
যথা হি পুরুষঃ শালাং পুনঃ সম্প্রবিশেন্নবাম্।
এবং জীবঃ শরীরাণি তানি তানি প্রপদ্যতে॥ ৫৭
দেহান্ পুরাণানুৎসৃজ্য নবান্ সম্প্রতিপদ্যতে।
এবং মৃত্যুমুখং প্রাহুর্জনা যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫

যোজিত করিয়া তাহাদের দমন করে—তাহাদের দুর্দান্ত ভাব শান্ত করাইয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস করাইয়া থাকে॥ ৫১

মহারাজ! এইরূপ সম্পূর্ণ জগৎ মিথ্যা ব্যবহারে আকুল ও দণ্ডের দ্বারা জর্জরিত হইয়া থাকে। আপনিও সেই প্রসিদ্ধ ন্যায়-সমূহ অনুসরণ করত সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করুন॥ ৫২

যজ্ঞ করুন, দান করুন, প্রজাদের রক্ষা করুন এবং নিরন্তর ধর্ম্মপালন করিতে থাকুন। কুন্তীনন্দন! আপনি শত্রুদের বধ ও মিত্রদের পালন করুন॥ ৫৩

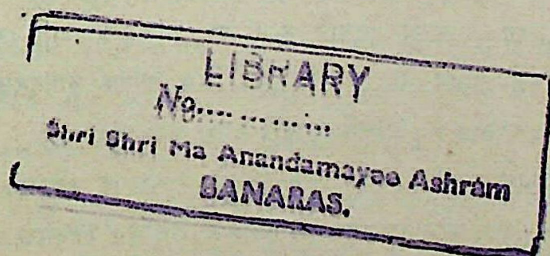
রাজন্! শত্রুদের বধ করিবার সময় আপনার মনে কোনরূপ দীনতা আসা উচিত নয়; কারণ, হে ভারত! শত্রুদের বধ করিলে বধকর্ত্তার কোন পাপ হয় না॥ ৫৪

যে হস্তে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বধ করিতে আসে, সেই আততায়ীকে যিনি স্বয়ং আততায়ী হইয়া বধ করেন, ইহাতে তাঁহার ভ্রূণহত্যার পাপ হয় না; কারণ, হত্যা করিবার জন্য উপস্থিত সেই মানুষের ক্রোধই বধকর্ত্তার মনে ক্রোধের উদ্রেক করিয়া থাকে॥ ৫৫

সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা অবধ্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যখন আত্মাকে বধ করিতে পারা যায় না, তখন সে কাহারও বধ্য কিরূপে হইবে? ৫৬

যেরূপ মনুষ্য বারংবার নব নব গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করে। পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করত জীব নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ ইহাকেই মৃত্যুর মুখ বলিয়া উল্লেখ করেন॥ ৫৭-৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।



ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেনেন প্রাপ্ত-দুঃখানাং কথা· স্মারয়িত্বা মোহং পরিত্যজ্য মনশ্চ বশীভূতং কৃত্বা রাজ্যং শাসিতুং যুধিষ্ঠিরায় প্রেরণাদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ ।
ধৈর্য্যমাস্থায় তেজস্বী জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥ ১

রাজন্ বিদিতধর্ম্মোঽসি ন তেঽস্ত্যবিদিত কচিৎ ।
উপশিক্ষাম তে বৃত্তং সদৈব ন চ শক্নুমঃ ॥ ২

ন বক্ষ্যামি ন বক্ষ্যামীত্যেবং মে মনসি স্থিতম্ ।
অতিদুঃখাত্তু বক্ষ্যামি তন্নিবোধ জনাধিপ ॥ ৩

ভবতঃ সম্প্রমোহেন সর্বং সংশয়িতং কৃতম্ ।
বিক্লবত্বঞ্চ নঃ প্রাপ্তমবলত্বং তথৈব চ ॥ ৪

কথং হি রাজা লোকস্য সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
মোহমাপদ্যসে দৈন্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা ॥ ৫

অগতিশ্চ গতিশ্চৈব লোকস্য বিদিতা তব ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ ন তেঽস্ত্যবিদিতং প্রভো ॥ ৬

এবং গতে মহারাজ রাজ্যং প্রতি জনাধিপ ।
হেতুমত্র প্রবক্ষ্যামি তমিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৭

দ্বিবিধো জায়তে ব্যাধিঃ শারীরো মানসস্তথা ।
পরস্পরং তয়োর্জন্ম নির্দ্বন্দ্বং নোপলভ্যতে ॥৮

শারীরাজ্জায়তে ব্যাধির্মানসো নাত্র সংশয়ঃ ।
মানসাজ্জায়তে বাপি শারীর ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯

শারীরং মানসং দুঃখং যোঽতীতমনুশোচতি ।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ চ বিন্দতি ॥ ১০

শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজা গুণাঃ ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ ১১

তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে ।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায় ।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত দুঃখসকলের কথা স্মরণ করাইয়া মোহ ত্যাগ করত মনকে বশীভূত করিয়া রাজ্য শাসন এবং যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণা দান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! অর্জুনের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অমর্ষশীল তেজস্বী ভীমসেন ধৈর্য্য ধারণ করত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

রাজন্ ! আপনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই ! আমরা সকলে আপনার নিকট হইতে সর্ব্বদা সদাচারের শিক্ষা পাইয়া থাকি। আমরা আপনাকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে পারি না ॥ ২

জনেশ্বর ! আমি বহুবার মনে এই নিশ্চয় করিয়াছি যে, এখন কিছু বলিব না, বলিব না; কিন্তু অধিক দুঃখবশতঃ বলিতে হইতেছে। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩

আপনার এই মোহে সব কিছুই সংশয়াপন্ন হইয়াছে। আমাদের দেহে মনে ব্যাকুলতা ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে ॥৪

আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও এই জগতের রাজা হইয়া কেন কাপুরুষের ন্যায় দীনতাবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন ? ৫

সংসারের গতি ও অগতি এই উভয়েরই জ্ঞান আপনার রহিয়াছে। প্রভো ! আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কিছুই অবিদিত নাই ॥ ৬

মহারাজ ! জনেশ্বর ! এরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে কারণ আছে, উহা আমি বলিতেছি। আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৭

মানুষের দুই প্রকার ব্যাধি আছে। এক শারীরিক, অপর মানসিক। এই উভয়ের উৎপত্তিও পরস্পরের সাহায্যেই হইয়া থাকে। এককে পরিত্যাগ করিয়া অপরের উৎপত্তি অসম্ভব। ৮

কখনও শারীরিক ব্যাধি হইতে মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আবার কখনও মানসিক ব্যাধি হইতে শারীরিক ব্যাধি উদ্ভব হয়—ইহা নিশ্চয় আছে। ৯

যে মানুষ অতিক্রান্ত মানসিক অথবা শারীরিক দুঃখের জন্য বারংবার শোক করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখ লাভ করে। সেইজন্য তাহাকে দুইটি দুইটি করিয়া অনর্থ ভোগ করিতে হয় ॥ ১০

শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ু (কফ, পিত্ত ও বাত) এই তিনটি শারীরিক গুণ। এই গুণসকলের যে সাম্যাবস্থা, উহাই সুস্থতার লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১

এই তিনের মধ্যে যদি কাহারও আধিক্য দেখা যায়, তবে তাহার চিকিৎসার বিষয় বলা হইয়াছে। উষ্ণ দ্রব্যের দ্বারা শীত এবং শীত বস্তুর দ্বারা উষ্ণের নিবারণ হয় ॥ ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি মানসাঃ স্যুস্ত্রয়ো গুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ ১৩
তেষামন্যতমোৎসেকে বিধানমুপদিশ্যতে।
হর্ষেণ বাধ্যতে শোকো হর্ষঃ শোকেন বাধ্যতে ॥ ১৪
কশ্চিৎ সুখে বর্তমানো দুঃখস্য স্মর্তুমিচ্ছতি।
কশ্চিদ্ দুঃখে বর্তমানঃ সুখস্য স্মর্তুমিচ্ছতি ॥ ১৫
স ত্বং ন দুঃখী দুঃখস্য ন সুখী চ সুখস্য বা।
ন দুঃখী সুখজাতস্য ন সুখী দুঃখজস্য বা ॥ ১৬
স্মর্তুমিচ্ছসি কৌরব্য দিষ্টং হি বলবত্তরম্
অথবা তে স্বভাবোঽয়ং যেন পার্থিব ক্লিশ্যসে ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা সভাগতাং কৃষ্ণামেকবস্ত্রাং রজস্বলাম্।
মিষতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ন তস্য স্মর্তুমর্হসি ॥ ১৮
প্রব্রাজনঞ্চ নগরাদজিনৈশ্চ বিবাসনম্।
মহারণ্যনিবাসশ্চ ন তস্য স্মর্তুমর্হসি ॥ ১৯

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি মানসিক গুণ। এই তিনের যে সম অবস্থায় অবস্থান, উহাকে মানসিক স্বস্থতার লক্ষণ বলা হইয়াছে ॥ ১৩

ইহাদের কোন একের বৃদ্ধি হইলে পর তাহার উপশমের উপায় বলিতেছি। হর্ষের (সত্ত্বের) দ্বারা শোকের (রজোগুণের) নিবারণ হয় এবং শোকের দ্বারা হর্ষের নিবৃত্তি হয় ॥ ১৪

কেহ সুখে থাকিয়া দুঃখের কথা স্মরণ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং কেহ দুঃখে থাকিয়া সুখের বিষয় স্মরণ করিতে অভিলাষী হয় ॥ ১৫

কুরুনন্দন! কিন্তু আপনি দুঃখী হইয়া দুঃখের, সুখী না হইয়াই সুখের, দুঃখজনক অবস্থায় না থাকিয়া সুখোৎপন্ন বিষয়ের এবং সুখকর অবস্থায় না থাকিয়া দুঃখজাত বিষয়ের স্মরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; কারণ, ভাগ্য অতিশয় প্রবল। মহারাজ! অথবা আপনার স্বভাবই হইল এইরূপ, যাহার জন্য আপনি সব সময় কেবল ক্লেশ ভোগই করিতেছেন ॥ ১৬-১৭

কৌরব-সভায় পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই একবস্ত্রপরিহিতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে আনা হইয়াছিল, তাহা আপনি দেখিয়াও স্মরণ করিতেছেন না ॥ ১৮

আপনাকে নগর হইতে বহিষ্কার করা হইল, মৃগচর্ম পরাইয়া বনবাসে পাঠান হইল এবং ঘোর বনমধ্যে আপনাকে বাস করিতে হইল, এই সব কি আপনার স্মরণযোগ্য নহে? ১৯

জটাসুরাৎ পরিক্লেশং চিত্রসেনেন চাহবম্।
সৈন্ধবাচ্চ পরিক্লেশং কথং বিস্মৃতবানসি ॥ ২০
পুনরজ্ঞাতচর্য্যায়াং কীচকেন পদা বধম্।
দ্রৌপদ্যা রাজপুত্র্যাশ্চ কথং বিস্মৃতবানসি ॥ ২১
(বলিনো হি বয়ং রাজন্ দেবৈরপি সুদুর্জয়াঃ।
কথং ভৃত্যত্বমাপন্না বিরাটনগরে স্মর ॥)
যচ্চ তে দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং যুদ্ধমাসীদরিন্দম।
মনসৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ২২
যত্র নাস্তি শরৈঃ কার্য্যং ন মিত্রৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ২৩
তস্মিন্ননির্জিতে যুদ্ধে প্রাণান্ যদি বিমোক্ষ্যসে।
অন্যং দেহং সমাস্থায় ততস্তৈরপি যোৎস্যসে ॥ ২৪
তস্মাদদ্যৈব গন্তব্যং যুধ্যস্ব ভরতর্ষভ।
পরমব্যক্তরূপস্য বক্তং ত্যক্ত্বা স্বকর্মভিঃ ॥ ২৫

জটাসুরের নিকট হইতে যে কষ্টপ্রাপ্তি হইয়াছিল, এই সব বিষয় আপনি কি করিয়া ভুলিয়া যাইলেন? ২০

পুনরায় অজ্ঞাতবাসের সময় কীচক যে আপনার সম্মুখেই রাজকুমারী দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই আঘাত আপনি কিভাবে বিস্মৃত হইলেন? ২১

(রাজন্! আমরা বলবান্, দেবগণের পক্ষেও আমরা অতিশয় দুর্জয় ছিলাম, তথাপি বিরাটনগরে আমাদের কেন দাসত্ব করিতে হইয়াছিল? আপনি তাহা স্মরণ করুন।)

শত্রুদমন নরেশ! দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সহিত যে আপনার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ অপর এক যুদ্ধ এখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আপনার একমাত্র আপনার মনের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ॥ ২২

এই যুদ্ধে বাণসমূহের প্রয়োজন নাই, মিত্রগণের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না এবং বন্ধু বান্ধবসকলেরও সহায়তার প্রয়োজন হইবে না। একাকী আপনাকেই সংগ্রাম করিতে হইবে। এরূপ যুদ্ধই আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

এই যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়াই যদি আপনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে অপর দেহ ধারণ করিয়াও আপনাকে সেই শত্রুদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সাকার শত্রুকে পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত (সূক্ষ্ম)-শত্রুমনের সহিত যুদ্ধ করিবার

তস্মিন্ননির্জ্জিতে যুদ্ধে কামবস্থাং গমিষ্যসি।
এতজ্জিত্বা মহারাজ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৬
এতাং বুদ্ধিং বিনিশ্চিত্য ভূতানামগতিং গতিম্।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে শাধি রাজ্যং যথোচিতম্ ॥ ২৭
দিষ্ট্যা দুর্য্যোধনঃ পাপো নিহতঃ সানুগো যুধি।
দ্রৌপদ্যাঃ কেশপাশস্য দিষ্ট্যা ত্বং পদবীং গতঃ ॥ ২৮
যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা।
বয়ং তে কিঙ্করাঃ পার্থ বাসুদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি ভীমবাক্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

জন্য আপনার আজই গমন করা উচিত। বিচারাদি নিজস্ব বুদ্ধিজাত কর্ম্মসকলের দ্বারা আপনি তাহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করুন ॥ ২৫

যদি যুদ্ধে আপনি আপনার মনকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে জানি না আপনি কোন অবস্থায় উপনীত হইবেন? আর যদি আপনি মনকে জয় করিতে পারেন, তবে অবশ্যই আপনি কৃতকৃত্য হইয়া যাইবেন॥ ২৬

প্রাণিগণের গমনাগমনকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বিচারধারাকে বুদ্ধিতে স্থির করত আপনি পিতা-পিতামহের আচরিত মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথোচিত রূপে রাজ্যশাসন করুন ॥ ২৭

সৌভাগ্যের কথা এই যে, পাপী দুর্য্যোধন নিজের অনুগামী সেবকগণের সহিত নিহত হইয়াছে। আর ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় যে, দুঃশাসনের হস্ত হইতে মুক্ত দ্রৌপদীর কেশগুচ্ছের ন্যায় আপনি যুদ্ধ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন ॥ ২৮

কুন্তীনন্দন! আপনি বিধি অনুসারে দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। আমরা সকল ভ্রাতা এবং পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ আপনার আজ্ঞাপালক ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনবাক্যং বিরুদ্ধ্য যুধিষ্ঠিরেণ মুনিবৃত্তের্জ্ঞানিনাং মহাত্মনাঞ্চ প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অসন্তোষঃ প্রমাদশ্চ মদো রাগোঽপ্রশান্ততা।
বলং মোহোঽভিমানশ্চাপ্যুদ্বেগশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ১
এভিঃ পাপ্মভিরাবিষ্টো রাজ্যং ত্বমভিকাঙ্ক্ষসে।
নিরামিষো বিনির্মুক্তঃ প্রশান্তঃ সুসুখী ভব ॥ ২
য ইমামখিলাং ভূমিং শিষ্যাদেকো মহীপতিঃ।
তস্যাপ্যুদরমেকং বৈ কিমিদং ত্বং প্রশংসসি ॥ ৩
নাহ্না পূরয়িতুং শক্যাং ন মাসৈর্ভরতর্ষভ।
অপূর্য্যাং পূরয়ন্নিচ্ছামায়ুষাপি ন শক্নুয়াৎ ॥ ৪
যথেদ্ধঃ প্রজ্বলত্যগ্নিরসমিদ্ধঃ প্রশাম্যতি।
অল্পাহারতয়া ত্বগ্নিং শময়ৌদর্য্যমুত্থিতম্ ॥ ৫

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের বাক্যের বিরোধিতা করিয়া যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মুনিবৃত্তি ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীমসেন! অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, রাগ, অশান্তি, বল, মোহ, অভিমান ও উদ্বেগ—এ সমস্ত পাপ তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য তুমি রাজ্যকামনা করিতেছ। সকাম কর্ম্মহীন ও বন্ধন-রহিত হইয়া তুমি সর্ব্বতো-ভাবে মুক্ত, শান্ত ও সুখী হও ॥ ১-২

যে সম্রাট্ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে একাকীই শাসন করেন, তাঁহারও একটি মাত্রই উদর; অতএব তুমি কি কারণে এই রাজ্যের প্রশংসা করিতেছ? ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ইচ্ছাকে কেহ এক দিনে বা কয়েক মাসেও পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। কেবল ইহাই নহে, সম্পূর্ণ আয়ুর দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকিলেও এই অপূরণীয় ইচ্ছাকে পূরণ করা অসম্ভব ॥ ৪

যেরূপ অগ্নিতে যতই কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হউক না কেন উহা প্রজ্বলিত হইয়া যাইবে এবং উহাতে যদি কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা না হয়, তবে অগ্নি স্বাভাবিকভাবেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অতএব তুমিও নিজের আহারকে অল্প করিয়া এই উত্থিত জঠরাগ্নিকে শান্ত কর ॥ ৫

আত্মোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু।
জয়োদরং পৃথিব্যা তে শ্রেয়ো নির্জিতয়া জিতম্ ॥ ৬
মানুষান্ কামভোগাংস্ত্বমৈশ্বর্য্যঞ্চ প্রশংসসি।
অভোগিনোঽবলাশ্চৈব যান্তি স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৭
যোগঃ ক্ষেমশ্চ রাষ্ট্রস্য ধর্মাধর্মৌ ত্বয়ি স্থিতৌ।
মুচ্যস্ব মহতো ভারাৎ ত্যাগমেবাভিসংশ্রয় ॥ ৮
একোদরকৃতে ব্যাঘ্রঃ করোতি বিঘসং বহু।
তমন্যেঽপ্যুপজীবন্তি মন্দা লোভবশা মৃগাঃ ॥ ৯
বিষয়ান্ প্রতিসংগৃহ্য সন্ন্যাসং কুরুতে যতিঃ
ন চ তুষ্যন্তি রাজানঃ পশ্য বুদ্ধ্যন্তরং যথা ॥ ১০
পত্রাহারৈরশ্মকুট্টৈর্দন্তোলূখলিকৈস্তথা।
অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ তৈরয়ং নরকো জিতঃ ॥ ১১
যস্ত্বিমাং বসুধাং কৃৎস্নাং প্রশাসেদখিলাং নৃপঃ।
তুল্যাশ্মকাঞ্চনো যশ্চ স কৃতার্থো ন পার্থিবঃ ॥ ১২
সঙ্কল্পেষু নিরারম্ভো নিরাশো নির্মমো ভব।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাব্যয়ম্ ॥ ১৩
নিরামিষা ন শোচন্তি শোচসি ত্বং কিমামিষম্।
পরিত্যজ্যামিষং সর্বং মৃষাবাদাৎ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১৪
পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ বিশ্রুতৌ।
ঈজানাঃ পিতৃযানেন দেবযানেন মোক্ষিণঃ ॥ ১৫
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ স্বাধ্যায়েন মহর্ষয়ঃ।
বিমুচ্য দেহাংস্তে যান্তি মৃত্যোরবিষয়ং গতাঃ ॥ ১৬
আমিষং বন্ধনং লোকে কর্মেহোক্তং তথামিষম্।
তাভ্যাং বিমুক্তঃ পাপাভ্যাং পদমাপ্নোতি তৎ পরম্ ॥ ১৭
অপি গাথাং পুরা গীতাং জনকেন বদন্ত্যত।
নির্দ্বন্দ্বেন বিমুক্তেন মোক্ষং সমনুপশ্যতা ॥ ১৮

অজ্ঞান মানুষ নিজের উদরের জন্য বহু হিংসার কার্য্য করিয়া থাকে; অতএব তুমিও প্রথমে তোমার উদরকে জয় কর। তারপর তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই জিত পৃথিবীর দ্বারা তুমি স্বীয় কল্যাণকেও জয় করিয়াছ ॥ ৬

ভীমসেন! তুমি মনুষ্যদিগের কামভোগ ও ঐশ্বর্য্যের অতিশয় প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাঁহারা ভোগ পরিহার করিয়া তপস্যা করিতে করিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সেই ঋষি-মুনিগণই সর্ব্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ৭

রাজ্যের যোগ ও ক্ষেম, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম সব তোমার মধ্যেই আছে। তুমি এই বিশাল ভার হইতে মুক্ত হও ও সর্বতোভাবে ত্যাগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮

ব্যাঘ্র একই উদরের জন্য বহু প্রাণীর হিংসা করিয়া থাকে, অপর লোভী ও মূর্খ পশুরা তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্ব্বাহ করে ॥ ৯

যত্নশীল সাধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তিনি সন্তোষ লাভ করেন; কিন্তু বিষয়ভোগ-সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী রাজারা কখনও সন্তুষ্ট হন্ না। দেখ, ইঁহাদের উভয়ের বুদ্ধিতে কিরূপ পার্থক্য আছে ॥ ১০

যাঁহারা পত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন, যাঁহারা প্রস্তরে পেষণ করিয়া অথবা দন্তসমূহের দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করেন এবং যাঁহারা জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়াই জীবিত থাকেন, সেই তপস্বী পুরুষগণই এই নরককে জয় করিতে পারেন ॥ ১১

যে রাজা এই সমগ্র ভূমণ্ডল শাসন করেন এবং যিনি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তর ও স্বর্ণকে সমজ্ঞান করেন,—এই উভয়ের মধ্যে সেই ত্যাগী মুনিই কৃতার্থ হইয়া যান, রাজা কৃতার্থ হন্ না ॥

নিজের মনোবাসনানুযায়ী মহৎ কার্য্যসকল আরম্ভ করিও না, আশা ও মমতা রাখিও না এবং সেই শোকরহিত পদ আশ্রয় কর, যাহা ইহলোক ও পরলোকেও অক্ষয় হইয়া থাকিবে ॥ ১২-১৩

যাঁহারা ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শোক করেন না। তুমি কেন ভোগসমূহের চিন্তা করিতেছ? সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিলে পর তুমি মিথ্যাবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ১৪

দেবযান ও পিতৃযান—এই দুই পরলোকের প্রসিদ্ধ মার্গ। যাঁহারা সকাম যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিতৃযানে গমন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা মোক্ষের অধিকারী, তাঁহারা দেবযান মার্গে গমন করেন ॥ ১৫

মহর্ষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাধ্যায়ের (বেদপাঠের) বলে দেহত্যাগের পর এরূপ লোকে উপনীত হন্, যেস্থানে মৃত্যুর প্রবেশ নাই অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৬

এ জগতে মমতা ও আসক্তির বন্ধনকে আমিষ বলা হইয়াছে। সকাম কর্ম্মকেও আমিষ বলে। এই দুই আমিষ-স্বরূপ পাপ হইতে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৭

এ বিষয়ে পুরাকালে রাজা জনক কর্ত্তৃক কথিত এক গাথা মহাত্মাগণ উল্লেখ করেন। রাজা জনক সমস্ত দ্বন্দ্বরহিত ও

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন ॥ ১৯
প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচন্ শোচতো জনান্।
জগতীস্থানিবাদ্রিস্থো মন্দবুদ্ধীনবেক্ষতে ॥ ২০
দৃশ্যং পশ্যতি যঃ পশ্যন্ স চক্ষুষ্মান্ স বুদ্ধিমান্।
অজ্ঞাতানাঞ্চ বিজ্ঞানাৎ সম্বোধাদ্ বুদ্ধিরুচ্যতে ॥ ২১
যস্তু বাচং বিজানাতি বহুমানমিয়াৎ স বৈ।
ব্রহ্মভাবপ্রপন্নানাং বৈদ্যানাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২২
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ২৩
তে জনাস্তাং গতিং যান্তি নাবিদ্বাংসোঽল্পচেতসঃ।
নাবুদ্ধয়ো নাতপসঃ সর্বং বুদ্ধৌ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি মোক্ষস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন ॥ ১৮

(তাঁহার সেই গাথা এইরূপ—) অপরের দৃষ্টিতে আমার নিকট বহু ধন রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের মধ্যে আমার কিছুই নাই। সমগ্র মিথিলা যদি অগ্নিদগ্ধ হইয়াও যায়, তবে আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না ॥ ১৯

যেরূপ পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত মানুষ পৃথিবীতে স্থিত প্রাণিগণকে কেবল দেখিতে থাকে, তাহাদের পরিস্থিতিতে কোনরূপ প্রভাবিত হয় না, সেইরূপ বুদ্ধির অট্টালিকায় আরূঢ় মানুষ শোককারী মনুষ্যদিগকে কেবল দেখিতেই থাকেন, তাহাদের ন্যায় স্বয়ং দুঃখিত হন্ না ॥ ২০

যিনি স্বয়ং দ্রষ্টারূপে পৃথক্ থাকিয়া এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে দর্শন করেন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন, তিনিই চক্ষুষ্মান্ ও তিনিই বুদ্ধিমান্! অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন করে বলিয়া দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু ও অজ্ঞাততত্ত্বসকলের জ্ঞান এবং সম্যক্ বোধের কারণ অন্তঃকরণেরই এক বৃত্তির নাম বুদ্ধি ॥ ২১

যে ব্যক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধাত্মা বিদ্বান্‌গণের ন্যায় বাক্য বলিতে জানেন, তাঁহার নিজের জ্ঞানের উপর অতিশয় অভিমান হইয়া থাকে (যেরূপ তুমি) ॥ ২২

যখন মানুষ প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা একমাত্র পরমাত্মাতেই স্থিত বলিয়া দর্শন করেন এবং সেই পরমাত্মা হইতেই সমস্ত ভূতগণের বিস্তার হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩

বুদ্ধিমান ও তপস্বী মহাত্মাগণই এই গতি প্রাপ্ত হন্। যাহারা অজ্ঞান, মন্দবুদ্ধি, শুদ্ধবুদ্ধিহীন ও তপস্যাশূন্য, তাহারা নহেন; কারণ, সব কিছু বুদ্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞো জনকস্য রাজ্ঞ্যাশ্চ দৃষ্টান্তং প্রদায়ার্জুনেন সন্ন্যাসগ্রহণতো যুধিষ্ঠিরস্য নিবারণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তূষ্ণীভূতং তু রাজানং পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।
সন্তপ্তঃ শোক-দুঃখাভ্যাং রাজবাক্‌শল্যপীড়িতঃ ॥ ১

অর্জুন উবাচ।

কথয়ন্তি পুরাবৃত্তমিতিহাসমিমং জনাঃ।
বিদেহরাজ্ঞঃ সংবাদং ভার্য্যয়া সহ ভারত ॥ ২
উৎসৃজ্য রাজ্যং ভিক্ষার্থং কৃতবুদ্ধিং নরেশ্বরম্।
বিদেহরাজমহিষী দুঃখিতা যদভাষত ॥ ৩
ধনান্যপত্যং দারাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
পন্থানং পাবকং হিত্বা জনকো মৌঢ্যমাস্থিতঃ ॥ ৪
তং দদর্শ প্রিয়া ভার্য্যা ভৈক্ষ্যবৃত্তিমকিঞ্চনম্।
ধানামুষ্টিমুপাসীনং নিরীহং গতমৎসরম্ ॥ ৫
তমুবাচ সমাগত্য ভর্তারমকুতোভয়ম্।
কাপালীং বৃত্তিমাস্থায় ধানামুষ্টির্ন তে বরঃ ॥ ৭
প্রতিজ্ঞা তেঽন্যথা রাজন্ বিচেষ্টা চান্যথা তব।
যদ্ রাজ্যং মহদুৎসৃজ্য স্বল্পে তুষ্যসি পার্থিব ॥ ৮
নৈতেনাতিথয়ো রাজন্ দেবর্ষি পিতরস্তথা।
অদ্য শক্যাস্ত্বয়া ভর্তুং মোঘস্তেঽয়ং পরিশ্রমঃ ॥ ৯
দেবতাতিথিভিশ্চৈব পিতৃভিশ্চৈব পার্থিব।
সর্বৈরেতৈঃ পরিত্যক্তঃ পরিব্রজসি নিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ১০
যস্ত্বং ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাং সহস্রশঃ।
ভর্তা ভূত্বা চ লোকস্য সোঽদ্য তৈর্ভৃতিমিচ্ছসি ॥ ১১
শ্রিয়ং হিত্বা প্রদীপ্তাং ত্বং শ্ববৎ সম্প্রতিবীক্ষ্যসে।
অপুত্রা জননী তেঽদ্য কৌশল্যা চাপতিস্ত্বয়া ॥ ১২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক রাজা জনক ও রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়া যুধিষ্ঠিরকে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে নিবৃত্তিকরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন, তখন রাজার বাক্যবাণে পীড়িত, শোকে ও দুঃখে সন্তপ্ত অর্জুন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন। ১

অর্জুন বলিলেন,—হে ভারত! সকল মানুষ বিদেহরাজ জনক ও তাঁহার ভার্য্যার সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকে ॥ ২

একসময় রাজা জনকও রাজ্য পরিত্যাগ করত ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় বিদেহরাজের ভার্য্যা দুঃখিতা হইয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩

একদিন রাজা জনকের মূঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি ধন, সন্তান, স্ত্রী, নানাপ্রকার রত্ন, সনাতন মার্গ ও অগ্নিহোত্রকেও ত্যাগ করত অকিঞ্চন (নিঃস্ব) হইয়া যাইলেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিলেন এবং এক এক মুষ্টি খই ভক্ষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ববিধ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে কাহারও প্রতি কোনরূপ ঈর্ষ্যাভাব ছিল না। এইরূপ নির্ভয় অবস্থায় উপনীত নিজ স্বামীকে তাঁহার ভার্য্যা দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট গমন করত কুপিতা হইয়া মনস্বিনী ও প্রিয়া রাণী নির্জনে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥৪-৬

রাজন্! স্বীয় ধনধান্যসম্পন্ন রাজ্য পরিত্যাগ করত ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনি কেন গ্রহণ করিলেন? এই এক মুষ্টি শস্যের আশা করা আপনার শোভা পায় না? ৭

হে রাজন্! আপনার প্রতিজ্ঞা ত' অন্যরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান আপনার কার্য্যকলাপ আবার অন্যরূপ দেখা যাইতেছে। ভূপাল! নিজের বিশালরাজ্য পরিহার করিয়া অল্প বস্তুতেই আপনি সন্তোষ লাভ করিতেছেন ॥ ৮

রাজন্! এই মুষ্টিপূর্ণ শস্যের দ্বারা আপনি পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং অতিথিদিগকে ভরণ পোষণ করিতে পারিবেন না, অতএব আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে ॥ ৯

ভূপাল! আপনি সমস্ত দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অকর্মণ্য অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতেছেন ॥১০

তিন বেদেই বিশেষ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে এবং এই সম্পূর্ণ জগৎকে ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াও আজ আপনি তাহাদেরই দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ইচ্ছুক হইয়াছেন ॥ ১১

এই সমৃদ্ধিপূর্ণা রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করত আজ আপনি দ্বারে দ্বারে খাদ্যের আশায় পরিভ্রমণকারী কুকুরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আজ আপনি জীবিত থাকিতেও আপনার মাতা

অমী চ ধর্মকামাস্ত্বাং ক্ষত্রিয়াঃ পর্য্যুপাসতে।
ত্বদাশামভিকাঙ্ক্ষন্তঃ কৃপণাঃ ফলহেতুকাঃ ॥ ১৩
তাংশ্চ ত্বং বিফলান্ কুর্বন্ কং নু লোকং গমিষ্যসি।
রাজন্ সংশয়িতে মোক্ষে পরতন্ত্রেষু দেহিষু ॥ ১৪
নৈব তেঽস্তি পরো লোকো নাপরঃ পাপকর্মণঃ।
ধর্ম্যান্ দারান্ পরিত্যজ্য যস্ত্বমিচ্ছসি জীবিতুম্ ॥১৫
স্রজো গন্ধানলঙ্কারান্ বাসাংসি বিবিধানি চ।
কিমর্থমভিসন্ত্যজ্য পরিব্রজসি নিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ১৬
নিপানং সর্বভূতানাং ভূত্বা ত্বং পাবনং মহৎ।
আঢ্যো বনস্পতির্ভূত্বা সোঽন্যাংস্ত্বং পর্য্যুপাসসে ॥১৭
খাদন্তি হস্তিনং ন্যাসৈঃ ক্রব্যাদা বহবোঽপ্যুত।
বহবঃ কৃময়শ্চৈব কিং পুনস্ত্বামনর্থকম্ ॥ ১৮
য ইমাং কুণ্ডিকাং ভিন্দ্যাৎ ত্রিবিষ্টব্ধঞ্চ যো হরেৎ।
বাসশ্চাপি হরেৎ তস্মিন্ কথং তে মানসং ভবেৎ ॥ ১৯
যস্ত্বয়ং সর্বমুৎসৃজ্য ধানামুষ্টৈরনুগ্রহঃ।
যদানেন সমং সর্বং কিমিদং হ্যবসীয়সে ॥ ২০
ধানামুষ্টৈরিহার্থশ্চেৎ প্রতিজ্ঞা তে বিনশ্যতি।
কা বাহং তব কো মে ত্বং কশ্চ তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ২১
প্রশাধি পৃথিবীং রাজন্ যদি তেঽনুগ্রহো ভবেৎ।
প্রসাদং শয়নং যানং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ২২
শ্রিয়া বিহীনৈরধনৈস্ত্যক্তমিত্রৈরকিঞ্চনৈঃ।
সৌখিকৈঃ সম্ভৃতানর্থান্ যঃ সন্ত্যজতি কিং নু তৎ ॥২৩

পুত্রহীনা হইয়া যাইবেন ও এই অভাগিনী কোশলরাজনন্দিনী আমি পতিহীনার ন্যায় হইয়া যাইব ॥ ১২

এই যে সব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কামনা করিয়া আপনার সেবায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আপনার নিকট বহু কিছু আশা করেন। এই সব দীন ক্ষত্রিয়গণের এখন সেবার ফল লাভ আবশ্যক ॥ ১৩

রাজন্! মোক্ষপ্রাপ্তি সংশয়াস্পদ এবং প্রাণীরা প্রারব্ধের অধীন, এরূপ অবস্থায় এই অর্থার্থী সেবকগণকে যদি আপনি বিফলমনোরথ করিয়া দেন, তবে জানি না—ইঁহারা কোন লোকে গমন করিবেন ॥ ১৪

আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যে একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহাতে আপনি পাপকর্ম্মকারী হইয়াছেন; অতএব আপনার পক্ষে না ইহলোক সুখপ্রদ হইবে এবং না পরলোক সুখকর হইবে ॥ ১৫

আপনি আমাকে বলুন—এই সুন্দর সুন্দর মাল্য, সুগন্ধিত পদার্থ, আভরণ ও বিবিধ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত কিজন্য কর্ম্মহীন হইয়া গৃহত্যাগ করিতেছেন? ১৬

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে এক পবিত্র বিশাল জলাশয় তুল্য ছিলেন, সকলেই আপনার নিকট নিজ নিজ পিপাসার শান্তির জন্য আসিত। আপনি ফলপূর্ণ বৃক্ষসদৃশ ছিলেন, ইহাতে কত প্রাণীর ক্ষুধার শান্তি হইত, কিন্তু সেই আপনিই এখন (ক্ষুধা-পিপাসার শান্তির জন্য) অন্যদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন ॥ ১৭

যদি হাতীও সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্থানে পতিত হয়, তবে মাংসভক্ষী জীব-জন্তুগণ এবং বহু কৃমি কীটে তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; সেস্থলে সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থহীন আপনাকে যে তাহারা ভক্ষণ করিবে না এ বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১৮

যদি কেহ আপনার এই কমণ্ডলুকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়, ত্রিদণ্ড লইয়া পলায়ন করে এবং বস্ত্র অপহরণ করিয়া থাকে, তবে আপনার সেই সময় মনের অবস্থা কিরূপ হইবে? ১৯

যদি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াও আপনি এক মুষ্টি শস্য সংগ্রহের জন্য অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী হন্, তবে রাজ্যাদি অন্য সব বস্তুসকলও ত' ইহারই সমান, তাহা হইলে আপনার এই রাজ্যত্যাগের বিশেষতা কি? ২০

যদি মুষ্টিপরিমিত শস্যেরও আপনার আবশ্যকতা থাকিয়া যায়, তবে সব কিছু পরিত্যাগ করিবার যে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। (আর সর্ব্বত্যাগী হইয়া যাইলে পর) আমি আপনার কে, আপনিই বা আমার কে এবং আমার উপর আপনার অনুগ্রহই কি? ২১

রাজন্! যদি আপনার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে এই পৃথিবীকে শাসন করুন এবং রাজপ্রাসাদ, শয্যা, যান, বস্ত্র ও আভরণসমূহ উপভোগ করুন ॥ ২২

শ্রীহীন, নির্ধন. মিত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অকিঞ্চন এবং সুখের অভিলাষী ব্যক্তিগণের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বস্তুতে পরিপূর্ণ রাজলক্ষ্মীকে যে আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহাতে আপনার কি লাভ হইবে? ২৩

যোঽত্যন্তং প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ যশ্চ দদ্যাৎ সদৈব হি।
তয়োস্ত্বমন্তরং বিদ্ধি শ্রেয়াংস্তাভ্যাং ক উচ্যতে ॥ ২৪
সদৈব যাচমানেষু তথা দম্ভান্বিতেষু চ।
এতেষু দক্ষিণা দত্তা দাবাগ্নাবিব দুহুর্তম্ ॥ ২৫
জাতবেদা যথা রাজন্ নাদগ্ধ্বৈবোপশাম্যতি।
সদৈব যাচমানো হি তথা শাম্যতি ন দ্বিজঃ ॥ ২৬
সতাং বৈ দদতোঽন্নঞ্চ লোকেঽস্মিন্ প্রকৃতির্ধ্রুবা।
ন চেদ্ রাজা ভবেদ্ দাতা কুতঃ স্যুর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৭
অন্নাদ্ গৃহস্থা লোকেঽস্মিন্ ভিক্ষবস্তথৈব চ।
অন্নাৎ প্রাণঃ প্রভবতি অন্নদঃ প্রাণদো ভবেৎ ॥ ২৮
গৃহস্থেভ্যোঽপি নির্মুক্তা গৃহস্থানেব সংশ্রিতাঃ।
প্রভবঞ্চ প্রতিষ্ঠাঞ্চ দান্তা বিন্দন্ত আসতে ॥ ২৯

ত্যাগান্ন ভিক্ষুকং বিদ্যান্ন মৌঢ্যান্ন চ যাচনাৎ।
ঋজুস্তু যোঽর্থং ত্যজতি ন সুখং বিদ্ধি ভিক্ষুকম্ ॥ ৩০
অসক্তঃ সক্তবদ্ গচ্ছন্ নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ স বৈ মুক্তো মহীপতে ॥ ৩১
পরিব্রজন্তি দানার্থং মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
সিতা বহুবিধৈঃ পাশৈঃ সংচিন্বন্তো বৃথামিষম্ ॥ ৩২
ত্রয়ীঞ্চ নাম বার্তাঞ্চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্ ব্রজন্তি যে।
ত্রিবিষ্টব্ধঞ্চ বাসশ্চ প্রতিগৃহ্ণন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩
অনিকষায়ে কাষায়মীহার্থমিতি বিদ্ধি তম্।
ধর্মধ্বজানাং মুণ্ডানাং বৃত্ত্যর্থমিতি মে মিতিঃ ॥ ৩৪
কাষায়ৈরজিনৈশ্চীরৈর্নগ্নান্ মুণ্ডান্ জটাধরান্।
বিভ্রৎ সাধূন্ মহারাজ জয় লোকান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ করে (ভিক্ষা গ্রহণ করে) এবং যে সর্ব্বদা স্বয়ংই দান করে, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ও ইহাদের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহা আপনি বুঝিবার চেষ্টা করুন ॥২৪

সর্ব্বদাই যাচ্ঞাকারী ও দম্ভপরায়ণ পুরুষকে প্রদত্ত দক্ষিণা দাবানলে প্রদত্ত আহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৫

রাজন্! যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মীভূত না করিয়া অগ্নি শান্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বদাই যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ (যাচ্ঞার শেষ করিতে না পারিলে) কখনও শান্ত হইতে সমর্থ হন্ না ॥ ২৬

এই জগতে দাতার অন্নই সৎপুরুষগণের জীবিকার নিশ্চিত আশ্রয় স্থল। যদি দাতা রাজা না থাকেন, তবে মোক্ষাভিলাষী সাধু সন্ন্যাসিগণ কি ভাবে জীবন ধারণ করিবেন? ২৭

এই জগতে অন্ন হইতেই গৃহস্থগণের এবং গৃহস্থদের নিকট হইতে ভিক্ষুকসকলের জীবন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অন্নের দ্বারা প্রাণশক্তির বিকাশ হয়, অতএব অন্নদাতাই হইলেন প্রাণদাতা ॥ ২৮

জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থ-আশ্রম হইতে পৃথক্ থাকিয়াও গৃহস্থগণেরই আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন। এই গৃহস্থ হইতেই তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং গৃহস্থ আশ্রমেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

কেবল ত্যাগের দ্বারাই কাহাকেও ভিক্ষুক বলিয়া জানা যায় না, মূর্খতাবশতঃ গৃহ ত্যাগ করিলেও তাহাকে ভিক্ষুক বলা চলে না এবং ভিক্ষা করিতে থাকিলেও ভিক্ষুক বলিতে পারা যায় না। যিনি সরলভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন এবং সুখভোগে আসক্ত হন্ না, তাঁহাকেই ভিক্ষুক বলিয়া জানিবেন ॥ ৩০

পৃথ্বীনাথ! যিনি আসক্তিরহিত হইয়া আসক্তের ন্যায় বিচরণ করেন, যিনি বিষয়সঙ্গহীন, যিনি সর্ব্বপ্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছেন এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহার সমান ভাব, তিনি মুক্ত ॥ ৩১

বহু মানুষ দানগ্রহণের (উদরপূর্ত্তির) জন্য মস্তক মুণ্ডন করত গেরুয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় বৃথাই ভোগসমূহের অন্বেষণ করে। (এই পর্ব্বের ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৩২

বহু মূর্খ মানুষ তিন বেদের অধ্যয়ন, ইঁহাদের মধ্যে বর্ণিত কর্ম্ম, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে এবং ত্রিদণ্ড ও সন্ন্যাসীর বস্ত্র ধারণ করে ॥ ৩৩

যদি হৃদয়ের কাষায় (রাগাদি দোষসকল) দূর না হয়, তবে কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্র ধারণ করা স্বার্থসিদ্ধির জন্য বুঝিতে হইবে। আমার এই ধারণা যে, ধর্ম্মের ধ্বজাধারী (ভাণকারী)-দিগের মস্তক মুণ্ডন তাহাদের জীবিকা চালাইবার একটি উপায়মাত্র ॥৩৪

মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনি নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও জটাধারী সাধুদিগকে গেরুয়া বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম এবং বল্কলসমূহের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে করিতে পুণ্যলোকসকল জয় করুন ॥ ৩৫

অগ্ন্যাধেয়ানি গুর্বর্থং ক্রতূনপি সুদক্ষিণান্।
দদাত্যহরহঃ পূর্বং কো নু ধর্মরতস্ততঃ ॥ ৩৬
অর্জুন উবাচ।
তত্ত্বজ্ঞো জনকো রাজা লোকেঽস্মিন্নিতি গীয়তে।
সোঽপ্যাসীন্মোহসম্পন্নো মা মোহবশমন্বগাঃ ॥ ৩৭
এবং ধর্মমনুক্রান্তাঃ সদা দানতপঃপরাঃ।
আনৃশংস্যগুণোপেতাঃ কামক্রোধবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৮
প্রজানাং পালনে যুক্তা দানমুত্তমমাস্থিতাঃ।
ইষ্টাঁল্লোকানবাপ্স্যামো গুরুবৃদ্ধোপচায়িনঃ ॥ ৩৯
দেবতাতিথিভূতানাং নির্বপন্তো যথাবিধি।
স্থানমিষ্টমবাপ্স্যামো ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৪০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

যিনি প্রতিদিন প্রথমে গুরুর জন্য অগ্নিহোত্রের সমিধ্ (কাষ্ঠ) আনয়ন করেন, উত্তম দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ এবং দান করেন, ইঁহা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইবে ? ৩৬

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ ! রাজা জনককে এ জগতে 'তত্ত্বজ্ঞ' বলিয়া বলা হয়, তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (রাণীর এইরূপ প্রবোধবাক্যে রাজা সন্ন্যাসগ্রহণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব) আপনিও মোহের বশীভূত হইবেন না ॥৩৭

যদি আমরা সদা দান ও তপস্যায় রত থাকিয়া এইরূপ ধর্ম্মের অনুসরণ করি, দয়াপ্রভৃতি গুণসমূহে সম্পন্ন থাকি, কাম-ক্রোধাদি দোষসকল পরিত্যাগ করি এবং গুরুজন ও বৃদ্ধ পুরুষদের সেবা করিয়া যাই, তবে আমরা নিজেদের অভীষ্ট লোক লাভ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৩৮-৩৯

এইরূপ দেবতা, অতিথি ও সমস্ত প্রাণীদিগকে বিধিপূর্ব্বক তাঁহাদের ভাগ সমর্পণ করিতে করিতে যদি আমরা ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী হইতে পারি, তবে আমাদের অভীষ্ট স্থানপ্রাপ্তি অবশ্যই হইবে ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশারনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ স্বমতস্য যাথার্থ্য-প্রতিপাদনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বেদাহং তাত শাস্ত্রাণি অপরাণি পরাণি চ।
উভয়ং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ ॥ ১
আকুলানি চ শাস্ত্রাণি হেতুভিশ্চিন্তিতানি চ :
নিশ্চয়শ্চৈব যো মন্ত্রে বেদাহং তং যথাবিধি ॥ ২
ত্বং তু কেবলমস্ত্রজ্ঞো বীরব্রতসমন্বিতঃ।
শাস্ত্রার্থং তত্ত্বতো গন্তুং ন সমর্থঃ কথঞ্চন ॥ ৩
শাস্ত্রার্থসূক্ষ্মদর্শী যো ধর্মনিশ্চয়কোবিদঃ।
তেনাপ্যেবং ন বাচ্যোঽহং যদি ধর্মং প্রপশ্যসি । ৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিজ মতের যথার্থতা প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত ! আমি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদনকারী অপর ও পর এই দুই প্রকার শাস্ত্রই জানি। বেদে দুই প্রকারের বচন পাওয়া যায়—এক, "কর্ম্ম কর" এবং দুই "কর্ম্ম ত্যাগ কর"। আমার এই উভয়ের জ্ঞান রহিয়াছে ॥ ১

পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহে যুক্ত যে সকল শাস্ত্রবাক্য আছে, আমি যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়াছি। বেদে এই দুই প্রকারের বাক্যসকলের যে সিদ্ধান্ত, সেই সকলও আমি জানি ॥ ২

তুমি ত' কেবল অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বীরব্রত পালন কর। শাস্ত্রসকলের তাৎপর্য্য যথার্থরূপে জানিবার শক্তি তোমার মধ্যে কোনরূপেই পাওয়া যায় না ॥ ৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসকলের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন এবং ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে নিপুণ, তিনিও আমাকে এইভাবে উপদেশ দান করিতে সমর্থ নন্। যদি ধর্ম্মের উপর তুমি দৃষ্টি স্থাপন কর, তবে আমার এই বাক্যের যথার্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪

ভ্রাতৃসৌহৃদমাস্থায় যত্বক্তং বচনং ত্বয়া।
ন্যায্যঃ যুক্তশ্চ কৌন্তেয় প্রীতোঽহং তেন তেঽর্জুন। ৫
যুদ্ধধর্মেষু সর্বেষু ক্রিয়াণাং নৈপুণেষু চ।
ন ত্বয়া সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৬
ধর্মং সূক্ষ্মতরং বাচ্যং তত্র দুষ্প্রতরং ত্বয়া।
ধনঞ্জয় ন মে বুদ্ধিমভিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৭
যুদ্ধশাস্ত্রবিদেব ত্বং ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া।
সংক্ষিপ্তবিস্তরবিদাং ন তেষাং বেৎসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৮
তপস্ত্যাগোঽবিধিরিতি নিশ্চয়স্ত্বেষ ধীমতাম্।
পরং পরং জ্যায় এষাং যেষাং নৈশ্রেয়সী মতিঃ ॥ ৯
যত্ত্বেতন্মন্যসে পার্থ ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি।
তত্র তে বর্ত্তয়িষ্যামি যথা নৈতৎ প্রধানতঃ ॥ ১০

অর্জুন! কুন্তীনন্দন! তুমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ যে কথা বলিয়াছ, উহা ন্যায়সঙ্গত ও উচিত। আমি ইহাতে তোমার উপর প্রসন্নই হইয়াছি ॥ ৫

সর্ব্ববিধ যুদ্ধধর্ম্ম ও সংগ্রাম করিবার কুশলতায় তোমার তুল্য ত্রিভুবনে আর কেহই নাই ॥ ৬

ধনঞ্জয়! ধর্ম্মের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহাতে তোমার প্রবেশ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমারও বুদ্ধি উহা বুঝিতে পারিয়াছে কি না, এই আশঙ্কা তোমার করা উচিত নয় ॥ ৭

তুমি যুদ্ধশাস্ত্রেই বিদ্বান্, তুমি বৃদ্ধ পুরুষগণের কখনও সেবা কর নাই, অতএব সংক্ষেপে ও বিস্তারের সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই মহাপুরুষগণের কি সিদ্ধান্ত, উহা তোমার জানা নাই ॥ ৮

যে মহানুভবগণের বুদ্ধি পরম কল্যাণে আসক্ত, সেই সব বুদ্ধিমান্‌দিগের নির্ণয় এইরূপ। তপস্যা, ত্যাগ ও বিধিবিধানের অতীত (ব্রহ্মজ্ঞান) ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ॥ ৯

কুন্তীনন্দন! তুমি ইহা মনে কর যে, ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোন বস্তু নাই, এই বিষয়ে আমি তোমাকে এইরূপ বাক্য বলিব যে, তাহার দ্বারা তোমার এই বোধ জন্মাইবে, ধনই সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান নয় ॥ ১০

এ জগতে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত বহু ধর্ম্মাত্মা পুরুষ দেখা

তপঃস্বাধ্যায়শীলা হি দৃশ্যন্তে ধার্মিকা জনাঃ।
ঋষয়স্তপসা যুক্তা যেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ১১
অজাতশত্রবো ধীরাস্তথান্যে বনবাসিনঃ।
অরণ্যে বহবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ ॥ ১২
উত্তরেণ তু পন্থানমার্য্যা বিষয়নিগ্রহাৎ।
অবুদ্ধিজং তমস্ত্যক্ত্বা লোকাংস্ত্যাগবতাং গতাঃ ॥ ১৩
দক্ষিণেন তু পন্থানং যং ভাস্বন্তং প্রচক্ষতে।
এতে ক্রিয়াবতাং লোকা যে শ্মশানানি ভেজিরে ॥ ১৪
অনির্দেশ্যা গতিঃ সা তু যাং প্রপশ্যন্তি মোক্ষিণঃ।
তস্মাদ্ যোগঃ প্রধানেষ্টঃ স তু দুঃখং প্রবেদিতুম্ ॥ ১৫
অনুস্মৃত্য তু শাস্ত্রাণি কবয়ঃ সমবস্থিতাঃ।
অপীহ স্যাদপীহ স্যাৎ সারাসারদিদৃক্ষয়া ॥ ১৬

যায়, ঋষিগণ ত' তপস্যাতেই আসক্ত থাকেন। ইঁহাদের সকলেরই সনাতন ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১১

এরূপ বহু ধীর মানুষ আছেন, যাঁহাদের কোন শত্রুই জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক বনবাসী মানুষ আছেন, যাঁহারা বনমধ্যে স্বাধ্যায় করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১২

বহু আর্য্য পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া অবিবেকজনিত অজ্ঞান ত্যাগ করত উত্তরমার্গের (দেবযান-পথের) দ্বারা ত্যাগী পুরুষসকলের লোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৩

ইহা ব্যতীত যে দক্ষিণ মার্গ আছে, যাহাকে প্রকাশময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেস্থানে যে সব লোক রহিয়াছে, এ সমস্তই সকাম কর্ম্মকারী সেই গৃহস্থগণের, যাহারা শ্মশানভূমি সেবা করে (জন্মমৃত্যুর চক্রে পতিত হয়) ॥ ১৪

কিন্তু মোক্ষমার্গে গমনকারী মনুষ্যগণ যে গতির সাক্ষাৎকার করেন, উহা অনির্দেশ্য, অতএব জ্ঞানযোগই সর্ব্ববিধ সাধনসমূহ হইতে প্রধান ও অভীষ্ট, কিন্তু ইহার স্বরূপ বোঝা অতিশয় কঠিন ॥ ১৫

শুনা যায়, কোন এক সময় বিদ্বান্ পুরুষগণ সার ও অসার বস্তু নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় একত্রে সমবেত হইয়া সমস্ত শাস্ত্রকে বারংবার স্মরণ করিতে করিতে এই বিচার আরম্ভ করিলেন যে, এই গার্হস্থ্য জীবন সার না ইহার ত্যাগ সার? ১৬

বেদবাদানতিক্রম্য শাস্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্ভং সারং দদৃশিরে ন তে ॥ ১৭
অথৈকান্তব্যুদাসেন শরীরে পাঞ্চভৌতিকে।
ইচ্ছাদ্বেষসমাসক্তমাত্মানং প্রাহুরিঙ্গিতৈঃ ॥ ১৮
অগ্রাহ্যং চক্ষুষা সূক্ষ্মমনির্দেশ্যঞ্চ তদ্‌গিরা।
কর্মহেতুপুরস্কারং ভূতেষু পরিবর্ততে ॥ ১৯
কল্যাণগোচরং কৃত্বা মনস্তৃষ্ণাং নিগৃহ্য চ।
কর্মসন্ততিমুৎসৃজ্য স্যান্নিরালম্বনঃ সুখী ॥ ২০
অস্মিন্নেবং সূক্ষ্মগম্যে মার্গে সদ্‌ভির্নিষেবিতে।
কথমর্থমনর্থাঢ্যমর্জুন ত্বং প্রশংসসি ॥ ২১
পূর্বশাস্ত্রবিদোঽপ্যেবং জনাঃ পশ্যন্তি ভারত।
ক্রিয়াসু নিরতা নিত্যং দানে যজ্ঞে চ কর্মণি ॥ ২২
ভবন্তি সুদুরাবর্তা হেতুমন্তোঽপি পণ্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্বে স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২৩
অনৃতস্যাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ ॥ ২৪
পার্থ যান্ন বিজানীমঃ কস্তান্ জ্ঞাতুমিহার্হতি।
এবং প্রাজ্ঞাঃ শ্রুতাশ্চাপি মহান্তঃ শাস্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৫
তপসা মহদাপ্নোতি বুদ্ধ্যা বৈ বিন্দতে মহৎ।
ত্যাগেন সুখমাপ্নোতি সদা কৌন্তেয় তত্ত্ববিৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

তাঁহারা বেদসমূহের সকল বাক্য, শাস্ত্রসমূহ ও বৃহদারণ্যকাদি সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ কদলীস্তম্ভ বিদীর্ণ করিতে থাকিলে উহাতে কিছুই সারাংশ দেখা যায় না, সেইরূপ এ জগতে সার বস্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না ॥ ১৭

কিছু লোক একান্তভাব পরিত্যাগ করত এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে বিভিন্ন সঙ্কেতের দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষাদিতে আসক্ত আত্মার স্থিতি বলিয়া বর্ণনা করে ॥ ১৮

কিন্তু আত্মার স্বরূপ ত' অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাঁহাকে নেত্রদ্বারা দেখা যায় না, বাক্যের দ্বারা তাঁহার কোন লক্ষণই বলা যায় না। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কর্ম্মের হেতুভূত অবিদ্যাকে সম্মুখে রাখিয়া—তাহার সাহায্যে নিজের স্বরূপকে গোপন করত বিদ্যমান আছেন ॥ ১৯

অতএব মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল মনকে কল্যাণমার্গে সংসক্ত করিয়া তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করা এবং কর্ম্মের পারম্পর্য্য পরিত্যাগ করত ধন-জনাদির অবলম্বন হইতে দূরে থাকিয়া সুখী হওয়া ॥ ২০

অর্জুন! এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা জানিবার যোগ্য এবং সৎপুরুষগণের দ্বারা সেবিত এই উত্তমমার্গ থাকিতে তুমি অনর্থসকলে পূর্ণ অর্থের (ধনের) প্রশংসা কেন করিতেছ ? ২১

ভরতনন্দন! দান, যজ্ঞ ও অতিথিসেবাদি অন্য কর্ম্মসমূহেও নিত্য আসক্ত প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞগণও এ বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টিই রাখেন ॥ ২২

কোন কোন তর্কবাদী পণ্ডিতও নিজের পূর্ব্বজন্মের দৃঢ় সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া যান যে, তখন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহারা আগ্রহসহকারে এই কথা বলেন যে, এই (আত্মা, ধর্ম্ম, পরলোক, মর্য্যাদাদি) সব কিছুই নহে ॥ ২৩

কিন্তু এরূপ বহুশাস্ত্রজ্ঞ, বলিতে অভ্যস্ত ও বিদ্বান্ বহু ব্যক্তি আছেন, যিনি জনতার সমক্ষে জনসভায় ব্যাখ্যা করিতে করিতে ও পূর্ব্বোক্ত অসত্য মতকে খণ্ডন করত সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ॥ ২৪

পার্থ! যে সব লৌকিক বিষয় আমরাও জানি না, সেই সমস্ত বিষয় কোন সাধারণ মানুষ কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? আমি যেরূপ বলিলাম, এইভাবে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকেও বলিতে শুনা যায় ॥ ২৫

কুন্তীনন্দন! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তপস্যা দ্বারা সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করেন, জ্ঞানযোগে সেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং স্বার্থত্যাগের দ্বারা সদা নিত্য সুখের অনুভব হইয়া থাকে। ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মুনিবর-দেবস্থানেন রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্ত্তুং প্রেরণাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অস্মিন্ বাক্যান্তরে বক্তা দেবস্থানো মহাতপাঃ।
অভিনীততরং বাক্যমিত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১

দেবস্থান উবাচ।

যদ বচঃ ফাল্গুনেনোক্তং ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি।
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি তদেকান্তমনাঃ শৃণু ॥ ২
অজাতশত্রো ধর্মেণ কৃৎস্না তে বসুধা জিতা।
তাং জিত্বা চ বৃথা রাজন্ ন পরিত্যক্তুমর্হসি ॥ ৩
চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেব প্রতিষ্ঠিতা।
তাং ক্রমেণ মহাবাহো যথাবজ্জয় পার্থিব ॥ ৪
তস্মাৎ পার্থ মহাযজ্ঞৈর্যজস্ব বহুদক্ষিণৈঃ।
স্বাধ্যায়যজ্ঞা ঋষয়ো জ্ঞানযজ্ঞাস্তথাপরে ॥ ৫
কর্মনিষ্ঠাংশ্চ বুদ্ধ্যেথাস্তপোনিষ্ঠাংশ্চ পার্থিব।
বৈখানসানাং কৌন্তেয় বচনং শ্রূয়তে যথা ॥ ৬
ঈহেত ধনহেতোর্যস্তস্যানীহা গরীয়সী।
ভূয়ান্ দোষো হি বর্ধেত যস্তং ধনমুপাশ্রয়েৎ ॥ ৭
কৃচ্ছ্রাচ্চ দ্রব্যসংহারং কুর্বন্তি ধনকারণাৎ।
ধনেন তৃষিতোঽবুদ্ধ্যা ভ্রূণহত্যাং ন বুধ্যতে ॥ ৮
অনর্হতে যদ্ দদাতি ন দদাতি যদর্হতে।
অর্হানর্হাপরিজ্ঞানাদ্ দানধর্মোঽপি দুষ্করঃ ॥ ৯
যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞোদ্দিষ্টঃ পুরুষো রক্ষিতা চ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং
ধনং ততোঽনন্তর এব কামঃ ॥ ১০
যজ্ঞৈরিন্দ্রো বিবিধৈ রত্নবদ্ভি-
র্দেবান্ সর্বানভ্যয়াদ্ ভূরিতেজাঃ।
তেনেন্দ্রত্বং প্রাপ্য বিভ্রাজতেঽসৌ
তস্মাদ্ যজ্ঞে সর্বমেবোপযোজ্যম্ ॥ ১১

বিংশ অধ্যায়।

[মুনিবর দেবস্থানের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ম প্রেরণাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের এই কথা সমাপ্ত হইলে পর মহাতপস্বী বাগ্মী দেবস্থান যুক্তিযুক্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

দেবস্থান বলিলেন,—রাজন্! অর্জুন যে এই কথা বলিয়াছিল, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই। আমিও এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিব, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২

হে রাজন্! অজাতশত্রো! তুমি ধর্মানুসারে এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছ। ইহাকে জয় করিয়া বৃথা ত্যাগ করা তোমার উচিত হইবে না ॥ ৩

মহাবাহু ভূপাল! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করাইবার পক্ষে চারিটি সোপান-সদৃশ, যাহা বেদেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাকে ক্রমানুসারে যথাযথভাবে জয় কর ॥ ৪

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি বহু দক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞসমূহের দ্বারা পরমেশ্বরের যজনা কর। স্বাধ্যায়-যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ত' ঋষিগণ করেন ॥ ৫

রাজন্! তুমি ইহাও জান যে, ঋষিগণের মধ্যে অনেকে কর্ম্মনিষ্ঠ এবং অনেকে আবার তপোনিষ্ঠও আছেন। কুন্তীনন্দন! বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মাগণের বচন এইরূপ শুনা যায় ॥ ৬

যে ব্যক্তি ধনের জন্ম চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি উহার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিবে না; কারণ, চেষ্টা করা বা না করা অপেক্ষা চেষ্টা না করাই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু এই ধনের যে উপাসনা করে, তাহার প্রভূত দোষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭

মনুষ্যগণ ধনের জন্ম অতিশয় কষ্টের সহিত নানাবিধ দ্রব্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু ধনের জন্ম পিপাসু মনুষ্য অজ্ঞানতাবশতঃ ভ্রূণহত্যাসদৃশ পাপভাগী হয়, ইহা সে বুঝিতে পারে না ॥ ৮

বহুস্থলেই মানুষ অনধিকারীকে ধন দিয়া থাকে এবং অধিকারীকে ধনদান করে না। যোগ্য-অযোগ্য পাত্র সহজে চিনিতে পারা যায় না বলিয়া দানধর্ম্ম করাও দুষ্কর ॥ ৯

বিধাতা যজ্ঞের জন্যই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই তাহার রক্ষক পুরুষকে উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব যজ্ঞেই সমস্ত ধন নিয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে সত্বর যজমানের সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০

মহাতেজস্বী ইন্দ্র ধনরত্নসমূহে সম্পন্ন নানাপ্রকার যজ্ঞসকলের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন করত সমস্ত দেবতা হইতে অধিক

মহাদেবঃ সর্বযজ্ঞে মহাত্মা
হুত্বাহঽত্মানং দেবদেবো বভূব ।
বিশ্বাঁল্লোকান্ ব্যাপ্য বিষ্টভ্য কীর্ত্ত্যা
বিরাজতে দ্যুতিমান্ কৃত্তিবাসাঃ ॥ ১২
আবিক্ষিতঃ পার্থিবোঽসৌ মরুত্তো
বৃদ্ধ্যা শক্রং যোঽজয়দ্ দেবরাজম্ ।
যজ্ঞে যস্য শ্রীঃ স্বয়ং সন্নিবিষ্টা
যস্মিন্ ভাণ্ডং কাঞ্চনং সর্বমাসীৎ ॥ ১৩

হরিশ্চন্দ্রঃ পার্থিবেন্দ্রঃ শ্রুতস্তে
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা পুণ্যভাগ্ বীতশোকঃ ।
ঋদ্ধ্যা শক্রং যোঽজয়ন্মানুষঃ সং—
স্তস্মাদ্ যজ্ঞে সর্বমেবোপযোজ্যম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দেবস্থানবাক্যে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

উৎকর্ষশালী হইয়া গিয়াছে ; অতএব যজ্ঞেই সম্পূর্ণ ধনের বিনিয়োগ করা উচিত ॥ ১১

গজাসুরের চর্ম্মকে বস্ত্রের ন্যায় ধারণকারী মহাত্মা মহাদেব সর্ব্বস্ব সমর্পণরূপ যজ্ঞে নিজেই নিজেকে হোম করিয়া দেবতাদিগেরও দেবতা হইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ উত্তম কীর্ত্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তেজস্বী রূপে প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১২

অবিক্ষিতের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ মরুত্ত নিজের সমৃদ্ধির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন। ইঁহার যজ্ঞে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের ব্যবহারোপযোগী সমুদয় পাত্রই স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল ॥ ১৩

রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম তুমি শ্রবণ করিয়াছ, যিনি মনুষ্য হইয়াও নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনিও বহু প্রকারের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত পুণ্যভাগী ও শোকহীন হইয়া গিয়াছিলেন। সেই কারণে যজ্ঞেই সমস্ত ধনের ব্যয় করা উচিত ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দেবস্থানের বাক্যবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবস্থান-মুনিনা যুধিষ্ঠিরায়োত্তমধর্ম্মং যজ্ঞাদীংশ্চানুষ্ঠাতুং পরামর্শদানম্ ।]

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ইন্দ্রেণ সময়ে পৃষ্টো যদুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ ১
সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্ ।
তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২
যদা সংহরতে কামান্ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ।
তদাত্মজ্যোতিরচিরাৎ স্বাত্মন্যেব প্রসীদতি ॥ ৩
ন বিভেতি যদা চায়ং যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি ।
কাম দ্বেষৌ চ জয়তি তদাত্মানঞ্চ পশ্যতি ॥ ৪

একবিংশ অধ্যায়।

[দেবস্থান-মুনিকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উত্তম ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি করিবার উপদেশদান।]

দেবস্থান বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে সকল মানুষ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ১

রাজন্! সন্তোষ মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সন্তোষই অতিশয় সুখ। মানুষের মনে যদি উত্তমরূপে সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবে উহা অপেক্ষা অধিক জগতে আর কিছুই নাই ॥ ২

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল সর্ব্বদিক্ হইতে নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন মনুষ্য নিজের সকল কামনাকে সর্ব্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে, তখনই অতি সত্বর জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা নিজের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া উঠিবেন ॥ ৩

যখন মানুষ কাহাকেও ভয় করেন না ও তাঁহার নিকট হইতেও অপরে ভীত হয় না এবং যখন তিনি কাম (বিষয়-অনুরাগ) ও দ্বেষকে জয় করিবেন, তখনই সেই মানুষ নিজের আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ৪

যদাসৌ সর্বভূতানাং ন দ্রুহ্যতি ন কাঙ্ক্ষতি।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৫
এবং কৌন্তেয় ভূতানি তং তং ধর্মং তথা তথা।
তদাত্মনা প্রপশ্যন্তি তস্মাদ্ বুধ্যস্ব ভারত ॥ ৬
অন্যে সাম প্রশংসন্তি ব্যায়ামমপরে জনাঃ।
নৈকং ন চাপরং কেচিদুভয়ঞ্চ তথাপরে ॥ ৭
যজ্ঞমেব প্রশংসন্তি সন্ন্যাসমপরে জনাঃ।
দানমেকে প্রশংসন্তি কেচিচ্চৈব প্রতিগ্রহম্ ॥ ৮
কেচিৎ সর্বং পরিত্যজ্য তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
রাজ্যমেকে প্রশংসন্তি প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৯
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ কেচিদেকান্তশীলিনঃ।
এতৎ সর্বং সমালোক্য বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১০
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যো ধর্মঃ স সতাং মতঃ।
অদ্রোহঃ সত্যবচনং সংবিভাগো দয়া দমঃ ॥ ১১
প্রজনং স্বেষু দারেষু মার্দবং হ্রীরচাপলম্।
এবং ধর্মং প্রধানেষ্টং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১২
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন কৌন্তেয় প্রতিপালয়।
যো হি রাজ্যে স্থিতঃ শশ্বদ্ বশী তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
ক্ষত্রিয়ো যজ্ঞশিষ্টাশী রাজা শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অসাধুনিগ্রহরতঃ সাধূনাং প্রগ্রহে রতঃ ॥ ১৪
ধর্মবর্ত্মনি সংস্থাপ্য প্রজা বর্তেত ধর্মতঃ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীশ্চ বনে বন্যেন বর্তয়ন্ ॥ ১৫
বিধিনা শ্রাবণেনৈব কুর্য্যাৎ কর্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।
য এবং বর্ততে রাজন্ স রাজা ধর্মনিশ্চিতঃ ॥ ১৬
তস্যায়ঞ্চ পরশ্চৈব লোকঃ স্যাৎ সফলোদয়ঃ।
নির্বাণং হি সুদুষ্প্রাপ্যং বহুবিঘ্নঞ্চ মে মতম্ ॥ ১৭

যখন এই মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রাণিগণের মধ্যে কাহারও সহিত কোনরূপ দ্রোহ করেন না এবং কোন বস্তুরই অভিলাষ করেন না, তখন তিনি পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন্ ॥ ৫

কুন্তীনন্দন! এইরূপে যখন সমস্ত জীব সেই সেই ধর্মকে যথাযথভাবে পালন করিবেন, তখন তাঁহারা স্বয়ংই আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ভরতনন্দন! অতএব এই সময় তুমি নিজের কর্ত্তব্য অবগত হও ॥ ৬

কেহ কেহ সামকে (প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারকে) প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ আবার ব্যায়ামকে (যত্ন ও পরিশ্রমকে) প্রশংসা করেন। কেহ আবার এই উভয়ের মধ্যে এক সামের প্রশংসা করেন না, কেহ আবার ব্যায়ামের প্রশংসা করেন না; আবার কেহ কেহ উভয়েরই গুণগান করিয়া থাকেন ॥ ৭

কেহ যজ্ঞের প্রশংসা করেন, অপর কেহ আবার সন্ন্যাসের গুণগান করেন। কেহ দানের প্রশংসা করেন, আবার কেহ দান-গ্রহণের প্রশংসা করেন ॥ ৮

বহু মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া মৌনগ্রহণ করত শ্রীভগবানের ধ্যানে সংলগ্ন থাকেন (ইহারই প্রশংসা করেন) এবং অন্য আরও অনেকে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও বধ করিয়া রাজ্যলাভের পর প্রজাপালনরূপী ধর্মের প্রশংসা করেন এবং অপর বহু মহাত্মা নির্জনে থাকিয়া আত্মচিন্তন করাকেই প্রশংসা করেন ॥ ৯½

এই সব বিষয়ের উপর বিচার করত বিদ্বান্‌গণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন প্রাণীর প্রতিই কোনরূপ দ্রোহ আচরণ না করিয়াই যে ধর্ম পালিত হয়, উহাই সৎ-পুরুষগণের মতে উত্তম ধর্ম ॥ ১০½

কাহারও দ্রোহ না করা, সত্য কথা বলা, বলিবৈশ্বদেব কর্মের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহাদের যথাযোগ্য ভাগ সমর্পণ করা, সকলের প্রতি দয়াভাব রাখা, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম, নিজের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন এবং মৃদুতা, লজ্জা ও অচাঞ্চল্যাদি গুণ-সকলকে অবলম্বন করা—এই সবই হইল শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট ধর্ম। ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন ॥ ১১-১২

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমিও যত্নসহকারে এই ধর্ম পালন কর। যে ক্ষত্রিয় রাজা রাজসিংহাসনে অবস্থান করত নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সদা বশীভূত রাখেন, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, শাস্ত্রসকলের যথার্থ রহস্য জানেন, দুষ্টদের দমন ও সজ্জনগণের পালন করেন, সমস্ত প্রজাবর্গকে ধর্মপথে স্থাপিত করিয়া স্বয়ংও ধর্মানুকূল আচরণ করেন, বৃদ্ধাবস্থায় রাজলক্ষ্মীকে পুত্রের অধীনস্থ করিয়া দিয়া বনে গমন পূর্ব্বক বনজাত ফলমূল আহার করত জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেস্থানেও আলস্য পরিত্যাগ করত শাস্ত্রশ্রবণে পরিজ্ঞাত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসকল পালন করেন, এরূপ আচরণকারী সেই রাজাই ধর্মকে নিশ্চিতরূপে জানেন ও মান্য করেন ॥১৩-১৬

তাঁহার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই সফল হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসের দ্বারা মোক্ষলাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর এবং দুর্লভ; কারণ, উহাতে বহু বিঘ্ন আছে ॥ ১৭

এবং ধর্ম্মমনুক্রান্তাঃ সত্য-দান-তপঃপরাঃ ।
আনৃশংস্যগুণৈর্যুক্তাঃ কাম-ক্রোধবিবর্জিতাঃ ॥১৮
প্রজানাং পালনে যুক্তা ধর্ম্মমুত্তমমাস্থিতাঃ ।
গোব্রাহ্মণার্থে যুধ্যন্তঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥ ১৯
এবং রুদ্রাঃ সবসবস্তথাদিত্যাঃ পরন্তপ ।
সাধ্যা রাজর্ষিসঙ্ঘাশ্চ ধর্ম্মমেতং সমাশ্রিতাঃ ।
অপ্রমত্তাস্ততঃ স্বর্গং প্রাপ্তাঃ পুণ্যৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দেবস্থানবাক্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

এইভাবে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সত্য, দান ও তপস্যায় রত, দয়াদি গুণসমূহে যুক্ত, কাম-ক্রোধাদি দোষসমূহহীন, প্রজাপালন-পরায়ণ, উত্তম ধর্ম্মের আচরণকারী এবং গো ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধরত নরপতিসকল সর্ব্বোত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! এইভাবে রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং সাধ্যগণ ও রাজর্ষিবৃন্দ সাবধান হইয়া এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা নিজ পুণ্যকর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দেবস্থানের বাক্যবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং প্রশংসতার্জুনেন পুনঃ রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অস্মিন্নেবান্তরে বাক্যং পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ ।
নির্বিণ্ণমনসং জ্যেষ্ঠমিদং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥ ১
ক্ষত্রধর্মেণ ধর্মজ্ঞ প্রাপ্য রাজ্যং সুদুর্লভম্ ।
জিত্বা চারীন্ নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে কি ভৃশং ভবান্ ॥ ২
ক্ষত্রিয়াণাং মহারাজ সংগ্রামে নিধনং মতম্ ।
বিশিষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ ক্ষত্রধর্মমনুস্মর ॥ ৩
ব্রাহ্মণানাং তপস্ত্যাগঃ প্রেত্য ধর্মবিধিঃ স্মৃতঃ ।
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নিধনং সংগ্রামে বিহিতং প্রভো ॥ ৪
ক্ষাত্রধর্মো মহারৌদ্রঃ শস্ত্রনিত্য ইতি স্মৃতঃ ।
বধশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ কালে শস্ত্রেণ সংযুগে ॥ ৫
ব্রাহ্মণস্যাপি চেদ্ রাজন্ ক্ষত্রধর্মেণ বর্ততঃ ।
প্রশস্তং জীবিতং লোকে ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ৬
ন ত্যাগো ন পুনর্যজ্ঞো ন তপো মনুজেশ্বর ।
ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়ন্তে ন পরস্বোপজীবনম্ ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে অর্জুনকর্ত্তৃক পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার মধ্যে দেবস্থানের ভাষণ সমাপ্ত হইলে পর অর্জুন খিন্নচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট ও ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ধর্ম্মজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে এই পরম দুর্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া এত অধিক সন্তপ্ত হইতেছেন কেন? ২

মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করুন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ত' বহু সংখ্যক যজ্ঞ হইতেও অধিক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩

প্রভো! তপ ও ত্যাগ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম, যাহা মৃত্যুর পর পরলোকে ধর্ম্মজনিত ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সংগ্রামে প্রাপ্ত মৃত্যুই পারলৌকিক পুণ্যসকলের প্রদাতা। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর, উহা সর্ব্বদা শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত এবং সময় আসিলে যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা বধও হইয়া থাকে। (অতএব তাহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই।) ৫

রাজন্! ব্রাহ্মণও যদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাপন করেন, তবে এ জগতে তাঁহারও জীবন উত্তম বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; কারণ, ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতেই হইয়াছে। ৬

নরেশ্বর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্যাগ, যজ্ঞ, তপ ও অপরের ধনে জীবননির্ব্বাহ করিবার কোন বিধান নাই ॥ ৭

স ভবান্ সর্বধর্মজ্ঞো ধর্মাত্মা ভরতর্ষভ।
রাজা মনীষী নিপুণো লোকে দৃষ্টপরাবরঃ ॥ ৮
ত্যক্ত্বা সন্তাপজং শোকং দংশিতো ভব কর্মণি।
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ হৃদয়ং বজ্রসন্নিভম্ ॥ ৯
জিত্বারীন্ ক্ষত্রধর্মেণ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
বিজিতাত্মা মনুষ্যেন্দ্র যজ্ঞদানপরো ভব ॥ ১০
ইন্দ্রো বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ কর্মণাভবৎ।
জ্ঞাতীনাং পাপবৃত্তীনাং জঘান নবতীর্নব ॥ ১১
তচ্চাস্য কর্ম পূজ্যঞ্চ প্রশস্যঞ্চ বিশাম্পতে।
তেনেন্দ্রত্বং সমাপেদে দেবানামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

স ত্বং যজ্ঞৈর্মহারাজ যজস্ব বহুদক্ষিণৈঃ।
যথৈবেন্দ্রো মনুষ্যেন্দ্র চিরায় বিগতজ্বরঃ ॥ ১৩
মা ত্বমেবং গতে কিঞ্চিচ্ছোচেথাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
গতাস্তে ক্ষত্রধর্মেণ শস্ত্রপূতাঃ পরাং গতিম্ ॥ ১৪
ভবিতব্যং তথা তচ্চ যদ্ বৃত্তং ভরতর্ষভ।
দিষ্টং হি রাজশার্দূল ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বধর্ম্মেই বিশেষজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা, রাজা, মনিষী, কর্ম্মকুশল ও জগতে পর-পূর্ব্ব সকল বিষয়েরই বিবেচক (জগতে কোন্ ধর্ম উত্তম ও কোন ধর্ম অধম তাহাও অবগত আছেন।) ॥৮

আপনি এই শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিবার জন্ম প্রস্তুত হউন। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় ত' বিশেষরূপে বজ্রতুল্য অতিশয় কঠোর ॥ ৯

নরেন্দ্র! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এখন আপনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞ এবং দানকার্য্যে তৎপর হউন ॥১০

দেখুন, ইন্দ্র ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু তিনি কর্ম্মে ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছেন। তিনিও পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত নিজেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা দৈত্যদিগের মধ্যে অষ্টশত দশ ব্যক্তিকে বধ করিয়াছেন ॥ ১১

প্রজানাথ! তাঁহার এই কর্ম্ম পূজনীয় ও প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। তিনি এই কর্ম্মের দ্বারাই দেবেন্দ্রের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহাই আমরা শুনিয়াছি ॥ ১২

মহারাজ! নরেন্দ্র! আপনিও ইন্দ্রতুল্য শোকহীন ও নিশ্চিত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন ॥ ১৩

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! এরূপ অবস্থায় আপনি অল্পও শোক করিবেন না। যুদ্ধে নিহত সেই সব বীরগণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে অস্ত্র-সকলের দ্বারা পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহা কিছু হইয়াছে, সে সমস্ত সেইভাবেই হইবার ছিল। রাজসত্তম! দৈবের বিধানকে উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

[শঙ্খ-লিখিতোপাখ্যানং শ্রাবয়তা ব্যাসদেবেন রাজ্ঞঃ সুদ্যুম্নস্য দণ্ডধর্ম্মপালনমহত্ত্বকথনম্, রাজধর্ম্ম এব দৃঢ়তয়াবস্থাতুং যুধিষ্ঠিরায়াদেশদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ো গুড়াকেশেন পাণ্ডবঃ।
নোবাচ কিঞ্চিৎ কৌরব্যস্ততো দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১
ব্যাস উবাচ।
বীভৎসোর্বচনং সৌম্য সত্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির।
শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরো ধর্ম্মঃ স্থিতো গার্হস্থ্যমাশ্রিতঃ ॥ ২
স্বধর্ম্মং চর ধর্ম্মজ্ঞ যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
ন হি গার্হস্থ্যমুৎসৃজ্য তবারণ্যং বিধীয়তে ॥ ৩
গৃহস্থং হি সদা দেবাঃ পিতরোঽতিথয়স্তথা।
ভৃত্যাশ্চৈবোপজীবন্তি তান্ ভরস্ব মহীপতে ॥ ৪
বয়াংসি পশবশ্চৈব ভূতানি চ জনাধিপ।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥ ৫
সোঽয়ং চতুর্ণামেতেষামাশ্রমাণাং দুরাচরঃ।
তং চরাদ্য বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৬
বেদজ্ঞানঞ্চ তে কৃৎস্নং তপশ্চাচরিতং মহৎ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ধুর্য্যবদ্ বোঢ়ুমর্হসি ॥ ৭
তপো যজ্ঞস্তথা বিদ্যা ভৈক্ষ্যমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
ধ্যানমেকান্তশীলত্বং তুষ্টির্জ্ঞানঞ্চ শক্তিতঃ ॥৮
ব্রাহ্মণানাং মহারাজ চেষ্টা সংসিদ্ধিকারিকা।
ক্ষত্রিয়াণাং তু বক্ষ্যামি তবাপি বিদিতং পুনঃ ॥ ৯
যজ্ঞো বিদ্যা সমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি।
দণ্ডধারণমুগ্রত্বং প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ১০
বেদজ্ঞানং তথা কৃৎস্নং তপঃ সুচরিতং তথা।
দ্রবিণোপার্জনং ভূরি পাত্রে চ প্রতিপাদনম্ ॥১১
এতানি রাজ্ঞাং কর্ম্মাণি সুকৃতানি বিশাম্পতে।
ইমং লোকমমুঞ্চৈব সাধয়ন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[শঙ্খ ও লিখিতের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে ব্যাসদেব কর্তৃক রাজা সুদ্যুম্নের দণ্ড ধর্ম্মপালনের মহত্ত্ব বর্ণন এবং রাজধর্ম্মেই দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবার জন্য আদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নিদ্রাবিজয়ী অর্জুন এই কথা বলিলে পরও কুরুকুলনন্দন পাণ্ডুপুত্র কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির যখন কিছুই বলিলেন না, তখন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন ॥১

ব্যাসদেব বলিলেন,—সৌম্য যুধিষ্ঠির! অর্জুন যে কথা বলিল, তাহা যথার্থ। শাস্ত্রোক্ত পরম ধর্ম্ম গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত আছেন ॥ ২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি শাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মেরই আচরণ কর। তোমার পক্ষে গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবার বিধান নাই ॥ ৩

মহীপতে! দেবতা, পিতৃগণ, অতিথি ও ভৃত্যবর্গ সদা গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি তাঁহাদের ভরণ-পোষণ কর ॥ ৪

জনেশ্বর! পশু, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণিগণও গৃহস্থদিগের দ্বারা পালিত হয়; অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই যথাযথভাবে পালন করা অতিশয় কঠিন। যাহার ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল, তাহার দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের আচরণ করা দুষ্কর। এখন তুমি সেই দুষ্কর ধর্ম্ম পালন কর ॥ ৬

তোমার বেদসমূহের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ। সেইজন্য নিজ পিতা-পিতামহের এই রাজ্যভার তোমাকে এক ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় বহন করিতে হইবে ॥ ৭

মহারাজ! তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, নির্জনে বাস করিবার স্বভাব, সন্তোষ ও যথাশক্তি শাস্ত্র-জ্ঞান—এই সমস্ত গুণ ও চেষ্টা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সিদ্ধি প্রদান-কারী ॥ ৮½

প্রজনাথ! এখন আমি পুনরায় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, যদিও তুমি তাহা জান। যজ্ঞ, বিদ্যাভ্যাস, শত্রুদের উপর আক্রমণ, রাজলক্ষ্মীপ্রাপ্তি, কখনও সন্তুষ্ট না হওয়া, দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করিতে উদ্যত থাকা, ক্ষত্রিয়তেজে সম্পন্ন, প্রজাদিগকে সর্ব্বদিকে রক্ষা করা, সমস্ত বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, তপস্যা, সদাচার, অধিক দ্রব্যোপার্জন এবং সৎপাত্রে দান—এ সমস্ত হইল রাজার কর্ম্ম, যাহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই সফল হইয়া থাকে—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৯-১২

এষাং জ্যায়স্তু কৌন্তেয় দণ্ডধারণমুচ্যতে।
বলং হি ক্ষত্রিয়ে নিত্যং বলে দণ্ডঃ সমাহিতঃ॥ ১৩
এতা বিদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াণাং রাজন্ সংসিদ্ধিকারিকাঃ।
অপি গাথামিমাঞ্চাপি বৃহস্পতিরগায়ত॥ ১৪
ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ১৫
সুদ্যুম্নশ্চাপি রাজর্ষিঃ শ্রূয়তে দণ্ডধারণাৎ।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং দক্ষঃ প্রাচেতসো যথা॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ কর্ম্মণা কেন সুদ্যুম্নো বসুধাধিপঃ।
সংসিদ্ধিং পরমাং প্রাপ্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তং নৃপম্॥১৭

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শঙ্খশ্চ লিখিতশ্চাস্তাং ভ্রাতরৌ সংশিতব্রতৌ॥ ১৮
তয়োরাবসথাবাস্তাং রমণীয়ৌ পৃথক্ পৃথক্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরুপেতৌ বাহুদামনু॥ ১৯
ততঃ কদাচিল্লিখিতঃ শঙ্খস্যাশ্রমমাগতঃ।
যদৃচ্ছয়াথ শঙ্খোঽপি নিষ্ক্রান্তোঽভবদাশ্রমাৎ॥ ২০
সোঽভিগম্যাশ্রমং ভ্রাতুঃ শঙ্খস্য লিখিতস্তদা।
ফলানি পাতয়ামাস সম্যক্‌পরিণতান্যুত॥ ২১
তান্যুপাদায় বিস্রব্ধো ভক্ষয়ামাস স দ্বিজঃ।
তস্মিংশ্চ ভক্ষয়ত্যেব শঙ্খোঽপ্যাশ্রমমাগতঃ॥ ২২
ভক্ষয়ন্তং তু তং দৃষ্ট্বা শঙ্খো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
কুতঃ ফলান্যবাপ্তানি হেতুনা কেন খাদসি॥ ২৩
সোঽব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমুপসৃত্যাভিবাদ্য চ।
ইত এব গৃহীতানি ময়েতি প্রহসন্নিব॥ ২৪
তমব্রবীৎ তথা শঙ্খস্তীব্ররোষসমন্বিতঃ।
স্তেয়ং ত্বয়া কৃতমিদং ফলান্যাদদতা স্বয়ম্॥ ২৫
গচ্ছ রাজানমাসাদ্য স্বকর্ম কথয়স্ব বৈ।
অদত্তাদানমেব হি কৃতং পার্থিবসত্তম॥ ২৬

কুন্তীনন্দন! ইহাদের মধ্যে দণ্ড ধারণ করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে; কারণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বলের নিত্য স্থিতি এবং বলেই দণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ১৩

রাজন্! এই সব বিদ্যা (ধার্মিক ক্রিয়াসমূহ) ক্ষত্রিয়গণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন॥ ১৪

যেরূপ সর্প গর্ত্তমধ্যে স্থিত ইঁদুর প্রভৃতি জীবগণকে গ্রাস করে, সেইরূপ বিরোধ করিতে অসমর্থ রাজা এবং প্রবাসে গমন করিতে অশক্ত ব্রাহ্মণ এই দুই ব্যক্তিকে ভূমি গ্রাস করিয়া থাকে॥১৫

শুনা যায়, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ডধারণের দ্বারা প্রচেতানন্দন দক্ষের ন্যায় পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন॥ ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন কোন্ কর্ম্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমি সেই নরপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি॥ ১৭

ব্যাসদেব বলিলেন,-যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে সকল মানুষই এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন,—শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই কঠোর ব্রতপালনকারী তপস্বী॥ ১৮

বাহুদা নদীর তীরে এই দুই তপস্বীর পৃথক্ পৃথক্ পরম সুন্দর দুইটি আশ্রম ছিল, যে স্থানদ্বয় সর্ব্বদা ফল-পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত থাকিত॥ ১৯

একদিন লিখিত শঙ্খের আশ্রমে আসিলেন। দৈবেচ্ছায় সেই সময় শঙ্খও আশ্রমের বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন॥ ২০

ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে যাইয়া লিখিত অতিশয় পরিপক্ব বহু ফল পাড়িলেন এবং সেই সব ফল গ্রহণ করত এই ব্রহ্মর্ষি লিখিত নিশ্চিন্ত সহকারে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২১½

তারপর সেই সময় তিনি দেখিলেন যে, শঙ্খও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভ্রাতা লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শঙ্খ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এই সব ফল কোথা হইতে পাইলে এবং কিজন্য তুমি এই সকল ফল ভক্ষণ করিতেছ? ২২-২৩

লিখিত নিকটে গমন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খকে প্রণাম করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—আমি এই সকল ফল এস্থান হইতেই গ্রহণ করিয়াছি॥ ২৪

তখন শঙ্খ তীব্র রোষসহকারে বলিলেন,—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বয়ং ফল গ্রহণ করত চুরি করিয়াছ॥ ২৫

অতএব তুমি রাজার নিকট গমন কর এবং নিজের কর্ম্মের কথা তাঁহাকে নিবেদন কর। তাঁহাকে বলিও—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি এইভাবে অদত্ত ফলসকল গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমাকে চোর

স্তেনং মাং ত্বং বিদিত্বা চ স্বধর্ম্মমনুপালয় ।
শীঘ্রং ধারয় চৌরস্য মম দণ্ডং নরাধিপ ॥ ২৭
ইত্যুক্তস্তস্য বচনাৎ সুদ্যুম্নং স নরাধিপম্ ।
অভ্যগচ্ছন্মহাবাহো লিখিতঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ২৮
সুদ্যুম্নস্তন্তপালেভ্যঃ শ্রুত্বা লিখিতমাগতম্ :
অভ্যগচ্ছৎ সহামাত্যঃ পদ্ভ্যামেব জনেশ্বরঃ ॥ ২৯
তমব্রবীৎ সমাগম্য স রাজা ধর্ম্মবিত্তমম্ ।
কিমাগমনমাচক্ষ্ব ভগবন্ কৃতমেব তৎ ॥ ৩০
এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষিঃ সুদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ ।
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি শ্রুত্বা তৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৩১
অনিসৃষ্টানি গুরুণা ফলানি মনুজর্ষভ ।
ভক্ষিতানি মহারাজ তত্র মাং শাধি মা চিরম্ ॥ ৩২
সুদ্যুম্ন উবাচ ।
প্রমাণং চেন্মতো রাজা ভবতো দণ্ডধারণে ।
অনুজ্ঞায়ামপি তথা হেতুঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণর্ষভ ॥ ৩৩
স ভবানভ্যনুজ্ঞাতঃ শুচিকর্ম্মা মহাব্রতঃ ।
ব্রূহি কামানতোঽন্যাংস্ত্বং করিষ্যামি হি তে বচঃ ॥ ৩৪
ব্যাস উবাচ ।
সংছন্দ্যমানো ব্রহ্মর্ষিঃ পার্থিবেন মহাত্মনা ।
নান্যং স বরয়ামাস তস্মাদ্ দণ্ডাদৃতে বরম্ ॥ ৩৫
ততঃ স পৃথিবীপালো লিখিতস্য মহাত্মনঃ ।
করৌ প্রচ্ছেদয়ামাস ধৃতদণ্ডো জগাম সঃ ॥ ৩৬
স গত্বা ভ্রাতরং শঙ্খমার্তরূপোঽব্রবীদিদম্ ।
ধৃতদণ্ডস্য দুর্বুদ্ধের্ভবাংস্তৎ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৩৭
শঙ্খ উবাচ ।
ন কুপ্যে তব ধর্ম্মজ্ঞ ন ত্বং দূষয়সে মম ।
সুনির্ম্মলং কুলং ব্রহ্মন্নস্মিন্ জগতি বিশ্রুতম্ ।
ধর্ম্মস্তু তে ব্যতিক্রান্তস্ততস্তে নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ৩৮

জানিয়া আপনি স্বীয় ধর্ম্ম পালন করুন। হে নৃপ! চোরের জন্য যে দণ্ড বিহিত আছে, উহা সত্বর আমাকে প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭

মহাবাহো! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই কঠোর ব্রতপালনকারী লিখিত-মুনি রাজা সুদ্যুম্নের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৮

নরপতি সুদ্যুম্ন দ্বারপালগণের নিকট হইতে 'লিখিত-মুনি আসিয়াছেন' এই সংবাদ শ্রবণ করত স্বীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ২৯

রাজা সুদ্যুম্ন সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কি উদ্দেশ্যে আপনার শুভাগমন হইয়াছে,—তাহা বলুন এবং আপনার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই আপনি মনে করুন ॥ ৩০

তিনি এই কথা বলিলে পর বিপ্রর্ষি লিখিত সুদ্যুম্নকে ইহা বলিলেন—রাজন্! তুমি প্রথমে প্রতিজ্ঞা কর যে, 'আমি করিব' তারপর আমার উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ কর ॥ ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্ত্তৃক অদত্ত ফলসকল তাঁহার উপবনস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে গ্রহণ করত ভক্ষণ করিয়াছি; মহারাজ! ইহার জন্য তুমি আমাকে সত্বর দণ্ড দান কর ॥ ৩২

সুদ্যুম্ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি দণ্ডদান করিতে রাজাকেই প্রমাণরূপে মনে করেন, তবে উহা ক্ষমা করিয়া আপনাকে ফিরিয়া যাইবারও সে আজ্ঞা দিতেছে; কারণ, ইহাতে রাজার অধিকার আছে ॥ ৩৩

আপনি পুণ্যকর্ম্মকারী ও মহাব্রতপালনকারী। আমি আপনার অপরাধ ক্ষমা করত আপনাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতেছি। ইহা ব্যতীত যদি অন্য কোন বাসনা থাকে, তবে তাহাও বলুন, আমি আপনার সেই আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৩৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিলেও ব্রহ্মর্ষি লিখিত সেই দণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না ॥ ৩৫

তখন সেই ভূপাল মহাত্মা লিখিতের দুই হস্ত ছেদন করাইয়া দিলেন। দণ্ড লাভ করত লিখিতও সে স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৬

স্বীয় ভ্রাতা শঙ্খের নিকট গমন পূর্ব্বক লিখিত আর্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন,—আমি দণ্ডলাভ করিয়াছি। দুর্বুদ্ধি আমার সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩৭

শঙ্খ বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই। ব্রহ্মন্! আমাদের উভয়ের বংশ এ জগতে অত্যন্ত নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্করূপে বিখ্যাত। তুমি ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলে, সেইজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ ॥ ৩৮

ত্বং গত্বা বাহুদাং শীঘ্রং তর্পয়স্ব যথাবিধি।
দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈবং মা চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ॥ ৩৯
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শঙ্খস্য লিখিতস্তদা।
অবগাহ্যাপগাং পুণ্যামুদকার্থং প্রচক্রমে॥ ৪০
প্রাদুরাস্তাং ততস্তস্য করৌ জলজসন্নিভৌ।
ততঃ স বিস্মিতো ভ্রাতুর্দর্শয়ামাস তৌ করৌ॥ ৪১
ততস্তমব্রবীচ্ছঙ্খস্তপসেদং কৃতং ময়া।
মা চ তেঽত্র বিশঙ্কাভূদ্ দৈবমত্র বিধীয়তে॥ ৪২

লিখিত উবাচ।

কিং তু নাহং ত্বয়া পূতঃ পূর্বমেব মহাদ্যুতে।
যস্য তে তপসো বীর্য্যমীদৃশং দ্বিজসত্তম॥৪৩

শঙ্খ উবাচ।

এবমেতন্ময়া কার্য্যং নাহং দণ্ডধরস্তব।
স চ পূতো নরপতিস্ত্বঞ্চাপি পিতৃভিঃ সহ॥ ৪৪

ব্যাস উবাচ।

স রাজা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ান্ বৈ তেন কর্মণা।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং দক্ষঃ প্রাচেতসো যথা॥ ৪৫
এষ ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং প্রজানাং পরিপালনম্।
উৎপথোঽন্যো মহারাজ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ॥৪৬
ভ্রাতুরস্য হিতং বাক্যং শৃণু ধর্মজ্ঞ সত্তম।
দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্মো ন মুণ্ডনম্॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

এখন তুমি শীঘ্র বাহুদানদীর তীরে গমন করত বিধি অনুসারে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর। ভবিষ্যতে আর কখনও অধর্মে মনোনিবেশ করিও না॥ ৩৯

শঙ্খের এই কথা শ্রবণ করত লিখিত সেই সময় পবিত্রনদী বাহুদাতে স্নান পূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবার চেষ্টা করিলেন, এমন সময় তাঁহার পদ্মসদৃশ দুইটি হস্ত প্রাদুর্ভূত হইল॥ ৪০॥

তদনন্তর লিখিত বিস্মিত হইয়া নিজের ভ্রাতা শঙ্খকে সেই দুইটি হস্ত দেখাইলেন। তখন শঙ্খ তাঁহাকে বলিলেন,—এ বিষয়ে তুমি কোন কিছু আশঙ্কা করিও না; কারণ, তপস্যার দ্বারা আমিই তোমার দুইটি হস্ত উৎপন্ন করিয়াছি। ইহাতে দৈবের বিধানই সফল হইয়াছে॥ ৪১-৪২

তখন লিখিত বলিলেন,—মহাতেজস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আপনার তপস্যার এরূপ সামর্থ, তখন আপনি প্রথমেই কেন আমাকে পবিত্র করিয়া দেন নাই? ৪৩

শঙ্খ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ইহা ঠিক যে, আমি এরূপ করিতে সমর্থ ছিলাম কিন্তু তোমাকে দণ্ডদান করিবার অধিকার আমার নাই। দণ্ডদান করিবার কার্য্য হইল রাজার। এইরূপ দণ্ডদান করিয়া রাজা সুদ্যুম্ন এবং সেই দণ্ড স্বীকার করত তুমি পিতৃগণের সহিত পবিত্র হইয়া গিয়াছ॥ ৪৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেই দণ্ডদানরূপ কর্ম্ম হইতে রাজা সুদ্যুম্ন উচ্চতম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রচেতার পুত্র দক্ষের ন্যায় পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন॥ ৪৫

মহারাজ! প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে পালন করাই রাজার মুখ্য ধর্ম্ম। অন্য কার্য্য তাঁহার নিকট কুপথ-তুল্য; অতএব তুমি মনকে শোকাক্রান্ত করিও না॥ ৪৬

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি স্বীয় ভ্রাতা এই অর্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। দণ্ডধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; মস্তক মুণ্ডন করত সন্ন্যাসগ্রহণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞা হয়গ্রীবস্যোপাখ্যানং শ্রাবয়তা ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় রাজোচিতকর্ত্তব্যং পালায়িতুমুপদেশদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পুনরেব মহর্ষিস্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

অরণ্যে বসতাং তাত ভ্রাতৄণাং তে মনস্বিনাম্ ।
মনোরথা মহারাজ যে তত্রাসন্ যুধিষ্ঠির ॥ ২

তানি মে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুবন্তু মহারথাঃ ।
প্রশাধি পৃথিবীং পার্থ যযাতিরিব নাহুষঃ ॥ ৩

অরণ্যে দুঃখবসতিরনুভূতা তপস্বিভিঃ ।
দুঃখস্যান্তে নরব্যাঘ্র সুখান্যনুভবন্তু বৈ ॥ ৪

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ভ্রাতৃভিঃ সহ ভারত
অনুভূয় ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থাতাসি বিশাম্পতে ॥ ৫

অর্থিনাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ দেবতানাঞ্চ ভারত ।
আনৃণ্যঃ গচ্ছ কৌন্তেয় তত সর্বঞ্চ করিষ্যসি ॥ ৬

সর্বমেধাশ্বমেধাভ্যাং যজস্ব কুরুনন্দন ।
ততঃ পশ্চান্মহারাজ গমিষ্যসি পরাং গতিম্ ॥ ৭

ভ্রাতৄংশ্চ সর্বান্ ক্রতুভিঃ সংযোজ্য বহুদক্ষিণৈঃ ।
সম্প্রাপ্তঃ কীর্তিমতুলাং পাণ্ডবেয় ভবিষ্যসি ॥ ৮

বিদ্মস্তে পুরুষব্যাঘ্র বচনং কুরুসত্তম ।
শৃণুষ্বৈবং যথা কুর্বন্ ন ধর্মাচ্চ্যবসে নৃপ ॥ ৯

আদদানস্য বিজয়ং নিগ্রহঞ্চ যুধিষ্ঠির ।
সমানধর্মকুশলাঃ স্থাপয়ন্তি নরেশ্বর ॥ ১০

(প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ উপমানং তথাঽঽগমঃ ।
অর্থাপত্তিস্তথৈতিহ্যং সংশয়ো নির্ণয়স্তথা ॥
আকারো হীঙ্গিতশ্চৈব গতিশ্চেষ্টা চ ভারত ।
প্রতিজ্ঞা চৈব হেতুশ্চ দৃষ্টান্তোপনয়ৌ তথা ॥
উক্তং নিগমনং তেষাং প্রমেয়ঞ্চ প্রয়োজনম্ ।
এতানি সাধনান্যাহুর্বহুবর্গপ্রসিদ্ধয়ে ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

[রাজা হয়গ্রীবের কথা শুনাইয়া ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ব্যাসদেব অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! মহারাজ যুধিষ্ঠির! বনে বাস করিবার সময় তোমার মনস্বী ভ্রাতৃগণের মনে যে সকল মনোরথ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্তই এই মহারথী বীরগণ লাভ করুক ॥ ২½

কুন্তীনন্দন! তুমি নহুষপুত্র যযাতির ন্যায় এই পৃথিবীকে পালন কর। তোমার এই তপস্বী ভ্রাতারা বনবাসের সময় অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! এখন ইহারা সেই দুঃখের শেষে সুখ অনুভব করুক ॥ ৩-৪

ভরতনন্দন! প্রজানাথ! এই সময় ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম উপভোগ কর। তাহার পরে বনে গমন করিও ॥ ৫

ভরতনন্দন! কুন্তীকুমার! প্রথমে যাচক ও পিতৃগণ এবং দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্ত হও, তারপর অন্য সব কিছু করিবে ॥ ৬

কুরুনন্দন মহারাজ! প্রথমে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তাহার পর তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণকে বহু দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞসমূহে নিযুক্ত করিয়া অনুপমা কীর্ত্তি লাভ করিবে ॥ ৮

কুরুশ্রেষ্ঠ! নৃপ! পুরুষপ্রবর! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি। এখন তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদনুসারে কার্য্য করিলে পর তুমি কখনও ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবে না ॥ ৯

নরেশ্বর যুধিষ্ঠির! সমানধর্ম্মে (দ্বিধাবর্জ্জিত ধর্ম্মে) বিশেষজ্ঞ মহাত্মাগণ রাজার পক্ষে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়কেই সমান বলিয়া স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১০

(হে ভারত! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি, ঐতিহ্য, সংশয়, নির্ণয়, আকৃতি, সঙ্কেত, গতি, চেষ্টা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন এবং নিগমন—এই সকলের প্রয়োজন হইল প্রমেয়ের সিদ্ধি। বহু বর্গের প্রসিদ্ধির জন্য এই সকলকে সাধন বলা হইয়াছে ॥

(ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকেই সকলের পক্ষেই নির্ণয়ের আধার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের জ্ঞাতা পুরুষ দণ্ডনীতিতে কুশল হন্। যাহারা

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ সর্বেষাং যোনিরিষ্যতে।
প্রমাণজ্ঞো হি শক্নোতি দণ্ডনীতৌ বিচক্ষণঃ।।
অপ্রমাণবতাং নীতো দণ্ডো হন্যান্মহীপতিম্।)
দেশকালপ্রতীক্ষী যো দস্যূন্ মর্ষয়তে নৃপঃ।
শাস্ত্রজাং বুদ্ধিমাস্থায় যুজ্যতে নৈনসা হি সঃ॥ ১১
আদায় বলিষড্ভাগং যো রাষ্ট্রং নাভিরক্ষতি।
প্রতিগৃহ্লাতি তৎ পাপং চতুর্থাংশেন ভূমিপঃ॥ ১২
নিবোধ চ যথাঽঽতিষ্ঠন্ ধর্মান্ন চ্যবতে নৃপঃ।
নিগ্রহাদ্ ধর্মশাস্ত্রাণামনুরুদ্ধ্যন্নপেতভীঃ॥ ১৩
কাম-ক্রোধাবনাদৃত্য পিতেব সমদর্শনঃ।
শাস্ত্রজাং বুদ্ধিমাস্থায় যুজ্যতে নৈনসা হি সঃ॥ ১৪
দৈবেনাভ্যাহতো রাজা কর্মকালে মহাদ্যুতে।
ন সাধয়তি যৎ কর্ম্ম ন তত্রাহুরতিক্রমম্॥ ১৫
তরসা বুদ্ধিপূর্বং বা নিগ্রাহ্যা এব শত্রবঃ।
পাপৈঃ সহ ন সন্দধ্যাদ্ রাজ্যং পণ্যং ন কারয়েৎ॥ ১৬

প্রমাণহীন, তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত দণ্ড রাজার বিনাশকর হইয়া থাকে।)

দেশ ও কালের প্রতীক্ষাকারী যে রাজা শাস্ত্রীয় বুদ্ধির আশ্রয় বিষয়ে ব্যগ্র না হন্, পরন্তু সময়ে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, তিনি পাপলিপ্ত হন্ না॥ ১১

যে রাজা প্রজার আয়ের ষষ্ঠভাগ কররূপে গ্রহণ করিয়াও রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন না, সেই রাজা উক্ত প্রজার চতুর্থাংশ পাপের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১২

আমার এই কথা শ্রবণ কর, যাহার অনুসরণ করিলে পর রাজা ধর্ম হইতে চ্যুত হন্ না। ধর্মশাস্ত্রসকলের উপদেশ উল্লঙ্ঘনকারী রাজার পতন হইয়া থাকে এবং যদি রাজা ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলেন, তবে তিনি নির্ভয় হইয়া যান॥ ১৩

যে রাজা কাম ও ক্রোধকে অবহেলা করত শাস্ত্রীয়বিধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র পিতার ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন্, তিনি কখনও পাপলিপ্ত হন্ না॥ ১৪

মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির! দৈবকর্তৃক প্রতিহত রাজা কার্য্য করিবার সময় যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ বা অপরাধ হইবে না॥ ১৫

নিজের বল ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুদিগকে সব সময় বশীভূত করিয়া রাখা আবশ্যক। পাপী ব্যক্তিগণের সহিত সদ্ভাব রাখিতে নাই। নিজের রাজ্যকে অন্য রাজ্যের পণ্য করিয়া রাখিবে না॥১৬

শূরাশ্চার্য্যাশ্চ সৎকার্য্যা বিদ্বাংসশ্চ যুধিষ্ঠির।
গোমিনো ধনিনশ্চৈব পরিপাল্যা বিশেষতঃ॥ ১৭
ব্যবহারেষু ধর্ম্মেষু যোক্তব্যাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
(প্রমাণজ্ঞা মহীপাল ন্যায়শাস্ত্রাবলম্বিনঃ।
বেদার্থতত্ত্ববিদ্ রাজংস্তর্কশাস্ত্রবহুশ্রুতাঃ॥
মন্ত্রে চ ব্যবহারে চ নিযোক্তব্যা বিজানতা।
তর্কশাস্ত্রকৃতা বুদ্ধির্ধর্ম্মশাস্ত্রাকৃতা চ যা।
দণ্ডনীতিকৃতা চৈব ত্রৈলোক্যমপি সাধয়েৎ।
নিযোজ্যা বেদতত্ত্বজ্ঞা যজ্ঞকর্ম্মসু পার্থিব॥
বেদজ্ঞা যে চ শাস্ত্রজ্ঞাস্তে চ রাজন্ সুবুদ্ধয়ঃ।
আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ী-বার্তা-দণ্ডনীতিষু পারগাঃ।
তে তু সর্বত্র যোক্তব্যাস্তে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ॥)
গুণযুক্তেঽপি নৈকস্মিন্ বিশ্বসেত বিচক্ষণঃ॥ ১৮
অরক্ষিতা দুর্বিনীতো মানী স্তব্ধোঽভ্যসূয়কঃ।
এনসা যুজ্যতে রাজা দুর্দান্ত ইতি চোচ্যতে॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! শৌর্য্যশালী বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও বিদ্বান্‌গণের সৎকার করা একান্ত প্রয়োজন। অধিকাধিক গো-পোষণকারী ও ধনবান্ বৈশ্যদিগকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবে॥ ১৭

যাঁহারা বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে ধর্ম ও শাসন কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত। ভূপাল! যাঁহারা প্রমাণসমূহের জ্ঞাতা, ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বনকারী, বেদসকলের তত্ত্বজ্ঞ এবং তর্কশাস্ত্রের বহু বিষয়েই বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্, এই সব বিজ্ঞ পুরুষদিগকে মন্ত্রণা ও শাসনকার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতির দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধি ত্রিভুবনকেও সিদ্ধিদান করিতে পারে।

রাজন্! ভূপাল! যাঁহারা বেদসমূহের তত্ত্বজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে যজ্ঞ কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত।

আন্বীক্ষিকী (বেদান্ত), বেদত্রয়ী, বার্ত্তা (দৌত্যবিষয়) ও দণ্ডনীতিতে পারদর্শী বিদ্বান্, তাঁহাদিগকে সকল কার্য্যেই নিয়োগ করা যায়; কারণ, ইঁহারা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বহু গুণবান্ হইলেও বিদ্বান্ পুরুষ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না॥ ১৮

যে রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা করেন না, যিনি দুর্বিনীত, অভিমানী, স্তব্ধ (নিষ্ক্রিয়) ও অপরের দোষদর্শী, তিনি পাপযুক্ত হন্ এবং মানুষ তাঁহাকে 'দুর্দান্ত' বলে॥ ১৯

যেঽরক্ষ্যমাণা হীয়ন্তে দৈবেনাভ্যাহতা নৃপ।
তস্করৈশ্চাপি হীয়ন্তে সর্বং তদ্ রাজকিল্বিষম্ ॥ ২০

সুমন্ত্রিতে সুনীতে চ সর্বতশ্চোপপাদিতে।
পৌরুষে কর্ম্মণি কৃতে নাস্ত্যধর্ম্মো যুধিষ্ঠির ॥ ২১

বিচ্ছিদ্যন্তে সমারব্ধাঃ সিদ্ধ্যন্তে চাপি দৈবতঃ।
কৃতে পুরুষকারে তু নৈনঃ স্পৃশতি পার্থিবম্ ॥ ২২

অত্র তে রাজশার্দূল বর্তয়িষ্যে কথামিমাম্।
যদ্ বৃত্তং পূর্ব্বরাজর্ষের্হয়গ্রীবস্য পাণ্ডব ॥ ২৩

শত্রূন্ হত্বা হতস্যাজৌ শূরস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অসহায়স্য সংগ্রামে নির্জিতস্য যুধিষ্ঠির ॥ ২৪

যৎ কর্ম্ম বৈ নিগ্রহে শাত্রবাণাং
যোগশ্চাগ্র্যঃ পালনে মানবানাম্।
কৃত্বা কর্ম্ম প্রাপ্য কীর্ত্তিং স যুদ্ধাদ্
বাজিগ্রীবো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ২৫

সংযুক্তাত্মা সমরেষ্বাততায়ী
শস্ত্রৈশ্ছিন্নো দস্যুভির্বধ্যমানঃ।
অশ্বগ্রীবঃ কর্ম্মশীলো মহাত্মা
সংসিদ্ধার্থো মোদতে স্বর্গলোকে ॥২৬

ধনুর্যূপো রশনা জ্যা শরঃ স্রুক্
স্রুবঃ খড়্গো রুধিরং যত্র চাজ্যম্।
রথো বেদী কামগো যুদ্ধমগ্নি-
শ্চাতুর্হোত্রং চতুরো বাজিমুখ্যাঃ ॥ ২৭

হুত্বা তস্মিন্ যজ্ঞবহ্নাবথারীন্
পাপান্মুক্তো রাজসিংহস্তরস্বী।
প্রাণান্ হুত্বা চাবভৃথে রণে স
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ২৮

রাষ্ট্রং রক্ষন্ বুদ্ধিপূর্বং নয়েন
সন্ত্যক্তাত্মা যজ্ঞশীলো মহাত্মা।
সর্বাল্লোঁকান্ ব্যাপ্য কীর্ত্ত্যা মনস্বী
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥২৯

হে নৃপ! যে সকল প্রজা রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হওয়ায় অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বিপদে এবং চোরগণের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের এই বিনাশের সমস্ত পাপ রাজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! যদি উত্তমরূপে মন্ত্রণা করা হইয়া থাকে, সুন্দর নীতিতে কার্য্য করা হইয়া থাকে এবং পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরও যদি প্রজাগণকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তবে রাজার কোন অধর্ম্ম (পাপ) হয় না ॥২১

আরম্ভ করিবার পর বহু কার্য্য দৈবের প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়া যায় এবং দৈবের অনুকূলতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু নিজের পক্ষ হইতে যথাযথভাবে পুরুষার্থ করিলে পর যদি কার্য্যের সিদ্ধি নাও হয়, তবে উহাতে রাজাকে পাপ স্পর্শ করে না ॥ ২২

রাজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটি বৃত্তান্ত শুনাইতেছি, যাহা পূর্ব্বকালবর্ত্তী রাজর্ষি হয়গ্রীবের জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২৩

হয়গ্রীব অতিশয় শৌর্য্যশালী বীর ও অনায়াসেই মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ ছিলেন। যুধিষ্ঠির! তিনি যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিহত করিয়াও পরে অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ায় শত্রুরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বধ করে ॥ ২৪

তিনি শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে যে পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, মনুষ্য প্রজাদিগকে পালন করা বিষয়ে যে সর্ব্বোত্তম উদ্যোগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, উহা অদ্ভুত ছিল। তিনি পুরুষার্থ প্রকাশ করত যুদ্ধে উত্তম কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে সেই রাজা হয়গ্রীব স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৫

তিনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া সমরাঙ্গণে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে বধ করিতেছিলেন, কিন্তু দস্যুরা তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন করত বধ করিয়াছিল। এই সময় কর্ম্মপরায়ণ মহামনস্বী হয়গ্রীব পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৬

তাঁহার ধনু যূপ ছিল, ধনুর গুণ পশুবন্ধন রজ্জু, বাণ স্রুক্ (কুশী) এবং তরবারি স্রুবা (কোশা) ছিল। রক্তই ঘৃতে পরিণত হইয়াছিল, ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে সমর্থ রথ ছিল বেদী, যুদ্ধ অগ্নি এবং চারিটি প্রধান অশ্বই ছিল ব্রহ্মাদি চারিজন ঋত্বিক্— ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য। এইরূপ বেগশালী সেই রাজশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব এই যজ্ঞরূপী অগ্নিতে শত্রুদিগকে আহুতিদান করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং নিজের প্রাণকে হোম করত যুদ্ধের সমাপ্তিরূপ অবভৃথস্নান করিয়া তিনি বর্ত্তমানে দেবলোকে আনন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ২৭-২৮

যজ্ঞ করাই সেই মহাত্মার স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। নীতির সাহায্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ্যকে রক্ষা করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ

দৈবীং সিদ্ধিং মানুষীং দণ্ডনীতিং
যোগন্যাসৈঃ পালয়িত্বা মহীঞ্চ ।
তস্মাদ্ রাজা ধর্মশীলো মহাত্মা
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩০
বিদ্বাংস্ত্যাগী শ্রদ্দধানঃ কৃতজ্ঞ—
স্ত্যক্ত্বা লোকং মানুষং কর্ম কৃত্বা ।
মেধাবিনাং বিদুষাং সম্মতানাং
তনুত্যজাং লোকমাক্রম্য রাজা ॥ ৩১
সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা মহাত্মা ।
চাতুর্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্মে
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩২

জিত্বা সংগ্রামান্ পালয়িত্বা প্রজাশ্চ
সোমং পীত্বা তর্পয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যান্ ।
যুক্ত্যা দণ্ডং ধারয়িত্বা প্রজানাং
যুদ্ধে ক্ষীণো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৩
বৃত্তং যস্য শ্লাঘনীয়ং মনুষ্যাঃ
সন্তো বিদ্বাংসোঽর্হয়ন্ত্যর্হণীয়ম্ ।
স্বর্গং জিত্বা বীরলোকানবাপ্য
সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ পুণ্যকীর্তির্মহাত্মা ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

করত সেই মহাত্মা হয়গ্রীব সম্পূর্ণ বিশ্বে নিজের কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া এই সময়ে দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৯

যোগ (কর্মবিষয়ক উৎসাহ) ও ন্যাসের (অহঙ্কারাদি ত্যাগের) সহিত দৈবী সিদ্ধি যজ্ঞাদি ক্রিয়া, মানুষী সিদ্ধি শত্রুদমনাদি, দণ্ডনীতি এবং পৃথিবীকে পালন করত ধর্ম্মশীল মহাত্মা রাজা হয়গ্রীব এই সকলের পুণ্যে বর্ত্তমানে দেবলোকে সুখভোগ করিতেছেন ॥৩০

এই বিদ্বান্, ত্যাগী, শ্রদ্ধালু ও কৃতজ্ঞ রাজা হয়গ্রীব নিজের কর্ত্তব্য পালন করত মনুষ্যলোক ত্যাগ করিয়া মেধাবী, সর্ব্বসম্মানিত, জ্ঞানী ও পুণ্যতীর্থসমূহে দেহত্যাগকারী পুণ্যাত্মাগণের লোকে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩১

বেদের জ্ঞান লাভ করত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া রাজ্যকে উত্তমরূপে পালন করিতে করিতে মহাত্মা রাজা হয়গ্রীব চারিবর্ণের মনুষ্যদিগকে নিজ নিজ ধর্মে স্থাপিত করিয়া এই সময় দেবলোকে আনন্দভোগ করিতেছেন ॥ ৩২

রাজা হয়গ্রীব বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, প্রজাদিগকে পালন করিয়া, যজ্ঞসমূহে সোমরস পান করিয়া, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদির দ্বারা তৃপ্ত করিয়া এবং যুক্তির দ্বারা প্রজাসকলকে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডধারণ করিতে করিতে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং দেবলোকে সুখে বিহার করিতেছেন ॥ ৩৩

সাধু ও বিদ্বান্ পুরুষগণ তাঁহার স্পৃহণীয় ও আদরণীয় চরিত্রের সর্ব্বদা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা হয়গ্রীব স্বর্গলোক জয় করত বীরগণের লভ্য লোকে গমন করিয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সেনজিত উপদেশবাক্যমুল্লিখ্য ব্যাসদেবস্য যুধিষ্ঠিরং বোধয়িতুং প্রযত্নঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা কুপিতে চ ধনঞ্জয়ে।
ব্যাসমামন্ত্র্য কৌন্তেয়ঃ প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন পার্থিবমিদং রাজ্যং ন ভোগাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য শোকো মাং রুন্ধয়ত্যয়ম্॥ ২

শ্রুত্বা বীরবিহীনানামপুত্রাণাঞ্চ যোষিতাম্।
পরিদেবয়মানানাং শান্তিং নোপলভে মুনে॥ ৩

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং ব্যাসো যোগবিদাং বরঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মজ্ঞো বেদপারগঃ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

ন কর্মণা লভ্যতে চিন্তয়া বা
নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ।
পর্য্যায়যোগাদ্ বিহিতং বিধাত্রা
কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৫

ন বুদ্ধিশাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং
প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈরকালে।
মুর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্
কালো হি কার্য্যং প্রতি নির্বিশেষঃ॥৬

নাভূতিকালেষু ফলং দদন্তি
শিল্পানি মন্ত্রাশ্চ তথৌষধানি।
তান্যেব কালেন সমাহিতানি
সিধ্যন্তি বর্ধন্তি চ ভূতিকালে॥ ৭

কালেন শীঘ্রাঃ প্রবহন্তি বাতাঃ
কালেন বৃষ্টির্জলদানুপৈতি।
কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলঞ্চ
কালেন পুষ্যন্তি বনেষু বৃক্ষাঃ॥ ৮

কালেন কৃষ্ণাশ্চ সিতাশ্চ রাত্র্যঃ
কালেন চন্দ্রঃ পরিপূর্ণবিম্বঃ।
নাকালতঃ পুষ্পফলং দ্রুমাণাং
নাকালবেগাঃ সরিতো বহন্তি॥ ৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[সেনজিতের উপদেশযুক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইবার চেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অর্জুন কুপিত হইলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করত উত্তরদান আরম্ভ করিলেন॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! এই পৃথিবীর রাজ্য এবং এই ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার ভোগ আজ আমার মনকে প্রসন্ন করিতে পারিতেছে না। এই শোক আমাকে চারিদিকে রুদ্ধ করিতেছে (অতএব গুরুজনগণ ও বন্ধুবর্গের হিতবাক্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না)॥ ২

মহর্ষে! পতি ও পুত্রগণহীনা যুবতী রমণীগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না॥৩

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর যোগবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! কোন ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া নষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে না এবং চিন্তা করিয়াও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এরূপ কোন দাতাও নাই, যিনি বিনষ্ট বস্তু দান করিতে পারেন। ক্রমানুসারে বিধাতার বিধানেই মানুষ যথাসময়ে সব কিছুই পাইয়া থাকে॥ ৫

বুদ্ধি অথবা শাস্ত্রাধ্যয়নেও মানুষ অসময়ে কোন বিশেষ বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং সময় আসিলে কখনও কখনও মূর্খও অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিয়া থাকে; অতএব কালই কার্য্যের সিদ্ধিবিষয়ে সামান্য কারণ॥ ৬

অবনতির সময় শিল্পকলাসমূহ, মন্ত্র ও ঔষধও কোন ফল দান করে না। সেই জীবই আবার উন্নতির সময় যখন সেই সব ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তখন কালেরই প্রেরণায় সে সফল হয় এবং বর্দ্ধিতও হইয়া থাকে॥ ৭

সময়ানুসারে বায়ু সত্বর প্রবাহিত হয়। সময় আসিলেই মেঘ জল বর্ষণ করে, সময় হইলেই জলে পদ্ম বিকসিত হয় ও উৎপন্ন হয় এবং যথাসময়ে বনসমূহে বৃক্ষসকল পুষ্ট হইয়া থাকে॥৮

সময়ানুসারে রাত্রি শুক্লপক্ষে চন্দ্র-জ্যোৎস্নায় শুভ্রবর্ণ ও চন্দ্রের অদর্শনে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি অন্ধকারময় হইয়া যায়। সময় আসিলে চন্দ্র পরিপূর্ণ বিম্ব প্রাপ্ত হয়, অসময়ে বৃক্ষসকলের মধ্যে ফল ও

নাকালমত্তাঃ খগপন্নগাশ্চ
মৃগদ্বিপাঃ শৈলমৃগাশ্চ লোকে।
নাকালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভা
নায়ান্ত্যকালে শিশিরোষ্ণবর্ষাঃ ॥ ১০

নাকালতো ম্রিয়তে জায়তে বা
নাকালতো ব্যাহরতে চ বালঃ।
নাকালতো যৌবনমভ্যুপৈতি
নাকালতো রোহতি বীজমুপ্তম্ ॥ ১১

নাকালতো ভানুরুপৈতি যোগং
নাকালতোঽস্তং গিরিমভ্যুপৈতি।
নাকালতো বর্ধতে হীয়তে চ
চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি মহোর্মিমালী ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং রাজ্ঞা সেনজিতা দুঃখার্তেন যুধিষ্ঠির ॥ ১৩

সর্বানেবৈষ পর্যায়ো মর্ত্যান্ স্পৃশতি দুঃসহঃ।
কালেন পরিপক্বা হি ম্রিয়ন্তে সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৪

ঘ্নন্তি চান্যান্ নরা রাজংস্তানপ্যন্যে তথা নরাঃ।
সংজ্ঞৈষা লৌকিকী রাজন্ ন হিনস্তি ন হন্যতে ॥ ১৫

হন্তীতি মন্যতে কশ্চিন্ন হন্তীত্যপি চাপরঃ।
স্বভাবতস্তু নিয়তৌ ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১৬

নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে।
অহো দুঃখমিতি ধ্যায়ন্ দুঃখস্যাপচিতিং চরেৎ ॥ ১৭

স কিং শোচসি মূঢ়ঃ সন্ শোচ্যান্ কিমনুশোচসি।
পশ্য দুঃখেষু দুঃখানি ভয়েষু চ ভয়ান্যপি ॥ ১৮

আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বাপি পৃথিবী মম।
যথা মম তথান্যেষামিতি পশ্যন্ ন মুহ্যতি ॥ ১৯

শোকস্থানসহস্রাণি হর্ষস্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২০

পুষ্পসমূহও দেখা যায় না এবং অসময়ে (গ্রীষ্মাদিকালে) নদীসমূহ স্ববেগে প্রবাহিত হয় না ॥ ৯

জগতে পক্ষী, সর্প, বন, মৃগ, হস্তী ও পার্ব্বত্য মৃগসকলও সময় না হইলে মত্ত হয় না। অসময়ে স্ত্রীগণের গর্ভ হয় না এবং সময় না আসিলে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাও হয় না ॥ ১০

সময় না হইলে বালক জন্মগ্রহণ করে না, মৃত্যুর বশীভূত হয় না এবং অসময়ে বালকের কোন বাক্যও স্ফুরিত হয় না। সময় না হইলে যৌবন আসে না এবং রোপণ করা বীজও অসময়ে অঙ্কুরিত হয় না ॥ ১১

অসময়ে সূর্য্য উদয়াচলের সহিত সংযুক্ত হন্ না এবং সময় না হইলে অস্তাচলেও যান না। সময় না হইলে পর চন্দ্র বর্দ্ধিত বা ক্ষীণ হন্ না এবং সমুদ্রেও বড় বড় তরঙ্গসকল উত্থিত হয় না ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অনেকেই এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে শোকে মুহ্যমান রাজা সেনজিৎ তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহা আমি তোমাকে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ১৩

(রাজা সেনজিৎ মনে মনে বলিয়াছিলেন)—এই দুঃসহ কালচক্র সকল মানুষেরই উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে। একদিন সমস্ত ভূপালই কালে পরিপক্ব হইয়া মৃত্যুর অধীনস্থ হইবেন ॥ ১৪

রাজন্! মানুষ অন্যকে বধ করে, আবার তাহাকে অন্য পুরুষ হত্যা করে। নরেশ্বর! এই মরণ ও মারণ হইল লৌকিক সংজ্ঞা। প্রকৃত পক্ষে কেহ মৃত্যুবরণ করে না এবং কেহ কাহাকেও বধ করে না ॥ ১৫

কেহ মনে করেন—আত্মার মৃত্যু হয়। আবার কেহ মনে করে—আত্মার মৃত্যু হয় না; পাঞ্চভৌতিক দেহের কেবল জন্ম মৃত্যু স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত আছে ॥ ১৬

ধন নষ্ট হইলে পর অথবা স্ত্রী, পুত্র বা পিতার মৃত্যুর হইলে পর মানুষ 'হায়' আমার উপর গুরুতর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টা করে ॥ ১৭

তুমি মূঢ় হইয়া কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? সেই মৃত শোচনীয় ব্যক্তিগণকে কেন বারংবার স্মরণ করিতেছ? দেখ, শোক করিলে পর দুঃখে দুঃখ এবং ভয়ে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮

এই দেহও কাহার নিজের নহে এবং সমগ্র পৃথিবীও কাহার নিজের নহে। ইহা যেরূপ আমার এবং সেরূপ অন্যেরও। এতাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও মোহগ্রস্ত হয় না ॥ ১৯

শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং হর্ষেরও শত শত স্থান আছে, কিন্তু উহা প্রতিদিন মূঢ় মানুষেরই উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, বিদ্বান্‌গণের উপর নহে ॥ ২০

এবমেতানি কালেন প্রিয়দ্বেষ্যাণি ভাগশঃ।
জীবেষু পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ২১
দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্মাৎ তদুপলভ্যতে।
তৃষ্ণার্তিপ্রভবং দুঃখং দুখার্তিপ্রভবং সুখম্ ॥ ২২
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ॥ ২৩
সুখমেব হি দুঃখান্তং কদাচিদ্ দুঃখতঃ সুখম্।
তস্মাদেতদ্ দ্বয়ং জহ্যাদ্ য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতং সুখম্ ॥ ২৪
সুখান্তপ্রভবং দুঃখং দুঃখান্তপ্রভবং সুখম্।
যন্নিমিত্তো ভবেচ্ছোকস্তাপো বা ভৃশদারুণঃ ॥২৫
আয়াসো বাপি যন্মূলস্তদেকাঙ্গমপি ত্যজেৎ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥ ২৬
ঈষদপ্যঙ্গ দারাণাং পুত্রাণাং বা চরাপ্রিয়ম্।
ততো জ্ঞাস্যসি কঃ কস্য কেন বা কথমেব চ ॥২৭
যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ত এব সুখমেধন্তে মধ্যমঃ ক্লিশ্যতে জনঃ ২৮
ইত্যব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো যুধিষ্ঠির স সেনজিৎ।
পরাবরজ্ঞো লোকস্য ধর্মবিৎ সুখদুঃখবিৎ ॥ ২৯
যেন দুঃখেন যো দুঃখী ন স জাতু সুখী ভবেৎ।
দুঃখানাং হি ক্ষয়ো নাস্তি জায়তে হ্যপরাৎ পরম্ ॥ ৩০
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণং জীবিতঞ্চ।
পর্য্যায়তঃ সর্বমবাপ্নুবন্তি
তস্মাদ্ ধীরো নৈব হৃষ্যেন্ন শোচেৎ ॥৩১
দীক্ষাং রাজ্ঞঃ সংযুগে যুদ্ধমাহু-
র্যোগং রাজ্যে দণ্ডনীত্যাঞ্চ সম্যক্।
বিত্তত্যাগো দক্ষিণাঞ্চ যজ্ঞে
সম্যগ্ দানং পাবনানীতি বিদ্যাৎ ॥ ৩২

এইভাবে এই সব প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবই দুঃখ ও সুখ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমস্ত জীবগণকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২১

সংসারে কেবল দুঃখই আছে, সুখ নাই; অতএব দুঃখই সকলের উপলব্ধি হয়। তৃষ্ণাজনিত পীড়া হইতে দুঃখ এবং দুঃখের পীড়া হইতে সুখ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুঃখে আর্ত্ত হইয়া মানুষের দুঃখের শেষে সুখের প্রতীতি হয় ॥ ২২

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসে। কেহ জগতে সর্ব্বদা দুঃখই পাইয়া থাকে না এবং কেহ আবার নিরন্তর সুখলাভ করিতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৩

কখনও দুঃখের শেষে সুখ এবং কখনও সুখের অবসানে দুঃখ আসিয়া থাকে; অতএব যিনি নিত্য সুখের অভিলাষী, তিনি এই সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিবেন; কারণ, সুখের শেষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সুখও দুঃখের অবসানে অবশ্যম্ভাবী ॥ ২৪½

যাহার জন্য শোক অথবা অতিশয় নিদারুণ তাপ হয় এবং যাহা আয়াসের মূল কারণ, উহা যদি নিজের দেহের কোন একটি অঙ্গও হয়, তবে উহাও পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৫½

সুখ অথবা দুঃখ, প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, যখন কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন উহা হর্ষসহকারে গ্রহণ করিবে। নিজের হৃদয়ের দ্বারা উহার নিকট পরাজয় বরণ করিবে না ॥ ২৬

প্রিয় মিত্র, স্ত্রী অথবা পুত্রগণের অল্পও অপ্রিয় আচরণ কর; তারপর স্বয়ং উহা বুঝিতে পারিবে যে, কোন ব্যক্তি কি কারণে কিরূপ কাহার সহিত কত সম্বন্ধ রাখে? ২৭

সংসারের যে অত্যন্ত মূর্খ অথবা যিনি বুদ্ধির পরপারে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী হন্; ইহার মধ্যবর্ত্তী মানুষ কেবল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! জগতের ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যৎ এবং সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ মহাজ্ঞানী সেনজিৎ এইরূপ বাক্যই বলিয়াছিলেন ॥ ২৯

যে কোন দুঃখে যে দুঃখী, সে কখনও সুখী হইতে পারে না; কারণ, তাহার আর দুঃখসকলের শেষ হয় না, এক দুঃখের পর অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩০

সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-বিনাশ, লাভ-ক্ষতি ও জীবন-মরণ—এই সব যথাসময়ে ক্রমানুসারে সকলকেই প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য বীর পুরুষ ইহাদের জন্য হর্ষ ও শোক করিবেন না ॥ ৩১

রাজার পক্ষে সংগ্রামে যুদ্ধ করাই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করা বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাজ্যকে রক্ষা করিতে করিতে দণ্ডনীতিতে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার পক্ষে যোগ-সাধন এবং যজ্ঞে দক্ষিণারূপে ধনদান ও উত্তমরীতিতে অন্যান্য বস্তুদানই রাজার পক্ষে ত্যাগ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই তিনটি কার্য্যই রাজার পবিত্রকারক বলিয়া তুমি জানিবে ॥ ৩২

রক্ষন্ রাজ্যং বুদ্ধিপূর্ব্বং নয়েন
সন্ত্যক্তাত্মা যজ্ঞশীলো মহাত্মা।
সর্বাল্লোঁকান্ ধর্মদৃষ্ট্যা চরংশ্চা-
প্যূর্ধ্বং দেহান্মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৩

জিত্বা সংগ্রামান্ পালয়িত্বা চ রাষ্ট্রং
সোমং পীত্বা বর্ধয়িত্বা প্রজাশ্চ।
যুক্ত্যা দণ্ডং ধারয়িত্বা প্রজানাং
যুদ্ধে ক্ষীণো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৪

সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা।
চাতুর্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্মে
পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে॥ ৩৫

যস্য বৃত্তং নমস্যন্তি স্বর্গস্থস্যাপি মানবাঃ
পৌরজানপদামাত্যাঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনজিদুপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

যে রাজা অহঙ্কার পরিত্যাগ করত বুদ্ধিপূর্বক উদ্ভাবিত নীতির দ্বারা রাজ্যের রক্ষা করেন, স্বাভাবিকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত থাকেন এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সম্পূর্ণ জগতে বিচরণ করেন, সেই মহাত্মা নরপতি দেহত্যাগের পর দেবলোকে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ৩৩

যে রাজা সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, রাজ্যকে যথাযথভাবে পালন করিয়া, যজ্ঞে বিধি অনুসারে সোমরস পান করিয়া, প্রজাদিগের উন্নতি বিধান করিয়া এবং প্রজাবর্গের হিতের জন্য যুক্তিপূর্ব্বক দণ্ডধারণ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু প্রাপ্ত হন্, তিনি দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪

সম্যক্ প্রকারে বেদসকলের জ্ঞান, শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন, রাজ্যকে যথাযথভাবে পালন এবং চারি বর্ণকে নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপন করত যিনি নিজের মনকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই রাজা দেবলোকে সুখী হন্ ॥ ৩৫

স্বর্গে অবস্থান করিলেও যাঁহার চরিত্রকে নগর ও জনপদবাসী মনুষ্য এবং মন্ত্রিগণ নতমস্তকে প্রণাম করেন, সেই রাজা সমস্ত নরপতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সেনজিতের উপাখ্যান-বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরেণ ধনদানমহত্ত্বস্য প্রতিপাদনম্‌ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অস্মিন্নেব প্রকরণে ধনঞ্জয়মুদারধীঃ ।
অভিনীততরং বাক্যমিত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

যদেতন্মন্যসে পার্থ ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি ।
ন স্বর্গো ন সুখং নার্থো নির্ধনস্যেতি তন্মৃষা ॥ ২

স্বাধ্যায়যজ্ঞসংসিদ্ধা দৃশ্যন্তে বহবো জনাঃ ।
তপোরতাশ্চ মুনয়ো যেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৩

ঋষীণাং সময়ং শশ্বদ্‌ যে রক্ষন্তি ধনঞ্জয় ।
আশ্রিতাঃ সর্বধর্মজ্ঞা দেবাস্তান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ বিদুঃ ॥ ৪

স্বাধ্যায়নিষ্ঠান্‌ হি ঋষীন্‌ জ্ঞাননিষ্ঠাংস্তথাপরান্‌ ।
বুদ্ধ্যেথাঃ সন্ততং চাপি ধর্মনিষ্ঠান্‌ ধনঞ্জয় ॥ ৫

জ্ঞাননিষ্ঠেষু কার্য্যাণি প্রতিষ্ঠাপ্যানি পাণ্ডব ।
বৈখানসানাং বচনং যথা নো বিদিতং প্রভো ॥ ৬

অজাশ্চ পৃশ্নয়শ্চৈব সিকতাশ্চৈব ভারত ।
অরুণাঃ কেতবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ ॥ ৭

অবাপ্যৈতানি কর্ম্মাণি বেদোক্তানি ধনঞ্জয় ।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো নিগ্রহশ্চৈব দুর্গ্রহঃ ॥৮

দক্ষিণেন চ পন্থানমর্যম্ণো যে দিবং গতাঃ ।
এতান্‌ ক্রিয়াবতাং লোকানুক্তবান্‌ পূর্বমপ্যহম্‌ ॥ ৯

উত্তরেণ তু পন্থানং নিয়মাদ্‌ যং প্রপশ্যসি ।
এতে যাগবতাং লোকা ভান্তি পার্থ সনাতনাঃ ॥ ১০

তত্রোত্তরাং গতিং পার্থ প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ ।
সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্‌ ॥ ১১

তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরমং সা সম্যক্‌ প্রতিতিষ্ঠতি ।
বিনীতক্রোধহর্ষস্য সততং সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা গীতা যযাতিনা ।
যাভিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্‌ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ॥ ১৩

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ধনদানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই প্রসঙ্গে উদারবুদ্ধি রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১

পার্থ! তুমি এই যে মনে করিতেছ, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু নাই এবং নির্ধনের স্বর্গসুখ ও অর্থপ্রাপ্তিও হয় না ; ইহা ঠিক নহে ॥ ২

বহু মানুষকে কেবল স্বাধ্যায়-যজ্ঞের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। তপস্যায় নিরত বহু মুনিও এরূপ ছিলেন, যাঁহারা সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩

ধনঞ্জয়! সর্বধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ যে সব পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থান করত ঋষিগণের স্বাধ্যায়পরম্পরাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, দেবতাবৃন্দ তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন ॥ ৪

অর্জুন! তোমার সদা ইহা বুঝা আবশ্যক যে, ঋষিগণের মধ্যে অনেকে বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায়েই তৎপর থাকেন, অনেকে জ্ঞানোপার্জনে রত থাকেন এবং অনেকে আবার ধর্ম্মপালনেই সংসক্ত থাকেন ॥ ৫

প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন! বানপ্রস্থাবলম্বী ঋষিগণের বাক্য আমরা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারেই জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাগণের উপরেই রাজ্যের সমুদয় কার্য্যভার সমর্পণ করা উচিত ॥ ৬

ভারত! অজ, পৃশ্নি সিকত, অরুণ ও কেতু নামক ঋষিগণ ত' কেবল স্বাধ্যায়ের দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ৭

ধনঞ্জয়! দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও নিগ্রহ—এ সমস্ত কর্ম্মই অতিশয় কঠিন। এই বেদোক্ত কর্ম্মসকলের (সকাম ভাবে) আশ্রয় গ্রহণ করত সূর্য্যের দক্ষিণ পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন। এই সব কর্ম্মমার্গী পুরুষগণের আলোচনা আমি পূর্ব্বেও করিয়াছি ॥৮-৯

কুন্তীনন্দন! সূর্য্যের উত্তরে অবস্থিত যে পথ আছে, তুমি যাহাকে নিয়মের প্রভাবে দর্শন করিতেছ, সে স্থানে এই যে সনাতন লোক প্রকাশিত হইতেছে, উহা নিষ্কাম যজ্ঞকারিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

পার্থ! প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই দুই মার্গের মধ্যে উত্তর মার্গেরই প্রশংসা করেন। প্রকৃতপক্ষে সন্তোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ এবং সন্তোষই সর্ব্বোত্তম সুখ ॥ ১১

সন্তোষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। যিনি ক্রোধ ও হর্ষকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই পরম বৈরাগ্যরূপ সন্তোষের সম্যক্‌ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা তিনি সর্ব্বদা উত্তম সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১২

এই প্রসঙ্গে মানুষ রাজা যযাতি কর্ত্তৃক কথিত এই গাথা

যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি ।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৪
যদা ন ভাবং কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্ ।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৫
বিনীতমানমোহশ্চ বহুসঙ্গবিবর্জিতঃ ।
তদাঽঽত্মজ্যোতিষঃ সাধোর্নির্বাণমুপপদ্যতে ॥ ১৬
ইদং তু শৃণু মে পার্থ ব্রুবতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
ধর্মমন্যে বৃত্তমন্যে ধনমীহন্তি চাপরে ॥ ১৭
ধনহেতোর্য ঈহেত তস্যানীহা গরীয়সী ।
ভূয়ান্ দোষো হি বিত্তস্য যশ্চ ধর্মস্তদাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষমনুপশ্যামি ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি ।
বর্জনং বর্জনীয়ানামীহমানেন দুষ্করম্ ॥ ১৯
যে বিত্তমভিপদ্যন্তে সম্যক্ত্বং তেষু দুর্লভম্ ।
দ্রুহ্যতঃ প্রৈতি তৎ প্রাহুঃ প্রতিকূলং যথাতথম্ ॥ ২০
যস্তু সম্ভিন্নবৃত্তঃ স্যাদ্ বীতশোকভয়ো নরঃ ।
অল্পেন তৃষিতো দ্রুহ্যন্ ভ্রূণহত্যাং ন বুধ্যতে ॥ ২১
তুষ্যন্ত্যাদদতো ভৃত্যা নিত্যং দস্যুভয়াদিব ।
দুর্লভঞ্চ ধনং প্রাপ্য ভৃশং দত্ত্বানুতপ্যতে ॥ ২২
অধনঃ কস্য কিং বাচ্যো বিমুক্তঃ সর্বশঃ সুখী ।
দেবস্বমুপগৃহ্যৈব ধনেন ন সুখী ভবেৎ ॥ ২৩
অত্র গাথাং যজ্ঞগীতাং কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
ত্রয়ীমুপাশ্রিতাং লোকে যজ্ঞ সংস্তরকারিকাম্ ॥ ২৪
যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞায় সৃষ্টঃ পুরুষো রক্ষিতা চ ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং
ধনং ন কামায় হিতং প্রশস্তম্ ॥ ২৫

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন। যাহার দ্বারা মানুষ সমস্ত কামনাকেই সেইভাবে প্রত্যাহার করিয়া থাকে, যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকলকে সর্বদিক্ হইতে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে ॥ ১৩

রাজা যযাতি বলিয়াছিলেন,—যখন কোন মানুষ কাহারও নিকট হইতে ভীত হন্ না, যখন তাঁহার নিকট হইতেও কেহ ভীত হয় না এবং যখন তিনি কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না ও কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তখন সেই মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন্ ॥১৪

যখন এই মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত ভূতগণের প্রতি পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে পাইয়া থাকেন ॥ ১৫

যাঁহার মান ও মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি নানাপ্রকার বিষয়ের আসক্তিশূন্য এবং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই সাধু পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৬

কুন্তীনন্দন! আমি এখন যে কথা তোমাকে বলিব, উহা তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া শ্রবণ কর। অনেকে ধর্ম্ম, অনেকে সদাচার এবং অন্য বহু ব্যক্তি আবার ধন লাভের আশায় চেষ্টা করিতে থাকেন ॥ ১৭

যে ব্যক্তি ধনের জন্য চেষ্টা করে, তাহার সে চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা ভাল; কারণ, ধন ও তাহার দ্বারা অর্জিত ধর্ম্মে মহাদোষ দেখা যায় ॥১৮

আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং তুমিও দেখিতে পাইতেছ যে, যে ব্যক্তি ধনোপার্জনের চেষ্টায় নিরত আছে, তাহার পক্ষে ত্যাজ্য কর্ম্মসকল ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন ॥ ১৯

যাহারা ধনের মোহে পতিত, তাহাদের মধ্যে সাধুতা দুর্লভ; কারণ, যাহারা অপরের দ্রোহ করিয়া থাকে, তাহাদেরই ধনলাভ হয়—ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, আবার সেই প্রাপ্ত ধন প্রকারান্তরে ধনীকে চৌরাদির ভয় দেখাইতে থাকিয়া তাহার প্রতিকূল হইয়া যায় ॥ ২০

শোক ও ভয়রহিত হইলেও যে মানুষ সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার যদি অতি অল্পও ধনের তৃষ্ণা থাকে, তবে সে ঐ ধনের জন্য অপরের প্রতি এরূপ দ্রোহ করিতে থাকে যে, ভ্রূণহত্যার ন্যায় পাপকার্য্য করিয়াও সে সেই পাপের বিষয় বুঝিতে পারে না ॥ ২১

নিজেদের বেতন যথা সময়ে পাইলেও যখন ভৃত্যগণের সন্তোষ হয় না; তখন তাহারা প্রভুর প্রতি অপ্রসন্ন হয় এবং সেই ধনী দুর্লভ ধন প্রাপ্ত হইয়া যদি সেবকগণকে প্রভূত ধন দিতে বাধ্য হয়, তবে উহা প্রদান করত সে দস্যুভয়ের ন্যায় তাহাদের প্রতি ভীত হইয়া অনুতাপ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২২

দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যসকল না করিলেও নির্ধন মানুষকে কে কি বলিতে পারে? সে দস্যু-তস্করাদি সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত থাকিয়া সুখী হয়। দেবতাগণের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াও কেহ ধন হইতে সুখী হয় না ॥ ২৩

এবিষয়ে যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা গীত এক গাথা আছে, যাহা তিন বেদকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই গাথা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাকারিণী। পুরাতন বৃত্তান্তসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ॥ ২৪

বিধাতা যজ্ঞের জন্যই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই কারণে সমস্ত ধনই যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। ভোগের জন্য ধনের ব্যবহার হিতকর নয় এবং প্রশস্তও নয় ॥ ২৫

এতৎ স্বার্থে চ কৌন্তেয় ধনং ধনবতাং বর।
ধাতা দদাতি মর্ত্যেভ্যো যজ্ঞার্থমিতি বিদ্ধি তৎ ॥ ২৬
তস্মাদ্ বুধ্যন্তি পুরুষা ন হি তৎ কস্যচিদ্‌ধ্রুবম্।
শ্রদ্দধানস্ততো লোকো দদ্যাচ্চৈব যজেত চ ॥ ২৭
লব্ধস্য ত্যাগমিত্যাহুর্ন ভোগং ন চ সঞ্চয়ম্।
তস্য কিং সঞ্চয়েনার্থঃ কার্য্যে জ্যায়সি তিষ্ঠতি ॥ ২৮
যে স্বধর্মাদপেতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
শতং বর্ষাণি তে প্রেত্য পুরীষং ভুঞ্জতে জনাঃ ॥ ২৯
অনর্হতে যদ্ দদাতি ন দদাতি যদর্হতে।
অর্হানর্হাপরিজ্ঞানাদ্ দানধর্মোঽপি দুষ্করঃ ॥ ৩০
লব্ধানামপি বিত্তানাং বোদ্ধব্যৌ দ্বাবতিক্রমৌ।
অপাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ পাত্রে চাপ্রতিপাদনম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

ধনবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়! বিধাতা মনুষ্যগণের স্বার্থের জন্যও যে ধন দিয়া থাকেন, উহাও যজ্ঞের নিমিত্তই জানিবে ॥ ২৬

সেইহেতু বুদ্ধিমান্ এই কথা বুঝিয়া থাকেন যে, ধন কখনও কোন একজনের নিকট স্থিরভাবে থাকে না; অতএব শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি ধন দান করিবেন এবং উহা যজ্ঞে বিনিয়োগ করিবেন ॥ ২৭

প্রাপ্ত ধনের দান করাই উচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা ভোগে ব্যয় করা এবং সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় রাখা কর্ত্তব্য নহে। যাহার সম্মুখে অতিবৃহৎ কার্য্য যজ্ঞাদি রহিয়াছে, তাহার পক্ষে ধন সংগ্রহ করিয়া রাখার কি আবশ্যকতা আছে? ২৮

যে সকল মন্দমতি মানুষ নিজ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত ব্যক্তিদিগকে ধনদান করে, সেই সব মানুষ মৃত্যুর পর শতবর্ষ পর্য্যন্ত নরকে থাকিয়া বিষ্ঠা ভোজন করিতে থাকে ॥ ২৯

মানুষ অনধিকারীকে ধন দান করে এবং অধিকারীকে ধন দান করে না,—এই উভয় কার্য্যই তাহার দোষ উৎপাদন করে। যোগ্য-অযোগ্য পাত্রের জ্ঞান না হইলে পর দান ধর্ম্ম সম্পাদন করাও অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে ॥ ৩০

প্রাপ্ত ধনের ব্যবহার বিষয়ে দুই প্রকার অতিক্রম (কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন) আছে বলিয়া জানিবে। প্রথম অতিক্রম—অপাত্রকে ধন দান এবং দ্বিতীয় হইল—সুপাত্রে ধনদান না করা ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শোকাকুলতয়া দেহং ত্যক্তুমুদ্যতং যুধিষ্ঠিরং নিবার্য্য তস্মৈ ব্যাসদেবস্য প্রবোধদানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অভিমন্যৌ হতে বালে দ্রৌপদ্যাস্তনয়েষু চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বিরাটে চ দ্রুপদে চ মহীপতৌ ॥ ১
বৃষসেনে চ ধর্মজ্ঞে ধৃষ্টকেতৌ তু পার্থিবে।
তথান্যেষু নরেন্দ্রেষু নানাদেশ্যেষু সংযুগে ॥ ২
ন চ মুঞ্চতি মাং শোকো জ্ঞাতিঘাতিনমাতুরম্।
রাজ্যকামুকমত্যুগ্রং স্ববংশোচ্ছেদকারিণম্ ॥ ৩
যস্যাঙ্কে ক্রীড়মানেন ময়া বৈ পরিবর্তিতম্।
স ময়া রাজ্যলুব্ধেন গাঙ্গেয়ো যুধি পাতিতঃ ॥ ৪
যদা হ্যেনং বিঘূর্ণন্তমপশ্যং পার্থসায়কৈঃ।
কম্পমানং যথা বজ্রৈঃ প্রেক্ষ্যমাণং শিখণ্ডিনা ॥ ৫
জীর্ণসিংহমিব প্রাংশুং নরসিংহং পিতামহম্।
কীর্য্যমাণং শরৈর্দৃষ্ট্বা ভৃশং মে ব্যথিতং মনঃ ॥ ৬
প্রাঙ্‌মুখং সীদমানঞ্চ রথে পররথারুজম্।
ঘূর্ণমানং যথা শৈলং তদা মে কশ্মলোঽভবৎ ॥ ৭
যঃ স বাণধনুষ্পাণির্যোধয়ামাস ভার্গবম্।
বহূন্যহানি কৌরব্যঃ কুরুক্ষেত্রে মহামৃধে ॥ ৮
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং বারাণস্যাং নদীসুতঃ।
কন্যার্থমাহ্বয়দ্ বীরো রথেনৈকেন সংযুগে ॥ ৯
যেন চোগ্রায়ুধো রাজা চক্রবর্তী দুরাসদঃ।
দগ্ধশ্চাস্ত্রপ্রতাপেন স ময়া যুধি ঘাতিতঃ ॥ ১০
স্বয়ং মৃত্যুং রক্ষমাণঃ পাঞ্চাল্যং যঃ শিখণ্ডিনম্।
ন বাণৈঃ পাতয়ামাস সোঽর্জুনেন নিপাতিতঃ ॥ ১১
যদৈনং পতিতং ভূমাবপশ্যং রুধিরোক্ষিতম্।
তদৈবাবিশদত্যুগ্রো জ্বরো মাং মুনিসত্তম ॥ ১২

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[শোকবশতঃ যুধিষ্ঠিরকে দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত ব্যাসদেব কর্তৃক প্রবোধ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, রাজা দ্রুপদ, ধর্ম্মজ্ঞ বৃষসেন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং নানা দেশের অধিপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিগণও বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি জ্ঞাতিগণের ঘাতক, রাজ্য- লোভী, অত্যন্ত ক্রূর এবং নিজের বংশধ্বংসকারী ব্যক্তি! এই সব চিন্তা করিতে থাকায় আমাকে শোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে না এবং আমি অতিশয় আতুর হইয়া পড়িয়াছি ॥ ১-৩

যাঁহার ক্রোড়ে আমি খেলা করিতাম ও পরিবর্ত্তিত হইতাম (ওলট পালট করিতাম), সেই পিতামহ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকেও আমি রাজ্য-লোভে আহত করিয়া ভূপাতিত করিয়াছি ॥ ৪

যখন আমি দেখিলাম যে, অর্জুনের বজ্রোপম বাণসমূহে আহত হইয়া বৃদ্ধ সিংহসদৃশ উন্নতদেহ পুরুষসিংহ আমার পিতামহ কম্পিত হইতেছেন এবং তিনি যেন ঘুরিতেছেন, শিখণ্ডী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও তাঁহার দেহ বাণসকলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন এই সব দেখিয়া আমার মনে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইল ॥ ৫-৬

যিনি শত্রুদলের রথী বীরগণকেও পীড়াদান করিতে সমর্থ ছিলেন, তিনি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নীরবে উপবেশন করত বাণসমূহের আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং যেরূপ পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থায় তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার যেন মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৭

কুরুকুলধুরন্ধর যে বীর কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করত বহুদিন পর্য্যন্ত পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে বীর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম বারাণসী নগরীতে কাশীরাজের কন্যাগণের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর একমাত্র রথের দ্বারা সেস্থানে সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয়নরপতিগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং যিনি দুর্জয় চক্রবর্ত্তী রাজা উগ্রায়ুধকে নিজের অস্ত্রসকলের প্রতাপে দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি যুদ্ধে বধ করাইয়াছি ॥ ৮-১০

যিনি নিজের মৃত্যুরূপে উপস্থিত পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডীকে স্বয়ংই রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বাণসমূহে ভূপাতিত করেন নাই, সেই পিতামহ ভীষ্মকে আমি অর্জুনের দ্বারা ধরাশায়ী করাইয়াছি ॥ ১১

মুনিশ্রেষ্ঠ! যখন আমি পিতামহ ভীষ্মকে রক্তাপ্লুত হইয়া

যেন সংবর্ধিতা বালা যেন স্ম পরিরক্ষিতাঃ।
স ময়া রাজ্যলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা ॥ ১৩
অল্পকালস্য রাজ্যস্য কৃতে মূঢ়েন ঘাতিতঃ।
আচার্য্যশ্চ মহেষ্বাসঃ সর্বপার্থিবপূজিতঃ ॥ ১৪
অভিগম্য রণে মিথ্যা পাপেনোক্তঃ সুতং প্রতি।
তন্মে দহতি গাত্রাণি যন্মাং গুরুরভাষত ॥ ১৫
সত্যমাখ্যাহি রাজংস্ত্বং যদি জীবতি মে সুতঃ।
সত্যমামর্ষয়ন্ বিপ্রো ময়ি তৎ পরিপৃষ্টবান্ ॥ ১৬
কুঞ্জরং চান্তরং কৃত্বা মিথ্যোপচরিতং ময়া।
সুভৃশং রাজলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা ॥ ১৭
সত্যকঞ্চুকমুন্মুচ্য ময়া স গুরুরাহবে।
অশ্বত্থামা হত ইতি নিরুক্তঃ কুঞ্জরে হতে ॥ ১৮
কাঁল্লোকাংস্তু গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
অঘাতয়ঞ্চ যৎ কর্ণং সমরেষ্বপলায়িনম্ ॥ ১৯
জ্যেষ্ঠভ্রাতরমত্যুগ্রং কো মত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।
অভিমন্যুঞ্চ যদ্ বালং জাতং সিংহমিবাদ্রিষু ॥ ২০
প্রাবেশয়মহং লুব্ধো বাহিনীং দ্রোণপালিতাম্।
তদাপ্রভৃতি বীভৎসুং ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্ ॥ ২১
কৃষ্ণঞ্চ পুণ্ডরীকাক্ষং কিল্বিষী ভ্রূণহা যথা।
দ্রৌপদীং চাপি দুঃখার্তাং পঞ্চ পুত্রৈর্বিনাকৃতাম্ ॥ ২২
শোচামি পৃথিবীং হীনাং পঞ্চভিঃ পর্বতৈরিব।
সোঽহমাগস্করঃ পাপঃ পৃথিবীনাশকারকঃ ॥ ২৩
আসীন এবমেবেদং শোষয়িষ্যে কলেবরম্।
প্রায়োপবিষ্টং জানীধ্বমথ মাং গুরুঘাতিনম্ ॥ ২৪
জাতিষ্বন্যাস্বপি যথা ন ভবেয়ং কুলান্তকৃৎ।
ন ভোক্ষ্যে ন চ পানীয়মুপভোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥ ২৫

ভূতলে পতিত হইতে দেখিলাম, সেই সময় আমার উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শোক-জ্বরের আবেগ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

যিনি আমাদের বাল্যকাল হইতে ভরণ-পোষণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বদিক্ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকেই পাপী, রাজ্যলোভী, গুরুঘাতী ও মূর্খ আমি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের জন্য বধ করাইয়াছি ॥ ১৩½

সমস্ত রাজগণের দ্বারা পূজিত, মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্যের নিকট যাইয়া পাপী আমি তাঁহার পুত্রের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছি ॥ ১৪½

সেই সময় গুরু দ্রোণাচার্য্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—রাজন্! যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তবে তুমি সত্য কথা বল। সেই বিপ্র সত্যের নির্ণয়ের জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যখন আমার এই কথা স্মরণ হয়, তখনই আমার সর্ব্বাঙ্গ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ১৫-১৬

কিন্তু অতিশয় রাজ্যে লুব্ধ হইয়া পাপী আমি গুরুকে হত্যা করিবার বাসনায় তাঁহাকে হস্তীর নামে নিজেকে আবৃত রাখিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছি এবং তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছি ॥ ১৭

আমি সত্যের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া যুদ্ধে অশ্বত্থামা নামে হাতীর মৃত্যুতে গুরুদেবকে বলিলাম যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে। (ইহাতে তিনি নিজের পুত্রই নিহত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন) ॥ ১৮

আমি এই সব অত্যন্ত দুষ্কর পাপকার্য্য করিয়া কোন্ লোকে গমন করিব? যুদ্ধে যিনি কখনও পলায়ন করেন না; সেই অতিশয় উগ্র পরাক্রমশালী নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণকেও আমি বধ করাইয়াছি; অতএব আমা অপেক্ষা মহাপাপকারী ব্যক্তি আর কে আছে? ১৯½

আমি রাজ্যলোভে পতিত হইয়া যখন উৎপন্ন সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী অভিমন্যুকে দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক সুরক্ষিত কৌরব্য সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম, তখন হইতেই ভ্রূণ-হত্যাকারীর ন্যায় পাপাচারী আমি অর্জুন ও কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না ॥ ২০-২১½

পৃথিবী পঞ্চ পর্ব্বতহীন হইয়া যাইলে তাঁহার যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ নিজের পঞ্চ পুত্রহীন হইয়া দুঃখকাতরা দ্রৌপদীর জন্য আমার নিরন্তর শোক হইতেছে ॥ ২২½

অতএব আমি পাপী, অপরাধী ও সম্পূর্ণ পৃথিবীর বিনাশকারী, সেইজন্য এ স্থানে এইরূপে উপবিষ্ট এই নিজের দেহকে শুষ্ক করিয়া দিব ॥ ২৩½

আপনারা গুরুঘাতী আমাকে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট বলিয়াই অবগত হউন, যাহাতে পর জন্মে আমি পুনরায় এরূপ নিজের কুলবিনাশকারী না হই ॥ ২৪½

তপোধনগণ! এখন আমি কোনরূপেই অন্নও ভক্ষণ করিব না এবং জলও পান করিব না। এ স্থানে অবস্থান করত আমি নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ২৫½

শোষয়িষ্যে প্রিয়ান্ প্রাণানিহস্থোঽহং তপোধনাঃ।
যথেষ্টং গম্যতাং কামমনুজানে প্রসাদ্য বঃ॥ ২৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
সর্ব্বে মামনুজানীত ত্যক্ষ্যামীদং কলেবরম্।
তমেবংবাদিনং পার্থং বন্ধুশোকেন বিহ্বলম্॥ ২৭
ব্যাস উবাচ।
মৈবমিত্যব্রবীদ্ ব্যাসো নিগৃহ্য মুনিসত্তমঃ।
অতিবেলং মহারাজ ন শোকং কর্ত্তুমর্হসি॥ ২৮
পুনরুক্তং তু বক্ষ্যামি দিষ্টমেতদিতি প্রভো।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা জাতানাং প্রাণিনাং ধ্রুবম্॥২৮
বুদ্‌বুদা ইব তোয়েষু ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ॥ ৩০
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্।
সুখং দুঃখান্তমালস্যং দাক্ষ্যং দুঃখং সুখোদয়ম্।
ভূতিঃ শ্রীর্হ্রীর্ধৃতিঃ কীর্ত্তির্দক্ষে বসতি নালসে॥ ৩১
নালং সুখায় সুহৃদো নালং দুঃখায় শত্রবঃ।
ন চ প্রজালমর্থেভ্যো ন সুখেভ্যোঽপ্যলং ধনম্॥ ৩২
যথা সৃষ্টোঽসি কৌন্তেয় ধাত্রা কর্মসু তৎ কুরু।
অতএব হি সিদ্ধিস্তে নেশস্ত্বং কর্মণাং নৃপ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

আমি আপনাদিগকে প্রসন্ন করত আপনাদের জানাইতেছি যে, আপনারা নিজ নিজ স্থানে ইচ্ছানুসারে গমন করুন। আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি দান করুন যে, আমি অনশন করত এই দেহকে পরিত্যাগ করিব॥ ২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! স্বীয় বন্ধুগণের শোকে বিহ্বল হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এরূপ কথা বলিতে দেখিয়া মুনিবর ব্যাসদেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—না, এরূপ হইতে পারে না॥ ২৭॥

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহারাজ! তুমি সব সময় এরূপ শোক করিও না। প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! আমি পূর্ব্বে কথিত বাক্যই পুনরায় বলিতেছি,—এ সমস্তই প্রারব্ধের ফল॥ ২৮॥

যেরূপে জলে বুদ্‌বুদ উত্থিত হয় ও আবার উহাতেই মিশিয়া যায়, সেইরূপ জগতে উৎপন্ন প্রাণিগণের যে পরস্পর সংযোগ হইয়া থাকে, উহার শেষও নিশ্চয়ই বিয়োগেই হইয়া থাকে॥ ২৯॥

সমস্ত সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়েই হইয়া থাকে, সকল উন্নতির অন্ত পতনে হয়, সংযোগের অন্ত বিয়োগে হইয়া থাকে এবং জীবনের অন্ত মরণে হয়॥ ৩০॥

আলস্য সুখরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার অন্তে দুঃখলাভ হইয়া থাকে এবং কার্যনৈপুণ্য দুঃখরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ইহা হইতে সুখের উদয় হয়। ইহা ব্যতীত—ঐশ্বর্য্য, লক্ষ্মী, লজ্জা, ধৃতি ও কীর্ত্তি—ইহারা কার্য্যদক্ষ পুরুষেই বাস করে—অলস পুরুষে নহে॥৩১

সুহৃদগণও সুখদান করিতে সমর্থ হন্ না, আবার শত্রুরাও দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে না। সেইরূপ প্রজারাও ধনদান করিতে সমর্থ হয় না এবং ধনও সুখদান করিতে পারে না॥ ৩২

কুন্তীনন্দন! নৃপ! বিধাতা যেরূপ কর্ম্মসকলের জন্য তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি সেই সকল কর্ম অনুষ্ঠান কর। তাহার দ্বারা তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তুমি কর্ম্মসকল ত্যাগ করিবার অধিকারী নও॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[অশ্ম-জনকসংবাদমুল্লিখ্য প্রারব্ধস্য প্রবলতাং বর্ণয়তা ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
জ্ঞাতিশোকাভিতপ্তস্য প্রাণানভ্যুৎসিসৃক্ষতঃ ।
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডুপুত্রস্য ব্যাসঃ শোকমপানুদৎ ॥ ১
ব্যাস উবাচ ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
অশ্মগীতং নরব্যাঘ্র তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
অশ্মানং ব্রাহ্মণং প্রাজ্ঞং বৈদেহো জনকো নৃপঃ
সংশয়ং পরিপপ্রচ্ছ দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ৩
জনক উবাচ ।
আগমে যদি বাপায়ে জ্ঞাতীনাং দ্রবিণস্য চ ।
নরেণ প্রতিপত্তব্যং কল্যাণং কথমিচ্ছতা ॥ ৪
অশ্মোবাচ ।
উৎপন্নমিমমাত্মানং নরস্যানন্তরং ততঃ ।
তানি তান্যনুবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৫
তেষামন্যতরাপত্তৌ যদ্ যদেবোপপদ্যতে ।
তদস্য চেতনামাশু হরত্যভ্রমিবানিলঃ ॥ ৬
অভিজাতোঽস্মি সিদ্ধোঽস্মি নাস্মি কেবলমানুষঃ ।
ইত্যেভির্হেতুভিস্তস্য ত্রিভিশ্চিত্তং প্রসিচ্যতে ॥ ৭
সম্প্রসক্তমনা ভোগান্ বিসৃজ্য পিতৃসঞ্চিতান্ ।
পরিক্ষীণঃ পরস্বানামাদানং সাধু মন্যতে ॥ ৮
তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্ ।
প্রতিষেধন্তি রাজানো লুব্ধা মৃগমিবেষুভিঃ ॥ ৯
যে চ বিংশতিবর্ষা বা ত্রিংশদ্বর্ষাশ্চ মানবাঃ ।
পরেণ তে বর্ষশতান্ন ভবিষ্যন্তি পার্থিব ॥ ১০
তেষাং পরমদুঃখানাং বুদ্ধ্যা ভৈষজ্যমাচরেৎ ।
সর্বপ্রাণভৃতাং বৃত্তং প্রেক্ষমাণস্ততস্ততঃ ॥ ১১

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

[অশ্মাঋষি ও জনকের সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রারব্ধের প্রবলতার কথা বলিতে বলিতে ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! মহর্ষি ব্যাসদেব জ্ঞাতিগণের শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া নিজের প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের শোক এইভাবে দূর করিয়াছিলেন ॥ ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! জ্ঞানী পুরুষগণ এ প্রসঙ্গে অশ্মা ব্রাহ্মণের গীতসম্বন্ধযুক্ত এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি উহা শ্রবণ কর ॥ ২

কোন একদিন দুঃখ শোকে নিমগ্ন বিদেহরাজ জনক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ অশ্মকে নিজের মনের এই সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! জ্ঞাতি ও ধনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলে পর কল্যাণকামী মানুষের কিরূপ কর্তব্য স্থির করা উচিত ? ৪

অশ্মা বলিলেন,—রাজন্ ! মানুষের এই দেহ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহার সহিত সুখ ও দুঃখও তাহার অনুগমন করে ॥ ৫

এই সুখ-দুঃখের মধ্যে তাহার কোন না কোন একটি প্রাপ্তি হইতেই থাকে ; অতএব যেই সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখনই উহা মানুষের জ্ঞানকে সেইভাবে হরণ করিয়া থাকে, যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া লইয়া যায় ॥ ৬

ইহার ফলে "আমি উচ্চকুলসম্ভূত, আমি সিদ্ধ এবং আমি একজন সাধারণ মানুষ নহি" অহঙ্কারের এই ত্রিবিধ ধারা মানুষের চিত্তকে সিক্ত করিতে থাকে ॥ ৭

তারপর সেই মানুষ ভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া ক্রমশঃ পিতৃপিতামহ কর্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া যায় এবং অপরের ধন গ্রহণ করাকে উত্তম উপায় মনে করিতে থাকে ॥ ৮

যেরূপ ব্যাধ নিজের বাণসকলের দ্বারা মৃগগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ মর্য্যাদা (শাস্ত্রবিধি) অতিক্রম করত অনুচিত উপায়ে অপরের ধন অপহরণকারী সেই মানুষকে রাজারা দণ্ডদানের দ্বারা কুপথে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন ॥ ৯

রাজন্ ! বিশ অথবা ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে সকল মনুষ্য চৌর্য্যাদি কুমার্গে গমন করে, তাহারা শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১০

যে যে স্থলে সমস্ত প্রাণিগণের দুঃখদায়ক আচরণ অনুষ্ঠিত হইবে, উহা দর্শন করত রাজা বা জ্ঞানী ব্যক্তি সেই মহাদুঃখসকলকে নিবারণ করিবার জন্য বুদ্ধির দ্বারা ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন (অর্থাৎ উপদেশাদির দ্বারা তাহাদিগকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের মহাদুঃখসকলের প্রতীকার করিবেন) ॥ ১১

মানসানাং পুনর্যোনির্দুঃখানাং চিত্তবিভ্রমঃ।
অনিষ্টোপনিপাতো বা তৃতীয়ং নোপপদ্যতে ॥ ১২
এবমেতানি দুঃখানি তানি তানীহ মানবম্।
বিবিধান্যুপবর্তন্তে তথা সংস্পর্শজান্যপি ॥ ১৩
জরা-মৃত্যু হি ভূতানাং খাদিতারৌ বৃকাবিব।
বলিনাং দুর্বলানাঞ্চ হ্রস্বানাং মহতামপি ॥ ১৪
ন কশ্চিজ্জাত্বতিক্রামেজ্জরা-মৃত্যু হি মানবঃ।
অপি সাগরপর্য্যন্তাং বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫
সুখং বা যদি বা দুঃখং ভূতানাং পর্য্যুপস্থিতম্।
প্রাপ্তব্যমবশৈঃ সর্বং পরিহারো ন বিদ্যতে ॥ ১৬
পূর্বে বয়সি মধ্যে বাপ্যুত্তরে বা নরাধিপ।
অবর্জনীয়াস্তেঽর্থা বৈ কাঙ্ক্ষিতা যে ততোঽন্যথা ॥ ১৭
অপ্রিয়ৈঃ সহ সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সুপ্রিয়ৈঃ।
অর্থানর্থৌ সুখং দুঃখং বিধানমনুবর্ত্ততে ॥ ১৮

মনুষ্যগণের বারংবার দুঃখপ্রাপ্তির কারণ হইল দুই প্রকার,—চিত্তের ভ্রম ও অনিষ্টাগম। এ বিষয়ে তৃতীয় কোন কারণ পাওয়া যায় না ॥ ১২

এইরূপ এই দুই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষয়সমূহের আসক্তিতেও দুঃখলাভ হয় ॥ ১৩

বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু—এই দুইটি দুইটি চিতাবাঘের তুল্য, ইহারা বলবান্, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীকেই ভক্ষণ করে ॥ ১৪

কোন মানুষই কখনও বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। ইহারা এই সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছে ॥ ১৫

প্রাণিগণের নিকট যে সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, উহা সকলকেই বিবশ হইয়া সহ্য করিতে হয়; কারণ, ইহাকে অতিক্রম করিবার কোনই উপায় নাই। ১৬

হে নরাধিপ! বাল্যকালে, যুবাবয়সে অথবা বার্দ্ধক্যকে—কখনও না কখনও অনিবার্য্যরূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, যাহাকে মানুষ তাহার বিপরীতরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। (অর্থাৎ সুখের পর সুখই কামনা করে, কিন্তু তাহাকে কষ্ট ভোগও করিতে হয়) ॥ ১৭

অপ্রিয় বস্তুসকলের সহিত সংযোগ, অত্যন্ত প্রিয় বস্তুসমূহের বিয়োগ, অর্থ, অনর্থ, সুখ ও দুঃখ—এ সকলের প্রাপ্তি প্রারব্ধের বিধানানুসারে হইয়া থাকে ॥ ১৮

প্রাদুর্ভাবশ্চ ভূতানাং দেহত্যাগস্তথৈব চ।
প্রাপ্তির্ব্যায়ামযোগশ্চ সর্বমেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯
গন্ধ-বর্ণ-রস-স্পর্শা নিবর্তন্তে স্বভাবতঃ।
তথৈব সুখ-দুঃখানি বিধানমনুর্তত্তে ॥ ২০
আসনং শয়নং যানমুত্থানং পান-ভোজনম্।
নিয়তং সর্বভূতানাং কালেনৈব ভবত্যুত ॥ ২১
বৈদ্যাশ্চাপ্যাতুরাঃ সন্তি বলবন্তশ্চ দুর্বলাঃ।
শ্রীমন্তশ্চাপরে ষণ্ঢা বিচিত্রঃ কালপর্য্যয়ঃ ॥ ২২
কুলে জন্ম তথা বীর্য্যমারোগ্যং রূপমেব চ।
সৌভাগ্যমুপভোগশ্চ ভবিতব্যেন লভ্যতে ॥ ২৩
সন্তি পুত্রাঃ সুবহবো দরিদ্রাণামনিচ্ছতাম্।
নাস্তি পুত্রঃ সমৃদ্ধানাং বিচিত্রং বিধিচেষ্টিতম্ ॥ ২৪
ব্যাধিরগ্নির্জলং শস্ত্রং বুভুক্ষাশ্চাপদো বিষম্।
জ্বরশ্চ মরণং জন্তোরুচ্চাচ্চ পতনং তথা ॥ ২৫

প্রাণিগণের উৎপত্তি, দেহত্যাগ, লাভ ও ক্ষতি—এ সমস্তই প্রারব্ধের আধারেই অবস্থিত আছে ॥ ১৯

যেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্বভাবতই আসিয়া থাকে ও নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য সুখ এবং দুঃখসকল প্রারব্ধানুসারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০

সকল প্রাণীরই উপবেশন, শয়ন, গমনাগমন, উত্থান, পান ও ভোজন—এসমস্ত কার্য্যই সময় অনুসারে নিয়ত রূপে হইতে থাকে ॥ ২১

এ জগতে বৈদ্য ও রোগী, বলবান্ ও দুর্ব্বল এবং সুশ্রী পুরুষ ও বিশ্রী নপুংসক—এইরূপ যুগপৎ বহু ব্যক্তি রহিয়াছে। অতএব কালেরই গতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ২২

উত্তম কুলে জন্ম, বল পরাক্রম, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও উপভোগ সামগ্রী—এ সমস্তই ভবিতব্য অনুসারে লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩

যাহারা দরিদ্র ও সন্তানের কামনা করে না, তাহাদের বহু পুত্র হইয়া থাকে এবং যাহারা ধনী, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আবার একটিও পুত্র লাভ হয় না; অতএব বিধাতার কার্য্য অতিশয় বিচিত্র ॥ ২৪

রোগ, অগ্নি, জল, অস্ত্র, ক্ষুধা, পিপাসা, বিপত্তি, বিষ, জ্বর ও উচ্চস্থান হইতে পতন—এ সমস্ত জীবের মৃত্যুর কারণ। জন্মের সময় যাহার জন্য প্রারব্ধবশতঃ যে নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া

নির্মাণে যস্য যদ্ দিষ্টং তেন গচ্ছতি সেতুনা।
দৃশ্যতে নাপ্যতিক্রামন্ন নিষ্ক্রান্তোঽথবা পুনঃ ॥ ২৬
দৃশ্যতে চাপ্যতিক্রামন্ননিগ্রাহ্যোঽথবা পুনঃ।
দৃশ্যতে হি যুবৈবেহ বিনশ্যন্ বসুমান্ নরঃ।
দরিদ্রশ্চ পরিক্লিষ্টঃ শতবর্ষো জরান্বিতঃ ॥ ২৭
অকিঞ্চনাশ্চ দৃশ্যন্তে পুরুষাশ্চিরজীবিনঃ।
সমৃদ্ধে চ কুলে জাতা বিনশ্যন্তি পতঙ্গবৎ ॥ ২৮
প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্য্যন্তে দরিদ্রাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২৯
অহমেতৎ করোমীতি মন্যতে কালনোদিতঃ।
যদ্ যদিষ্টমসন্তোষাদ্ দুরাত্মা পাপমাচরেৎ ॥ ৩০
মৃগয়াক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ পানং প্রসঙ্গা নিন্দিতা বুধৈঃ।
দৃশ্যন্তে পুরুষাশ্চাত্র সম্প্রযুক্তা বহুশ্রুতাঃ ॥ ৩১
ইতি কালেন সর্বার্থানীপ্সিতানীপ্সিতানিহ।
স্পৃশন্তি সর্বভূতানি নিমিত্তং নোপলভ্যতে ॥ ৩২
বায়ুমাকাশমগ্নিঞ্চ চন্দ্রাদিত্যাবহঃক্ষপে।
জ্যোতীংষি সরিতঃ শৈলান্ কঃ করোতি বিভর্তি চ ॥ ৩৩
শীতমুষ্ণং তথা বর্ষং কালেন পরিবর্ততে।
এবমেব মনুষ্যাণাং সুখ-দুঃখে নরর্ষভ ॥ ৩৪
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবম্ ॥ ৩৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ৩৬
যে চৈব পুরুষাঃ স্ত্রীভির্গীতবাদ্যৈরুপস্থিতাঃ।
যে চানাথাঃ পরান্নাদাঃ কালস্তেষু সমক্রিয়ঃ ॥ ৩৭

দেওয়া হইয়াছে, উহাই তাহার অদৃষ্ট, অতএব তাহার দ্বারা সে গমন করে অর্থাৎ পরলোকে গমন করে ॥ ২৫½

কাহাকেও এই অদৃষ্টকে উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা যায় না কিংবা পূর্ব্বে কেহই ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, এরূপও দেখা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি যে (তপস্যাদি প্রবল পুরুষার্থের দ্বারা) দৈবের নিয়ন্ত্রণে থাকিবার যোগ্য হন্ না, তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টকে উল্লঙ্ঘন করিতেও দেখা যায় ॥ ২৬½

এ জগতে ধনী মানুষও যুবক অবস্থায় নষ্ট হয়—ইহা দেখা যায়, আবার ক্লেশে পতিত দরিদ্রও শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে—ইহাও দেখা যায় ॥ ২৭

যাহার নিকট কিছুই নাই, এরূপ দরিদ্রকেও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিতে দেখা যায়। ধনীর বংশে উৎপন্ন মনুষ্যকেও কীট পতঙ্গের ন্যায় নষ্ট হইতে দেখা যায় ॥ ২৮

জগতে প্রায় ধনবান্‌গণের ভোজন করিয়া উহা পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না; কিন্তু দরিদ্রদিগের উদরে কাষ্ঠও সর্ব্বতোভাবে পরিপাক হইয়া যায় ॥ ২৯

দুরাত্মা মনুষ্য কালপ্রেরিত হইয়া এই অভিমান করিতে থাকে যে, আমি ইহা করিব। তাহার পর অসন্তোষবশতঃ তাহার যাহা যাহা অভিরুচি হয়, সেই সব পাপপূর্ণ কার্য্যও সে করিতে থাকে ॥ ৩০

জ্ঞানী পুরুষগণ মৃগয়া (শিকার করা), পাশাখেলা, স্ত্রীগণের সংসর্গে থাকা, মদ্যপান এবং অসৎসংসর্গ —এই সকলকে নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই সব পাপকর্ম্মে বহু শাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়নকারী পুরুষগণকেও সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায় ॥ ৩১

এইরূপে কালপ্রভাবে সমস্ত প্রাণী ইষ্ট ও অনিষ্ট পদার্থসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে অদৃষ্ট ব্যতীত আর অন্য কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৩২

বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতসকলকে কাল ব্যতীত অন্য কে নির্ম্মাণ করিতে এবং ধারণ করিতে পারেন? ৩৩

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল প্রভৃতি ঋতুসমূহও কালেরই প্রেরণায় পরিবর্তিত হইতে থাকে, নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মনুষ্যগণের সুখ-দুঃখও কালেরই দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ৩৪

বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর বশীভূত মনুষ্যকে না ঔষধ, না মন্ত্র, না হোম এবং না জপ রক্ষা করিতে পারে ॥ ৩৫

যেরূপ মহাসাগরে কোন কাষ্ঠ এক দিক হইতে আসিয়া এবং অপর কোন কাষ্ঠ অন্য দিক্ হইতে আসিয়া অল্পকালের জন্য মিলিত হইয়া পুনরায় বিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ এ জগতে প্রাণীগণেরও সংযোগ ও বিয়োগ হইতে থাকে ॥ ৩৬

জগতে যে সব ধনবান্ পুরুষগণের প্রীতিবিধানের জন্য বহু সুন্দরী গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা তাহাদের সেবায় নিরতা থাকে, তাহাদের প্রতি যে সব অনাথ পুরুষ পরের অন্নের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতে থাকে, ইহাদের সকলেরই প্রতি কালসমান ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেম্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ৩৮
নৈবাস্য কশ্চিদ্ ভবিতা নায়ং ভবতি কস্যচিৎ।
পথি সঙ্গতমেবেদং দার-বন্ধু-সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ৩৯
ক্বাসে ক্ব চ গমিষ্যামি কো ন্বহং কিমিহাস্থিতঃ।
কস্মাৎ কিমনুশোচেয়মিত্যেবং স্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৪০
অনিত্যে প্রিয়সংবাসে সংসারে চক্রবদ্‌গতৌ।
পথি সঙ্গতমেবৈতদ্ ভ্রাতা মাতা পিতা সখা ॥৪১
ন দৃষ্টপূর্বং প্রত্যক্ষং পরলোকং বিদুর্বুধাঃ।
আগমাংস্ত্বনতিক্রম্য শ্রদ্ধাতব্যং বুভূষতা ॥ ৪২
কুর্বীত পিতৃদৈবত্যং ধর্মাণি চ সমাচরেৎ।
যজেচ্চ বিদ্বান্ বিধিবৎ ত্রিবর্গং চাপ্যুপাচরেৎ ॥ ৪৩
সংনিমজ্জেজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
জরামৃত্যুমহাগ্রাহে ন কশ্চিদববুধ্যতে ॥ ৪৪
আয়ুর্বেদমধীয়ানাঃ কেবলং সপরিগ্রহাঃ।
দৃশ্যন্তে বহবো বৈদ্যা ব্যাধিভিঃ সমভিপ্লুতাঃ ॥৪৫
তে পিবন্তঃ কষায়াংশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ।
ন মৃত্যুমতিবর্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ৪৬
রসায়নবিদশ্চৈব সুপ্রযুক্তরসায়নাঃ।
দৃশ্যন্তে জরয়া ভগ্না নগা নাগৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৪৭
তথৈব তপসোপেতাঃ স্বাধ্যায়াভ্যসনে রতাঃ।
দাতারো যজ্ঞশীলাশ্চ ন তরন্তি জরান্তকৌ ॥ ৪৮
ন হ্যহানি নিবর্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ সমাঃ।
জাতানাং সর্বভূতানাং ন পক্ষা ন পুনঃ ক্ষপাঃ ॥ ৪৯
সোঽয়ং বিপুলমধ্বানং কালেন ধ্রুবমধ্রুবঃ।
নরোঽবশঃ সমভ্যেতি সর্বভূতনিষেবিতম্ ॥ ৫০

এ জগতে বহুবার জন্মগ্রহণ করত সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রগণের সুখ অনুভব করা হইয়াছে, কিন্তু এখন তাঁহারা কাহার এবং আমরাই বা তাঁহাদের কে? ৩৮

বস্তুতঃ জগতে এই জীবের কেহ চিরসম্পর্কী হইবে না এবং সেও কাহারও চিরসম্পর্কী নয়। যেরূপ পথে চলিবার সময় অন্য পথিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেইরূপ এ জগতে ভ্রাতা-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র এবং সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলন হইয়া সম্পর্ক স্থাপিত হয় ॥ ৩৯

অতএব বিবেকবান্ পুরুষের নিজের মনে এই বিচার করা উচিত যে, আমি কোথায় কোন স্থানে যাইব, এ জগতে কিজন্য আসিয়াছি এবং কিজন্য কাহার উদ্দেশ্য শোক করিব? ৪০

এই সংসার চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ইহার মধ্যে প্রিয় জনগণের সহবাস অনিত্য। এ স্থানে ভ্রাতা, মিত্র, পিতা ও মাতা প্রভৃতির সহিত মিলন পথিমধ্যে মিলিত পথিকগণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪১

যদিও জ্ঞানী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, পরলোক প্রত্যক্ষ দেখা যায় না এবং পূর্ব্বে কেহই তাহাকে দর্শন করে নাই, তথাপি নিজের কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখা কর্ত্তব্য। ৪২

বিদ্বান্ পুরুষ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও দেবতাদিগের যজন করিবেন। ধর্ম্মানুকূল কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিবেন ও যজ্ঞ করিবেন এবং বিধি অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ করিবেন ॥ ৪৩

যাহার মধ্যে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুরূপী বড় বড় গ্রাহ (হিংস্রজলজন্তু)-সকল পূর্ণ হইয়া আছে, আর সেই গম্ভীর কালসাগরে দৃশ্যমান সম্পূর্ণ জগৎ নিমজ্জিত আছে; কিন্তু কেহই ইহা বুঝিতে পারেন না ॥ ৪৪

কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারী বহু চিকিৎসকগণকেও পরিবার-বর্গের সহিত রোগসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায় ॥ ৪৫

তাঁহারা বহুপ্রকারের রসায়ন ঔষধ ভক্ষণ ও নানা প্রকার ঘৃত পান করিতে থাকিলেও যেরূপ মহাসাগর নিজের তীরভাগ উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় না, সেইরূপ মৃত্যুকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না ॥ ৪৬

রসায়ন-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে নিজের জন্য রসায়ন সকলের উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়াও বার্দ্ধক্যের দ্বারা সেইরূপ জর্জরিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়, যেরূপ শ্রেষ্ঠ হস্তীদিগের আঘাতে ভগ্ন বৃক্ষসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭

সেইরূপ শাস্ত্রসকলের স্বাধ্যায় ও অভ্যাসে নিরত বিদ্বান্, তপস্বী, দানী এবং যজ্ঞশীল পুরুষগণও জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না ॥ ৪৮

সংসারে জন্মগ্রহণকারী সকল প্রাণীদিগেরই দিবস, রজনী, বর্ষ, মাস ও পক্ষ একবার অতিবাহিত হইয়া যাইলে উহা আর ফিরিয়া আসে না ॥ ৪৯

মৃত্যুর এই বিশাল পথের সেবা সকল প্রাণীকেই করিতে হয়। এই অনিত্য মানবকেও কালের দ্বারা বিবশ হইয়া সর্ব্বদা অবিচলিত মৃত্যুর পথেই গমন করিতে হয় ॥ ৫০

দেহো বা জীবতোঽভ্যেতি জীবো বাভ্যেতি দেহতঃ।
পথি সঙ্গমমভ্যেতি দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৫১

নায়মত্যন্তসংবাসো লভ্যতে জাতু কেনচিৎ।
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ৫২

ক নু তেঽদ্য পিতা রাজন্ ক নু তেঽদ্য পিতামহাঃ।
ন ত্বং পশ্যসি তানদ্য ন ত্বাং পশ্যন্তি তেঽনঘ ॥ ৫৩

ন চৈব পুরুষো দ্রষ্টা স্বর্গস্য নরকস্য চ।
আগমস্তু সতাং চক্ষুর্নৃপতে তমিহাচর ॥ ৫৪

চরিতব্রহ্মচর্য্যো হি প্রজায়েত যজেত চ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামানৃণ্যাদনসূয়কঃ ॥ ৫৫

স যজ্ঞশীলঃ প্রজনে নিবিষ্টঃ
প্রাগ্ ব্রহ্মচারী প্রবিবিক্তচক্ষুঃ।
আরাধয়েৎ স্বর্গমিমঞ্চ লোকং
পরঞ্চ মুক্ত্বা হৃদয়ব্যলীকম্ ॥ ৫৬

সমং হি ধর্ম্মং চরতো নৃপস্য
দ্রব্যাণি চাভ্যাহরতো যথাবৎ।
প্রবৃত্তধর্ম্মস্য যশোঽভিবর্ধতে
সর্বেষু লোকেষু চরাচরেষু ॥ ৫৭

ইত্যেবমাজ্ঞায় বিদেহরাজো
বাক্যং সমগ্রং পরিপূর্ণহেতুঃ।
অশ্মানমামন্ত্র্য বিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্যযৌ গৃহং স্বং প্রতি শান্তশোকঃ ॥৫৮

তথা ত্বমপ্যচ্যুত মুঞ্চ শোক-
মুত্তিষ্ঠ শক্রোপম হর্ষমেহি।
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ মহী জিতা তে
তাং ভুঙ্‌ক্ষ কুন্তীসুত মাবমংস্থাঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
ব্যাসবাক্যেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

(আস্তিক মতানুসারে) জীব (চেতন) হইতে দেহের উৎপত্তি হউক অথবা (নাস্তিক মতানুসারে) দেহ হইতেই জীবের উৎপত্তি হউক, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যে মিলন হয়, উহা পথে গমন করিবার সময় পথিকগণের সহিত মিলনের ন্যায় অল্পকালই হইয়া থাকে ॥৫১

কোন ব্যক্তিরই সর্ব্বদা কোন অন্য এক ব্যক্তির সহিত একস্থানে থাকিবার সুযোগ হয় না। যখন নিজের দেহেরই সহিত বহুদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকে না, তখন আর অপর কাহার সহিত সেই সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? ৫২

রাজন্! আজ তোমার পিতা কোথায়? আজ তোমার পিতামহই বা কোথায় গিয়াছেন ? নিষ্পাপ নরেশ ! আজ তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না এবং না তাঁহারা তোমায় দেখিতে পাইতেছেন ॥ ৫৩

কোনও মানুষই জগৎ হইতে এই স্থুল নয়নদ্বয়ের দ্বারা স্বর্গ ও নরককে দেখিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের দেখিবার জন্য সৎ পুরুষগণের নিকট শাস্ত্রই একমাত্র নেত্র; নৃপতে! অতএব তুমি এস্থানে সেই শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া চল ॥ ৫৪

মানুষ প্রথমে পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে এবং পিতৃঋণ, দেবঋণ ও মনুষ্য ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ করিবে, কাহারও প্রতি দোষদৃষ্টি রাখিবে না ॥ ৫৫

মানুষ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করত সন্তানোৎপাদনের জন্য বিবাহ করিবে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে পবিত্র রাখিবে এবং স্বর্গলোক ও ইহলোকের সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের শোক-সন্তাপ দূর করত যজ্ঞপরায়ণ হইয়া পরমাত্মার আরাধনা করিতে থাকিবে ॥ ৫৬

রাজা যদি নিয়মপূর্ব্বক প্রজাগণের নিকট হইতে কররূপে দ্রব্যগ্রহণ করেন এবং রাগ-দ্বেষহীন হইয়া রাজধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন, তবে সেই ধর্ম্মপরায়ণ নরেশের সুযশ সম্পূর্ণ চরাচর জগতে, বিস্তৃত হইয়া থাকে ॥ ৫৭

নির্ম্মল বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদেহরাজ জনক অশ্মার এই যুক্তিপূর্ণ সমগ্র উপদেশ শ্রবণ করত শোকরহিত হইয়া যাইলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৫৮

নিজ ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, উঠ এবং হৃদয়ে হর্ষ ধারণ কর। তুমি নিজ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবীকে জয় করিয়াছ, অতএব ইহাকে উপভোগ কর। তুমি ইহাকে অবহেলা করিও না ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণেন নারদ-সৃঞ্জয়সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শরাজোপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা যুধিষ্ঠিরস্য শোকং নিবারয়িতুমুদ্যোগঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অব্যাহরতি রাজেন্দ্র ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ।
গুডাকেশো হৃষীকেশমভ্যভাষত পাণ্ডবঃ ॥ ১

অর্জুন উবাচ ।

জ্ঞাতিশোকাভিসন্তপ্তো ধর্মপুত্রঃ পরন্তপঃ ।
এষ শোকার্ণবে মগ্নস্তমাশ্বাসয় মাধব ॥ ২
সর্বে স্ম তে সংশয়িতাঃ পুনরেব জনার্দন ।
অস্য শোকং মহাবাহো প্রণাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু গোবিন্দো বিজয়েন মহাত্মনা ।
পর্য্যবর্তত রাজানং পুণ্ডরীকেক্ষণোঽচ্যুতঃ ॥ ৪
অনতিক্রমণীয়ো হি ধর্মরাজস্য কেশবঃ ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি গোবিন্দঃ প্রীত্যা চাভ্যধিকোঽর্জুনাৎ ॥ ৫
সম্প্রগৃহ্য মহাবাহুর্ভুজং চন্দনভূষিতম্ ।
শৈলস্তম্ভোপমং শৌরিরুবাচাভিবিনোদয়ন্ ॥ ৬
শুশুভে বদনং তস্য সুদংষ্ট্রং চারুলোচনম্ ।
ব্যাকোশমিব বিস্পষ্টং পদ্মং সূর্য্য ইবোদিতে ॥ ৭

বাসুদেব উবাচ ।

মা কৃথাঃ পুরুষব্যাঘ্র শোকং ত্বং গাত্রশোষণম্ ।
ন হি তে সুলভা ভূয়ো যে হতাস্মিন্ রণাজিরে ॥ ৮
স্বপ্নলব্ধা যথা লাভা বিতথাঃ প্রতিবোধনে ।
এবং তে ক্ষত্রিয়া রাজন্ যে ব্যতীতা মহারণে ॥ ৯
সর্বেঽপ্যভিমুখাঃ শূরা বিজিতা রণশোভিনঃ ।
নৈষাং কশ্চিৎ পৃষ্ঠতো বা পলায়ন্ বাপি পাতিতঃ ॥ ১০
সর্বে ত্যক্ত্বাঽঽত্মনঃ প্রাণান্ যুদ্ধ্বা বীরা মহামৃধে ।
শস্ত্রপূতা দিবং প্রাপ্তা ন তান্ শোচিতুমর্হসি ॥ ১১

একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদ-সৃঞ্জয় সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শ সংখ্যক রাজার উপাখ্যান শুনাইয়া যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণের উদ্যোগ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! সকলেই এইভাবে বুঝাইতে থাকিলে পরও যখন ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির নীরব রহিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—মাধব ! শত্রুদিগের সন্তাপদায়ক এই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং জ্ঞাতিগণের শোকে সন্তপ্ত হইয়া শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। আপনি ইঁহাকে ধৈর্য্যদান করুন ॥ ২

মহাবাহু জনার্দ্দন ! আমরা সকলে পুনরায় সেই মহাসংশয়ে পতিত হইয়াছি। আপনি ইঁহার শোকনাশ করুন ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! মহাত্মা অর্জুন এই কথা বলিলে পর স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত কমললোচন ভগবান্ গোবিন্দ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ঘুরিয়া বসিলেন ॥ ৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা কখনও উল্লঙ্ঘন করিতেন না, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অর্জুন অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন ॥ ৫

মহাবাহু গোবিন্দ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ন্যায় চন্দন-চর্চ্চিত বাহু স্বীয় হস্তে ধারণ করত তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

সেই সময় সুন্দর দন্তপঙ্ক্তিতে সুশোভিত ও মনোহর নেত্রদ্বয়ে ভূষিত তাঁহার বদন সূর্য্যোদয়ের সময় পূর্ণরূপে বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি শোক করিও না। শোক ত' দেহকে শুষ্ক করিয়া দেয়। এই সমরাঙ্গণে যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহারা পুনরায় সহজে মিলিত হইবে, ইহা অসম্ভব ॥ ৮

রাজন্ ! যেরূপ স্বপ্নে লব্ধ ধনসকল জাগরিত হইলেই মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ যে সব ক্ষত্রিয় মহারণে নিহত হইয়াছে, তাহাদের দর্শন এখন অতিশয় দুর্লভ ॥ ৯

সংগ্রামে সুশোভিত এই সব বীরবর যোদ্ধারা শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া পরাজিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহই পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এবং যুদ্ধ ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে করিতে নিহত হয় নাই ॥ ১০

সকল বীরই মহাযুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে নিজ নিজ প্রাণত্যাগ করত অস্ত্রসকলের দ্বারা পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ; অতএব তোমার তাহাদের জন্য শোক করা উচিত হইবে না ॥ ১১

ক্ষত্রধর্মরতাঃ শূরা বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ ।
প্রাপ্তা বীরগতিং পুণ্যাং তান্ ন শোচিতুমর্হসি ॥ ১২
মৃতান্ মহানুভাবাংস্ত্বং শ্রুত্বৈব পৃথিবীপতীন্ ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১৩
সৃঞ্জয়ং পুত্রশোকার্ত্তং যথায়ং নারদোঽব্রবীৎ ।
সুখ-দুঃখৈরহং ত্বঞ্চ প্রজাঃ সর্বাশ্চ সৃঞ্জয় ॥ ১৪
অবিমুক্তা মরিষ্যামস্তত্র কা পরিদেবনা ।
মহাভাগ্যং পুরা রাজ্ঞাং কীর্ত্যমানং ময়া শৃণু ॥ ১৫
গচ্ছাবধানং নৃপতে ততো দুঃখং প্রহাস্যসি ।
মৃতান্ মহানুভাবাংস্ত্বং শ্রুত্বৈব পৃথিবীপতীন্ ॥ ১৬
শমমানয় সন্তাপং শৃণু বিস্তরশশ্চ মে ।
ক্রূরগ্রহাভিশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্ ॥ ১৭
অগ্রিমাণাং ক্ষিতিভুজামুপাদানং মনোহরম্ ।
আবিক্ষিতং মরুত্তঞ্চ মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ১৮

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে তৎপর, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী এই বীরবর নরপতিগণ পুণ্যময়ী বীর-গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে নিহত মহানুভব ভূপতিগণের চরিত্র শ্রবণ করত এই বন্ধু-বান্ধববৃন্দের জন্য তুমি শোক করিও না ॥ ১২½

এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দেওয়া হয়—যেরূপ এই দেবর্ষি নারদ পুত্রশোকে পীড়িত রাজা সৃঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন ॥ ১৩½

সৃঞ্জয়! আমি, তুমি ও এই সমস্ত প্রজাবর্গ কেহই সুখ ও দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত নহি এবং একদিন আমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করিব। সুতরাং সে বিষয়ে শোক করিবার কি আছে? ॥ ১৪½

নৃপতে! আমি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের মহাসৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিব। তুমি উহা শ্রবণ কর এবং সাবধান হইয়া যাও। ইহাতে তোমার দুঃখ দূর হইয়া যাইবে ॥ ১৫½

মৃত মহানুভব ভূপতিগণের নাম শ্রবণ করিয়াই তুমি নিজের মানসিক সন্তাপকে শান্ত কর এবং আমার নিকট হইতে সবিস্তারে তাঁহাদের সকলের পরিচয় শ্রবণ কর ॥ ১৬½

সেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শ্রবণযোগ্য মনোহর বৃত্তান্ত অতিশয় উত্তম, ক্রূরগ্রহগণের শান্তিকারক এবং আয়ুর্বর্দ্ধক ॥ ১৭½

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্তও নিহত হইয়াছেন, যে মহাত্মা নরপতির যজ্ঞে ইন্দ্র ও বরুণসহ সমস্ত

যস্য সেন্দ্রাঃ সবরুণা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
দেবা বিশ্বসৃজো রাজ্ঞো যজ্ঞমীয়ুর্মহাত্মনঃ ॥ ১৯
যঃ স্পর্ধয়াযজচ্ছক্রং দেবরাজং পুরন্দরম্ ।
শক্রপ্রিয়ৈষী যং বিদ্বান্ প্রত্যাচষ্ট বৃহস্পতিঃ ॥ ২০
সংবর্তো যাজয়ামাস যবীয়ান্ স বৃহস্পতেঃ ।
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং নৃপতৌ রাজসত্তম ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী বিবভৌ চৈত্যমালিনী ॥ ২১
আবিক্ষিতস্য বৈ সত্রে বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সাধ্যাশ্চাসন্ মহাত্মনঃ ॥ ২২
মরুদ্গণা মরুত্তস্য যৎ সোমমপিবংস্ততঃ ।
দেবান্ মনুষ্যান্ গন্ধর্বানত্যরিচ্যন্ত দক্ষিণাঃ ॥ ২৩
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ২৪

দেবতা এবং প্রজাপতিগণ বৃহস্পতিকে অগ্রে করত উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিতেন বলিয়া নিজ যজ্ঞ-বৈভবের দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের প্রিয় করিতে অভিলাষী বৃহস্পতি যখন তাঁহার যজ্ঞ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত্ত মরুত্তকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ২০½

নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা মরুত্ত যখন এই পৃথিবীকে শাসন করিতে-ছিলেন, সেই সময় কর্ষণ ও বপন না করিলেও পৃথিবী অন্ন উৎপন্ন করিতেছিলেন এবং সমস্ত ভূমণ্ডলে দেবালয়সমূহ মালার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, ইহার দ্বারা এই পৃথিবী অতিশয় শোভা-প্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ২১

মহাত্মা মরুত্তের যজ্ঞে বিশ্বেদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন এবং মরুদ্গণ ও সাধ্যগণ পরিবেশনকারী ছিলেন ॥ ২২

মরুদ্গণ মরুত্তের যজ্ঞে সেই সময় প্রচুর সোমরস পান করিয়া-ছিলেন। রাজা যে সব দক্ষিণা দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণ হইতেও অধিক ছিল ॥ ২৩

সৃঞ্জয়! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি বিষয়ে রাজা মরুত্ত তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও নিহত হইয়াছেন, তখন আর অন্যের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ২৪

সুহোত্রং চৈবাতিথিনং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্মিন্ হিরণ্যং ববৃষে মঘবা পরিবৎসরম্ ॥ ২৫
সত্যনামা বসুমতী যং প্রাপ্যাসীজ্জনাধিপম্ ।
হিরণ্যমবহন্ নদ্যস্তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ॥ ২৬
কূর্মান্ কর্কটকান্ নক্রান্ মকরান্ শিংশুকানপি।
নদীম্বপাতয়দ্ রাজন্ মঘবা লোকপূজিতঃ ॥ ২৭
হিরণ্যান্ পাতিতান্ দৃষ্ট্বা মৎস্যান্ মকর-কচ্ছপান্।
সহস্রশোঽথ শতশস্ততোঽস্ময়দথোঽতিথিঃ ॥ ২৮
তদ্ধিরণ্যমপর্য্যন্তমাবৃতং কুরুজাঙ্গলে।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমার্পয়ৎ ॥ ২৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৩০
অদক্ষিণমযজ্বানং শ্বৈত্য সংশাম্য মা শুচঃ।

সৃঞ্জয়! অতিথিপ্রিয় রাজা সুহোত্রও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার রাজ্যে ইন্দ্র এক বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

সুহোত্রকে রাজারূপে পাইয়া পৃথিবীর 'বসুমতী' নাম সার্থক হইয়া গিয়াছে। যে সময় তিনি জনপদের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় সেখানকার সকল নদী জলের সহিত সুবর্ণও বহন করিত ॥ ২৬

রাজন্! লোকপূজিত ইন্দ্র স্বর্ণনির্ম্মিত বহু কচ্ছপ, কর্কটক (কাঁকড়া), কুম্ভীর, মকর, শিশুক ও মৎস্য সেই নদীসমূহে পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ২৭

এই সব নদীতে শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় সুবর্ণময় মৎস্য, মকর ও কচ্ছপকে (ইন্দ্রকর্তৃক) পাতিত হইতে দেখিয়া অতিথিপ্রিয় রাজা সুহোত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ২৮

এই অনন্ত স্বর্ণরাশি কুরুজাঙ্গলপ্রদেশকে আবৃত করিয়াছিল। রাজা সুহোত্র সেস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত ধনরাশি ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৯

শ্বেতপুত্র সৃঞ্জয়! তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনি নিহত হইয়াছেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না; কারণ, সে কোন যজ্ঞও করে নাই এবং কোন দক্ষিণাদানও করে নাই, সুতরাং তাহার জন্য শোক করিও না, শান্ত হও ॥ ৩০½

অঙ্গং বৃহদ্রথঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম। ৩১
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং শ্বেতানশ্বানবাসৃজৎ।
সহস্রঞ্চ সহস্রাণাং কন্যা হেমপরিষ্কৃতাঃ ॥ ৩২
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং গজানাং পদ্মমালিনাম্ ॥ ৩৩
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ :
শতং শতসহস্রাণি বৃষাণাং হেমমালিনাম্ ॥ ৩৪
গবাং সহস্রানুচরং দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
অঙ্গস্য যজমানস্য তদা বিষ্ণুপদে গিরৌ ॥ ৩৫
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ :
যস্য যজ্ঞেষু রাজেন্দ্র শতসংখ্যেষু বৈ পুরা ॥ ৩৬
দেবান্ মনুষ্যান্ গন্ধর্বানত্যরিচ্যন্ত দক্ষিণাঃ।
ন জাতো জনিতা নান্যঃ পুমান্ যঃ সম্প্রদাস্যতি ॥ ৩৭

সৃঞ্জয়! অঙ্গদেশের রাজা বৃহদ্রথও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমি শুনিয়াছি। তিনি যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞে দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণের অশ্ব ও স্বর্ণের আভরণে ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২½

এইরূপ যজমান বৃহদ্রথ সেই বিস্তৃত যজ্ঞে সুবর্ণময় পদ্মের মাল্যে বিভূষিত দশ লক্ষ হস্তীও দক্ষিণারূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৩½

তিনি সেই যজ্ঞে এক কোটি সুবর্ণমাল্যযুক্তা গাভী, বৃষ ও তাহাদের জন্য সহস্র সহস্র সেবক দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৪½

যজমান অঙ্গ যখন বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র সেস্থানে সোমরস পান করত মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণও আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৩৫½

রাজেন্দ্র! প্রাচীন কালে অঙ্গরাজ এরূপ শত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই সব যজ্ঞে তিনি যে সমস্ত দক্ষিণা দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দক্ষিণা দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের যজ্ঞ হইতেও অধিক ছিল ॥ ৩৬½

অঙ্গরাজ সপ্ত সোমসংস্থাতে (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম—এই সপ্ত সোম-সংস্থা।) যেরূপ ধনদান করিয়াছিলেন, তাদৃশ ধনদান করিতে সমর্থ কোন মানুষ অদ্যাবধি জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭½

যদঙ্গঃ প্রদদৌ বিত্তং সোমসংস্থাসু সপ্তসু ।
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ॥ ৩৮
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ।
শিবিমৌশীনরঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ৩৯
য ইমাং পৃথিবীং সর্বাং চর্ম্মবৎসমবেষ্টয়ৎ ।
মহতা রথঘোষেণ পৃথিবীমনুনাদয়ন্ ॥ ৪০
একচ্ছত্রাং মহীঞ্চক্রে জৈত্রেণৈকরথেন যঃ ।
যাবদদ্য গবাশ্বং স্যাদারণ্যৈঃ পশুভিঃ সহ ॥ ৪১
তাবতীঃ প্রদদৌ গাঃ স শিবিরৌশীনরোঽধ্বরে ।
ন বোঢারং ধুরং তস্য কশ্চিন্মেনে প্রজাপতিঃ ॥ ৪২
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ সর্বরাজসু সৃঞ্জয় ।
অন্যত্রৌশীনরাচ্ছৈব্যাদ্ রাজর্ষেরিন্দ্রবিক্রমাৎ ॥ ৪৩
অদক্ষিণমযজ্বানং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ।
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৪৪
ভরতঞ্চৈব দৌষ্মন্তিং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ।
শাকুন্তলং মহাত্মানং ভূরিদ্রবিণসঞ্চয়ম্ ॥ ৪৫
যো বদ্ধ্বা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামনু ।
সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামনু চতুর্দশ ॥ ৪৬
অশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ ।
ইষ্টবান্ স মহাতেজা দৌষ্মন্তির্ভরতঃ পুরা ॥ ৪৭
ভরতস্য মহৎ কর্ম সর্বরাজসু পার্থিবাঃ ।
খং মর্ত্যা ইব বাহুভ্যাং নানুগন্তুমশক্নুবন্ ॥ ৪৮
পরং সহস্রাদ্ যো বদ্ধান্ হয়ান্ বেদীর্বিতত্য চ ।
সহস্রং যত্র পদ্মানাং কণ্বায় ভরতো দদৌ ॥ ৪৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৫০

সৃঞ্জয়! পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে বৃহদ্রথ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন, অতএব তুমি পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না ॥ ৩৮ই

সৃঞ্জয়! যিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজের অধীনস্থ করিয়াছিলেন, সেই উশীনরপুত্র রাজা শিবিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৩৯ই

তিনি নিজের রথের গম্ভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে একমাত্র বিজয়শীল রথের দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে একচ্ছত্ররূপে শাসন করিয়াছিলেন ॥ ৪০ই

আজ জগতে বনজাত পশুগণের সহিত যত গরু (গাভী, বৃষ বলদ) ও অশ্ব আছে, তত সংখ্যক কেবল গরু উশীনরপুত্র শিবি নিজ যজ্ঞে দান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ই

সৃঞ্জয়! প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী উশীনরপুত্র রাজা শিবি ব্যতীত সমস্ত রাজাদের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে কোন রাজাকেই শিবির কার্য্যভার বহন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন না ॥ ৪২-৪৩

সৃঞ্জয়! রাজা শিবি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য —এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না; কারণ, এই পুত্র কোন যজ্ঞ করে নাই এবং দক্ষিণাও প্রদান করে নাই। তুমি এরূপ পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ৪৪

সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র অতিশয় ধনবান্ মহাত্মা ভরতও মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৪৫

এই মহাতেজস্বী দুষ্মন্তকুমার ভরত পূর্ব্বে দেবতাগণের প্রসন্নতার জন্য যমুনার তীরে তিন শত, সরস্বতীর তীরে বিশ এবং গঙ্গার তীরে চৌদ্দটি অশ্ব বন্ধন করিয়া তত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।* ইনি নিজের জীবনে এক হাজার অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৬-৪৭

যেরূপ মানুষ দুই বাহুর দ্বারা আকাশের অনুসরণ করিতে পারে না, সেইরূপ এ' সকল রাজাদের মধ্যে কেহই ভরতের মহৎ কর্ম্মের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

তিনি সহস্র হইতেও অধিক অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞবেদিসকল বিস্তার করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সব যজ্ঞে ভরত আচার্য্য কণ্বকে এক হাজার স্বর্ণনির্ম্মিত পদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

সৃঞ্জয়! ইনি সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারিটি কল্যাণকারিণী নীতি অথবা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি

---

* পূর্ব্বে দ্রোণপর্ব্বে এই ষোড়শ রাজার উপাখ্যান প্রসঙ্গ ও এ স্থানের ষোড়শ রাজার উপাখ্যানের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য দেখা যায়। সে স্থলে (দ্রোণপর্ব্বে) ভরত কর্ত্তৃক যমুনাতীরে শত, সরস্বতীর তীরে তিন শত ও গঙ্গার তীরে চারিশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল—ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যোঽন্বকম্পত বৈ নিত্যং প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্॥ ৫১
বিধবা যস্য বিষয়ে নানাথাঃ কাশ্চনাভবন্।
সদৈবাসীৎ পিতৃসমো রামো রাজ্যং যদন্বশাৎ॥ ৫২
কালবর্ষী চ পর্জন্যঃ শস্যানি সমপাদয়ৎ।
নিত্যং সুভিক্ষমেবাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৩
প্রাণিনো নাপ্সু মজ্জন্তি নান্যথা পাবকোঽদহৎ।
রুজাভয়ং ন তত্রাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৪
আসন্ বর্ষসহস্রিণ্যস্তথা বর্ষসহস্রকাঃ।
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৫
নান্যোঽন্যেন বিবাদোঽভূৎ স্ত্রীণামপি কুতো নৃণাম্।
ধর্মনিত্যাঃ প্রজাশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৬
সন্তুষ্টাঃ সর্বসিদ্ধার্থা নির্ভয়াঃ স্বৈরচারিণঃ।
নরাঃ সত্যব্রতাশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৭
নিত্যপুষ্পফলাশ্চৈব পাদপা নিরুপদ্রবাঃ।
সর্বা দ্রোণদুঘা গাবো রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৮
স চতুর্দশবর্ষাণি বনে প্রোষ্য মহাতপাঃ।
দশাশ্বমেধান্ জারূথ্যানাজহার নিরর্গলান্॥ ৫৯
যুবা শ্যামো লোহিতাক্ষো মাতঙ্গ ইব যূথপঃ।
আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ॥ ৬০
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
অযোধ্যাধিপতির্ভূত্বা রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ৬১
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ॥ ৬২

মঙ্গলকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা। যখন ইনিও জীবিত থাকিতে পারেন নাই, তখন অপর আর কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে? অতএব তুমি নিজের মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না॥ ৫০

সৃঞ্জয়! শুনিয়াছি যে, দশরথনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও এই ধরণী হইতে পরম ধামে গমন করিয়াছেন। ইনি নিজ প্রজাগণের উপর ঔরসজাত পুত্রদের ন্যায় করুণা করিতেন॥ ৫১

তাঁহার রাজ্যে কোন স্ত্রী বিধবা ও অনাথা হন্ নাই। শ্রীরামচন্দ্র যতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, ততকাল তিনি নিজের প্রজাগণের নিকট পিতৃতুল্য কৃপালু ছিলেন॥ ৫২

যথাকালে বর্ষণ করিয়া মেঘ ক্ষেত্রে শস্যসকল উৎপাদন করিত। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে সর্বদা অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যাইত (অথবা সব সময় সুকাল ছিল, কোন সময়েই অকাল আসিত না) ৫৩

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য শাসনের সময় কখনও কোন প্রাণী জলে নিমগ্ন হইত না, অগ্নি অনুচিত ভাবে কখনও কাহাকেও প্রজ্বলিত করিত না এবং কোন প্রাণীরই রোগের ভয় ছিল না॥ ৫৪

শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় সকল স্ত্রী হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন এবং সকল পুরুষও হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন। কাহারও কোন রোগ হইত না ও সকল মানুষের সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হইত॥ ৫৫

স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইত না, সুতরাং পুরুষদিগের মধ্যে কিভাবে বিবাদ সম্ভব হইবে? শ্রীরামের রাজ্যশাসন কালে সকল প্রজাই ধর্ম্ম নিরত ছিলেন॥ ৫৬

শ্রীরামচন্দ্র যে সময় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময় সকল মানুষই সন্তুষ্ট, পূর্ণকাম, নির্ভয়, স্বাধীন ও সত্যব্রতী ছিলেন॥ ৫৭

শ্রীরামের রাজ্যশাসন কালে সকল বৃক্ষই নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বদা পুষ্প ও ফলদান করিত এবং সমস্ত গাভীই এক এক কলস দুগ্ধ প্রদান করিত॥ ৫৮

মহাতপস্বী শ্রীরাম চৌদ্দ বর্ষ পর্য্যন্ত বনে বাস করত রাজ্যপ্রাপ্তির পর দশটি এরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে সকল যজ্ঞ স্তুতিযোগ্য ছিল এবং সর্ব্বপ্রকার যাচকগণের জন্য কোন সময়েই দ্বার বন্ধ থাকিত না॥ ৫৯

শ্রীরামচন্দ্র নবযুবক ও শ্যামবর্ণ ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল। ইনি যূথপতি গজরাজগণের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। তাঁহার বদন সুন্দর এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় মাংসল ছিল॥ ৬০

শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি হইয়া দশ হাজার ও দশ শত বর্ষ অর্থাৎ এগার হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন॥ ৬১

সৃঞ্জয়! ইনিও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও এ জগৎ পরিত্যাগ করত নিত্য ধামে গমন করিয়াছেন, তখন আর

ভগীরথঞ্চ রাজানং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্যেন্দ্রো বিততে যজ্ঞে সোমং পীত্বা মদোৎকটঃ ॥ ৬৩
অসুরাণাং সহস্রাণি বহূনি সুরসত্তমঃ।
অজয়দ্ বাহুবীর্য্যেণ ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ৬৪
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং কন্যা হেমবিভূষিতাঃ।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ ॥ ৬৫
সর্বা রথগতাঃ কন্যা রথাঃ সর্বে চতুর্যুজঃ।
শতং শতং রথে নাগাঃ পদ্মিনো হেমমালিনঃ ॥ ৬৬
সহস্রমশ্বা একৈকং হস্তিনং পৃষ্ঠতোঽন্বযুঃ।
গবাং সহস্রমশ্বেঽশ্বে সহস্রং গব্যজাবিকম্ ॥ ৬৭
উপহ্বরে নিবসতো যস্যাঙ্কে নিষসাদ হ।
গঙ্গা ভাগীরথী তস্মাদুর্বশী চাভবৎ পুরা ॥ ৬৮
ভূরিদক্ষিণমিক্ষ্বাকুং যজমানং ভগীরথম্।
ত্রিলোকপথগা গঙ্গা দুহিতৃত্বমুপেয়ুষী ॥ ৬৯

অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ৬২

সৃঞ্জয়! রাজা ভগীরথও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। যাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞে সোমপান করত মদোন্মত্ত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পাকাসুরহন্তা ইন্দ্র নিজের বাহুবলে কয়েক হাজার অসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৬৩-৬৪

যিনি যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিরাট যজ্ঞে স্বর্ণাভরণে বিভূষিতা দশ লক্ষ কন্যাকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৬৫

এই সব কন্যা পৃথক্ পৃথক্ রথে উপবিষ্টা ছিলেন। প্রত্যেক রথে চারিটি করিয়া অশ্ব যোজিত ছিল এবং প্রতি রথের পশ্চাতে স্বর্ণমাল্যে অলঙ্কৃত ও মস্তকের উপর পদ্মের চিহ্নে সুশোভিত শত শত হাতী ছিল ॥ ৬৬

প্রত্যেক হাতীর পশ্চাতে এক এক হাজার অশ্ব, এক এক অশ্বের পশ্চাতে হাজার হাজার গরু এবং এক এক গরুর পশ্চাতে হাজার হাজার ছাগল ও মেষ ছিল ॥ ৬৭

তীরের নিকটে বাস করিবার সময় গঙ্গা রাজা ভগীরথের ক্রোড়ে আসিয়া বসিতেন। সেই কারণে তিনি পূর্ব্বে ভাগীরথী ও উর্ব্বশী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন ॥ ৬৮

ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কন্যাভাবপ্রাপ্ত হইয়া প্রভূত দক্ষিণা-দাতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় যজমান ভগীরথকে নিজের পিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬৯

স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৭০
দিলীপঞ্চ মহাত্মানং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্য কর্মাণি ভূরীণি কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭১
য ইমাং বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপঃ।
দদৌ তস্মিন্ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ৭২
যস্যেহ যজমানস্য যজ্ঞে যজ্ঞে পুরোহিতঃ।
সহস্রং বারণান্ হৈমান্ দক্ষিণামত্যকালয়ৎ ॥ ৭৩
যস্য যজ্ঞে মহানাসীদ্ যূপঃ শ্রীমান্ হিরণ্ময়ঃ।
তং দেবাঃ কর্ম কুর্বাণাঃ শক্রজ্যেষ্ঠা উপাশ্রয়ন্ ॥ ৭৪
চষালে যস্য সৌবর্ণে তস্মিন্ যূপে হিরণ্ময়ে।
ননৃতুর্দেবগন্ধর্বাঃ ষট্ সহস্রাণি সপ্তধা ॥ ৭৫
অবাদয়ৎ তত্র বীণাং মধ্যে বিশ্বাবসুঃ স্বয়ম্।
সর্বভূতান্যমন্যন্ত মম বাদয়তীত্যয়ম্ ॥ ৭৬

সৃঞ্জয়! ইনিও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তোমার পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না ॥ ৭০

সৃঞ্জয়! মহাত্মা রাজা দিলীপও নিহত হইয়াছেন,—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার মহৎ কর্ম্মসকল আজও ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করেন ॥ ৭১

একাগ্রচিত্ত হইয়া এই নরপতি নিজের সেই বিখ্যাত মহাযজ্ঞে রত্ন ও ধনে পরিপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবীকে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ৭২

যজমান দিলীপের প্রত্যেক যজ্ঞে পুরোহিত স্বর্ণনির্ম্মিত এক হাজার হাতী দক্ষিণারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৩

তাঁহার যজ্ঞে স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত উজ্জ্বল অতি বৃহৎ যূপ শোভা পাইত। যজ্ঞ কর্ম্ম করিবার সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ সদা সেই যূপের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৭৪

তাঁহার সেই সুবর্ণময় যূপে যে স্বর্ণের চষাল (বেষ্টন) ছিল, তাহার উপর ছয় হাজার দেব-গন্ধর্ব্ব নৃত্য করিতেন। সে স্থানে সাক্ষাৎ বিশ্বাবসু মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সপ্ত স্বর অনুসারে বীণা বাজাইতেছিলেন। সেই সময় সকল প্রাণী ইহাই মনে করিত যে, এই বীণা আমারই সম্মুখে বাদিত হইতেতেছে ॥ ৭৫-৭৬

এতদ্ রাজ্ঞো দিলীপস্য রাজানো নানুচক্রিরে।
যস্যেভা হেমসংছন্নাঃ পথি মত্তাঃ স্ম শেরতে ॥ ৭৭
রাজানং শতধন্বানং দিলীপং সত্যবাদিনম্।
যেঽপশ্যন্ সুমহাত্মানং তেঽপি স্বর্গজিতো নরাঃ ॥ ৭৮
ত্রয়ঃ শব্দা ন জীর্য্যন্তে দিলীপস্য নিবেশনে
স্বাধ্যায়ঘোষো জ্যাঘোষো দীয়তামিতি বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৭৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৮০
মান্ধাতারং যৌবনাশ্বং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যং দেবা মরুতো গর্ভং পিতুঃ পার্শ্বাদপাহরন্ ॥ ৮১
সমৃদ্ধো যুবনাশ্বস্য জঠরে যো মহাত্মনঃ।
পৃষদাজ্যোদ্ভবঃ শ্রীমাংস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৮২
যং দৃষ্ট্বা পিতুরুৎসঙ্গে শয়ানং দেবরূপিণম্।
অন্যোন্যমব্রুবন্ দেবাঃ কময়ং ধাস্যতীতি বৈ ॥ ৮৩
মামেব ধাস্যতীত্যেবমিন্দ্রোঽথাভ্যুপপদ্যত।
মান্ধাতেতি ততস্তস্য নাম চক্রে শতক্রতুঃ ॥ ৮৪
ততস্তু পয়সো ধারাং পুষ্টিহেতোর্মহাত্মনঃ।
তস্যাস্যে যৌবনাশ্বস্য পাণিরিন্দ্রস্য চাস্রবৎ ৮৫
তং পিবন্ পাণিমিন্দ্রস্য শতমহ্না ব্যবর্ধত।
স আসীদ্ দ্বাদশসমো দ্বাদশাহেন পার্থিবঃ ॥ ৮৬
তমিমং পৃথিবী সর্বা একাহ্না সমপদ্যত।
ধর্মাত্মানং মহাত্মানং শূরমিন্দ্রসমং যুধি ॥ ৮৭
যশ্চাঙ্গারং তু নৃপতিং মরুত্তমসিতং গয়ম্।
অঙ্গং বৃহদ্রথং চৈব মান্ধাতা সমরেঽজয়ৎ ॥ ৮৮
যৌবনাশ্বো যদাঙ্গারং সমরে প্রত্যযুধ্যত।
বিস্ফারৈর্ধনুষো দেবা দ্যৌরভেদীতি মেনিরে ॥ ৮৯

রাজা দিলীপের এই মহৎ কর্ম্মের অনুসরণ অপর কোন রাজাই করিতে সমর্থ হইবেন না। স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত ও সুসজ্জিত মদমত্ত বহু হস্তী পথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত। সত্যবাদী শতধন্বা মহাত্মা রাজা দিলীপকে যে সব মানুষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বর্গলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৭৭-৭৮

মহারাজ দিলীপের ভবনে বেদসমূহের স্বাধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনি, বীরবৃন্দের ধনুর টঙ্কার ধ্বনি এবং 'দান কর' এইরূপ শব্দ —এই তিন প্রকার শব্দ কখনও বন্ধ হইত না ॥ ৭৯

সৃঞ্জয়! এই রাজা দিলীপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন অন্যের নিধনের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের নিহত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ৮০

সৃঞ্জয়! যাঁহাকে মরুদ্ দেবতাগণ গর্ভাবস্থায় পিতার পার্শ্বভাগ বিদীর্ণ করত নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন, সেই যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতাও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৮১

ত্রিলোকবিজয়ী শ্রীমান্ রাজা মান্ধাতা পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত যে ঘৃত পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজ পিতা মহাত্মা যুবনাশ্বের উদরেই সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ॥ ৮২

যখন তিনি বাল্যকালে পিতার গর্ভ হইতে জন্মলাভ করত তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার রূপ দেববালকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—এই মাতৃহীন বালক কাহার দুগ্ধ পান করিবে? ৮৩

ইহা শ্রবণ করত ইন্দ্র বলিলেন,—'মাং ধাতা' আমার দুগ্ধ পান করিবে। যখন ইন্দ্র এইভাবে তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইবার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন হইতেই তিনি এই বালকের নাম 'মান্ধাতা' রাখিয়া দিলেন ॥ ৮৪

তদনন্তর সেই মহাত্মা বালক যুবনাশ্ব-পুত্রের পুষ্টির জন্য তাঁহার মুখে ইন্দ্রের হস্ত দুগ্ধ-ধারা নিঃসারণ করিতে লাগিল ॥ ৮৫

ইন্দ্রের সেই হস্ত পান করিতে করিতে এই বালক একদিনেই শত দিনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। বার দিনে রাজকুমার বার বৎসরের বালকের ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন ॥ ৮৬

রাজা মান্ধাতা অতিশয় ধার্ম্মিক এবং মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য প্রকাশ করিতেন। এই সমগ্র পৃথিবী একদিনেই তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল ॥ ৮৭

মান্ধাতা সমরাঙ্গণে রাজা অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয় ও অঙ্গরাজ বৃহদ্রথকেও পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৮৮

যে সময় যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা রণাঙ্গনে রাজা অঙ্গারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবগণ ইহাই মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহার ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে সম্পূর্ণ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ৮৯

যত্র সূর্য্য উদেতি স্ম যত্র চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৯০
অশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা রাজসূয়শতেন চ।
অদদাদ্ রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো
বিশাম্পতে ॥ ৯১
হৈরণ্যান্ যোজনোৎসেধানায়তান্ দশযোজনম্।
অতিরিক্তান্ দ্বিজাতিভ্যো ব্যভজংস্ত্বিতরে জনাঃ ॥ ৯২
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৯৩
যযাতিং নাহুষং চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং বিজিত্য সহসাগরাম্ ॥ ৯৪
শম্যাপাতেনাভ্যতীয়াদ্ বেদীভিশ্চিত্রয়ন্ মহীম্।
ঈজানঃ ক্রতুভির্মুখ্যৈঃ পর্য্যগচ্ছদ্ বসুন্ধরাম্ ॥ ৯৫
ইষ্ট্বা ক্রতুসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তর্পয়ামাস বিপ্রেন্দ্রাংস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ ॥ ৯৬
ব্যূঢেনাসুরযুদ্ধেন হত্বা দৈতেয়দানবান্।
ব্যভজৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ৯৭
অন্ত্যেষু পুত্রান্ নিক্ষিপ্য যদুদ্রুহ্যুপুরোগমান্।
পূরুং রাজ্যেঽভিষিচ্যাথ সদারঃ প্রাবিশদ্ বনম্ ॥ ৯৮
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৯৯
অম্বরীষঞ্চ নাভাগিং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যং প্রজা বব্রিরে পুণ্যং গোপ্তারং নৃপসত্তমম্ ॥ ১০০

যেস্থানে সূর্য্য উদিত হন্ সেস্থান হইতে এবং যেস্থানে সূর্য্য অস্ত যান, সেস্থান পর্য্যন্ত সমগ্র দেশকে যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতারই রাজ্য বলিয়া বলা হইত ॥ ৯০

প্রজানাথ! তিনি শত অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দশ যোজন লম্বা ও এক যোজন উচ্চ বহুসংখ্যক স্বর্ণের রোহিত মৎস্য নির্ম্মাণ করত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইবার পর আরও যত অবশিষ্ট ছিল, সেই সমস্তই তিনি অপর ব্যক্তিদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৯১-৯২

সৃঞ্জয়! এই রাজা মান্ধাতাও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ৯৩

সৃঞ্জয়! নহুষপুত্র যযাতিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি সমুদ্রসহ এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া শম্যাপাতের* দ্বারা পৃথিবীকে পরিমাপ করত যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব বেদীর দ্বারা পৃথিবীর বিচিত্র শোভা হইতেছিল। এই সকল বেদীর উপর তিনি প্রধান প্রধান যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সম্পূর্ণ ভারতভূমি পরিক্রমা করিয়াছিলেন ॥ ৯৪-৯৫

তিনি এক হাজার শ্রৌত যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণের তিনটি পর্ব্বত দান করত পূর্ণরূপে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৯৬

নহুষপুত্র যযাতি ব্যূহ-রচনাযুক্ত আসুর যুদ্ধের দ্বারা দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজের পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৯৭

তিনি সীমান্ত প্রদেশসমূহে নিজের তিন পুত্র যদু, দ্রুহ্যু ও অনুকে স্থাপিত করত মধ্যভারতের রাজ্য পূরুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তারপর স্বীয় স্ত্রীবর্গের সহিত তিনি বন গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯৮

সৃঞ্জয়! ইনিও তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ৯৯

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, নাভাগের পুত্র অম্বরীষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেই নৃপশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে সমস্ত প্রজারাই নিজেদের পুণ্যময় রক্ষকরূপে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১০০

* নিম্নভাগ স্থূল (মোটা) কাষ্ঠ দণ্ডকে 'শম্যা' বলা হয়। ইহাকে যখন কোন বলবান্ পুরুষ উত্তোলন করত সবলে নিক্ষেপ করে, তখন যত দূরে গিয়া উহা পতিত হয়; তত দূর পর্য্যন্ত ভূভাগকে 'শম্যাপাত' বলে। এরূপ এক এক শম্যাপাত অন্তর এক একটি যজ্ঞ বেদী রাজা যযাতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যঃ সহস্রং সহস্রাণাং রাজ্ঞামযুতযাজিনাম্ ।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংহিতঃ ॥ ১০১
নৈতৎ পূর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে ।
ইত্যম্বরীষং নাভাগিমন্বমোদন্ত দক্ষিণাঃ ॥ ১০২
শতং রাজসহস্রাণি শতং রাজশতানি চ ।
সর্বেঽশ্বমেধৈরীজানাস্তেঽভ্যযুর্দক্ষিণায়নম্ ॥ ১০৩
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১০৪
শশবিন্দুং চৈত্ররথং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যস্য ভার্য্যাসহস্রাণাং শতমাসীন্মহাত্মনঃ ॥১০৫
সহস্রং তু সহস্রাণাং যস্যাসন্ শাশবিন্দবাঃ ।
হিরণ্যকবচাঃ সর্বে সর্বে চোত্তমধন্বিনঃ ॥ ১০৬

শতং কন্যা রাজপুত্রমেকৈকং পৃথগন্বযুঃ ।
কন্যাং কন্যাং শতং নাগা নাগং নাগং শতং রথাঃ ॥ ১০৭
রথে রথে শতং চাশ্বা দেশজা হেমমালিনঃ ।
অশ্বে অশ্বে শতং গাবো গবাং তদ্বদজাবিকম্ ॥ ১০৮
এতদ্ ধনমপর্য্যন্তমশ্বমেধে মহামখে ।
শশবিন্দুর্মহারাজ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১০৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১১০.
গয়ঞ্চামূর্তরয়সং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যঃ স বর্ষশতং রাজা হুতশিষ্টাশনোঽভবৎ ॥ ১১১
যস্মৈ বহ্নির্বরং প্রাদাৎ ততো বব্রে বরান্ গয়ঃ ।
দদতো মেঽক্ষয়ং বিত্তং ধর্মে শ্রদ্ধা চ বর্ধতাম্॥১১২

ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিমান্ রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞ-মণ্ডপে দশ লক্ষ সেইরূপ রাজাকে সেই ব্রাহ্মণগণের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাঁহারা স্বয়ংই দশ দশ হাজার যজ্ঞ করিয়াছেন ॥ ১০১

এই যজ্ঞকর্ম্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ নাভাগপুত্র অম্বরীষের প্রশংসা করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এরূপ যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১০২

তাঁহার যজ্ঞে এক লক্ষ দশ হাজার রাজা সেবা কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করত দক্ষিণায়নের পর উপস্থিত উত্তরায়ণ মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১০৩

সৃঞ্জয়! রাজা অম্বরীষ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও জীবিত থাকিতে সমর্থ হন্ নাই, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে ? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১০৪

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দুও মৃত্যু হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মা নরপতির এক লক্ষ ভার্য্যা ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্ভ হইতে রাজার দশ লক্ষ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১০৫½

এই সব রাজকুমার স্বর্ণময় কবচধারী ও উত্তম ধনুর্দ্ধর ছিলেন। এক এক রাজকুমারের পৃথক্ পৃথক্ শত শত কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই সব প্রত্যেক কন্যার সহিত শত শত হাতী রাজকুমারগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এক এক হাতীর সহিত শত শত রথও লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১০৬-১০৭

প্রত্যেক রথের সহিত স্বর্ণ মাল্যধারী শত শত দেশীয় অশ্ব ছিল। প্রতি অশ্বের পশ্চাতে শত শত গরু এবং এক এক গরুর পশ্চাতে শত শত ছাগল ও মেষ ছিল ॥ ১০৮

মহারাজ! রাজা শশবিন্দু এই অত্যন্ত ধনরাশি অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১০৯

সৃঞ্জয়! ইনিও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যু হইতে রক্ষা পান নাই, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে ? অতএব তুমি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১১০

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, অমূর্ত্তরায়ের পুত্র রাজা গয়ও নিহত হইয়াছিলেন। তিনি শত বৎসর যাবৎ হোমের শেষে অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিতেন ॥ ১১১

এক সময় অগ্নিদেব তাঁহাকে বর প্রার্থনার জন্য বলিয়াছিলেন, তখন রাজা গয় এই বর প্রার্থনা করিলেন—অগ্নিদেব! আপনার কৃপায় দান করিবার সময় আমার নিকট অক্ষয় ধন ভাণ্ডার যেন পূর্ণই থাকে। ধর্ম্মে যেন আমার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয় এবং আমার মন সর্ব্বদা সত্যেই অনুরক্ত থাকে ॥ ১১২½

মনো মে রমতাং সত্যে ত্বৎপ্রসাদাদ্ধুতাশন ।
লেভে চ কামাংস্তান্ সর্বান্ পাবকাদিতি নঃ শ্রুতম্ ॥১১৩
দর্শৈশ্চ পূর্ণমাসৈশ্চ চাতুর্মাস্যৈঃ পুনঃ পুনঃ ।
অযজদ্ধয়মেধেন সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১১৪
শতং গবাং সহস্রাণি শতমশ্বতরাণি চ ।
উত্থায়োত্থায় বৈ প্রাদাৎ সহস্রং পরিবৎসরান্ ॥ ১১৫
তর্পয়ামাস সোমেন দেবান্ বিত্তৈর্দ্বিজানপি ।
পিতৃন্ স্বধাভিঃ কামৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স পুরুষর্ষভ ॥ ১১৬
সৌবর্ণীং পৃথিবীং কৃত্বা দশব্যামাং দ্বিরায়তাম্ ।
দক্ষিণামদদদ্ রাজা বাজিমেধে মহাক্রতৌ ॥ ১১৭
যাবত্যঃ সিকতা রাজন্ গঙ্গায়াং পুরুষর্ষভ ।
তাবতীরেব গাঃ প্রাদাদামূর্তরয়সো গয়ঃ ॥ ১১৮
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১১৯

রন্তিদেবঞ্চ সাঙ্কৃত্যং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ।
সম্যগারাধ্য যঃ শক্রাদ্ বরং লেভে মহাতপাঃ ॥১২০
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমন্মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥ ১২১
উপাতিষ্ঠন্ত পশবঃ স্বয়ং তং সংশিতব্রতম্ ।
গ্রাম্যারণ্যা মহাত্মানং রন্তিদেবং যশস্বিনম্ ॥ ১২২
মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সসৃজে যতঃ ।
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী ॥ ১২৩
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ নিষ্কান্ সদসি প্রততে নৃপঃ ।
তুভ্যং নিষ্কং তুভ্যং নিষ্কমিতি ক্রোশন্তি বৈ দ্বিজাঃ॥১২৪
সহস্রং তুভ্যমিত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণান্ সম্প্রপদ্যতে ।
অন্বাহার্য্যোপকরণং দ্রব্যোপকরণঞ্চ যৎ ॥১২৫
ঘটাঃ পাত্র্যঃ কটাহানি স্থাল্যশ্চ পিঠরাণি চ ।
নাসীৎ কিঞ্চিদসৌবর্ণং রন্তিদেবস্য ধীমতঃ ॥ ১২৬

শুনিয়াছি, অগ্নিদেবের নিকট হইতে তিনি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত বারংবার দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১১৩-১১৪

তিনি হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া এক লক্ষ গরু এবং শত শত খচ্চর দান করিতেন ॥ ১১৫

পুরুষপ্রবর! ইনি সোমরসের দ্বারা দেবগণকে, ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, শ্রাদ্ধকর্ম্মের দ্বারা পিতৃগণকে এবং কামভোগের দ্বারা স্ত্রীগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ১১৬

রাজা গয় অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে দশ ব্যাম (পঞ্চাশ হাত) প্রস্থ ও তাহার দ্বিগুণ লম্বা স্বর্ণের পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ॥ ১১৭

পুরুষপ্রবর নরেশ! গঙ্গার মধ্যে যত বালুকণা আছে, অমূর্ত্তরায়ের পুত্র গয় ততসংখ্যক গরু দান করিয়াছিলেন ॥ ১১৮

সৃঞ্জয়! ইনিও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ১১৯

সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। সেই মহাতপস্বী নরপতি ইন্দ্রের উত্তমরূপে আরাধনা করত তাঁহার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমাদের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন সর্ব্বদা অথিতির সেবা করিবার সুযোগ পাই, আমাদের শ্রদ্ধা যেন নষ্ট না হয় এবং আমরা কাহারও নিকট যেন কিছু প্রার্থনা না করি ॥ ১২০-১২১

কঠোর ব্রতপালনকারী, যশস্বী ও মহাত্মা রাজা রন্তিদেবের নিকট গরু প্রভৃতি গ্রাম্য ও মৃগ প্রভৃতি আরণ্য পশুগণ স্বতই যজ্ঞের জন্য উপস্থিত হইত ॥ ১২২

রন্তিদেবের যজ্ঞে নিহত পশুগণের চর্ম্মরাশির রক্ত হইতে যে জল নিঃসৃত হইত, উহার দ্বারা এক বিশাল নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। এই নদী চর্ম্মণ্বতী (চম্বল) নামে বিখ্যাত ॥১২৩

রাজা নিজের বিশাল যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণনির্ম্মিত পদক দান করিয়াছিলেন। সেস্থানে বহু দ্বিজ চীৎকার করিতে করিতে বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ! এই আপনার নিষ্ক (পদক, কেহ বলেন 'মোহর'), এই আপনার নিষ্ক, কিন্তু কেহই তখন উহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন্ নাই। তখন পুনরায় তাঁহারা এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, এই আপনার জন্য এক সহস্র নিষ্ক; এইভাবে তাঁহারা বহু ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১২৪½

বুদ্ধিমান্ রাজা রন্তিদেবের সেই যজ্ঞে অন্বাহার্য্য-অগ্নিতে আহুতি দান করিবার জন্য যে উপকরণ ও দ্রব্যসংগ্রহের জন্য

সাঙ্কৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমবসন্ গৃহে ।
আলভ্যন্ত শতং গাবঃ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ॥ ১২৭
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশন্তি সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ।
সূপং ভূয়িষ্ঠমশ্নীধ্বং নাদ্য ভোজ্যং যথা পুরা ॥ ১২৮
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১২৯
সগরঞ্চ মহাত্মানং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
ঐক্ষ্বাকং পুরুষব্যাঘ্রমতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ১৩০
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি যং যান্তমনুজগ্মিরে ।
নক্ষত্ররাজং বর্ষান্তে ব্যভ্রে জ্যোতির্গণা ইব ॥ ১৩১
একচ্ছত্রা মহী যস্য প্রতাপাদভবৎ পুরা ।
যোঽশ্বমেধসহস্রেণ তর্পয়ামাস দেবতাঃ ॥ ১৩২

যঃ প্রাদাৎ কনকস্তম্ভং প্রাসাদং সর্বকাঞ্চনম্ ।
পূর্ণং পদ্মদলাক্ষীণাং স্ত্রীণাং শয়নসঙ্কুলম্ ॥ ১৩৩
দ্বিজাতিভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ কামাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ।
যস্যাদেশেন তদ্ বিত্তং ব্যভজন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩৪
খানয়ামাস যঃ কোপাৎ পৃথিবীং সাগরাঙ্কিতাম্ ।
যস্য নাম্না সমুদ্রশ্চ সাগরত্বমুপাগতঃ ॥ ১৩৫
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১৩৬
রাজানঞ্চ পৃথুং বৈন্যং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যমভ্যষিঞ্চন্ সম্ভূয় মহারণ্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩৭
প্রথয়িষ্যতি বৈ লোকান্ পৃথুরিত্যেব শব্দিতঃ ।
ক্ষতাদ্ যো বৈ ত্রায়তীতি স তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩৮

যে সব পাত্র—কলস, থালা কড়াই, হাড়ী ও পিড়ি সব কিছুই সমান ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন পাত্রই এরূপ ছিল না, যাহা স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই ॥ ১২৫-১২৬

সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রিতে অতিথিসকল ভোজনের জন্য বাস করিতেন, সেই সময় বিশ হাজার এক শত গরু বধ করা হইত ॥ ১২৭

ঃহাতেও বিশুদ্ধ মণিময় কুণ্ডলধারণকারী পাচকগণ চীৎকার করত বলিতেছিলেন যে, আপনারা পরিপূর্ণভাবে ডাল-ভাত ভক্ষণ করুন। আজ যে ভোজন লাভ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বের তুল্য নহে অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় অধিক মাংস আজ আর নাই ॥১২৮

সৃঞ্জয়! রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি উহার জন্য শোক করিও না ॥ ১২৯

সৃঞ্জয়! ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সগরও মৃত্যু হইতে রক্ষা পান নাই—ইহা আমার শুনিয়াছি। ইঁহার পরাক্রম অলৌকিক ছিল ॥ ১৩০

যেরূপ বর্ষার শেষে শরৎকালে মেঘহীন আকাশের মধ্যে তারাসকল নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা সগর যখন যুদ্ধাদির জন্য কোথাও যাত্রা করিতেন, তখন তাঁহার ষাট হাজার পুত্র তাঁহার অনুসরণ করিয়া যাইতেন ॥১৩১

পুরাকালে রাজা সগরের প্রতাপে একচ্ছত্র পৃথিবী তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। তিনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করত দেবগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩২

রাজা সগর স্বর্ণস্তম্ভযুক্ত পূর্ণরূপে স্বর্ণেরই দ্বারা এক অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অন্তঃপুর কমলনয়না সুন্দরী স্ত্রীগণের শয্যা দ্বারা সুশোভিত ছিল। এইরূপ অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করত রাজা সগর ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত নানাপ্রকার ভোগ্যসামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সমস্ত ধন পরস্পর বিভাগ করত গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩২- ১৩৪

এক সময় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সাগরচিহ্নিত সমগ্র পৃথিবীকে খনন করাইয়া ছিলেন। সেই হইতে তাঁহার নামানুসারে সমুদ্রের সাগর নাম হইয়াছে ॥ ১৩৫

সৃঞ্জয়! ইনিও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ১৩৬

সৃঞ্জয়! বেনের পুত্র মহারাজ পৃথুকেও নিজের প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। মহর্ষিগণ মহাবনে একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন ॥ ১৩৭

ঋষিগণ এই চিন্তাই করিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি সমস্ত লোকের মধ্যেই ধর্ম্মকে প্রথিত (স্থাপিত) করিবে; এই কারণে তাঁহার নামও পৃথু রাখিলেন। যিনি ক্ষত অর্থাৎ দুঃখ ও সঙ্কট হইতে সকলকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। ১৩৮

পৃথুং বৈন্যং প্রজা দৃষ্ট্বা রক্তাঃ স্মেতি যদব্রুবন্ ।
ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদজায়ত ॥ ১৩৯
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী পুটকে পুটকে মধু ।
সর্বা দ্রোণদুঘা গাবো বৈন্যস্যাসন্ প্রশাসতঃ ॥ ১৪০
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা মনুষ্যা অকুতোভয়াঃ ।
যথাভিকামমবসন্ ক্ষেত্রেষু চ গৃহেষু চ ॥ ১৪১
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ।
সরিতশ্চানুদীর্য্যন্ত ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ১৪২
হৈরণ্যাংস্ত্রিনলোৎসেধান্ পর্বতানেকবিংশতিম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা যোঽশ্বমেধে মহামখে ॥ ১৪৩
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১৪৪
কিংবা তূষ্ণীং ধ্যায়তে সৃঞ্জয় ত্বং
ন মে রাজন্ বাচমিমাং শৃণোষি ।
ন চেন্মোঘং বিপ্রলপ্তং মমেদং
পথ্যং মুমূর্ষোরিব সুপ্রযুক্তম্ ॥ ১৪৫

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণোমি তে নারদ বাচমেনাং
বিচিত্রার্থাং স্রজমিব পুণ্যগন্ধাম্ ।
রাজর্ষীণাং পুণ্যকৃতাং মহাত্মনাং
কীর্ত্ত্যা যুক্তানাং শোকনির্ণাশনার্থাম্ ॥ ১৪৬
ন তে মোঘং বিপ্রলপ্তং মহর্ষে
দৃষ্ট্বৈবাহং নারদ ত্বাং বিশোকঃ
শুশ্রূষে তে বচনং ব্রহ্মবাদিন্
ন তে তৃপ্যাম্যমৃতস্যেব পানাৎ ॥ ১৪৭
অমোঘদর্শিন্ মম চেৎ প্রসাদং
সন্তাপদগ্ধস্য বিভো প্রকুর্য্যাঃ ·
সুতস্য সঞ্জীবনমদ্য মে স্যাৎ
তব প্রসাদাৎ সুতসঙ্গমশ্চ ॥ ১৪৮

বেননন্দন পৃথুকে দেখিয়া সমস্ত প্রজাগণ বলিয়াছিলেন যে, আমরা ইঁহার প্রতি অনুরক্ত, এইভাবে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'রাজা' হইয়াছিল ॥ ১৩৯

পৃথুর রাজ্যশাসনকালে পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্য উৎপন্ন করিতেন, প্রত্যেক মধুচক্রেই মধু পূর্ণ থাকিত এবং সকল গাভীই এক এক কলস দুগ্ধ প্রদান করিতেন ॥ ১৪০

সকল মানুষ নীরোগ ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইত এবং তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে ভীত হইতেন না। সমস্ত মানুষ নিজেদের ইচ্ছানুসারে গৃহে ও ক্ষেত্রে বাস করিতেন ॥ ১৪১

যখন তিনি সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিতেন, তখন সমুদ্রের জল স্থির হইয়া যাইত। নদীসকলের বৃদ্ধি শান্ত হইত এবং তাঁহার রথের ধ্বজ কখনও ভগ্ন হইত না ॥ ১৪২

রাজা পৃথু অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে পঞ্চদশ (প্রাচীনগণের মতে চারিশত) হস্ত উচ্চ একুশটি স্বর্ণময় পর্ব্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১৪৩

সৃঞ্জয়! ইনি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১৪৪

সৃঞ্জয়! তুমি নীরবে কি চিন্তা করিতেছ? রাজন্! আমার এই কথা কেন শ্রবণ করিতেছ না? যেরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর উত্তমরূপে প্রযুক্ত ঔষধও ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ আমার এই সমগ্র উপদেশবাক্য নিষ্ফল হইয়া যায় নাই ত? ১৪৫

সৃঞ্জয় বলিলেন,—নারদ! পবিত্রগন্ধযুক্তা মালার ন্যায় বিচিত্র অর্থে পরিপূর্ণ আপনার এই উপদেশ বাণী আমি শ্রবণ করিতেছি। পুণ্য কার্য্যকারী মহাত্মা কীর্ত্তিমান্ রাজর্ষিগণের চরিত্রযুক্ত আপনার এই বচন সমস্ত শোকের বিনাশক ॥ ১৪৬

মহর্ষি নারদ! আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, আপনার সেই উপদেশ ব্যর্থ হয় নাই। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি শোকহীন হইয়া গিয়াছি। ব্রহ্মবাদী মুনে! আমি আপনার এই বচন আরও শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ, অমৃতপানের ন্যায় আপনার উপদেশ শুনিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৪৭

প্রভো! আপনার দর্শন অব্যর্থ। আমি পুত্রশোকের সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিলাম। যদি আপনি আমার প্রতি করুণা করেন, তবে আমার পুত্র পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিবে এবং আপনার প্রসাদে আমার পুত্রমিলন সুখ সুলভ হইবে ॥ ১৪৮

নারদ উবাচ।

যস্তে পুত্রো গমিতোঽয়ং বিজাতঃ
স্বর্ণষ্ঠীবী যমদাৎ পর্বতস্তে।
পুনস্তু তে পুত্রমহং দদামি
হিরণ্যনাভং বর্ষসহস্রিণঞ্চ ॥ ১৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ষোড়শরাজোপাখ্যানে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই যে স্বর্ণষ্ঠীবী নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যাহাকে পর্ব্বতমুনি তোমায় প্রদান করিয়াছিল, সে ত' চলিয়া গিয়াছে। এখন আমি পুনরায় তোমাকে হিরণ্যনাভনামক এক পুত্র তোমায় প্রদান করিতেছি, যাহার আয়ু এক হাজার বৎসর হইবে ॥ ১৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ষোড়শরাজোপাখ্যান-বিষয়ক* একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

* এই ষোড়শরাজোপাখ্যান দ্রোণপর্ব্বেও আছে। তাহারই কিছু সংক্ষেপ করিয়া এস্থলে পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বের পরশুরামের চরিত্র এস্থলে নাই এবং পূর্ব্বে রাজা পৌরবের চরিত্রস্থলে এস্থানে অঙ্গরাজ বৃহদ্রথের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কথার ক্রমমধ্যেও ক্রমভঙ্গ আছে এবং শ্লোকের পাঠমধ্যেও স্থানে স্থানে ভেদ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত
অনুবাদ সমাপ্ত।

সমর্থ। যেমন একমাত্র স্বর্ণ কটক মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার ভেদে নানা আকারে আকারিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিই দেবতা মানব পশু প্রভৃতি বিবিধরূপে বিরাজ ক'র্ছেন। প্রলয়ে যেমন পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ প্রভৃতি পুনরায় একত্ব লাভ করে, সেইরূপ কি সুর কি মানব কি পশু বা অন্যান্য জীব সমস্তই প্রলয় সময়ে সেই সনাতন বিষ্ণুতে লীন হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি একান্ত মনে দেবগণপূজিতচরণকমল শ্রীহরিকে প্রণাম করে, তার সমস্ত পাপ বন্ধ বিমুক্ত হয়। ঘৃতসিক্ত অগ্নিবোধে তুমি তাকে পরিত্যাগ ক'র্বে।

যমদূত হরিভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে যম ব'ললে—যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ ধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হন্ না সুহৃদ্ এবং বিপক্ষগণের প্রতি সমভাবাপন্ন, যিনি কারও কিছু অপহরণ ও হিংসা করেন না, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে হরিভক্ত ব'লে জান্বে। যাঁর আত্মা কলিকলুষ দ্বারা লিপ্ত নয়, মোহশূন্য বিমলচিত্ত, যিনি মনে মনে অনুক্ষণ জনার্দ্দনকে ধ্যান করেন, তাঁকে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ভক্ত ব'লে জান্বে। যিনি নির্জ্জনে স্বর্ণাদি পরস্ব বস্তু দেখে তৃণের ন্যায় তা ত্যাগ করেন এবং শ্রীভগবানে অনন্যচিত্ত হন্, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত ব'লে জান্বে। স্ফটিক গিরিশালার ন্যায় অমল বিষ্ণু কোথায় আর মানব চিত্তস্থ মৎসর আদি দোষই বা কোথায়। চন্দ্র কিরণে কখনই হুতাশন দীপ্তিজাত উগ্রতা থাক্তে পারে না অর্থাৎ রাগদ্বেষসম্পন্ন ব্যক্তি হরিভক্ত হ'তে পারে না। যিনি বিমলচিত্ত মাৎসর্য্যবিহীন প্রশান্ত-বিশুদ্ধচরিত নিখিল জীবের মিত্র প্রিয় ও হিত বচন বলেন, অভিমান ও মায়া-বিরহিত তার হৃদয়েই নিরন্তর শ্রীভগবান্ বাসুদেব বাস করেন। সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস কর্লে মানুষ সকল লোকের প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দর্শনে লোকে বুঝে এর ভিতরে রমণীয় পার্থিব রস আছে, হে দূত! যম-নিয়মের দ্বারা যাঁদের পাপরাশি অপগত হ'য়েছে, যাদের হৃদয়

সতত অচ্যুতে আসক্ত থাকে, যাদের অভিমান অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই—এরূপ মানবকে দেখে দূর হ'তে পালাবে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অব্যয়াত্মা, হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন তাহ'লে নিখিলপাপ পাপনাশক শ্রীভগবানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, কারণ সূর্য্য বিদ্যমানে কখনও অন্ধকার থাকৃতে পারে না। পরস্বাপহারী প্রাণীহিংসক মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর কলুষিতচিত্ত অমঙ্গল কার্য্যে যে আসক্ত এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। এইভাবে যমরাজ তাঁর দূতকে উপদেশ দান করেন, দূতগণ তদবধি আমার ভক্তগণের ত্রিসীমানায় যায় না। ভাগবতধর্ম্মে যে যে সময় গ্লানি উপস্থিত হয় অধর্ম্ম জেগে উঠে, তখন মানবদেহ ধারণ ক'রে ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

